Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

শুধু ক্যামব্রিয়ান কলেজ ও দেশের অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন

উচ্চ মাধ্যমিক

সৃজনশীল

বাংলা প্রথম পত্র

CAMBRIAN PUBLICATIONS

ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স

২৩, প্রগতি সরণি, বারিধারা, ঢাকা। ফোন: ৯৮৯১৯১৯, ০১৭২০৫৫৭১৫০/১৬০/১৭০/১৮০

বিএসবি ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ক্যামব্রিয়ান, কিংস, মেট্রোপলিটন ও উইনসাম কলেজের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রী এবং ২০১৪ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত সর্বশেষ সিলেবাসের আলোকে রচিত

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

উচ্চ মাধ্যমিক

সৃজনশীল বাংলা

প্রথম পত্র

রচনা ও গ্রন্থনা

- আশরাফুল আযম খান
- বিভাস কুমার জয়ধর
- মোঃ সোহেল আহমেদ
- বুলবুল আহমেদ
- জিন্নাত রায়হান
- জহিরুল হক
- আবু নঈম মোস্তফা
- মোসাম্মৎ নূর-এ-জান্নাত চৌধুরী
- মোর্শেদুল আলম
- এস.এম.আব্দুল্লাহ্ ফিরোজ জুয়েল
- মোঃ রায়হান আলী
- নাবিলা জামান
- নাজমা সুলতানা
- শারমিন সুলতানা
- পারভীন আক্তার জলি
- হাসান মাহমুদ আকন্দ
- মনিরুল মোমেন
- শামসুল আলম ভূঁইয়া
- আনন্দ কুমার বিশ্বাস
- আয়নাল হক
- মোহাম্মদ আবদুল জব্বার
- আফরোজা খানম
- ফিরোজা আক্তার
- সায়মা নওরীন
- তারিকুল ইসলাম
- নিতাই চন্দ্র মোহন্ত
- মোসাম্মৎ আক্তারুন্নাহার
- মনিরুজ্জামান বিপ্লব

সমন্বয়ক ▣ বিভাস কুমার জয়ধর ▣ মোঃ সোহেল আহমেদ

সম্পাদক ▣ বুলবুল আহমেদ

ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স

www.facebook.com/tanbir.ebooks

প্রকাশক
লায়ন এম. কে. বাশার পিএমজেএফ
ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স
প্লট-২, গুলশান সার্কেল-২, ঢাকা।
ফোন : ৯৮৯১৯১৯, ৯৮৮১৩৫৫

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ
১ জুলাই, ২০১২

দ্বিতীয় প্রকাশ
১ জুলাই, ২০১৩

ট্রেড মার্ক রেজিঃ নং : ৯৬৫০৪, শ্রেণি-১৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রচ্ছদ, অলংকরণ ও বিষয় বিন্যাস
বুলবুল আহমেদ

প্রচ্ছদচিত্র
জহিরুল হক

চূড়ান্তকরণ
মোহাম্মদ ইউনুছ মিয়া
আরিফ ভাণ্ডারী (আরিফ)

কম্পোজ
বুলবুল আহমেদ
ইমাম হোসেন
মো. মাহবুব হাসান (মিজান)
মো. মনিরুল ইসলাম

মুদ্রণ

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

প্রকাশকের কথা

ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ শুধু প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রমেই নয়; শিক্ষা গবেষণা, পাঠ্যবই এবং সৃজনশীল প্রকাশনার ক্ষেত্রেও ইতোমধ্যে একটি বিশেষ অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজের প্রকাশনা বিভাগ ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স শুরু থেকেই কার্যকর পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক বই রচনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে একজন সাধারণ শিক্ষার্থীকে যেখানে একটি বিষয়ের একটি পত্রের জন্য একাধিক বই পড়তে হয়, ক্যামব্রিয়ান কলেজের শিক্ষার্থীদের সেখানে পড়তে হয় মাত্র একটি বই। ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স-এর পরিকল্পিত প্রকাশনাই তাদের এ সুযোগ করে দিয়েছে।

ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজের রয়েছে দক্ষ ও মেধাবি সহস্রাধিক অভিজ্ঞ শিক্ষক। শুধু প্রচলিত শিক্ষার ধারায় নয়, সংস্কার ও পরীক্ষামূলক কাজের ধারায়ও অন্তঃশীল গতিশীলতায় নিরন্তর তাঁরা কাজ করে চলছেন। তাঁদের লেখনি দ্বারা নিয়মিত রচিত হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক নানা পাঠ্যপুস্তক। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যামব্রিয়ান কলেজের বাংলা বিভাগের মেধাবি শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রয়াসের মাধ্যমে 'উচ্চ মাধ্যমিক সৃজনশীল বাংলা প্রথম পত্র' গ্রন্থটি রচনা করেছেন। সহজ-সরল ভাষা ও সাবলীল উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য এ বইটিকে যথাসম্ভব সহজ ও পাঠোপযোগী করে তোলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, 'উচ্চ মাধ্যমিক সৃজনশীল বাংলা প্রথম পত্র' গ্রন্থটির একমাত্র স্বত্বাধিকারী ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স। বইটি বিএসবি ফাউন্ডেশন পরিচালিত ক্যামব্রিয়ান, কিংস, মেট্রোপলিটন ও উইনসাম কলেজের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশ করা হচ্ছে। BSB Foundation এর পক্ষ থেকে এ বছর এক হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর সৌজন্য কপি দেয়া হবে। আগামীতে পর্যায়ক্রমে দেশের সবকটি কলেজেই এ বইটি পাঠানো হবে; যাতে করে ক্যামব্রিয়ানের মতো অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরাও এতে উপকৃত হতে পারে।

গ্রন্থটি নির্ভুল, আকর্ষণীয় ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। যদি কারও চোখে এ ধরনের কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তবে অনুগ্রহ করে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করা হবে। ভবিষ্যতে বইটির শ্রীবৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় করার জন্য ছাত্র-ছাত্রী ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যে কোনো গঠনমূলক পরামর্শ ও উপদেশ কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করা হবে। আগামী দিনগুলোতে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্সের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠুক– এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

লায়ন এম. কে. বাশার পিএমজেএফ
প্লট-২, গুলশান সার্কেল-২, ঢাকা।
ফোন : ৮৮১৮৮১৬
মোবাইল : ০১৭২০৫৫৭১৯৮

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

প্রসঙ্গ কথা

মুখস্থ বিদ্যার বলয় থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে আনতেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হয়েছে। ২০০৮ সালে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচির মধ্য দিয়ে এ পদ্ধতি চালু করা হয়। ২০১০ সালে এসএসসি এবং ২০১২ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

মুখস্থবিদ্যা পরিহার করতেই যেহেতু সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, সেহেতু এ সম্পর্কিত গাইড বা নোট বই বাজারে থাকা কতোটা সঙ্গত তা নিয়ে এক ধরনের বিতর্ক আছে। সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আংশিক নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। তারপরও নোট বা গাইড প্রকাশের কাজটি থেমে নেই। প্রতি বছরই বাজারে নতুন নতুন গাইড বই বের হচ্ছে। এ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত কিছু ব্যাখ্যাও রয়েছে। অনেকেই বলেন, পর্যটনের ক্ষেত্রে কেউ যদি নতুন কোনো জায়গায় ভ্রমণ করতে যান, তবে একজন গাইড তার অনেক কাজে লাগে। গাইডের সহায়তায় তার অনেক শ্রম ও সময় সাশ্রয় হয়। তবে একজন পর্যটক একটি স্পটকে কোন দৃষ্টিতে দেখে কীভাবে তা মূল্যায়ন করবেন বা সেখান থেকে তিনি কী জ্ঞান আহরণ বা কোন সৌন্দর্য উপভোগ করবেন তা একান্তই তার নিজস্ব ব্যাপার। ঠিক একইভাবে একটি গাইড বই নতুন বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকা একজন শিক্ষার্থীকে খুব সহজেই একটি সাধারণ ধারণা দিতে পারে। তারপর সে ধারণা থেকে সে যদি নিজের মতো করে কোনো প্রশ্নের উত্তর লিখে তবে সেটাই হবে তার যথার্থ সৃজনশীলতা। তাই মুখস্থবিদ্যাকে প্রাধান্য দিয়ে এ বইয়ে আমরা শিক্ষার্থীদর ওপর উদ্দীপকের বোঝা চাপানোর কোনো চেষ্টা করি নি। প্রত্যেক গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বা উপন্যাসের সম্ভাব্য শিখনফলগুলোর ওপর একটি বা দুটি করে উদ্দীপক নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাদামাটা একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছি। এসবের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাগুলো আন্ডারলাইন ও বোল্ড করে যথাযথ নিয়মগুলোর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি। তাই আমাদের এই 'উচ্চ মাধ্যমিক সৃজনশীল বাংলা প্রথম পত্র' বইটি মুখস্থ বিদ্যা নয়; বরং সৃজনশীলতাকেই উৎসাহিত করবে।

চিন্তা ও উপস্থাপনার স্বাতন্ত্র্যই সৃজনশীলতার মূলমন্ত্র। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, যার যা খুশি সে তাই করবে। এর অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো থাকতে হবে এবং সেই কাঠামো প্রতিপালনের ক্ষেত্রে একটি পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থাও থাকতে হবে। ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার বাংলা প্রথমপত্রের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে আমরা এসইএসডিপি প্রণীত পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কার বিষয়ক নীতিমালার এমন কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ করেছি যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। পরীক্ষার পূর্বে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ সংক্রান্ত যে নমুনা প্রশ্নপত্রগুলো পাঠানো হয়েছিলো তাতেও এই নীতিমালা অনুসৃত হয়নি। আমরা যারা শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করি তাদের কিছু বাধ্যবাধকতা আছে। শিক্ষার্থীদের সামনে আমাদের প্রশ্নপত্রের একটি রূপরেখা তুলে ধরতে হয়। এই রূপরেখায় থাকতে হয় একটি সুস্পষ্টতা। এসইএসডিপি প্রণীত পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার বিষয়ক নীতিমালাকেই আমরা রূপরেখা হিসেবে ধরে নেই। কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে শিক্ষার্থীরা যখন দেখে আমরা তাদের ভুল শিখিয়েছি, তখন তাদের কাছে আমরা ছোট হয়ে যাই; আমাদের মর্যাদা সেখানে ভূলুণ্ঠিত হয়।

আমরা কেউই ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নই। তবে তারও একটি মাত্রা থাকা উচিত। নতুন এই পদ্ধতির সাথে এখনো আমরা অনেকেই খাপ খাওয়াতে পারিনি। প্রশিক্ষণের সুযোগও আমাদের সঙ্কুচিত। কিন্তু তাই বলে কারও অসচেতনতা বা অসতর্কতার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে এভাবে আমাদের ছোট হয়ে যাওয়া কখনোই কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। তাই যারা মাস্টার ট্রেইনার কিংবা বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের অধিকতর সচেতন ও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। নতুবা তাদের এ ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি আমাদের সবাইকে দীর্ঘমেয়াদি বিভ্রান্তির ঘেরাটোপে আটকে ফেলতে পারে।

আমরা জানি, একটি নতুন পদ্ধতি চালু হলে প্রাথমিক অবস্থায় সেখানে কিছুটা অব্যবস্থাপনা বা বিশৃঙ্খলা থাকবেই। থাকবে কিছুটা বিভ্রান্তিও। তবে সময়ের পরিবর্তনে তা শুদ্ধতার দিকে এগিয়ে যাবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। নবম-দশম শ্রেণির বাংলা বিষয়ে যখন সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়, তখন এ সংক্রান্ত ম্যানুয়ালে বলা হয়েছিলো, পাঠ্যবই থেকেও উদ্দীপক তৈরি করা যাবে। এ অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকও রচিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে নির্বাচনি ও এসএসসি পরীক্ষায় দেখা যায়, সরাসরি বই থেকে সেখানে একটি উদ্দীপকও আসেনি। এরপর একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা সংকলন বইটিতেও এ পরিবর্তিত ধারা বজায় রাখা হয়। এ সংক্রান্ত ম্যানুয়ালেও আনা হয় পরিবর্তন। এর ফলে বিষয়টি এখন একটি স্থির অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। সময়ের

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

পরিবর্তনে এভাবেই এক সময় সব কিছু ঠিক হয়ে যায়। তবে শুরুতেই যদি দায়িত্বশীল কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ায় বা কারও মধ্যে দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতা থাকে, তবে তা আমাদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠতে পারে। বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তও তৈরি হতে পারে। তাই এ ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের আরও অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ক্ষেত্রে এসএসসি পর্যায়ে ৪০% জ্ঞানমূলক, ৩০% অনুধাবনমূলক, ২০% প্রয়োগমূলক ও ১০% উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন করার যে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিধান করা হয়েছে এইচএসসি পর্যায়ে তা করা হয়নি। এইচএসসিতে কাঠিন্য সৃষ্টির একটি অবাস্তব ধারণা বাস্তবায়নের নামে জ্ঞান ও অনুধাবনের জন্য ৬০% এবং প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার জন্য ৪০% প্রশ্ন করার যে অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর বিধান করা হয়েছে তা মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। এর ফলে সমন্বিত কোনো ভালো ফল আসবে না। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ২০১২ সালের এইচএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে এরই সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা গেছে। এছাড়া এসইএসডিপি প্রণীত পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কার বিষয়ক নীতিমালায় সাধারণ বহুনির্বাচনি, বহুপদি সমাপ্তিসূচক ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক– এই তিনটি কাঠামোর কয়টি করে প্রশ্ন হবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। তবে সেখানে সহজ থেকে ক্রমান্বয়ে কঠিন প্রশ্নের সংখ্যা কম রাখার কিছুটা ইঙ্গিত রয়েছে। আবার এটাও উল্লেখ করা হয়েছে, বহুপদি সমাপ্তিসূচক প্রশ্নের সংখ্যা কিছুতেই ২০% অর্থাৎ ৮টির বেশি হতে পারবে না। এদিক থেকে অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নের সংখ্যা ৪ থেকে সর্বোচ্চ ৮টি হওয়ার কথা। অথচ ঢাকা বোর্ডের প্রশ্নপত্রে প্রথমবারই এ ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছে ১৬টি। এ ১৬টি প্রশ্নের জন্য দীর্ঘ উদ্দীপক ব্যবহার করা হয়েছে ৮টি। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সময় স্বল্পতায় ভুগেছে। অথচ এখানে ২টি দীর্ঘ উদ্দীপকের মাধ্যমে ৪টি প্রশ্ন করা হলে প্রশ্নের মান অনেক বাড়তো; পরীক্ষার্থীরাও সুবিধা পেতো। সুতরাং, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত এ ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট গাইডলাইন দেয়া।

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লেখার ক্ষেত্রে উপস্তরভিত্তিক অনুচ্ছেদ তৈরি একটি জটিল সমস্যা। প্রশিক্ষকদের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ আছে। এসইএসডিপি প্রণীত পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার বিষয়ক নীতিমালায় সুনির্দিষ্ট করে এ সম্পর্কে কিছু বলা না হলেও সেখানে যে নমুনা উত্তরটি দেয়া হয়েছে তাতে এ ধরনের উপস্তরভিত্তিক অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে বিগত এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, ১% পরীক্ষার্থীও এ পদ্ধতিটি অনুসরণ করেনি। তাই দ্রুত এর একটি যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য সমাধান হওয়া উচিত।

এসইএসডিপি প্রণীত পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কার বিষয়ক নীতিমালায় উদ্দীপক তৈরির ক্ষেত্রে বাহুল্য বর্জন করে সহজবোধ্যতার ব্যাপারে জোর দেয়া হলেও উত্তর লেখার ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তবে অনেক প্রশিক্ষকই এ ব্যাপারে জিরো ফ্যাট তথা অপ্রয়োজনীয় কথা বর্জনের একটি পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু তারপরও এসইএসডিপি প্রণীত পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কার বিষয়ক নীতিমালার নমুনা উত্তরসহ অনেক ক্ষেত্রেই উত্তরসমূহকে অহেতুক দীর্ঘ ও অলঙ্কারবহুল করার এটি প্রবণতা দেখা যায়। অত্র বইটিতে আমরাও তা থেকে মুক্ত হতে পারিনি। এ দীর্ঘত্ব রোধ করতে গত ১৭ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপন [(স্মারক নং – শিম/শাঃ ১১/বিবিধ-৬/২০০৪ (অংশ-২)/২৭৬, তারিখ : ০৪ বৈশাখ ১৪১৯/১৭ এপ্রিল ২০১২) জারি করেছে। এ প্রজ্ঞাপনটি এক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। বাংলা শিক্ষকদের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের একটি অভিযোগ, লেখা বড় না হলে তারা নম্বর দেন না। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের উচিত এ অভিযোগের বলয় থেকে বেরিয়ে আসা। তবে এক্ষেত্রে লেখা অযথা বড় হওয়া যেমন কাম্য নয়, তেমনি প্রয়োজনীয় তথ্য পরিহার করে ছোট উত্তর লেখাও সঙ্গত নয়।

আমরা যারা এ বইটি রচনার সাথে জড়িত তাদের অনেকেই এখন পর্যন্ত সরকারি কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাইনি। তাই এ বইটিতে নানা ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়। বিভিন্ন উৎস থেকে এ সম্পর্কে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করেছি, তাই এখানে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। এছাড়া প্রাথমিক অবস্থায় আমরাও এখনো অনেক কিছু গুছিয়ে আনতে পারিনি। তাই ভালো মানের একটি বইয়ের জন্য আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

এ বইটি রচনা, গ্রন্থনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সরাসরি বা নেপথ্যে থেকে যারা তাদের শ্রম ও সহযোগিতা দিয়ে আমাদের ধন্য করেছেন, তাদের প্রত্যেককেই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সম্পাদক

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

বিষয় : বাংলা

(আবশ্যিক)

প্রথম পত্র

(গদ্য, কবিতা ও উপন্যাস)

বিষয় কোড : ১০১

একাদশ শ্রেণি

মা ন ব ণ্ট ন

সৃজনশীল

ক -বিভাগ (গদ্য) - ২০

২টি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে (৩টি থেকে) : ১০ × ২ = ২০

খ -বিভাগ (কবিতা) – ২০

২টি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে (৩টি থেকে) : ১০ × ২ = ২০

গ-বিভাগ (উপন্যাস) – ২০

২টি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে (৩টি থেকে) : ১০ × ২ = ২০

বহুনির্বাচনি

বাংলা সংকলন বইয়ের গদ্যাংশ থেকে ২৪টি ও কবিতাংশ থেকে ১৬টি প্রশ্ন থাকবে।

এদের প্রত্যেকটিরই উত্তর দিতে হবে। উপন্যাস থেকে কোনো প্রশ্ন থাকবে না। ৪০ × ১= ৪০

সর্বমোট = ১০০

প্রশ্নপত্র প্রণয়ন নীতিমালা

- সৃজনশীল অংশে প্রত্যেক বিভাগে ১টি করে অতিরিক্ত প্রশ্নসহ মোট ৩টি প্রশ্ন দেয়া থাকবে।
- প্রতিটি প্রশ্নে ১টি করে উদ্দীপক ও ৪টি করে প্রশ্নখণ্ড থাকবে (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা)।
- সৃজনশীল প্রশ্নের প্রতিটি উদ্দীপক হবে মৌলিক।
- সংশ্লিষ্ট পাঠ্যবিষয় থেকে সরাসরি কোনো উদ্দীপক দেয়া যাবে না।
- উদ্দীপকের ভাষা হবে আকর্ষণীয়, সহজে বোধগম্য এবং যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত।
- উদ্দীপকের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে প্রশ্নের অংশগুলো তৈরি হবে এবং প্রতিটি অংশ সহজ থেকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে সাজাতে হবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্নে কোনো অতিরিক্ত প্রশ্ন দেয়া থাকবে না। এক্ষেত্রে প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলো সাধারণ, বহুপদি সমাপ্তিসূচক ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক – এই তিন ভাগে বিভক্ত থাকবে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

পাঠ্যপুস্তকসমূহ

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের নাম)

১. **উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন**
সংকলক : ড. মাহবুবুল হক

২. **পদ্মা নদীর মাঝি** (একাধিক থেকে নির্বাচিত)
মূল : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদনা : মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস
প্রকাশক : কামরুল এন্টারপ্রাইজ

		গদ্য
ক্রমিক	**অধ্যায়ের শিরোনাম**	**লেখক**
১.	কমলাকান্তের জবানবন্দি	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২.	হৈমন্তী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩.	সাহিত্যে খেলা	প্রমথ চৌধুরী
৪.	বিলাসী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৫.	অর্ধাঙ্গী	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
৬.	যৌবনের গান	কাজী নজরুল ইসলাম
৭.	কলিমদ্দি দফাদার	আবু জাফর শামসুদ্দীন
৮.	একটি তুলসী গাছের কাহিনী	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
৯.	একুশের গল্প	জহির রায়হান
১০.	দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ	সংকলিত রচনা
১১.	অপরাহ্নের গল্প	হুমায়ূন আহমেদ
		কবিতা
ক্রমিক	**কবিতার শিরোনাম**	**কবি**
১.	বঙ্গভাষা	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
২.	সোনার তরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩.	জীবন-বন্দনা	কাজী নজরুল ইসলাম
৪.	বাংলাদেশ	অমিয় চক্রবর্তী
৫.	কবর	জসীমউদ্‌দীন
৬.	তাহারেই পড়ে মনে	সুফিয়া কামাল
৭.	পাঞ্জেরি	ফররুখ আহমদ
৮.	আমার পূর্ব বাংলা	সৈয়দ আলী আহসান
৯.	আঠারো বছর বয়স	সুকান্ত ভট্টাচার্য
১০.	একটি ফটোগ্রাফ	শামসুর রাহমান
		উপন্যাস
১.	পদ্মানদীর মাঝি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এইচএসসি
সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি
বিষয় : বাংলা ■ প্রথম পত্র

সংযোজন, পরিমার্জন ও গ্রন্থনা ❒ বুলবুল আহমেদ

(এসইএসডিপি প্রণীত পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কার বিষয়ক নীতিমালা অবলম্বনে)

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

প্রাককথন

একটি নির্দিষ্ট বয়স ও শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কী ধরনের জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হবে এর সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশলই হচ্ছে শিক্ষাক্রম বা কারিকুলাম। এই কারিকুলাম হচ্ছে সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রমের একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা। জাতিগত দর্শন, রাষ্ট্রীয় নীতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও চাহিদা এবং এর উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয় ।

শিক্ষার প্রতিটি স্তরের জন্য স্বতন্ত্র কারিকুলাম থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কারিকুলাম রয়েছে। এসব কারিকুলাম বা শিক্ষাক্রমে নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ নিরূপণ করা হয়। শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিখন–শেখানো কার্যাবলি, শেখানোর পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন কৌশল কারিকুলামে উল্লেখ থাকে। একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এবং একটি বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে তাও শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হলে শেখানোর কৌশল কী হবে তারও একটি দিক-নির্দেশনা শিক্ষাক্রমে বর্ণনা করা হয়।

কারিকুলাম পরিবর্তনশীল। বিশ্বে জ্ঞান–বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও ধারণার পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে কারিকুলামেও পরিবর্তন আনা হয়। এটা না হলে শিক্ষাব্যবস্থা পশ্চাদমুখী হয়ে পড়ে এবং দক্ষ ও যুগোপযোগী মানবসম্পদ জনশক্তি গঠনে ব্যর্থ হয়। আর এতে অনিবার্যভাবেই দেশ পিছিয়ে পড়ে। তবে দেশের অগ্রগতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য কেবল কারিকুলাম যুগোপযোগী করলেই হয় না, সেই সাথে শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও যথাযথ পরিবর্তন আনতে হয়।

কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ইদানীং অংশগ্রহণমূলক শিখনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের টেকসই শিখন এবং যোগ্যতা ও দক্ষতার বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য বিষয়বস্তুর আলোকে বিভিন্নমুখী কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীদের অর্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে মূল্যায়নেরও প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নে সমকালীন বৈচিত্র্য আনা খুবই জরুরি।

শিক্ষার্থীদের কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গভাবে মূল্যায়ন করতে হলে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন ছাড়াও বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত বিভিন্ন কাজ পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের অর্জিতব্য দক্ষতার কোনো অংশ মস্তিষ্ক সচল (Cognitive Domain-বুদ্ধিবৃত্তিক/ চিন্তন ক্ষেত্র), কোনো অংশ হৃদয় সচল (Affective Domain-আবেগীয় ক্ষেত্র) আবার কোনো অংশ পেশি সচল (Psychomotor Domain-মনোপেশিজ ক্ষেত্র) করার সাথে সংশ্লিষ্ট। শুধু কাগজে-কলমে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হৃদয় বা হাত সচল করা যায় না।

উক্ত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন) প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়নের তাগিদ দেয়া হয়েছে। মার্কিন শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী বেঞ্জামিন এস. ব্লুমস ১৯৫৬ সালে Cognitive Domain কে ৬টি স্তরে/পদসোপানে বিভক্ত করেন। চিন্তন দক্ষতার ৬টি স্তরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ:

১. **জ্ঞান (Knowledge) বা স্মরণ করা (Remember) :** উপস্থাপিত ঘটনা, পরিস্থিতি বা বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য সনাক্ত এবং স্মৃতি থেকে উল্লেখ করতে পারা।

২. **অনুধাবন (Comprehension) বা বুঝতে পারা (Understand) :** লিখিত, মৌখিক বা লেখচিত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত নির্দেশনামূলক তথ্য / ম্যাসেজ থেকে অর্থ বলতে বা লিখতে পারা (ব্যাখ্যা / বর্ণনা করা)।

৩. **প্রয়োগ (Application) বা প্রয়োগ করা (Apply) :** তথ্য, পদ্ধতি, ধারণা, সূত্র নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অনুধাবন ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৪. **বিশ্লেষণ (Analysis) বা বিশ্লেষণ করা (Analyze) :** বস্তু, ধারণা, সূত্র, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত, উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমগ্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করা।

৫. **মূল্যায়ন (Evaluation) বা (Evaluate) বিশ্লেষণ করা :** ক্রাইটেরিয়া, মানদণ্ড, যুক্তির ভিত্তিতে মতামত, বিচার-বিবেচনা প্রদান।

৬. **সংশ্লেষণ (Synthesis) বা সৃষ্টি করা (Create) :** নতুন পরিস্থিতিতে তথ্য/ উপাদান একত্রিত করে নতুন কিছু (বস্তু, ধারণা) সৃষ্টি করা।

এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ৬টি দক্ষতা স্তরকে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা – এই চারটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এ ধরনের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ২টি অংশ থাকে। যথা –

১. বহুনির্বাচনি প্রশ্নপ্রত্র এবং
২. সৃজনশীল প্রশ্নপত্র

এ দুই প্রকারের প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ২০০৯ সাল থেকে এসএসসি এবং ২০১২ সাল থেকে এইচএসসি বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষা চালু হয়েছে। চিন্তন দক্ষতার এই চারটি স্তরকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

জ্ঞান স্তর	এটি হলো চিন্তন দক্ষতার সর্বনিম্ন স্তর। এর অর্থ হচ্ছে পূর্বে জানা কোনো কিছু স্মরণ করা। এর মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলোঃ সাধারণ শব্দসমূহ, বিশেষ তথ্য, তত্ত্ব, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ধারণা এবং নীতিমালা ইত্যাদি স্মরণ করা বা চিনতে পারা। জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি করা সহজ। *জ্ঞান স্তরের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায়।*
অনুধাবন স্তর	অনুধাবন হলো কোনো বিষয়ের অর্থ বোঝার দক্ষতা। তা হতে পারে তথ্য, নীতিমালা, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি বুঝতে পারা। বুঝতে পারলে ব্যাখ্যা অথবা অনুধাবন করা যায়। বুঝতে পারলেই মৌখিকভাবে এবং প্রতীক, গ্রাফ, সারণি ও চিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য জ্ঞান স্তরের তুলনায় অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন। শিখন এবং মূল্যায়ন এর জন্য অনুধাবন স্তরের প্রশ্নের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।
প্রয়োগ স্তর	প্রয়োগ বলতে বুঝায় পূর্বের শেখা বিষয়কে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার দক্ষতা। আইন, বিধি, তত্ত্ব, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, ধারণা, নীতি ইত্যাদির প্রয়োগ হতে পারে। প্রয়োগ দক্ষতা স্তরে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে চার্ট ও গ্রাফ তৈরি করা; পদ্ধতিটির সঠিক ব্যবহার ও প্রদর্শন এবং হিসাব-নিকাশ করা।
উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তর	উচ্চতর চিন্তন-দক্ষতা বলতে বোঝায় কোনো বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) এবং মূল্যায়ন (বিচার-বিবেচনা, যুক্তি)। কোনো সমগ্র বিষয়, ধারণা বা বিষয়বস্তুকে বিবিন্ন উপাদান বা অংশে বিভক্ত করা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা। বিষয় সংশ্লিষ্ট একগুচ্ছ তথ্য/উপাদান/অংশ সংগঠিত এবং সমগ্রতে রূপান্তর করা। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য বা ধারণা সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি কাঠামো বা নক্শা তৈরি করা। কোনো মতামত, কাজ, সমাধান এবং পদ্ধতির মূল্য বিচার করা। দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে এর মধ্যে নিম্নতর স্তরের অন্য সব চিন্তন দক্ষতাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। পূর্বের জানা তথ্য/তত্ত্ব (জ্ঞান) ব্যবহার করে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং মূল্যায়নের দক্ষতাই হলো উচ্চতর চিন্তন-দক্ষতা।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

এক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের একটি উদ্দীপক (stem) / নির্দেশনা (Instruction) থাকে এবং তার ভিত্তিতে কতগুলো বিকল্প উত্তর (options) দেয়া থাকে। বিকল্প উত্তরসমূহের মধ্যে একটি সঠিক উত্তর (key) এবং অপরগুলো বিক্ষেপক (Distracters)। এ বিক্ষেপগুলো সঠিক উত্তর নয়। এগুলো এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যেন পরীক্ষার্থীদের (যাদের বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই) সেই সকল বিক্ষেপকের দিকে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

☑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য কিছু নীতিমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উদ্দীপক

- প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করবে।
- সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে হবে।
- অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে।
- প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করবে (উত্তরসমূহে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি থাকবে না)।
- হ্যাঁ বোধক হতে হবে (আর ‘না’ বোধক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমনভাবে লিখতে হবে)।
- এমন কোনো ইঙ্গিত দিবে না যাতে পরীক্ষার্থী উত্তরগুলো থেকে সঠিক উত্তর বাছাই করতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে।

বিকল্প উত্তরসমূহ

- বিষয়বস্তু এবং ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে প্রশ্নের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।
- প্রশ্নের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে।
- পরীক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। (প্রতিটি বিকল্প উত্তর মোট পরীক্ষার্থীর কমপক্ষে ৫% পরীক্ষার্থীর পছন্দ করার সম্ভাবনা থাকতে হবে)।
- ক্রমানুযায়ী তালিকাভুক্ত হবে (সংখ্যাবাচক হবে)।
- দৈর্ঘ্যে প্রায় পরস্পর সমান হবে (বাক্যে শব্দ বেশি হলে তা সঠিক উত্তর হবার সম্ভাবনা থাকে)।
- Mutually exclusive/Mutually inclusive যথাসম্ভব পরিহার করবে (প্রকৃতপক্ষে সেক্ষেত্রে বিকল্প উত্তরের সংখ্যা কমে যাবে)।
- উপরের সবগুলো সঠিক/ উপরের কোনটি সঠিক নয় এরূপ বাক্য যথাসম্ভব পরিহার করবে।
- একটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নপ্রত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের বিকল্প উত্তর বা উত্তরগুলো সঠিক উত্তরের (Answer key) ক্রমিক সংখ্যা (Serial Number) এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যেন সঠিক উত্তরের কোনো ধারাবাহিক ক্রম (sequence) না থাকে।
- শিক্ষাক্রমে যে বিষয়টিতে জোর দেয়া হয়েছে, তার সাথে সম্পর্ক রেখে প্রশ্নের সংখ্যা স্থির করা হবে। যদি প্রতিটি অধ্যায়কেই সমান গুরুত্ব দেয়া হয়, তবে প্রশ্নের সংখ্যা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমান হবে। অন্যথায় গুরুত্ব অনুযায়ী প্রশ্ন নির্ধারণ করা হবে।
- উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন যত বেশি হয়, পরীক্ষার্থীদের উত্তরে তত বেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের ভিত্তিতে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শতকরা হার নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় :

ক. জ্ঞান স্তর	২৫-৩৫% (১০-১৪)		গ. প্রয়োগ স্তর	১৫-২৫% (৬-১০)
খ. অনুধাবন স্তর	২৫-৩৫% (১০-১৪)		ঘ. উচ্চতর দক্ষতা স্তর	১৫-২৫% (৬-১০)

- বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে ৬০% (২৪) জ্ঞান ও অনুধাবন এবং ৪০% (১৬) প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন থাকা বাঞ্ছনীয়।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

দুই . বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ ও দক্ষতা স্তর

এইচএসসি বা কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় তিন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। এ তিনটি ধরন হলো-

১. **সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** (Simple MCQ)
২. **বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** (Multiple completion MCQ)
৩. **অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** (Situation Set MCQ)

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)

এ ধরনের প্রশ্ন শুরু হয়ে থাকে প্রশ্নের আকারে অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য হিসেবে। প্রশ্ন অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য উদ্দীপকের কাজ করে। তবে যথাসম্ভব অসম্পূর্ণ বাক্য পরিহার করা উত্তম। এর পরে থাকে ৪টি বিকল্প উত্তর, যার মধ্যে মাত্র একটি উত্তর সঠিক থাকে। এ ধরনের প্রশ্ন আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং প্রশ্ন প্রণেতাদের কাছে যথেষ্ট পরিচিত। **জ্ঞানস্তর** যাচাই করার জন্য সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। কখনো কখনো **অনুধাবন স্তর** যাচাই করার জন্যও এ ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নে উদ্দীপক/ নির্দেশনা একই সাথে থাকে। এর মাধ্যমে চিন্তন দক্ষতার **জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর** যাচাই করা হয় বিধায় উদ্দীপকে নতুন পরিস্থিতি থাকে না।

২. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple completion MCQ)

এইচএসসি পরীক্ষায় এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন নতুন। এ ধরনের MCQ ব্যবহারে প্রশ্নে বৈচিত্র্য আসে। স্মৃতিনির্ভর নয় এমন প্রশ্ন তৈরি করার জন্য এ ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা যায়।

এ ধরনের প্রশ্নের শুরুতে বাক্যাংশের পরে ৩টি তথ্য / বিবৃতি / ধারণা দেয়া হয়। ৩টি তথ্য / বিবৃতি/ ধারণার ১টি/ ২টি/ ৩টি সঠিক হতে পারে। এ তথ্যসমূহকে সাজিয়ে ৪টি বিকল্প উত্তর তৈরি করা হয়। ৪টি বিকল্প উত্তর থেকে শিক্ষার্থীকে একটি বাছাই করতে হয়। এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের **অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা** যাচাই করা সম্ভব। বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নে তথ্য বিবৃতি/ ধারণা উদ্দীপক হিসেবে বিবেচিত হয়। নির্দেশনা ভিন্নভাবে থাকে। প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য এ ধরনের প্রশ্ন করা হলে উদ্দীপকে নতুন পরিস্থিতি থাকতে হবে।

প্রশ্নপত্রে এ ধরনের প্রশ্ন সংখ্যা কম থাকাই ভালো। প্রয়োজনের ভিত্তিতে এ ধরনের কিছুসংখ্যক প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে, তবে ***কোনোভাবেই তা ২০% এর বেশি হবে না***।

৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন একটি উদ্দীপক / দৃশ্যকল্প / সূচনা বক্তব্য (Stem/Scenario/Situation) দিয়ে শুরু হবে। এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্নে একই উদ্দীপক / তথ্য / দৃশ্যকল্প থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা যায়। প্রশ্নগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হবে। উদ্দীপক হতে পারে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি। প্রশ্নপ্রণেতা উদ্দীপক নিজে তৈরি করতে পারেন অথবা বিভিন্ন উৎস (পত্র-পত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র, রেডিও-টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞাপনচিত্র ইত্যাদি) থেকেও নিতে পারেন। সৃজনশীল উদ্দীপকের ওপর ভিত্তি করে সাফল্যের সঙ্গে **প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের** প্রশ্ন প্রণয়ন করা যায়। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ক্ষেত্রে উদ্দীপক শিক্ষার্থীর সামনে এমন একটি নতুন পরিস্থিতি উপস্থাপন করে, যে পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে/ পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ব্যবহার করে নতুন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, নতুন পরিস্থিতিতে যুক্তি প্রদর্শন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মূল্যায়ন করতে পারে। এক্ষেত্রে উদ্দীপক ও নির্দেশনা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে।

মূলত **প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা স্তরের** প্রশ্ন তৈরির জন্য অভিন্ন তথ্যের ব্যবহার করা হয়। কখনো কখনো **অনুধাবন স্তরের প্রশ্নও** অভিন্ন তথ্য থেকে তৈরি করা যেতে পারে। উদ্দীপকের দৈর্ঘ্য বড় হলে শিক্ষার্থীর পড়ার সময়ের বিষয়টি বিবেচনা করে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদ্দীপকের আলোকে উচ্চতর দক্ষতা স্তর / প্রয়োগ দক্ষতা স্তর / অনুধাবন দক্ষতা স্তরের প্রশ্নের সঙ্গে **অনেক সময় জ্ঞান দক্ষতা স্তরের** প্রশ্নও তৈরি করা হয়। তবে অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের আওতায় সাধারণত জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি না করাই ভালো। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান স্তর যাচাই করার জন্য সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নই যথেষ্ট, এর জন্য কোনো *জটিল কাঠামো অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই।*

তিন. প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতাস্তরের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং উদ্দীপকে নতুন পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা

আপনারা ইতোপূর্বে জেনেছেন যে, বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে শিক্ষার্থীদের প্রয়োগ দক্ষতা এবং উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হলে অবশ্যই উদ্দীপক ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া জেনেছেন যে, অজানা পরিস্থিতিতে পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ও অনুধাবন (তথ্য, ধারণা, নিয়ম, বিধি, সূত্র ইত্যাদি) শিক্ষার্থীর ব্যবহার করতে পারাই হলো প্রয়োগ দক্ষতা। আরো জেনেছেন যে, পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা নতুন পরিস্থিতিতে বিচার-বিশ্লেষণ বা নতুন পরিস্থিতিতে যুক্তি উপস্থাপন করার মাধ্যমে উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা দেখাতে পারে। এছাড়াও বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তির ভিত্তিতে নতুন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে ও মূল্যায়ন করতে পারাও উচ্চতর দক্ষতা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন প্রণয়নে উদ্দীপকে নতুন পরিস্থিতি আনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রশ্নের উত্তর প্রদানে উদ্দীপকের প্রয়োজন হচ্ছে না এমন প্রশ্নে উদ্দীপক ব্যবহার সময়, সম্পদ ও শ্রমের অপচয়মাত্র। নিচের কৌশল বিবেচনায় রাখলে আশা করা যায়, মানসম্মত প্রশ্ন ও কার্যকরী উদ্দীপক তৈরি করা সম্ভব হবে।

প্রশ্নের উদ্দীপক (নতুন পরিস্থিতি) তৈরির কৌশল

- উদ্দীপক হবে মৌলিক (Unique), এটি পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি থাকবে না। উদ্দীপক হিসেবে সরাসরি পাঠ্যপুস্তকের কোনো অংশ / অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হবে না।
- কখনো কখনো সিলেবাস বহির্ভূত কোনো প্রবন্ধ, গল্প, ছোট গল্প এবং কবিতা থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে উদ্দীপকটি যেন প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন তৈরির চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়।
- উদ্দীপকের ভাষা হবে আকর্ষণীয়, সহজে বোধগম্য এবং যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত।
- অপ্রয়োজনীয় শব্দ / বাক্য পরিহার করতে হবে।
- উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে রচিত হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের একাধিক অধ্যায় সমন্বয় করেও উদ্দীপক তৈরি করা যাবে।
- পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্দীপক প্রণয়ন করতে হবে।
- উদ্দীপক প্রণয়নের সময় বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে দক্ষতার স্তরকে বিবেচনায় রেখে পরিস্থিতি নির্বাচন করতে হবে।
- পত্র-পত্রিকা, রেফারেন্স বই, রেডিও ও টেলিভিশনের প্রচারিত বিভিন্ন তথ্য বা ঘটনা, প্রামাণ্য চিত্র, বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনচিত্র ইত্যাদি উদ্দীপকের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র ছবি ইত্যাদি অথবা এগুলোর সমন্বয়ে উদ্দীপক তৈরি হতে পারে।
- দৃশ্যকল্পে প্রশ্নের উত্তর সরাসরি থাকবে না, তবে উত্তর করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে তা সাহায্য করবে।
- একটি প্রশ্নের উত্তর / উত্তরের ইঙ্গিত অন্য কোনো প্রশ্নের উদ্দীপকে থাকবে না।
- কোনো জাতি, আদিবাসি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, রাজনৈতিক আদর্শ, দেশ, অঞ্চল, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে **হেয় বা আঘাত করে** উদ্দীপক এবং প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব অথবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে **অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করেও** উদ্দীপক এবং প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের তথ্যের আলোকে শিক্ষার্থীর চিন্তা করার দক্ষতা কোন স্তরে অবস্থান করছে তা মূল্যায়ন করাই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষার উদ্দেশ্য। **হিংসা বা বিদ্বেষ ছড়াতে পারে কিংবা মানহানির** ঘটনা ঘটতে পারে কোনো অবস্থাতেই এমন কোনো উদ্দীপক বা প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

চার. সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক এবং উদ্দীপক-সংশ্লিষ্ট চারটি প্রশ্ন থাকে। প্রশ্ন চারটি কাঠামোর ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমে থাকে। একটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করতে পারে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

■ সৃজনশীল প্রশ্নের প্রথম অংশ (ক) জ্ঞান স্তরের– যা সহজ ও নিতান্তই স্মৃতিনির্ভর। প্রশ্নটি স্মৃতিনির্ভর হলেও **তা যেন অর্থবহ এবং শিক্ষণীয় হয়।** এ অংশটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

■ সৃজনশীল প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ (খ) হলো অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের আওতায় পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু অনুধাবন করার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়বস্তুর বিবরণ দেয়া থাকে। এ ধরনের প্রশ্নে সরাসরি পাঠ্যবইয়ের অনুরূপ বিবরণ জানতে চাওয়া হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা অনুধাবনমূলক বর্ণনা দিতে বলা হয়। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

■ প্রশ্নের তৃতীয় অংশটি (গ) হলো প্রয়োগ স্তরের প্রশ্ন। সৃজনশীল প্রশ্নের **এ অংশটি ভালোমানের নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপকের ওপর নির্ভরশীল**। অর্থাৎ উদ্দীপক যদি খুব মানসম্পন্ন হয় তবে প্রয়োগ দক্ষতার প্রশ্নটি প্রণয়ন করা সম্ভব। এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যপুস্তকে থাকবে। **পাঠ্যপুস্তকের তথ্য এবং এর অনুধাবন উদ্দীপকে বর্ণিত নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী প্রয়োগ করবে**। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী ভালোভাবে পড়লে সে বিষয়ে তার সুস্পষ্ট ধারণা হবে এবং সেটা নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ক্ষমতাই প্রয়োগ দক্ষতা। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ৩ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

■ সৃজনশীল প্রশ্নের চতুর্থ অংশটি (ঘ) হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন। এ স্তরের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিচার-বিবেচনা করার দক্ষতা, কোনো বিষয় বা ঘটনা বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, সিদ্ধান্ত নেয়ার দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যপুস্তকে থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে শিক্ষার্থী তার বিচার-বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মুল্যায়নের দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পাবে। প্রশ্নের চতুর্থ অংশটির জন্য ৪ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

পরীক্ষা অধিক অর্থবহ এবং শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রাখার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রশ্নের উদ্দীপক বা নতুন পরিস্থিতি অপরিহার্য। **একটি সৃজনশীল প্রশ্নের ক, খ, গ ও ঘ অংশ উদ্দীপকের আলোকে প্রণয়ন করতে হবে।** *উদ্দীপক না পড়ে বা না দেখেও প্রশ্নের 'ক' ও 'খ' অংশের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে।* কিন্তু 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর *উদ্দীপক বিবেচনায় না এনে করা সম্ভব হবে না।* উল্লেখ্য, একটি সৃজনশীল প্রশ্নের *বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পরিহার করতে হবে।*

পাঁচ. সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে উদ্দীপকের প্রয়োজনীয়তা

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হলে নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক তৈরি করতে হবে। যেহেতু একটি সৃজনশীল প্রশ্নের মাধ্যমে জ্ঞান ও অনুধাবন দক্ষতার পাশাপাশি প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা পরিমাপ করা হয় সেহেতু সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে অবশ্যই একটি উদ্দীপক / নতুন পরিস্থিতি থাকতে হবে। ***উদ্দীপকটি অবশ্যই মৌলিক হতে হবে।*** MCQ বিষয়ে উল্লিখিত উদ্দীপক (নতুন পরিস্থিতি) তৈরির কৌশল সৃজনশীল প্রশ্নের উদ্দীপক তৈরির ক্ষেত্রেও বিবেচনায় আনতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে নিচের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণে সচেষ্ট হতে হবে

- যে বিষয়বস্তুকে নিয়ে প্রশ্ন করবেন তা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- **গুরুত্বহীন (Trivial) বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।**
- **প্রশ্নের শুরুতে একটি মৌলিক, আকর্ষণীয় ও সংক্ষিপ্ত উদ্দীপক তৈরি করতে হবে।**
- **উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তক থেকে সরাসরি নেয়া যাবে না।**
- উদ্দীপক অবশ্যই শিক্ষাক্রম / সিলেবাস / পাঠ্যপুস্তকের কোনো বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত হতে হবে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

- *উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়বস্তুর আলোকেই চারটি প্রশ্ন (ক, খ, গ এবং ঘ অংশ) তৈরি করতে হবে।*
- উদ্দীপকে কোনো প্রশ্নের উত্তর থাকবে না। বরং উদ্দীপক শিক্ষার্থীকে বিভিন্নভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করবে।
- **উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে 'ক' ও 'খ' অংশের উত্তর দেয়া সম্ভব হতে পারে।**
- **উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে না।**
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের প্রতিটি অংশ তার সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী হতে হবে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ (ক, খ, গ, ঘ) উদ্দীপকের আলোকে গঠিত হলেও অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক / প্রশ্ন সংশোধনের প্রয়োজন হয়।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ (ক, খ, গ ও ঘ অংশ) এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নপত্র এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরেও পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের পূর্ণ বা আংশিক উত্তরে (পূর্ণ বা আংশিক উত্তর বিভিন্নভাবে লেখা যেতে পারে) নম্বর প্রদান কী হবে তা প্রশ্ন প্রণয়নের সময় আগাম বিবেচনা করে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ঠিক করে নিতে হবে।
- সৃজনশীল প্রশ্নের কোনো অংশের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্থাৎ তথ্য, তত্ত্ব, ধারণা সূত্র ইত্যাদি অবশ্যই **শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকে থাকতে হবে।**
- সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরির সময়ে কিছু ত্রুটি দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে। সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর তৈরি করার সময়ে প্রশ্নের সবলতা ও দুর্বলতা (ত্রুটি-বিচ্যুতি) দৃশ্যমান হবে এবং এর ভিত্তিতে প্রশ্ন সংশোধন করতে হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

- *উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়বস্তুর আলোকেই চারটি প্রশ্ন (ক, খ, গ এবং ঘ অংশ) তৈরি করতে হবে।*
- *উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে 'ক' ও 'খ' অংশের উত্তর দেয়া সম্ভব হতে পারে।*
- *উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে না।*

পর্যালোচনা : একটি উদ্দীপকের দক্ষতা স্তরের ৪টি প্রশ্নই উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হবে কি না এ নিয়ে অনেকের মধ্যেই কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আছে।

ওপরের ২য় ও ৩য় বিধি দুটির কারণেই মূলত এ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে।

একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, ২য় ও ৩য় বিধিতে বর্ণিত একটি উদ্দীপকের ক ও খ অংশের উত্তর উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে দেয়া যাবে মানে এই নয় যে, সে প্রশ্নগুলোও উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে করা যাবে। ওপরের তিনটি বিধি সমন্বয় করলেই এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ২য় ও ৩য় বিধির প্রভাবে ১ম বিধিটি অনেকে খেয়াল করেন না বলেই এ সমস্যাটি তৈরি হয়। সরকারি ম্যানুয়ালের এই তিনটি বিধি পূর্ণাঙ্গরূপে মেনে চললেই এ নিয়ে আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকবে না।

ছয়. সৃজনশীল প্রশ্নের যথার্থতা নিরূপণ

প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র কার্যকর করা অত্যন্ত জরুরি। প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি অভীক্ষা, সাময়িক পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন ব্যবহার করা প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় যত কার্যকরভাবে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রয়োগ করা যাবে এইচএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতি তত ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়িত হবে।

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের যথার্থতা নিরূপণে নিচের বিষয়গুলোও বিবেচনায় আনতে হবে।

- 'কোনো একটি বিষয়ের প্রশ্নপত্রে' ঐ বিষয়ের কারিকুলামে / সিলেবাসে উল্লিখিত বিষয়বস্তু যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

- কোনো বিষয়ের কারিকুলাম / সিলেবাস / পরিপূরক ডকুমেন্টে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী চিন্তন দক্ষতার স্তরসমূহ 'কোনো একটি বিষয়ের প্রশ্নপত্রে' আনুপাতিক হারে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- যে দক্ষতা স্তর পরিমাপের জন্য কোনো প্রশ্ন করা হয়েছে, প্রশ্নটি সে দক্ষতা স্তর পরিমাপে সক্ষম হতে হবে।
- প্রশ্নপত্রের ভাষা, শব্দ, নির্দেশনা সহজবোধ্য এবং দ্ব্যর্থকতামুক্ত হতে হবে।
- 'গুরুত্বহীন বিষয়ে জানতে চাওয়ার মতো প্রশ্ন' পরিহার করতে হবে।
- পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে এই মর্মে নিশ্চিত হতে হবে যে, পরীক্ষার মাধ্যমে যাদের কৃতকার্য ঘোষণা করা হবে তারা পরবর্তী পর্যায়ের পাঠ গ্রহণে সক্ষম হবে।

সাত. সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরপত্র মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ

আপনারা নিশ্চয় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন। আবার কেউ কেউ এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্রও মূল্যায়ন করেন। আপনি কি কখনো এসব উত্তরপত্র মূল্যায়নের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ভেবেছেন? আপনার মূল্যায়ন বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখা আপনারই দায়িত্ব। কোনো একটি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে আপনি ৭০% নম্বর দিলেন, আপনার আর একজন সহকর্মী ৮৫% নম্বর এবং অন্য একজন শিক্ষক ৬০% নম্বর দিলেন। এ উত্তরপত্রটি মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্যতা আছে বলা যাবে না।

আপনি কি লক্ষ করেছেন যে, কোনো কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীরা সাধারণত উচ্চ নম্বর (High Score) প্রাপ্ত হয়। আবার কোনো কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীরা সাধারণত কম নম্বর (Low Score) প্রাপ্ত হয়। শুধু প্রশ্নপ্রত্রের কাঠিন্যের মাত্রাগত পার্থক্যের কারণেই এটা ঘটে তা নয়। কখনো কখনো উত্তরপত্র মূল্যায়নে ত্রুটি থাকার কারণে এটা ঘটে। কিছু পূর্বসংস্কার/পূর্বধারণা (Prejudice) থেকেও পরীক্ষকগণ এমন মূল্যায়ন করে থাকেন।

কোনো বস্তুর ওজন নিতে আমরা বাটখারা ব্যবহার করি। ভূমি পরিমাপে চেইন / মিটার ফিতা ইত্যাদি ব্যবহার করি। এভাবে বিভিন্ন রকমের পরিমাপে আমরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি / ইন্স্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করি। পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে আপনাদের কি কোনো পরিমাপক সরবরাহ করা হয়? যদি পরিমাপক সরবরাহ করা না হয় তাহলে আপনি কিসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করেন? পরিমাপক ছাড়া মূল্যায়ন নির্ভরযোগ্য করা যাবে না। ব্যক্তির ইচ্ছ-অনিচ্ছা, আবেগ, অনুভূতি, মেজাজ, ব্যক্তির ওপর আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব এবং সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের প্রভাব ইত্যাদি থেকে শিক্ষার্থীর মূল্যায়নকে নিরপেক্ষ রাখতে হলে পরীক্ষককে উত্তরপত্র মূল্যায়নের পরিমাপক সরবরাহ করতে হবে এবং পরিমাপকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে। সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন নির্ভরযোগ্য করার একটি পরিমাপক হিসেবে বিবেচিত হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীগণকে (পরীক্ষকগণ) জানতে হবে কীভাবে 'নম্বর প্রদান নির্দেশিকা' এবং 'নমুনা উত্তর' সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়। তাঁদের নম্বর প্রদান প্রক্রিয়া অনুশীলন এবং উত্তরপত্রে নম্বর প্রদানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এ কারণে পরীক্ষকগণকে প্রকৃত উত্তরপত্রে নম্বর প্রদানের পূর্বে 'নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর' অনুশীলন করতে হবে।

নম্বর প্রদান নির্ভরযোগ্য করার জন্য প্রধান পরীক্ষকগণ প্রদত্ত বিষয়ের ৯টি উত্তরপত্র বেছে নিবেন (যার মধ্যে ৩টি উত্তরপত্র অত্যন্ত উঁচু মানের, ৩টি মাঝারি মানের এবং ৩টি দুর্বল মানের কিন্তু ফাঁকা নয়, অর্থাৎ তিন ধরনের উত্তরপত্র যেখানে নির্ধারিত সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর লেখা আছে)। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর লেখা আছে এমন উত্তরপত্র পছন্দ করতে হবে। যে সকল উত্তরপত্রে পরীক্ষার্থীরা নির্ধারিত সংখ্যক সকল প্রশ্নের উত্তর করেছে সে সকল উত্তরপত্র বিবেচনায় আনা প্রাসঙ্গিক।

পরীক্ষকগণ 'নম্বর প্রদান ও নির্দেশিকা' ও 'নমুনা উত্তর' এর আলোকে উক্ত ৯টি উত্তরপত্রে নম্বর প্রদান করবেন। Sample Marking শেষ করার পর প্রধান পরীক্ষকগণ সকল লিখিত রেকর্ড সংগ্রহ করবেন এবং প্রতিটি প্রশ্নের প্রতিটি অংশের উত্তরের

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

জন্য পরীক্ষকগণ কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরের পার্থক্য নির্ণয় করবেন। কোনো প্রশ্ন বা প্রশ্নের অংশবিশেষের উত্তরে পরীক্ষক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষক এবং প্রধান পরীক্ষকগণ বিষয়টি অনুসন্ধান করবেন, নম্বরের পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করবেন এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিষয়টি নিস্পত্তি করবেন। প্রধান পরীক্ষকগণ প্যানেলকে ঐকমত্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিচালিত করবেন যাতে যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে (যথার্থতা রক্ষা করে) সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত হয়। 'নম্বর প্রদান নির্দেশিকা' এবং 'নমুনা উত্তর' এ কোনো ভুলভ্রান্তি থাকলে পরীক্ষক প্যানেল তা সনাক্ত এবং সংশোধন করবেন।

পরীক্ষকের কোনো ভুল ধারণার কারণে কোনো কিছু কঠিন মনে হলে তাও সনাক্ত করা যাবে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, নম্বর প্রদান প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সকল বাধা প্রধান পরীক্ষক আলোচনার মাধ্যমে দূর করবেন এবং নিশ্চিত করবেন যে, পরীক্ষকগণ উত্তরপত্রে নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে একই গুণগতমানে অবস্থান করছেন (সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য)। যদি কোনো পরীক্ষক তাঁদের প্যানেলে সম্মত নির্দেশিকা অনুসরণ করে নির্ভরযোগ্যভাবে নম্বর প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহলে তাঁকে পরীক্ষক প্যানেল থেকে বাদ দেয়া উচিত।

সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ

এইখানে তোর বুজির কবর, পরীর মতো মেয়ে,
বিয়ে দিয়েছিনু কাজিদের বাড়ি বনিয়াদি ঘর পেয়ে।
এতো আদরের বুজিকে তাহারা ভালোবাসিত না মোটে,
হাতেতে যদিও না মারিত তারে, শত যে মারিত ঠোঁটে।
খবরের পর খবর পাঠাত, দাদু যেন কাল এসে
দুদিনের তরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ির দেশে।
শ্বশুর তাহার কসাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে,
অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনিলাম এক শীতে।

ক. 'আমি যাহা বুঝি না, তাহা শিখাইতে গেলে কেবল কপটতা শেখানো হইবে'- উক্তিটি কার? ১
খ. 'তাঁহার সদুপদেশটা একেবারে বাজে খরচ হইল'- কথাটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও। ২
গ. চতুর্থ চরণটিতে হৈমন্তী গল্পের ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের বুজি ও হৈমন্তী গল্পের হৈমন্তীর জীবন এক সুতোয় গাঁথা'- মন্তব্যটি তুমি সমর্থন কর কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তরের নমুনা

মা,

কতদিন তোমায় দেখি না, তোমার হাতে খাবার খাই না। কী যে এক বিপন্ন বিষাদের বৃত্তে আমার বসবাস- কী করে তোমায় বলি। মানুষ এতো নিষ্ঠুর আর বৈষয়িক কেন মা? সমস্ত সত্তা দিয়ে চেষ্টা করেও তাদের মন পেলাম না। টাকার গড়ে এরা মনকে পিষ্ট করে। তাই তোমাদের প্রতিশ্রুত উপঢৌকন এদের প্রাপ্তির ঝুলিতে জমা না হওয়ায় আমাকে নিষ্পেষিত হতে হচ্ছে। তোমাদের নিয়ে কটূক্তি করলে কিছু বলতে পারি না বলে কষ্ট আরও বেড়ে যায়। যার হাতে তোমরা আমাকে সঁপে দিয়েছো সবার আগে সে হাত ওঠাতে দ্বিধা করে না। আমি যে কী করব বুঝতে পারছি না। যা-ই করি- আমাকে ক্ষমা করো। তোমরা ভালো থেকো, ভালো থেকো।

ইতি
মিনু

ক. 'হৈমন্তী' গল্পে হিমালয়ের মিতা কে? ১

খ. হৈমন্তীর বয়স কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করেছিল?– বুঝিয়ে দাও। ২

গ. মিনুর করুণ পরিণতির কারণ 'হৈমন্তী' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর মিনু হৈমন্তী চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

(বি.দ্র. চিঠিটি প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের আলোকে লিখিত। মেয়েটি চিঠি লেখার কয়েকদিন পর আত্মহত্যা করে।)

সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা উত্তর
১ক	১	জ্ঞান	ধারণা / তথ্য স্মরণ করতে	গৌরীশঙ্কর বাবু।
১খ	২	অনুধাবন	ধারণা / তথ্যের ব্যাখ্যা করতে	তৎকালীন সমাজে মেয়েদের বাল্য-বিবাহের প্রচলন ছিল। তাই ষোড়শী হৈমন্তী সমাজের কাঠগড়ায় ছিল একজন আসামি। গোঁড়া সমাজ ব্যবস্থায় ষোল বছর বয়সের ত্রুটি সারাতে তার পিতাকে বিয়ের পণের টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল। তারপরও শ্বশুরবাড়িতে পদে পদে বয়সের খোঁটা তার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।
	১	জ্ঞান	ধারণা / তথ্য স্মরণ করতে	হৈমন্তীকে বয়সের জন্য অনেক খোঁটা শুনতে হয়েছিল/ বিয়ের বয়স বেশি হওয়ায় হৈমন্তীর পিতাকে পণের টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল।
১গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা / তথ্য অনুধাবন করে নতুন পরিস্থিতিতে তা প্রয়োগ করতে	মিনু হৈমন্তীর মতোই যৌতুকের যুপকাষ্ঠে বলি। গৌরীশঙ্করের গচ্ছিত অর্থ সম্পর্কে রঙিন কল্পনা শ্বশুরালয়ে হৈমন্তীর কদর বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই ভুল ভেঙে যাওয়ায় সে সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণের সম্মুখীন হয়। শ্বশুর-শাশুড়ির অনাদর, আত্মীয়দের খোঁটা এবং সর্বোপরি স্বামীর নিরবতা, নিষ্ক্রিয়তা তিলে তিলে হৈমন্তীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। মিনুও হৈমন্তীর মতোই হারিয়ে যাওয়া শিশিরবিন্দু, যে শ্বশুর বাড়িতে নিতান্ত তুচ্ছ জিনিসের চেয়েও অনাদৃত। যৌতুক নামের অভিশাপে সে পদে পদে অত্যাচারিত এবং নির্যাতিত। লোভী ও নিষ্ঠুর স্বামীও তাকে প্রহার করে। তাই শ্বশুরালয়ে অসহায় এবং অনাদৃত মিনুও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের করাল গ্রাসে হারিয়ে যায় হৈমন্তীর মতোই।
	২	অনুধাবন	ধারণা / তথ্যের ব্যাখ্যা করতে	হৈমন্তী যৌতুকের বলি। প্রত্যাশিত যৌতুক পেয়েই অপুর পিতা বেশি বয়সের হৈমন্তীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রাপ্তিযোগের আশা ভঙ্গের কারণে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের নিষ্ঠুর মানসিক নির্যাতন হৈমন্তীকে মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দেয়।
	১	জ্ঞান	ধারণা / তথ্য স্মরণ করতে	হৈমন্তী পিতৃতান্ত্রিক সমাজের যৌতুকের বলি।

১ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ / সংশ্লেষণ / মূল্যায়ন করতে	না, মিনু হৈমন্তী চরিত্রের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে বলে আমি মনে করি না। মিনু হৈমন্তী চরিত্রের আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় প্রোথিত পণপ্রথা এক মরণব্যাধি। আলোচ্য উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই- যৌতুকের প্রতিশ্রুত টাকা দিতে না পারায় শ্বশুরপক্ষ থেকে মিনুর ওপর নেমে আসে অমানবিক নির্যাতন। আর এ ক্ষেত্রে তার স্বামীর হস্তও প্রসারিত হয়। অর্থলোলুপ মানুষগুলো পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, স্নেহহীন নিষ্করুণ পরিবেশ, লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় তিলে তিলে নিঃশেষ হতে থাকে মিনু। সে সকলের মন জয় করার প্রয়াস চালায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। অন্যদিকে 'হৈমন্তী' গল্পে আমরা দেখতে পাই- গৌরীশঙ্কর বাবুর সঞ্চিত সম্পদ এবং অপুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হৈমন্তীর ওপর নেমে আসে মানসিক নির্যাতন। সহজাত বৈশিষ্ট্যগুণে হৈমন্তী মিথ্যাচার ও কপটতার বিরুদ্ধে ব্যর্থ প্রতিবাদ করে। ফলে তার মার্জিত হৃদয় আরও বেশি বেদনায় জর্জরিত হয়। সেও চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। হৈমন্তীর সঙ্গে মিনুর সামান্য সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যও আছে। গল্পে আমরা দেখতে পাই- 'গিরিনন্দিনী' হৈমন্তী পর্বতের মতোই উদার, নির্মল, নিষ্কলঙ্ক, আদর্শ পিতার অনুরাগী, অনুসারী। তাই বাবাকে নিয়ে কটূক্তি করলে মার্জিত ভাষায় সে প্রত্যুত্তর করে। শ্বশুর বাড়ির অত্যাচার-নির্যাতনের কোনো খবর হৈমন্তী তার বাবাকে, এমনকি অপুকেও জানায় না। নিজের অন্তর্দহনে দগ্ধ হতে থাকে। উদ্দীপকের মিনু শ্বশুর বাড়ির অত্যাচারের কথা মাকে চিঠিতে জানায়। তার স্বামীও তাকে নির্যাতন করে। কিন্তু অপু স্ত্রীর ব্যথায় সমব্যথী। যদিও সে নিশ্চেষ্ট। হৈমন্তী সাহিত্যপ্রেমী, অপুর পাঠ্যাগ্রহ জাগাতে সে সক্ষম। অন্যদিকে মিনুর চরিত্রে এ গুণ অনুপস্থিত। অতএব আলোচনা থেকে বলা যায়- মিনু হৈমন্তী চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে না। তাদের মধ্যে আংশিক মিল আছে মাত্র।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা / তথ্য অনুধাবন করে নতুন পরিস্থিতিতে তা প্রয়োগ করতে	না, মিনু হৈমন্তী চরিত্রের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে বলে আমি মনে করি না। মিনু হৈমন্তী চরিত্রের আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে। আমাদের সমাজে প্রোথিত পণপথা এক মরণব্যাধি- যার নিষ্পেষণে নিভে গেছে মিনু-হৈমন্তীর প্রাণ-প্রদীপ। আলোচ্য উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই- যৌতুকের প্রতিশ্রুত টাকা দিতে না পারায় শ্বশুরপক্ষ থেকে মিনুর ওপর নেমে আসে অমানবিক নির্যাতন। আর এক্ষেত্রে স্বামীর অবস্থানও অভিন্ন। অর্থলোলুপ মানুষগুলোর পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, স্নেহহীন নিষ্করুণ পরিবেশ আর লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় তিলে তিলে নিঃশেষ হতে থাকে মিনু। অন্যদিকে 'হৈমন্তী' গল্পে আমরা দেখতে পাই- গৌরীশঙ্কর বাবুর সঞ্চিত সম্পদ এবং সেই সম্পদের আলোয় উজ্জ্বল অপুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হৈমন্তীর শ্বশুর-শাশুড়ির কল্পনার ঘোর কেটে যাওয়ার পর হৈমন্তীর ওপর নেমে আসে মানসিক নির্যাতন। তবে হৈমন্তী তার সহজাত বৈশিষ্ট্যগুণে মিথ্যাচার ও কপটতার বিরুদ্ধে ব্যর্থ প্রতিবাদ করে। ফলে মানসিক দহন তাকে তিলে তিলে মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দেয়।

				না মিনু হৈমন্তী চরিত্রের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে বলে আমি মনে করি না।
	২	অনুধাবন	ধারণা / তথ্যের ব্যাখ্যা করতে	মিনু হৈমন্তীর চরিত্রের আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে। পণপ্রথা আমাদের সমাজের একটি মরণব্যাধি। কন্যাপক্ষ যদি কখনো প্রতিশ্রুত পণ দিতে ব্যর্থ হয় তাহলেই বরপক্ষের নির্যাতনের খড়্গ নেমে আসে নিরপরাধ কন্যার ওপর। এ রকম নির্যাতনে নিভে গেছে মিনু-হৈমন্তীর প্রাণ-প্রদীপ। কিন্তু দুটি ভিন্ন পারিবারিক পরিবেশে লালিত, অর্জিত মানস-প্রবণতা ও জীবনাচরণে তাদের মধ্যে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে। সেখানে তারা পৃথক।
	১	জ্ঞান	ধারণা / স্মরণ করতে	না, মিনু চরিত্রের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে বলে আমি মনে করি না। অথবা, মিনু হৈমন্তী চরিত্রের আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে।

বিশেষ পর্যালোচনা :

১. উদ্ধৃত উত্তরসমূহে চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তরই যথাযথভাবে আলোচিত হয়েছে। তবে কাঠামোগত দিক থেকে প্রতিটি দক্ষতা স্তরেই উপস্তর হিসেবে যে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা হয়েছে তা বাস্তবসম্মত নয়। কেননা, স্বতন্ত্র কোনো অনুচ্ছেদে কখনোই শুধু অনুধাবন, প্রয়োগ বা উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তর লেখা সম্ভব নয়। অনুধাবন স্তরের উত্তর লিখতে হলে জ্ঞান ও অনুধাবন, প্রয়োগ স্তরের উত্তর লিখতে হলে জ্ঞান, অনুধাবন ও প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তর লিখতে হলে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার বিষয়টি মিশ্রিতভাবেই লিখতে হবে। কোনোভাবেই এদের পৃথক করে লেখা সম্ভব নয়। তাই পৃথক করে লেখার এ অবিবেচনাপ্রসূত ধারণাটি সম্পূর্ণ অবাস্তব এক কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞান ও অনুধাবন, প্রয়োগমূলক প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞান, অনুধাবন ও প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার বিষয়টি থাকতে হবে মানে এই নয় যে, পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে তা উপস্থাপন করতে হবে। এসব প্রশ্নের উত্তরে চিন্তন দক্ষতার স্তর অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত সবকটি স্তরেরই উপস্থিতি থাকলেই হলো। এর জন্য অন্য কোনো অবাস্তব শর্ত আরোপ করা ঠিক নয়। বিশেষ করে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদের বিষয়টি কোনো অবস্থাতেই এখানে কাম্য হতে পারে না। কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর এক না একাধিক অনুচ্ছেদে লেখা হবে তা সম্পূর্ণভাবেই একজন শিক্ষার্থীর ওপর নির্ভর করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে কোনো কিছুতে বাধ্য করা হলে তা হবে সৃজনশীল পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এছাড়া এ ধরনের উপস্তরভিত্তিক উত্তরে আরও যে ধরনের সমস্যা হতে পারে প্রদত্ত উত্তরমালা থেকে তার কিছুটা নমুনা তুলে ধরা হলো :

ক) ১ এর খ নং প্রশ্নের উত্তরের জ্ঞানমূলক অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, 'বিয়ের বয়স বেশি হওয়ায় হৈমন্তীর পিতাকে পণের টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল।' প্রকৃতপক্ষে এটি জ্ঞানের উত্তর হয়নি। এটি হয়েছে অনুধাবনের উত্তর। কারণ, এ কথাটি সরাসরি গল্পে বলা হয়নি। অন্যান্য তথ্যের আলোকেই উত্তরে এ কথাটি বলা হয়েছে।

খ) ১ এর গ নং প্রশ্নের উত্তরের জ্ঞানমূলক অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, 'হৈমন্তী পিতৃতান্ত্রিক সমাজের যৌতুকের বলি।' এটিও জ্ঞানের উত্তর হয়নি। এটি হয়েছে উচ্চতর দক্ষতার উত্তর। কেননা, এ কথাটিও সরাসরি গল্পে বলা হয়নি। অন্যান্য তথ্যের আলোকে এখানে এ সিদ্ধান্তমূলক কথাটি বলা হয়েছে। এটি উচ্চতর দক্ষতা স্তরের একটি চূড়ান্ত মন্তব্য।

গ) ১ এর ঘ নং প্রশ্নের উত্তরের প্রয়োগ ও জ্ঞানমূলক অংশে অভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'মিনু হৈমন্তী চরিত্রের আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে।' এটিও প্রয়োগ বা জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তর হয়নি। এটিও হয়েছে উচ্চতর দক্ষতার উত্তর।

২. একজন পরীক্ষার্থী মোট ৬টি উদ্দীপকের প্রশ্নগুলো উত্তরের জন্য সময় পাবে ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট। এ সময়কে ৬ ভাগে ভাগ করলে প্রতি ভাগে সময় পড়বে সর্বোচ্চ ২২ মিনিট। প্রশ্নসহ একটি উদ্দীপক পড়ে তা বুঝতে হলে কমপক্ষে ৪ মিনিট সময় লাগবে। এরপর একটি প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য একজন শিক্ষার্থীর হাতে সময় থাকবে সর্বোচ্চ ১৮ মিনিট। এ সময়ের মধ্যে প্রদত্ত নমুনা উত্তরের অর্ধেকও লেখা সম্ভব নয়।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৩. গত ১৭ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত **'সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বাস্তবায়নে পর্যবেক্ষক ও পরামর্শক কমিটির সিদ্ধান্ত'** শীর্ষক প্রজ্ঞাপনে (স্মারক নং – শিম/ শাঃ ১১/ বিবিধ-৬/ ২০০৪ (অংশ-২)/ ২৭৬, তারিখ : ০৪ বৈশাখ ১৪১৯/১৭এপ্রিল ২০১২) সৃজনশীল প্রশ্নের একটি উদ্দীপকের ৪টি প্রশ্নের উত্তর করার জন্য যে দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে **(জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তর সর্বোচ্চ ৩ বাক্য, অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তর সর্বোচ্চ ৫ বাক্য, প্রয়োগমূলক প্রশ্নের উত্তর সর্বোচ্চ ১২ বাক্য এবং উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের উত্তর সর্বোচ্চ ১৫ বাক্য)** এ নমুনা উত্তরটি তার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

একটি সাধারণ উদ্দীপক ও উপস্তরহীন উত্তরের নমুনা

কবি মুনিরুজ্জামান কেবল লেখালেখি নয়, ব্যক্তিজীবনেও খুব কাব্যপ্রিয়। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথা বলতে গিয়ে প্রায় সময় তিনি ছন্দ জুড়ে দেন। অনেক সাধারণ কথাই কবিতার ভঙ্গিমায় বলা তার একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এ জন্য অনেকেই তাকে স্বভাব কবি বলে ডাকেন।

ক. রোদ্যাঁ কে?

খ. 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে রোদ্যাঁর প্রসঙ্গ টানা হয়েছে কেন?

গ. রোদ্যাঁর সাথে মুনিরুজ্জামানের কী ধরনের মিল রয়েছে?– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'অনেক সাধারণ কথাই কবিতার ভঙ্গিমায় বলা তার একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে'– 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন	চিন্তন দক্ষতা স্তর	❒........উত্তরমালা
২.ক	জ্ঞান	ক. রোদ্যাঁ একজন বিখ্যাত ফরাসি ভাস্কর।
২.খ	অনুধাবন	খ. *চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরীর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে* প্রকৃত শিল্পীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্যই রোদ্যাঁর প্রসঙ্গটি টেনে আনা হয়েছে। যারা প্রকৃত শিল্পী তারা অনেকটা খেলার ছলেই তাদের শিল্প সৃষ্টি করে থাকেন। এখানে তাদের অন্য কোনো অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য থাকে না। জগদ্বিখ্যাত ফরাসি ভাস্কর রোদ্যাঁও ছিলেন একজন মহৎ শিল্পী। *হাতের কাছে কাদা পেলেই যখন তখন তিনি তা দিয়ে মাটির পুতুল তৈরি করে ফেলতেন।* এটা ছিল তাঁর এক ধরনের খেলা। এ খেলা খেলতে খেলতেই এক সময় তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।
২.গ	প্রয়োগ	গ. রোদ্যাঁ এবং কবি মুনিরুজ্জামানের মধ্যে স্বভাবগতভাবে যথেষ্ট মিল ছিল। *রোদ্যাঁ ছিলেন একজন বিখ্যাত ফরাসি ভাস্কর আর মুনিরুজ্জামান একজন কবি। শিল্পের দুটি আলাদা শাখায় বিচরণ করলেও* স্বভাবগতভাবে তাঁদের মধ্যে বেশ মিল লক্ষ করা যায়। *রোদ্যাঁ* যেমন *যখন-তখন হাতে কাদা নিয়ে মাটির পুতুল তৈরি করে ফেলতেন* কবি *মুনিরুজ্জামানও তেমনি তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথা বলার সময় ছন্দ ব্যবহার করে এক ধরনের কাব্যময়তা সৃষ্টি করে থাকেন।* তাঁরা উভয়েই তাঁদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন কোনো চাপ অনুভব করেন নি, তেমনি কোনো চাহিদা পূরণেরও চেষ্টা করেন নি। মনের আনন্দে অনেকটা খেলার ছলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁরা এ শিল্প সৃষ্টির কাজগুলো করেছেন। এটা তাঁদের স্বভাবজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়েই তাঁদের প্রকৃত শিল্পসত্তা প্রকাশ লাভ করেছে। এদিক থেকে কবি মুনিরুজ্জামান ও ভাস্কর রোদ্যাঁর মধ্যে বেশ মিল লক্ষ করা যায়।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

২. ঘ	উচ্চতর দক্ষতা	ঘ. যারা সত্যিকারের শিল্পী তাঁরা তাঁদের মনের আনন্দে অনেকটা খেলার ছলেই শিল্পকর্মগুলো নির্মাণ করেন। এ জন্য তাঁরা কোনো বিশেষ সময় বা সুযোগের অপেক্ষা করেন না। তাঁদের শিল্প সৃষ্টির পেছনে যেমন বিখ্যাত হওয়ার কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না; তেমনি লোকনিন্দার কোনো ভয়ও থাকে না। মনের আনন্দে অনেকটা খেলার ছলেই তাঁরা তাঁদের শিল্প সৃষ্টি করে থাকেন। আর এভাবে শিল্প সৃষ্টি করতে করতেই এক সময় তাঁরা সাফল্য লাভ করে *রোদ্যাঁর মতো বিখ্যাত হয়ে ওঠেন*। **তাঁদের শিল্প সৃষ্টি অনেকটাই সহজাত স্বভাবগত বিষয়। আর এ সহজাত স্বভাবগত বিষয়টিই এক সময় তাঁদের মহৎ শিল্পের স্রষ্টা করে তোলে। সার্থক শিল্পী হিসেবে জগতে তাঁরা অমর হয়ে থাকেন।** উদ্দীপকের কবি *মুনিরুজ্জামানও ভাস্কর রোদ্যাঁর* মতো একজন জাত শিল্পী। *রোদ্যাঁ যেমন যখন-তখন হাতে কাদা নিয়ে মাটির পুতুল তৈরি করে ফেলতেন, কবি মুনিরুজ্জামানও তেমনি তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথা বলতে গিয়ে কবিতার ছন্দ জুড়ে দিতেন।* **যারা প্রকৃত কবি তাদের পক্ষেই এটা সম্ভব।** অনেকেই বিভিন্ন উৎস থেকে সহযোগিতা বা তথ্য নিয়ে কবিতা লিখেন। কেউ আবার অন্যকে অনুসরণ করেন। কোনো কোনো কবি নির্দিষ্ট স্থান ও সময় ছাড়া কবিতা লিখতে পারেন না। কেউ কেউ আবার কবিতা লিখতে গিয়ে কখন ভাব আসবে তার অপেক্ষায় থাকেন। কিন্তু মুনিরুজ্জামানের মতো যারা প্রকৃত কবি তাদের এসবের কিছুই দরকার হয় না। তারা যখন-তখন যেখানে-সেখানে বসেই কবিতা লিখতে পারেন। *প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী* বিখ্যাত ফরাসি ভাস্বর রোদ্যাঁর প্রসঙ্গ দিয়ে *তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধটি* শুরু করে **প্রকৃত শিল্পীদের স্বভাবজাত শিল্প সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যটিই ফুটিয়ে তুলেছেন।** এ থেকেই বোঝা যায়, **যারা প্রকৃত শিল্পী তাদের স্বভাবই হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিল্প সৃষ্টি করা।**

ওপরের উত্তরসমূহে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের অবস্থান নির্ণয়

দক্ষতা স্তর	সংকেত
জ্ঞান	❒ ইটালিক করা অংশসমূহ (*রোদ্যাঁ যেমন যখন-তখন হাতে কাদা নিয়ে মাটির পুতুল তৈরি করে ....*)
অনুধাবন	❒ স্বাভাবিক অংশসমূহ (মনের আনন্দে অনেকটা খেলার ছলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা ....)
প্রয়োগ	❒ আন্ডার লাইন করা অংশসমূহ (রোদ্যাঁ এবং কবি মুনিরুজ্জামানের মধ্যে স্বভাবগতভাবে ....)
উচ্চতর দক্ষতা	❒ বোল্ড করা অংশসমূহ (**যারা প্রকৃত শিল্পী তাদের স্বভাবই হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিল্প সৃষ্টি করা। .....**)

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

প্রশ্নের মান নির্ধারণ

বিষয়ঃ বাংলা প্রথম পত্র

ত্রুটিযুক্ত ও ত্রুটিমুক্ত উদ্দীপকের নমুনাঃ

উদ্দীপকের ধরন	উদ্দীপক ও প্রশ্নমালা	কারণ
ত্রুটিযুক্ত উদ্দীপক	 সরকারি জায়গায় গড়ে ওঠা একটি বস্তির ছবি। নোংরা আবর্জনার পাশে সন্তান প্রতিপালন, রান্না-বান্নার কাজ সারে এরা। চশমা পরা যুবকটি নানা উছিলায় এদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত অর্থ আদায় করে। ক. কোন ঋতুতে পদ্মা নদীতে ইলিশ ধরার 'মরসুম' চলে? খ. "ইহা মহত্ত্ব নয়, পরোপকার নয়– ইহা রীতি, অপরিহার্য নিয়ম"– মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। গ. ছবির চশমাপরা লোকটির আচরণ 'পদ্মা নদীর মাঝি'র কোন বিষয়টির ইঙ্গিত দেয়? – আলোচনা কর। ঘ. ছবির বস্তিবাসীদের জীবনযাপন 'পদ্মা নদীর মাঝি'র জেলেপাড়ার জীবনযাপনের সঙ্গে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ? – বিশ্লেষণ কর।	'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে উদ্দীপক তৈরির মতো অসংখ্য শিখন ফল থাকার পরও এখানে একটি বিভ্রান্তিকর প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। কেননা, উদ্দীপকের যুবকটি যথার্থভাবে মেজকর্তা অনন্ত তালুকদার, শীতল বাবু, ধনঞ্জয় বা হোসেন মিয়ার মতো কোনো চরিত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করে না। অথচ এখানে শুধু বস্তির চিত্র দিয়েই একটি উচ্চ মানসম্পন্ন উদ্দীপক তৈরি করা সম্ভব ছিল।
ত্রুটিমুক্ত উদ্দীপক	বাংলাদেশের দক্ষিণে বিশাল 'নিঝুম দ্বীপ'। প্রাকৃতিকভাবে জেগে ওঠা এই দ্বীপ এখনও জোয়ারে প্লাবিত হয়, ভাটায় জেগে ওঠে। জঙ্গলাকীর্ণ দ্বিপটি বাঘ, সিংহ, কুমির সাপসহ হিংস্র প্রাণীতে ভরপুর। এখানে নদী ভাঙনে উদ্বাস্তু ও ভূমিহীন জেলেরা বসতি গড়ে তুলছে। সভ্য পৃথিবীর সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত দ্বীপটিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগব্যাধি এবং হিংস্র প্রাণিকুলের সাথে সংগ্রাম করে মানুষগুলো অসীম সাহসে বিজয় পতাকা উড়িয়ে টিকে আছে। এই সংগ্রামী মানুষেরাই মানব সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য প্রশংসার দাবিদার। ক. 'অমরাবতী' কী?	'জীবন-বন্দনা' কবিতায় সভ্যতার সূচনাকারী আদিম সংগ্রামী মানুষদের যে জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে, এই উদ্দীপকে সম্পূর্ণ বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য একটি নতুন পরিস্থিতিতে তারই অন্তর্নিহিত সত্য প্রতিফলিত হয়েছে। এর প্রতিটি প্রশ্নই উদ্দীপক ও উদ্দীপক-সংশ্লিষ্ট কবিতার শিখনফলের সাথে সম্পর্কিত।

	খ. 'বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা– কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দ্বীপটির অবস্থার সঙ্গে 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় বর্ণিত পৃথিবীর কোন অবস্থার তুলনা করা যায়? ঘ. "উদ্দীপকটির সংগ্রামী মানুষদের বহুমাত্রিক রূপ ফুটে উঠেছে 'জীবন-বন্দনা কবিতায়।" – আলোচনা কর।	
ভুল উদ্দীপক	আরিফুল ইসলাম পেশায় একজন ডাক্তার। চেম্বারে রোগি এলে তাদের কাছ থেকে কত সহজে বেশি টাকা নেয়া যায়, সেটাই তার লক্ষ্য। প্রতিনিয়ত ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে ভাবনার ফলে তিনি পেশাগত দক্ষতা লাভ করতে পারেন নি। এছাড়া রোগির সকল সমস্যা শুনে যথার্থ ওষুধ দেয়ার মতো সময়ও তার নেই। ফলে তার কাছে আসা রোগিরা অসুখ থেকে সহজে মুক্তি পায় না। ক. কমলাকান্তের মতে, উকিলেরা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন কখন? খ. 'এত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত'– এখানে 'পদবৃদ্ধি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? গ. উদ্দীপকে ডাক্তার আরিফুল ইসলামের যে চারিত্রিক পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার উকিলের সাদৃশ্য তুলে ধরো। ঘ. উদ্দীপকের ডাক্তার ও 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার উকিলের পেশাগত অদক্ষতার পরিণতি বিচার কর।	ডাক্তার আরিফুলের পেশাগত অসততা, অদক্ষতা ও ব্যর্থতার সাথে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনাটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য বা তার কোনো শিখনফলের বিন্দুমাত্র মিল নেই। ঐ রচনায় কোনো ব্যক্তি বিশেষের অসততা বা অদক্ষতার কথা বলা হয় নি। ওখানে একটি ফরমেট বা সিস্টেমের অন্তঃসারশূন্য আচারসর্বস্বতা এবং অপ্রয়োজনীয় বাহুল্যের কথা বলা হয়েছে।
নিচু মানের উদ্দীপক	গ্রামের সবাই তপনকে খারাপ ছেলে বলেই জানে। কারণ সে মদ্যপান করে আর সারাক্ষণ বিদ্রুপাত্মক কথা বলে সম্মানী লোকজনকে হেনস্থা করে। আবার জমিদার প্রশান্ত চৌধুরীর কাছ থেকে কম মূল্যে মদ পান করে মিথ্যা দলিলে অন্যের জমি দখল, যুবকদের মধ্যে নেশাদ্রব্য ছড়িয়ে দেয়ার মতো জমিদারের নানা কুকীর্তির কথাও সে সবার কাছে বলে বেড়ায়। কিন্তু নেশাগ্রস্ত ও অস্বাভাবিক বলে তার এসব কথা কেউ বিশ্বাস করে না। ক. ব্রাহ্মণ কমলাকান্ত গাছতলায় বসে কী করছিল? খ. কমলাকান্তের কোনো নিবাস নেই কেন? গ. "উক্ত উদ্দীপকটি 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার আদালতের রূপক চিত্র" – উক্তিটির সত্যাসত্য বিচার করো। ঘ. উদ্দীপকের তপনের তুলনায় কমলাকান্তের জীবনবোধের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।	বঙ্কিমচন্দ্র একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আদালতের যে অপ্রয়োজনীয় আচার সর্বস্বতা দেখেছেন নিজের অবস্থানগত কারণে তা সরাসরি না বলে একজন অপ্রকৃতিস্থ লোকের মাধ্যমে বলিয়ে যে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন উদ্দীপকে মাদক প্রসঙ্গটি ব্যবহার করে তারই অপব্যবহার করা হয়েছে। 'কমলাকান্তের জবানবন্দি'র একটি শিখনফলও এতে প্রতিফলিত হয়নি; বরং এখানে এক ধরনের আরোপিত বিষয় উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এর প্রশ্নগুলোও অনেকটা অসংলগ্ন ও ভারসাম্যহীন।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

সাধারণ মানসম্পন্ন উদ্দীপক	শ্যামাপ্রসাদ বাবু তাঁর শিক্ষিত কন্যা কল্যাণীর বিয়ে দিলেন সদ্য পাশ করা ডাক্তার অমিতের সঙ্গে। বিয়েতে কল্যাণীর বাবা মোটা অঙ্কের যৌতুক দেবার পরেও অমিত এবং তার মা কল্যাণীকে চাপ দেয় তার বাবার কাছ থেকে আরো টাকা আনার জন্য। কিন্তু কল্যাণী প্রতিবাদ জানায়। কল্যাণীর উপর শুরু হয় নির্যাতন। এক পর্যায়ে কল্যাণী স্বামীর ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়। ক. হৈমন্তীর পিতার নাম কী? খ. "আমার বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া উঠিল।"– কেন? গ. "যে কারণে কল্যাণীর সংসার ভেঙে যায়, হৈমন্তীর জীবনের করুণ পরিণতির জন্য সেই একই কারণ দায়ী"– ব্যাখ্যা কর। ঘ. উদ্দীপকের কল্যাণীর সঙ্গে হৈমন্তীর বৈসাদৃশ্য কোথায়?– বিশ্লেষণ কর।	'হৈমন্তী' ছোটগল্পে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের অর্থলোলুপতার কারণে একজন গৃহবধূ যে মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়, আলোচ্য উদ্দীপকেও ভিন্ন পরিস্থিতিতে তা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে পণ বা যৌতুক প্রসঙ্গ পরিহার করে এর কোনো সমান্তরাল প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হলে উদ্দীপকটি আরও মানসম্পন্ন হতো।
উচ্চ মানসম্পন্ন উদ্দীপক	হানিফ ব্যাটারি গাড়ি চালিয়ে প্রতিদিন মালিককে তিনশ টাকা দেয়। স্ত্রী-চার ছেলে এক মেয়ে ও বৃদ্ধ বাবা-মা নিয়ে হানিফের বড় সংসার। হানিফের সখ নিজের একটা গাড়ি থাকবে। কিন্তু অভাবের সংসারে সে চাইলেও টাকা জমাতে পারে না। শরীর খারাপ হলেও তার একটা দিন ঘরে বসে থাকার উপায় নেই। গাড়ির মালিক জহিরুল প্রায়ই নিজের প্রয়োজনে গাড়িটা ব্যবহার করে। তখন হানিফের কোনো উপার্জন হয় না। কষ্ট হলেও হানিফ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। গরীব বলে যেন বঞ্চিত হওয়াই তার নিয়তি। ক. 'হ, গীত না তর মাথা।'– উক্তিটি কার? খ. 'ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপুল পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়'– কেন? ব্যাখ্যা কর। গ. উদ্দীপকের জহিরুলের সঙ্গে 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের ধনঞ্জয় চরিত্র কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ?– আলোচনা কর। ঘ. 'উদ্দীপকের হানিফের মতো পদ্মা নদীর মাঝিরাও শোষণ ও বঞ্চনার শিকার।'– বিশ্লেষণ কর।	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে সমকালীন জেলেদের শোষণ-বঞ্চনার যে চিত্রটি তুলে ধরেছেন আলোচ্য উদ্দীপকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে তারই একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এখানে জাল, জেলে, নদী বা গ্রামীণ আবহ পরিহার করে শহর-বাস্তবতা দিয়ে যে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে তা উদ্দীপকটিকে অনেকাংশেই উচ্চমানসম্পন্ন করে তুলেছে। তবে উদ্দীপকটি ছয় বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারলে এটি আরও ভালো হতো।
ত্রুটিযুক্ত প্রশ্ন সম্পন্ন উদ্দীপক	স্কুল মাঠে একদল শিশু আপন মনে খেলায় ব্যস্ত। মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন পাড়ার সকলের বেলুমামা। তিনি শিশুদের ডেকে বললেন, "তোমরা এমন দৌড়-ঝাঁপ করতে গিয়ে হাত-পা ভাঙবে, ব্যথা পাবে। তার চেয়ে এস সবাই বসে পড়ালেখা করি– জ্ঞান বাড়বে, বিদ্যাবুদ্ধি বাড়বে।" একটি শিশু বলল, "মজাটা কমবে।" সাথে সাথে সব শিশু হেসে উঠল। একে একে সবাই ছুটে পালাল খেলার মাঠে– মনের আনন্দে শুরু করল খেলা। ক. এ পৃথিবীতে ব্রাহ্মণশূদ্রের প্রভেদ নেই কোথায়? খ. 'যে খেলার ভিতর আনন্দ নেই কিন্তু উপরি পাওনার আশা আছে, তার নাম খেলা নয়, জুয়া খেলা।'– বলতে কী বোঝানো	এর প্রশ্নগুলো উদ্দীপকের আলোকে তৈরি হয়নি। কেননা, শিক্ষা ও সাহিত্যের পার্থক্য সংশ্লিষ্ট শিখনফলের ওপর ভিত্তি করে উদ্দীপকটি নির্মিত হলেও এর প্রশ্নগুলো করা হয়েছে সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে। যা দ্বারা উপরে বর্ণিত 'সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে উদ্দীপকের প্রয়োজনীয়তা' অনুচ্ছেদের **'উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়বস্তুর আলোকেই চারটি প্রশ্ন (ক, খ, গ ও ঘ) তৈরি করতে হবে'**

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

	হয়েছে? গ. উদ্দীপকের বেলুমামা ‘সাহিত্যে খেলা’ প্রবন্ধের কোন চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়? কেন? ঘ. “সাহিত্যে খেলা’ প্রবন্ধে বর্ণিত সাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং উদ্দীপকের শিশুদের খেলার উদ্দেশ্য অভিন্ন।”– এ বিষয়ে যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও।	নির্দেশকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এ ছাড়া বেলুমামার চরিত্র সংক্রান্ত গ নং প্রশ্নটিও যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। কেননা, প্রবন্ধে শিক্ষকদের (স্কুল মাস্টার) কথা বলা হলেও বেলু মামার সাথে তুলনা করার মতো কোনো চরিত্রের কথা কিন্তু বলা হয়নি।
ত্রুটিমুক্ত প্রশ্নসম্পন্ন উদ্দীপক	রক্তে ভেজা চিঠিটা পকেট থেকে বের করে সালামের মাকে দিতে বুক ফেটে যায় সমীরের। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সর্বত্র পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুরু করে তখন স্বাধীনতার দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল সালাম আর সমীর দুই বন্ধু। যুদ্ধ করার সময় সালামের বুকে গুলি লাগে। মৃত্যুর আগের রাতে সালাম মাকে লিখেছিল– আমরা স্বাধীন হবোই মা। বাংলাদেশ কখনো মাথা নোয়াবে না। ক. ‘সান্ত্রী কাপুরুষ’ কারা? খ. ‘বহু মিশ্র প্রাণের সংসারে’– কথাটি দিয়ে কবি কী বুঝিয়েছেন? গ. উদ্দীপকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞের কথা আছে ‘বাংলাদেশ’ কবিতায় কীভাবে তা বর্ণিত হয়েছে আলোচনা কর। ঘ. “সালামের চিঠি ‘বাংলাদেশ’ কবিতার ‘বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাগে’–এই মর্মবাণী প্রকাশ করে”– তোমার মতামত লেখ।	এর প্রতিটি প্রশ্নই উদ্দীপকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে। যা উপরে বর্ণিত ‘সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে উদ্দীপকের প্রয়োজনীয়তা’ অনুচ্ছেদের **‘উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়বস্তুর আলোকেই চারটি প্রশ্ন (ক, খ, গ ও ঘ) তৈরি করতে হবে’** নির্দেশকে পরিপূর্ণভাবে পালন করেছে।

ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শুদ্ধরূপ:

ত্রুটিযুক্ত রূপ	ত্রুটিমুক্ত রূপ
১. উদ্দীপকে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে।	
১. কাকে অনেক গঞ্জনা সইতে হয়েছিল? ক. হৈমন্তী খ. নারানী গ. বনমালী ঘ. গৌরীশংকর	১. বউদিকে ভালোবাসার জন্য কাকে অনেক গঞ্জনা সইতে হয়েছিল? ক. হৈমন্তী খ. নারানী গ. বনমালী ঘ. গৌরীশংকর

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

২. চার বছর আগে তপুর সঙ্গে শেষবারের মতো কোথায় দেখা হয়েছিল? ক. মেডিকেলের গেটে খ. হাইকোর্টের মোড়ে গ. কার্জন হলের সামনে ঘ. ইউনিভার্সিটির গেটে	২. চার বছর আগে তপুর সঙ্গে বন্ধুদের শেষবারের মতো কোথায় দেখা হয়েছিল? ক. মেডিকেলের গেটে খ. হাইকোর্টের মোড়ে গ. কার্জন হলের সামনে ঘ. ইউনিভার্সিটির গেটে
২. উদ্দীপক সহজ ভাষায় এবং সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করতে হবে	
২. খ্রিষ্টিয়ান সমাজে স্বামী দরিদ্র হয়ে গেলে যখন অসহায়বোধ করেন তখন স্ত্রী আনন্দিত চিত্তে কিসের চিন্তা করেন? ক. নূতন স্কার্টের খ. বিপদ মুক্তির গ. নূতন টুপির ঘ. ঋণ মুক্তির	২. খ্রিষ্টিয়ান সমাজে ঋণগ্রস্ত স্বামীর বিপদের সময় স্ত্রী কিসের চিন্তা করেন? ক. নূতন স্কার্টের খ. বিপদ মুক্তির গ. নূতন টুপির ঘ. ঋণ মুক্তির
৩. উদ্দীপক অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে	
৩. এইচআইভি'র প্রধান কাজ মানুষের শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া। নিচের কোনটি এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কারণ? ক. এইচআইভি আক্রান্ত রোগির সেবাযত্ন খ. এইচআইভি আক্রান্ত রোগির একই পাত্রে পানাহার গ. এইচআইভি আক্রান্ত রোগির সাথে মেলামেশা ঘ. এইচআইভি আক্রান্ত রোগির রক্ত শরীরে নেয়া	৩. এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে এইচআইভি আক্রান্ত রোগির- ক. সেবাযত্ন করা খ. পাত্রে পানাহার গ. সঙ্গে করমর্দন ঘ. রক্ত শরীরে গ্রহণ
৪. উদ্দীপকে প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বিকল্প উত্তরগুচ্ছে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি থাকবে না।	
৪. তপু কেমন ছিল? ক. বেপরোয়া স্বভাবের খ. স্বপ্নচারী স্বভাবের গ. চঞ্চল স্বভাবের ঘ. লাজুক স্বভাবের	৪. স্বভাবের দিক থেকে তপু ছিল- ক. বেপরোয়া খ. স্বপ্নচারী গ. সাধারণ ঘ. লাজুক
৫. উদ্দীপক হাঁ-বোধক হবে না। না-বোধক শব্দ ব্যবহার অনিবার্য হলে তা শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলতে হবে।	
৫. কোনটি আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য নয়? ক. শৃঙ্খলাবোধ খ. ধাবমানতা গ. অপরিণামদর্শী ঘ. অফুরন্ত প্রাণশক্তি	৫. আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য কোনটি? ক. শৃঙ্খলাবোধ খ. ধাবমানতা গ. অপরিণামদর্শী ঘ. অফুরন্ত প্রাণশক্তি
৬. উদ্দীপকে এমন কোনো ইংগিত থাকবে না যাতে পরীক্ষার্থী সঠিক উত্তর বাছাই করতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে।	
মজিদ সাহেবের চাল ও ডালের ব্যবসায় আছে। এবারের বন্যায় ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মজিদ ও তার মতো কয়েকজন চালের ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট গঠন করে। গার্মেন্টস	মজিদ সাহেবের চাল ও ডালের ব্যবসায় আছে। এবারের বন্যায় ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মজিদ ও তার মতো কয়েকজন ব্যবসায়ী মিলে ঠিক করল একটি নির্দিষ্ট দামের

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

<table>
<tr><td>কর্মী রহিমা চাল ক্রয় করতে গেলে নির্দিষ্ট দামেই ক্রয় করতে বাধ্য হয়।
৬. মজিদ সাহেবের কর্মকাণ্ড নিচের কোনটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?
ক. সন্ত্রাস
খ. ভোগবাদ
গ. সিন্ডিকেট
ঘ. আত্মসাৎ</td><td>নিচে চাল বিক্রি করবে না। গার্মেন্টস কর্মী রহিমা চাল ক্রয় করতে গেলে ঐ নির্দিষ্ট দামেই চাল ক্রয় করতে বাধ্য হলো।
৬. মজিদ সাহেবের কর্মকাণ্ড নিচের কোনটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?
ক. সন্ত্রাস
খ. ভোগবাদ
গ. সিন্ডিকেট
ঘ. আত্মসাৎ</td></tr>
<tr><td colspan="2">৭. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে</td></tr>
<tr><td>৭. “দুর্নীতি উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ” প্রবন্ধে দুর্নীতি রোধ করতে-
ক. দুর্নীতিকে সমাজ থেকে পুরোপুরি নির্মূল
খ. দুর্নীতিকে সমাজে সহনীয় অবস্থা
গ. দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশাসন নিশ্চিত করা
ঘ. দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন</td><td>৭. “দুর্নীতি উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ” প্রবন্ধে দুর্নীতি রোধ করা বলতে বোঝানো হয়েছে-
ক. দুর্নীতিকে সমাজ থেকে পুরোপুরি নির্মূল করা
খ. দুর্নীতিকে সমাজে সহনীয় অবস্থায় রাখা
গ. দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশাসন নিশ্চিত করা
ঘ. দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।</td></tr>
<tr><td colspan="2">৮. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ উদ্দীপকের অসম্পূর্ণ অর্থপূর্ণ করে তুলবে।</td></tr>
<tr><td>৮. ‘কাকের চোখের মতো কালোচুল’ উপমাটি এসেছে-
ক. সন্ধ্যাবেলার প্রকৃতি
খ. আকাশের কালো মেঘ
গ. অমাবশ্যার অন্ধকার
ঘ. মমতাময়ী নারীরূপ</td><td>৮. ‘কাকের চোখের মতো কালোচুল’ উপমাটি দ্বারা বোঝায়-
ক. সন্ধ্যাবেলার প্রকৃতি
খ. আকাশের কালো মেঘ
গ. অমাবশ্যার অন্ধকার
ঘ. মমতাময়ী নারীরূপ</td></tr>
<tr><td colspan="2">৯. পরীক্ষার্থী কর্তৃক (কমপক্ষে ৫%) বিকল্প উত্তরসমূহ নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে</td></tr>
<tr><td>৯. স্বভাবের দিক থেকে তপুর প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. বেপরোয়া
খ. স্বপ্নচারী
গ. অপব্যয়ী
ঘ. সদালাপী</td><td>৯. স্বভাবের দিক থেকে তপুর প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. বেপরোয়া
খ. স্বপ্নচারী
গ. চঞ্চল
ঘ. লাজুক</td></tr>
<tr><td colspan="2">১০. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ সংখ্যাবাচক হলে ক্রমানুযায়ী বিন্যাস করতে হবে</td></tr>
<tr><td>১০. ‘কবর’ কবিতাটির পূর্ণ পর্বগুলো কত মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত?
ক. ৬ খ. ৪
গ. ৭ ঘ. ৫</td><td>১০. ‘কবর’ কবিতাটির পূর্ণ পর্বগুলো কত মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত?
ক. ৪ খ. ৫
গ. ৬ ঘ. ৭</td></tr>
</table>

১১. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান হতে হবে

১১. 'আমার পূর্ব-বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল'- শব্দগুচ্ছ দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ক. সবুজ গাছের সারি খ. গাছের ছায়ার অন্ধকার গ. পূর্ববাংলার শ্যামল শান্ত-স্নিগ্ধ কোমল পরিবেশ ঘ. দিগন্ত বিস্তৃত ঘন বন	১১. 'আমার পূর্ব'-বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল'- শব্দগুচ্ছ দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ক. সবুজ গাছের সারি খ. গাছের ছায়ার আঁধার গ. বাংলার সবুজ পরিবেশ ঘ. দিগন্ত বিস্তৃত ঘন বন

১২. বিকল্প উত্তরসমূহের Mutually Exclusive/Mutually Inclusive পরিহার করতে হবে

১২. 'একুশের গল্প' গল্পে হোস্টেলের ছাত্ররা কোন সময়টা সবচেয়ে বেশি আমোদ-ফুর্তিতে কাটাতো? ক. দিনে খ. দুপুরে গ. বিকেলে ঘ. সন্ধ্যায়	১২. 'একুশের গল্প' গল্পে হোস্টেলে কোন সময়টা সবচেয়ে বেশি আমোদ-ফুর্তিতে কাটাতো? ক. সকালে খ. দুপুরে গ. বিকেলে ঘ. সন্ধ্যায়

১৩. বিকল্প উত্তরে 'ওপরের সবগুলো সঠিক'/ 'ওপরের কোনোটিই সঠিক নয়'-এমন বাক্য পরিহার করতে হবে

১৩. 'সাব-ইন্সপেক্টরের দ্বিতীয় বউ আমার এক রকম আত্মীয়া।'– কথাটি কে বলেছিল? ক. মোদাব্বের খ. মকসুদ গ. ইউনুস ঘ. ওপরের কেউ নয় ১৪. কোনটি সাহিত্যের উদ্দেশ্য? ক. শিক্ষা দেয়া খ. মনকে জাগানো গ. মনোরঞ্জন করা ঘ. ওপরের কোনোটিই সঠিক নয়	১৩. 'সাব-ইন্সপেক্টরের দ্বিতীয় বউ আমার নিকট আত্মীয়া।'– কথাটি কে বলেছিল? ক. আমজাদ খ. ইউনুস গ. মকসুদ ঘ. মোদাব্বের ১৪. কোনটি সাহিত্যের উদ্দেশ্য? ক. শিক্ষা দেয়া খ. মনকে জাগানো গ. মনোরঞ্জন করা ঘ. আনন্দ দান করা

১৪. নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয় এমন উদ্দীপক পরিহার করা বাঞ্ছনীয়

অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নটির উত্তর দাও। সালমা রফিকের স্ত্রী। সে ভালোবাসে তার বড় বোনের স্বামী জলিলকে। একদিন জলিলকে নিয়ে সুখের সংসার করতে সে পালিয়ে গেল। ১৫. উদ্দীপকে বর্ণিত সালমার আচরণ 'পদ্মানদীর মাঝি'-র কোন চরিত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে? ক. কপিলা খ. মালা গ. গোপী ঘ. যুগী	**অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নটির উত্তর দাও।** সালমা রফিকের স্ত্রী। ঝড়ে তার বড় বোনের মেয়ে টুনী আহত হয়েছে। সে টুনীকে নিয়ে বড় বোনের স্বামী কাদেরের সঙ্গে হাসপাতালে গেল। ১৫. উদ্দীপকে বর্ণিত সালমার আচরণ 'পদ্মানদীর মাঝি'-র কোন চরিত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে? ক. কপিলা খ. মালা গ. গোপী ঘ. যুগী

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

❐ তিন প্রকারের বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উদাহরণ ❐

এক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	১. 'কবর' কবিতায় দাদু সন্ধ্যা বেলায় কোথায় ছুটে যেত? ক. উজান তলীর গাঁ খ. শ্বশুর বাড়ির বাটে গ. শাপলার হাটে ঘ. পুঁতির মালা কিনতে ২. 'বিলাসী' গল্পটি কার জবানিতে লেখা? ক. ন্যাড়া খ. মৃত্যুঞ্জয় গ. বিলাসী ঘ. খুড়ো
দুই. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নবদম্পতির প্রেমালাপ' কবিতা উদ্ধৃত করে রোকেয়া সাখাওয়াত বোঝাতে চেয়েছেন- I. নারীর চিন্তার জগৎ বড় ক্ষুদ্র II. নারীর চাহিদা অত্যন্ত সীমিত III. স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা নিচের কোনটি সঠিক ? ক. i খ. ii গ. i, ii ঘ. ii, iii
তিন. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	**নিচের কাব্যাংশটুকু পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও** যেতে নাহি দেব হায়! তবু যেতে দিতে হয় তবু চলে যায়। ১. উদ্দীপকের ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে কোন চরণটিতে? ক. কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝ্‌ঝুম নিরালায়, আমারে ছাড়িয়া এতো ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়। খ. ফাল্‌গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিতে শুনো মাঠখানি ভরে, গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে। গ. তারপর এই শূন্য জীবনে কত কাটিয়াছি পাড়ি, যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি। ঘ. কালো দুটি চোখে রহিয়া রহিয়া অশ্রু উঠিছে ভাসি, সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে ফোটে না সেথায় হাসি। ২. উদ্দীপকটিতে 'কবর' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে, তা হলো- I. কাছের মানুষ হারানোর ব্যথা II. স্বজনকে আঁকড়ে রাখার আকুলতা III. স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকুলতা নিচের কোনটি সঠিক ? ক. i খ. i, ii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

বিশেষ রচনা ■ ১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিশেষ রচনা ■ ১

▣ বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ

সাহিত্য সমালোচকগণ বাংলা সাহিত্য রচনার সময়কালকে মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা :

১. প্রাচীন যুগ (৬৫০–১২০০ খ্রিস্টাব্দ)।
২. মধ্য যুগ (১২০১–১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)।
৩. আধুনিক যুগ (১৮০১–অদ্যাবধি)।

▣ প্রাচীন যুগ

◈ নিদর্শন : চর্যাপদ (স্বতন্ত্র তাল ও রাগবিশিষ্ট বৌদ্ধ ধর্মের সাধন সংগীত)।
◈ মোট পদের সংখ্যা : ৫১টি। (অনাবিস্কৃত আরও থাকতে পারে)।
◈ সংগৃহীত পদের সংখ্যা : সাড়ে ৪৬টি।
◈ সংগ্রহের উৎস : নেপালের রাজদরবারস্থ পাঠাগার।
◈ সংগ্রহ ও আবিষ্কারের সময় : ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ।
◈ সংগ্রাহক : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
◈ প্রথম প্রকাশ : ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সম্পাদক – মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)।
◈ চর্যাকারের সংখ্যা : ২৪ জন।
◈ **চর্যাকারদের নাম** : লুই, কুক্কুরী, বিরুআ, গুণ্ডরী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্ন, কামলি, ডোম্বী, শান্তি, মহিত্তা, বীণা, সরহ, শবর, আজদেব, ঢেণ্ডন, দারিক, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ, জঅনন্দি, ধাম, তন্ত্রী ও লাড়ীডোম্বী।
★ সংগৃহীত পদের মধ্যে লাড়ীডোম্বীর কোনো পদ পাওয়া যায়নি।
★ পদের ভণিতায় প্রত্যেক পদকর্তার নামের শেষে সম্মানসূচক 'পা' যুক্ত করা হতো।
★ অনেক পদকর্তার নামই ছিল ছদ্মনাম।
◈ সর্বাধিক পদ রচয়িতা : কাহ্নপাদ (১৩ টি)।
◈ বিষয়বস্তুর বিশেষত্ব : ধর্মীয় তত্ত্বের সাথে সমাজচিত্রের উপস্থিতি।

◈ **একটি পদের অংশবিশেষ** ⅄

উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।।
[উঁচু উঁচু পর্বত – তথায় বসে শবরী বালিকা, ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত শবরী গলায় গুঞ্জার মালা। – শবরপা]

▣ মধ্য যুগ

◈ উল্লেখযোগ্য নিদর্শনসমূহ

১. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য** : বড়ু চন্ডীদাস
☹ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের খণ্ড সংখ্যা : ১৩টি (জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিরদমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ)।
২. **বৈষ্ণব পদাবলী** : বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, জগদানন্দ, রায়শেখর, শেখ কবির, আফজল, শেখ ফয়জুল্লাহ্, সৈয়দ আইনুদ্দিন, সৈয়দ মর্তোজা, আলাওল, আলী রজা, কমর আলী, সৈয়দ সুলতান, নওয়াজিস প্রমুখ।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৩. **শ্রী চৈতন্যদেবের জীবনী সাহিত্য** (একাধিক) : বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস, চূড়ামণিদাস প্রমুখ।

৪. **অনুবাদ সাহিত্য**

ক. **রামায়ণ** : কৃত্তিবাস, অদ্ভুতাচার্য, চন্দ্রাবতী।

খ. **মহাভারত** : কবীন্দ্র পরমেশ্বর (লস্কর পরাগল খানের নির্দেশে), শ্রীকর নন্দী (লস্কর পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের নির্দেশে), সঞ্জয়, কাশীরাম দাস।

গ. **ভাগবত** (শ্রীকৃষ্ণ বিজয়) : মালাধর বসু (গুণরাজ খান – গৌড়েশ্বর কর্তৃক দেয়া উপাধি)।

৫. **মঙ্গলকাব্য**

ক. **মনসামঙ্গল** : কানাহরিদত্ত, নারায়নদেব, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, ক্ষেমানন্দ, তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, বিষ্ণুপাল, ষষ্ঠীবর দত্ত, কালিদাস, সীতারামদাস প্রমুখ।

খ. **চন্ডীমঙ্গল** (কালকেতু উপাখ্যান, ধনপতি সদাগরের কাহিনী): মাণিক দত্ত, দ্বিজ মাধব, মাধবাচার্য, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, হরিরাম, দ্বিজ রামদেব, লালা জয়নারায়ণ সেন, ভবানীশঙ্কর দাস, অকিঞ্চন চক্রবর্তী প্রমুখ।

গ. **দুর্গামঙ্গল** : দ্বিজ কমললোচন, ভবানীপ্রসাদ রায়।

ঘ. **ধর্মমঙ্গল** (রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনী, লাউসেনের কাহিনী) : ময়ূরভট্ট, আদি রূপরাম, খেলারাম চক্রবর্তী, মাণিকরাম, রূপরাম, শ্যামপণ্ডিত, সীতারাম দাস, রাজারাম দাস, রামদাস আদক, দ্বিজ প্রভুরাম, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সহদেব চক্রবর্তী, হৃদয়রাম সাউ, নরসিংহ বসু প্রমুখ।

ঙ. **শিবমঙ্গল** ⚝

☆ **শিবায়ন** : রামকৃষ্ণ রায়, শঙ্কর কবিচন্দ্র, রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখ।

☆ **মৃগলুব্ধ** : রামরাজা, রতিদেব।

চ. **কালিকামঙ্গল** (বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী): কবি কঙ্ক, শ্রীধর কবিরাজ, সাবিরিদ খান, গোবিন্দ দাস, বলরাম কবিশেখর, রামপ্রসাদ সেন প্রমুখ।

- **অন্নদামঙ্গল** : ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
- এছাড়াও মঙ্গলকাব্য হিসেবে তখন যে কাব্যগুলো রচিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো – ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল কাব্য।
- **নাথ সাহিত্য**
  - ⦿ গোরক্ষ বিজয়ের কাহিনী : শেখ ফয়জুলাহ্, শ্যামদাস সেন, কবীন্দ্রদাস, ভীমসেন।
  - ⦿ ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গীত : দুর্লভ মলিক, ভবানীদাস, সুকুর মাহমুদ।

৬. **আরাকান রাজসভার বাংলা সাহিত্য** ⚝

☆ **দৌলত কাজী** : সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী (কবির মৃত্যুর পর কাব্যটির শেষাংশ রচনা করেন কবি আলাওল)।

☆ **মরদন** : নসীরা-নামা।

☆ **কোরেশী মাগণ ঠাকুর** : পদ্মাবতী।

☆ **আলাওল** : পদ্মাবতী (মূল : মালিক মুহম্মদ জায়সী), সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল, সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানীর শেষাংশ, সপ্ত পয়কর, তোহ্ফা, সেকান্দরনামা, সঙ্গীতশাস্ত্র (রাগতালনামা), রাধকৃষ্ণ রূপকে রচিত পদাবলী।

☆ **আবদুল করীম খোন্দকার** : দুলা মজলিশ।

৭. **রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান**

☆ শাহ মুহম্মদ সগীর : ইউসুফ জোলেখা।

☆ দৌলত উজির বাহরাম খান : লায়লী মজনু।

- ✭ মুহম্মদ কবীর : মধুমালতী।
- ✭ সাবিরিদ খান : হানিফা-কয়রাপরী, বিদ্যাসুন্দর।
- ✭ দোনাগাজী চৌধুরী : সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল।
- ✭ দৌলত কাজী : সতী ময়না-লোর চন্দ্রানী।
- ✭ আলাওল : পদ্মাবতী, সপ্ত পয়কর।
- ✭ কোরেশী মাগণ ঠাকুর : পদ্মাবতী।
- ✭ আবদুল হাকিম : লালমতী সয়ফুল মুলুক।
- ✭ নওয়াজিস খান : গুলে বকাওলী।
- ✭ মঙ্গল চাঁদ : শাহজালাল-মধুমালা।
- ✭ সৈয়দ মুহম্মদ আকবর : জেবলমুলুক শামারোখ।
- ✭ মুহম্মদ মুকীম : মৃগাবতী।
- ✭ শেখ সাদী : গদামলিকা।

৮. মর্সিয়া সাহিত্য

- ✭ শেখ ফয়জুল্লাহ্ : জয়নবের চৌতিশা।
- ✭ দৌলত উজির বাহরাম খান : জঙ্গনামা।
- ✭ মুহম্মদ খান : মক্তুল হোসেন।
- ✭ শেরবাজ : কাশিমের লড়াই।
- ✭ হায়াৎ মাহমুদ : জঙ্গনামা (অন্যান্য কাব্য: চিত্ত উত্থান, হিতজ্ঞানবাণী ও আম্বিয়াবাণী)।
- ✭ জাফর : শহীদ-ই কারবালা।
- ✭ হামিদ : সংগ্রাম হুসন।

৯. **লোক সাহিত্য** : ছড়া, গান (লোকগীতি), গীতিকা (আখ্যানমূলক লোকগীতি), নাথ গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা (মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজল রেখা ও দেওয়ানা মদিনা), পূর্ববঙ্গ গীতিকা, কথা (গদ্যে বর্ণিত কাহিনী), রূপকথা, উপকথা (পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বনে রচিত কাহিনী), ব্রতকথা (মেয়েলি ব্রতের সাথে সম্পর্কিত কাহিনী), ধাঁধাঁ, প্রবাদ ইত্যাদি।

১০. কবিগান

❑ কবিগানের অংশসমূহ :

ক. বন্দনা বা গুরুদেবের গীতি,

খ. সখীসংবাদ

গ. বিরহ এবং

ঘ. খেউড়

❑ **কবিয়ালবৃন্দ:** গোঁজলা গুঁই, ভবানী বেনে, রাসু-নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, কেষ্টা মুচি, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, ভোলা ময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি, শ্রীধর কথক, নীলমণি পাটনী, বলরাম বৈষ্ণব, রাম-সুন্দর স্যাকরা প্রমুখ।

১১. **টপ্পাগান** : রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু), কালী মির্জা, শ্রীধর কথক।

১২. **পাঁচালি গান** : দাশরথি রায় (দাশু রায়)।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

১৩. পুঁথি সাহিত্য

- ফকির গরীবুল্লাহ্ : ইউসুফ-জোলেখা, আমীর হামজা (প্রথম অংশ), জঙ্গনামা, সোনাভান, সত্যপীরের পুঁথি।
- সৈয়দ হামজা : মধুমালতী, আমীর হামজা (শেষাংশ), জৈগুনের পুঁথি।
- মোহাম্মদ দানেশ : চাহার দরবেশ, গোলবে ছানুয়ার, নূরুল ইমান, হাতেম তাঈ।
- আবদুল গফুর : গাজী কালু ও চম্পাবতী।
- আবদুল হাকিম : গাজী কালু ও চম্পাবতী।

➢ ১২০০ থেকে ১৩৫০ খ্রি. পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় **অন্ধকার যুগ**। এ সময়ের উলেখযোগ্য সাহিত্য কীর্তি হলো :

✲ **শূন্যপুরাণ** : রামাই পণ্ডিত (ধর্মপূজার শাস্ত্রগ্রন্থ)।

✲ **সেক শুভোদয়া** : হলায়ুধ মিশ্র (লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি)।

আধুনিক যুগ

- আধুনিক যুগের সূচনাক্ষেত্র : হিন্দু কলেজ।
- আধুনিক যুগ প্রবর্তনের প্রধান পুরুষ : ডিরোজিও (হিন্দু কলেজের শিক্ষক)।
- আধুনিক যুগ প্রবর্তনের মূল চালিকা শক্তি : ইয়ং বেঙ্গল (ডিরোজিও -এর মন্ত্রমুগ্ধ শিষ্য দল)।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষ্মণসমূহ :

ক. মানবিকতা (দেব-দেবীর মাহাত্ম্য তথা ধর্মনির্ভরতা পরিহার করে মানুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাসহ মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ)।
খ. ব্যক্তিচেতনা
গ. আত্মচেতনা ও আত্মপ্রসার
ঘ. সমাজ সচেতনতা
ঙ. দেশপ্রেম
চ. রোমান্টিকতা
ছ. মৌলিকতা
জ. মুক্তবুদ্ধি
ঝ. নাগরিকতা
ঞ. আঙ্গিকের রূপান্তর (পদ্যের একক আধিপত্যের পরিবর্তে গদ্যের প্রাধান্য)।
চ. মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার।

❖ বাংলা গদ্য সাহিত্য বিকাশের আদিক্ষেত্র : শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।

❖ **গদ্য সাহিত্য বিকাশের প্রধান দুই দিকপাল**

১. রাজা রামমোহন রায়
২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারাসমূহ

▷ **প্রবন্ধ** : রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, মীর মশাররফ হোসেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

▷ **উপন্যাস :** হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, নিরূপমা দেবী, ইন্দিরা দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, বাণী রায়, লীলা মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, অন্নদাশঙ্কর রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), মনোজ বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, বিমল মিত্র, সমরেশ বসু, মীর মশাররফ হোসেন, নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী, মোজাম্মেল হক, মোহাম্মদ নজিবর রহমান, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী ইমদাদুল হক, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, শাহাদৎ হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, সৈয়দ মুজতবা আলী, জহির রায়হান, ইমদাদুল হক মিলন, হুমায়ূন আহমেদ প্রমুখ।

▷ **ছোটগল্প :** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, কাজী নজরুল ইসলাম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), মনোজ বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রবোধকুমার সান্যাল, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ।

▷ **নবীন কবিতা :** ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ।

▷ **মহাকাব্য :** মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, কায়কোবাদ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, হামিদ আলি, যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ।

▷ **গীতি কবিতা :** বিহারীলাল চক্রবর্তী (ভোরের পাখি), কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোজাম্মেল হক, অক্ষয়কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডিএল রায়), কামিনী রায়, রজনীকান্ত সেন, সৈয়দ এমদাদ আলী, শেখ ফজলল করিম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিত লাল মজুমদার, জীবনানন্দ দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আবুল হোসেন, হোসনে আরা, ফররুখ আহমদ, বেগম সুফিয়া কামাল, আল মাহমুদ, হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ।

▷ **নাটক ও প্রহসন :** রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মনমোহন বসু, মীর মশাররফ হোসেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমৃতলাল বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মহেন্দ্র গুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মুনীর চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল মামুন, আমজাদ হোসেন, মামুনুর রশীদ, সেলিম আল দীন, হুমায়ূন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন প্রমুখ।

এছাড়া, আধুনিক যুগে গদ্য বিকাশের ফলে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের সূচনা এবং অগ্রযাত্রা সূচিত হয়।

❒ **গ্র ন্থ না** : বুলবুল আহমেদ

📖 **ত থ্য সূ ত্র** ◈ **বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস** – মাহবুবুল আলম
◈ **বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত** – ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

◆ গদ্য

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কমলাকান্তের জবানবন্দি	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৯-৫৬
২.	হৈমন্তী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৭-৭৪
৩.	সাহিত্যে খেলা	প্রমথ চৌধুরী	৭৫-৮৯
৪.	বিলাসী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৯০-১০৫
৫.	অর্ধাঙ্গী	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	১০৬-১২৩
৬.	যৌবনের গান	কাজী নজরুল ইসলাম	১২৪-১৩৫
৭.	কলিমদ্দি দফাদার	আবু জাফর শামসুদ্দীন	১৩৬-১৫০
৮.	একটি তুলসী গাছের কাহিনী	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	১৫১-১৭০
৯.	একুশের গল্প	জহির রায়হান	১৭১-১৮২
১০.	দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ	সংকলিত রচনা	১৮৩-১৯৯
১১.	অপরাহ্নের গল্প	হুমায়ূন আহমেদ	২০০-২২০

◆ কবিতা

■	ছন্দ	সংকলিত	২২৩-২২৬
১.	বঙ্গভাষা	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	২২৭-২৪১
২.	সোনার তরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৪২-২৫৪
৩.	জীবন-বন্দনা	কাজী নজরুল ইসলাম	২৫৫-২৭০
৪.	বাংলাদেশ	অমিয় চক্রবর্তী	২৭১-২৮৫
৫.	কবর	জসীমউদ্‌দীন	২৮৬-২৯৯
৬.	তাহারেই পড়ে মনে	সুফিয়া কামাল	৩০০-৩১৫
৭.	পাঞ্জেরি	ফররুখ আহমদ	৩১৬-৩২৮
৮.	আমার পূর্ব বাংলা	সৈয়দ আলী আহসান	৩২৯-৩৪১
৯.	আঠারো বছর বয়স	সুকান্ত ভট্টাচার্য	৩৪২-৩৫৪
১০.	একটি ফটোগ্রাফ	শামসুর রাহমান	৩৫৫-৩৬৮

◆ উপন্যাস

■	পদ্মানদীর মাঝি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬৯-৪০৮
■	প্রশ্নাবলি		৪০৯-৪১৬

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

গদ্য

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

- জ্ঞানমূলক > জানা / তথ্য
- অনুধাবনমূলক > বুঝা / উপলব্ধি
- প্রয়োগ > মেলানো / তুলনা
- উচ্চতর দক্ষতা > সিদ্ধান্ত / মন্তব্য

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

একুশের গল্প
জহির রায়হান

▣ লেখক পরিচিতি

জীবনমুখী সমাজসচেতন কথাসাহিত্যিক জহির রায়হান ছিলেন একাধারে সাহিত্যশিল্পী, সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী ও

চলচ্চিত্রকার। তার আসল নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। পরবর্তী জীবনে চলচ্চিত্রকার হিসেবে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করলেও তার খ্যাতির সূচনা ঘটে গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে। শিল্পীর দায়িত্ববোধ থেকেই সমাজ জীবনের নানা বৈষম্য, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছিলেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর 'জীবন থেকে নেয়া', 'স্টপ জেনোসাইড', 'লেট দেয়ার বি লাইট' ইত্যাদি চলচ্চিত্রের জন্য।

জন্ম : ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে।

নিখোঁজ : মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় লাভের অব্যবহিত পরে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি তিনি নিখোঁজ হন। এরপর তাঁর আর কোনো সন্ধান মেলেনি। ধারণা করা হয়, পাকিস্তানি বাহিনীর এদেশীয় দোসররা তাঁকে হত্যা করেছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, তিনি যখন নিখোঁজ হন তখন পাকিস্তানি বাহিনীর এদেশীয় দোসররা নিজেদের আত্মরক্ষার্থে এতোটাই ব্যস্ত ছিলো যে, তাদের পক্ষে এ ধরনের একটি কাজের কথা চিন্তা করাই অসম্ভব ছিলো। এছাড়া তাদের পক্ষ থেকে জহির রায়হানকে আলাদাভাবে টার্গেট করার মতো বিশেষ কোনো কারণও তখন বিদ্যমান ছিলো না। তাই তারা নয়; বরং তার কাছে সংরক্ষিত কিছু ডকুমেন্টারি প্রকাশ পেলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হতো তারাই ষড়যন্ত্র করে তাকে গুম করেছে।

▣ রচনাবলি

উপন্যাস : হাজার বছর ধরে, আরেক ফাল্গুন, বরফ গলা নদী, আর কতদিন।

গল্পগ্রন্থ : জহির রায়হানের গল্প সংগ্রহ।

চলচ্চিত্র : জীবন থেকে নেয়া, স্টপ জেনোসাইড, লেট দেয়ার বি লাইট ইত্যাদি।

▣ উৎস ও পরিচিতি

জহির রায়হানের 'একুশের গল্প' চয়িত হয়েছে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'জহির রায়হান রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ড থেকে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা এই গল্পে লেখক এঁকেছেন মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত এক প্রাণবন্ত, উদ্দাম, হৃদয়বান সহপাঠীর ছবি যে শহীদ হয় ভাষা আন্দোলনে। গুলি করে মেরে ফেলার পর পাকিস্তানি মিলিটারিরা তার লাশ নিয়ে যায়। মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসে নর-কঙ্কালের সঙ্গে মিলিয়ে শরীরবিদ্যা পড়ার সময়ে আবিষ্কৃত হয় সেই শহীদ সহপাঠীর কঙ্কাল।

▣ শব্দার্থ ও টীকা

কটি – কোমর।

স্কেলিটন – কঙ্কাল (Skeleton)।

স্কাল – মাথার খুলি (Skull)।

টিবিয়া ফেবুলা – জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থি (Tibia-fibula)।

এনাটমি – অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy)

দোহারা – মোটাও নয় রোগাও নয়।

কথার তুবড়ি – অনর্গল কথা।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ডিসপেনসারি – ওষুধের দোকান।
প্ল্যাকার্ড – প্রকাশ্যে প্রদর্শনের জন্য দেয়াল পত্র বা পোস্টার।
সমুদ্র-গভীর জনতা – জনতার উত্তাল সমুদ্র।
বার্নার্ড শ – জর্জ বার্নার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০)। ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক ও নাট্যকার। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। 'ম্যান এন্ড সুপার ম্যান', 'সেন্ট জোয়ান' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত নাটক।

বানান সতর্কতা

চিকিৎসা, চরণ, রেণু, আঁকাবাঁকা, মিলিটারি, দৃষ্টি, তৈরি, কাঁপা, শ্বাস-প্রশ্বাস, বিড়বিড়, বার্নার্ড শ, খোঁড়া, গেঁয়ো, হাঁটতে, তর্জনী, প্ল্যাকার্ড, অকস্মাৎ, শূন্য, এনাটমি, অগুণিত।

নমুনা প্রশ্নাবলি

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. তপুর প্রিয় বিষয় কী ছিল?
ক. বই পড়া খ. গল্প বলা
গ. কঙ্কাল দেখা ঘ. মিছিল করা

২. 'ওর মাও চিনতে পারবে না ওকে।' কারণ-
ক. অসুখে তপু কঙ্কালসার হয়ে গেছে।
খ. ঘটনাক্রমে তপুর কঙ্কাল ফিরে এসেছে।
গ. অত্যাচার করে পুলিশ ফিরিয়ে দিয়েছে তপুকে।
ঘ. দীর্ঘ সময় অভুক্ত থেকে নিরুদ্দেশ তপু ফিরে এসেছে।

৩. 'রাঙা ঠোঁটের উপর যে মৃদু হাসিটুকু মাখানো ছিল এখনকার অনাবৃত দন্তসার বিকট হাস্যের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না; উদ্ধৃতির অংশটুকু একুশের গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত?
ক. রাহাতের খ. তপুর
গ. রেণুর ঘ. লেখকের

৪. কোন জীবনের প্রতি তপুর অফুরন্ত আগ্রহ ছিল?
i. সুশৃঙ্খল সামরিক জীবনের প্রতি
ii. অর্থ-ঐশ্বর্যে কেতাদুরস্ত জীবনের প্রতি
iii. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর নির্জন জীবনের প্রতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ঘ. iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের শহীদ নূর হোসেনের পিছনে লেখা : স্বৈরাচার নিপাত যাক
গণতন্ত্র মুক্তি পাক।

৫. নূর হোসেনের সঙ্গে একুশের গল্পের কোন চরিত্রের মিল লক্ষ করা যায়?
ক. রেণুর খ. রাহাতের
গ. লেখকের ঘ. তপুর

৬. নূর হোসেনের সঙ্গে তপুর ঐক্যের বিষয় কোনটি?
ক. পিছনে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লেখা নিয়ে পুলিশের গুলিতে আত্মাহুতি
খ. 'জয় বাংলা' বলে শ্লোগান দিতে দিতে মিলিটারির গুলিতে মৃত্যু বরণ
গ. 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে পুলিশের গুলিতে আত্মাহুতি
ঘ. স্বৈরাচার বিরোধী মিছিলে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আত্মাহুতি।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ:

মায়ের একমাত্র ছেলে সোহেব। মেধায়, সংস্কৃতিমনস্কতায়, রাজনীতি সচেতনতায় তিনি ছিলেন আলোকিত মানুষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তার এই প্রতিভার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে। বিধবা মা আশায় বুক বাঁধেন। কিন্তু ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধে তিনি শহীদ হন। মায়ের আশা ধুলোয় লুণ্ঠিত হয়। পুত্র হারানোর শোকে মা সর্বস্বান্ত বোধ করেন। কিন্তু মায়ের

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

মনোজগতে তৈরি হয় হারানো পুত্রের এক কল্পচিত্র। যাপিত জীবনের সকল কাজে-কর্মে, ভাব-ভাবনায় তিনি তার পুত্রকে দেখতে পান। আর এই বিভ্রমের মধ্যেই তার জীবন-যাপন।

ক. তপুর হাতের প্ল্যাকার্ডে কী লেখা ছিল?
খ. 'ওকে চেনাই যায় না'- কেন চেনা যায় না-ব্যাখ্যা কর।
গ. তপুকে ফিরে পেয়ে বন্ধুদের মধ্যে যে উপলব্ধি তৈরি হয় তার সঙ্গে উদ্দীপকের সম্পর্ক নির্ণয় কর।
ঘ. অনুচ্ছেদের সঙ্গে 'একুশের গল্পে'র অংশ বিশেষের যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায় তার স্বরপ-প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

২. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ :

প্রিয় পান্না,
আমাকে তুমি বারণ করেছিলে। বলেছিলে 'সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে আমার কথা শোন- যেয়ো না।' আমি দেখলাম, তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসা সত্যি অসম্ভব। তাই পালিয়ে আসতে হলো। স্বাধীনতার ডাক আমার প্রাণের মধ্যে বাজছিল। সেই ডাকে সাড়া না-দিয়ে আমি যদি তোমাকে নিয়ে, বিনুকে নিয়ে সময় কাটাতাম তাহলে শান্তি পেতাম না; সারাক্ষণ অপরাধী হয়ে থাকতাম। তোমার অমানবিক কষ্ট আর লাঞ্ছনার কথা আমি জানি। আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করো।

ইতি
তোমার শিশির

ক. তপুর স্ত্রীর নাম কী?
খ. অনন্তকাল ধরে তপু কেমন পথে চলতে চেয়েছিল– ব্যাখ্যা কর?
গ. তপুর স্ত্রী তপুকে মিছিলে যেতে নিষেধ করেছিল। অনুচ্ছেদের সঙ্গে সেই নিষেধের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অনুচ্ছেদের সঙ্গে 'একুশের গল্প' শীর্ষক গল্পের অংশ বিশেষের বক্তব্যগত যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায় তার স্বরূপ-প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. তপুর মৃতদেহটা কারা তুলে নিয়ে গেল?
খ. তপুকে দেখতে ওর মা বা স্ত্রী আসেনি কেন?– ব্যখ্যা কর।
গ. 'সমুদ্র-গভীর জনতা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে'- উদ্দীপকের সাথে উক্তিটির সম্পর্ক নির্ণয় কর।
ঘ. 'একুশের গল্প' -এর আলোকে উদ্দীপকে চিত্রিত বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) তপুর মৃতদেহটা দুজন মিলিটারি এসে তুলে নিয়ে গেল।

খ) তপু চার বছর আগে হাইকোর্টের কাছে একুশে ফেব্রুয়ারির মিছিলে মিলিটারির গুলিতে শহিদ হয়েছিল। তপু আর তার সহপাঠীরা ছিল মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তপু মারা যাওয়ার চার বছর পর একদিন সহপাঠীরা তার কঙ্কাল সনাক্ত করল। তখন তারা তপুর মা এবং স্ত্রীকে খবর দিতে চাইল। তপুর বন্ধু রাহাত ওদের খোঁজে বের হয়ে গেল। দিনভর খোঁজাখুঁজি

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

করে বিকেলে রাহাত এসে খবর দিল তাদের কাউকেই পাওয়া যায়নি। তপুর মা মারা গিয়েছেন আর তার স্ত্রীর অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে। মূলত এ কারণেই তপুকে দেখতে ওর মা বা স্ত্রী কেউ আসেনি।

গ) মহান ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে জহির রায়হান তাঁর 'একুশের গল্প' শীর্ষক ছোটগল্পটি রচনা করেছেন।
বাংলা ভাষার ন্যায্যতা উপেক্ষা করে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার যে ঘৃণ্য চক্রান্ত করেছিল তার প্রতিবাদে বাঙালি জাতি সেদিন বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সেই উত্তাল সময়ের কোনো এক সন্ধিক্ষণে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের বাইরে সবুজ মাঠে সমবেত হয়েছিল অগণিত মানুষ। এক সময় জনতার সমাবেশ জনসমুদ্রে রূপান্তরিত হয়। মাতৃভাষার প্রতি সুগভীর মমত্ববোধে বলীয়ান হয়ে উত্তাল জনতা এক সময় রাজপথে মিছিল শুরু করে। জনতার বিশাল ঢল দেখে তপুর মনেও সেদিন জাতীয়তাবোধ আর দেশপ্রেম জাগ্রত হয়েছিল। সে জাতীয়তাবোধ আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সেও সেদিন যোগ দিয়েছিল উত্তাল জনতার মিছিলে। উদ্দীপকে আমরা সে ধরনেরই একটি মিছিল প্রত্যক্ষ করছি। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে তপুর মতোই তরুণরা মিছিল নিয়ে রাজপথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। এ মিছিলে অংশগ্রহণকারী লোকের সংখ্যা ছিল সমুদ্রের বিশাল জলরাশির মতোই অগণিত। তাই লেখক একে সমুদ্রগভীর জনতা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ঘ) বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে জহির রায়হানের 'একুশের গল্প' শীর্ষক গল্পটি রচিত।
এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তপু। ভাষা আন্দোলনের এক মিছিলে তপু গুলিবিদ্ধ হয়। ওর কপালের ঠিক মধ্যখানে একটি গুলি লাগে। তপু তখন রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। তার রুমমেট দুজনের চোখের সামনে থেকে তাকে মিলিটারিরা তুলে নিয়ে যায়। এরপর তপুর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তপু চিরতরে হারিয়ে গেছে এই স্বাভাবিক সত্যটাই সকলে মেনে নিয়েছিল। তপুর কক্ষে খালি সিটে নতুন ছাত্র আসে। মেডিকেলের ছাত্রদের 'এনাটমি' বিষয়টি বইয়ের তথ্যের সঙ্গে মানব শরীরের কঙ্কালের বিভিন্ন অংশ মিলিয়ে পড়তে হয়। তাই প্রত্যেক ছাত্রকেই একটি করে নরকঙ্কাল জোগাড় করতে হয়। নবাগত ছাত্রটিও একটি কঙ্কাল জোগাড় করেছিল। একদিন সকালে 'এনাটমি' পড়তে গিয়ে ছাত্রটি মাথার খুলির সঙ্গে পড়া মিলিয়ে দেখছিল। হঠাৎ সে দেখল খুলিটির কপালের মধ্যখানে একটা ফুটো। বিষয়টি সে রুমমেট রাহাতকে জানালে সে উঠে এসে খুলিটি হাতে নিয়ে চমকে ওঠলো। এটি তপুর মাথার খুলি বলে তাদের সন্দেহ হলো। তপুর বাম পাটা দুইঞ্চি খাটো ছিল, এ জন্য সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত। তাই ওরা তখন ঝুড়ি থেকে সম্পূর্ণ কঙ্কালটা বের করে পা-টা মিলিয়ে দেখল। ওরা নিশ্চিত হলো এটি তপুরই কঙ্কাল। তপুর এ পরিণতি বা এমনভাবে ফিরে আসা ওরা কেউ কামনা করেনি। অমর একুশের ভাষা আন্দোলনে যারা জীবন দিয়েছিলো তাদের সবাইকে হয়তো তপুর মতোই পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। তাই তাদের প্রতি সব সময় আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত।

২. নিচের চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

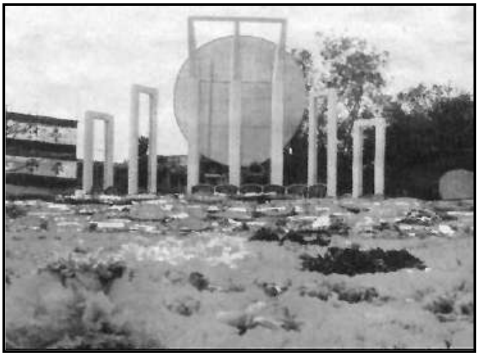

ক. তপুকে মিছিলে যেতে কে বাধা দিয়েছিলো?
খ. রাহাত রেণুর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিল কেন?
গ. শহীদ মিনারের সাথে একুশের গল্পের যোগসূত্র নির্ণয় কর।
ঘ. 'একুশের গল্প'-এর আলোকে উদ্দীপকের চিত্রটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) তপুকে তার স্ত্রী রেণু মিছিলে যেতে বাধা দিয়েছিলো।

খ) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত জহির রায়হানের কালজয়ী ছোটগল্প 'একুশের গল্প'-এর প্রধান চরিত্র তপুকে তার স্ত্রী রেণু ভাষা আন্দোলনের মিছিল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তপুর সহপাঠী রাহাত তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বাংলাকে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সেদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনের সবুজ চত্বরে অগণিত লোক সমবেত হয়েছিল। তারা যখন মিছিলের উদ্যোগ নেয় তখন তাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের সাথে তপু ও তার সহপাঠীরাও যোগ দিতে উদ্যত হয়। এ সংবাদ পেয়ে রেণু উৎকণ্ঠিত অবস্থায় তপুর কাছে এসে তাকে মিছিলে যোগ না দিয়ে বাড়ি চলে যেতে অনুরোধ করে। তপু এতে সম্মত না হয়ে তাকেও মিছিলে অংশগ্রহণ করতে বলে। এরপরও রেণু যখন তপুকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি শুরু করে তখন এর প্রেক্ষিতেই তপুর সহপাঠী রাহাত রেণুর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

গ) জহির রায়হান রচিত 'একুশের গল্প'-এর পটভূমি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তপু সকল সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়।
মেডিকেল কলেজের ছাত্র তপু ছিল সহপাঠীদের মধ্যে সবার ছোট। একদিন সকালে তপু, রাহাত ও গল্পকথক দেখতে পায় তাদের হোস্টেলের বাইরে সবুজ মাঠে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ। ভোর হতেই সবাই সেখানে জড়ো হচ্ছিল। এদের কারো হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড, কারো হাতে স্লোগান দেবার চুঙ্গো আবার কারো হাতে ছিল লাঠিতে ঝোলানো রক্তাক্ত জামা। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে চারপাশ মুখরিত হয়ে ওঠে। তপু এবং তার বন্ধুরাও যোগ দেয় সমুদ্র গভীর জনতার মিছিলে। তপুদের মিছিলটি যখন হাইকোর্টের মোড়ে এসে পৌঁছায় সে সময় মিলিটারির ছোঁড়া একটি গুলি এসে লাগে তপুর কপালের ঠিক মাঝখানে। কপালের সেই গর্ত থেকে নির্ঝরের মতো রক্ত ঝরতে থাকে। রাজপথ রঞ্জিত করে তপু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। 'একুশের গল্প'- এর তপু চরিত্রটি বাস্তব না হলেও ১৯৫২ সালে সারাদেশব্যাপী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়, তাতে তপুর মতো অনেক ছাত্র ও সাধারণ জনতা অংশ নিয়ে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শহীদ হন। তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতেই গড়ে তোলা হয় শহীদ মিনার। উদ্দীপকের শহীদ মিনারটি তারই প্রতীক।
সুতরাং, নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, উদ্দীপকের শহীদ মিনারের সাথে একুশের গল্পের একটি গভীর ও নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে।

ঘ) প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও কথাসাহিত্যিক জহির রায়হান রচিত 'একুশের গল্প' বাংলাদেশের ছোটগল্পের শাখায় এক অনন্য সংযোজন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র তপু আমাদের মনের পর্দায় এতোটা জীবন্ত হয়ে ওঠে যে তা বাস্তব সত্যকেও ছাড়িয়ে যায়।
১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার যখন ঘোষণা দেয় যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখন থেকেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। এরপর ১৯৫২ সালে পুনরায় যখন ঘোষণা দেয়া হয়, উর্দুই হবে সমগ্র পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষ, তখন সমগ্র বাঙালি জাতি এই ঘোষণার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে। মিলিটারি আর পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা অনেকেই। আত্মত্যাগী সেই ভাষা-শহীদরাই ছিনিয়ে এনেছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে। জহির রায়হান রচিত 'একুশের গল্প' ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতেই লেখা। মেডিকেলের ছাত্র তপু, রাহাত ও গল্পকথকও সেদিন মিছিলে যায়। প্ল্যাকার্ড হাতে তপু স্লোগান দেয় 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। কিন্তু মিলিটারির গুলি লাগে ওর কপালে। সেখান থেকে ঝরতে থাকে নির্ঝরের মতো রক্তধারা। তপু সবার মাঝ থেকে হারিয়ে যায়। কিন্তু চার বছর পর আবার ফিরে আসে তপুরই হোস্টেলের সিটে আসা আরেক ছাত্রের কাছে থাকা নরকঙ্কালের মধ্য দিয়ে।
সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ নাম না জানা অসংখ্য শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি উদ্দীপকে চিত্রিত আমাদের শহীদ মিনার। প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি এই মিনারে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। শহীদ মিনারের মধ্য দিয়ে ভাষা-শহীদেরা বার বার আমাদের চেতনায় উপস্থিত হয়। তারা অমর-অক্ষয়। তাঁদের মৃত্যু নেই। তারা যেকোনো সময় যেকোনো রূপে আমাদের মাঝে ফিরে আসতে পারে। তবে তাদের এ ফিরে আসার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে শহীদ মিনারের মাধ্যমে। বিশেষ করে একুশে ফেব্রুয়ারি এলে শহীদ মিনারকে ফুলে ফুলে সাজিয়ে আমরা যেভাবে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি তাতেই তারা যেন নতুন করে জীবন্ত হয়ে ওঠেন। শহীদ মিনারের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রিয় ভাষা শহীদগণ এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অনন্তকাল তাদের আত্মত্যাগ ও অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করবেন।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১৯৫২ সালের কথা। শ্যামল তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ভালো ছাত্র হওয়ায় সে কোনো ঝামেলায় জড়াতো না। কিন্তু ঢাকা সে সময় আন্দোলনে উত্তাল। ৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারি সে তাই পড়ার টেবিলে বসে থাকতে পারেনি। স্লোগান দিতে দিতে সেও সবার সাথে এগিয়ে যায় মিছিলে। পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে সে নিহত হয়। কিন্তু তার গুলিবিদ্ধ লাশ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ক. তপুকে শেষবার কোথায় দেখা গিয়েছিল?

খ. তপুকে চেনা কঠিন ছিল কেন?

গ. উদ্দীপকের শ্যামল চরিত্রের সঙ্গে 'একুশের গল্পের' তপু চরিত্রের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয় কর।

ঘ. শ্যামলকে খুঁজে না পাওয়ার আলোকে 'একুশের গল্প'-এর রাজনৈতিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) তপুকে শেষবার মিছিলের অগ্রভাগে প্ল্যাকার্ড হাতে হাইকোর্টের মোড়ে দেখা গিয়েছিল।

খ) কঙ্কালরূপে তপুকে আবিষ্কার করা হয়েছিল বলেই তাকে চেনা কঠিন ছিল। একদিন সকালে গল্পকথকের নতুন রুমমেট এনাটমির পাতা উল্টানোর সময় চৌকির নিচে রাখা স্কেলিটনের স্কাল বের করে পড়ার সাথে মেলানোর সময় দেখে যে, সেই স্কালের কপালের মাঝখানে একটি গর্ত। এ কথা শুনে গল্পকথক চমকে ওঠে। তারপর বাঁ পায়ের টিবিয়া ফেবুলাটা দেখে তারা নিশ্চিত হয় এটা তপুর কঙ্কাল। কেননা, তাদের রুমমেট তপুর বাঁ পায়ের হাড়টা ডান পা থেকে দুইঞ্চি ছোট ছিল। আর ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়ে সে যখন গুলিবিদ্ধ হয়, তখন সেই গুলিটা তার কপালেই লেগেছিল। তাই পা ও কপালের এ চিহ্ন দুটি ছাড়া তাকে চেনার কোনো উপায় ছিল না। এ কারণেই তপুকে চেনা খুব কঠিন ছিল।

গ) সমাজ সচেতন কথাসাহিত্যিক জহির রায়হান তাঁর 'একুশের গল্পে' বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের এক উত্তাল চিত্র তুলে ধরেছেন। সেদিনের সেই আন্দোলনে ভাষার দাবীত প্রাণ দিয়েছিল উদ্দীপকের শ্যামল এবং গল্পের তপু।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২ সালে ঢাকার রাজপথে ছাত্র-জনতার যে বিশাল ঢল নেমেছিল তপু হচ্ছে সেখানে অংশগ্রহণকারী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের একজন সার্থক প্রতিনিধি। অপরদিকে শ্যামল হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের প্রতিনিধি। তারা দুজনেই ছাত্র এবং তরুণ। দুজনেই দেশকে ভালোবাসতো এবং ভালোবাসতো মাতৃভাষাকে। তাদের দেশপ্রেম ও সমাজচেতনার পাশাপাশি রাজনৈতিক চেতনা ছিল একই বৃন্তে বাঁধা। তাই তো দুজনেই জীবনের মায়াকে তুচ্ছ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে যোগ দেয় এবং শহীদ হয়। এদিক থেকে তারা দুজনেই আমাদের ভাষা শহীদদের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে ওঠেছেন। তবে এদের একজন অর্থাৎ তপু ছিলেন বিবাহিত এবং অপর জন অবিবাহিত। শ্যামল লেখাপড়ার প্রতি অধিকতর মনোযোগী ও শান্তশিষ্ট হলেও তপু ছিল চঞ্চল ও চটপটে স্বভাবের। এ ধরনের স্বভাবগত বৈপরীত্যের পরও মাতৃভাষাপ্রীতি ও দেশাত্মবোধের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না।

ঘ) সমাজসচেতন বাস্তববাদী কথাসাহিত্যিক জহির রায়হানের 'একুশের গল্প'-এর প্রেক্ষাপট ১৯৫২এর ভাষা আন্দোলন। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার এ আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছিল শ্যামল ও তপুর মতো বেশ কজন তাজা তরুণ।

শ্যামল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র। ভালো ছাত্র হওয়ায় কোনো ঝামেলায় সে জড়াতো না। তা সত্ত্বেও মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারির মিছিলে যোগ দেয় সে। কিন্তু মিছিলে মিলিটারিরা গুলি চালালে সে শহীদ হয়। পঠিত গল্পের তপুও বন্ধুদের নিয়ে স্ত্রী রেণুর সকল অনুনয়-আব্দার উপেক্ষা করে মিছিলে অংশগ্রহণ করে। কার্জন হলের কাছাকাছি মিছিলটি এগিয়ে গেলে মিলিটারিরা মিছিলের উপর গুলি বর্ষণ করে। গুলি তপুর কপাল ছিদ্র করে বেরিয়ে যায়। মরে যায় তপু। মিলিটারিরা তার লাশ গুম করে ফেলে। এ জন্য তপুর বন্ধুরা তপুর লাশ নিয়ে আসতে পারেনি।

উদ্দীপকের শ্যামলেরও ফিরে না আসার কারণ ঐ একটিই। শ্যামলকে খুঁজে না পাওয়া- সেই সময়বাস্তবতারই অংশ। সেদিন একুশের মিছিলে গিয়ে তপু ও শ্যামলের মতো অনেকেই আর ফিরে আসেনি। তারপরও তারা আমাদের দেশ ও জাতির গৌরব।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বৃদ্ধা হোসনে আরা ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে গুটি গুটি পায়ে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে এলেন। শরীর ভালো নেই তার, ভালো নেই মনটাও। স্বামীর কথা মনে পড়ছে তার। সেই কত বছর আগের কথা। তবু মনে হয় এই তো সেদিন। ছাত্রনেতা আশফাক হোসেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জনমত তৈরি করে ভাষা আন্দোলনের ডাক দেন। হোসনে আরা একমাত্র ছেলের কথা ভেবে স্বামী আশফাক হোসেনকে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াতে বলেন। কিন্তু তিনি তা শোনেন নি। বরং এতে উত্তেজিত হয়ে পুত্রের মাথায় হাত দিয়ে তিনি বলেছিলেন-'বাংলাই হবে আমার সন্তানের রাষ্ট্রভাষা।' এরপর ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে যান তিনি। এরপর আর কোনো দিন তিনি ফিরে আসেন নি।

ক. তপুর হাতের প্ল্যাকার্ডে কী লেখা ছিল?

খ. 'পলকহীন চোখজোড়া দিয়ে অশ্রুর ফোয়ারা নেমেছিল তার'- উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হোসনে আরার সাথে 'একুশের গল্প' এর তপুর মায়ের চরিত্রের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'একুশের গল্পের' মূল চেতনা বিশ্লেষণ কর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) তপুর হাতের প্ল্যাকার্ডে লাল কালিতে লেখা ছিল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।'

খ) জহির রায়হানের 'একুশের গল্প' থেকে নেয়া আলোচ্য উক্তিটিতে তপুর আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে তার স্ত্রী রেণুর মানসিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। কলেজে ভর্তির বছরখানেক পর তপু ভালোবেসে বিয়ে করে আত্মীয়া রেণুকে। হাসি, আনন্দে তাদের দাম্পত্য জীবন ভালোই কাটছিল। স্ত্রীর নিষেধ উপেক্ষা করে তপু ভাষা আন্দোলনের মিছিলে যোগ দেয় এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়। মৃত্যুর পর মিলিটারিরা তার লাশ গুম করে ফেলে। আকস্মিক এ ঘটনায় নির্বাক রেণু নিষ্পলক চোখে শুধু তাকিয়ে থাকে। দুচোখ থেকে একটানা শুধু অশ্রু ঝরতে থাকে তার। অধিক শোকে সে যেন পাথর হয়ে যায়। তার এ শোকের গভীরতা বুঝাতেই আলোচ্য উক্তিটি করা হয়েছে।

গ) উদ্দীপকের হোসনে আরার স্বামী ১৯৫২এর ভাষা আন্দোলনে শহীদ হয়েছে। তার স্বামীর লাশ পাওয়া যায়নি। একমাত্র পুত্রের কথা ভেবে স্বামীকে আন্দোলন থেকে সরে আসতে বলেছিল। কিন্তু ভাষা শহীদ স্বামী আশফাক হোসেন তার কথা উপেক্ষা করে সন্তানের জন্য রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার বিজয় ছিনিয়ে আনতে গিয়েছিলেন। বাংলাভাষা ও বাঙালির জয় এসেছে কিন্তু ফিরে আসেননি আশফাক হোসেন। স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে পুত্রের হাত ধরে হোসনে আরা জীবনের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছে। আজ বয়সের ভারে নুয়ে পড়লেও স্বামীর স্মৃতি তার অন্তরে অম্লান হয়ে আছে। অন্যদিকে, জহির রায়হানের একুশের গল্পে ভাষা শহীদ তপুর মাকে পাই। গল্পে তার উপস্থিতি স্বল্প হলেও উজ্জ্বল। মেডিকেল ছাত্র তপুর মৃত্যুর পর তার মা এসে হোস্টেলে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছিলেন। সন্তানহারা মায়ের সেদিনের সে আর্তনাদ সবাইকে আবেগে আপ্লুত করে। চার বছর পর তপু কঙ্কাল হয়ে ফিরে আসলেও তখন কিন্তু তার মা মারা গেছে। উদ্দীপকের মা হোসনে আরা একুশের ভাষা শহীদের স্ত্রী। সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে আজও বেঁচে আছেন। অন্যদিকে, 'একুশের গল্পে'র তপুর মা ভাষা শহীদ তপুর জননী। সন্তানের শহীদ হওয়ার চার বছরের মধ্যে তারও মৃত্যু হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে মিল হলো উভয় মা'ই ভাষা শহীদ এবং ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত।

ঘ) উদ্দীপকের হোসনে আরার জীবনগাথা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। স্বামী আশফাক হোসেন তৎকালীন সময়ের ছাত্রনেতা ছিলেন। বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে বাঙালির রাষ্ট্রভাষার করার সিদ্ধান্তকে অমান্য করে বাঙালিরা যে আন্দোলন গড়ে তোলে আশফাক হোসেন তার সক্রিয় সদস্য। স্ত্রীর নিষেধ উপেক্ষা করে তিনি অনাগত দিনের সন্তানের জন্য বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রত্যয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মিলিটারিরা মিছিলে গুলি চালিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল,

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

পারেনি। আশফাকদের মতো অনেক জানা-অজানা ভাষা শহীদের জীবন ও লাশের বিনিময়ে মাতৃভাষা বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। ২১ফেব্রুয়ারির চেতনাদীপ্ত এই গৌরবময় ইতিহাসই জহির রায়হানের 'একুশের গল্পে' প্রকাশ পেয়েছে। গল্পের অন্যতম চরিত্র তপুর মাঝে নাম না জানা ভাষা শহীদদের চেতনা উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। মেডিকেল কলেজের তিন মেধাবী তরুণের প্রাণময় কাহিনী পঠিত গল্পে বায়ান্নর ইতিহাসকে কালোত্তীর্ণ মহিমা দান করেছে। তাদের মধ্য থেকে তপুর মতো শহীদেরা ভাষা আন্দোলনের এই চেতনাকে আজও অনন্য মহিমায় বহমান রেখেছে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চেতনাগত দিক থেকে উপর্যুক্ত উদ্দীপক ও একুশের গল্প আমাদের ভাষা আন্দোলনের মহিমাকে অনির্বাণ শিখার মতো চির প্রজ্বলিত করে রেখেছে।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মনোয়ার হোসেন সেমিনারে বক্তৃতা শেষে ক্লান্ত বোধ করেন। 'বাংলা ভাষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য' বিষয়ক বক্তৃতা তাকে আবারও ১৯৫২এর ভাষা আন্দোলনের রক্তক্ষয়ী স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছে। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মনোয়ার হোসেন স্বভাবে দৃঢ়চেতা। তিনি ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ২১ফেব্রুয়ারির সেই রক্তক্ষয়ী দিনটি আজও তার স্মৃতিতে অম্লান। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে মিছিলটি শুরু হলে পুলিশের আক্রমণে ছাত্রজনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। অনেকের মতো মনোয়ার হোসেনও বাঁচার জন্য দৌড়াতে থাকে। গুলিবিদ্ধ খোঁড়া পাটি আজও সেদিনের চিহ্ন বহন করে চলেছে। সেদিন দৌড়াতে দৌড়াতে এক সময় ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন, পেছনে দূরে সরোজের রক্তাক্ত শরীর মাটিতে পড়ে আছে। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও পারেন নি। আজও বন্ধু সরোজের লাশের স্মৃতি তাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে। পীড়া দেয়।

ক. মিছিলের সময় তপুর হাতে কী ছিল?

খ. কোন দুঃসহ বেদনায় রেণু নিথর হয়ে গিয়েছিল ? কেন?

গ. মনোয়ার হোসেনের সাথে 'একুশের গল্পের' তপু চরিত্রের মিল-অমিলটুকু তুলে ধর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'একুশের গল্পে'র প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মিছিলের সময় তপুর হাতে ছিল একটি মস্ত প্ল্যাকার্ড।

খ) কথা সাহিত্যিক জহির রায়হানের 'একুশের গল্পে' ভাষা শহীদ তপুর স্ত্রী রেণু। মেডিকেল কলেজে ভর্তির বছর খানেক পর তপু ভালোবেসে বিয়ে করে আত্মীয়া রেণুকে। দোহারা গড়ন, ছিপছিপে কটি আর আপেল রঙের রেণু প্রায়ই তপুর সাথে দেখা করতে মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসে আসতো। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তপু মিছিলে যেতে চাইলে রেণু বাধা দেয়। কিন্তু তাকে উপেক্ষা করে তপু বন্ধুদের নিয়ে মিছিলে যোগ দেয়। মিছিলে মিলিটারির গুলিতে তপু শহীদ হয়। স্বামীর এ অকাল মৃত্যুতে দুঃসহ বেদনায় রেণু নিথর হয়ে গিয়েছিল।

গ) উদ্দীপকের মনোয়ার হোসেন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে মুখর মিছিলে বন্ধুদের সাথে তিনিও ছিলেন। অকস্মাৎ মিলিটারির গুলিতে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মনোয়ার হোসেনের পায়ে গুলি লাগে। তার বন্ধু সরোজ সেদিন মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। মনোয়ার হোসেন বন্ধুর লাশটি আনতে চেয়েও পারেন নি। সেই বন্ধুর কথা ভেবে আজও তিনি কষ্ট পান। বাংলা ভাষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক সেমিনারের বক্তৃতার পর বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মনোয়ার হোসেন ভাষা আন্দোলনের সেই দিনগুলো এবং বন্ধুর কথা মনে করে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে, জহির রায়হানের 'একুশের গল্পে' তপুর বেদনাবিধুর ঘটনা পাঠকদের ভাষা আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মেডিকেল কলেজের ছাত্র তপু এবং তার বন্ধুরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিলে যোগ দেয়। তপু

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

নববিবাহিতা স্ত্রীর কথা অগ্রাহ্য করে ছুটে যায় মিছিলে। অকস্মাৎ মিলিটারিদের গুলিতে সে লাশ হয়ে যায়। মিলিটারিরা তপুর লাশ গুম করে দেয়। নাটকীয়ভাবে চার বছর পর নবাগত মেডিকেল কলেজের ছাত্রের সঙ্গে থাকা নরকঙ্কালটি তপুর কঙ্কাল হিসেবে সনাক্ত হলে তপুর এ ভিন্নরূপে ফিরে আসা তার বন্ধুদের আবেগাপ্লুত করে তোলে। উদ্দীপকের মনোয়ার হোসেন এবং গল্পের তপু উভয়েই ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য। অতীতের সেই গৌরবময় অধ্যায়ের নিরব সাক্ষী হয়ে মনোয়ার হোসেন আজও এক ধরনের কষ্টবোধ নিয়ে বেঁচে আছেন। অপরদিকে 'একুশের গল্পে'র তপু হাজারো পাঠক হৃদয়ে ভাষা শহীদের মর্যাদা নিয়ে অমর হয়ে আছে। এদিক থেকে উভয় ক্ষেত্রেই একটি অন্তর্নিহিত মিল থাকলেও একজন এখনও জীবন্ত এবং অপরজন শহীদ হিসেবে টিকে আছে।

ঘ) উদ্দীপক ও কথা সাহিত্যিক জহির রায়হানের 'একুশের গল্পে'র প্রেক্ষাপট এক ও অভিন্ন। উদ্দীপকের মনোয়ার হোসেন ও পঠিত গল্পের তপু উভয়েই বন্ধুদের সাথে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারির 'রাষ্টভাষা বাংলা চাই' মিছিলে তারা সামিল হয়েছিল। হঠাৎ মিলিটারিদের গুলিতে মনোয়ার হোসেনের বন্ধু সরোজ শহীদ হয়। পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মনোয়ার হোসেন বেঁচে যায়। আজও পায়ে গুলির সেই চিহ্ন, বুকে ভাষা আন্দোলনের চেতনা নিয়ে তিনি বেঁচে আছেন। পক্ষান্তরে, জহির রায়হানের 'একুশের গল্প'ও ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। মেডিকেল ছাত্র তপু , তার বন্ধু রাহাত ও গল্প কথকের জীবনের কল্পিত কাহিনীতে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পাঠক হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। তপু তার স্ত্রী রেণুর নিষেধ উপেক্ষা করে মিছিলে যায় এবং কপালে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়। মিলিটারিরা তার লাশ গুম করে ফেলে। চার বছর পর নবাগত মেডিকেল ছাত্রের অধ্যয়নের অনুষঙ্গী নরকঙ্কালের স্কালের ফুটো ও অসমান দুটি পায়ের হাড় দেখে রাহাত ও গল্পকথক বুঝতে পারে, কঙ্কালটি তাদের চিরচেনা, প্রিয় বন্ধু তপুর। বিষাদের ছায়া তাদের হৃদয়কে আপ্লুত করে। এভাবেই উদ্দীপক ও পঠিত গল্পে নব আঙ্গিকে ১৯৫২এর ২১ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেছে।

● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. জহির রায়হানের জন্ম কত খ্রিস্টাব্দে ?
ক ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে খ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে
● গ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ঘ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে

২. জহির রায়হানের জন্ম কোন জেলায় ?
ক ঢাকা ● খ ফেনী
গ মানিকগঞ্জ ঘ বরিশাল

৩. জহির রায়হানের খ্যাতির সূচনা হয়েছিল কী হিসেবে ?
ক চলচ্চিত্রকার হিসেবে ● খ গল্পকার হিসেবে
গ প্রাবন্ধিক হিসেবে ঘ কবি হিসেবে

৪. জহির রায়হান অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কোন ক্ষেত্রে ?
● ক চলচ্চিত্র নির্মাণে খ ছোট গল্প রচনায়
গ উপন্যাস রচনায় ঘ কাব্য রচনায়

৫. নিচের কোনটি জহির রায়হানের উপন্যাস?
ক জীবন থেকে নেয়া ● খ আরেক ফাল্গুন
গ নিরন্তর ঘ স্টপ জেনোসাইড

৬. জহির রায়হানের 'একুশের গল্প' কত সালে প্রকাশিত হয় ?
ক ১৯৫২ সালে ● খ ১৯৮১ সালে
গ ১৯৮২ সালে ঘ ১৯৮৩ সালে

৭. লেখক সাহিত্যে এক ধরনের সত্যকে তুলে ধরেন। তাকে বলে –
● ক শিল্প সত্য খ বাস্তব সত্য
গ কল্পিত সত্য ঘ অলৌকিক সত্য

৮. তপুকে কত বছর আগে দেখা গিয়েছিল?
ক দুই বছর ● খ চার বছর
গ তিন বছর ঘ পাঁচ বছর

৯. তপু কোথায় পড়ালেখা করতো?
ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ● খ মেডিকেল কলেজে
গ কলেজে ঘ স্কুলে

১০. তপু কত বছর রাহাতদের সাথে ছিল?
ক এক বছর খ তিন বছর
● গ দুই বছর ঘ চার বছর

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

একুশের গল্প

১১. তপু ও তার বন্ধুরা কখন বিছানা ছেড়ে উঠতো?
ক সূর্য ওঠার পর খ ফজরের আযানের সময়
● গ কাক ডাকা ভোরে ঘ সকাল ৯ টায়

১২. তপু ও তার বন্ধুরা কয়টা নাগাদ ক্লাসে যেত ?
ক ৮ টা ● খ ১০ টা
গ ৯ টা ঘ ১১ টা

১৩. বিকেলটা তপুদের কেমন কাটতো?
ক ব্যস্ততায় খ আলসেমিতে
গ বিষণ্নতায় ● ঘ আমোদ-ফুর্তিতে

১৪. তপু কাকে বিয়ে করেছিল?
ক রুনিকে খ মনিকে
গ বেনুকে ● ঘ রেণুকে

১৫. তপুর কী সখ ছিল ?
ক ডাক্তার হওয়ার খ শিক্ষক হওয়ার
গ বিদেশ যাবার ● ঘ মিলিটারিতে যাবার

১৬. তপু কী ধরনের জীবন যাপনের স্বপ্ন দেখতো?
ক জাঁকজমকপূর্ণ জীবন খ অভিজাত জীবন
● গ সাধারণ জীবন ঘ বনেদি জীবন

১৭. ডাক্তারি পাস করে তপু কোথায় জীবন যাপন করার স্বপ্ন দেখত ?
● ক গ্রামে খ বিদেশে
গ শহরে ঘ সমুদ্রে

১৮. যে লোকটি বার্নার্ড শ হতে চেয়েছিল, সে কীভাবে মারা যায়?
ক আত্মহত্যা করে ● খ গাড়ির তলায় পড়ে
গ ট্রেনের তলায় পড়ে ঘ ট্রামের তলায় পড়ে

১৯. জর্জ বার্নার্ড শ কত সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ?
ক ১৮৫৬ সালে খ ১৯৫০ সালে
● গ ১৯২৫ সালে ঘ ১৯৫২ সালে

২০. 'ম্যান এন্ড সুপার ম্যান' নাটিকাটির নাট্যকার কে?
ক শেক্সপিয়র ● খ জর্জ বার্নার্ড শ
গ এলিয়ট ঘ মিল্টন

২১. অগুণিত লোকের ভীড় জমেছিল সেদিন।–কোন দিনের কথা বলা হয়েছে?
ক ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ ● খ ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
গ ৭ মার্চ, ১৯৭১ ঘ ২৬ মার্চ, ১৯৭১

২২. শ্লোগান দিচ্ছিল কে ?
● ক রাহাত খ লেখক
গ তপু ঘ রেণু

২৩. 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' লেখা প্ল্যাকার্ডটি কার হাতে ছিল ?
ক লেখকে ● খ তপুর
গ রাহাতের ঘ রেণুর

২৪. 'আমরা এতটুকুও নড়লাম না, বাধা দিতে পারলাম না।'– এ কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে–
● ক বিমূঢ়তা খ আকস্মিকতা
গ অপারগতা ঘ গুরুত্বহীনতা

২৫. 'তপু না মরে আমি মরলেই ভাল হতো'– কথাটি কে বলেছিল?
● ক রাহাত খ নাজিম
গ লেখক ঘ সানু

২৬. তপুর গরম কোটটা কোথায় ছিল ?
ক লেখকের স্যুটকেসে ● খ রাহাতের স্যুটকেসে
গ নাজিমের স্যুটকেসে ঘ তপুর স্যুটকেসে

২৭. তপুর সিটে যে ছেলেটি এসেছিল, সে কতদিন ছিল ?
ক ২ বছর খ ৪ বছর
● গ ৩ বছর ঘ ৫ বছর

২৮. রাহাতদের নতুন রুমমেট ছেলেটি কেমন স্বভাবের ?
● ক হাসিখুশি খ গোমরা
গ বদমেজাজি ঘ জেদি

২৯. তপুকে প্রথম কে চিনতে পেরেছিল ?
ক লেখক খ নাজিম গ সানু ● ঘ রাহাত

৩০. তপুর মা ও বউকে তপুর পুনরাগমনের খবর কে দিতে গিয়েছিল ?
ক তপু নিজে ● খ রাহাত গ নাজিম ঘ সানু

৩১. জহির রায়হানের আসল নাম কী ?
ক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
খ মোহাম্মদ জহির রায়হান
গ মোহাম্মদ জহিরুল হক
● ঘ মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ

৩২. সমাজ জীবনের নানা বৈষম্য অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জহির রায়হান কলম ধরেছিলেন-
ক নীতিবোধ থেকে
খ প্রতিবাদী চেতনা থেকে
● গ শিল্পীর দায়িত্ববোধ থেকে
ঘ সংগ্রামী চেতনা থেকে

৩৩. জহির রায়হান কত তারিখে নিখোঁজ হন ?
ক ১৯৭১ সালের ৩০ জানুয়ারি
খ ১৯৭৩ সালের ৩০ জানুয়ারি
● গ ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি
ঘ ১৯৭৪ সালের ৩০ জানুয়ারি

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

একুশের গল্প

৩৪. 'একুশের গল্পে'র প্রেক্ষাপট কী ?
ক ১৯৪৭ সালের দেশভাগ
খ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
গ ১৯৬৯ এর গণ আন্দোলন
ঘ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ

৩৫. তপু পুনরায় ফিরে আসায় অন্ধকারে হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়লে তপুর বন্ধুদের হাত-পা ভয়ে শিউরে ওঠে কেন ?
ক প্রকৃতপক্ষে তপু ফিরে এসেছিল কঙ্কাল হয়ে
খ তপুর চেহারা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল বলে
গ তপুর আচরণে পাগলামি ছিল বলে
ঘ তপু ভয়ংকর সব কথা বলছিল বলে

৩৬. তপুর বন্ধুরা তপুকে জীবনে আবার ফিরে পাবার কথা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি কেন ?
ক তপু অভিমান করে চলে গিয়েছিল
খ তপু একেবারে বিদেশ চলে গিয়েছিল
গ তপুর আর ফিরে আসার কথা ছিল না
ঘ তপু মারা গিয়েছিল

৩৭. তপু ও তার বন্ধুরা আজিমপুরের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দূর গাঁয়ের ভেতর হারিয়ে যেত, যেদিন-
ক রেণু সঙ্গে থাকত না
খ রেণু সঙ্গে থাকত
গ সবার মন খারাপ থাকত
ঘ সবার মন ভালো থাকত

৩৮. কোন বিষয়টিতে তপুর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় ?
ক গ্রামে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায়
খ বাঁ জুতোর হিলটা উঁচু করে তৈরি করায়
গ মিলিটারিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায়
ঘ গল্প বলায় পটু হওয়ায়

৩৯. তপু রেণুকে কবে বিয়ে করেছিল ?
ক কলেজে ভর্তি হওয়ার বছর খানেক পর
খ কলেজে ভর্তি হওয়ার বছর দুয়েক পর
গ কলেজে ভর্তি হওয়ার বছর তিনেক পর
ঘ কলেজে ভর্তি হওয়ার চার বছর পর

৪০. রেণু সম্পর্কে কোন তথ্যটি সঠিক ?
ক দোহারা গড়ন, ছিপছিপে কটি
খ গায়ের রং ছিল আপেল রঙয়ের
গ সম্পর্কে রেণু তপুর আত্মীয়া হতো
ঘ ওপরের সব তথ্যই সঠিক

৪১. তপু ও তার বন্ধুদের স্বাভাবিক জীবনে অকস্মাৎ ছেদ পড়ল কেন ?
ক রেণুর বিয়ে হওয়ায়
খ তপুর মৃত্যুতে
গ রাহাত মেস ছেড়ে দেয়ায়
ঘ কলেজ ছুটি হওয়ায়

৪২. 'সমুদ্র গভীর জনতা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে।'– কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে?
ক তপুকে দেখতে আসা জনতা প্রসঙ্গে
খ তপুদের বৈকালিক ভ্রমণ প্রসঙ্গে
গ বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল প্রসঙ্গে
ঘ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে যাওয়া প্রসঙ্গে

৪৩. রেণু হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসেছিল কেন ?
ক তপুকে মিছিলে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে
খ তপুকে মায়ের মৃত্যুর খবর জানাতে
গ অনেকদিন পর তপুকে দেখার জন্যে
ঘ তপুকে মায়ের কান্নার খবর জানাতে

৪৪. রেণু রাহাতের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল কেন ?
ক রাহাত তপুকে মিছিলে নিয়ে গিয়েছিল বলে
খ তপুকে নিয়ে যেতে রেণুকে বাধা দিচ্ছিল বলে
গ তপুকে মিছিলে যেতে দিচ্ছিল না বলে
ঘ রেণুর প্রতি বাজে আচরণ করেছিল বলে

৪৫. রেণু তপুকে মিছিলে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি কেন ?
ক তপু ছিল ছাত্রনেতা, সে মিছিলে না গেলে চলতো না
খ মিছিল-মিটিংয়ে তপু অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল
গ তপুর কাছে মাতৃভাষার দাবি ছিল সবার আগে
ঘ তপুর কাছে রেণুর কোনো মূল্য ছিল না

৪৬. তপুর শরীরের কোথায় গুলি লেগেছিল ?
ক কপালের ডান পাশে
খ কপালের ঠিক মাঝ খানে
গ বুকের বাম পাশে
ঘ বুকের ঠিক ডান পাশে

৪৭. 'দুজন মিলিটারি ছুটে এসে তপুর মৃতদেহটা তুলে নিয়ে গেল আমাদের সামনে থেকে'। কেন ?
ক মিলিটারিদের কাজই হলো লাশ নিয়ে যাওয়া
খ ওরা গুণে দেখতে চেয়েছিল কতজন মারা গেছে
গ প্রকৃত মৃতের সংখ্যা গোপন করতে
ঘ লাশ নিয়ে অন্যদের ভয় দেখানোর জন্য

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

একুশের গল্প

৪৮. লেখকের দেহটা বরফের মতো জমে গিয়েছিল কেন ?
ক মিলিটারিদের গুলি চালানোর আকস্মিকতায়
খ সঙ্গীরা পালিয়ে যাওয়ায় ভয় পেয়ে
গ গুলিবিদ্ধ হওয়ায়
ঘ রাহাতের গায়ে গুলি লাগায়

৪৯. তপুর কী কী মালপত্র ছিল ?
ক সুটকেস, আলনা, বইয়ের ট্রাঙ্ক
খ সুটকেস, বইয়ের ট্রাঙ্ক, বেডিং
গ বেডিং, ট্রাঙ্ক, পড়ার টেবিল
ঘ বেডিং, আলনা, পড়ার টেবিল

৫০. বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনে জহির রায়হান স্মরণীয় হয়ে আছেন কোন কোন চলচ্চিত্রের জন্য?
i. স্টপ জেনোসাইড
ii. লেট দেয়ার বি লাইট
iii. জীবন থেকে নেয়া
কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ ii ও iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৫১. তপু মিলিটারিতে যেতে পারেনি কেন ?
i. সে ছিল জন্মখোঁড়া
ii. তার ডান পা থেকে বাঁ পা'টা দুই ইঞ্চি বড় ছিল
iii. তার ডান পা থেকে বাঁ পা'টা দুই ইঞ্চি ছোট ছিল
কোনটি সঠিক ?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

৫২. লেখক, তপু ও রাহাত বিকেলে কোথায় কোথায় বেড়াতে যেত?
i. ইস্কাটনে
ii. বুড়িগঙ্গার ওপারে
iii. ধানমণ্ডিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ ii ও iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৫৩. সেদিন কোথায় অগুণিত লোকের ভিড় জমেছিল?
i. হোস্টেলের বাইরে
ii. মেডিকেল কলেজে
iii. সবুজ ছড়ানো মাঠটিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

৫৪. ভোর হতেই ক্রুদ্ধ ছেলেবুড়ো যারা এসে জমায়েত হয়েছিল তাদের হাতে কী ছিল?
i. প্ল্যাকার্ড
ii. স্লোগান দেবার চুঙ্গো
iii. লাঠিতে ঝোলানো রক্তাক্ত জামা
কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ ii ও iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৫৫. 'পলকহীন চোখ জোড়া দিয়ে অশ্রুর ফোয়ারা নেমেছিল তার।' এ কথাটার মধ্যে অন্তর্লীন রয়েছে-
i. স্বপ্নভঙ্গের বেদনা
ii. বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের আর্তনাদ
iii. ব্যর্থতার সকরুণ হাহাকার
কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ii এবং iii

নিচের অনুচ্ছেদটুকু পড় এবং ৫৬ ও ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সেদিন সবাই বেরিয়ে এসেছিল রাজপথে। ওরা চেয়েছিল আমাদের মায়ের ভাষাকে কেড়ে নিয়ে ওদের ভাষা চাপিয়ে দিতে। বাঙালিরা এই ষড়যন্ত্র মেনে নেয়নি। সারাদেশের মানুষ তাই ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

৫৬. সেদিন পূর্ব বাংলার বাঙালিরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে -
ক বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে
খ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে
গ অর্থনৈতিক মুক্তির দাবিতে
ঘ স্বাধীনতার দাবিতে

৫৭. উদ্দীপকের আবহ তোমার পঠিত কোন রচনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক কমলাকান্তের জবানবন্দি খ একুশের গল্প
গ একটি তুলসী গাছের কাহিনী ঘ কলিমদ্দি দফাদার

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫৮ ও ৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

১৯৯০ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে মুক্তিকামী জনতার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সাব্বির। এমন বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণবন্ত ছেলে সচরাচর দেখা যায় না। অড্ডায় গল্প গুজবে সারাক্ষণ সে তার আশপাশ মাতিয়ে রাখতো। সেদিন মিছিলের অগ্রভাগে থাকা সাব্বিরের বুক ঝাঁঝরা করে দিল স্বৈরাচারের অনুগত পুলিশ বাহিনী।

৫৮. উদ্দীপকটি 'একুশের গল্পে'র সাথে মিল নেই–
ক প্রেক্ষাপট বিচারে খ আঙ্গিক বিচারে
গ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ঘ চেতনা বিচারে

৫৯. সাব্বিরের যে বৈশিষ্ট্যটি তপুর মতো –
i. বুদ্ধিদীপ্ত, প্রাণবন্ত
ii. আড্ডায় গল্প-গুজবে মাতিয়ে রাখা
iii. বুকে গুলি লাগা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ

সংকলিত

প্রেক্ষাপট পরিচিতি

বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশ দুর্নীতির অভিযোগে বিপুলভাবে সমালোচিত হয়ে এসেছে। বলা হচ্ছিল, দুর্নীতিপরায়ণ লোক এখন আর সমাজে অসম্মানিত নয় এবং দুর্নীতিকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতাও দিন দিন লোপ পাচ্ছে। দুর্নীতির জন্য শাস্তির অপ্রতুলতা ও সামাজিকভাবে নিন্দা করার প্রবণতা হ্রাস পাওয়ায় আমাদের দেশে দুর্নীতি প্রায় অলিখিত বৈধতার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থা নিঃসন্দেহে কারো কাম্য নয়। তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুর্নীতির প্রকৃত রূপ উন্মোচন করা প্রয়োজন। ব্যক্তি মানুষ থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য দুর্নীতি কীভাবে অভিশাপ হয়ে উঠতে পারে– শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই সচেতনতা তৈরির জন্য 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রবন্ধটি পাঠে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব তৈরি হবে এবং তারা দুর্নীতির কারণ ও প্রতিরোধের পথগুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারবে।

ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বাড়িয়ে দিয়ে দুর্নীতি যে শুধু অর্থনীতিতেই বিরূপ প্রভাব ফেলে তা নয়, অধিকন্তু সমাজের নৈতিক ও আদর্শিক মূল্যবোধ শিথিল করে দিয়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি করে। পরিশ্রম করে এবং মেধা ও বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে অর্থোপার্জনের মধ্যে যে সুস্থিরতা ও সুস্থতা নিহিত থাকে দুর্নীতি সেই সুস্থতার মূল্যবোধের পরিপন্থী। রাতারাতি বিত্তশালী হওয়ার ছিন্নমূল মানসিকতা থেকে যে দুর্নীতির উদ্ভব, তা কারো জন্যই মঙ্গলজনক হতে পারে না। সুতরাং সময়ের দাবি থেকেই শিক্ষার্থীদের জানা প্রয়োজন দুর্নীতি কী, দুর্নীতি কেন হয়, দুর্নীতির প্রভাব এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায় ও পদ্ধতি। কেননা দুর্নীতিমুক্ত একটি গণতান্ত্রিক দেশ গড়তে বর্তমান শিক্ষার্থীরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

শব্দার্থ ও টীকা

গণতন্ত্র : গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার একটি বিশেষ পদ্ধতি ।

স্বচ্ছতা : স্পষ্টতা, নির্ভুলতা।

জনপ্রশাসন : রাষ্ট্রের যে প্রশাসন ব্যবস্থা জনগণের সেবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে।

জবাবদিহিতা : দায়বদ্ধতার প্রতিশ্রুতি ও দায়-দায়িত্বের স্বীকারোক্তি।

সিন্ডিকেট : আভিধানিক অর্থে, 'সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ব্যঙ্গচিত্র ইত্যাদি সরবরাহকারী বাণিজ্যিক সমিতি; সংবাদ সমিতি। বর্তমানে এর অর্থ, সেই অশুভ ব্যবসায়িক গোষ্ঠী যারা সমবেতভাবে পণ্যের দাম বাড়িয়ে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে।

বানান সতর্কতা

ব্যবস্থা, ব্যবসা, ব্যবহার, ব্যয়, ব্যাধি, ব্যাপক, ব্যাহত।

নমুনা প্রশ্নাবলি

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ল্যাটিন শব্দ 'Corruptus' -এর অর্থ কী?
ক. বিধ্বস্ত খ. ধ্বংস
গ. নষ্ট ঘ. বিকৃত

২. 'ম্যানুয়াল অন অ্যান্টি করাপশন পলিসি' অনুযায়ী দুর্নীতি কী?
ক. অন্যের সম্পদের প্রতি সীমাহীন লোভ ও হস্তক্ষেপ

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

খ. সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সম্পদের অপব্যবহার
গ. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আইনি জটিলতা
ঘ. ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার

৩. দুর্নীতিপ্রবণ দেশে নিম্ন আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণ হল-
i. প্রাপ্য মজুরির বঞ্চনা
ii. দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি
iii. সম্পদের বৈষম্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কুদ্দুস আলী ভূমি অফিসের কর্মচারী। অফিসে উপরি আয়ের সুযোগ থাকায় প্রচুর টাকার মালিক হন তিনি। এলাকায় অভাবের তাড়নায় বেচে দেওয়া দরিদ্রের ফসলি জমি থেকে বসতিভিটা পর্যন্ত কিনে সম্পদ গড়েছেন তিনি। তাছাড়া ছলে-বলে, কলে-কৌশলেও অনেকের সম্পত্তি হাতিয়েছেন তিনি।

৪. কুদ্দুস আলীর আচরণে 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
ক. ভোগবাদী মনোভাব খ. ভূমি দস্যুতা
গ. দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি ঘ. অহমিকাবোধ

৫. উক্ত আচরণ সমাজ জীবনের মানুষের ওপর যে প্রভাব ফেলবে তা হল-
i. নিরাপত্তাহীনতা
ii. আয় বৈষম্য বৃদ্ধি
iii. সম্পদের প্রতি আসক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিশ্বজিত 'সমাজ জাগরণ' নামে একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সুনামের সাথে কাজ করছে। সম্প্রতি সংস্থাটির নিয়োগ শাখা দক্ষকর্মী নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি দিলে কয়েক হাজার চাকরিপ্রার্থী আবেদন করে। কিন্তু এবারের নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীরা কর্মসূচি বাস্তবায়নে আশানুরূপ দক্ষতা দেখাতে ব্যর্থ হয়। বিশ্বজিত লক্ষ্য করলেন নিয়োগ শাখার কিছু কর্মী চলাফেরায় বিলাসী হয়ে উঠেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে কিছু কর্মী বাড়ি-গাড়ির মালিক বনে গেছে।
ক. সুশাসন কী?
খ. বাজার অস্থিতিশীলতার পেছনে সিন্ডিকেটের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।
গ. প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় সংস্থাটির ত্রুটি 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. কী পদক্ষেপ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারত, প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২. দুর্জয় তারুণ্য দুর্নীতি রুখবেই
এটাই হোক মোদের শ্লোগান
পকেটে কালো টাকা
মুখোশে মুখ ঢাকা
তাদের মুখোশ মোরা খুলব
নীতির আড়ালে যারা
লুকিয়ে আছে তারা

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

জনতার কাছে তুলে ধরব।
‘৭১-এ মোরা স্বাধীনতা এনেছি
আরো একটা স্বাধীনতা চাই
সোনার বাংলাদেশে
দেখব অবশেষে
দুর্নীতি বলতে কিছু নাই।

ক. জবাবদিহিতা কী?

খ. দুর্নীতিরোধে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকা প্রয়োজন কেন?

গ.‘পকেটে কালো টাকা মুখোশে মুখ ঢাকা’- এখানে কবি কাদের উদ্দেশে এ কথা বলেছেন? দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ’ প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কবিতায় ব্যক্ত প্রত্যয়টি যেন স্বাধীনতা অর্জনে যুবসমাজের ভূমিকার প্রতিচ্ছবি– তোমার পঠিত প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বশির আহমেদ সরকারি কর্মকর্তা। সৎভাবে জীবনযাপন করেন। তার ছোট ভাই শাহজাহান সাহেবও সরকারি কর্মকর্তা। কিন্তু তিনি বড় ভাইয়ের মতো নন। বছর দশেকের মাথায় তিনি অভিজাত এলাকায় তিনটি বাড়ি কিনেছেন, গাড়িও কিনেছেন। উপরি উপার্জনের কারণে তার জীবনের বাস্তবতা আজ অন্যরকম। অর্থের শক্তিতে সমাজে তিনি আজ বেশ প্রভাবশালী। দুর্নীতিবিরোধী সভা-সেমিনারেও মাঝে-মধ্যে বক্তৃতা দেন তিনি। বশির আহমেদের টানাপড়েনের জীবনে সততাই একমাত্র সম্বল। ছোট ভাইয়ের কীর্তি দেখে কষ্ট পেলেও তিনি কিছু করতে পারেন না। এমনকি কিছু বলতেও পারেন না।

ক. কত সালে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়?

খ. ‘শাস্তির অপ্রতুলতা দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে’–উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুর্নীতির সাথে ‘দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ’ প্রবন্ধে উল্লিখিত দুর্নীতি কতটা সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ‘দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ’ প্রবন্ধের দুর্নীতির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়।

খ) ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করাই হলো দুর্নীতি। জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অকার্যকারিতা, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার, বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব, ক্রমবর্ধমান ভোগবাদী প্রবণতা, আয়-ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতা ইত্যাদি কারণে দুর্নীতি সংঘটিত হয়। দুর্নীতি করার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিলে দুর্নীতির প্রবণতা ক্রমশ বাড়ে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটাই এখন সবচেয়ে বড় বাস্তবতা। আর এ কারণেই ‘দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ’ শীর্ষক প্রবন্ধে ‘শাস্তির অপ্রতুলতা দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে’– বলে দুর্নীতি বৃদ্ধির মূল কারণটি চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ) উদ্দীপকের বশির আহমেদ সরকারি কর্মকর্তা। আয়-ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতার কারণে কষ্ট করে হলেও তিনি সৎভাবে জীবন-যাপন করছেন। অন্যদিকে, তার ছোট ভাই শাহজাহান সাহেব সরকারি কর্মকর্তা হলেও জীবনটাকে তিনি দেখেছেন ভিন্নভাবে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

মূল্যবোধ বিবর্জিত হয়ে শাহজাহান সাহেব অসৎ পথ অবলম্বন করে জীবনে বাড়ি-গাড়ি সব করেছেন। সমাজে টাকার বিনিময়ে তিনি সম্মান ও ক্ষমতা দুটোই পেয়েছেন। মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন বশির সাহেবের জীবন ছোট ভাইয়ের ঠিক বিপরীত। মানবিক মূল্যবোধ বিবর্জিত হয়ে দুর্নীতির মাধ্যমে শাহজাহান সাহেবের প্রভাবশালী হয়ে ওঠার দিকটি আমাদের সমাজবাস্তবতার সাথে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। অপরদিকে, 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আয়-ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এটি দুর্নীতির অন্যতম কারণ। এর পাশাপাশি ক্ষমতার অপব্যবহারের অবাধ সুযোগ, জবাবদিহিতার অভাব, শাস্তির অপ্রতুলতা ও চরম ভোগবাদী প্রবণতাও এ ধরনের দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। কিন্তু তারপরও অনেক সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী সৎভাবেই জীবন যাপন করেন। উদ্দীপকের বশির সাহেবের মধ্যে আমরা এরই প্রতিফলন লক্ষ করি।

ঘ) উদ্দীপকে দুই ভিন্ন ভাবাদর্শের দুই সরকারি কর্মকর্তার জীবন বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। বড় ভাই বশির আহমেদ সততার সাথে জীবনযাপন করে জীবনে তেমন কিছু করতে পারেননি। অপরদিকে, তার ছোট ভাই শাহজাহান সাহেব দুর্নীতির মাধ্যমে উপরি উপার্জনের পথ ধরে জীবনে অর্থ, বিত্ত, সম্মান সব পেয়েছেন। দুর্নীতির কারণেই এই অসম শ্রেণিবিন্যাসের বিকাশ সম্ভব হয়েছে। 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ'- প্রবন্ধে অন্যান্য বিষয়ের সাথে এ বিষয়টির প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবসহ দুর্নীতির নানাবিধ প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে সর্বক্ষেত্রেই দুর্নীতির যে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে তাও এ প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব দুর্নীতির ফলে একদিকে যেমন মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে, অপরদিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় সম্পদেরও অপচয় হচ্ছে। এতে নিম্ন আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও দিনে দিনে আরো কমে যাচ্ছে। ফলে সাধারণ জনগণ অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়ে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দুর্নীতির ফলে এভাবেই এক ধরনের সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। কেউ কেউ বিলাস-ব্যসনে গা ভাসালেও দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ ধরনের পরিস্থিতি মোটেও সুখকর নয়। তাই এর অবসানকল্পে সবাইকে সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে। নতুবা যেকোনো সময় আমাদের সমাজকাঠামো ভেঙে যেতে পারে। আর সেটা হলে ধনী-দরিদ্র, সৎ-দুর্নীতিবাজ কেউই সেই ভাঙনের ছোবল থেকে রক্ষা পাবে না।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মেধাবী সুমন গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করে চাকরির জন্য সে হন্যে হয়ে ঘুরছে। অনেকগুলো নিয়োগ পরীক্ষা দিয়েও সে কোনো চাকরি পাচ্ছে না। লিখিত পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করলেও মৌখিক পরীক্ষায় সে কখনো উত্তীর্ণ হতে পারে না। অথচ তার সহপাঠি মামুন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার ভাগ্নে হওয়ায় এবং অপর সহপাঠি তুষার ধনী বাবার পুত্র হওয়ায় তার আগেই চাকরি পেয়ে যায়।

ক. বাংলাদেশের প্রশাসন কোন আমলের প্রশাসনিক কাঠামোর উত্তরাধিকার?

খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের সুমনের জীবনের সাথে 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটির মিল রয়েছে- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের মূল বক্তব্য 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' শীর্ষক প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বাংলাদেশের প্রশাসন ঔপনিবেশিক আমলের প্রশাসনিক কাঠামোর উত্তরাধিকার।

খ) কোনো রাষ্ট্রের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের বাঁচার অধিকার, শিক্ষা লাভের অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার, বাসস্থান ও চিকিৎসা লাভের অধিকার, ধর্মের অধিকার, সংস্কৃতির অধিকার, মতামত ও সংগঠনের অধিকার, নির্বাচিত করা ও

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চুক্তির অধিকার, বিয়ের অধিকার, আইনের অধিকারের মতো অধিকারগুলোকে মৌলিক অধিকার বলে। আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগটি অর্থাৎ ২৬তম ধারা থেকে ৪৭(ক) ধারা পর্যন্ত বিধি-বিধানগুলো নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার প্রদান করে। তাই প্রত্যেক নাগরিকের সংবিধান স্বীকৃত এ অধিকারগুলো ভোগ করাই হলো আমাদের মৌলিক অধিকার।

গ) উদ্দীপকের সুমনের জীবনের সাথে 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রশাসনিক দুর্নীতি ও ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের বিষয়টির মিল পাওয়া যায়।

দুর্নীতি সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হচ্ছে দুর্নীতি। দুর্নীতির অর্থই হচ্ছে ক্ষতি বা ধ্বংস সাধন। জাতিসংঘ প্রণীত ম্যানুয়েল অন অ্যান্টিকরাপশন পলিসি (Manual on Anti-Corruption policy) অনুযায়ী ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করাই হচ্ছে দুর্নীতি। এর ফলে বহু সরকারি, বেসরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী তাদের এবং তাদের স্বজনদের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অনৈতিকভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের উচ্চ পদগুলোতে আসীন করেন। ফলে উদ্দীপকের সুমনের মতো অনেক মেধাবী মানুষ কখনোই তাদের যোগ্য স্থানটি পায় না। যার কারণে তারা তাদের স্বাভাবিক অবস্থান থেকে অনেক দূরে সরে যায়। মূলত এখানে ঘুষ ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে সৃষ্ট প্রশাসনিক দুর্নীতির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ) টাকা এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার মানুষকে অতি অল্প সময়েই সমাজে একটি দৃঢ় অবস্থান করে দেয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বত্র আইনের শাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত নয় বলেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি স্বার্থে নানা প্রকার পক্ষপাতমূলক আচরণ লাঘব হবে। জনপ্রশাসনকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক দায়িত্ব পালন করতে হবে যা উদ্দীপকের সুমনের জীবনে ঘটেনি। সমাজের সকল মানুষ যদি তার যোগ্যতা অনুযায়ী স্থান পেত তাহলে সমাজের সর্বত্র আজ আর এতো অনিয়ম ও দুর্নীতি হতো না।

মূলত সর্বব্যাপী দুর্নীতির কারণেই সুমনের চাকরি হয়নি। পক্ষান্তরে স্বজনপ্রীতি ও আর্থিক দুর্নীতির মাধ্যমে মামুন ও তুষারের দ্রুত চাকুরি হয়ে যায়। উদ্দীপকের সুমনের মেধা থাকলেও অধিক পরিমাণ টাকা নেই। এছাড়া প্রশাসন বা অন্য কোথাও বড় পদে তার কোনো নিকটাত্মীয়ও নেই। অথচ মামুন ও তুষারের তা আছে বলেই তাদের বেকার বসে থাকতে হয়নি। এমনকি চাকুরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতেও হয়নি। এতে সার্বিকভাবে দেশেরই ক্ষতি হয়। সুমন তার মেধাকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য যা করতে পারতো মামুন বা তুষারের পক্ষে তা কখনোই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে মামুন বা তুষার নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করে দেশের দুর্নীতি আরও বাড়াবে।

দেশে দুর্নীতি রোধে যে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এ প্রতিষ্ঠানটি নিজেই কতোটা দুর্নীতিমুক্ত তা-ও এখন ভেবে দেখার বিষয়। দেশের প্রতিটি মানুষ যদি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তাদের সংবিধান স্বীকৃত প্রকৃত মৌলিক অধিকারটুকু পেতো তাহলে সুমনের জীবনে এই দশা হতো না।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আবুল কাশেম অসদুপায়ে ব্যবসা করে, বহু মানুষ ঠকিয়ে টাকার পাহাড় গড়েছেন। সমাজের সবার কাছেই তিনি টাকার কুমির হিসেবে পরিচিত। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের সাথে ওঠা-বসা থাকায় ধরাকে তিনি সরা জ্ঞান করেন। এরই মধ্যে শাসন ব্যবস্থায় হঠাৎ পরিবর্তন আসে। দুর্নীতির কারণে আবুল কাশেমকে এ সময় দুদকের মুখোমুখি হতে হয়। সাধারণ জনগণ আবুল কাশেমের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রাজপথে মিছিল বের করে।

ক. রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বত্র আইনের শাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নাম কী?

খ. সিন্ডিকেট বলতে কী বোঝায়?– ব্যাখ্যা কর।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

গ. উদ্দীপকের আবুল কাশেমের দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে− ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধের আলোকে আবুল কাশেম-এর দুদকের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বত্র আইনের শাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নাম সুশাসন।

খ) আভিধানিক দিক থেকে 'সিন্ডিকেট' অর্থ হলো, সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ব্যঙ্গচিত্র ইত্যাদি সরবরাহকারী বাণিজ্যিক সমিতি বা সংবাদ সমিতি। তবে বর্তমানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেতিবাচক অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ণিত 'সিন্ডিকেট' বলতে বোঝায়, একটি অশুভ ব্যবসায়িক গোষ্ঠী যারা সমবেতভাবে কোনো পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয় কিংবা দাম বাড়ানোর জন্য কোনো পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। এ ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও মালিকগণ জড়িত থাকে।

গ) 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে দুর্নীতির অনেকগুলো কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান ভোগবাদী প্রবণতা ও নৈতিক অবক্ষয়। উদ্দীপকের আবুল কাশেম এ কারণেই ব্যবসা করতে গিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রবন্ধে আরও একটি কথা বলা হয়েছে যে, 'শাস্তির অপ্রতুলতা দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে।' এ কারণে আবুল কাশেম অবাধে তার দুর্নীতি চালিয়ে গেছেন এবং এক সময় টাকার কুমিরে পরিণত হয়েছেন। প্রবন্ধে দুর্নীতির কারণ হিসেবে যে রাজনৈতিক প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। আবুল কাশেমের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে এ বিষয়টিও কাজ করেছে। কেননা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা দল পরিচালনার খরচ নির্বাহের জন্য আমাদের দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর স্বচ্ছ কোনো আয়ের উৎস নেই। ফলে নানাবিধ অবৈধ সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে এসব অসাধু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তারা বড় অংকের চাঁদা তুলে দল চালান। তাই রাজনৈতিক দলগুলোর এ ধরনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এসব ব্যবসায়ীরা ভোক্তাদের ঠকিয়ে টাকার পাহাড় গড়েন। উদ্দীপকের আবুল কাশেম এসব অসাধু ব্যবসায়ীদেরই একজন যথার্থ প্রতিনিধি। মূলত প্রবন্ধে উল্লিখিত ক্রমবর্ধমান ভোগবাদী প্রবণতা, নৈতিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক প্রভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অকার্যকারিতা আর শাস্তির অপ্রতুলতাই আবুল কাশেমের মতো ব্যবসায়ীদের দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলতে সহায়তা করে।

ঘ) উদ্দীপকের আবুল কাশেম নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিবর্জিত একজন অসাধু ব্যক্তি। রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক দুর্বলতার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অকার্যকারিতার কারণেই অসৎ ব্যবসার মাধ্যমে তিনি দিনে দিনে একজন টাকার কুমিরে পরিণত হন। তার এই অসৎ ব্যবসার ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতারিত হয় অসংখ্য ভোক্তা। এর মাধ্যমেই রাতারাতি তিনি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে ওঠেন।

একটি রাষ্ট্রের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য যে ধরনের শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকা দরকার তা না থাকাতেই আবুল কাশেমের মতো অসৎ ব্যবসায়ীরা অবাধে তাদের লুটপাট চালায়। তাদের এ লুটপাটে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় এক ধরনের অসাধু রাজনীতিক। এ ধরনের রাজনীতিকরা রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থে দুর্নীতিরোধক প্রতিষ্ঠানকে কখনো শক্তিশালী হতে দেয় না। ফলে নিঃশঙ্কচিত্তে দুর্নীতিবাজরা অবাধে তাদের দুর্নীতি চালানোর সুযোগ পায়।

বাংলাদেশে দুর্নীতিরোধক একমাত্র সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এটি নামে স্বাধীন হলেও প্রকৃতপক্ষে এর তেমন কোনো স্বাধীনতা নেই। তাদের বিভিন্ন কথাবার্তা, কর্মকাণ্ড ও আচরণে এ বিষয়টি আজ দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। প্রকৃত স্বাধীনতা না থাকায় এ কমিশন শুধু ক্ষমতাসীন দল বা সরকারের ক্রীড়নক হিসেবেই কাজ করে। তাই স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে দেশের বড় বড় দুর্নীতিবাজরা সব সময় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে। এ কারণেই দেশের শাসন ব্যবস্থায় যখন ইতিবাচক কোনো পরিবর্তন আসে দুদক তখন সত্যিকার অর্থে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ ধরনের সক্রিয়তার ফলেই আবুল কাশেমকে এক সময় দুদকের

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

মখোমুখি হতে হয়। দেশের সাধারণ মানুষও এতে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। নিজেদের সামনে তারা তখন নতুন আশার আলো দেখতে পায়। ফলে আবুল কাশেমের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে তারা রাস্তায় নেমে আসে।

উদ্দীপকের বিষয়টি এদেশের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাকে ধারণ করলেও বাস্তবে এর কোনো প্রতিফলন নেই। তবে মাঝে-মধ্যে মানুষ যখন শাসনতান্ত্রিক কোনো ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা দেখে তখন এভাবেই তাতে সাড়া দেয়। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে যখন তাদের সে প্রত্যাশা ভূলুণ্ঠিত হয় তখন তারা চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারপরও দেশের মানুষ প্রত্যাশা করে, এদেশের শাসনব্যবস্থায় অবশ্যই একদিন স্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এবং তার মাধ্যমে দুদক একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। আর এর মাধ্যমেই আবুল কাশেমের মতো অসাধু ব্যবসায়ীদের সুষ্ঠু বিচার হবে এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে।

৪. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি

ক. রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস কী?

খ. দুর্নীতি প্রতিরোধে কেন সৎ ও দক্ষ জনপ্রশাসন দরকার?

গ. চিত্রটি ‘দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ’ প্রবন্ধের কোন দিকটি নির্দেশ করেছে?– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি’- ‘দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ’ প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস হলো জনগণের দেয়া কর।

খ) রাষ্ট্রের যে প্রশাসন ব্যবস্থা জনগণের সেবায় প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে তাকে জনপ্রশাসন বলে। নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত ক্রমবিভক্ত কর্তৃত্বের ভিত্তিতে সংগঠিত জনপ্রশাসন রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। এই জনপ্রশাসন যদি সৎ ও দক্ষ হয়, তবে সমাজের কোনো স্তরেই দুর্নীতি তার বাসা বাঁধতে পারে না। কিন্তু জনপ্রশাসন যদি হয় অসৎ ও অদক্ষ তবে তাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যে কোনো অপশক্তি দেশে দুর্নীতির অবাধ আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। এর ফলে দেশ ও জাতির হতে পারে চরম সর্বনাশ। তাই দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সবার আগে একটি সৎ ও দক্ষ জনপ্রশাসন গড়ে তোলা দরকার ।

গ) উদ্দীপকে একজন আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির ছবি চিত্রিত হয়েছে। লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি এমন একজন সরকারি কর্মকর্তা যিনি ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অবাধে অর্থ উপার্জন করছেন। ‘দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ’ প্রবন্ধে দুর্নীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারকেই সেখানে দুর্নীতি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য এ ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহার যারা করে তারা হলো দুর্নীতিবাজ। বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে এই দুর্নীতির প্রবণতা থাকলেও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে এটা বেশি দেখা যায়। অধিকতর ক্ষমতা এবং তা অপব্যবহারের সুযোগ বেশি বলেই তারা এটি করে থাকে। উদ্দীপকের চরিত্রটিও একজন দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি। এ ধরনের ব্যক্তিরাই ব্যক্তিগত লাভ বা স্বার্থোদ্ধারের জন্য নিজেদের ক্ষমতা অপব্যবহার করে দেশ, জাতি ও সমাজের চরম সর্বনাশ করে।

ঘ) চিত্রটিতে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তুলে ধরা হয়েছে। লোকটিকে অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন করতে দেখা যাচ্ছে। ‘দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ’ প্রবন্ধে দুর্নীতি, দুর্নীতির কারণ, দুর্নীতির প্রভাব, দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায়, দুর্নীতি বিরোধী উদ্যোগ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে দুর্নীতিকে একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সে সঙ্গে দুর্নীতি যে একটি সামাজিক সমস্যা এ কথাও তুলে ধরা হয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে একটি রাষ্ট্র তার উন্নয়নের স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলে। একটি দেশকে

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে হলে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুর্নীতি রোধ করতে হবে। তা না হলে দুর্নীতির কবলে পড়ে একটি দেশ ও জাতি তার সম্ভাবনার পথ থেকে ছিটকে পড়তে পারে। উদ্দীপকের চিত্রটিতে আমরা যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখছি তা অবাধ দুর্নীতিরই প্রতিফলন। এ ধরনের অবাধ দুর্নীতির সুযোগ যে দেশে রয়েছে সে দেশ কখনো উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। সমাজের সর্বত্র দুর্নীতি তার ডাল-পালা বিস্তার করে সে দেশ ও জাতির অগ্রগতি স্তব্ধ করে দেয়। তাই এ ধরনের অবাধ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার। নতুবা একটি জাতির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠতে পারে।

৫. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলনের বিকল্প নেই

ক. বাংলাদেশের প্রশাসন কোন আমলের?

খ. দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলন বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে বর্ণিত দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলনের বিকল্প নেই'– দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বাংলাদেশের প্রশাসন ঔপনিবেশিক আমলের।

খ) সমাজের সকল স্তরের মানুষ কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতির ফলে ক্ষতির শিকার হয়। এ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে নাগরিক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সংগঠনগুলোর দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলাকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন বলে। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ জনগণেরও অংশগ্রহণ করা দরকার। এ জন্য বিভিন্ন সভা-সেমিনার, র‍্যালি-মিছিল, ফেস্টুন-প্ল্যাকার্ড, লিফলেট-ব্যানার ইত্যাদির মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াই হচ্ছে দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলন।

গ) উদ্দীপকটিতে দুর্নীতিবিরোধী সাধারণ জনতা একটি দুর্নীতিবিরোধী মিছিলে সমবেত হয়েছে। তারা তাদের হাতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্ল্যাকার্ড বহন করছে। এসব প্ল্যাকার্ডে– দুর্নীতি থামান, এখনই দুর্নীতি প্রতিরোধ করুন ইত্যাদি শ্লোগান লেখা রয়েছে। 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে দুর্নীতি রোধের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সক্রিয় দুর্নীতি দমন কমিশন ও দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। এসবের মধ্য থেকে দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলনের বিষয়টিই উদ্দীপকে উঠে এসেছে। এ সামাজিক আন্দোলন দুর্নীতি বিরোধী প্রতিবাদকে স্পষ্ট করে তুলেছে। দুর্নীতি যে একটি সামাজিক ব্যাধি এবং সাধারণ জনগণ তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ করতে চাইছে চিত্রটি থেকে তা-ই স্পষ্ট হয়ে ওঠছে।

ঘ) চিত্রটিতে একটি মিছিল দৃশ্যমান হয়েছে। এখানে প্রতিবাদের কাতারে জনতা সমবেত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে সামাজিক আন্দোলনের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। মিছিলে যারা এসেছে তাদের হাতে রয়েছে প্ল্যাকার্ড। প্ল্যাকার্ডে 'দুর্নীতি থামান; 'দুর্নীতি থামান এখনই'- কথাগুলো লেখা রয়েছে। 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে দুর্নীতিকে একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এখানে এটাও বলা হয়েছে যে, দুর্নীতি প্রতিকারের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধও প্রয়োজন। এ দুর্নীতি প্রতিরোধে নাগরিক সমাজ বিশেষ করে যুব সমাজকে সক্রিয় ভূমিকা পালন

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

করতে হবে। এ দেশের যুব সমাজ বার বার প্রমাণ করেছে -আমরা হারিনি, আমরা পেরেছি, আমরা পারবো। এ মিছিলটিও হয়তো একদিন তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে। তাই এ দেশের যুব সমাজকে এখন থেকে এভাবেই দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আর এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে হবে ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাইকে।
উদ্দীপক ও 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে বর্ণিত বিষয়গুলোর সূত্র ধরে নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায় যে, 'দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলনের বিকল্প নেই'।

৬. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

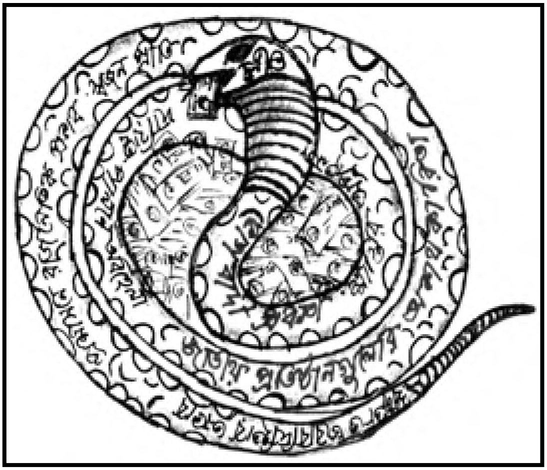

ক. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতে বাংলাদেশে অবৈধ আয়ের পরিমাণ মোট জাতীয় আয়ের কত ভাগ?
খ.'সুশাসন' বলতে কী বোঝায়?
গ.'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে উদ্দীপকের চিত্রটি কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে- ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ভয়ংকর সাপের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি দুর্নীতি– 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতে বাংলাদেশে অবৈধ আয়ের পরিমাণ মোট জাতীয় আয়ের ৩০-৪০ ভাগ।

খ) রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বত্র আইনের শাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নামই সুশাসন। এই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে ব্যক্তিগত স্বার্থ, দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি, নানা পক্ষপাত ও লাভালাভের পথ পরিহার করে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক অবস্থান গ্রহণ করতে হয়। এভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নামই সুশাসন।

গ) 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ'- একটি শিক্ষামূলক প্রবন্ধ। ব্যক্তি মানুষ থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য দুর্নীতি কীভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে প্রবন্ধটিতে তাই আলোচিত হয়েছে।
চিত্রে অঙ্কিত সাপটি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিরাজমান দুর্নীতিরই এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। মানব সমাজের জন্য একটি সাপ যেমন ভয়ের কারণ, তেমনি দুর্নীতিও একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ভয়ংকর ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। তাই উদ্দীপকে চিত্রিত সাপটি দুর্নীতির প্রতিমূর্তিরূপে অঙ্কিত হয়েছে। 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে দুর্নীতির কারণ ও প্রভাব হিসেবে ধনী-দরিদ্রের আয়-ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতা, ভোগবাদী প্রবণতা, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, স্ব স্ব পদে থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অভাব, প্রশাসনে রাজনৈতিক প্রভাব, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব, জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অকার্যকারিতার মতো যে বিষয়গুলো উল্লিখিত হয়েছে তা যেমন একটি দেশ ও জাতির জন্য ভয়ংকর বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে তেরি করে, তেমনি উদ্দীপকে চিত্রিত সাপটিও যে কোনো মানুষের জন্য ভয়ংকর বিপদের কারণ হয়ে ওঠতে পারে। এ দিক থেকে 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে আলোচিত বিষয়গুলোর সাথে উদ্দীপকের চিত্রটির একটি চমৎকার মিল রয়েছে।

ঘ) 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে দুর্নীতি, দুর্নীতির কারণ, দুর্নীতির প্রভাব, দুর্নীতি রোধের উপায় ও দুর্নীতি বিরোধী উদ্যোগ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। দুর্নীতির কারণে একটি সমাজ ও রাষ্ট্র কতোটা বিপর্যস্ত হতে পারে প্রবন্ধে

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সে বিষয়টিও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। কেবল সমাজ ও রাষ্ট্র নয়, ব্যক্তি জীবনেও দুর্নীতি কতোটা বিস্তৃতভাবে তার থাবা বিস্তার করতে পারে সে বিষয়টিও এখানে ওঠে এসেছে। মানুষ যে তার লোভ বা ভোগবাদী প্রবণতা থেকেই দুর্নীতি করে তা নয়, নিজের ও পরিবারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেও অনেকে দুর্নীতি করে। এক্ষেত্রে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও মানুষ তার ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে নিজের ভেতরকার মনুষ্যত্ববোধকেও সে গলাটিপে হত্যা করে। এ কারণেই দুর্নীতি মানুষের বিশ্বাস, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পাশাপাশি বাইরের সুখ-শান্তিও নষ্ট করে দেয়। এদিক থেকে ভয়ংকর সাপের সাথে এই দুর্নীতির একটি নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে।

সাপ তার ভয়ংকর চরিত্রের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যেমন আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি দুর্নীতিও একটি সমাজকে নানাভাবে আতঙ্কিত করে তোলে। ভয়ংকর কোনো সাপের দংশনে একজন মানুষ যেমন মারা যেতে পারে, তেমনি দুর্নীতির অবাধ আধিপত্যের ফলে একটি দেশ ও জাতিরও অপমৃত্যু ঘটতে পারে। কাউকে সাপে দংশন করলে তাকে বাঁচানোর জন্য যেমন সুচিকিৎসা দরকার, তেমনি দুর্নীতির বিষাক্ত ছোবলে যদি কোনো দেশ বা জাতি দংশিত হয় তবে তার জন্যেও দরকার সুচিকিৎসা। একটি দেশের সুস্থবোধসম্পন্ন সকল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে একটি জাতির দেহ থেকে দুর্নীতিরূপী বিষাক্ত সাপের বিষ অপসারণ করতে। এ কারণেই দুর্নীতি নামক সাপটি বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত যেভাবে দংশন করছে তার জন্য আমাদের সবার উচিত দেশটির শরীর থেকে এ বিষ অপসারণ করা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো ভয়ংকর সাপ যাতে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তস্নাত এ দেশটিকে আর দংশন করতে না পারে সেজন্য তার বিষ দাঁতগুলো ভেঙে ফেলা। আমরা যদি সময় থাকতে এ কাজটি করতে না পারি, তবে জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব একদিন এমন এক সংকটের মুখে পড়বে যা থেকে আর সহজে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে না। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, দুর্নীতি সর্বোতভাবেই একটি ভয়ংকর সাপের প্রতিমূর্তি।

৭. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সরকার দুঃস্থ, অসহায় বয়স্ক লোকদের জন্য 'বয়স্কভাতা' চালু করেছে। তাদের জন্য যে হারে মাসিক ভাতা বরাদ্দ রয়েছে তা দিয়ে প্রত্যেকেরই ভালোভাবে চলার কথা। কিন্তু প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অসততার কারণে প্রায় ক্ষেত্রেই তারা তাদের ন্যায্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বয়স্কদের এ ধরনের দুর্দশা দেখেও এসব প্রতিকারের জন্য সচেতনভাবে কেউ এগিয়ে আসে না। তাই জনপ্রতিনিধিদের উচিত এমন সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে বয়স্করা নিয়মিত তাদের ন্যায্য ভাতা পান।

ক. কিসের কারণে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হয়?

খ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর সংসদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের বিয়য়টি 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জনগণের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিরাও দুর্নীতি রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে– উদ্দীপক ও 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) দুর্নীতির কারণে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হয়।

খ) সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর সংসদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা, সংসদই হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র কেন্দ্রস্থল। সংসদ সদস্যরা যদি কোনো অশুভ শক্তির প্রভাবে বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত না থেকে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে নিবেদিত হন, তবেই একটি সংসদ কার্যকর হয়ে ওঠে। দেশের অধিকাংশ জনগণ যেহেতু দুর্নীতির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তারা যেহেতু দুর্নীতির বিপক্ষে অবস্থান করেন সেহেতু সংসদ কার্যকর হলে তাদের প্রতিনিধিরা তাদের ইচ্ছাকেই সেখানে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন। ফলে কারও পক্ষেই আর অবাধে দুর্নীতি করা সম্ভব

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

হবে না। এতে দেশ থেকে সহজেই দুর্নীতি কমে আসবে এবং সুশাসনও প্রতিষ্ঠা হবে। এ কারণেই কার্যকর সংসদ সম্পদের সুষম বণ্টন ও মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দুর্নীতি রোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অসাধুতার কারণে দুঃখী ও অসহায় মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে অত্যন্ত বাস্তবতার ভিত্তিতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাস্তির অপ্রতুলতা দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। উদ্দীপকে দেখি, প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দুর্নীতি করে সাধারণ জনগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। উপযুক্ত শাস্তি না পাওয়ায় তাদের এসব অপকর্ম দিনে দিনে আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসচেতনতা ও জনপ্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপই পারে এসব দুর্নীতি রোধ করতে। কেননা দুর্নীতিবাজদের যথোপযুক্ত শাস্তির বিধান করার কার্যকর উদ্যোগ না থাকলে সমাজ থেকে কখনো এসব দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক সদিচ্ছার মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনকে কার্যকরভাবে কাজে লাগালে সমাজ থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধের যে সম্ভাব্যতার কথাটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে, উদ্দীপকে উল্লিখিত দুর্নীতিবাজদের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা নিলে বয়স্করা সঠিকভাবে তাদের ন্যায্য ভাতা পেতে সক্ষম হবেন।

ঘ) 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে দুর্নীতির নানামুখী কারণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায়সমূহ বর্ণিত হয়েছে। সংসদের অকার্যকারিতা ও জনগণের অসচেতনতার কারণে সমাজে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজ থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধ করাই এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য। এ কাজটি সর্বাধিক সহজ হতে পারে জনপ্রতিনিধিদের গণমুখী আচরণ তথা কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা ও জনগণের অংশগ্রহণ তথা সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। জাতীয় উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় দুর্নীতি। সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়, এজন্য প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টার সর্বাগ্রে থাকতে হবে জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ। এজন্য সবার আগে দরকার ব্যাপক জনসচেতনতা। সমাজের অসাধু ব্যক্তিদের দুর্নীতির শিকার হয়ে উদ্দীপকের দুঃস্থ অসহায় মানুষগুলো তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু তাদের এ দুর্দশা দেখে কেউ তা প্রতিকারে এগিয়ে আসে না। জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ জনগণ যদি এর প্রতিবাদ করতো তাহলে দুঃস্থ, অসহায় মানুষগুলো তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হতো না। জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সংগঠনগুলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুললে দুর্নীতি রোধ করে অবশ্যই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবারই সচেতন হওয়া উচিত।

● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. 'Corruption' শব্দটি এসেছে-
- ● ক ল্যাটিন 'Corruptus' থেকে
- খ গ্রিক 'Corruptus' থেকে
- গ ইংরেজি 'Corruptus' থেকে
- ঘ জার্মান 'Corruptus' থেকে

২. 'Corruptus' শব্দটির অর্থ কী ?
- ক অন্যায়
- খ উন্নতি
- গ অবনতি
- ● ঘ ধ্বংস

৩. বিগত ৩৫ বছরে বাংলাদেশে কত টাকা দুর্নীতি হয়েছে?
- ক ৪০-৫০ হাজার কোটি টাকা
- ● খ ৫০-৬০ হাজার কোটি টাকা
- গ ৬০-৭০ হাজার কোটি টাকা
- ঘ ৮০-৯০ হাজার কোটি টাকা

৪. কত খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম দুর্নীতি বিরোধী আইন করা হয়?
- ক ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে
- ● খ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে
- গ ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে
- ঘ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে

৫. দুর্নীতি দমন কমিশন কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়?
- ● ক ২০০৪ সালে
- খ ২০০৫ সালে
- গ ২০০৬ সালে
- ঘ ২০০৭ সালে

৬. দুর্নীতির কারণে বহির্বিশ্বে কী ঘটে?
- ক সুনাম বাড়ে
- ● খ দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়
- গ কর্মসংস্থান বাড়ে
- ঘ কর্মসংস্থান কমে

৭. আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস কোনটি?

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ক ৮ ডিসেম্বর　খ ৯ ডিসেম্বর
গ ১০ ডিসেম্বর　ঘ ১২ ডিসেম্বর

৮. দুর্নীতি বিরোধী সনদে কয়টি দেশ স্বাক্ষর করে?
ক ১৫০টি　খ ১৫৫টি
গ ১৭০টি　ঘ ২০৩টি

৯. দুর্নীতি দমন কমিশন কত সালে পুনর্গঠিত হয়?
ক ২০০৪ সালে　খ ২০০৫ সালে
গ ২০০৬ সালে　ঘ ২০০৭ সালে

১০. বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে গঠিত সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কোনটি?
ক দুর্নীতি দমন ব্যুরো　খ দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি
গ দুর্নীতি দমন কমিশন　ঘ দুর্নীতি দমন সংস্থা

১১. বাংলাদেশ কবে দুর্নীতি বিরোধী সনদে অংশীদারিত্ব লাভ করে?
ক ২০০৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি
খ ২০০৪ সালের ১ জুলাই
গ ২০০৭ সালের ২ মার্চ
ঘ ২০০৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি

১২. আন্তর্জাতিক লেনদেনে ঘুষ ও দুর্নীতি বিরোধী জাতিসংঘ ঘোষণা গৃহীত হয় কবে?
ক ১৯৯৫ সালে　খ ১৯৯৬ সালে
গ ১৯৯৭ সালে　ঘ ২০০০ সালে

১৩. এপিকিউরাস কোন মতবাদের প্রবক্তা ?
ক মানবতাবাদ　খ ভোগবাদ
গ উপযোগবাদ　ঘ যোগানবাদ

১৪. 'জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগণের সরকারই হলো গণতান্ত্রিক সরকার'-উক্তিটির প্রবক্তা কে?
ক প্লেটো　খ কার্ল মার্কস
গ আব্রাহাম লিংকন　ঘ সক্রেটিস

১৫. 'সিন্ডিকেট' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?
ক সংবাদ সমিতি　খ রাজনৈতিক সমিতি
গ পারিবারিক সমিতি　ঘ সামাজিক সমিতি

১৬. বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে অবৈধ আয়ের পরিমাণ শতকরা কত ভাগ?
ক ৩০-৩২ ভাগ　খ ৩০-৩৪ ভাগ
গ ৩৪-৪০ ভাগ　ঘ ৪০-৪৮ ভাগ

১৭. একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান কী ?
ক গণতন্ত্র ও জনগণ　খ সুশাসন ও জনগণ
গ গণতন্ত্র ও সুশাসন　ঘ উন্নত ভূখণ্ড

১৮. প্রকৃত গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় কোনটি?
ক সমাজনীতি　খ অর্থনীতি
গ রাজনীতি　ঘ দুর্নীতি

১৯. বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সেবা খাতে দুর্নীতির দরুন বছরে কত হাজার কোটি টাকা জাতীয় আয় থেকে বঞ্চিত হয়?
ক ১০ হাজার কোটি টাকা　খ ৮-১০ হাজার কোটি টাকা
গ ৮ হাজার কোটি টাকা　ঘ ১২ হাজার কোটি টাকা

২০. এপিকিউরাস কোন দেশের নাগরিক?
ক গ্রিক　খ ব্রাজিল
গ জার্মান　ঘ ইংল্যান্ড

২১. 'Demos' শব্দের অর্থ কী ?
ক গণতন্ত্র　খ সুশাসন
গ দুর্নীতি　ঘ জনগণ

২২. জনগণের ইচ্ছানুযায়ী দেশ শাসনকে বলে-
ক স্বৈরতন্ত্র　খ গণতন্ত্র
গ রাজতন্ত্র　ঘ সমাজতন্ত্র

২৩. দুর্নীতি সংঘটনে আইনগত ও প্রশাসনিক কারণ কয়টি?
ক ৩টি　খ ৬টি
গ ৫টি　ঘ ৮টি

২৪. দুর্নীতির ফলে কোন ধরনের বৈষম্য বৃদ্ধি পায়?
ক সামাজিক　খ অর্থনৈতিক
গ রাজনৈতিক　ঘ ব্যক্তিক

২৫. বাংলাদেশে ৯টি খাতে ২৫ টি সেবা নিতে কত শতাংশ লোক ঘুষ প্রদান করে ?
ক ৭০ শতাংশ　খ ৭৪ শতাংশ
গ ৮০ শতাংশ　ঘ ৬০ শতাংশ

২৬. সরকারি কর্মচারীকে অপরাধে সহায়তা করা হয় কীভাবে?
ক নির্দেশের মাধ্যমে　খ ঘুষের মাধ্যমে
গ পরিচয়ের মাধ্যমে　ঘ ভয় দেখিয়ে

২৭. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কীভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে সাহায্য করে?
ক নিরপেক্ষতার মাধ্যমে　খ জিজ্ঞাসার মাধ্যমে
গ নিয়মশৃঙ্খলার মাধ্যমে　ঘ হতাশার মাধ্যমে

২৮. কোনো প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি পায় কেন?
ক স্বচ্ছতার অভাবে　খ নিয়মের কারণে
গ স্বাধীনতার অভাবে　ঘ ক্ষোভের কারণে

২৯. প্রশাসনিক কর্মকর্তারা কেন রাজনৈতিক দলের মুখাপেক্ষী হন?
ক ভয়ে　খ সাহসের অভাবে
গ নিজের স্বার্থে　ঘ আত্মীয়ের খাতিরে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৩০. স্বাভাবিক অবস্থায় আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি বৃদ্ধি পায় কেন?
ক সামাজিক প্রভাবে খ অর্থনৈতিক প্রভাবে
● গ রাজনৈতিক প্রভাবে ঘ ব্যক্তির প্রভাবে

৩১. মানুষের মধ্যে ভোগবাদী প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার কারণ কোনটি?
ক অপরাধী সমাজ ● খ দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ
গ বৈষম্যমূলক সমাজ ঘ পুঁজিবাদী সমাজ

৩২. দুর্নীতি রোধ করা যায় কিভাবে?
ক সরকারের প্রচেষ্টায় ● খ সম্মিলিত প্রচেষ্টায়
গ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ঘ সমাজের প্রচেষ্টায়

৩৩. মানুষের লোভ-লালসা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে কেন?
ক অসহায়ত্বের কারণে
● খ ভোগবাদী প্রবণতার কারণে
গ অভাবের কারণে
ঘ নিয়মের অভাবে

৩৪. দুর্নীতি শব্দটিতে যে উপসর্গ যুক্ত হয়েছে তাহলো–
ক দুর ● খ দুঃ
গ দূর ঘ দুর্নী

৩৫. স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয় কেন?
ক ন্যায়-নীতির অভাবে খ জবাবদিহিতার অভাবে
গ যোগ্যলোকের অভাবে ● ঘ দুর্নীতির কারণে

৩৬. সমাজের সকল শ্রেণির লোক কোনো না কোনো ক্ষতির শিকার হয় কীভাবে?
ক দুর্নীতির অভাবে ● খ দুর্নীতির কারণে
গ টাকা-পয়সার অভাবে ঘ সাহসিকতার ফলে

৩৭. আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা থাকা অপরিহার্য কেন?
ক সাহায্য পাওয়ার জন্য খ আয় বৃদ্ধির জন্য
গ নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ● ঘ দুর্নীতি রোধের জন্য

৩৮. দুর্নীতি হচ্ছে একটি-
ক ব্যক্তিগত সমস্যা ● খ সামাজিক সমস্যা
গ স্থানীয় সমস্যা ঘ আধ্যাত্মিক সমস্যা

৩৯. দুর্নীতির প্রভাব কোন ধরনের দেশে বেশি?
ক উন্নত দেশে ● খ উন্নয়নশীল দেশে
গ গণতান্ত্রিক দেশে ঘ সমাজতান্ত্রিক দেশে

৪০. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন-
● ক স্বাধীন বিচার বিভাগ খ কার্যকর সংসদ
গ দুর্নীতি দমন কমিশন ঘ রাজনৈতিক অনীহা

৪১. অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ কেমন দেশ?
ক উন্নত খ অনুন্নত
গ স্বল্পোন্নত ● ঘ উন্নয়নশীল

৪২. বাংলার নিপীড়িত জাতিকে কারা মুক্তির আলো দেখিয়েছে?
ক সৈনিকরা ● খ তরুণরা
গ প্রবীণরা ঘ শিক্ষকরা

৪৩. রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস কী ?
● ক জনগণের দেয়া কর
খ প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা
গ বৈদেশিক ঋণ
ঘ রপ্তানি আয়

৪৪. নির্দিষ্ট দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিরা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে কী হয়?
ক কারো কোনও ক্ষতি হয় না
খ সকলে মনোযোগ দিয়ে কাজ করে
● গ দুর্নীতি সংঘটিত হয়
ঘ সবাই কাজে আন্তরিক হয়

৪৫. দুর্নীতির সহায়তায় কারা সহজে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে পারে?
● ক ক্ষমতাবানরা খ ধনীরা
গ অসহায়রা ঘ সুযোগ সন্ধানীরা

৪৬. বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ আছে–
ক প্রথম ভাগে খ দ্বিতীয় ভাগে
● গ তৃতীয় ভাগে ঘ চতুর্থ ভাগে

৪৭. জবাবদিহিতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখে?
● ক যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়
খ গ্রহণযোগ্যতা ও প্রাধান্য বাড়ায়
গ যথার্থতা ও গুরুত্ব কমিয়ে দেয়
ঘ গুরুত্ব ও ব্যক্তিত্বহীনতা বাড়ায়

৪৮. সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে তাদের স্বাভাবিক আয়ে জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে কেন?
● ক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য খ দুর্নীতির জন্য
গ টাকার অভাবে ঘ বেতন কমের জন্য

৪৯. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন-
ক রাজনৈতিক সংসদ ● খ কার্যকর সংসদ
গ অর্থনৈতিক সংসদ ঘ প্রশাসনিক সংসদ

৫০. নিচের কোনটি দুর্নীতি হ্রাসের প্রথম পদক্ষেপ ?
ক দুর্নীতির শাস্তি নির্ধারণ ● খ দুর্নীতি প্রতিরোধ

ⓖ বিশেষ আদালত গঠন ⓘ আইন প্রণয়ন

৫১. সন্ত্রাসের পেছনে কোন শক্তি সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল ?
ক পেশি শক্তি খ অস্ত্রের প্রভাব
গ রাজনৈতিক শক্তি ঘ প্রশাসনিক শক্তি

৫২. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে-
ক নাগরিক সমাজ খ রাজনৈতিক দল
গ জন প্রশাসন ঘ সাংস্কৃতিক সংগঠন

৫৩. দুর্নীতি প্রতিরোধে গণমাধ্যম কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?
ক দুর্নীতির কারণ উদঘাটন করে
খ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে
গ দুর্নীতির চিত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করে
ঘ দুর্নীতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন আর্কাইভে সংরক্ষণ করে

৫৪. দুর্নীতি দূরীকরণে কোন উদ্যোগটি সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে?
ক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা
খ সংসদ কার্যকর করা
গ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা
ঘ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা

৫৫. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কত খ্রিস্টাব্দে দুর্নীতি বিরোধী সনদ প্রণয়ন করে?
ক ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর
খ ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর
গ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চ
ঘ ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর

৫৬. বাংলাদেশের কোন কোন খাতগুলোকে দুর্নীতির ক্ষেত্র বলে বিবেচনা করা হয়?
ক শিক্ষা খাত খ গৃহায়ন খাত
গ চিকিৎসা খাত ঘ সকল খাত

৫৭. একজন ব্যক্তি দুর্নীতিগ্রস্ত হলে সামাজিক ভাবে তার ক্ষেত্রে কীভাবে পদক্ষেপ নেয়া উচিত?
ক আইনের হাতে তুলে দেয়া
খ তাকে বুঝানো
গ সামাজিকভাবে বয়কট করা
ঘ দুর্নীতি সম্পর্কে তাকে সচেতন করা

৫৮. 'নিরপেক্ষতা' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?
ক সমাসযোগে খ প্রত্যয়যোগে
গ উপসর্গযোগে ঘ সন্ধিযোগে

৫৯. 'সুশীল' শব্দটির 'সু' উপসর্গটি কোন জাতীয় উপসর্গ ?
ক বাংলা খ তৎসম
গ ফারসি ঘ ফরাসি

৬০. 'Transparency' শব্দটির পরিভাষা বলতে কোনটি সমর্থনযোগ্য?
ক যথার্থতা খ স্বচ্ছতা
গ বৈধতা ঘ নিরপেক্ষতা

৬১. 'অধিকার' শব্দটির 'অধি' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক উপরি অর্থে খ ব্যাপ্ত অর্থে
গ আধিপত্য অর্থে ঘ সম্মান অর্থে

৬২. 'Reliability' শব্দের অর্থ কী ?
ক স্বচ্ছতা খ নির্ভরযোগ্যতা
গ যথার্থতা ঘ নির্ভুলতা

৬৩. 'বাংলাদেশের প্রশাসন ঔপনিবেশিক আমলের উত্তরাধিকার'- এ বক্তব্যে কোন তথ্যের আভাস আছে?
ক বাংলাদেশ কখনও পরাধীন ছিল না
খ বাংলাদেশ বিদেশিদের শাসনাধীন ছিল
গ বাংলাদেশ কখনো উপনিবেশ ছিল না
ঘ অন্য দেশে বাংলাদেশের উপনিবেশ ছিল

৬৪. দুর্নীতির প্রধান কারণ কোনটি?
ক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
খ মূল্যবোধের অবক্ষয়
গ স্বচ্ছতার অভাব
ঘ ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধার

৬৫. প্রকৃত গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায়-
ক রাজনৈতিক অস্থিরতা খ দুর্নীতি
গ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ঘ স্বৈরতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

৬৬. দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য রাজনীতিবিদের কোন জিনিসটি সবচেয়ে বেশি দরকার?
ক সদিচ্ছা খ সুশিক্ষা
গ প্রশিক্ষণ ঘ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

৬৭. বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর সমস্যা কোনটি?
ক দারিদ্র্য খ প্রাকৃতিক দুর্যোগ
গ সাম্প্রদায়িকতা ঘ দুর্নীতি

৬৮. একটি রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে–
ক পুলিশ খ সেনাপ্রধান
গ জনপ্রশাসন ঘ আদালত

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৬৯. ছিন্নমূল মানসিকতা থেকে যে দুর্নীতির উদ্ভব তা মূলত রাতারাতি-
ক) সুনাম অর্জন খ) অর্থ অনুসন্ধান
গ) আরাধনার ফল ঘ) পরিচিতি লাভের উপায়

৭০. সুশীল সমাজের সদস্যদের কাজ কী?
ক) সরকারের বিরূপ সমালোচনার জন্য উদগ্রীব থাকা
খ) রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারকে যৌক্তিক সমালোচনা করা
গ) সরকারকে নির্বিচারে প্রশংসা করা
ঘ) সরকারের বিভিন্ন দোষ নিয়ে অহেতুক ঝামেলা করা

৭১. রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে 'স্বচ্ছতা' শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয় কারণ-
ক) শব্দটি নতুন তাই জনগণের আগ্রহ বেশি
খ) আলোকভেদী স্বচ্ছ কাগজের মতো রাষ্ট্রের সব কাজ দৃষ্টিগ্রাহ্য ও বোধগম্য হওয়া উচিত
গ) দায়বদ্ধতার প্রতিশ্রুতি ও দায়দায়িত্বের স্বীকারোক্তি
ঘ) স্বচ্ছতার মাধ্যমে গণতন্ত্রের চর্চা হয়

৭২. 'দুর্নীতি,উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট কোনটি?
ক) বর্তমান অবস্থা খ) অতীত অবস্থা
গ) মধ্যযুগের অবস্থা ঘ) প্রাচীন যুগের অবস্থা

৭৩. 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' কোন ধরনের রচনা?
ক) বক্তব্যমূলক খ) সচেতনতামূলক
গ) মৌলিক ঘ) সময়চেতনামূলক

৭৪. জাতীয় উন্নয়নের প্রধান শত্রু কোনটি?
ক) সুনীতি খ) সমাজনীতি
গ) অর্থনীতি ঘ) দুর্নীতি

৭৫. দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জন করতে কী প্রয়োজন?
ক) রাজনৈতিক অঙ্গীকার খ) মনোবল
গ) সাহসিকতা ঘ) প্রচেষ্টা

৭৬. বিশ্বের প্রতিটি দেশেই কমবেশি কী হয়?
ক) ভালো কাজ খ) উন্নয়নমূলক কাজ
গ) দুর্নীতি ঘ) মন্দ কাজ

৭৭. কী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন কার্যকর সংসদ?
ক) সুশাসন খ) গণতন্ত্র
গ) স্বচ্ছতা ঘ) মন্দকাজ

৭৮. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দুর্নীতির প্রভাব প্রধানত কয়টি?
ক) দুটি খ) তিনটি
গ) চারটি ঘ) পাঁচটি

৭৯. সুশাসন বলতে বুঝায়-
i. রাষ্ট্রের জনগণকে সুন্দরভাবে শাসন করা
ii. রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বত্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা
iii. রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i. খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) iii

৮০.দেশের সকল নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দারিদ্র্য দূরীভূত হবে-
i. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে
ii. সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে
iii. প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৮১. জাতীয় সততা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে-
i.বিচারব্যবস্থা ii.জনপ্রশাসন
iii.সুশীল সমাজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৮২. বাংলাদেশের দুর্নীতির ফলে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়-
i.উন্নয়নের ধীরগতি ii.সুশাসনের অভাব
iii.অর্থনৈতিক সাম্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i. খ) iii গ) i ও ii ঘ) i ও iii

৮৩. সম্পদের প্রাপ্যতা কমে যাওয়া হচ্ছে দুর্নীতির -
i.সামাজিক প্রভাব ii.অর্থনৈতিক প্রভাব
iii.রাজনৈতিক প্রভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i. খ) ii গ) i ও iii ঘ) iii

৮৪. দুর্নীতি হচ্ছে-
i. সরকারি কর্মচারীকে অপরাধে সহায়তা করা
ii. ঘুষ গ্রহণ ও ঘুষ প্রদান
iii. অসৎ উদ্দেশ্যে ভুল নথিপত্র প্রস্তুত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৮৫. দুর্নীতির আইনগত ও প্রশাসনিক কারণ হলো-
i. জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অকার্যকারিতা
ii. রাজনৈতিক প্রভাব

iii. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

৮৬. দুর্নীতির মুখ্য প্রভাব হলো–
i. অর্থনৈতিক প্রভাব ii. রাজনৈতিক প্রভাব
iii. সামাজিক প্রভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i, iii ঘ i, ii ও iii

৮৭. 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে ব্যবহৃত সমাসবদ্ধ শব্দগুলো হচ্ছে-
i. গণতন্ত্র ii. স্বচ্ছতা
iii. অমান্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও iii ঘ iii

৮৮. 'দুর্নীতি,উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে ব্যবহৃত সন্ধিযোগে গঠিত শব্দগুলো হলো–
i. দুর্নীতি ii. নিম্নোক্ত
iii. জনৈক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i, ii গ i, ii ও iii ঘ i ও iii

৮৯. 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দগুলো হলো–
i. স্বচ্ছতা
ii. নিরপেক্ষতা
iii. দুর্নীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৯০. দুর্নীতির অর্থনৈতিক প্রভাব-
i.জীবন যাত্রার ব্যয় বাড়ে
ii.উন্নয়ন ব্যাহত হয়
iii.রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i, ii ও iii ঘ i ও iii

৯১. দুর্নীতির সামাজিক প্রভাব হল-
i. ধনী-দরিদ্রের আয়ের বৈষম্য বাড়ে
ii. মানব উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়
iii. প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i,ii গ iii ঘ i ও iii

৯২. 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে-
i. দুর্নীতির স্বরূপ
ii. দুর্নীতির কারণ ও প্রতিকার
iii. আইন-কানুন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i,ii,iii.

৯৩. দুর্নীতি সৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক কারণগুলো হলো–
i. ক্রমবর্ধমান ভোগবাদী প্রবণতা
ii. আয়ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতা
iii. তথ্যে অধিকারের অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

৯৪. তথ্য না পাওয়ার সঙ্গে যেসব বিষয় জড়িত সেগুলো হচ্ছে –
i. স্বচ্ছতা ও সুশাসন
ii. জবাবদিহিতা
iii. একনায়কতন্ত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii গ iii ঘ ii ও iii

৯৫. আব্রাহাম লিংকনের মতে গণতান্ত্রিক সরকারের সংজ্ঞা কী?
i. জনগণের জন্য
ii. জনগণের দ্বারা নির্বাচিত
iii. জনগণের সরকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii.

৯৬. 'সিন্ডিকেট' কথাটির অর্থ হলো–
i. সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ ছাপা হওয়া
ii. অশুভ ব্যবসায়িক গোষ্ঠি
iii. যারা সবাই মিলে জিনিসের দাম বাড়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ iii ঘ ii ও iii

৯৭. দুর্নীতি দমন কমিশন-এর তদন্ত কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে দরকার-
i. পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ
ii. কর্মীদের জবাবদিহিতা
iii. ভালো কাজের জন্য পুরস্কার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ ii ও iii

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ

৯৮. দুর্নীতি দমন কমিশনের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত?
i. দল নিরপেক্ষ
ii. স্বাধীন
iii. সক্রিয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ● i, ii ও iii ⓖ iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় ও ৯৯ ও ১০০ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে রয়েছে বিপুল সম্ভাবনাময় মানব সম্পদ। কিন্তু দুর্নীতির কারণে বৈচিত্র্যময় এই প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তিকে যথোপযুক্ত কাজে লাগানো যাচ্ছে না। ফলে যেসব স্বপ্ন নিয়ে ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে এই দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে তার অধিকাংশই এখনো পূরণ হয়নি।

৯৯. উন্নয়নশীল দেশের একটি বৈশিষ্ট্য হলো–
ক মাথাপিছু আয়ের স্থিতিশীলতা
খ মাথাপিছু আয়ের অস্থিতিশীলতা
● গ মাথা পিছু আয়ের ক্রমোন্নতি
ঘ মাথাপিছু আয়ের ক্রমাবনতি

১০০. ১৯৭১ সালে ৩০লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে-
i. উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গড়ে ওঠার স্বপ্ন নিয়ে
ii. একটি শোষণ ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে
iii. দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● খ ii গ iii ঘ i, iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০১ – ১০৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মামুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করেছে। বর্তমানে সে চাকরি খুঁজছে, কিন্তু দুর্নীতির কারণে মেধা থাকা সত্ত্বেও সে কোনো উপযুক্ত চাকরি পাচ্ছে না। প্রতিটি চাকরির লিখিত পরীক্ষায় সে যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেও মৌখিক পরীক্ষায় গিয়ে বাদ পড়ে যাচ্ছে। ইদানীং তাই তার মধ্যে এক ধরনের হতাশা দানা বাঁধছে।

১০১. দুর্নীতি কীভাবে জাতিকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে?
● ক মানুষকে হতাশ করে
খ অন্যায় কাজ করিয়ে
গ নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে
ঘ নৈতিকতা ধ্বংস করে

১০২. উদ্দীপকের মামুনের হতাশ হওয়ার জন্য দায়ী-
i. বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা
ii. প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব
iii. নৈতিকতার অবক্ষয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ● ঘ i, ii ও iii.

১০৩. দুর্নীতি কীভাবে রোধ করা যায়?
i. রাজনৈতিক সদিচ্ছা দ্বারা
ii. কার্যকর সংসদ দ্বারা
iii.আইনের শাসন দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● গ i, ii ও iii ঘ ii ও iii

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

অপরাহ্নের গল্প

হুমায়ূন আহমেদ

◘ লেখক পরিচিতি

বাংলাদেশের সমসাময়িক সাহিত্যজগতে সর্বাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক, নন্দিত লেখক, নাট্যকার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদ এক যাদুকরী নাম। এ অঙ্গনে মূলত ঔপন্যাসিক হিসেবেই তার যাত্রা শুরু। হুমায়ূন আহমেদ-এর প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। এই অর্থে তাঁকে সমকালীন আখ্যানকারও বলা যায়। তাঁর আর একটি অপূর্ব সাহিত্যকর্ম হলো 'শঙ্খনীল কারাগার'। পিতা ফয়জুর রহমান আহমেদ (মুক্তিযুদ্ধে শহীদ) ও মাতা আয়েশা ফয়েজের তিন পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে তিনি সবার বড়। রসায়নের মেধাবী ছাত্র ড. হুমায়ূন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। তিনি নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পলিমার কেমিস্ট্রিতে গবেষণার জন্য পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। অধ্যাপক হুমায়ূন আহমেদ ১৯৮১ সালে সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' ছাড়াও ১৯৯৪ সালে পান সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান– একুশে পদক। এছাড়াও তিনি শিশু একাডেমী পুরস্কার, মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার, জয়নুল আবেদিন স্বর্ণপদকসহ নানা পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছায়াছবি 'আগুনের পরশমণি' শ্রেষ্ঠ ছবিসহ ৮টি শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে।

জন্ম : ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১৩ নভেম্বর ময়মনসিংহ (বর্তমান নেত্রকোণা) জেলার কুতুবপুর গ্রামে।

মৃত্যু : ২০ জুলাই, ২০১২ (বৃহস্পতিবার), যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বেলভ্যু হাসপাতালে (বাংলাদেশ সময় রাত ১১:২০ এবং যুক্তরাষ্ট্র সময় দুপুর ১:২০ মিনিটে)।

◘ রচনাবলি

মিসির আলি অমনিবাস, শ্যামল ছায়া, দারুচিনি দ্বীপ, ছায়াবীথি, সায়েন্স ফিকশন সমগ্র ইত্যাদি।

◘ শব্দার্থ ও টীকা

আড়ম্বর : জাঁকজমক।
কঙ্কালসার : হাড়-পাঁজর মাত্র অবশিষ্ট আছে এমন।
অভিশাপ : অভিসম্পাত, অনিষ্টকামনা।
সংক্রমিত : এক দেহ থেকে অন্য দেহে সঞ্চারিত।
সমকামী : সমলিঙ্গভুক্ত যৌনকামী।
ট্যাবু (Taboo) : নিষিদ্ধ। অলঙ্ঘনীয়।
ভাইরাস (Virus) : সংক্রামক রোগের বীজ।
ডকুমেন্টারি (Documentary) : প্রামাণ্য চিত্র।

স্পেডকে স্পেড বলা : গল্পে 'বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে নেয়া' অর্থে ব্যবহৃত।
লসিকা গ্রন্থি (lymph Gland) : লসিকা গ্রন্থি হচ্ছে এমন এক ধরনের গ্রন্থি যা শরীরকে বিভিন্ন জীবাণু ও ক্ষতিকর কোষের হাত থেকে রক্ষা করে। সাধারণত মানুষের ঘাড়ে, বগলে ও কুঁচকিতে লসিকা গ্রন্থি বেশি থাকে।
এইডস্ (AIDS - Acquired Immune Defidciency Syndrome) : এইডস্ এক ধরনের ভাইরাসঘটিত রোগ, যা মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে মৃত্যু ঘটায়।

◘ বানান সতর্কতা :

ব্যাধি, কুষ্ঠ, ভবিষ্যৎ, রোগগ্রস্ত, অস্বস্তি, অপরাহ্ন।

 Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

❒ নমুনা প্রশ্নাবলি ❒

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. এইডস রোগটি কখন প্রথম ধরা পড়ে?

ক. ১৯৮১ সালে খ. ১৯৮৩ সালে
গ. ১৯৮৭ সালে ঘ. ১৯৯৪ সালে

২. বাংলাদেশের মেয়েরা এইডস রোগের ঝুঁকির মধ্যে আছে। কারণ, এখানে-

i. যৌনতা বিষয়টি গোপনীয় ও লজ্জাকর
ii. যৌন শিক্ষার প্রচলন নেই
iii. সামাজিকভাবে মেয়েদের অবস্থান দুর্বল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং এর ভিত্তিতে ৩ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

তরুণ মফিজ এইডস রোগে আক্রান্ত। সম্প্রতি সে বিয়ে করেছে।

৩. মফিজ কোনটি থেকে বিরত থাকবে?

ক. একত্রে খাওয়া-দাওয়া
খ. একই বিছানা ব্যবহার
গ. সন্তান নেয়ার চেষ্টা
ঘ.একই গোসলখানা ব্যবহার

৪. মফিজ এবং তার স্ত্রীর জন্য কোনটি আবশ্যক?

ক. বিবাহবিচ্ছেদ খ. পৃথক বিছানা
গ. কনডম ব্যবহার ঘ. ভিন্ন খাবার

৫. স্ত্রীকে নিয়ে মফিজ স্বাভাবিক সংসার করতে পারবে যদি তারা-

i. যৌন মিলনে নিরাপদ থাকে
ii. পৃথক বিছানা ব্যবহার করে
iii. সন্তান আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সৈয়দ সাহেব যখন নয় বছরের কুসুমকে তুলে আনলেন তখনও বোঝা যাচ্ছিল না সে বেঁচে আছে কিনা! এ অবস্থায় তিনি ভাবছেন, এই তো সেদিন ওর বাবা বিদেশ থেকে এল। বাবা যেদিন মারা গেল সেদিন কুসুমের জন্ম। এতোদিন সে পরহেজগার মায়ের আশ্রয়ে পূর্ণ নিরাপত্তায় ছিল। গেল মাসে মেয়েটির মাও মারা গেল। কত মানুষেরই তো মা-বাবা থাকে না। তাই বলে আত্মহত্যা! অনেক চেষ্টায় কুসুমের জ্ঞান ফিরলে জানা গেল তার রক্তে HIV পজেটিভ পাওয়া গেছে। তার মায়ের মৃত্যুর কারণও তাই। আপন ভাই-বোনেরা তাকে একঘরে করে দিয়েছে। কেউ তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে না। মেলামেশা করে না। এমনকি কথা পর্যন্ত বলে না।

ক. HIV রোগ প্রথম কোথায় ধরা পড়ে?
খ. এ দেশে যৌনতা বিষয়কে ‘ট্যাবু’ বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
গ. ‘অপরাহ্ণের গল্প’ অবলম্বনে কুসুমের HIV আক্রান্ত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সৈয়দ সাহেব কুসুমকে উদ্ধার করে HIV সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়েছেন– ‘অপরাহ্ণের গল্প’ অবলম্বনে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. মাজহার সাহেব বেসরকারি সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। অফিসের কাজে তিনি রংপুরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় পড়েন। গুরুতরভাবে আহত মাজহার সাহেবকে নিকটস্থ হাসপাতালে নেয়া হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে তাকে রক্ত দেয়া হয়। মাসখানেক পরে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু ছয় মাস পরে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পারলেন, তিনি HIV-তে আক্রান্ত। তিনি বুঝতে পারলেন, দুর্ঘটনার সময় তিনি জীবন বাঁচাতে যে রক্ত গ্রহণ করেছিলেন আজ সেই রক্তই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ক. আব্দুল মজিদ কোথায় কাজ করতেন?
খ. 'রোগকে ঘৃণা করা যায়, রোগী নয়।'- এর দ্বারা লেখক কী বুঝিয়েছেন?
গ. মাজহার সাহেবের HIV ভাইরাসে আক্রান্ত হবার কারণ 'অপরাহ্নের গল্পে' কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'মাজহার সাহেব দুর্ঘটনার সময় জীবন বাঁচাতে যে রক্ত গ্রহণ করেছেন আজ তাই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' উক্তিটির তাৎপর্যতা 'অপরাহ্নের গল্পের' আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বৃদ্ধ মা, স্ত্রী আর তিন সন্তান নিয়ে আবু বকরের সংসার। জীবিকার তাগিদে ঢাকায় চাকরি করলেও স্বল্প আয়ের কারণে পরিবারকে সে নিজের কাছে আনতে পারে না। তাই অশিক্ষিত স্ত্রী তার শাশুড়ি আর সন্তান নিয়ে গ্রামে বাস করে। ইদানিং শরীরটা বেশ ক্লান্ত আর দুর্বল লাগায় ডাক্তার দেখায় আবু বকর। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সে জানতে পারে তার এইডস হয়েছে। সে বুঝতে পারে, নিজের দোষেই সে এ রোগটি বাঁধিয়েছে। জীবনকে এতো দ্রুত বিদায় দিতে হবে– এ কথা ভাবতেই সে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ক. Human Immune Deficiency Virus– এর সংক্ষিপ্ত রূপ কী?
খ. আব্দুল মজিদ একটু পর পর হা করে নিঃশ্বাস নিতো কেন?
গ. আবু বকর আর মজিদের করুণ পরিণতি একই সূত্রে গাঁথা– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'অপরাহ্নের গল্প' এর আলোকে আবু বকরের করুণ পরিণতির বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) Human Immune Deficiency Virus– এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো HIV।

খ) আব্দুল মজিদ ছিলেন একজন এইডস রোগী। জীবিকার তাগিদে ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে তিনি খারাপ মেয়ে মানুষের সাথে মেলামেশা করায় তার মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ ঘটে। Human Immune Deficiency Virus (HIV) নামক এক ধরনের ভাইরাসের মাধ্যমে মানুষের দেহে এ রোগটি সংক্রমিত হয়। কোনো ধরনের লক্ষণ প্রকাশ না করেই দীর্ঘদিন এটি মানুষের দেহে সুপ্ত থাকতে পারে। আর দশটি রোগের মতো এটি কোনো সাধারণ রোগ নয়। এটি একটি মরণব্যাধি। অথচ এ রোগের জটিল কোনো লক্ষণ নেই। কারও এইডস হলে থেকে থেকে জ্বর, ডায়রিয়া, দুর্বলতা ও লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়ার মতো সাধারণ কিছু উপসর্গ দেখা দেয়। তারপর এক সময় তা সংহারক মূর্তি ধারণ করে। এ রোগ হলে দিনে দিনে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে অন্য যে কোনো রোগ বিনা বাধায় তার দেহে বাসা বাঁধতে পারে। এর ফলেই ধুঁকে ধুঁকে এক সময় রোগী মারা যায়। মৃত্যুর পূর্বে এইডস রোগীদের শরীর একদম ভেঙে যায়। তাদের দেখতে অনেকটা কঙ্কালের মতো মনে হয়। এ সময় তারা ভালোভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসও নিতে পারে না। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে বার বার তাদের মুখ হা হয়ে যায়। এ কারণেই অপরাহ্নের গল্পের এইডস রোগী আব্দুল মজিদ একটু পর পর হা করে নিঃশ্বাস নিতেন।

গ) আব্দুল মজিদ হুমায়ূন আহমেদের 'অপরাহ্নের গল্প' প্রবন্ধের একটি বিশেষ চরিত্র। অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্য জীবিকার তাগিদে এক সময় তিনি ইন্দোনেশিয়ায় যান। সেখানে যাওয়ার পর জৈবিক তাড়নায় খারাপ মেয়ে মানুষের সাথে মেলামেশা করে তিনি এইডসে আক্রান্ত হন। এরপর অসুস্থ অবস্থায় তাকে দেশে ফিরে আসতে হয়। উদ্দীপকের আবু বকরও জীবিকার তাগিদে এক সময় ঢাকায় চাকরি করতে যান। স্বল্প আয়ের কারণে তিনি তার পরিবারকে নিজের কাছে নিতে পারেন না। ফলে মজিদের মতো তাকেও এক সময় খারাপ মেয়ে মানুষের সাথে মেলামেশা করতে হয়। এর ফলে তিনিও এইডসে আক্রান্ত হন। অপরাহ্নের

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

গল্পে মজিদের মৃত্যু হলেও উদ্দীপকে আবু বকরের মৃত্যু হয়নি। তবে কিছুদিন পর তাকেও মজিদের মতোই পরিণতি ভোগ করতে হবে। কেননা, পৃথিবীতে এখনো এইডস এর কোনো কার্যকর ঔষধ বা প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি। তাই এইডস এর অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। এ কারণেই বলা যায়, উদ্দীপকের আবু বকর আর অপরাহ্ণের গল্পের মজিদের করুণ পরিণতি একই সূত্রে গাঁথা।

ঘ) জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ তাঁর 'অপরাহ্ণের গল্প' প্রবন্ধটিতে মরণব্যাধি এইডস এর ভয়াবহতা এবং এর পরিণাম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। বিষয়টি উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি আব্দুল মজিদ নামের একজন এইডস রোগীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। এই আব্দুল মজিদ জীবিকার প্রয়োজনে ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে অনৈতিক ও অনিরাপদ যৌনাচারে লিপ্ত হন। রক্ত, বীর্য ও মায়ের দুধ– এই তিন ধরনের তরল পদার্থের মাধ্যমে মানুষের দেহে এইডস ছড়ায়। তাই অনিরাপদ যৌনমিলনের কারণে বীর্যের মাধ্যমে মজিদের দেহে এইডসের সংক্রমণ ঘটে।

এইডস একটি মরণব্যাধি। এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের ঔষধ বা প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়ায় এ রোগের একমাত্র পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। এ কারণে মজিদও অকাল মৃত্যুর শিকার হন। উদ্দীপকের আবু বকরও মজিদের মতো জীবিকার প্রয়োজনে ঢাকায় আসেন। ঢাকায় এসে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে পরিবারকে তিনি সাথে রাখতে পারেন নি। ফলে মজিদের মতোই স্বাভাবিক জৈবিক তাড়নায় তিনি বিপথগামী হন। প্রথমে এটাকে তেমন গুরুত্ব না দিলেও পরে তিনি বুঝতে পারেন, কাজটি ঠিক হয়নি। কিন্তু তখন তার কোনো উপায় থাকে না। কেননা, অনৈতিক ও অনিরাপদ যৌনাচারের মাধ্যমে ততোদিনে তিনি মরণব্যাধি এইডসে আক্রান্ত হয়ে গেছেন।

এইডস আক্রান্ত হওয়ার পর দেশে ফিরে আসলে মজিদ তার পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান থেকে ছিটকে পড়েন। কেননা, অনৈতিক ও অসংযত যৌনাচারের সাথে সরাসরি সম্পর্ক থাকায় বিষয়টিকে সবাই পাপের ফল বলে মনে করে। এ জন্য এইডস রোগীকে সবাই ঘৃণার চোখে দেখে এবং এড়িয়ে চলে। কেবল সমাজ নয়, পরিবারের লোকজনও এইডস রোগীদের ঘৃণা করে। ফলে তারা কোনো মানবিক সহানুভূতিও পায় না। এমনকি সামাজিক সচেতনতার অভাবে তাদের ন্যূনতম সুচিকিৎসারও ব্যবস্থা হয় না। ফলে অত্যন্ত করুণভাবে তিলে তিলে তাদের মরতে হয়। এছাড়া, কুষ্ঠ রোগের মতো এইডস একটি ছোঁয়াচে রোগ– এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পরিবার-পরিজনসহ সবাই তাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকে। এ কারণে মজিদকে এক ভয়ানক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়। উদ্দীপকের আবু বকর যেহেতু এইডসে আক্রান্ত হয়েছে সেহেতু তাকেও প্রায় একই ধরনের করুণ পরিণতির শিকার হতে হবে। এছাড়া, তিনি তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায় তার এই পরিণতির জন্য গোটা সংসারেই এক মহা বিপর্যয় নেমে আসবে।

তাই মজিদ ও আবু বকরের মতো আর কেউ যেন এমন করুণ পরিস্থিতির শিকার না হয়, সে জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। দেশের মানুষকে মরণব্যাধি এইডস এর ভয়াবহ থাবা থেকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী সামিয়া জাহান মাস্টার্স পাশ করার পর এম.ফিল করছে। তার গবেষণার বিষয় এইডস ও বাংলাদেশ। সে তার গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য ঢাকার মহাখালিস্থ ICDDRB-তে গিয়ে অনেক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার পর বাংলাদেশে এইডস রোগীর পরিসংখ্যান দেখে কিছুটা স্বস্তি পেলেও এর সম্ভাব্য ভয়াবহতার কথা ভেবে সে শিউরে ওঠে।

ক. UNAIDS এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে এইডস রোগীর সংখ্যা কত ছিল?
খ. 'পাগলা ঘোড়া যে কোনো সময় লাগামছাড়া হতে পারে'– বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
গ. অপরাহ্ণের গল্পে উদ্দীপকের বিষয়টি কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'এর সম্ভাব্য ভয়াবহতার কথা ভেবে সে শিউরে ওঠে'– অপরাহ্ণের গল্পের আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) UNAIDS এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে এইডস রোগীর সংখ্যা ছিল ১৩৪।

খ) বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক বীভৎস ও অপ্রতিরোধ্য ব্যাধির নাম এইডস। হুমায়ূন আহমেদ রচিত 'অপরাহ্ণের গল্পে'র তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, সাহারা মরুভূমির চারপাশের আটচল্লিশটি দেশে মানুষের মৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে এই এইডস। বিশ্বের অনেক দেশের পাশাপাশি আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত, নেপাল, বার্মা, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডে ভয়াবহভাবে এ রোগ ছড়িয়ে পড়লেও বাংলাদেশে এখনও এর ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়নি। এদিক থেকে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ এখনো ভালো অবস্থানে আছে।

UNAIDS-এর এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়, ২০০৫ সালে বিশ্বে এইচআইভি সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা চার কোটির বেশি হলেও বাংলাদেশে এ সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৫৮। এ সময় এইডস রোগীর সংখ্যা ছিল ১৩৪ এবং এ রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৭৪। প্রবন্ধটিতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়, এ পরিসংখ্যানে আনন্দে উল্লসিত হবার কিছু নেই। কেননা, বাংলাদেশে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা এক বছরে ৬৫৮ থেকে বেড়ে ৮৭৪ জনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১৩৪ থেকে ২৪০ জনে। আর মৃতের সংখ্যা ৭৪ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০৯ জনে। আর এ পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায়, আমাদের দেশে এ রোগের সংক্রমণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সময় মতো সতর্ক না হলে যে কোনো সময় এখানে এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। এমনকি এইডস আক্রান্তের এই সংখ্যা যে কোনো সময় বিপদসীমাও অতিক্রম করতে পারে। পাগলা ঘোড়ার লাগামছাড়া হওয়া কথাটির মধ্য দিয়ে মূলত এ ধরনের সম্ভাব্য ভয়াবহতার কথাটিই বুঝানো হয়েছে।

গ) হুমায়ূন আহমেদ তাঁর 'অপরাহ্ণের গল্প' প্রবন্ধে মরণব্যাধি এইডস এর বিভিন্ন দিক আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশে এর প্রভাব ও অবস্থান সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক মন্তব্যসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছেন। এসব তথ্যে তিনি বলেছেন, ২০০৫ সালে প্রকাশিত UNAIDS এর এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা ৬৫৮ হলেও এক বছরের ব্যবধানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৭৪ জনে। এ সময়ে এইডস রোগীর সংখ্যা ১৩৪ থেকে ২৪০ এবং এ রোগে মৃতের সংখ্যা ৭৪ থেকে ১০৯ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পরিসংখ্যান থেকে বুঝা যায়, ব্যাপক হারে না হলেও এ ধরনের রোগীর সংখ্যা এ দেশে ক্রমশ বাড়ছে। তাই আপাতত স্বস্তির কারণ হলেও ভবিষ্যতের জন্য এটা বড় ধরনের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে ওঠতে পারে। সময়মতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে এটা এক সময় চরম মানবিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে ওঠতে পারে। 'এইডস ও বাংলাদেশ' বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এসব কারণেই সামিয়া জাহান শিউরে ওঠে। এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সে যখন ঢাকার মহাখালিস্থ ICDDRB এ যায়, তখনই তার সামনে বাংলাদেশের এইডস পরিস্থিতির একটি বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। সংগৃহীত তথ্য থেকে সে এমন কিছু ইঙ্গিত পায় যা তার মধ্যে একটি সম্ভাব্য ভয়াবহতার আশঙ্কা সৃষ্টি করে। কেননা, তখনও সে পরিসংখ্যানে এমন কোনো তথ্য পায় না, যা উদ্বেগজনক। কিন্তু তারপরও এতে এমন কিছু তথ্য ছিল যা ভবিষ্যতের জন্য তাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে হুমায়ূন আহমেদও তাঁর 'অপরাহ্ণের গল্প' প্রবন্ধে এ ধরনের একটি ভয়াবহ আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন।

ঘ) বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে ভয়াবহ রোগটির নাম হলো এইডস। এ রোগের কারণে সমগ্র মানব সভ্যতা আজ এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এ রোগের প্রাদুর্ভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতাকেও যেন আজ ম্লান করে দিয়েছে।

সামিয়া তার গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বাংলাদেশের এইডস সম্পর্কে যে সব তথ্য পায়, তাতে বর্তমান পরিসংখ্যানে সে স্বস্তি লাভ করলেও এর সম্ভাব্য ভয়াবহতা নিয়ে শিউরে ওঠে। হুমায়ূন আহমেদও তাঁর অপরাহ্ণের গল্পে ঠিক একই ধরনের তথ্য দিয়েছেন। তাই এ দেশকে এইডস এর ভয়াবহ ছোবল থেকে বাঁচাতে হলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এখন থেকেই ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

যৌন শিক্ষার ব্যাপারে জাতীয়ভাবে আমরা যে পশ্চাদপদতায় ভুগছি এখন থেকেই তা দূর করতে হবে। এর জন্য পাঠ্যসূচিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে এটিকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে পাঠ্যবিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে এ জন্য সমন্বিত কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

বেসরকারি গণমাধ্যমকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রচার করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। এ রোগ বিস্তারে সহায়ক ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে তার প্রতি সরকারের নজরদারি বাড়াতে হবে। অসংযত ও অনৈতিক যৌনাচার বন্ধের লক্ষ্যে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধির জন্য ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। এ সবের মাধ্যমে এক ধরনের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলে দিনে দিনে তাকে জোরদার করতে হবে। এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলেই বাংলাদেশকে এইডসের সম্ভাব্য ভয়াবহতা থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে। যে জাতি মুক্তিযুদ্ধ করে নিজের দেশকে স্বাধীন করতে পারে সে জাতি এইডসের মতো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অবশ্যই জয়ী হবে। এ জন্য দরকার শুধু একটু উদ্যোগ আর সাহসিকতার সাথে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন।

৩. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ক. এইডস রোগটি প্রথম কাদের মধ্যে ধরা পড়ে?

খ. মজিদের স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন কেন?

গ. উদ্দীপকের আলোকচিত্রের সাথে মজিদের মিল-অমিলগুলো তুলে ধরো।

ঘ. 'রোগকে ঘৃণা করা যায়, রোগীকে কেন?'– উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) এইডস রোগটি প্রথম ধরা পড়ে সমকামীদের মধ্যে।

খ) হুমায়ূন আহমেদ রচিত 'অপরাহ্ণের গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধের একটি বিশেষ চরিত্র হলো আব্দুল মজিদ। আর্থিক সচ্ছলতার জন্য পরিবার-পরিজন ফেলে তিনি সুদূর ইন্দোনেশিয়ায় পাড়ি জমান। সেখানে গিয়ে তিনি তার জৈবিক তাড়নায় খারাপ মেয়েমানুষের সাথে মেলামেশা করেন। এর ফলে তার দেহে এইচআইভির সংক্রমণ ঘটে এবং তিনি এইডসে আক্রান্ত হন। রক্ত ও মায়ের দুধ থেকে মানুষের দেহে এ রোগ ছড়ালেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসংযত ও অনৈতিক যৌনাচার থেকে এ রোগের জন্ম হয়। তাই মানুষ এটিকে পাপের ফল হিসেবেই জানে। এ কারণে প্রকাশ্যে কেউ এ নিয়ে কোনো কথা বলতে চায় না। ফলে এ সম্পর্কে জনমনে অনেক বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এই বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতার কারণে অনেকেই এটাকে কলেরা ও কুষ্ঠ রোগের মতো ছোঁয়াচে রোগ বলে মনে করে। এ কারণে এইডস রোগীকে সবাই এড়িয়ে চলতে চায়। মজিদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাই তো তিনি যখন অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসেন তখন তার স্ত্রীও এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তার কাছ থেকে দূরে থাকতে চান। এরপর এ রোগ থেকে বাঁচার জন্য পাবিবারিক নিরাপত্তার কথা ভেবেই তিনি তার স্বামীকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে রেখে সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান।

গ) হুমায়ূন আহমেদ তাঁর 'অপরাহ্ণের গল্প' প্রবন্ধে মরণব্যাধি এইডস সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেছেন। এসব তথ্য উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি আব্দুল মজিদ নামের একজন এইডস রোগীর কথা বলেছেন। আর্থিক সচ্ছলতার জন্য জীবিকার তাগিদে এই আব্দুল মজিদ এক সময় ইন্দোনেশিয়ায় যান। সেখানে যাওয়ার পর জৈবিক তাড়নায় তিনি খারাপ মেয়ে মানুষের সাথে মেলামেশা করে এইডসে আক্রান্ত হন। এইডস একটি মরণব্যাধি। পৃথিবীতে এখনো এর কোনো কার্যকর প্রতিষেধক বা ঔষধ আবিষ্কার হয়নি। তাই এ রোগ হলে মানুষের একমাত্র পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগের তেমন কোনো লক্ষণ দৃশ্যমান না হলেও এক সময় তা সংহারক মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। তখন মানুষের শরীরে কোনো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। মানুষ তখন এতোটাই ক্ষীণকায় হয়ে পড়ে যে, তাকে দেখে অনেকটা কঙ্কালের মতোই মনে হয়। আব্দুল মজিদ সম্পর্কে লেখক যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। উদ্দীপকের চিত্রটিও আব্দুল

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

মজিদের মতো একজন এইডস রোগীর। তার দেহটিও অনেকটা কঙ্কালের মতো হয়ে গেছে। এদিক থেকে উদ্দীপকের আলোকচিত্রের সাথে মজিদের মিল থাকলেও, মজিদ কিন্তু এই লোকটির মতো চিকিৎসা সেবা পায়নি। বিনা চিকিৎসায় প্রায় আলো-বাতাসহীন একটি অন্ধকার কক্ষে তাকে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হয়েছে। পক্ষান্তরে উদ্দীপকের রোগীটি কিছুটা হলেও চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে। এদিক থেকে মজিদ ও উদ্দীপকের আলোকচিত্রের রোগীটির মধ্যে কিছুটা অমিল রয়েছে।

ঘ) এইডস আক্রান্ত মানুষের এক করুণ দৃষ্টান্ত নন্দিত কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ এর 'অপরাহ্নের গল্প' প্রবন্ধটির বিশেষ চরিত্র আব্দুল মজিদ। জীবিকার অন্বেষণে তিনি সিলেট থেকে পাড়ি জমিয়েছিলেন ইন্দোনেশিয়ায়। সেখানে গিয়ে অনৈতিক ও অনিরাপদ যৌনাচারের ফলে মরণব্যাধি এইডসে আক্রান্ত হন তিনি। এরপর দেশে ফিরে আসেন। এইডস সম্পর্কে সাধারণ মানুষের স্পষ্ট কোনো ধারণা না থাকায় তার পরিবারের লোকজনও এটাকে ছোঁয়াচে রোগ ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাই একান্ত কাছের মানুষরাও তার সংস্পর্শ থেকে দূরে চলে যায়। এমনকি এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে তার স্ত্রীও এক সময় বাবার বাড়ি চলে যান। এরপর স্বাভাবিকভাবে কেউ তার কাছে আসে না। তাকে খাবার দেয়া হয় জানালা দিয়ে। মজিদের আত্মীয়-স্বজনের এ ধরনের অমানবিক আচরণে লেখক খুবই মর্মাহত হন। তিনি মনে করেন, ঘাতক ব্যাধি এইডস কিংবা যে কোনো রোগ সম্পর্কে ঘৃণা বা আতঙ্ক থাকতে পারে, তাই বলে একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের সাথে এ ধরনের আচরণ মোটেও ঠিক নয়। এটা নিঃসন্দেহে একটি চরম অমানবিক ও দুঃখজনক ঘটনা।
পক্ষান্তরে উদ্দীপকের আলোকচিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে, মজিদের মতোই একজন এইডস রোগী মানুষের সহানুভূতি আর চিকিৎসা নিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ মানুষের কাছ থেকে এটুকু সহানুভূতি আর সেবা নিশ্চয় আশা করতে পারে। তাই এইডস রোগের প্রতি ঘৃণা থাকা সঙ্গত হলেও এইডস আক্রান্ত রোগীর প্রতি আমাদের কোনো ঘৃণা বা অবহেলা থাকা উচিত নয়; বরং যতদিন বেঁচে থাকে ততোদিনই তাদের প্রতি আমাদের মানবিক ও সহানুভূতিশীল আচরণ করা উচিত।
আমরা যাতে আমাদের মানবিক অনুভূতিগুলোকে জাগ্রত করে এইডস রোগীদের ঘৃণা না করে সুগভীর মমতা আর পরম সহানুভূতি নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে যাই- সে লক্ষ্যেই লেখক তাঁর প্রবন্ধে আব্দুল মজিদের প্রসঙ্গ টেনে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

৪. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ক. ব্লাড ব্যাংকের রক্তে কী মিশে গেছে?
খ. 'স্পেডকে স্পেড বলাই বাঞ্ছনীয়'- কেন?
গ. চিত্রের কালো থাবার মধ্যেই এইডস প্রতিরোধের বিষয়টি নিহিত রয়েছে – 'অপরাহ্নের গল্প' -এর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ব্যাপক জনসচেতনতার মাধ্যমেই সম্ভব এইডস প্রতিরোধ করা- উদ্দীপক ও 'অপরাহ্নের গল্প' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ব্লাড ব্যাংকের রক্তে দূষিত রক্ত মিশে গেছে।

খ) হুমায়ূন আহমেদের 'অপরাহ্নের গল্প' প্রবন্ধে আলোচ্য উক্তিটি করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাধি হচ্ছে এইডস। এইচআইভি নামক এক ধরনের ভাইরাস থেকে এ রোগের উৎপত্তি। এ রোগের একমাত্র পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ যৌনমিলন বা তার শরীর থেকে রক্ত গ্রহণ, এইডস আক্রান্ত মায়ের দুধ পান কিংবা আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত সুচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহারের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ালেও এ রোগ বিস্তারের সবচেয়ে বড় কারণ

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

হচ্ছে অনিরাপদ যৌন মিলন। এ সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট অসচেতনতা রয়েছে। আর এ অসচেতনতার মূল কারণ হচ্ছে এ সম্পর্কিত শিক্ষার অভাব।

আমাদের সমাজে যৌনশিক্ষা এখনও একটি নিষিদ্ধ বিষয়। এছাড়া এ সংক্রান্ত কোনো খোলামেলা আলোচনাও সমাজের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। অথচ পৃথিবীতে এখনও এ রোগের কোনো প্রতিষেধক বা ঔষধ আবিস্কৃত হয়নি। তাই এর হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে ব্যাপক জনসচেতনতার মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা। আর এ রোগ প্রতিরোধের জন্য সবার আগে দরকার এ ব্যাপারে খোলামেলা আলোচনা। এমন একটি ভয়ানক বিষয়ে রাখঢাক করা আমাদের জনস্বাস্থ্যের জন্য এক বিরাট হুমকি। তাই এ সংক্রান্ত অবাধ তথ্য প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতেই লেখক আলোচ্য উক্তিটির অবতারণা করেছেন।

গ) এইডস একটি ঘাতক ব্যাধি। যে ভাইরাস থেকে এ রোগটির জন্ম হয় তার নাম Human Immune Deficiency Virus। সংক্ষেপে HIV। বীর্য, রক্ত ও মায়ের দুধ- এই তিন জাতীয় তরল পদার্থে এ ভাইরাসটি অবস্থান করে। এই তিন জাতীয় তরলের আদান-প্রদানে এ রোগ ছড়ায়। এইচআইভি আক্রান্ত কারও সাথে অনিরাপদ যৌন মিলন অথবা এ জাতীয় কারও দেহের রক্ত গ্রহণ কিংবা এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের দুধ পান করার মাধ্যমে এইডস-এর সৃষ্টি হয়।

চিত্রের কালো থাবাটি এইডস এর ভয়াবহতা নির্দেশ করলেও এর মাঝে আঁকা লাল রঙের ফিতা বা রিবন দ্বারা এইডস প্রতিরোধের বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে।

এখন পর্যন্ত ঘাতক ব্যাধি এইডস-এর কোনো কার্যকর ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। আমাদের পাশের দেশগুলোতে এইডস রোগ বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। আমাদের দেশের মেয়েদের অবস্থান খুবই দুর্বল। তাদের যৌন শিক্ষা নেই বললেই চলে। এইডস প্রতিরোধের জন্য এ বিষয়ে নারী-পুরুষ সর্বস্তরে খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এইডস বিষয়ক সভা-সেমিনার ও প্রচারণার মাধ্যমে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে হবে। তাহলেই এই ঘাতক ব্যাধিকে অনেকটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। চিত্রের কালো থাবার মধ্যে লাল রঙের যে রিবনটি রয়েছে তা এইডস প্রতিরোধের একটি সংকেত। এটি 'অপরাহ্ণের গল্পে' উল্লিখিত এইডস প্রতিরোধের বিষয়গুলোরই প্রতিনিধিত্ব করছে।

ঘ) প্রাবন্ধিক হুমায়ূন আহমেদ রচিত 'অপরাহ্ণের গল্প'- এইডস বিষয়ক জনসচেতনতামূলক একটি প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে এইডস এর ব্যাপকতা এবং এইডস প্রতিরোধে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

উদ্দীপকটি কেবল একটি 'হস্তচিত্র' নয়। কালো হাত দ্বারা এইডস এর ভয়াবহতা এবং হাতের মাঝে আঁকা রিবন দ্বারা এইডস প্রতিরোধের বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। অপরাহ্ণের গল্পে বাংলাদেশের বাইরে এইডস এর ভয়াবহ বিস্তার এবং বাংলাদেশে এর অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। এদেশে এখন পর্যন্ত এইডস বিষয়ক প্রচার তেমনভাবে হয়ে ওঠেনি। আর সবচেয়ে বড়কথা যে, আমাদের দেশে এ বিষয়ক আলোচনা এখনো ট্যাবু হয়ে আছে। ফলে এদেশের মেয়েরা এখনো অনেক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। অনিরাপদ কিংবা কনডমবিহীন যৌন মিলনে আপত্তি করার মতো সক্ষমতাও তাদের নেই। জনসচেতনতার অভাবেই এমনটি হচ্ছে। তাই একমাত্র ব্যাপক জনসচেতনতাই পারে এ পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটাতে। যেহেতু এখনো পৃথিবীতে এ রোগের কোনো প্রতিষেধক বা ঔষধ আবিস্কৃত হয়নি, সেহেতু এ জনসচেতনতাই এখন পর্যন্ত আমাদের একমাত্র ভরসা। তাই সবারই উচিত এ লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া– যাতে করে আমরা আমাদের এ দেশকে এইডসের ভয়াবহ কালো থাবা থেকে মুক্ত রাখতে পারি।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

রাসেল বদমেজাজি। আমেরিকায় যাবার পূর্বেও তার উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন নিয়ে এলাকায় বেশ রটনা ছিল। বছর না পেরোতেই আমেরিকা থেকে ফিরে এসে বিয়ের কাজটি সম্পন্ন করে আবারও সে আমেরিকায় চলে যায়। এরপর তার একটি কন্যাসন্তান হয়। জন্মের কিছুদিন পর থেকেই কন্যাটি ক্রমশ নিস্তেজ হতে থাকে। এক সময় সে হা করে নিঃশ্বাস নেয়া শুরু করে। মেয়েটি প্রায়ই ডায়রিয়া ও জ্বরে ভোগে। চিকিৎসকগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মেয়েটির দেহে এইচআইভি সনাক্ত করেন।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ক. আব্দুল মজিদ কোথায় কাজ করতো?

খ. শিশুদের এইডস হয় কেন?

গ. 'অপরাহ্ণের গল্পে' বর্ণিত কোন বিষয়টি উদ্দীপকে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের শিশুটির পরিণতির বিষয়টি 'অপরাহ্ণের গল্পের' আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) আব্দুল মজিদ ইন্দোনেশিয়ায় কাজ করতো।

খ) দুধ পান, রক্ত গ্রহণ বা পুরনো কোনো সিরিঞ্জ ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুরা এইডসে আক্রান্ত হতে পারে। এইচআইভি নামক এক ধরনের ভাইরাস থেকে এই এইডস রোগের জন্ম হয়। মায়ের দুধ, রক্ত বা বীর্যের মাধ্যমে মানুষের দেহে এর জীবাণু (HIV) প্রবেশ করতে পারে। একজন শিশু স্বাভাবিকভাবেই জন্মের পর তার মায়ের দুধ পান করে। সে দুধে যদি এইডস এর জীবাণু থাকে এবং মা যদি এ ব্যাপারে সচেতন না হন তবে এ দুধ পানের মাধ্যমে শিশুর দেহে এইডস ছড়াতে পারে। এছাড়া, শিশুর দেহে এইচআইভি বহনকারী কোনো রক্ত বা পুরনো সিরিঞ্জ প্রবেশ করালেও এ রোগের সংক্রমণ ঘটে। এভাবেই এইচআইভিযুক্ত মায়ের দুধ পান, এইচআইভিবাহী অনিরাপদ রক্ত গ্রহণ বা এইচআইভি বহনকারী কোনো পুরনো সিরিঞ্জ ব্যবহারের ফলেই শিশুদের এইডস হয়।

গ) উদ্দীপকে একটি শিশুর এইডস-এ আক্রান্ত হবার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। শিশুটির বাবা প্রথমে এইডস এ আক্রান্ত হয়; তারপর শিশুটির মা এবং এরপর শিশুটিও এ রোগে আক্রান্ত হয়। ফলে দুরন্ত শিশুটি ক্রমান্বয়ে নিস্তেজ হতে থাকে। প্রায়ই সে ডায়রিয়া ও জ্বরে ভোগে। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারি পরীক্ষায় তার দেহে মরণব্যাধি এইডস-এর জীবাণু এইচআইভি ধরা পড়ে।

'অপরাহ্ণের গল্প' রচনাটিতে এইডস- এর ভয়াবহতার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ রচনাটি থেকে জানা যায়, বীর্য, রক্ত ও মায়ের দুধের মধ্য দিয়ে মানব দেহে এই রোগের জীবাণু এইচআইভির সংক্রমণ ঘটে। অন্যান্য কারণের পাশাপাশি অনিরাপদ যৌন মিলনেও এইডস রোগ হয়। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত রাসেল যখন আমেরিকায় যায় তখন হয়তো অবাধ মেলামেশার সুযোগ নিয়ে সেখানে কোনো এইচআইভি বহনকারী মেয়েমানুষের সাথে অনিরাপদ যৌনমিলনে লিপ্ত হয়। এর ফলে তার দেহে এইচআইভি প্রবেশ করে। দেশে ফিরে এসে বিয়ে করার পর স্ত্রীর সাথেও সে অনিরাপদ যৌনমিলন থেকে বিরত থাকে নি। এ কারণে তার স্ত্রীর দেহেও এইচআইভি প্রবেশ করে। এরপর তার একটি কন্যাসন্তান হলে মাতৃদুগ্ধ পানের মাধ্যমে তার দেহেও এইচআইভির সংক্রমণ ঘটে। এর ফলেই শিশুটির দেহে ডাক্তারগণ এইচআইভি শনাক্ত করতে সমর্থ হন।

'অপরাহ্ণের গল্পে' অনিরাপদ যৌনমিলন ও মায়ের দুধের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণের যে তথ্য বর্ণিত হয়েছে শিশুটির দেহে এইচআইভি শনাক্তকরণের মাধ্যমে উদ্দীপকেও এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ) উদ্দীপকে রাসেলের উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন এবং তার কন্যাসন্তানটির এইচআইভিতে সংক্রমিত হবার কথা বলা হয়েছে।

'অপরাহ্ণের গল্পে' বর্ণিত তথ্যানুযায়ী HIV থেকে মরণব্যাধি এইডস এর সৃষ্টি হয়। এই এইচআইভির প্রধান কাজ হচ্ছে মানুষের শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া। বীর্য, রক্ত ও মায়ের দুধ– এ তিন জাতীয় তরল পদার্থের মাধ্যমে মানবদেহে এইচআইভি ছড়াতে পারে। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন মিলন, রক্ত আদান-প্রদান বা এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের দুধ পান করার মাধ্যমে এই রোগের জন্ম হয়।

'অপরাহ্ণের গল্পে'র মজিদ ও উদ্দীপকের শিশুটির মধ্য দিয়ে আমরা এর বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাই। মজিদ তার জীবিকার প্রয়োজনে অনেক আশা-ভরসা নিয়ে কাজ করতে যায় ইন্দোনেশিয়ায়। এরপর স্বাভাবিক যৌন চাহিদা মিটাতে সেখানকার পতিতাদের সান্নিধ্যে গেলে সে এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে সে যদি সচেতন হতো তবে তাকে এই ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হতো না। তার জীবনও অনিরাপদ হতো না। অপরদিকে রাসেলও তার পরিণতি সম্পর্কে সচেতন ছিল না। এ কারণেই তার কন্যাসন্তানটি এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়। তার কন্যার এইচআইভি শনাক্তকরণের মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হয়, সে নিজেও এইচআইভি বহন করছে এবং তার সাথে যৌনমিলনের ফলে তার স্ত্রীর দেহেও এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে। তাদের সবার

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ক্ষেত্রেই মজিদের মতো অসচেতনতা কাজ করেছে। আর এ কারণেই তারা মরণব্যাধি এইডস এর কবলে পড়েছে। তাই আমাদের সবার উচিত এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা। আর এ সতর্কতার জন্য সবার আগে দরকার ব্যাপক গণসচেতনতা এবং সংযম প্রদর্শন। অন্যথায় এ ঘাতকব্যাধি যে কোনো সময় আমাদের যে কারও সুখের সংসার তছনছ করে দিতে পারে।

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী নুসাইবা। তাকে ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য যেতে হয় সাভারের একটি পতিতাপল্লীতে। সেখানে জরিপ করতে গিয়ে সে আঁতকে ওঠে। জরিপে সে দেখতে পায় সেখানকার অনেক যৌনকর্মী এইচআইভিতে আক্রান্ত হলেও এ নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। নেই কোনো সচেতনতাও। কেউ কেউ এ রোগটির নাম শুনলেও এর ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

ক. খারাপ মেয়েমানুষের সাথে কার যোগাযোগ ছিল?

খ. 'এইডস - এর কপালে পাপের শাস্তির সিল ভালোমতো পড়েছে।'– কেন?

গ. উদ্দীপকের সাথে 'অপরাহ্ণের গল্প' প্রবন্ধের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'এর ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই' – 'অপরাহ্ণের গল্প' এর আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) খারাপ মেয়েমানুষের সাথে যোগাযোগ ছিল মজিদের।

খ) এইচআইভি নামক এক ধরনের ভাইরাস থেকে এইডস রোগটির জন্ম হয়। রক্ত, বীর্য ও মায়ের দুধ – এই দিন ধরনের তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে মানুষের দেহে এই ভাইরাসটি প্রবেশ করে। এ রোগের কারণ হিসেবে অনিরাপদ যৌন মিলন তথা বীর্যের বিষয়টি অনেকের জানা থাকলেও রক্ত ও মায়ের দুধের বিষয়টি অনেকের কাছেই অজানা। ফলে অসংযত ও অনৈতিক যৌনাচারের মাধ্যমে এইডস হয়– এখন পর্যন্ত এ ধারণাটিই আমাদের সমাজে বদ্ধমূল হয়ে আছে। অসংযত ও অনৈতিক যৌনাচার আমাদের সমাজে একই সাথে ঘৃণা ও পাপের বিষয়। তাই এইডসের সাথে যেহেতু অসংযত ও অনৈতিক যৌনাচারের সরাসরি সম্পৃক্ততা আছে, সেহেতু সমাজ এটাকে এখনো পাপের ফল হিসেবেই গণ্য করে। সমাজের এ দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রকাশ করতে গিয়েই 'এইডস - এর কপালে পাপের শাস্তির সিল ভালোমতো পড়েছে' কথাটি বলা হয়েছে।

গ) এইডস রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং জীবন সম্পর্কে অসচেতনতা মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে হুমায়ূন আহমেদ রচিত 'অপরাহ্ণের গল্প' প্রবন্ধে তা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

'অপরাহ্ণের গল্প' প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে অসংযত ও অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক কীভাবে একজন মানুষকে দ্রুত নিঃশেষ করে দেয়। উদ্দীপকে বর্ণিত পতিতালয় হচ্ছে অসংযত, অনৈতিক ও অনিরাপদ যৌনাচারের একটি মোক্ষম জায়গা। সচেতনতার অভাবে অসংযত ও অনিরাপদ যৌনাচারের কারণে এখানে অবস্থান করা অনেক বাসিন্দাই অকালে মারা যায়। এছাড়া এখানে আসা পুরুষদের অনেকেই মজিদের মতো করুণ পরিণতির শিকার হয়।

এইচআইভির মাধ্যমে ছড়ানো এইডস একটি মরণ ব্যাধি। Human Immune difficieacy virus (HIV) এমনই এক ভয়াবহ ভাইরাস যে আজ পর্যন্ত এর কোনো কার্যকর প্রতিষেধক উদ্ভাবিত হয়নি। এ ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটলে মানুষ তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে ধীরে ধীরে সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। 'অপরাহ্ণের গল্প' এর মজিদ এবং উদ্দীপকের পতিতারা এই একই ভাগ্যলিপির শিকার।

ঘ) এইডস রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর 'অপরাহ্ণের গল্প' প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। বীর্য, রক্ত ও মায়ের দুধ– এই তিন তরল পদার্থের মাধ্যমে মানব দেহে এইডস এর বিস্তার ঘটে। উদ্দীপকের পতিতাদের মতো প্রবন্ধের মজিদও অনিরাপদ যৌনমিলনের কারণে এইডস আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু অনিরাপদ যৌনমিলনই এইডস এর একমাত্র কারণ নয়। এইডস আক্রান্ত মায়ের দুধ পান কিংবা এইচআইভি বহনকারী কারও রক্ত গ্রহণ করলেও মানুষের শরীরে এই রোগ ছড়াতে

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

পারে। তাই এসব ক্ষেত্রে সবাইকে সচেতন হতে হবে। এছাড়া, অনিরাপদ কোনো সিরিঞ্জ বা সুচের মাধ্যমে কেউ যাতে রক্ত বা মাদক গ্রহণ না করে সেদিকে সবার খেয়াল রাখতে হবে।
এ দেশের নারীরা নিরাপদ মাতৃদুগ্ধ ও যৌনমিলনের ব্যাপারে খুবই অসচেতন। এছাড়া যৌনশিক্ষা থেকেও তারা বঞ্চিত। তাই এ ব্যাপারে সমাজ ও রাষ্ট্রের কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত। এ সবের পাশাপাশি মজিদের মতো যারা স্ত্রীসঙ্গ থেকে দূরে থাকে তাদের জন্য ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসনের পাশাপাশি সুস্থ বিনোদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা দরকার– যাতে করে তারা কোনো ঝুঁকিপূর্ণ অনৈতিক কাজের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত না করে। এ ছাড়া, পেশা হিসেবে যারা পতিতাবৃত্তিকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে, পুনর্বাসনের মাধ্যমে তাদেরও এ পেশা থেকে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তার আগে তারা যাতে এইডস সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা পায় এবং সচেতনভাবে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে, রাষ্ট্রীয়ভাবে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা, অসচেতনতার কারণেই তারা এতো বড় একটি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তারা যদি যৌনমিলনের সময় সতর্কভাবে কনডম ব্যবহার করে তবে তাদের ঝুঁকিটা অনেকাংশেই কমে যাবে। আমার যদি ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে যথাসময়ে এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারি, তবে সমাজের জন্য তা এক ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসবে। সে বিপর্যয় থেকে এক সময় হয়তো কোনো পরিবারই আর রক্ষা পাবে না।

৭. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
জিসান একটি নামকরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। লেখাপড়ায় ভালো না হলেও ছাত্র হিসেবে সে খুব একটা খারাপ নয়। পোশাক-আশাক ও চাল-চলনে সে খুবই আধুনিক। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশাকে সে আধুনিকতারই অংশ বলে মনে করে। এ জন্য বেশ কয়েকজন বান্ধবীর সাথে তার অবাধ যৌন সম্পর্ক থাকলেও এটাকে সে অবৈধ মনে করে না । সে মনে করে যৌন সম্পর্ক কোনো বৈধ বা অবৈধতার বিষয় নয়– এটা প্রকৃতির দান।

ক. প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলাশোর কারণে কী হতে পারে?
খ. ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা কেন ঝুঁকিপূর্ণ?
গ. উদ্দীপকের জিসানের কার্যক্রম অপরাহ্ণের গল্পের কোন দিকটি মনে করিয়ে দেয়- আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'অবাধ মেলামেশাকে এখন অনেকেই আধুনিকতার অংশ মনে করছে।'-বিশ্লেষণ কর।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলাশোর কারণে এইডস হতে পারে।
খ) মায়ের দুধ, বীর্য ও রক্ত– এই তিন ধরনের তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে মানুষের দেহে এইডস এর জীবাণু এইচআইভি ছড়াতে পারে। এইডস একটি ভয়াবহ ঘাতকব্যাধি। এর পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু। তাই এ রোগটি মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এ রোগের জীবাণু ছড়ানোর প্রধান তিনিটি মাধ্যমের একটি হচ্ছে বীর্য। অনিরাপদ ও অবাধ যৌনাচারের মাধ্যমে এইচআইভিযুক্ত বীর্য যদি কারও দেহে প্রবেশ করে তবে সে এ ধরনের চরম নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকে। নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা আধুনিকতার নামে যেভাবে অবাধ মেলামেশা করছে তাতে করে যে কোনো সময় যে কারও দেহে এইচআইভির সংক্রমণ ঘটতে পারে। এ কারণেই ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা এখন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

গ) হুমায়ূন আহমেদ এর 'অপরাহ্ণের গল্প' প্রবন্ধে এইডস আক্রান্ত হয়ে আব্দুল মজিদের করুণ মৃত্যুর কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। একই সাথে এ সম্পর্কে আমাদের নেতিবাচক মনোভাব ও উদাসীনতার বিষয়টিও চিহ্নিত করা হয়েছে। অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষ এইডসকে পাপের শাস্তি হিসেবে ঘৃণা করলেও তরুণ প্রজন্মের একটি অংশ এইডস এর অন্যতম কারণ যে অবাধ মেলামেশা বা অনিরাপদ যৌনাচার তাকে আধুনিকতার অংশ বলে মনে করে।
উদ্দীপকের জিসান আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তরুণ প্রজন্মের একজন বলিষ্ঠ প্রতিনিধি। জিসানের চিন্তাচেতনা ও কার্যক্রম খুবই বিপজ্জনক। কেননা, অবাধ মেলামেশা বা বান্ধবীদের সাথে অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক থাকায় যে কোনো সময় সে HIVতে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

আক্রান্ত হতে পারে। তার এ ধরনের চিন্তা-চেতনা ও কার্যক্রম অপরাহ্ণের গল্পে বর্ণিত তরুণ প্রজন্মের একটি অংশের চিন্তা-চেতনারই প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ) সমকালীন বিশ্বের এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কের নাম এইডস। এটি একটি ঘাতক ব্যাধি। মৃত্যুই এর শেষ পরিণতি। অথচ বাংলাদেশে সকল মহলেই এ সম্পর্কে এক প্রকার উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। বর্তমানের উচ্চশিক্ষারত আধুনিক তরুণ-তরুণীরা অবাধ মেলামেশাকে আধুনিকতার অংশ বলে মনে করছে। এ জন্য অবাধ মেলামেশা তাদের জন্য এখন একটি অতি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এর ফলে তারা তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে নানা রকম অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে মরণব্যাধি এইডস এর ঝুঁকি বাড়ছে।
বাংলাদেশের মতো মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে এটা মোটেই প্রত্যাশিত নয়। এ ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ইসলাম মোটেই সমর্থন করে না। তারপর আমাদের সমাজ ব্যবস্থাও এসব অবাধ মেলামেশাকে অন্যায়ের চোখে দেখে। এরপরও তথাকথিত আধুনিকতার নামে এক ধরনের অশ্লীলতা চলছে। রাস্তায়, সিনেমা হলে, পার্কে যে কর্মকাণ্ড চলছে তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। বিশেষ করে আমাদের যুব সমাজ শুধু আধুনিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে। সুতরাং বাংলাদেশের যুবক-যুবতীদের এখনই এইডস-এর ব্যাপারে আরো সচেতন হতে হবে। আধুনিকতার নামে অবাধ মেলামেশা বন্ধ করতে হবে। তাহলেই মিলবে সত্যিকারের মূল্যবোধে উজ্জীবিত আদর্শ তরুণ সমাজ।

৮. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

রওশন বেগমের একমাত্র সন্তান সুমন। বয়স ষোল। মায়ের চোখের মনি সুমন অতিরিক্ত আদরে হয়ে ওঠে বখাটে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে গিয়ে অসচেতনভাবে কয়েক বন্ধু মিলে একই সুচ ব্যবহার করে। হঠাৎ করেই রওশন বেগম একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লে রক্তের প্রয়োজন দেখা দেয়। একমাত্র সন্তান সুমনের সঙ্গেই তার রক্তের গ্রুপ মেলে। মুমূর্ষু অবস্থায় মাকে রক্ত দিতে গিয়ে সুমন জানতে পারে যে সে তার রক্তে HIV পজিটিভ বহন করছে। প্রয়োজনের মুহূর্তে রক্ত দিতে না পারায় সুমনের মা তাকে ছেড়ে চলে যায়। এভাবে মাকে হারিয়ে সুমন শোকে পাথর হয়ে যায়।

ক. হিরোইন আসক্তরা কী দিয়ে শরীরে বিষ ঢুকায়?
খ. মাদকাসক্তির মাধ্যমে কেন এইডস ছড়ায়?
গ. উদ্দীপকের সুমন 'অপরাহ্ণের গল্প'র কোন চরিত্রের প্রতিচ্ছবি?– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকটিতে 'অপরাহ্ণের গল্প' রচনার একটি বিশেষ দিক চিহ্নিত হয়েছে-বিশ্লেষণ কর।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) হিরোইন আসক্তরা সুচ দিয়ে শরীরে বিষ ঢুকায়।

খ) এইচআইভি নামক এক ধরনের ভাইরাস থেকে মরণব্যাধি এইডস এর জন্ম। রক্ত, বীর্য ও মায়ের দুধ– এই তিন ধরনের তরলের মাধ্যমে মানুষের শরীরে এই ভাইরাসটি প্রবেশ করে। যারা মাদকাসক্ত তাদের অনেকেই সুচ দিয়ে দেহে হিরোইন প্রবেশ করায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় কয়েকজন মিলে তারা একই সুচ ব্যবহার করে। ফলে এসব সুচ হয় অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ। এভাবে একাধিক জন যখন একই সুচ ব্যবহার করে তখন তাদের কারও রক্তে যদি এইচআইভি থাকে তবে তা এক দেহ থেকে অন্য দেহে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই মাদকাসক্তির মাধ্যমে এইডস ছড়ায়।

গ) 'অপরাহ্ণের গল্প' নন্দিত চলচ্চিত্রকার ও জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের একটি ভিন্নধর্মী রচনা। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে ঘাতক ব্যাধি এইডস সম্পর্কে তিনি যে ধারণা দিয়েছেন তাতে তিনি এইডস সংক্রমণের তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণগুলো হলো অনিরাপদ যৌন মিলন, রক্তের আদান-প্রদান ও শিশুদের মায়ের দুধ পান। অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুমন এ কারণগুলোর মধ্যে দ্বিতীয়টির শিকার। বন্ধুদের সাথে মিশতে গিয়ে এক সময় সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। একই সুচ ব্যবহার

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

করার ফলে কখন যে সে HIV তে আক্রান্ত হয়ে পড়ে অসচেতনতার কারণে তা সে জানতেই পারেনি। অপরদিকে অপরাহ্ণের গল্পে বর্ণিত মজিদ কর্মসংস্থানের উদ্দেশে ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে খারাপ মেয়েমানুষের সাথে মেলামেশা করে একই পরিস্থিতির শিকার হয়। যার ফলে এইচআইভির প্রভাবে মজিদ ও সুমনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এর পরিণতি হিসেবে সুমন তার মাকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয় এবং নিজের জীবনকেও সংকটাপন্ন করে তোলে, অপরদিকে মজিদ তাঁর পরিবারের সদস্যদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে করুণভাবে মৃত্যুবরণ করে। এদিক থেকে সুমন যেন 'অপরাহ্ণের গল্প'র মজিদেরই এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

ঘ) হুমায়ূন আহমেদের 'অপরাহ্ণের গল্প' একটি জনসচেতনতামূলক প্রবন্ধ। ১৯৯৪ সালে AIDS সংক্রান্ত একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করতে গিয়ে এ সম্পর্কে তিনি অনেক তথ্য অবগত হন। সে সব তথ্যের আলোকেই তিনি এ প্রবন্ধটি রচনা করেন। এ প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, HIV নামক এক ধরনের ভাইরাসের সংক্রমণ থেকেই ঘাতকব্যাধি এইডসের জন্ম হয়। এই রোগের একমাত্র পরিণতি মৃত্যু। এ পর্যন্ত এ রোগের কোনো প্রতিষেধক বা ঔষধ আবিষ্কৃত হয়নি। এই রোগের জীবাণুর মূল কাজ মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া। এই জীবাণু মানুষের রক্ত, বীর্য ও মায়ের দুধ– এই তিন জাতীয় তরল পদার্থে অবস্থান করে। এসব তরলের আদান-প্রদানেই এই রোগ ছড়ায়।

এ রোগ ছড়ানোর প্রধান কারণ হচ্ছে এইচআইভি বহনকারী মানুষের বীর্যের আদান-প্রদান। অবাধ ও অনিরাপদ যৌনাচারের মাধ্যমেই এ আদান-প্রদানের কাজটি হয়ে থাকে। এ রোগ ছড়ানোর দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে এইচআইভি বহনকারী মানুষের রক্তের আদান-প্রদান। চিকিৎসার্থে অনিরাপদ রক্ত গ্রহণ বা মাদক সেবনের মাধ্যমেই এ অঘটনটি ঘটে থাকে। অনেকেই মাদক সেবন করতে গিয়ে অনিরাপদ সুচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহার করে। ফলে সবার অজান্তেই এক দেহ থেকে অন্য দেহে এইচআইভি ছড়িয়ে পড়ে। উদ্দীপকের সুমনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এ জন্য সে তার মৃত্যুপথযাত্রী মাকে বাঁচাতে পারে নি। সামান্য ভুলের জন্য তার জীবনে এ করুণ পরিণতি নেমে এসেছে।

সুমনের মতো অনেক তরুণই মাদক সেবনের কারণে এ ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে রয়েছে। এ ঝুঁকির একটি বড় কারণ হচ্ছে অসচেতনতা। তাই সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের এ সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে। নতুবা সুমনের মতো অনেক তরুণকেই পৃথিবী থেকে অকালে ঝরে যেতে হবে। তাই মাদকাসক্তির মাধ্যমে এইডস বিস্তার সম্পর্কে এখনই আমাদের সবার সচেতন হওয়া দরকার।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. বাংলাদেশের সমসাময়িক সাহিত্যজগতের এক জাদুকরী নাম –
   (ক) হুমায়ূন আহমেদ ● (খ) শহীদুল জহির
   (গ) রাবেয়া খাতুন (ঘ) হুমায়ুন আজাদ

২. হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাসের নাম কী?
   (ক) শঙ্খনীল কারাগার (খ) নন্দিত নরকে ●
   (গ) আমার আছে জল (ঘ) আগুনের পরশমনি

৩. হুমায়ূন আহমেদের জন্ম কত সালে?
   (ক) ১৯৪৫ সালে (খ) ১৯৪৬ সালে
   (গ) ১৯৪৭ সালে (ঘ) ১৯৪৮ সালে ●

৪. হুমায়ূন আহমেদ অনার্স ও মাস্টার্স কোন শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন?
   (ক) তৃতীয় শ্রেণিতে দ্বিতীয় (খ) প্রথম শ্রেণিতে ●
   (গ) দ্বিতীয় শ্রেণিতে (ঘ) প্রথম শ্রেণিতে প্রথম

৫. হুমায়ূন আহমেদ পিএইচডির জন্যে গবেষণা করেছিলেন কোন বিষয়ে?
   (ক) পলিমার কেমিস্ট্রি ● (খ) অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স
   (গ) সয়েল সায়েন্স (ঘ) বায়ো-কেমিস্ট্রি

৬. হুমায়ূন আহমেদ পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন কোথা থেকে?
   (ক) নর্থ ডাকোটা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ●
   (খ) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে
   (গ) কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে
   (ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

৭. জাতিসংঘ এইডস- বিষয়ক সংস্থাটির নাম কী?
   (ক) UNAID (খ) USAID
   (গ) UNAIDS ● (ঘ) UNHIV

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৮. আমাদের দেশের মেয়েদের কোন ধরনের শিক্ষা নেই বললেই চলে?
ক রন্ধন শিক্ষা খ সূচি শিক্ষা
গ যৌন শিক্ষা ঘ স্বাস্থ্য শিক্ষা

৯. কারা সূচ দিয়ে শরীরে বিষ ঢোকায়?
ক সিগারেটের ধূমপায়ীরা খ গাঁজার ধূমপায়ীরা
গ তরল মদ গ্রহণকারীরা ঘ হিরোইন আসক্তরা

১০. 'ডকুমেন্টারি' অর্থ কী?
ক প্রামাণ্য চিত্র খ চলচ্চিত্র
গ নাটক ঘ সিনেমা

১১. 'অপরাহ্ণের গল্পে' উল্লিখিত 'নেক ব্যক্তি' কথাটির অর্থ কী?
ক পুণ্যবান ব্যক্তি খ অসুস্থ ব্যক্তি
গ সুস্থ ব্যক্তি ঘ শান্ত ব্যক্তি

১২. 'অভিশাপ' কথাটির মানে কী?
ক অপেক্ষা খ অভিসম্পাত
গ গালি ঘ অভিমান

১৩. লুক মনটরগনিয়ার কত খ্রিষ্টাব্দে এইডস রোগের কারণ হিসেবে HIV ভাইরাস আবিষ্কার করেন?
ক ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে খ ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে
গ ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ঘ ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে

১৪. এইচআইভি ভাইরাস মানবদেহে কত বছর পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে?
ক দশ বছর খ বারো বছর
গ সতের বছর ঘ বিশ বছর

১৫. ২০০৫ সালের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে এইচআইভি আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা কত?
ক তিন কোটি খ চার কোটি
গ পাঁচ কোটি ঘ ছয় কোটি

১৬. মানবদেহে এইডস রোগের বাহক কোনটি?
ক T_2 ভাইরাস খ ব্যাকটেরিয়া
গ মশা ঘ HIV ভাইরাস

১৭. রবার্ট গ্যালো কত খ্রিষ্টাব্দে HIV টাইপ ওয়ান ভাইরাস আবিষ্কার করেন?
ক ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে খ ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে
গ ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ঘ ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে

১৮. 'অপরাহ্ণের গল্প' কোন ধরনের রচনা?
ক মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প
খ জনসচেতনতামূলক গল্প
গ রাজনৈতিক গল্প
ঘ সমাজসচেতনতামূলক গল্প

১৯. 'আগুনের পরশমণি'-হুমায়ূন আহমেদের কোন ধরনের সৃষ্টিকর্ম?
ক গল্প খ উপন্যাস
গ নাটক ঘ চলচ্চিত্র

২০. 'এইডস' কোন ধরনের ব্যাধি?
ক ব্যাকটেরিয়াঘটিত খ ভাইরাসঘটিত
গ মশকবাহিত ঘ পানিবাহিত

২১. হুমায়ূন আহমেদ 'একুশে পদক' পান কত সালে?
ক ১৯৯১ সালে খ ১৯৯২ সালে
গ ১৯৯৩ সালে ঘ ১৯৯৪ সালে

২২. হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রটির নাম কী?
ক আগুনের পরশমণি খ শঙ্খনীল কারাগার
গ শ্রাবণ মেঘের দিন ঘ চন্দ্রকথা

২৩. হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টি এক আশ্চর্য চরিত্রের নাম?
ক সাদেক আলী খ মিহির আলী
গ মিসির আলী ঘ রহিম আলী

২৪. সাহিত্যের জন্য হুমায়ূন আহমেদ বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান-
ক ১৯৮০ সালে খ ১৯৮১ সালে
গ ১৯৮২ সালে ঘ ১৯৮৩ সালে

২৫. আমেরিকার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকুমেন্টারির বিষয় কী ছিল?
ক ক্যান্সার খ এইডস
গ বার্ড ফ্লু ঘ সোয়াইন ফ্লু

২৬. কত সালে আমেরিকার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের মানুষের জন্য ডকুমেন্টারি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল?
ক ১৯৯৪ সালে খ ১৯৯৫ সালে
গ ১৯৯৬ সালে ঘ ১৯৯৭ সালে

২৭. Human Immune Deficiency virus-এর সংক্ষিপ্ত রূপ কী?
ক HIV খ AIDS
গ HDV ঘ HIDS

২৮. হুমায়ূন আহমেদ অনেক খোঁজাখুঁজির পর কোথায় এইডস রোগীর সন্ধান পেলেন?
ক সিলেটের এক গ্রামে খ রাজশাহীর এক গ্রামে
গ খুলনার এক গ্রামে ঘ বরিশালের এক গ্রামে

২৯. হুমায়ূন আহমেদের সন্ধান পাওয়া এইডস রোগীর নাম কী ছিল?
ক আব্দুল হালিম খ আব্দুল বাসিত
গ আব্দুল মজিদ ঘ আব্দুল আহাদ

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৩০. এইডস রোগ প্রথম কোথায় ধরা পড়ে?
ক ক্যালিফোর্নিয়া ও লাসভেগাসে
খ ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্কে
গ ওয়াশিংটন এবং লাসভেগাসে
ঘ নিউইয়র্ক এবং ক্যালিফোর্নিয়ায়

৩১. এইডস এর জীবাণু আবিষ্কারক ফরাসি গবেষকের নাম কী?
ক লুক মনটরগনিয়ার খ ন্যুট হামসুন
গ জ্যাঁ বিয়েন্দে ঘ ল্যান্সি হেনমেল

৩২. জাতিসংঘ এইডস বিষয়ক সংস্থাটির নাম কী?
ক UNAID খ USAID
গ UNAIDS ঘ UNHIV

৩৩. বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হয় কোন তারিখে?
ক ১ নভেম্বর খ ১ ডিসেম্বর
গ ৮ ডিসেম্বর ঘ ১৪ ডিসেম্বর

৩৪. ২০০৫ সালে এইচআইভি সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা কত ছিল?
ক দুই কোটির বেশি খ তিন কোটির বেশি
গ চার কোটির বেশি ঘ পাঁচ কোটি

৩৫. প্রতিদিন কত মানুষ এইডস আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে?
ক ৭২০০ জন খ ৮২০০ জন
গ ৯২০০ জন ঘ ১২০০ জন

৩৬. সাহারা মরুভূমির চারপাশের কতটি দেশে এখন মৃত্যুর প্রধান কারণ এইডস?
ক আটচল্লিশটি খ আটান্ন
গ আটষট্টি ঘ আটাত্তর

৩৭. এইচআইভি ভাইরাস শরীরের কোথায় থাকে?
ক দুই জাতীয় তরল পদার্থে
খ তিন জাতীয় তরল পদার্থে
গ চার জাতীয় তরল পদার্থে
ঘ পাঁচ জাতীয় তরল পদার্থে

৩৮. 'ডকুমেন্টারি' অর্থ কী?
ক প্রামাণ্য চিত্র খ চলচ্চিত্র
গ নাটক ঘ সিনেমা

৩৯. 'অপরাহ্ণের গল্প' রচনাটিতে উল্লিখিত 'নেক ব্যক্তি' কথাটির অর্থ কী?
ক পুণ্যবান ব্যক্তি খ অসুস্থ ব্যক্তি
গ শান্ত ব্যক্তি ঘ শান্ত ব্যক্তি

৪০. 'অভিশাপ' কথাটির মানে কী?
ক অপেক্ষা খ অভিসম্পাত
গ গালি দেওয়া ঘ অভিমান

৪১. 'ট্যাবু' অর্থ কী?
ক অলঙ্ঘনীয় খ জাগ্রত
গ রীতিনীতি ঘ শান্ত

৪২. 'ব্লাড ব্যাংক' কথাটির অর্থ কী?
খ রক্তের সঞ্চয় ভাণ্ডার
খ রক্তপাত বন্ধ করার স্থান
গ এক ধরণের অর্থ লেনদেন ব্যাংক
ঘ ঋণদান সংস্থা

৪৩. আব্দুল মজিদ ডকুমেন্টারিতে কাজ করতে পারলেন না কেন?
ক তিনি বিদেশ গিয়েছিলেন
খ তিনি মারা গিয়েছিলেন
গ তিনি পালিয়ে ছিলেন
ঘ তিনি পরে কাজ করতে চান নি

৪৪. 'অপরাহ্ণের গল্প'- এর লেখক কে?
ক হুমায়ূন আহমেদ খ হুমায়ুন আজাদ
গ হুমায়ুন কবীর ঘ হুমায়ুন কাদির

৪৫. আব্দুল মজিদ কোন দেশে কাজ করত?
ক বাহরাইনে খ কুয়েতে
গ ইন্দোনেশিয়ায় ঘ সৌদি আরবে

৪৬. ডকুমেন্টারিতে হাত দেয়া যায় না কীভাবে?
ক শূন্যজ্ঞান নিয়ে খ না জেনে
গ জেনে ঘ না বুঝে

৪৭. 'ভাইরাস' শব্দটি বাংলায় কী অর্থে ব্যবহৃত?
ক সংক্রামক রোগের জীবাণু
খ অসংক্রামক রোগের জীবাণু
গ কোন রোগের জীবাণু নয়
ঘ এক ধরনের ছত্রাক

৪৮. 'জাতিসংঘ' শব্দটির ইংরেজি সংক্ষিপ্ত সংকেত কোনটি?
ক UNAID খ UNJCEF
গ UNO ঘ UNESCO

৪৯. এইডস এর কয় ধরনের সংক্রামক আবিষ্কার করা গেছে?
ক এক ধরনের খ দুই ধরনের
গ তিন ধরনের ঘ চার ধরনের

৫০. হুমায়ূন আহমেদের অপূর্ব সাহিত্যকর্ম কোনটি?
ক নন্দিত নরকে খ মিসির আলীর অমনিবাস
গ শঙ্খনীল কারাগার ঘ সোনার পালঙ্ক

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

অপরাহ্নের গল্প

৫১. হুমায়ূন আহমেদ কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) পাবনা (খ) ফেনী
(গ) নেত্রকোণা (ঘ) জামালপুর

৫২. হুমায়ূন আহমেদ কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) কুতুবপুর (খ) রসুলপুর
(গ) সুলতানপুর (ঘ) মাধবপুর

৫৩. 'আগুনের পরশমণি' কয়টি শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায়?
(ক) ৯টি **(খ) ৮টি**
(গ) ৭টি (ঘ) ১০টি

৫৪. আব্দুল মজিদ কোথায় শুয়েছিল?
(ক) বিছানায় **(খ) শীতল পাটিতে**
(গ) মাটিতে (ঘ) তক্তায়

৫৫. মজিদের স্ত্রী কোথায় চলে গিয়েছিল?
(ক) মাজারে **(খ) বাপের বাড়িতে**
(গ) দাদার বাড়িতে (ঘ) মামার বাড়িতে

৫৬. ফরাসি গবেষক কবে HIV টাইপ ওয়ান আবিষ্কার করেন?
(ক) ১৯৮৩ সালে (খ) ১৯৮৪ সালে
(গ) ১৯৮৫ সালে (ঘ) ১৯৮৬ সালে

৫৭. আমেরিকার গবেষক কবে HIV টাইপ ওয়ান আবিষ্কার করেন?
(ক) ১৯৮৫ সালে **(খ) ১৯৮৭ সালে**
(গ) ১৯৮৮ সালে (ঘ) ১৯৯০ সালে

৫৮. কাদের এইডস পরীক্ষা করে HIV টাইপ টু বের করা হয়?
(ক) পশ্চিম আফ্রিকার লোকদের
(খ) দক্ষিণ আফ্রিকার লোকদের
(গ) পূর্ব আফ্রিকার লোকদের
(ঘ) উত্তর আফ্রিকার লোকদের

৫৯. বর্তমান বিশ্বে প্রতিদিন কত হাজার মানুষ এইচআইভিতে আক্রান্ত হচ্ছে?
(ক) ১৫ হাজার **(খ) ১৪ হাজার**
(গ) ১৬ হাজার (ঘ) ১৩ হাজার

৬০. অনেক দেশে এইডস মানুষের গড় আয়ু কত বছর কমিয়ে দিয়েছে?
(ক) দশ বছর (খ) নয় বছর
(গ) এগার বছর (ঘ) বার বছর

৬১. UNAIDS এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে এইডসে মৃত্যুর সংখ্যা কত ছিল?
(ক) ৭৪ জন (খ) ৭৫ জন
(গ) ৭৬ জন (ঘ) ৭৮ জন

৬২. কত বছর পর্যন্ত এইচআইভি মানুষের দেহে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকতে পারে?
(ক) পাঁচ বছর **(খ) দশ বছর**
(গ) আট বছর (ঘ) সাত বছর

৬৩. জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
(ক) ১৩১ **(খ) ১৩২**
(গ) ১৩৩ (ঘ) ১৩০

৬৪. ইন্দোনেশিয়া কোন এশিয়ার দেশ?
(ক) দক্ষিণ-পূর্ব (খ) দক্ষিণ
(গ) পশ্চিম (ঘ) উত্তর

৬৫. ইন্দোনেশিয়ার রাজধানীর নাম কী?
(ক) টোকিও **(খ) জাকার্তা**
(গ) মিয়ামি (ঘ) সাংহাই

৬৬. কতটি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে প্রথম জাতিসংঘ গঠিত হয়?
(ক) ৫০টি (খ) ৪০টি
(গ) ৫১টি (ঘ) ৫২টি

৬৭. 'অপরাহ্নের গল্প' রচনাটিতে উল্লিখিত জনসচেতনতা মূলক ছবি কথাটির অর্থ কী?
(ক) জনগণকে বোঝানোর ছবি
(খ) জনগণকে ডাকার ছবি
(গ) জনগণকে সচেতন না করার গল্প
(ঘ) জনগণকে আনন্দ দেয়ার গল্প

৬৮. 'হুমায়ূন আহমেদ' চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন'- কথাটির অর্থ কী?
(ক) হুমায়ূন আহমেদ ভালো
(খ) শিল্পকলার অন্যান্য শাখার মতো চলচ্চিত্রেও কুশলী
(গ) তাঁর চলচ্চিত্র দর্শকপ্রিয় ও আনন্দময়
(ঘ) তাঁর চলচ্চিত্রে মানুষের শেখার মতো অনেক কিছু আছে

৬৯. কঙ্কালসার কথাটির অর্থ কী?
(ক) কঙ্কাল লোকজন
(খ) কঙ্কাল নিয়ে যারা কথাবার্তা বলে
(গ) কঙ্কালের মতো শীর্ণকায়
(ঘ) কঙ্কালের হাড় নিয়ে যারা ব্যবসা করে

৭০. 'কেউ তার ঘরে পর্যন্ত ঢোকে না'- কেন কেউ আব্দুল মজিদের ঘরে ঢোকে না?
(ক) এইডসকে তারা সমীহ করে
(খ) এইডস রোগীকে তারা পছন্দ করে না
(গ) এইডসকে তারা ভয় পায় না
(ঘ) এইডস রোগকে ছোঁয়াচে রোগ ভেবে

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৭১. এইডস আক্রান্ত আবদুল মজিদের চোখ কিসের মতো জ্বলজ্বল করছিল?
ক যক্ষ্মারোগীর চোখের মতো
খ কুষ্ঠ রোগীর চোখের মতো
গ পেচাঁর চোখের মতো
ঘ বিড়ালের চোখের মতো

৭২. 'আবদুল মজিদের এইডস হয়নি। সবই দুষ্ট লোকের রটনা'- আব্দুল মজিদের আত্মীয়দের এই মনোভাবের কারণ কী?
ক তারা আবদুল মজিদকে চরিত্রহীন লোক হিসেবে দেখাতে চায় না
খ তাদের বাড়ি লোকজন আসুক তারা তা চায়না
গ তারা মজিদকে শান্তিতে দিন কাটাতে দিতে চায়
ঘ তারা আব্দুল মজিদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল

৭৩. 'এই পরিসংখ্যানে আনন্দে উল্লসিত হবার কিছু নেই'-কারণ
ক এইডস রোগী বৃদ্ধির আর কোনো সম্ভাবনা নেই
খ দেশে এইডস রোগীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে
গ এইডস এর কার্যকর প্রতিষেধক আবিস্কৃত হয়েছে
ঘ দেশের মানুষ যথেষ্ট সচেতন হয়েছে

৭৪. 'যৌনতা- বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারটাই এদেশে ট্যাবু'- কথাটির সহজ মানে কী?
ক যৌনতা এদেশে নিষিদ্ধ
খ যৌনতাকে তত গুরুত্ব দেয়া হয় না
গ যৌনতা সবার জন্য উন্মুক্ত
ঘ যৌনতা নিয়ে অত ভাবনার কিছু নেই

৭৫. হিরোইন আসক্তরা কীভাবে এইডস ছড়ায়?
ক এক সুচ দিয়ে অনেকে মাদক গ্রহণ করে বলে
খ নেশার ঘোরে এইডস আক্রান্তরা মাদক গ্রহণ করে বলে
গ হিরোইনের মধ্যে এইডস এর জীবাণু থাকতে পারে বলে।
ঘ হিরোইনের মাধ্যমে তারা এ ব্যবস্থা করে থাকে।

৭৬. জাতিসংঘ কেন গঠিত হয়েছিল?
ক পৃথিবী থেকে রোগ-ব্যাধি দূর করার জন্য
খ সব দেশের মানুষকে নিয়ে সভা-সমাবেশ করার জন্য
গ দেশে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বন্ধুত্ব গড়ার লক্ষ্যে
ঘ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে দুর্নীতি রোধ করার জন্য

৭৭. 'পাগলা ঘোড়া যে কোনো সময় লাগামছাড়া হতে পারে'- কথাটির অর্থ হলো–
ক পরিস্থিতি যে কোনো সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে
খ পাগলা ঘোড়া যে কোনো সময় ছুটে যেতে পারে
গ পরিস্থিতি যে কোনো সময় পরিবর্তিত হতে পারে
ঘ মানুষ যে কোনো সময় ভুলের পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারে

৭৮. বিশ্ব এইডস দিবসে কী কাজ করার ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত?
ক কিছুই করার প্রয়োজন নেই
খ জনসচেতনতামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা
গ টিভি দেখা ও এইডস বিষয়ক খবর দেখা
ঘ সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া

৭৯. একজন এইডস রোগীর সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করা উচিত?
ক ঘৃণা করব
খ এড়িয়ে চলব
গ কিছুই করব না
ঘ সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করব।

৮০. নিচের কোনটি দেখে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেশি জাগে?
ক পোস্টার
খ লিফলেট
গ স্থিরচিত্র
ঘ ডকুমেন্টারি ফিল্ম

৮১. নিচের কোন দেশে এইডস এখনও দ্রুত ছড়াচ্ছে না?
ক ভারত
খ নেপাল
গ বাংলাদেশ
ঘ চীন

৮২. লেখক এইডস রোগীর বাড়ি গিয়ে আত্মীয়দের আচরণে প্রথমে যা প্রত্যক্ষ করেন তা হলো-
ক রোগ গোপন করার চেষ্টা
খ রোগীর আত্মীয়তা স্বীকারে অনীহা
গ রোগের কারণ সম্পর্কে কৌতূহল
ঘ রোগীর সঙ্গে সহমর্মিতার মনোভাব পোষণ

৮৩. 'আমি গভীর জলে পড়লাম'- কথাটির মাধ্যমে কোন বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে?
ক লেখক গভীর সমস্যায় নিপতিত হলেন
খ লেখককে অনেক জলে ফেলে দেয়া হলো
গ লেখক জল বিষয়ে ভীষণ ভীতু তাই একথা বলেছেন
ঘ লেখক বুঝতে পারছিলেন না কীভাবে কাজ করবেন

৮৪. এইডস বিষয়ে আমার জ্ঞান শূন্যের কাছাকাছি- কথাটির তাৎপর্য কী?
ক লেখক এইডস বিষয়ে একদম কিছু জানেন না
খ লেখক এইডস বিষয়ে একেবারে সামান্য জানেন
গ লেখক এইডস বিষয়ে অনেকটাই জানেন
ঘ লেখক এইডস বিষয়ে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব তথ্য জানেন।

৮৫. 'এইডস এর কপালে পাপের শাস্তির সিল ভালো মতো পড়েছে?'- কথাটির ভাবার্থ কী?
ক এইডস আসলেই পাপ করলে হয়ে থাকে
খ পাপ যেখানে এইডস সেখানে- তাই একথা বলা হয়েছে
গ পাপ করলেই ঈশ্বর শাস্তি দেন
ঘ এইডস এর সংগে অসংগত যৌনতা সরাসরি সম্পৃক্ত

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৮৬. 'অনেক উন্নত দেশেও এরকম ঘটনা ঘটছে'- এখানে লেখক উন্নত দেশের কোন ধরনের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন?
ক ব্লাড ব্যাংকে এইডসের দূষিত রক্ত মিশে যাওয়া
খ অবাধে এইডস রোগীর সংগে মেলামেশা
গ এইডস রোগীকে ভালোবাসা
ঘ এইডস রোগীকে ঘৃণা করা

৮৭. 'অপরাহ্ণের গল্প' রচনায় 'স্পেডকে স্পেড বলা' কথাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক কোদালকে কোদাল বলা অর্থে
খ জ্ঞানীদের কথা মেনে নেয়া অর্থে
গ অবাস্তব সত্য বলে স্বীকার করে নেয়া অর্থে
ঘ বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে নেয়া অর্থে

৮৮. 'অপরাহ্ণের গল্প' রচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়-
ক হেপাটাইটিস-বি খ ঘাতকব্যাধি ক্যান্সার
গ এইচআইভি ঘ মরণব্যাধি এইডস

৮৯. মরণব্যাধি এইডস থেকে পরিত্রানের অনত্যম উপায় কোনটি?
ক অবাধ যৌনাচার থেকে বিরত থাকা
খ যৌনমিলনের সময় কনডম ব্যবহার করা
গ ধর্মীয় চেতনা ও সামাজিক মূল্যবোধ অনুযায়ী জীবনযাপন করা
ঘ অসামাজিক জীবনযাপন করা

৯০. প্রথমে গবেষকরা এইডস রোগের কারণ হিসেবে কোনটিকে ধারণা করেছিলেন?
ক অনিরাপদ রক্ত সঞ্চালন খ এইচ আই ভি
গ সমকামিতা ঘ অবাধ যৌনাচার

৯১. 'অপরাহ্ণের গল্প' রচনাটিতে 'অপরাহ্ণ শব্দটি কিসের ইঙ্গিত বহন করেছে?
ক পড়ন্ত বিকাল
খ গোধূলি বেলা
গ মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়
ঘ মানব জীবনের অন্তিম মুহূর্ত

৯২. এইডস থেকে বাঁচার জন্যে যে সব পদক্ষেপ নেয়া দরকার তাহলো−
(i) গণসচেতনতা তৈরি করা
(ii) পাঠ্যপুস্তকে এইডস বিষয়ক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা
(iii) যৌনকর্মীদের সচেতন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ i, ii ও iii ঘ i.

৯৩. আব্দুল মজিদের মতো কোনো ব্যক্তি যদি তোমার এলাকায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে কী করা প্রয়োজন?
(i) রোগীর বাড়ির সীমানা দিয়েও যাবে না
(ii) সবাইকে এইডস রোগের সংক্রমণের উপায় বুঝিয়ে বলে সাবধানে থাকতে বলব
(iii) রোগীর দেখাশোনা করতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ i, ii ও iii ঘ ii ও iii.

৯৪. 'যৌনতা-বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারটাই এদেশে ট্যাবু' কথাটির মানে−
(i) যৌনতা বিষয়ক আলাপ এদেশে নিষিদ্ধ
(ii) যৌনজ্ঞান বিয়ের আগে জানা নিষেধ
(iii) যৌনশিক্ষাকেও এদেশে সন্দেহের চোখে দেখা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও iii.

৯৫. বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এইডস ছড়িয়ে পড়তে পারে –
(i) যৌনকর্মীদের মাধ্যমে
(ii) নারীদের যৌনশিক্ষার অভাবে
(iii) মাদকাসক্ত ও রক্ত বিক্রেতার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ i, ii ও iii ঘ iii.

৯৬. বাংলাদেশের জনগণ যে কারণে অনেক বেশি এইডস ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তা হলো –
(i) এদের যৌন শিক্ষা নেই বললেই চলে
(ii) যৌন-বিষয়ক পুরো বিষয়টি অপরাধ বলে বিবেচিত
(iii) দারিদ্র্যের কারণে অনিরাপদ যৌন মিলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i, ii ও iii ঘ i ও iii.

৯৭. 'পতিতাবৃত্তি দরিদ্র দেশের অনেক অভিশাপের একটি'-এর কারণসমূহ হলো—
(i) দারিদ্র্য (ii) বেকারত্ব
(iii) অশিক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii

৯৮. বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে এইডসপ্রবণ এলাকা হচ্ছে--
(i) দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চল
(ii) দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বাঞ্চল
(iii) আফ্রিকার সাব সাহারা অঞ্চল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৯৯. এইডস রোগের লক্ষণ-
(i) দুর্বলতা
(ii) জ্বর ও ডায়রিয়া
(iii) লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০০. এইডস রোগের কারণ-
(i) অবাধ যৌনমিলন
(ii) HIV সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ
(iii) HIV সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০১. সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ হুমায়ূন আহমেদ পেয়েছেন–
(i) একুশে পদক
(ii) বাংলা একাডেমী পুরস্কার
(iii) বুকার পুরস্কার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

১০২. এইচ আই ভি ছড়ায়–
(i) অনিরাপদ যৌন সংসর্গে
(ii) রক্ত আদান-প্রদানে
(iii) মায়ের দুধ গ্রহণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

১০৩. জাতিসংঘ এইডস বিষয়ক সংস্থা ১ ডিসেম্বরকে 'বিশ্ব এইডস দিবস' ঘোষণা করেছে, কারণ–
(i) এ কালান্তক ব্যাধির ভয়াবহতার কারণ
(ii) মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্যে
(iii) মানুষকে এইডস এর প্রাণঘাতী পরিচয় জানানোর জন্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ iii গ i, ii ও iii ঘ ii

১০৪. আপনার লাভ হলো, ডকুমেন্টারি দেখে বাংলাদেশের মানুষ সাবধান হবে'- লেখকের এ কথার মানে-
(i) ডকুমেন্টারি দেখে মানুষ সচেতন হবে
(ii) মানুষ এইডসের সংক্রমণ পদ্ধতি জানবে
(iii) মানুষ সতর্ক পায়ে পথ চলবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৫. আব্দুল মজিদ এইডস রোগে আক্রান্ত হয়েছিল-
(i) বিদেশে যৌনকর্মীদের সংস্পর্শে গিয়ে
(ii) বিদেশে গেলেই রোগাক্রান্ত হয় সকলে
(iii) কারখানাতে রোগের জীবাণু থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i ও ii

১০৬. আব্দুল মজিদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে-
(i) স্ত্রী দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে
(ii) কেউ তার ঘরে ঢোকে না
(iii) তার খাবার দেয়া হয় জানালা দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

১০৭. শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা এইডস এর ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে যে কারণে-
(i) নৈতিক অনুশাসন যথাযথভাবে কাজ না করায়
(ii) অবাধ মেলামেশাকে আধুনিকতার অংশ মনে করায়
(iii) যথেষ্ট সচেতন না হওয়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৮. বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এইডস ছড়িয়ে পড়তে পারে–
(i) যৌনকর্মীদের মাধ্যমে
(ii) নারীদের যৌন শিক্ষার অভাবে
(iii) মাদকাসক্ত ও রক্ত বিক্রেতাদের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ i, ii ও iii ঘ i ও iii

১০৯. 'অপরাহ্নের গল্প' রচনাটির শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে-
(i) সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা
(ii) ধর্মীয় অনুশাসন মেনে জীবনযাপন করা
(iii) এইডস এর পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

১১০. এইডস রোগ বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে-
(i) অনিরাপদ যৌন সংস্পর্শ
(ii) অনিরাপদ রক্ত সঞ্চালন
(iii) ভেজাল খাদ্য গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ iii ঘ i

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

১১১. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির একমাত্র পরিণতি-
(i) ধ্বংস
(ii) বিকলাঙ্গতা
(iii) মৃত্যু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

১১২. বাংলাদেশে এইডস রোগের বিস্তার প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় কম হওয়ার কারণ-
(i) আত্মসচেতনতা
(ii) ধর্মীয় চেতনা
(iii) সামাজিক মূল্যবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ও i গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৩. 'অপরাহ্ণের গল্প' রচনাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে-
(i) এইডসের কুফল ব্যাখ্যা করা
(ii) এইডস এর ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরা
(iii) এইডস সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৪. বাংলাদেশের জনগণ যে কারণে অনেক বেশি এইডস ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তা হলো-
(i) যৌন শিক্ষার অভাব
(ii) সচেতনতার অভাব
(iii) অনিরাপদ যৌন মিলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i, ii ও iii ঘ i ও iii

১১৫. 'পতিতাবৃত্তি দরিদ্র দেশের অনেক অভিশাপের একটি' এর কারণসমূহ হলো-
(i) দারিদ্র্য
(ii) বেকারত্ব
(iii) অশিক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১৬–১১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

স্বপ্নীল এনটিভি-তে একটা এইডস বিষয়ক ডকুমেন্টারি দেখছিল। ডকুমেন্টারিতে এইডস নিয়ে কথা বলতে গিয়ে উপস্থাপক কিছু খোলামেলা ও স্পর্শকাতর ভাষা প্রয়োগ করছিল। এমন সময় স্বপ্নীলের বাবা ঘরে প্রবেশ করলে লজ্জায় সে চ্যানেল বদলে দেয়। বাবা বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে তাকে বললেন, 'এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এইডস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।' এরপর তিনি এইডস সম্পর্কে স্বপ্নীলকে অনেক কিছুই জানালেন।

১১৬. উপস্থাপকের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে 'অপরাহ্ণের গল্প' রচনাটির কোন উক্তিটি সামঞ্জস্যপূর্ণ?
ক অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে স্পেডকে স্পেড বলাই বাঞ্ছনীয়
খ যৌন বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারটাই এদেশে ট্যাবু
গ পাগলা ঘোড়া যেকোনো সময় লাগাম ছাড়া হতে পারে
ঘ অবাধ মেলামেশাকে অনেকেই আধুনিকতার অংশ মনে করছে

১১৭. স্বপ্নীল বাবাকে দেখে লজ্জায় টিভি বন্ধ করল কেন?
(i) যৌনবিষয়ে খোলামেলা আলোচনা চলছিল বলে
(ii) তার বাইরে যাওয়ার সময় হয়েছিলো বলে
(iii) উপস্থাপক স্পর্শকাতর ভাষা প্রয়োগ করছিল বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii.

১১৮. 'অপরাহ্ণের গল্প' রচনাটির যে দিকটি অনুচ্ছেদে ফুটে উঠেছে তা হলো –
(i) এইডস বিষয়ক ডকুমেন্টারি
(ii) এইডস সম্পর্কে সচেতনতা
(iii) এইডসের ভয়াবহ পরিণতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও iii ঘ ii ও iii.

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১১৯ ও ১২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

শেখ আশরাফ ইন্দোনেশিয়ায় পরিবহন শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন। ওখানে কুসঙ্গে মিশে মরণব্যাধি এইডস নিয়ে মাস তিনেক আগে তিনি দেশে ফিরেছেন । সবাই তাঁকে পরিত্যাগ করলেও তার বড় মেয়ে তাকে ফেলে দেয়নি। সে ঠিকই তার বাবার দেখাশোনা করে।

১১৯. শেখ আশরাফের সংগে আব্দুল মজিদের জীবনের মিল কোথায়?
(i) দুজনের জীবনে সবকিছুই মিল, কোনো অমিল নেই
(ii) দুজনেই প্রবাসী শ্রমিক ও এইডস রোগি
(iii) দুজনের আত্মীয়রাই তাদের ছেড়ে চলে গেছে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ ii ও iii

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

অপরাহ্নের গল্প

১২০. 'সে ঠিকই তার বাবার দেখাশোনা করে।' এ বক্তব্যে শেখ আশরাফের মেয়ের চরিত্রের কোনো দিকটি ফুটে উঠেছে?

(i) মহানুভবতা (ii) কর্তব্যবোধ
(iii) দায়িত্ব পরায়ণতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২১ ও ১২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও-

কুসুমপুর গ্রামে অন্য গ্রামের লোকজন যেতে চায় না। কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেল, কুসুমপুরে তিন জন এইডস রোগী রয়েছে। ঐ গ্রামের যুবক-যুবতীর বিয়ে হচ্ছে না একবছর ধরে। নিজের জন্মগ্রাম সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও ঐ গ্রামের লোকজন নিজের গ্রামের নাম অন্য এলাকার লোকদের বলতে চরম লজ্জা বোধ করে।

১২১. অন্য গ্রামের লোকজন কুসুমপুর গ্রামে যায় না কেন?

(i) আক্রমণের শিকার হতে পারেন এই ভয়ে
(ii) তারাও এইডসে আক্রান্ত হতে পারেন এই ভয়ে
(iii) এইডস একটি ছোঁয়াচে রোগ এ ধারণায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ঘ ii ও iii

১২২. 'ঐ গ্রামের যুবক-যুবতীর বিয়ে হচ্ছে না এক বছর ধরে'- এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ–

(i) যুবক-যুবতীরা সংসার জীবনে প্রবেশে অক্ষম
(ii) আশে-পাশে লোকজন ভাবছে ঐ গ্রামের সবার শরীরে HIV আছে
(iii) ঐ গ্রামে কেউ ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

কবিতা

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

“কল্পনা শক্তির গভীরতাই মানুষের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করে”

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

বিশেষ রচনা ■ ২ **ছন্দ পরিচয়** বিশেষ রচনা ■ ২

ছন্দ : বাক্‌রীতির শিল্পিত রূপকেই বলা হয় ছন্দ। সংস্কৃত ভাষায় ছন্দ শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে। এর একটি হচ্ছে 'ইচ্ছা' এবং অপরটি 'কাব্যের মাত্রা'। তাই কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দের দ্বিতীয় অর্থটিই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রখ্যাত *ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের* মতে, 'শিল্পিত বাক্‌রীতির নামই ছন্দ।'

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'যেভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং মনে রসের সঞ্চার হয়, তাহাকে ছন্দ বলে।'

তারাপদ ভট্টাচার্যের মতে, 'ভাষার অন্তর্গত প্রবহমান ধ্বনি-সৌন্দর্যই ছন্দ।'

ছান্দসিক আব্দুল কাদিরের মতে, 'শব্দের সুমিত ও সুনিয়ন্ত্রিত বাণী-বিন্যাসকে বলা হয় ছন্দ।'

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'বাক্যস্থিত পদগুলিকে যেভাবে সাজাইলে বাক্যটি শ্রুতিমধুর হয় ও তার মধ্যে একটা কালগত ও ধ্বনিগত সুষমা উপলব্ধ হয়, পদ সাজাইবার সেই পদ্ধতিকে ছন্দ বলে।'

ছন্দের উপাদানসমূহ

❖ **অক্ষর :** বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকেই অক্ষর বলে। একে ধ্বনির ক্ষুদ্রতম অংশ বা এককও বলা যেতে পারে। যেমন : ক্যাম / ব্রি / য়ান / ক / লেজ। লে / জুড় / বৃত / তি। তীর / মার / কা। বাং / লা / দেশ। দে / ব / তা। বিদ / দুৎ। অক্ষর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শব্দের লেখ্য রূপকে বিবেচনায় না নিয়ে তার উচ্চারণকে বিবেচনায় নিতে হয়। অক্ষর সাধারণত ২ প্রকার। যথা–

❖ **মুক্তাক্ষর** (স্বরান্ত অক্ষর) **:** উচ্চারণের সময় যেসব অক্ষরের শেষাংশ ইচ্ছেমতো প্রলম্বিত করা যায়, সেসব অক্ষরকে মুক্তাক্ষর বলে। যেমন : মা, কি, সু, সে, তো ইত্যাদি। এসব অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকে বলে এদের **স্বরান্ত অক্ষর**ও বলা হয়। স্বরান্ত অক্ষর দুধরনের। যথা–

১. মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর (চা, কি, কু, কে, গো ইত্যাদি)

২. যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর (বই, কৈ, মৌ, বৌ ইত্যাদি)।

মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর মুক্তাক্ষর হলেও এতে বদ্ধাক্ষরের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

❖ **বদ্ধাক্ষর** (ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর) **:** উচ্চারণের সময় যে সব অক্ষরের শেষাংশ ইচ্ছেমতো প্রলম্বিত করা যায় না, সে সব অক্ষরকে বদ্ধাক্ষর বলে। যেমন : বাপ, বিষ, তুষ, কৃশ, দেশ, দোষ ইত্যাদি। এসব অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে বলে এদের **ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর**ও বলা হয়।

■ অনুপ্রাসের ভিত্তিতেও অক্ষরকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. **মিত্রাক্ষর :** দুটি পঙ্‌ক্তির শেষ অক্ষরের ধ্বনিগত মিলকে মিত্রাক্ষর বলা হয়। অর্থাৎ দুটি পঙক্তির শেষের মিলযুক্ত অক্ষরকেই বলা হয় মিত্রাক্ষর। যেমন :

ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে,
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।

২. **অমিত্রাক্ষর :** পরস্পর সম্পর্কিত দুটি পঙক্তির শেষ অক্ষরের ধ্বনিগত অমিলকে অমিত্রাক্ষর বলা হয়। অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্কিত দুটি পঙক্তির শেষের অক্ষর মিলযুক্ত না হলে তাকেই বলা হয় অমিত্রাক্ষর। যেমন :

নাদের আলী বলেছিল বড় হও দাদাঠাকুর
তোমাকে আমি তিন প্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবো
যেখানে পদ্ম ফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর খেলা করে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

❖ **মাত্রা :** অক্ষর উচ্চারণের সময় পরিমাপের ক্ষুদ্রতম অংশ বা একককে মাত্রা বলে। লয়ের তারতম্যের কারণে ছন্দ ভেদে এই মাত্রার পরিধি ভিন্নতর হতে পারে। স্বরান্ত বা মুক্তাক্ষর সব ধরনের ছন্দেই ১ মাত্রা। ব্যঞ্জনান্ত বা বদ্ধাক্ষর স্বরবৃত্তে ১ মাত্রা, মাত্রাবৃত্তে ২ মাত্রা আর অক্ষরবৃত্তে শব্দের শেষে হলে ২ মাত্রা এবং শব্দের আদি ও মধ্যভাগে হলে ১ মাত্রা। যেমন : স্বরবৃত্ত (ক্যাম / ব্রি / য়ান = ৩ মাত্রা), মাত্রাবৃত্ত (ক্যা / ম / ব্রি / য়া / ন = ৫ মাত্রা), অক্ষরবৃত্ত (ক্যাম / ব্রি / য়া / ন = ৪ মাত্রা)।

❖ **যতি :** কবিতার ক্ষেত্রে উচ্চারণের বিশ্রাম-স্থানকে যতি বলে। ছন্দেও যতি, ছেদ, বিরাম, বিরতি বা বিচ্ছেদ বলতে এই বিশ্রাম-স্থানকেই বুঝানো হয়। কবিতা আবৃত্তিকালে স্বাভাবিকভাবে যেখানে উচ্চারণের বিরতি ঘটে, তাকেই বলা হয় যতি। বিরতির সময় অনুযায়ী যতি দুই প্রকার। যথা–

১. **অর্ধযতি :** চরণের মধ্যবর্তী পর্বের শেষে যে যতি ব্যবহৃত হয়, তাকে অর্ধযতি বলে। যেমন :

বাঁশ বাগানের মাথার উপর। চাঁদ উঠেছে ওই
মাগো আমার শোলক বলা। কাজলা দিদি কই।

২. **পূর্ণযতি :** চরণের শেষে যে যতি ব্যবহৃত হয়, তাকে পূর্ণযতি বলে। যেমন :

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই।।
মাগো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই।।

❖ **ছেদ :** শ্বাস গ্রহণের সুবিধার্থে অর্থবোধের দিকে লক্ষ রেখে বাক্যাংশের শেষে যে বিশ্রাম গ্রহণ করা হয়, তাকে ছেদ বলে। ছেদের অপর নাম হচ্ছে **অর্থযতি** বা **ভাবযতি**। যতির মতো ছেদও ২ প্রকার। যথা :

১. **উপচ্ছেদ :** বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন বাক্যাংশের দিকে লক্ষ রেখে যে ছেদ ব্যবহৃত হয়, তাকে উপচ্ছেদ বলে। যেমন :

গগনে গরজে মেঘ * ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি * নাহি ভরসা।

২. **পূর্ণচ্ছেদ :** অর্থবোধের দিকে লক্ষ রেখে বাক্যের শেষে যে ছেদ ব্যবহৃত হয়, তাকে পূর্ণচ্ছেদ বলে। যেমন :

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা **
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা **।

স্বরাঘাত : কবিতা আবৃত্তির সময় কোনো কোনো শব্দের প্রথম অক্ষরে যে ঝোঁক পড়ে তাকে স্বরাঘাত বলে। একে **শ্বাসাঘাত** বা **প্রস্বর**ও বলা হয়। যেমন :

যখন তোমার। কেউ ছিল না। তখন ছিলাম। আমি
এখন তোমার। সব হয়েছে। পর হয়েছি। আমি।

পর্ব : কবিতার চরণে যতি দ্বারা বিভক্ত প্রতিটি অংশকে পর্ব বলে। যেমন :

এই খানে তোর। দাদির কবর। ডালিম গাছের। তলে
তিরিশ বছর। ভিজায়ে রেখেছি। দুই নয়নের। জলে।

অপূর্ণ পর্ব : সমমাত্রার পর্ববিশিষ্ট কোনো চরণের শেষ পর্ব যদি অপেক্ষাকৃত ছোট হয়, তবে তাকে অপূর্ণ পর্ব বলে। যেমন :

এই খানে তোর। দাদির কবর। ডালিম গাছের। **তলে** (৬ + ৬ + ৬ + ২)
তিরিশ বছর। ভিজায়ে রেখেছি। দুই নয়নের। **জলে।** (৬ + ৬ + ৬ + ২)

অতিপূর্ণ পর্ব : সমমাত্রার পর্ববিশিষ্ট কোনো চরণের শেষ পর্ব যদি অপেক্ষাকৃত বড় হয়, তবে তাকে অতিপূর্ণ পর্ব বলে। যেমন :

কৈলাশ ভূধর। অতি মনোহর। **কোটি শশী পরকাশ** (৬ + ৬ + ৮)

অতি পর্ব : অন্য পর্বগুলোর সাথে সমতা রক্ষা না করে পঙ্‌ক্তির শুরুতে যে ছোট পর্ব থাকে তাকেই অতি পর্ব বলা হয়। যেমন :

(আজ) জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

মধ্যখণ্ডন : পর্ব বিন্যাসের প্রয়োজনে যখন কোনো শব্দকে ভেঙে দুই খণ্ডে উচ্চারণ করা হয়, তখন তাকে মধ্যখণ্ডন বলে। যেমন :

কাণ্ডারি তব। সম্মুখে ঐ। পলাশীর প্রাণ্। তর

পঙ্‌ক্তি : এক সারিতে অবস্থিত পদসমষ্টিকেই পঙ্‌ক্তি বা চরণ বলে। পঙ্‌ক্তিকে ছত্র বা লাইনও বলা হয়। যেমন :

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা

স্তবক : একত্রে সন্নিবেশিত দুই বা ততোধিক পদকে এক কথায় স্তবক বলে। স্তবক হচ্ছে এক ধরণের চরণগুচ্ছ। এতে একটি মিলের বৈশিষ্ট্য থাকে। একটি কবিতায় এক বা একাধিক স্তবক থাকতে পারে। যেমন :

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা—
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা ॥

লয় : কবিতা আবৃত্তির যে গতি থাকে তাকেই বলা হয় লয়। ছন্দ ভেদে এই লয়ের তারতম্য হয়ে থাকে। বাংলা ছন্দে ৩ প্রকার লয় রয়েছে। যথা- ১. দ্রুত লয়   ২. ধীর লয়   ৩. বিলম্বিত লয়

এই ৩ প্রকার লয় তিন ধরনের ছন্দে ব্যবহৃত হয়। যেমন –

১. স্বরবৃত্ত ছন্দ : দ্রুত লয়

বাঘের মাসি বিড়াল ছানা
গজালো তার তিনটি ডানা।

২. মাত্রাবৃত্ত ছন্দ : বিলম্বিত লয়

এইখানে তোর বুজির কবর, পরীর মতন মেয়ে,
বিয়ে দিয়েছিনু কাজিদের বাড়ি বনিয়াদি ঘর পেয়ে।

৩. অক্ষরবৃত্ত ছন্দ : ধীর লয়

রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?
এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?
সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?

ছন্দের প্রকারভেদ : ছন্দ মূলত ৩ প্রকার। যথা :

১. **স্বরবৃত্ত** (দলবৃত্ত, স্বরমাত্রিক, স্বরাঘাত প্রধান, শ্বাসাঘাত প্রধান, প্রাকৃত বা লৌকিক ছন্দ, ছড়ার ছন্দ)
২. **মাত্রাবৃত্ত** (কলাবৃত্ত, ধ্বনি প্রধান, ধ্বনিমাত্রিক, বিস্তার প্রধান)   ও
৩. **অক্ষরবৃত্ত** (মিশ্রকলাবৃত্ত, মিশ্রপ্রাকৃতিক, অক্ষরমাত্রিক, তান প্রধান, সঙ্কোচপ্রধান, যৌগিক ছন্দ)।

১. **স্বরবৃত্ত :** যে ছন্দে যুগ্ম বা অযুগ্মধ্বনিকে সব সময় এক মাত্রা হিসেবে গণ্য করা হয় তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে। এ ছন্দে প্রত্যেক পর্বের প্রথম শব্দের শুরুতেই শ্বাসাঘাত পড়ে। এ ছন্দের প্রতিটি পর্বে সাধারণত ৪টি করে মাত্রা থাকে। এ ছন্দে চার পর্ববিশিষ্ট চরণের শেষ পর্ব সাধারণত অপূর্ণ হয়। যেমন :

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই
মাগো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

২. **মাত্রাবৃত্ত :** যে ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে সব সময় দুই মাত্রা এবং অযুগ্মধ্বনিকে এক মাত্রা হিসেবে গণ্য করা হয় তাকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরণের শেষ পর্ব ছাড়া এ ছন্দের প্রতিটি পর্বে ৬টি করে মাত্রা থাকে। তবে কবিতা ভেদে মূল পর্বের এ মাত্রা সংখ্যা ৪, ৫, ৭ বা ৮টিও হতে পারে। এ ছন্দের চরণগুলোতেও শেষ পর্ব সাধারণত অপূর্ণ থাকে। এতে প্রায় ক্ষেত্রেই অন্ত্য পর্ব ছাড়া অন্য পর্বগুলোর মাত্রা সংখ্যা সমান হয়। যেমন –

এই খানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।

৩. **অক্ষরবৃত্ত :** যে ছন্দে শব্দের শেষ যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রা ধরে অযুগ্মধ্বনি এবং শব্দের আদি ও মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে এক মাত্রা হিসেবে গণ্য করা হয় তাকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে। এ ছন্দে একটি মাত্র যুগ্মধ্বনি দিয়ে কোনো শব্দ গঠিত হলে তাকে দুই মাত্রা হিসেবেই গণ্য করা হয়। এ ছন্দের চরণগুলো সাধারণত ২ পর্বের হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব পর্বগুলো ৬, ৮ ও ১০ মাত্রার হয়ে থাকে। তবে ২ পর্বে বিভক্ত এর প্রতিটি চরণের মাত্রা সংখ্যা সাধারণত ১৪ টি (৮+৬)। বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা ধরনের ছন্দ যেমন– পয়ার, একাবলি, ত্রিপদী, চৌপদী, একপদী, অমিত্রাক্ষর, গৈরিশ, মুক্তক, অতিমুক্তক ও গদ্যছন্দ অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই অংশবিশেষ।

ছন্দ বিশ্লেষণে ব্যবহৃত চিহ্নসমূহ :

১. মাত্রা : ❑ যুগ্ম ধ্বনি : — ❑ অযুগ্ম ধ্বনি : ◡
২. যতি : ❑ অর্ধযতি : | ❑ পূর্ণযতি : ||
৩. ছেদ : ❑ উপচ্ছেদ : * ❑ পূর্ণচ্ছেদ : **
৪. স্বরাঘাত : /
৫. অপূর্ণ পর্বের উহ্য মাত্রা : ০
৬. অতি পর্ব : ( )

ছন্দ বিশ্লেষণ

স্বরবৃত্ত : ছিপ খান। তিন দাঁড়। তিন জন। মাল্লা
চৌপর। দিনভর। দেয় দূর। পাল্লা।

মাত্রাবৃত্ত : তারপর এই। শূন্য জীবনে। যত কাটিয়াছি। পাড়ি
যেখানে যাহারে। জড়ায়ে ধরেছি। সেই চলে গেছে। ছাড়ি।

অক্ষরবৃত্ত : হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;-
তা সবে,(অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পর দেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

ছন্দ বিশেণ্ডষণে মাত্রা গণনা

	মুক্তাক্ষর	বদ্ধাক্ষর	*অক্ষরবৃত্ত ছন্দে একটি মাত্র বদ্ধাক্ষরের শব্দ সবসময় ২ মাত্রা হয়*
স্বরবৃত্ত	১ মাত্রা	১ মাত্রা	
মাত্রাবৃত্ত	১ মাত্রা	২ মাত্রা	
অক্ষরবৃত্ত	১ মাত্রা	২ মাত্রা	শব্দের শেষে
		১ মাত্রা	শব্দের আদি ও মধ্যভাগে
উদাহরণ			
স্বরবৃত্ত	ক্যাম / ব্রি / য়ান		৩ মাত্রা
মাত্রাবৃত্ত	ক্যাম / ব্রি / য়ান		৫ মাত্রা
অক্ষরবৃত্ত	ক্যাম / ব্রি / য়ান		৪ মাত্রা

❑ **গ্রন্থনা : বুলবুল আহমেদ**

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

▣ কবি পরিচিতি

উচ্চাভিলাষী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। আর সেই অনুরাগের কারণেই দেশ ছেড়ে তিনি বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তিনি ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা করে বিখ্যাত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। শেষ পর্যন্ত ইংরেজির প্রতি অন্ধ মোহ ত্যাগ করে তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি এ ভাষাতেই তাঁর কালজয়ী সাহিত্যকর্মগুলো সৃষ্টি করেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে মধুসূদন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর নামের শুরুতে 'মাইকেল' যোগ করা হয়। মধুসূদনের পিতার নাম রাজ নারায়ণ দত্ত এবং মাতার নাম জাহ্নবী দেবী।

জন্ম : ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে যশোরের সাগরদাড়ি গ্রামে।

মৃত্যু : ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায়।

▣ রচনাবলি

মহাকাব্য : মেঘনাদ বধ কাব্য।

বাংলা কাব্য : তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

ইংরেজি কাব্য : The Captive Lady, Vision of the Past.

নাটক : কৃষ্ণকুমারী, পদ্মাবতী, শর্মিষ্ঠা, মায়াকানন।

প্রহসন : একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

▣ উৎস ও পরিচিতি

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' থেকে 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি সংগ্রহ করা হয়েছে। কবিতাটি প্রথমে ১৮৬০ সালে 'কবি-মাতৃভাষা' নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫ সালে পুনরায় সংশোধিতরূপে 'বঙ্গভাষা' নামে প্রকাশিত হয়।
'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবি বাংলা ভাষার প্রতি প্রকাশ করেছেন অপরিসীম শ্রদ্ধা-ভালোবাসা। বঙ্গভাষার জন্য তিনি তার দেহমন সঁপে দিতে চেয়েছেন। বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে তিনি ইংরেজি ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন। পরিণতিতে তাঁর যে অনুশোচনা ও আত্মসমালোচনা তাই স্থান পেয়েছে 'বঙ্গভাষা' নামক সনেটে।

▣ তথ্যপুঞ্জ

- 'বঙ্গভাষা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট কবিতা।
- কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতি চরণে চৌদ্দ মাত্রা এবং চৌদ্দটি অক্ষর রয়েছে। প্রতি চরণে দুটি পর্ব আছে। প্রথম পর্বে আট মাত্রা এবং দ্বিতীয় পর্বে ছয় মাত্রা।
- কবির কাছে বাংলা সাহিত্য কমল-কাননরূপে প্রতীয়মান।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত শতাধিক সনেট রচনা করেন।
- 'মেঘনাদ বধ কাব্য' বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য এবং কবির শ্রেষ্ঠ কীর্তি।
- বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- বিশ্ব সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক ইতালির কবি পেত্রার্ক।
- বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ্রিক, ল্যাটিন, ফরাসি, জার্মান ও ইতালীয়সহ ১৩-১৪টি ভাষা শিখেছিলেন এবং চিরায়ত পাশ্চাত্য সাহিত্য অধ্যয়ন করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

বঙ্গভাষা

◘ শব্দার্থ ও টীকা

হে বঙ্গ : 'বঙ্গ' বলতে কবি এখানে বাংলা ভাষাকে বুঝিয়েছেন এবং তাকেই সম্বোধন করেছেন।

বিবিধ রতন : বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য-ভাণ্ডার বৈচিত্র্যময় ও উৎকর্ষমণ্ডিত সাহিত্য সম্পদে পরিপূর্ণ।

শৈবাল : শ্যাওলা। (ইংরেজি ভাষাকে এখানে শ্যাওলার সাথে তুলনা করা হয়েছে)।

কমল-কানন : পদ্মবন (এখানে বাংলা ভাষাকে কমল কানন বা পদ্ম বাগানের সাথে তুলনা করা হয়েছে)।

ভিক্ষাবৃত্তি : বিদেশি সাহিত্যকে পরধন বিবেচনা করে তার চর্চাকে তিনি ভিক্ষাবৃত্তির সমতুল্য মনে করেছেন। এখানে নিজের সম্পদকে উপেক্ষা করে অন্য ভাষার দ্বারস্থ হওয়ার জন্য অনুশোচনা ও আত্মসমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

সনেট ❐ সনেট একটি বিশেষ ধরনের রূপকল্প। প্রত্যেক সনেটে সাধারণত ১৪টি পঙ্ক্তি থাকে। এর প্রথম ৮ পঙ্ক্তিকে অষ্টক (Octave) ও শেষ ৬ পঙ্ক্তিকে ষটক্ (Sestet) বলা হয়। একটি সনেট একটি মাত্র ভাবের বাহন। এর অষ্টকে যে ভাবের সূচনা হয়, ষটকে তা পূর্ণতা লাভ করে। অনেক সময় ষটকে অষ্টক থেকে ঈষৎ সরানো বক্তব্য–এমনকি বিরোধী কোনো প্রশ্নও উচ্চারিত হতে পারে। অষ্টক-ষটক মিলিয়ে কবিতার একটি অখণ্ড মণ্ডল রচিত হয়। গঠনের দিক দিয়ে সনেট প্রধানত দু'রকমের: পেত্রার্কীয় ও শেক্‌সপীয়রীয়।

'বঙ্গভাষা' সনেটটি রীতি ও মিলের দিক থেকে অনিয়মিত ধরনের। এ কবিতার অন্ত্যমিলগুলো এ রকম : কখ কখ খক খক ঘগ ঙঙ। কবিতার প্রথম চারটি ও শেষ দুটি পঙ্ক্তি শেকস্‌পীয়রীয় রীতিতে রচিত। পঞ্চম থেকে অষ্টম পঙ্ক্তি অনিয়মিত শেকস্‌পীয়রীয় ঢঙে এবং নবম থেকে দ্বাদশ পঙ্ক্তি পেত্রার্কীয় ঢঙে নির্মাণ করা হয়েছে।

◘ বানান সতর্কতা

সঁপা, পূর্ণ, মণি, ভিখারী, ভ্রমণ।

❐ নমুনা প্রশ্নাবলি ❐

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বঙ্গভাষা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক. স্বরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. মুক্তক ঘ. অক্ষরবৃত্ত

২. 'মজিনু বিফল তপে'– চরণাংশে বোঝানো হয়েছে কবির
ক. বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবহেলা
খ. ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ
গ. বাংলা ভাষার সৌন্দর্যে অনাসক্তি
ঘ. ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চায় ব্যর্থতা

নিচের কবিতাংশ দুটো লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপখনি; পূর্ণ মণিজালে।
....
মায়ের মুখের ভাষা যেন মনি মুক্তাহেম,
রচনা করিয়া যত অলংকার ভরে তুলি
মায়ের ভাঁড়ার!

৩. কবিতাংশ দুটির মধ্যে সাদৃশ্য আছে এর–
i. ভাবে ii. ছন্দে
iii. অলংকারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. কবিতাংশ দুটির এই সাদৃশ্য নিচের কোন চরণটিতে সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে?
ক. কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!
খ. পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি
গ. হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
ঘ. পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পল্লীর ঘাটে, মাঠে, পল্লীর আলো-বাতাসে, পল্লীর পরতে পরতে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে। পল্লী সাহিত্য সম্পদের মধ্যে পল্লী গানগুলো অমূল্য রত্নবিশেষ, শহুরে গানের প্রভাবে সেগুলো আজ বর্বর চাষার গান বলে ভদ্র সমাজে আর বিকায় না। বাংলার

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

উপকথাগুলো এক জায়গায় জড় করলে বিশ্বকোষের মতো বালামে তার সংকুলান হত না। প্রবাদ বাক্যে এবং ডাক ও খনার বচনে কত যুগের ভুয়োদর্শনের পরিপক্ব ফল সঞ্চিত হয়ে আছে, কে তা অস্বীকার করতে পারে?

ক. 'কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি' চরণটিতে 'পরিহরি' শব্দটির চলিত রূপটি কী?
খ. বিদেশি ভাষায় সাহিত্য চর্চাকে 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবি 'ভিক্ষাবৃত্তি' বলেছেন কেন?
গ. 'বঙ্গভাষা' কবিতার অষ্টকের কোন বিষয়টি অনুচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে?– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'কবিতাটি যেন 'মাতৃকোষে রতনের রাজি' এর চরণটির সার্থক পরিপূরক'– এই বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

২. যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।।
****
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।।
মাতাপিতাসহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।

ক. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটির অষ্টকের মূলভাব কী?
খ. বিদেশী ভাষায় সাহিত্য চর্চায় কবি বিফল হলেন কেন?– ব্যাখ্যা কর।
গ. কবিতাংশটির শেষ চরণদুটিতে 'বঙ্গভাষা' কবিতার ষট্‌কের কোন পঙ্‌ক্তির ভাবার্থের প্রতিফলন ঘটেছে–ব্যাখ্যা কর।
ঘ. গঠনশৈলীর ভিত্তিতে 'বঙ্গভাষা' কবিতার ষট্‌কের সঙ্গে কবিতাংশটির একটি তুলনামূলক আলোচনা কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে সাবরিনা নাহিনের সুনাম রয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন, নিজ দেশেই প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, প্রয়োজন শুধু দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে তার যথাযথ ব্যবহার। দুর্নীতি রোধ করে নিজ নিজ কাজে আরো পারঙ্গম হয়ে ওঠলে এদেশের মানুষ বিশ্বের সফল দেশগুলোর কাতারে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। এ বিশ্বাসের কারণেই অতি অল্প সময়েই তিনি নিঃস্ব থেকে যথেষ্ট সচ্ছল হতে পেরেছেন। শুধু তাই নয়, তার তত্ত্বাবধানে কাজ করে এখন প্রায় দেড়শ নারী সচ্ছলতার মুখ দেখছে।

ক. কবি কমল কানন ভুলে কোথায় খেলা করেছেন?
খ. বঙ্গভাষা কবিতায় কবি কোন ভুলের কারণে খেদ প্রকাশ করেছেন? কেন?
গ. উদ্দীপকের সাথে বঙ্গভাষা কবিতার মিল-অমিলগুলো তুলে ধর।
ঘ. 'মাতৃভাষা-রূপখনি, পূর্ণ মনিজালে' – উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কবি কমল কানন ভুলে শৈবালে খেলা করেছেন।

খ) বিদেশি ভাষার প্রতি অতিরিক্ত মোহ এবং মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞার মাধ্যমে কবি যে ভুল করেছেন তার জন্যই তিনি খেদ প্রকাশ করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে সমৃদ্ধি ও যশ

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

পেতে চেয়েছিলেন। এ অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। কেননা, মাতৃভাষা ত্যাগ করে অন্য ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করে তিনি কেবল তাঁর লক্ষ্য অর্জনেই ব্যর্থ হননি, সেই সাথে তাকে অনেক কষ্টও করতে হয়েছে। অথচ পরবর্তীকালে বিদেশি ভাষা ত্যাগ করে মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করে তিনি ঠিকই তাঁর কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করেন। তিনি তাঁর 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কাব্যিক ভাষায় এ কথাটিই প্রকাশ করেছেন।

গ) উদ্দীপকের সাবরিনা নাহিন নিজের দেশকে ভালোবেসে, নিজ দেশের কাঁচামাল ব্যবহার করে, পরিশ্রম ও মেধার মাধ্যমে সফল হতে পেরেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তও নিজ মাতৃভাষা ব্যবহার করে সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হন। তাঁর 'বঙ্গভাষা' কবিতায় এ কথাটিই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

আধুনিক বাংলা কবিতার জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত এ দেশের কাব্য সাহিত্যে প্রথম সার্থক সনেট প্রণয়ন করেন। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্গভাষা' কবিতায় ইংরেজি ভাষার প্রতি মোহাসক্তি, তার ফলে ভয়াবহ পরিণতি, অতঃপর মোহভঙ্গ এবং তার সুফল পাওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

উদ্দীপকের সাবরিনা জীবনের শুরু থেকে স্বদেশ ও স্বদেশের যাবতীয় উপকরণকে নিজের বলে মেনে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, স্বদেশে অবস্থান করেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে গেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা মাতৃভূমি ও তার ঐশ্বর্যের ব্যবহারের ফলে স্বনির্ভরতা লক্ষ করি।

ঘ) মাতৃভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মনিজালে। এই পংক্তিটি আধুনিক বাংলা কাব্যের জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত বঙ্গভাষা কবিতার অন্তর্গত। এখানে কবি মাতৃভাষাকে অফুরন্ত রত্নরাজির ভাণ্ডারের সাথে তুলনা করেছেন। উদ্দীপকের চরিত্র সাবরিনা জানেন যে, তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশে তার জন্ম। তথাপি তিনি এটুকু মানতে রাজি নন যে, মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাইতো তিনি আজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত একজন নারী । নিজের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পদকে কাজে লাগিয়ে তিনি নিজে তো সফল হয়েছেনই, সেই সাথে আরো অনেক নারীকেও সফলতার মুখ দেখিয়েছেন।

কপোতাক্ষের তীরবর্তী যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্ম নেয়া মধুসূদন গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ করে কোলকাতার হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। মূলত সেখান থেকেই তার ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যপ্রীতির উদ্ভব। এ কারণে পরবর্তীকালে তিনি দেশও ছাড়েন। তিনি তাঁর লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যখন দেশে এসে নিজ সাহিত্য চর্চা শুরু করেন তখন তিনি অবাক হন। তিনি উপলব্ধি করেন, এ দেশের সাহিত্য ভাণ্ডার অনেক সমৃদ্ধ। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, কালীদাসের মেঘদূত, কৃত্তিবাসের রামায়ন, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, কাশিরাম দাসের মহাভারত, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কবি কঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি সাহিত্যসৃষ্টি তাকে অনেক অনুপ্রাণিত করে। তাই কবির মতে, বাংলা ভাষা যেন এক মণিমুক্তাময় খনির ভাণ্ডার।

বাংলা ভাষায় রচিত বিচিত্র সাহিত্য ভাণ্ডার যেমন কবিকে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে তেমনি বাংলার ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যও উদ্দীপকের সাবরিনাকে স্বনির্ভর হতে অনুপ্রাণিত করেছে।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নাসিম সাহেব প্রায় এগারো বছর ধরে কানাডার মনট্রিয়ালে থাকেন। সেখানে ফরাসি ভাষার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। ফলে তিনি ও তার দুই ছেলে মেয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই ফরাসি ভাষা রপ্ত করে ফেলেছেন। প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় কাজগুলো তিনি সেই ভাষায় সমাধা করলেও নিজ ভাষায় কথা বলতে না পারার বিষয়টি তাকে বেদনার্ত করে। নিজ ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য যে দেশের মানুষ একদিন প্রাণ দিয়েছিল, সে দেশের মানুষ হয়েও তিনি বহুদূরে শুধু জীবিকার তাগিদে পড়ে আছেন– এ ভাবনা তাকে অনেক বেশি সংকুচিত করে রাখে।

ক. কবিকে কে ঘরে ফিরে যেতে বলেছিলেন?

খ. 'পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ পরদেশে'– বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. নাসিম সাহেবের অনুভূতির সাথে মধুসূদন দত্তের অনুভূতির মিল আছে কী?– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'যা ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে'– উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কবিকে কূললক্ষ্মী ঘরে ফিরে যেতে বলেছিলেন।

খ) পর-ধন বলতে ইংরেজি ভাষা আর পরদেশ বলতে বিদেশকে বুঝানো হয়েছে।

ছোটবেলায় সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা মধুসূদন মাত্র নয় বছর বয়সে কলকাতায় যান। সেখানেই প্রথম তার ভিনদেশি ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মায়। অতঃপর এ কারণে তিনি ধর্মান্তরিত হন এবং বিদেশে গমন করেন। ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে কলকাতা ছেড়ে তিনি দীর্ঘদিন মাদ্রাজে অবস্থান করেন। সেখানে অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটালেও কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার সৃষ্টির তেমন কদর করেনি। পরে নিজ দেশে এসে তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেন, তাঁর মাতৃভাষাই রত্নের আকর। এ কারণেই তিনি উক্ত উক্তিটি করেছেন।

গ) উদ্দীপকের নাসিম সাহেব কেবল জীবিকার অন্বেষণে নিজ দেশ থেকে বহুদূরে অবস্থান করছেন। অন্তরের সুতীব্র কামনা থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশের মাটি, গাছ-পালা তথা প্রকৃতিকে স্পর্শ করতে পারে না, নিজের মানুষদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন না। সবচেয়ে বড় যে বিষয় তাকে পীড়া দেয় তা হলো স্বভাষায় প্রাণ খুলে কথা বলতে না পারা।

অপরদিকে 'বঙ্গভাষা' কবিতার রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত সমৃদ্ধ স্বদেশ, স্বভাষাকে একান্তে পেয়েও তার মেধার স্ফূরণ ঘটানোর জন্য বিদেশি ভাষার সাহিত্য ভাণ্ডারকে বেছে নিয়েছিলেন। জীবনের শুরুর দিকে তিনি ভেবেছিলেন ইংরেজি সাহিত্য অনেক সমৃদ্ধ। এ ভাণ্ডারে তার মতো মেধাবী সাহিত্যিকের কিছু উল্লেখযোগ্য কর্ম যুক্ত হলে হয়তো তা আরো বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। অপরদিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যকার প্রাণরস তাঁর চোখে প্রবলভাবে ধরা পড়েনি। ফলে তিনি মাতৃভাষার ব্যাপারে প্রায় নিরুত্তাপ ছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন। এ কারণে বলা যায়, উদ্দীপকে নাসিম সাহেবের অনুভূতির কোনো মিল নেই।

মাতৃভাষার জন্য একসময় এদেশের বহু তরতাজা যুবক অকাতরে তাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে পিছপা হয় নি। শুধু ভাষার কারণে, মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত করার জন্য তারা পরিবার-পরিজন তথা কাছের মানুষদের ত্যাগ করতে পিছপা হয়নি। নাসিম সাহেব প্রবাসে থেকেও সব সময় এই দীক্ষাতেই অনুপ্রাণিত হন। তাইতো তিনি যখনই সুযোগ পান তখনই মাতৃভাষার চর্চা করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এদেশের বনেদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তরুণ বয়সে মাতৃভাষাকে তেমনভাবে গুরুত্ব দেননি। এর পরিণাম উপলব্ধি করার পর জীবনের শেষ দিকে এসে তার অনুতাপ হয়। তখন তিনি যা কিছু নিজ ভাষায় সৃষ্টি করেছেন তা আজও স্বর্ণাক্ষরে খচিত আছে।

তাই বলা যায়, নাসিম সাহেবের প্রথম জীবনের অনুভূতির অমিল থাকলেও শেষ জীবনে এসে কবিও নাসিম সাহেবের মতোই মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন।

ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবি স্বদেশ ও মাতৃভাষার গুণকীর্তন করেছেন। উদ্দীপকের যেমন দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকলেও মাতৃভূমি আর মাতৃভাষাকে ভুলতে পারেন নি; ঠিক তেমনি মধুসূদনও বিদেশে অবস্থান করে ইংরেজি সাহিত্য চর্চার এক পর্যায়ে মাতৃভূমি আর মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এ দিক থেকে নাসিম সাহেব ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত একই ধরনের মানসিকতা পোষণ করেছেন।

কবি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে ইংরেজি সাহিত্য চর্চা করে যে ব্যর্থতার স্বাদ পান তাতেই তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি ভুল করছেন। তাঁর এ আত্মোপলব্ধি থেকেই তিনি স্বদেশে ফিরে এসে মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা করতে উদ্যোগী হন। কূললক্ষ্মীর প্রসঙ্গ টেনে 'বঙ্গভাষা' কবিতায় তিনি তাঁর এ আত্মোপলব্ধির বিষয়টিই তুলে ধরেছেন। একইভাবে উদ্দীপকের নাসিম সাহেবও নিজের দেশ তথা মাতৃভূমির প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে গভীরভাবে উৎসাহী। জীবিকার তাগিদে তাকে বিদেশ বিভূঁইয়ে থাকতে হলেও দীর্ঘ এগার বছর পরও স্বদেশের প্রতি মমতা তার এতোটুকু ক্ষীণ হয়নি। প্রয়োজনের তাগিদে তাকে ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করতে হলেও ঘরে ফিরে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেন মাতৃভাষার চর্চা করতে। এমনকি তিনি তার পরবর্তী প্রজন্ম তথা তার সন্তানদেরও বাংলা ভাষায় কথা বলতে ও তা নিয়মিত ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বক্তব্যটি 'বঙ্গভাষা' কবিতার মূল বক্তব্য তথা প্রশ্নোক্ত পংক্তিটিরই যথার্থ প্রতিধ্বনি।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ছেলেবেলা থেকেই অমিয় বাংলা সাহিত্য ভীষণ ভালোবাসে। মা-বাবার ইচ্ছায় সে প্রকৌশলী হলেও সাহিত্যের সাথে তার সম্পৃক্ততা ছিন্ন হয়নি। বিশেষ করে নিজ ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডার তাকে অভিভূত করে। এ কারণে সে বাংলা ভাষায় কিছু কবিতা ও ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেছে। পাশাপাশি অবসরে সে বেশ কিছু ইংরেজি নভেল পড়লেও তা তাকে খুব একটা আকৃষ্ট করেনি। তাই মাঝে-মধ্যে সে ভাবে, বাংলা ভাষার সাহিত্য সম্ভারকে বহির্বিশ্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে বেশ হতো।

ক. কবি কিসের লোভে পরদেশে ভ্রমণ করেছেন?

খ. কবি কেন এদেশ ছেড়ে চলে যান?

গ. উদ্দীপকের অমিয় এর মানসিকতার সাথে 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির মনোভাবের মিল-অমিলগুলো তুলে ধরো।

ঘ. উদ্দীপকটি বঙ্গভাষা কবিতার কোন দিকটি ইঙ্গিত করে-আলোচনা কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কবি পরধনের লোভে পরদেশে ভ্রমণ করেছেন?

খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর থেকে বেড়ে ওঠা, পড়ালেখা করা ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রেই তাকে সামান্যতম কষ্ট পেতে হয়নি। তথাপি কবি তার নিজের দেশ, ভাষা ছেড়ে বিদেশের মাটিতে পাড়ি জমান। মূলত ইংরেজি সাহিত্যে সুনাম তথা খ্যাতি অর্জনের আশায় তিনি এদেশ ত্যাগ করেন। তার বিশ্বাস ছিল তিনি তার মেধা দিয়ে ইংরেজি সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে বিদেশের মাটিতে সম্মান অর্জন করতে পারবেন।

গ) উদ্দীপকের অমিয় কৈশোর থেকেই নিজ সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট। সে নিজস্ব ভাষায় রচিত শিল্প-সাহিত্যের মাঝে এ দেশের গৌরবগাঁথা লক্ষ করেছে। এ ভাষায় সে নিজেও কিছু রচনা করেছে। পেশায় প্রকৌশলী হয়েও এমন সাহিত্যপ্রীতি সত্যিই প্রসংশনীয়। অপরদিকে বঙ্গভাষা কবিতার রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন তখনই ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। অতঃপর সেই ভাষায় সাহিত্য চর্চায় সবটুকু মেধা ও শ্রম ব্যয়ে সচেষ্ট হন। কিন্তু জীবনের একটি পর্যায়ে এসে তিনি উপলব্ধি করেন, নিজের ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই তার বিপর্যয় ঘটেছে।

স্বপ্নভঙ্গের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের আত্মোপলব্ধির অনুপম বাণীচিত্র হচ্ছে বঙ্গভাষা কবিতা। উদ্দীপকের অমিয়-এর চিন্তা-চেতনা শুরু থেকেই ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। সে প্রকৌশলী হলেও নিজ ভাষায় কাব্য চর্চায় পিছপা হয়নি। তাই যথার্থই বলা যায়, উদ্দীপকের অমিয়-এর মানসিকতার সাথে বঙ্গভাষা কবিতার কবির কিছুটা হলেও অমিল রয়েছে।

ঘ) অপরিমিত স্বপ্নবোধ আর কঠিন বাস্তবতার আঘাতে জর্জরিত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত অসাধারণ কবিতা বঙ্গভাষা । ভেঙে যাওয়া স্বপ্নের খণ্ডিত অংশের পাশাপাশি জীবনের পরবর্তী অংশের আত্মোপলব্ধি এবং স্বদেশে ফিরে এসে মাতৃভাষায় সাফল্য প্রাপ্তিও সফলভাবে চিত্রিত হয়েছে এ কবিতায়। অপরদিকে উদ্দীপকের অমিয়-এর মাধ্যমে স্বদেশ তথা স্বভাষার জয়গান গাওয়া হয়েছে।

ইতালীয় কবি পেত্রার্ক কর্তৃক উদ্ভাবিত বিশেষ ছন্দরীতির এক অখণ্ড গীতিকবিতা হচ্ছে সনেট। মাইকেল মধুসূদন এ ধারার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ সনেট হিসেবে স্বীকৃত এবং তার সনেটসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো বঙ্গভাষা। আলো ভেবে আলেয়ার পেছনে ছুটে চলা কবি শেষ পর্যন্ত সঠিক পথের সন্ধান পান স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর। অন্য ভাষার জন্য ধর্ম ত্যাগ করা মানুষ কীভাবে নিজ ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সফলতা পান তা-ই তিনি বঙ্গভাষা কবিতায় বলেছেন। উদ্দীপকের অমিয় ভিন্ন বিষয়ে পড়ালেখা করলেও ছোটবেলা থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডার তাকে চরমভাবে আকৃষ্ট করে। ফলে সে তা আজীবনের জন্য অন্তরে লালন করে। অর্থাৎ মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে যে বিষয়টি উপলব্ধি করেন, অমিয় জীবনের শুরুতে তা গ্রহণ করে নেয়।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলার কারণে জীবনের প্রথম পর্যায়ে কবি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। কিন্তু পরবর্তীতে তার ভুল ভাঙলে তিনি খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেন। এরই এক ভিন্নতর প্রকাশ ঘটেছে উদ্দীপকের অমিয়-এর মাঝে। আর এই উভয় ক্ষেত্রেই মাতৃভাষার মহিমা প্রকাশ পেয়েছে।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র হিমেল। ছেলেবেলা থেকেই ইংরেজির প্রতি ছিল তার বিশেষ দুর্বলতা। স্কুল পেরিয়ে কলেজ জীবনে এসে সে ইংরেজিতে অনেক গল্প ও কবিতা লিখেছে এবং তার অনেকগুলো দেশের বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে তার উৎসাহ আরও বেড়ে যায় এবং ইংরেজি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আশায় সে একটি উপন্যাস লিখে ফেলে। কিন্তু সেটি পাঠক সমাজে মোটেই গ্রহণযোগ্য হয়নি। ফলে এতে সে হতোদ্যম হয়ে পড়ে। এরই এক পর্যায়ে তার শিক্ষক মৃণাল সেন তাকে পরামর্শ দিলেন– 'তোমার যে অসাধারণ প্রতিভা তা মাতৃভাষা চর্চার কাজে লাগাও।' শিক্ষকের পরামর্শে সে মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা করে এক সময় বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক হয়ে ওঠে।

ক. কবি কার আজ্ঞা পালন করেছিলেন?

খ. 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন'- কথাটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

গ. মধুসূদন দত্তের যে আত্মোপলব্ধি হিমেলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তা বর্ণনা কর।

ঘ. ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চায় ব্যর্থ হয়ে হিমেলের মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করার বিষয়টি 'বঙ্গভাষা' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কবি কূললক্ষ্মীর আজ্ঞা পালন করেছিলেন।

খ) 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন'- কথাটি দ্বারা বাংলা ভাষার বিশাল শব্দ ভাণ্ডার ও সাহিত্য সম্পদের কথা বুঝানো হয়েছে। আধুনিক বাংলা কবিতার জনক মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভাষা' নামক সনেটে এ কথাটি বলা হয়েছে। এ কবিতায় কবি তাঁর জীবনের ভুল সিদ্ধান্তজনিত কারণে যে গ্লানি ও যাতনা ভোগ করেন তারই এক চমৎকার বাণীচিত্র অঙ্কন করেছেন। বাংলা ভাষা ত্যাগ করে ইংরেজি সাহিত্য চর্চা করতে গিয়ে তিনি যে কতো বড় ভুল করেছিলেন তা প্রকাশ করতে গিয়েই এভাবে তিনি বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির কথা বলেছেন। এ ভুলের কারণে অকপটে তিনি তার অনুশোচনার কথাও ব্যক্ত করেছেন।

গ) হিমেল ছোটকাল থেকেই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি দুর্বল ছিল। তখন থেকেই সে স্বপ্ন দেখতো একদিন সে ইংরেজি সাহিত্যের একজন নামকরা সাহিত্যিক হবে। মাইকেল মধুসূদন দত্তও বাল্যকাল থেকেই ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হয় যে, বড় সাহিত্যিক বা কবি হতে হলে ইংরেজিতেই হতে হবে। হিমেল তার কিছু ইংরেজি লেখা দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলে উৎসাহিত হয় এবং একটি বড় উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করে। কিন্তু সে উপন্যাসটি পাঠকপ্রিয়তা পায়নি। মধুসূদন দত্তও ইংরেজি সাহিত্যে বড় কবি হবার নেশায় কোলকাতা ছেড়ে মাদ্রাজে যান এবং সেখানে 'The Captive Lady' ও `Vision of the past' নামের দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু সে গ্রন্থ দুটি ইংরেজ সমাজ কর্তৃক খুব একটা সমাদৃত হয়নি। ফলে ব্যর্থতার গ্লানিতে জর্জরিত কবি একসময় উপলব্ধি করেন, মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় সাহিত্য চর্চা করে বড় সাহিত্যিক হওয়া যায় না। হিমেলও যখন কষ্টে বিমর্ষ তখনই তার শিক্ষক মৃণাল সেন তাকে উপদেশ দেন যে, মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা করেই বড় কবি বা সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব। হিমেল হৃষ্টচিত্তে সে পরামর্শ গ্রহণ করে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করে এবং এক পর্যায়ে মাইকেল মধুসূদনের মতো সেও এক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ঘ) হিমেল ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করে খ্যাতি লাভ করবে এমন সাধনায় মগ্ন ছিল। কিন্তু তার ইংরেজি সাহিত্যকর্মগুলো মোটেও পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। ফলে এ ব্যর্থতায় সে বিমর্ষ হয়ে ওঠে। অবশেষে শিক্ষকের পরামর্শে তার আত্মোপলব্ধি ঘটে এবং অবশেষে ইংরেজি ত্যাগ করে সে নিজের মাতৃভাষা বাংলায় সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করার মাধ্যমে সাফল্য লাভ করে। ঠিক একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে আধুনিক বাংলা কবিতার জনক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনে। যশোরের সাগরদাঁড়ির দত্ত বংশের বিখ্যাত জমিদার রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র ছেলে মধুসূদন বাল্যকাল থেকেই ছিলেন উচ্চাভিলাষী। ফলে ছোট বেলা থেকেই তার খুব বড় হওয়ার একটি নেশা ছিল। শিক্ষাজীবনের এক পর্যায়ে ইংরেজি সাহিত্যই তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি বিশ্বাস করতে থাকেন, রাজভাষা ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা করতে পারলেই জগদ্বিখ্যাত হতে পারবেন। এ চিন্তা থেকেই কবি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ১৮৪৩ সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং স্বদেশ ত্যাগ করে মাদ্রাজে পাড়ি জমান। সেখানে ইংরেজি ভাষায় একাধিক গ্রন্থ লিখেও তিনি খ্যাতি লাভ করতে পারেন নি। অবশেষে তাঁর বোধোদয় হয় এবং তিনি স্বদেশে ফিরে এসে মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করেন এবং বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেই এক সময় তিনি খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন।

মাতৃভাষা ছাড়া সাহিত্য চর্চা করে কেউ তাঁর কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পায় না।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ইফফাত ও ইমরান দুজন যমজ ভাই। তারা একই ক্লাসে পড়লেও ইফফাত বাংলা সাহিত্য ভালোবাসে আর ইমরান ভালোবাসে ইংরেজি সাহিত্য। ইমরান মনে করে বাংলা হলো ইতর ও ছোটলোকের ভাষা। এটা সভ্যতা ও সাহিত্যের অনুপযোগী। ইংরেজি সাহিত্য চর্চা করেই সব কবি-সাহিত্যিকরা বড় হয়েছেন। এ কারণেই পড়াশোনা শেষ করে সে পাড়ি জমায় বিদেশে। দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে এক সময় তার মনে হয় কোথায় যেন একটা শূন্যতা বিরাজ করছে। সে উপলব্ধি করে নিজের মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষা চর্চা করে মন ভরে না। এ উপলব্ধি থেকেই সে একসময় স্বদেশে ফিরে আসে এবং স্বদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করে।

ক. কবি কিসে মগ্ন হয়েছিলেন?

খ. 'কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল-কানন'– বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের ইমরানের ভাবনার সাথে 'বঙ্গভাষা' কবিতার মূলবক্তব্য কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ- আলোচনা কর।

ঘ. 'ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি, এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি'- উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কবি ব্যর্থ তপস্যায় মগ্ন হয়েছিলেন।

খ) বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চা করে কবি যে বড় হবার মিথ্যা স্বপ্ন দেখেছিলেন 'কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল-কানন' দ্বারা এ কথাটিই বুঝানো হয়েছে। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি ভাষায় বড় কবি হবার অভিলাষে স্বদেশ ত্যাগ করে মাদ্রাজ চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি যখন তাঁর স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হন তখন বুঝতে পারেন তিনি যা করেছেন তা সবই ভুল। তাই তিনি স্বদেশে ফিরে এসে মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করেন এবং খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। এ উপলব্ধি থেকেই তিনি ইংরেজি বা বিদেশি ভাষাকে শৈবাল এবং বাংলা বা মাতৃভাষাকে কমল কানন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

গ) উদ্দীপকের ইমরান তার মাতৃভাষাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখেছে। তার মতে বাংলা ইতর ও ছোটলোকের ভাষা। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও তাঁর 'বঙ্গভাষা' কবিতায় এ উপলব্ধির কথা তুলে ধরেছেন। কবিও এক সময় মাতৃভাষা বাংলাকে ঘৃণা ও

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

অবজ্ঞা করেছেন এবং ইমরানের মতোই আপন ভেবেছেন ইংরেজিকে। ইমরান যেমন ইংরেজিকে প্রাধান্য দিয়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে তেমনি 'বঙ্গভাষা' কবিতার কবি মধুসূদনও ইংরেজি সাহিত্যে বড় কবি হবেন এমন প্রত্যাশায় স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন। ইমরানের একসময় বোধোদয় হলো নিজের মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোনো ভাষায়ই স্বাচ্ছন্দ্যে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না। তার এ মোহভঙ্গের ফলেই তিনি স্বদেশে ফিরে এসে মাতৃভাষার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে নিয়োজিত হন। তেমনি 'বঙ্গভাষা' কবিতার মূল বক্তব্যের শেষ অংশে আমরা দেখি কবি বিদেশে অনিদ্রায়, অনাহারে, অবহেলা, ঘৃণা আর অপমানে জর্জরিত হয়েছেন। সেখানে তাঁর কাব্য প্রতিভাকে কেউ মূল্যায়ন করেনি। তাই মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় যে নিজের প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না এ বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি নিজের আত্মদর্শনকে পরিবর্তন করে ফেলেন। এ বোধোদয় থেকেই তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন ও বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে শ্রেষ্ঠত্বের আসনটি লাভ করেন।

এদিক থেকে বলা যায়, ইমরানের ভাবনা আর 'বঙ্গভাষা' কবিতার মূল বক্তব্য যেন একই সূত্রে গাঁথা।

ঘ) আধুনিক বাংলা কবিতার জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির মাতৃভাষাপ্রীতি ফুটে উঠেছে। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, মঙ্গলকাব্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কিংবা বৈষ্ণব সাহিত্যসহ অসংখ্য মহৎ শিল্পকর্ম সমৃদ্ধ বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে অবজ্ঞা করেছেন উদ্দীপকের ইমরান ও 'বঙ্গভাষা' কবিতার কবি মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। আর এ অবহেলাজনিত ব্যর্থতার গ্লানি টানতে ইমরান কিংবা মধুসূদন উভয়কেই মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি জমাতে হয়েছে। মধুসূদন বিদেশের মাটিতে বসে ইংরেজি ভাষায় কাব্যচর্চা করে বড় কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছেন। কিন্তু একসময় তিনি উপলব্ধি করেন ইংরেজরা তার কাব্য প্রতিভাকে মূল্যায়ন করবে না। ফলে তিনি এ ব্যর্থতার গ্লানি মোচনের জন্য নিজের মাতৃভাষার মহৎ শিল্পকর্মের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মাতৃভাষার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেন। এভাবেই অল্প কয়েক বছরে তিনি বাংলা সাহিত্যে মহাকবির মর্যাদা লাভে সক্ষম হন।

ইমরান এবং মহাকবি মাইকেল মধুসূদনরা যুগে যুগে এমন মিথ্যা মরীচিকার পেছনে ঘুরে ঘুরে ব্যর্থতায় জর্জরিত হয়েই মাতৃভাষার মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করতে শিখে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি কার লেখা?
(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (খ) আবদুল হাকিম
(গ) কায়কোবাদ (ঘ) বিহারীলাল চক্রবর্তী

২. আধুনিক বাংলা কবিতার জনক কে?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
(গ) কাজী নজরুল ইসলাম (ঘ) জীবনানন্দ দাশ

৩. মধুসূদন দত্ত-এর নামের পূর্বে কখন 'মাইকেল' যোগ করা হয়?
(ক) বিদেশে যাওয়ার পর (খ) খ্রিস্টান হওয়ার পর
(গ) বড় কবি হওয়ার পর (ঘ) মহাকবি হওয়ার পর

৪. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট প্রণেতা কে?
(ক) আব্দুল হাকিম (খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৫. মাইকেল মধুসূন দত্ত রচিত মহাকাব্য কোনটি?
(ক) তিলোওমাসম্ভব কাব্য (খ) চতুদর্শপদী কবিতাবলী
(গ) মেঘনাদবধ কাব্য (ঘ) ব্রজাঙ্গনা কাব্য

৬. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) ১৮২৪ সালে (খ) ১৮৭৩ সালে
(গ) ১৮৯০ সালে (ঘ) ১৮৬০ সালে

৭. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
(ক) ১৮৭৩ সালে (খ) ১৯৭৬ সালে
(গ) ১৮৮০ সালে (ঘ) ১৮৭০ সালে

৮. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
(ক) মাত্রাবৃত্ত ছন্দে (খ) স্বরবৃত্ত ছন্দে
(গ) গদ্য ছন্দে (ঘ) অক্ষরবৃত্ত ছন্দে

৯. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় প্রতিটি চরণে কয়টি মাত্রা ও কয়টি পর্ব বিদ্যমান?
ক) ১৪ মাত্রা ও ২টি পর্ব খ) ১২ মাত্রা ও ২টি পর্ব
গ) ১০ মাত্রা ও ৩টি পর্ব ঘ) ১৪ মাত্রা ও ৩টি পর্ব

১০. 'বঙ্গভাষা' কবিতা ১ম ও ২য় পর্বে কয়টি মাত্রা বিদ্যমান?
ক) ৮ ও ৬ মাত্রা খ) ৬ ও ৮ মাত্রা
গ) ১০ ও ৮ মাত্রা ঘ) ১২ ও ১০ মাত্রা

১১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত খ্রিস্টাব্দ থেকে সনেট রচনা শুরু করেন?
ক) ১৮৬৫ খ্রি: **খ) ১৮৬০ খ্রি:**
গ) ১৮৭৫ খ্রি: ঘ) ১৮৪০ খ্রি:

১২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত- এর বন্ধুর নাম কী?
ক) রাজনারায়ণ দত্ত **খ) রাজনারায়ণ বসু**
গ) ভবতোষ ঘোষ ঘ) দীনবন্ধু মিত্র

১৩. 'বঙ্গভাষা' কবিতার পূর্ববর্তী নাম কী?
ক) মাতৃভাষা খ) বাংলা ভাষা
গ) কবি মাতৃভাষা ঘ) কবি বঙ্গভূমি

১৪. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
ক) তিলোত্তমাসম্ভব বাক্য খ) বীরাঙ্গনা কাব্য
গ) চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঘ) ব্রজাঙ্গনা কাব্য

১৫. 'সনেট' পঙ্ক্তি কয়টি?
ক) ১৪টি খ) ১৬টি
গ) ১২টি ঘ) ১৮টি

১৬. সনেটে কয়টি পর্ব থাকে?
ক) তিনটি পর্ব খ) চারটি পর্ব
গ) দুইটি পর্ব ঘ) পাঁচটি পর্ব

১৭. সনেটের প্রতিটি পঙ্ক্তিতে কয়টি মাত্রা থাকে?
ক) ১৫টি খ) ১২টি
গ) ১৪টি ঘ) ১৬টি

১৮. সনেটের প্রথম পর্বের নাম কী?
ক) অষ্টক খ) অষ্টান্ত
গ) অষ্টপঙ্ক্তি ঘ) ষটক

১৯. সনেটের দ্বিতীয় পর্বের নাম কী?
ক) ষট্‌ক খ) গর্ভাঙ্ক
গ) অষ্টক ঘ) সমাপ্তি

২০. একটি সনেটে কয়টি ভাব থাকে?
ক) দুটি ভাব খ) তিনটি ভাব
গ) চারটি ভাগ **ঘ) একটি**

২১. অষ্টক অংশে কী থাকে?
ক) ভাবের পরিণতি খ) ভাবের গভীরতা
গ) ভাবের প্রবর্তনা ঘ) ভাবের উৎকর্ষ

২২. গঠনগত দিক থেকে সনেট কত প্রকার?
ক) তিন প্রকার **খ) দুই প্রকার**
গ) পাঁচ প্রকার ঘ) চার প্রকার

২৩. 'বঙ্গভাষা' রীতি বা মিলের দিক থেকে কেমন?
ক) নিয়মিত **খ) অনিয়মিত**
গ) তত্ত্বমূলক ঘ) দার্শনিকতাপূর্ণ

২৪. 'বঙ্গভাষা' কবিতার প্রথম চারটি ও শেষ দুটি চরণ কোন রীতিতে রচিত?
ক) পেত্রার্কীয় খ) মিল্টনীয়
গ) শেক্সপিয়রীয় ঘ) ট্যাসোর রীতির মতো

২৫. 'বঙ্গভাষা' কবিতার ৯ম থেকে ১০ম চরণ পর্যন্ত কোন রীতিতে রচিত?
ক) পেত্রার্কীয় খ) শেক্সপিয়রীয়
গ) দান্তীয় ঘ) মিল্টনীয়

২৬. সনেটের জনক কে?
ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ) শেক্সপিয়র
গ) পেত্রার্ক ঘ) দান্তে

২৭. 'হে বঙ্গ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
ক) বাংলাভাষী **খ) বাংলা ভাষা**
গ) বাংলাদেশ ঘ) বাঙালি

২৮. 'তা সবে'-এর চলিত রূপ কোনটি?
ক) তাদের সব **খ) সে সবকে**
গ) তার সব ঘ) তারা সবাই

২৯. 'পর ধন' বলতে কবি কোন বিষয়কে বুঝিয়েছেন?
ক) অপরের সম্পদ খ) বিদেশের অর্থ
গ) পাশ্চাত্য সাহিত্য ঘ) নোবেল পুরস্কার

৩০. মাইকেল মধুসূদন দত্ত-এর সাহিত্যসাধনা শুরু হয়েছিল কীভাবে?
ক) প্রাচ্য সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে
খ) ফরাসি সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে
গ) ইংরেজি সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে
ঘ) আমেরিকান সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে

৩১. 'আচরি'- এর শিষ্ট চলিত রূপ কোনটি?
ক) আচরণ **খ) আচরণ করে**
গ) আচার্য ঘ) আতিশয্য

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

বঙ্গভাষা

৩২. ‘কাটাইনু’-এর শিষ্ট চলিত রূপ কোনটি?
ক কাটালাম খ কাটাতে পারলাম
গ কাটিয়েছিলাম ঘ কাটাতে পারিনি

৩৩. ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় উল্লিখিত ‘কমল-কানন’ শব্দের অর্থ কী?
ক শাপলা বন খ পদ্মবন
গ হিজল বন ঘ সবুজ বেষ্টিত বন

৩৪. ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় কার আজ্ঞা পালন করার কথা বলা হয়েছে?
ক কুললক্ষ্মী খ কবি মনের
গ বিদেশের ঘ স্বপ্নের

৩৫. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কয়টি ভাষা শিখেছিলেন?
ক ১৩/১৪ টি খ ১২/১৩টি
গ ১১/১২টি ঘ ১৪/১৫টি

৩৬. ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় কবি কী ভুলে বিদেশে গিয়েছেন?
ক শৈবাল খ কমল
গ ধনরত্ন ঘ মা-বাবা

৩৭. ‘যা ফিরি অজ্ঞান তুই’ কে বলেছেন?
ক কবিমন খ কুললক্ষ্মী
গ বিদেশি বন্ধু ঘ বাঙালি

৩৮. কবির মতে ‘বঙ্গ’ কিসে পরিপূর্ণ?
ক শৈবালে খ কমলে
গ বিবিধ রতনে ঘ জ্ঞান-বিজ্ঞানে

৩৯. ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় কবি নিজেকে কবিতার মধ্যে কী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন?
ক কবি খ বন্ধু
গ বুদ্ধিমান ঘ অবোধ

৪০. কবি নিজেকে প্রবাস যাপনকালীন কী মনে করেছেন?
ক ভিক্ষুক খ ইংরেজ কবি
গ ধনি ব্যক্তি ঘ সার্থক মানুষ

৪১. ‘সঁপি’ এর চলিত রীতি কোনটি?
ক সঁপিনু খ শাপ দেয়া
গ সমর্পণ করা ঘ সার্বিক

৪২. ‘পালিলাম’-এর চলিত রীতি কোনটি?
ক পালন খ পালন করলাম
গ পালন করে ঘ পালনে

৪৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবাসে থাকাকালীন কী বিসর্জন দিয়েছেন?
ক স্বভাষা খ আত্মসুখ
গ সাহিত্য-ভাণ্ডার ঘ জীবন

৪৪. ‘কুললক্ষ্মী’ কবিকে কী মনে করেছেন?
ক সহযোগী খ সতীর্থ
গ সন্তান ঘ আপনজন

৪৫. ‘বঙ্গভাষা’ কবিতার শেষ ছয় চরণের অন্তমিল কেমন?
ক গঘ গঘ গঘ খ গঘঙ গঘঙ
গ গঘ ঘগ ঙঙ ঘ গঘ গঘ ঙঙ

৪৬. ষট্‌ক অংশে কী থাকে?
ক ভাবের পরিণতি খ ভাবের মূল
গ ভাবের উৎকর্ষ ঘ ভাবের সঞ্চার

৪৭. ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় ‘বিবিধ রতন’ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক সাহিত্য সম্ভার খ ধনরত্ন
গ মাণিক্য ঘ কবি-সাহিত্যিক

৪৮. ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় ‘অবোধ আমি’ প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে কেন?
ক প্রথমে বলার জন্যে
খ বিশেষ অর্থ প্রকাশের জন্যে
গ নিজের ইচ্ছা প্রকাশের জন্যে
ঘ নিজের ব্যর্থতা প্রকাশের জন্যে

৪৯. ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় কবি কেন অনিদ্রায় দিন কাটিয়েছেন?
ক ইংরেজি ভাষার কবি হওয়ার সাধনায়
খ দেশের ভাষাকে ভালোবেসে
গ নিজের ভুল বুঝতে পেরে
ঘ বিদেশ থেকে চলে আসার চিন্তায়

৫০. ‘বঙ্গভাষা’ কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে-
ক ভাষাপ্রেম খ দেশপ্রেম
গ মানবপ্রেম ঘ প্রকৃতিপ্রেম

৫১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশের সাহিত্য সম্ভারকে অবহেলা করেছেন কেন?
ক সাহিত্য ভাণ্ডার খুঁজে পান নি
খ ভালো সাহিত্য ভাণ্ডার না থাকায়
গ এ দেশের সাহিত্য সম্ভার কবির পছন্দ হয়নি
ঘ কবি নিজের ইচ্ছায় অবহেলা করেন

৫২. কবির দেশে ফেরার তাগিদ কে দিল?
ক কাব্য দেবী খ ধন দেবী
গ স্বপ্ন দেবী ঘ ইচ্ছা দেবী

৫৩. ‘মাতৃভাষা রূপ খনি’- বলতে বোঝানো হয়েছে-
ক বাংলা ভাষা খ সাহিত্য সম্ভার
গ বাংলা ভাষার সাহিত্য সম্ভার ঘ প্রাচীন সাহিত্য

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৫৪. প্রবাসে কবির ভিখারিদশার কারণ কী?
ক প্রবাসে তাঁর আত্মীয় নেই
খ আপন বলতে কেউ নেই
গ নিজের সাহিত্যের/ কাব্যের মূল্য নেই
ঘ একাকিত্বের কারণে

৫৫. বিদেশি ভাষাকে কবি কেন পরধন হিসেবে দেখেছেন?
ক বিদেশি ভাষা নিজের ভাষা নয়
খ বিদেশি ভাষা স্বচ্ছন্দ বিচরণযোগ্য নয়
গ বিদেশি ভাষা অর্জন কষ্টসাধ্য
ঘ বিদেশি ভাষায় নিজের ভাব সহজে প্রকাশ করা যায় না

৫৬. কোন বোধ কবিকে নিজের ভাষার কাছে ফিরিয়ে এনেছিল?
ক নিজের ভাষার গুরুত্ব অনেক
খ নিজের ভাষা কমল-কানন
গ মাতৃভাষা সকলের বোধগম্য
ঘ মাতৃভাষায় কবি তাঁর সাহিত্যমূল্য পাবেন

৫৭. 'যারে ফিরি ঘরে'—বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির কাজে ব্রতী হওয়া
খ বাড়ি এলে বাঙালিদের ভালোবাসা পাওয়া যায়
গ বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করা
ঘ সাগরদাঁড়িতে ফিরে জমিদারি তদারকি করা

৫৮. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির অনুশোচনার চরম প্রকাশ সম্পর্কিত উদ্ধৃতি কোনটি?
ক কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
খ কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন
গ পর ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
ঘ যা ফিরি অজ্ঞান তুই

৫৯. 'বঙ্গভাষা' কবিতার কোন চরণের মাধ্যমে কবির ভাষাপ্রীতির চরম উৎকর্ষ প্রকাশিত হয়েছে?
ক হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
খ পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
গ কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল-কানন
ঘ ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি

৬০. 'বঙ্গভাষা' ভাষাপ্রেমমূলক কবিতা– কথাটি কোন যুক্তিতে সমর্থনযোগ্য?
ক এখানে দেশের কথা আছে
খ এখানে বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে
গ দেশের সাহিত্য সম্ভারের কথা আছে
ঘ কবিতাটিতে কবি অনুশোচনা করেছেন

৬১. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় 'শৈবাল' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক ফ্রান্স
খ ফরাসি ভাষা
গ মাদ্রাজ
ঘ ইংরেজি ভাষা

৬২. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটির নাম 'কাতর হৃদয়' রাখা যায় কোন দৃষ্টিতে?
ক বিষয় বিশ্লেষণে
খ যুক্তি অনুসারে
গ ব্যক্তিগত যন্ত্রণাবোধে
ঘ কবির মননের ভিত্তিতে

৬৩. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় ব্যবহৃত 'কুললক্ষ্মী' মূলত-
ক কবির অবচেতন মন
খ কবি নিজে
গ সরস্বতী দেবী
ঘ হিন্দুদের দেবী

৬৪. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় 'এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি'- উক্তিটির প্রবর্তনা অংশ কোনটি?
ক যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে
খ মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি
গ পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি
ঘ পর ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ

৬৫. 'কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!'– বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
ক অনেক দিন কষ্ট করা
খ দেশকে ভুলে থাকা
গ দেশের সব কিছু ভুলে সুখে থাকা
ঘ দেশের ভাষা ভুলে থাকা

৬৬. কবির প্রবাস জীবনকে 'অশুভ সময়' বলে অভিহিত করা হয়েছে কেন?
ক কবি অকারণে বিদেশে ছিলেন
খ কবি ঐ সময় খ্যাতিলাভ করতে পারেন নি
গ কবি ঐ সময় আত্মযন্ত্রণায় ভুগেছেন
ঘ কবি সফল হন নি

৬৭.'বঙ্গভাষা' কবিতায় বিদেশি সাহিত্যচর্চা বাদ দিয়ে কবির মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার কারণ–
i. বাংলা ভাষায় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বপ্নাদেশ
ii. বাংলা ভাষায় কবিতা রচনার ইচ্ছা
iii. কবির মতের পরিবর্তন
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৬৮. 'বঙ্গভাষা' কবিতায়' পালিলাম আজ্ঞা সুখে' বলতে বোঝানো হয়েছে–
i) মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করা
ii) বিদেশ থেকে চলে আসা
iii) বিদেশি সাহিত্য অবজ্ঞা করা
নিচের কোনটি সঠিক?

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i ও iii

৬৯. কবির পর ধন লোভে মত্ত হওয়ার কারণ–
i) ইংরেজ কবি হওয়ার আশায়
ii) ধনী হওয়ার আশায়
iii) বিখ্যাত সাহিত্যিক হওয়ার আশায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ iii ঘ i ও iii

৭০. 'বিফল তপে' শব্দটি কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে–
i) বিদেশি সাহিত্য সাধনায় সফল হওয়া প্রসঙ্গে
ii) কবির জীবনের সার্থকতা-ব্যর্থতা প্রসঙ্গে
iii) বিদেশি সাহিত্যের নিষ্ফল বা ব্যর্থ তপস্যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও i গ ii ও iii ঘ i ও iii

৭১. 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' কবির এ উপলব্ধির কারণ–
i) ইংরেজি সাহিত্য রচনা করার পর
ii) ইংরেজি ভাষায় রচনা করার পূর্বে
iii) ইংরেজি ভাষার কবি হতে ব্যর্থ হওয়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

৭২. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় পৌরাণিক আবহ চোখে পড়ে–
i) মজিনু শব্দে ii) কুললক্ষ্মী শব্দে
iii) পরিহরি শব্দে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৭৩. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটিকে কবির দুটি অংশে ভাগ করার কারণ–
i) সনেটের রীতির জন্যে
ii) মনের আবেগ স্পষ্ট প্রকাশের জন্যে
iii) পরিণতি স্পষ্ট করার জন্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii ও iii ঘ i ও iii

৭৪. 'কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল কানন'-উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে–
i) রূপক ii) তুলনা iii) উৎপ্রেক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ iii

৭৫. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবিচিত্তের যে ভাব-গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে তা বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে–
i) অমর সৃষ্টি ii) সার্থক সনেট
iii) বিরহকাতর কবিপ্রেম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৭৬. যারে ফিরি ঘরে' এখানে 'ঘর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে–
i) নিজের বাড়ি ii) নিজের দেশ iii) নিজের ভাষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ iii গ ii ও iii ঘ i ও ii

৭৭. নিচের কোন গ্রন্থটি মাইকেল 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থে উৎকর্ষমণ্ডিত বলে উল্লেখ করেছেন?
i) সঞ্চিতা ii) সঞ্চয়িতা iii) গীত গোবিন্দ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

৭৮. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির 'কুললক্ষ্মী'র আজ্ঞা পালন করার কারণ–
i) নিজের ভুল বুঝতে পেরে
ii) দেশি ভাষায় আত্মতৃপ্তি পাওয়ার জন্যে
iii) দেশি সাহিত্যে অনেক মূল্যবান রত্ন আছে বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

৭৯. মধুসূদন দত্তের হতাশায় নিমজ্জিত হবার কারণ–
i) নিজের অবস্থান বুঝতে পেরে
ii) তাঁর রচিত সাহিত্য যখন অবমূল্যায়িত হয়
iii) দেশপ্রেম জাগ্রত হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৮০. 'হে বঙ্গ' কথাটি দিয়ে কবিতা শুরু করার উদ্দেশ্য-
i) ভাষাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্বোধন
ii) বাংলা ভাষা উপলব্ধি করা
iii) বাংলার কাছে নতিস্বীকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৮১. নিচের ভাষারীতির সাথে 'বঙ্গভাষা' কবিতার ভাষা রীতির মিল আছে–
i) নয়ন অমৃত রাশি প্রেয়সী আমার
জীবন জড়ান ধন হৃদি ফুলহার
ii) দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি
iii) ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে
নিচের কোনটি সঠিক?

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

(ক) i **(খ) ii** (গ) i ও ii (ঘ) iii

৮২. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলা ভাষার ইঙ্গিত পাওয়া যায়–

i) বিবিধ রতন ii) মাতৃভাষা রূপ খনি
iii) কমল কানন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও iii (গ) i ও ii **(ঘ) i,ii ও iii**

৮৩. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি মাতৃভাষা সাহিত্যে প্রীতিমূলক কবিতা, কারণ এখানে আছে-

i) স্বপ্নের দেশের কথা
ii) প্রাচীন সাহিত্য সম্ভারের কথা
iii) মাতৃভাষার সাহিত্যকে ধনরত্নের সঙ্গে তুলনার কথা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) i ও ii **(ঘ) iii**

৮৪. নিচের উক্তিগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষার রূপ উপস্থাপিত হয়েছে–

i) হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
ii) কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি
iii) পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

৮৫. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে দুই মাত্রার শব্দ হলো–

i) বঙ্গ, স্বপ্নে, করি ii) কমল, রাজি, পূর্ণ
iii) আচরি, বাছা, খনি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii **(খ) i** (গ) ii ও iii (ঘ) iii

৮৬. 'বঙ্গভাষা' আধুনিক কবিদের সচেতন করে–

i) পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে
ii) পাশ্চাত্যের প্রভাবে নিজের ভাষা ভুলে না যেতে
iii) পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদলে নিজের সাহিত্য গড়ে তুলতে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i **(খ) ii** (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

৮৭. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় মধুসূদনের জীবনদর্শনের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

i) প্রথাবিরোধী আধুনিক মানসিকতা
ii) নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য
iii) অনুশোচনার পর মাতৃভাষাপ্রীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii **(গ) iii** (ঘ) ii ও iii

৮৮. 'পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'-এখানে 'কুক্ষণ' শব্দের তাৎপর্য হলো–

i) বিদেশে অশুভ সময়ে কবির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়া
ii) বিদেশে কবির সময় ভালো না যাওয়া
iii) বাঙালির কথা প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) iii

৮৯. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় প্রভাব পড়েছে–

i) কবির ব্যক্তি জীবনের
ii) কবির অনুশোচনা
iii) মাতৃভাষার প্রতি কবির মমতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯০. অক্ষরবৃত্ত ছন্দে 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি রচনা করার কারণ–

i) সনেটের মাত্রা যথার্থ করার জন্যে
ii) মনের ভাব যথার্থভাবে প্রকাশের জন্যে
iii) কবিতায় মিল বন্ধন তৈরি করার জন্যে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii **(গ) i ও ii** (ঘ) iii

৯১. 'বঙ্গভাষা' কবিতার নামকরণের বৈশিষ্ট্য–

i) আঙ্গিকে
ii) বিষয়
iii) ব্যক্তিজীবন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i **(খ) ii** (গ) i ও iii (ঘ) iii

৯৩. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির স্বপ্ন দেখার বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাঁকে কী বলে অভিহিত করা যায়?

i) কল্পনাবিলাসী
ii) প্রেমে ব্যর্থ
iii) দেশপ্রেমিক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii

৯৪. 'বঙ্গভাষা' কবিতা সম্পর্কে কোনটি যথোপযুক্ত?

i) মন্ময়ধর্মী ভাব-গভীরতা
ii) বস্তুনিষ্ঠ চেতনার বহিঃপ্রকাশ
iii) মাতৃভাষা প্রীতির চরম উৎকর্ষ

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও ii গ ii ও iii ● ঘ i ও iii

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৯৫ ও ৯৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মূঢ় সে পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ লো সুন্দরী–
ভাষা! শত ধিক তারে! ভুলে সে কী করি,
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী?
রূপ-বীণা দুহিতা কি মা যার অপ্সরী?

৯৫. কবিতাংশে 'রূপ-বীণা দুহিতা কি মা যার অপ্সরী?' 'বঙ্গভাষা' কবিতার কোন পঙ্‌ক্তির প্রতিচ্ছবি–

i. কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল-কানন
ii. মাতৃভাষা-রূপ-খনি, পূর্ণ মণিজালে।।
iii. হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন

ক i খ i ও ii ● গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৬. কবিতাংশের তাৎপর্যের মধ্যে 'বঙ্গভাষা' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?

● ক ভাষাকে অমূল্য রত্ন বলা হয়েছে
খ রত্নসমূহ অর্থাৎ বিচিত্র ঐশ্বর্যময় সাহিত্য নিদর্শনগুলো
গ মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যভাণ্ডার
ঘ বিচিত্র রত্নরাজি

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৭ থেকে ৯৯ নম্বর পর্যন্ত প্রশ্নের উত্তর দাও:

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা। এক্ষেত্রে মাতৃভাষার বিকল্প কোনো কিছুই নেই। মায়ের ভাষায় যত সহজে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় অন্যভাষায় তা সম্ভব নয়। তাই অন্যভাষা যতোই সমৃদ্ধ হোক না কেন, মাতৃভাষাকে অবহেলা করা উচিত নয়।

৯৭. প্রত্যেকের নিকট তার মাতৃভাষা প্রিয় কেন?

● ক মনের ভাব সহজে প্রকাশ করা যায় বলে
খ বিদেশি ভাষা জানা থাকে না বলে
ঘ সহজে আয়ত্ত করা যায় বলে
গ শব্দসম্ভার সমৃদ্ধ থাকে বলে

৯৮. কোনো বিদেশি ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করার পরও কেউ মনের ভাব প্রকাশে কোনটি সহজ মাধ্যম হিসেবে বেছে নেবে?

ক বিদেশি ভাষা ● খ মাতৃভাষা
গ দুটির যে কোনো একটি ঘ দুটির কোনোটিই নয়

৯৯. মাতৃভাষাকে অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ–

i) এ ভাষায় সবকিছু সহজে বোঝা যায়
ii) নিজের ভাবকে সহজে প্রকাশ করা যায়
iii) অন্য যে কোনো ভাষার চেয়ে তা সমৃদ্ধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ● ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯০০ ও ১০১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

'ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিস্কো প্রেতরাকা কবি; বাগ্‌দেবীর বরে।'

১০০. 'বঙ্গভাষা' কবিতার কোন কোন পঙ্‌ক্তি ফ্রাঞ্চিস্কো প্রেত্রার্কের রচিত সনেটের অন্ত্যমিলের সঙ্গে মেলে–

i) নবম থেকে দ্বাদশ এই চারটি পঙ্‌ক্তি
ii) কবিতার প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তি
iii) কবিতার পঞ্চম থেমে অষ্টম এই চারটি পঙ্‌ক্তি

● ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

১০১. উদ্দীপকের 'বাগদেবী' 'বঙ্গভাষা' কবিতার কোন পঙ্‌ক্তির সাথে মিলে যায়?

● ক স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে
খ ফ্রাঞ্চিস্কো প্রেতরাকা কবি; বাগ্‌দেবীর বরে।
গ এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
ঘ ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সোনার তরী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এশিয়ায় প্রথম সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী। ১৯১৩ সালে বিশ্বব্যাপী উগ্র জাত্যাভিমান, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে শান্তি, মৈত্রী এবং মানবিক উচ্চারণের কারণে তিনি 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। একাধারে তিনি ছিলেন– কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, চিত্রশিল্পী, সম্পাদক, দার্শনিক, অর্থনীতিক এবং শিক্ষাবিদ।

জন্ম : ১৮৬১ সালের ৭ মে (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে।

মৃত্যু : ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায়।

রচনাবলি

সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা, মানসী, নৌকাডুবি, গোরা, শেষের কবিতা, ঘরে বাইরে, বলাকা, রক্তকরবী, রাজা, চিত্রাঙ্গদা, বিসর্জন ইত্যাদি।

উৎস ও পরিচিতি

'সোনার তরী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা। এ কবিতাটি নিয়ে বহু আলোচনা, সমালোচনা, ব্যাখ্যা ও বিতর্ক রয়েছে। একটি ছোট ক্ষেত, চারিদিকে প্রবল স্রোতের বিস্তার, সোনার ধান নিয়ে একলা কৃষক, অবলীলায় তরী বেয়ে আসা নেয়ে– এ কয়েকটি চিত্রকল্প ও সেগুলোর অনুষঙ্গে রচিত এক অনুপম কবিতা 'সোনার তরী'। ক্ষুরধার বর্ষার নদীস্রোত হিংস্র হয়ে খেলা করছে দ্বীপসদৃশ ধানক্ষেতের চারপাশে। সেখানে রাশি রাশি সোনার ধান কেটে নানা আশঙ্কা নিয়ে একলা অপেক্ষমাণ এক কৃষক। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ভরাপালে তরী বেয়ে আসে এক নেয়ে। নিঃসঙ্গ কৃষক আশার আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেও নির্বিকারভাবে অজানা দেশের দিকে ধাবমান হয় মাঝি। সোনার তরী কৃষকের ফসল নিয়ে গেলেও তার কাতর অনুনয়ে সিক্ত হয়ে তরীতে তাকে স্থান দেয় না। শূন্য নদীর তীরে অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে একলা কৃষক দাঁড়িয়ে থাকে। এ কবিতায় অন্তর্লীন রয়েছে জীবনদর্শন। মহাকালের চিরন্তন স্রোতে একা মানুষ অনিবার্য পরিণতি এড়াতে পারে না, কেবল টিকে থাকে তার সৃষ্ট সোনার ফসল। সঙ্গতকারণে কবির সৃষ্টিকর্ম কালের সোনার তরীতে স্থান পেলেও ব্যক্তি কবির স্থান সেখানে হয় না। এক অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হয় মহাকালের শূন্যতায় বিলীন হওয়ার জন্যে।

ছন্দ : মাত্রাবৃত্ত ছন্দে (পূর্ণ পর্ব ৮ মাত্রা, অপূর্ণ পর্ব ৫) রচিত।

শব্দার্থ ও টীকা

ভরসা : আশা, আস্থা।
ভারা ভারা : বোঝা বোঝা।
ক্ষুরধার : ক্ষুরের মতো ধারালো যে স্রোত।
আমি : সাধারণ অর্থে কৃষক ও প্রতীকী অর্থে কবি।
খরপরশা : ধারালো বর্শার মতো।
থরে বিথরে : স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত করে।
বাঁকা জল : কালস্রোতের খেলা।
তরুছায়ামসী-মাখা : গাছপালার ছায়ার কালচে রং মাখা।

বানান সতর্কতা

শ্রাবণ, ঠাঁই, তরণী, শূন্য, ক্ষণিক।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

❒ নমুনা প্রশ্নাবলি ❒

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বরষা' শব্দটির ব্যুৎপত্তি কোনটি?
ক. বর্শা খ. বর্ষা
গ. বর্ষণ ঘ. বরশা

২. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক. স্বরবৃত্ত খ. অক্ষর বৃত্ত
গ. মাত্রাবৃত্ত ঘ. মিশ্র

৩. "চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা" পঙ্ক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে –
i. কালের গর্ভে সবকিছু হারিয়ে যাওয়ার শঙ্কা
ii. বর্ষার পল্লীপ্রকৃতি
iii. কবির অসহায়ত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

'অজস্র মৃত্যুরে লঙ্গি,
হে নবীন, চলো অনায়াসে
মৃত্যুজয়ী জীবন-উল্লাসে'

অনুচ্ছেদের আলোকে নিচের ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও –

৪. অনুচ্ছেদের সাথে 'সোনার তরী' কবিতার সাদৃশ্য কোথায়?
ক. অলঙ্কারে খ. বক্তব্যে
গ. প্রেক্ষাপটে ঘ. আহ্বানে

৫. অনুচ্ছেদের সাথে তুল্য চরণ–
ক. যেয়ো যেথা যেতে চাও
যারে খুশি তারে দাও
খ. ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে
গ. সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে
এখন আমারে লহো করুণা করে
ঘ. শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বোকা বুড়োর গল্প শুনো
****
ছেলের হাত ধরে এগিয়ে চলে
দূরের পাহাড়টাকে একাই কাস্তে হাতে
করে দিতে সাফ
উত্তরে হাওয়া আনে হিম ঝড়
ছোট্ট ছেলের মনে পড়ে যায় ঘর
****
একদিন গ্রামবাসী দেখল এসে
বিরাট পাহাড় গেছে ধুলোয় মিশে
সেখানে দিয়েছে দেখা এক সরোবর
কত পাখি গান গায় তীরে বসে
বোকা বুড়ো, মরে পড়ে আছে সেখানে
পাখিরা গাইছে তার শেখানো সেই গান
We shall over come.

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ক. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
খ. 'সোনার তরী' কবিতায় বহু জায়গায় দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা কর।
গ. অনুচ্ছেদের হিম ঝড়ের সঙ্গে 'সোনার তরী' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ চরণের ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অনুচ্ছেদটিতে 'সোনার তরী' কবিতার মূলভাব ফুটে উঠেছে–মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

২.

চিত্রকর্ম : মোনালিসা
(১৫০৩-১৫০৬)

চিত্রকর্ম : মোনালিসা (১৫০৩-১৫০৬)
শিল্পী : লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১০)
ছবিটি সারা বিশ্বে আজও সমান জনপ্রিয়।

ক. 'খরপরশা' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'চারিদিকে বাঁকা জল'–এর মাধ্যমে প্রকাশিত ইঙ্গিতপূর্ণ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা কর।
গ. 'যেয়ো যেথা যেতে চাও যারে খুশি তারে দাও'– এর আলোকে উদ্দীপকটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'মোনালিসা' চিত্রকর্মটিকে 'সোনার তরী' কবিতার ধানের সঙ্গে তুলনা করা কতটা যুক্তিযুক্ত–ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. শূন্য নদীর তীরে কে পড়ে থাকে?
খ. কৃষক কেন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল?
গ.'সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে।'– উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ.'একখানি ছোট খেত, আমি একেলা'– উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) শূন্য নদীর তীরে পড়ে থাকে কৃষক।

খ) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সোনার তরী' কবিতাটি একটি অসাধারণ কবিতা। এ কবিতায় কবি এক কৃষকের জীবন চিত্র তুলে ধরেছেন। কৃষক তার সমস্ত শ্রম ও মমতা দিয়ে ফলিয়েছে সোনালি ধান। বর্ষার দিনে মাঠ প্রান্তর ডুবে যেতে বসেছে, কেবল ছোট খেতটি দ্বীপের মতো ভেসে আছে। চারদিকে তীব্র জলস্রোত পাক খেতে খেতে ছুটে চলেছে। এদিকে আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। এমন দিনে কৃষক ধান কাটতে এসেছে। সযত্নে ধান কেটে জড়ো করে কৃষক গ্রামে ফিরে যাবার জন্য নৌকার আগমন প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। এমন সময় গান গেয়ে তরী বেয়ে এক মাঝি আসতে থাকে। কৃষকের কাছে ক্রম দৃশ্যমান মাঝিটিকে চেনা চেনা মনে হয়। চেনা মাঝি সহজেই কৃষক এবং তার সোনার ফসল বহন করে নিতে রাজি হবে-এই ছিল কৃষকের বিশ্বাস। এই প্রত্যাশার কারণেই কৃষক মাঝির আগমনে আনন্দে উদ্বেল হয়েছিল।

গ) বাংলা সাহিত্যের কানন আজ যার সুমিষ্ট গন্ধে ভরপুর, যার প্রতিভার যাদুস্পর্শে বাংলা সাহিত্য কৈশোরের অনিশ্চয়তাকে টপকিয়ে যৌবনের উত্তাল তরঙ্গে ঢেউ খেলছে, তিনি হলেন ভারত মাতার শ্রেষ্ঠ কবি সন্তান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'সোনার তরী' কবিতাটি। এটি একটি রূপক কবিতা। এ কবিতাটিতে কবি মানব জীবনের বাস্তব সত্য তুলে ধরেছেন।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ঘন বর্ষার দিনে এক কৃষক নদী পাড়ের ধান খেতে ধান কাটতে গিয়েছিল। সে সময় আকাশে মেঘ গর্জন করেছিল। কৃষক ধান কাটতে কাটতে বৃষ্টি শুরু হলো। নদীর ওপারের গ্রাম মেঘাচ্ছন্ন ছিল। কৃষক তার কষ্টার্জিত ফসল রক্ষা করার জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। এমন সময় এক মাঝি গান গেয়ে তরী বেয়ে নিরুদ্দেশের দিকে যাচ্ছিল। তখন কৃষক তাকে ধানগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুনয় করে। মাঝি তার তরী ভরে কৃষকের ধান নিয়ে যখন যাচ্ছিল তখন কৃষক মাঝিকে অনুনয় করল তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তার নৌকায় কোনো জায়গা ছিল না। তাই কৃষককে শূন্য নদীর তীরে একা পড়ে থাকতে হলো। মানুষের সারা জীবনের সৃষ্টি এ পৃথিবী গ্রহণ করে। কিন্তু সৃজনশীল মানুষটিকে কেউ গ্রহণ করতে চায় না। তাকে হারিয়ে যেতে হয় কালের অতল গহ্বরে।

ঘ) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সৃষ্টির বিপুলতা ও বৈচিত্র্যে, মৌলিকতায়, সর্বজনীনতায় বিশ্বসাহিত্যে কালজয়ী প্রতিভার পরিচয় দান করার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত করে নিজেও সেখানে একটি চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন। 'সোনার তরী' কবিতাটি তাঁর এক অসাধারণ সৃষ্টি। এ কবিতায় আপাত দৃশ্যপটের আড়ালে ক্ষণস্থায়ী মানব জীবন আর দীর্ঘস্থায়ী মহৎকর্মের এক শাশ্বত সত্য প্রকাশ পেয়েছে।

কবি এখানে বর্ষাকালীন আবহমান বাংলার এক চমৎকার চিত্রকল্প অঙ্কন করেছেন। চারিদিকে নদীবেষ্টিত একটি ছোট ধান খেত। চারপাশে প্রবল স্রোতের বিস্তার। রাশি রাশি কাটা ধান নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছে এক নিঃসঙ্গ কৃষক। এদিকে শ্রাবণ মেঘের কালিমায় আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। দুর্যোগময় মুহূর্তে কৃষক একা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ে। এ চিত্রকল্পের আড়ালে যে দার্শনিক সত্য লুকায়িত তা হলো– বিশাল এ পৃথিবীতে মানুষ বড়ই নিঃসঙ্গ, নিতান্তই একা। ঘূর্ণায়মান বাঁকা জলের মতো কৃষকের চারিদিকে বিরাজ করছে বিপদের ছায়া। যেকোনো সময় প্রকৃতির করাল গ্রাসে কৃষকের মতো তার নিজের অস্তিত্বও বিলীন হয়ে যেতে পারে। নিয়তির সঙ্গে মানুষের বন্ধন যে অবিচ্ছেদ্য এ থেকেই তা বোঝা যায়। কেউ কোনোদিন এ বন্ধন ছিন্ন করতে পারে না।

২. নিচের সারণিটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রূপক কবিতা

সাধারণ অর্থ	অন্তর্নিহিত অর্থ
১. কৃষক	১. কর্মী
২. মাঝি	২. মহাকালের নিয়ন্ত্রক
৩. সোনার তরী	৩. মহাকাল
৪. সোনার ধান	৪. কর্মফল
৫. ছোট ক্ষেত	৫. কর্মক্ষেত্র
৬. বাঁকাজল	৬. ক্রান্তিকাল

ক. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
খ. রূপক কবিতা বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে রূপক কবিতার যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিফলিত হয়েছে তার আলোকে 'সোনার তরী' কবিতাটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'সোনার তরী' এক শিল্পসফল রূপক কবিতা।'– উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'সোনার তরী' কবিতাটি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

খ) রূপক কবিতা হচ্ছে এমন এক ধরনের কবিতা যেখানে কবি তাঁর কোনো বিশেষ ভাব বা তত্ত্বকে সরাসরি প্রকাশ না করে অন্য কোনো বাহ্য ঘটনা বা চিত্রের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেন। রূপকের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Allegory। গ্রিক ভাষায় এর অর্থ হলো– 'অন্য কিছুকে বোঝাচ্ছে।'

গ) 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কবিতাটির বিষয়বস্তু নিয়ে বহু আলোচনা ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

'রূপক' কবিতা বলতে এমন এক ধরনের কবিতাকে বোঝায়, যেখানে কবির বিশেষ কোনো ভাব বা তত্ত্ব সরাসরি প্রকাশ না পেয়ে অন্য কোনো বাহ্য ঘটনা বা চিত্রের আড়ালে সমান্তরালভাবে তা ব্যঞ্জিত হয়ে থাকে। উদ্দীপকে ব্যবহৃত রূপক কবিতার এ বৈশিষ্ট্যগুলো 'সোনার তরী' কবিতায়ও লক্ষ করা যায়। এ কবিতার ভাববস্তুর দুটি রূপ দেখা যায়। এর একটি বাচ্যার্থ, অন্যটি নিহিতার্থ। চিত্রকল্পের স্পষ্ট জীবনদর্শনটি হচ্ছে মহাকাল ব্যক্তিকে নয়; তার মহৎ সৃষ্টিকর্মকে অক্ষয় করে রাখে। সে সঙ্গে উদ্দীপকে ব্যবহৃত সাধারণ অর্থসূচক শব্দগুলো হচ্ছে-কৃষক, মাঝি, সোনার তরী, সোনার ধান, ছোট ক্ষেত, বাঁকা জল। আর এর অন্তর্নিহিত অর্থ হিসেবে পাই কর্মী, মহাকালের নিয়ন্ত্রক, মহাকাল, মহৎক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র, ক্রান্তিকাল। যা 'সোনার তরী' কবিতায় প্রতিফলিত জীবন দর্শনকে স্পষ্ট করে তোলে।

এভাবেই 'সোনার তরী' কবিতায় উদ্দীপকের রূপক কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলো প্রযুক্ত হয়েছে।

ঘ) 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সার্থক ও সফল রূপক কবিতা। রূপক কবিতায় দুটি দিক রয়েছে। একটি বাহ্য এবং অন্যটি অন্তর্নিহিত দিক। এসব কবিতায় ব্যবহৃত সাধারণ কিছু দৃশ্য, সংলাপ বা ঘটনার মাধ্যমে সরাসরি সেই দৃশ্য, সংলাপ ও ঘটনাকেই প্রকাশ করে না; সেই সাথে একটি ভিন্ন ইঙ্গিতও প্রদান করে।

রূপক কবিতা বাহ্যভাবে যা বলে অন্তর্গতভাবে তা না বুঝিয়ে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর একটি শিল্পসফল রূপক কবিতা। কবিতাটিতে আমরা বাহ্য কিছু চিত্রকল্প, চরিত্র, সংলাপ এবং ক্ষুদ্র কাহিনী পাই। বর্ষাকালে খরস্রোতা নদীর তীরে সারা জীবনের অর্জিত ফসল নিয়ে এক কৃষক শঙ্কিত অবস্থায় রয়েছে। অপ্রত্যাশিতভাবে তরী বেয়ে এক নেয়ে এলে কৃষক তার ফসলগুলো তরীতে তুলে দিলে মাঝি ফসলগুলো নিয়ে চলে যায়। কৃষক শূন্য হৃদয়ে নদী তীরে অপেক্ষমাণ অবস্থায় থাকে। বাহ্যিক এ অর্থের অন্তরালে কবি মানব জীবনের গভীর দর্শনকে তুলে ধরেছেন। কবি বুঝিয়েছেন-মহাকাল মানুষকে গ্রহণ করে না; কেবল অক্ষয় করে ধরে রাখে মানুষের মহৎকর্মকে। সোনার ধানরূপী মহৎকর্মই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। সুতরাং 'সোনার তরী' কবিতাটি বাহ্য অর্থেরও অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করেছে। এ বিশ্লেষণ থেকে সহজেই একথা বলা যায় যে, 'সোনার তরী' একটি সার্থক ও শিল্পসফল রূপক কবিতা।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আব্দুল মতিন ছিলেন একজন পাটকল শ্রমিক। সামান্য উপার্জন দিয়ে তিনি তাঁর ছেলেটিকে পড়িয়ে ডাক্তার এবং মেয়েটিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার করাতে পেরেছেন। পিতা-মাতাকে তারা এখন সুখেই রেখেছে। বয়স হওয়ায় আব্দুল মতিন এখন পরপারের চিন্তায় মগ্ন। ছেলে-মেয়ের একটি ভালো ব্যবস্থা করে যেতে পেরেছেন এটাই এখন তাঁর বড় সান্ত্বনা ।

ক. ছোট তরীটি কিসে ভরে গেছে?

খ. 'এখন আমারে লহো করুণা করে'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের আব্দুল মতিন এবং 'সোনার তরী' কবিতার কৃষকের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিরূপণ কর।

ঘ. 'এটাই এখন তাঁর বড় সান্ত্বনা - 'সোনার তরী' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ছোট তরীটি সোনার ধানে ভরে গেছে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

খ) 'সোনার তরী' কবিতার কৃষক তার সোনার ধান নিয়ে অপেক্ষা করছে। যেকোনো সময় তার ফসল জলস্রোতে বিলীন হয়ে যেতে পারে। হঠাৎ সে দেখতে পায়, গান গেয়ে তরী বেয়ে একজন মাঝি তীরের দিকে আসছে। এ ঘটনায় কৃষক আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। সে মাঝিকে কাতর কণ্ঠে অনুনয় করে তীরে তরী ভিড়িয়ে তার সোনার ফসলগুলো তুলে নিতে। কৃষকের এই আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে মাঝি তার নৌকায় ধানগুলো তুলে নেয়। এরপর কৃষক নিজেও সেখানে উঠতে চাইলে স্থান না থাকায় তাকে আর তোলা সম্ভব হয়নি। এভাবে সোনার তরীতে ধানের ঠাঁই হলেও ধানের উৎপাদনকারী কৃষকের ঠাঁই হয়নি।

গ) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কবিতার জীবন দর্শন হলো মহাকালের নিষ্ঠুর করাল গ্রাস মানুষকে ফেলে গেলেও গ্রহণ করে তার মহৎ সৃষ্টি কর্মকে। উদ্দীপকে উল্লিখিত আব্দুল মতিন এবং 'সোনার তরী' কবিতার কৃষকের মধ্যেও মানব জীবনের এ চিরন্তন সত্যটি প্রকাশ পেয়েছে।

'সোনার তরী' কবিতার কৃষকের কষ্টের ফসল সোনার ধান মহাকাল রূপ সোনার তরীতে স্থান পেলেও স্থান পায় নি কৃষক। এখানে কৃষক অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শূন্য নদীর তীরে একা অপেক্ষা করছে। উদ্দীপকের আব্দুল মতিনও কঠোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে ছেলেকে ডাক্তার এবং মেয়েকে সরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। ছেলে-মেয়েরা তাঁকে সুখে রাখলেও আসন্ন মৃত্যুর হাতছানি স্মরণ করে তিনি মহাকালের শূন্যতায় বিলীন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর এ অপেক্ষাই 'সোনার তরী' কবিতায় কৃষকের সঙ্গে তাঁকে একাত্ম করে দিয়েছে। তবে উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য হলো কৃষক মহাকালের সোনার তরীতে তাঁর সোনার ধান তুলে দিয়েছেন, আর উদ্দীপকের আব্দুল মতিন তাঁর সুযোগ্য ছেলে মেয়েদের এই সুন্দর ভুবনে রেখে যাচ্ছেন।

ঘ) 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অনবদ্য, অসাধারণ ও শিল্পোত্তীর্ণ কবিতা। এ কবিতায় সীমার সাথে অসীমের মিলনের এক দার্শনিক আকুতি ব্যক্ত হয়েছে। আব্দুল মতিন তাঁর সন্তানদের একটি ভালো ব্যবস্থা করে যে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন, সোনার তরী কবিতার কৃষকও নৌকায় তার উৎপাদিত ধান তুলে দিতে পেরে সেই অনুভূতি লাভ করেছেন।

'সোনার তরী' কবিতায় আমরা দেখি হাজারও প্রতিকূলতার মধ্যে কৃষকরূপী সৃজনশীল মানুষ তার সৃষ্টির ফসল ফলানোর কাজ চালিয়ে যায়। কালস্রোতে একদিন জীবন বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু থেকে যায় তার জীবনের মহৎ কর্ম। এক পরম অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হয় অনিবার্য মহাকালের শূন্যতায় বিলীন হওয়ার জন্য। উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, আব্দুল মতিনও এখন পরপারের চিন্তায় মগ্ন। কিন্তু কবিতার কৃষকের মতো তার মধ্যে কোনো অতৃপ্তি নেই। কেননা, ছেলে-মেয়েকে তিনি এখানে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পেরেছেন।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর
আউশের ক্ষেত জলে ভর ভর
কালি-মাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ্ চাহিরে।

ক. কোথায় মেঘ গর্জন করে?
খ. 'মসীমাখা' কথাটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপক এবং 'সোনার তরী' কবিতার আলোকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকৃতি ভাবনার পরিচয় দাও।
ঘ. 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আবহমান বাংলার প্রকৃতির রুদ্র ও শান্ত উভয় রূপের চিত্র অংকিত হয়েছে'-উক্তিটির সার্থকতা বিচার কর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) গগনে মেঘ গর্জন করে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

খ) 'সোনার তরী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব জীবনের একটি গভীর দার্শনিক সত্যকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই দার্শনিক বক্তব্যটি আবহমান বাংলার বর্ষাকালীন প্রকৃতির বিশেষ পরিবেশের চিত্রকল্পে আচ্ছাদিত। আপাতদৃষ্টিতে বর্ষাকালে জলমগ্ন ধানখেতের অদূরে অবস্থিত গ্রামটির গাছপালার কালচে রঙকে মসীমাখা বলা হলেও এর ভেতর দিয়ে কবি মানব জীবনের এক কঠিন সত্যকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এ শব্দটি দিয়ে মূলত জীবনের অন্তিম মুহূর্তের পূর্ববর্তী অবস্থার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

গ) প্রকৃতি প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিভিন্ন কাব্যে বর্ষার রূপকে বিচিত্রভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'সোনার তরী' কবিতায় এবং উদ্দীপকে বর্ষার দুই ধরনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।
'সোনার তরী' কবিতায় কবি প্রকৃতির অন্তরালে মানুষের জীবনের একটি চরম সত্যকে তুলে ধরেছেন। আর উদ্দীপকে বর্ষাকালের আকাশ ও তার প্রভাবে মানুষের জীবন ধারার পরিবর্তনকে সাধারণভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। 'সোনার তরী' কবিতায় তৎকালীন পদ্মা তীরবর্তী চরাঞ্চলের বর্ষাকালীন এক নৈসর্গিক দৃশ্যের বিবরণ দেয়া হয়েছে। সে চিত্র অনেকটা এরকম– বর্ষাকাল, আকাশে মেঘের গর্জন, বর্ষার উত্তাল তরঙ্গে প্রবহমান নদী। সে নদীর কূলে কৃষকের ধান কেটে অপেক্ষা। গান গেয়ে তরী বেয়ে এক মাঝির আগমন। উদ্দীপকেও বর্ষাকালের এমন একটি চিরায়ত সাধারণ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে জীবনের গভীরতম দর্শন না থাকলেও বর্ণনার চাতুর্যে বিষয়টি অনিন্দ্যসুন্দর রূপলাভ করেছে। কবি এখানে বর্ষাকালীন আকাশ, আউশের ক্ষেত, চারিদিকে আঁধার প্রভৃতির বিবরণ দিয়েছেন।
বর্ষা প্রকৃতিকে নিয়ে প্রকৃতি প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আবহমান গ্রামবাংলার বর্ষার এক মহিমাময় রূপ চিত্রায়িত করেছেন ।

ঘ) প্রকৃতি প্রেমিক রোমান্টিক ভাবাদর্শের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিভিন্ন কাব্যে বর্ষাকে বিভিন্ন রূপ ও ব্যঞ্জনায় চিত্রিত করেছেন। 'সোনার তরী' কবিতায় এবং উল্লিখিত উদ্দীপকে বর্ষার রুদ্র এবং শান্ত এ দুটি রূপই অঙ্কিত হয়েছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ষার রূপকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি হলো তার রুদ্র রূপ অর্থাৎ বর্ষার যে তাণ্ডব লীলা সেটি, আর অপরটি হলো তার শান্ত সমাহিত রূপ অর্থাৎ বর্ষাকালীন প্রকৃতির সজীব শ্যামল স্নিগ্ধতা। 'সোনার তরী' কবিতায় আমরা বর্ষার রুদ্র রূপ প্রত্যক্ষ করি। এখানে কবি নদীর স্রোতকে 'ক্ষুরধারা' অর্থাৎ ক্ষুরের ধারের সাথে তুলনা করেছেন। উদ্দীপকে দেখি কবি চিত্ত বর্ষার রূপ দেখে বিমোহিত। আকাশ জুড়ে ঘন মেঘ করেছে আউশের খেত জলে মগ্ন হয়েছে।
রবীন্দ্র কাব্যে বর্ষার চিরকালীন রূপের যে বর্ণনা আছে, তাতে বর্ষার রুদ্র এবং শান্ত– উভয় রূপই দৃশ্যমান।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নাসিম সাহেব জীবনের শুরু থেকে সৎ-অসৎ নানা উপায়ে ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। এর প্রায় সবটাই ব্যয় করেন এক ছেলে ও এক মেয়ের পেছনে। তাদেরকে তিনি না চাইতেই প্রচুর দিয়েছেন, সে তুলনায় তারা তাকে কিছুই দিতে পারে নি। ছেলেটা বখাটে হয়েছে আর মেয়েটা অশিক্ষিত। তাই তো জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি এখন চরম হতাশ ও উদ্বিগ্ন।

ক. ধান কাটতে কাটতে কী চলে এলো?
খ. 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে'। কাকে দেখে কৃষকের এমন মনে হয়? কেন?
গ. উদ্দীপকের নাসিম সাহেবের জীবনের সাথে সোনার তরী কবিতার কৃষকের জীবনের অমিল কোথায়?
ঘ. নাসিম সাহেবের ভাবনা অবলম্বনে সোনার তরী কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ধান কাটতে কাটতে বর্ষা চলে এলো।

খ) বহু সাধনায়, বহু কষ্টে কৃষক তার এক টুকরো জমিতে ফসল ফলিয়ে অপেক্ষা করে একজন মাঝির। কেননা চারদিকে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া তাকে শঙ্কিত করে। তার মনে হয়, চারদিকে পানিসমেত দ্বীপসদৃশ ছোট্ট ক্ষেতটি হয়তো যেকোনো সময় তলিয়ে যেতে পারে। তখন তার সারা বছরে তিল তিল করে ফলানো সোনার ধানও পানিতে বিলীন হয়ে যাবে। এ কারণে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

সোনার তরী কবিতায় উল্লিখিত কৃষক একজন মাঝির অপেক্ষায় রত। তার বিশ্বাস, একজন মাঝি তার নৌকাটি নিয়ে এ মুহূর্তে তীরে এলে হয়তো তার সম্পদ রক্ষা সম্ভব হবে। এমন সময় সত্যিই একজন মাঝিকে নৌকা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। সেই মাঝিকে দেখে তার খুব চেনা আর পরিচিত বলে মনে হয়। এ কারণেই উদ্ধৃত উক্তিটি সে করেছে।

গ) কর্ম যদি মহৎ হয় তাহলে তার ফল অবশ্যই শুভ হয়। নাসিম সাহেব জীবনে যা কিছু উপার্জন করেছেন তার অধিকাংশই ছেলে-মেয়ের পেছনে ব্যয় করলেও তার প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ছিল না। জীবন তার কাছে বোঝার মতো মনে হয়। তার জীবনে এমন কিছু করা সম্ভব হয়নি যার কারণে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অপরদিকে সোনার তরী কবিতার কৃষক বহু কষ্টে সোনার ধান ফলিয়েছেন। এই সোনার ধানই তার সম্পদ যা তাকে যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় করে রাখবে।

আপাত অর্থে উদ্দীপকের নাসিম সাহেব ও কৃষকের জীবনের সাথে তুলনা করা না গেলেও বিষয়ের গভীরতা বিবেচনা করলে দেখা যায়, নাসিম সাহেবের জীবনের সাথে কৃষকের জীবনের কিছুটা সূক্ষ্ম অমিল রয়েছে। নাসিম সাহেব যত্ন দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে সন্তানদের লালন-পালন করেননি। তাদের আরাম-আয়েশের দিকেই শুধু নজর দিয়েছেন। তাদের প্রকৃত মানুষ করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন উদাসীন। ফলে তার জীবদ্দশাতেই তিনি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছেন। পক্ষান্তরে সোনার তরী কবিতার কৃষক যত্ন দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে, জীবনের সমস্ত সময় ব্যয় করে তার ফসল ফলিয়েছেন। তার যখন প্রাপ্তির সময় এলো তখন সে ফসল সোনার ফসল হয়েই তার কাছে ধরা দিল। এখানেই তার সার্থকতা।

ঘ) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সোনার তরী একটি অনবদ্য প্রতীকী তাৎপর্যমণ্ডিত কবিতা। এখানে উল্লিখিত কৃষকের মধ্য দিয়ে কবি মানুষের জীবন ও কর্মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

উদ্দীপকের নাসিম সাহেব জীবনে নানা উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। তিনি ভেবেছিলেন, টাকাই বুঝি সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। প্রচুর টাকার কারণে হয়তো তার ছেলে, মেয়ে উভয়েই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। যথাযথ পরিচর্যা না করলে গাছ যেমন বাড়ে না, তেমনি সঠিক উপায়ে যথাযথ যত্ন না করলে সন্তান সন্ততিও যথার্থ মানুষ হয় না। নাসিম সাহেব সে কথা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন।

প্রকৃত ও যথার্থ পরিশ্রম ব্যতীত মূল লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব। নাসিম সাহেব জীবন সায়াহ্নে এসে আজ এমনটাই উপলব্ধি করছেন। এ উপলব্ধির চমৎকার বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাই, সোনার তরী কবিতার কৃষকের জীবনে। সে তার সমস্ত শক্তি, পরিশ্রম দিয়ে সোনার ধান ফলায়। এক সময় দুর্যোগময় আবহাওয়া দেখে তার শঙ্কা হয়। পরে একজন মাঝি এগিয়ে এলে তার নৌকায় সমস্ত ফসল তুলে দিয়ে সে নির্ভার হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তরীতে আর সে উঠতে পারে না। কৃষক শূন্য নদীর তীরে অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু টিকে থাকে তার সৃষ্টিকর্ম। কবির জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনি চলে গেছেন, কিন্তু তার সৃষ্টিকর্ম অবিনশ্বর। উদ্দীপকের নাসিম সাহেবের ভাবনার মাঝেও এই জীবনদর্শনই পরিলক্ষিত হয়। নদীর স্রোত এখানে যেন মহাকালের স্রোত। মহাকালের চিরন্তন স্রোতে মানুষ কখনো তার অনিবার্য পরিণতি এড়াতে পারে না।

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কেবল ইংল্যান্ডেরই নন; সমগ্র বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। পদার্থবিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞানসহ গণিতশাস্ত্রে তিনি ব্যাপক অবদান রেখে গেছেন। ১৭২৭ সালে মহাবিজ্ঞানী নিউটন মৃত্যুবরণ করলেও আজও তাঁর সৃষ্টিকর্ম, তাঁর গবেষণাকর্ম অমর হয়ে আছে। মহাকাল নিউটনকে গ্রহণ না করলেও তাঁর কর্মকে সাদরে গ্রহণ করেছে।

ক. 'এখন আমারে লহো করুণা করে'– উক্তিটি কার?
খ. 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই-ছোটো সে তরী'-এখানে 'ছোটো তরী' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
গ. 'সোনার তরী' কবিতায় প্রতিফলিত বক্তব্যটি বিজ্ঞানী নিউটনের জীবনে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?
ঘ. 'মহাকাল নিউটনকে গ্রহণ না করলেও তাঁর কর্মকে সাদরে গ্রহণ করেছে।'– 'সোনার তরী' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'এখন আমারে লহো করুণা করে'– উক্তিটি কৃষকের।

খ) 'সোনার তরী' কবিতাটি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা। এ কবিতায় আপাতদৃষ্ট বক্তব্যের আড়ালে রয়েছে একটি গভীর জীবনদর্শন। 'সোনার তরী'কবিতায় 'ছোটো তরী 'শব্দটি মহাকালের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ তরীতেই সোনার ফসলরূপী মানুষের সৃষ্টকর্মের স্থান হয়।

গ) 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক শিল্পোত্তীর্ণ কবিতা। 'সোনার তরী' কবিতাটিতে সীমার সাথে অসীমের মিলনের দার্শনিকভাব প্রকাশিত হয়েছে। এ কবিতায় বিধৃত জীবনদর্শন ও তত্ত্বটি হচ্ছে মহাকাল ব্যক্তিকে নয়; তার সৃষ্ট মহৎকর্মকে ধারণ করে। 'সোনার তরী' কবিতায় প্রতিফলিত বক্তব্যটি মহাবিজ্ঞানী নিউটনের জীবনে যথার্থভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। স্যার আইজাক নিউটন ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। মহাকাশ বিজ্ঞানসহ গণিত শাস্ত্রেও তিনি ব্যাপক অবদান রেখে গেছেন। বিশ্ব বিজ্ঞান চর্চায় মহাবিজ্ঞানী নিউটনের অসাধারণ অবদানকে মহাকাল সাদরে গ্রহণ করলেও ব্যক্তি নিউটনকে গ্রহণ করেনি। তিনি এক অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে মহাকালের শূন্যতায় বিলীন হয়ে গেছেন।

এভাবেই 'সোনার তরী' কবিতায় বিধৃত অন্তর্নিহিত বক্তব্যটি বিজ্ঞানী নিউটনের জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ) 'সোনার তরী' কবিতাটি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা। এ কবিতায় একই সঙ্গে অন্তর্লীন হয়ে আছে একটি জীবনদর্শন। জীবনদর্শনটি হচ্ছে মহাকালের চিরন্তন স্রোতে ব্যক্তি নয়; কেবল তার সৃষ্টকর্ম টিকে থাকে। এক অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে মানুষকে মহাকালের শূন্যতায় বিলীন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

'সোনার তরী' কবিতায় বিধৃত জীবনদর্শনকে কেন্দ্র করে মহাবিজ্ঞানী নিউটনের উদ্দীপকটি তৈরি করা হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ বিজ্ঞানী পদার্থবিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞানসহ গণিতশাস্ত্রে ব্যাপক অবদান রেখে ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এখানে মহাকাল বিজ্ঞানী নিউটনকে গ্রহণ না করলেও তাঁর কর্মকে সাদরে গ্রহণ করেছে।

'সোনার তরী' কবিতায় অন্তর্লীন জীবনদর্শনটি হচ্ছে মহাকাল ব্যক্তিকে নয়; তার সৃষ্ট মহৎ কর্মকে অক্ষয় করে রাখে। 'সোনার তরী' কবিতার এ জীবনদর্শন তত্ত্বটি মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে। এভাবে উক্তিটি সোনার তরী কবিতার আলোকে যথার্থ ও তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা কোন মাসের কত তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন?
ক ২৫শে বৈশাখ ● খ ২২শে শ্রাবণ
গ ২৯শে আগস্ট ক ২৩শে শ্রাবণ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম সাল কোনটি?
ক ১৮৬১ ● খ ১৮৭৮
গ ১৮৬৩ ঘ ১৮৬৮

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা কোন মাসের কোন তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
ক ২৫ শে বৈশাখ খ ২২ শে শ্রাবণ ●
গ ২৯ শে আগস্ট ঘ ১১ ই জৈষ্ঠ

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন সালে মৃত্যুবরণ করেন?
ক ১৯৪৬ খ ১৯৩৮
গ ১৯৪১ ● ঘ ১৯৩১

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার পান?
ক ১৯১১ সালে খ ১৯১২ সালে
গ ১৯১৩ সালে ● ঘ ১৯১৪ সালে

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কত বছর বয়সে প্রকাশিত হয়?
ক ১২ বছর বয়সে খ ১৫ বছর বয়সে ●
গ ১৭ বছর বয়সে ঘ ১৮ বছর বয়সে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

সোনার তরী

৭. ‘সোনার তরী’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
ক চিত্রা   খ বলাকা
গ মানসী   ঘ সোনার তরী

৮. সোনার তরী কবিতায় কোন ঋতুর কথা বলা হয়েছে?
ক গ্রীষ্ম   খ বর্ষা
গ শীত   ঘ বসন্ত

৯. ‘সোনার তরী’ কবিতার ক্ষেতটি কেমন ছিল?
ক বড়   খ মাঝারি
গ ছোট   ঘ দিগন্ত বিস্তৃত

১০. ‘সোনার তরী’ কবিতায় গ্রামখানি কিসে ঢাকা?
ক কুয়াশায়   খ পাহাড়ে
গ অরণ্যে   ঘ মেঘে

১২. ‘ঠাঁই’ শব্দের ব্যুৎপত্তি কী?
ক ঠাঁট   খ স্থান
গ ঠমক   ঘ সঠিক

১৩. ‘বারেক’ শব্দের অর্থ কী?
ক পুনরায়   খ একবার
গ হাত বাড়িয়ে   ঘ দয়া করে

১৪. ‘থরে বিথরে’ শব্দের অর্থ কী?
ক ব্যবচ্ছেদ করা   খ সুবিন্যস্ত করা
গ এলোমেলো করা   ঘ বিচ্ছিন্ন করা

১৫. ‘তরী’ কোন জাতীয় শব্দ?
ক আরবি   খ ফার্সি
গ তৎসম   ঘ তদ্ভব

১৬. ‘বরষা’ শব্দের অর্থ কী?
ক বর্ষা   খ মেঘ
গ বৃষ্টি   ঘ বারি

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ নয়-
ক শেষের কবিতা   খ বলাকা
গ মানসী   ঘ চিত্রা

১৮.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে এশীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান?
ক ১৯২১   খ ১৯১৩
গ ১৯১৭   ঘ ১৯১৪

১৯. অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে শূন্য নদীর তীরে কে একা পড়ে থাকে?
ক কৃষক   খ মাঝি
গ মহাকাল   ঘ ব্যক্তি

২০.কৃষক কীভাবে মহাকালকে সোনার ধান নিয়ে যেতে বলছে?
ক তাকেসহ   খ ক্ষণিক হেসে
গ তরী ভরে   ঘ ভরা পালে

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম-
ক সোনার তরী   খ বলাকা
গ প্রভাতসঙ্গীত   ঘ বনফুল

২২. মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ‘শূন্য’ কয় মাত্রা প্রকাশ করে?
ক ১ মাত্রা   খ ২ মাত্রা
গ ৩ মাত্রা   ঘ ৪ মাত্রা

২৩. ‘যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী’- কথাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক মহাকাল ব্যক্তির কর্মকে গ্রহণ করে।
খ মহাকালের নিষ্ঠুরতা
গ মহাকাল ব্যক্তি ও কর্মকে এক করে দেখে
ঘ মহাকাল কর্মীকে মূল্যায়ন করে

২৪. ‘চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা’-বাঁকা জল কিসের প্রতীক?
ক হতাশার   খ মাঝির আগমন বার্তা
গ পরকাল   ঘ কালস্রোত

২৫. জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে কোন স্থানটি কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে?
ক নৌকার ভেতর   খ ছোট খেত
গ নদীর পাড়   ঘ বাঁকা নদী

২৬. তরীতে কৃষকের ঠাঁই হলো না কেন?
ক অত্যন্ত ছোট বলে
খ মাঝি কাউকে নেয় না বলে
গ মাঝিকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে বলে
ঘ মাঝির ধানে তরী পূর্ণ বলে

২৭. কবিতায় ‘ভরাপালে চলে যায়’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক বাতাসে পাল উড়িয়ে   খ পালে হাওয়া দিয়ে
গ বড় পালে   ঘ মোটা পালে

২৮. ‘সোনার তরী’ কবিতায় কোন বিষয়টি উপস্থিত?
ক নৌকার মূল্য   খ ধানের মূল্য
গ কৃষকের বর্ণ   ঘ ভরা পাল

২৯. ‘সোনার তরী’ কবিতায় কোন বিষয়টি অনুপস্থিত?
ক নৌকার বিবরণ   খ মানুষের কথা
গ কৃষকের কথা   ঘ সমাজচিত্র

৩০. কবিতায় ‘ধান কাটা’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
ক অস্তিত্ব রক্ষা   খ ফসলের কাজ
গ কর্মময়তা   ঘ মানবজীবন

৩১. ‘চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা’-বাঁকা জল কিসের প্রতীক?
ক হতাশার   খ মাঝির আগমন বার্তা
গ পরকাল   ঘ কালস্রোত

www.facebook.com/tanbir.ebooks

৩২. 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই'-ছোট সে তরী'–'ছোট তরী' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
ক ব্যক্তিক সীমাবদ্ধতা
খ কবি মনের দীর্ঘশ্বাস
● গ মহাকালের সীমাবদ্ধতা
ঘ সামাজিক দায়বদ্ধতা

৩৩. 'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি'-এ উক্তি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?
● ক ব্যক্তির হাহাকার
খ মহাকালের নিষ্ঠুরতা
গ সময়ের যাত্রাধ্বনি
ঘ ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা

৩৪. 'আস্থা' অর্থটি কবিতায় ব্যবহৃত কোন শব্দ থেকে পাওয়া যায়?
ক ভারা ভারা
খ বরষা
● গ ভরসা
ঘ সোনার ধান

৩৫. নিম্নের কোন শব্দটি থেকে 'ক্ষুরের মতো ধারালো স্রোত' অর্থটি পাওয়া যায়?
● ক ক্ষুরধারা
খ খরপরশা
গ ঘন বরষা
ঘ ভরানদী

৩৬. 'সোনার তরী' কবিতায় কোন বিশেষ চেতনা ব্যক্ত হয়েছে?
● ক মৃত্যু চেতনা
খ জগৎ চেতনা
গ ব্যক্তি চেতনা
ঘ মানব চেতনা

৩৭. 'মেঘ' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে কোনটি গ্রহণযোগ্য?
ক বারি
● খ জলদ
গ বারিধি
ঘ জলধি

৩৮. 'রাশি রাশি' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?
ক সন্ধির
খ সমাসের
● গ দ্বিরুক্তির
ঘ প্রত্যয়ের

৩৯. মাঝিকে চেনা মনে করে কৃষক উদ্বেলিত হয়ে ওঠে কেন?
ক হতাশায়
খ নিরাশায়
গ দুরাশায়
● ঘ প্রত্যাশায়

৪০. কবিতায় 'নিঃসঙ্গ কৃষক' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
● ক কবিকে
খ শিল্পীকে
গ অভিনেতাকে
ঘ গায়ককে

৪১. 'বাঁকাজল' কথাটি কবিতায় কিসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক পরিষ্কার পানি
খ ঘোলা পানি
গ জীবনের ব্যর্থতা
● ঘ জীবনের ক্রান্তিকাল

৪২. 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে' কথাটি কবি দুবার বলেছেন কেন?
● ক সার্থক ভাব প্রকাশের জন্য
খ নির্দিষ্টতা বোঝানোর জন্য
গ ছন্দের জন্য
ঘ মাঝিকে গুরুত্ব দিয়েছেন বলে

৪৩. 'যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী'- কথাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
● ক মহাকাল ব্যক্তির কর্মকে গ্রহণ করে
খ মহাকালের নিষ্ঠুরতা
গ মহাকাল ব্যক্তি ও কর্মকে এক করে দেখে
ঘ মহাকাল কর্মীকে মূল্যায়ন করে

৪৪. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক শূণ্য
খ শুন্য
● গ শূন্য
ঘ শুণ্য

৪৫. 'গাছপালার ছায়ার কালচে রং মাখা'-বুঝাতে কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে?
ক খরপরশা শব্দটি
খ ঘন বরষা শব্দটি
● গ তরুছায়ামসী-মাখা শব্দটি
ঘ বাঁকা জল শব্দটি

৪৬. প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কোন কবিতাটি নিয়ে বহু আলোচনা, ব্যাখ্যা ও তর্ক-বিতর্ক হয়েছে?
ক একটি ফটোগ্রাফ
খ বাংলাদেশ
● গ সোনার তরী
ঘ কবর

৪৭. ক্ষুরধার বর্ষা ও নদীস্রোত হিংস্র হয়ে খেলা করছে-
● ক ধানক্ষেতের চারপাশে
খ মাঝির চারপাশে
গ নিঃসঙ্গ কৃষকের চারপাশে
ঘ সময়ের চারপাশে

৪৮. কাতর অনুনয় করছে-
ক নিঃসঙ্গ মাঝি
● খ নিঃসঙ্গ কৃষক
গ নিঃসঙ্গ কর্মী
ঘ নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ

৪৯. যত গর্জে তত বর্ষে না। দৃষ্টান্তটি হলো–
● ক সাপেক্ষ সর্বনামের
খ নির্ধারক বিশেষণের
গ দ্বিরুক্তবাচক শব্দের
ঘ ক্রিয়া বিশেষণের

৫০. 'পরপারে' শব্দটির বিশেষ অর্থ-
ক পরের উপর
খ নদীর ওপার
● গ মৃত্যুর পরের সময়
ঘ পরে পরে

৫১. নির্ধারক বিশেষণের দৃষ্টান্ত হচ্ছে-
ক যেমন কর্ম তেমন ফল
● খ ছোট ছোট উত্তর লিখতে হবে
গ ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে
ঘ সে ধীরে ধীরে হাঁটছে

৫২. লাল লাল ফুলে গাছটি ভরে আছে। দৃষ্টান্তটি হলো–
ক দ্বিরুক্তির
● খ নির্ধারক বিশেষণের
গ সাপেক্ষ সর্বনামের
ঘ নাম পদের

৫৩. প্রতীকী অর্থে 'আমি' বলতে বুঝানো হয়েছে–
● ক কবিকে
খ কৃষককে
গ ব্যক্তিকে
ঘ সময়কে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

সোনার তরী

৫৪. কবিতায় 'বিদেশ' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে–
ক দেশের বাইরে   খ দূরের পথ
গ অজানা স্থান   ঘ পরকাল

৫৫. আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে–
ক কৃষক   খ মাঝি
গ মহাকাল   ঘ ব্যক্তি

৫৬. গ্রামখানি মেঘে ঢাকা-
ক সকাল বেলা   খ সন্ধ্যা বেলা
গ সাঁঝের বেলা   ঘ প্রভাত বেলা

৫৭. ঢেউগুলো দুধারে ভেঙে পড়ছে-
ক অসহায়ভাবে   খ নিরুপায়ভাবে
গ আছড়ে   ঘ ক্লান্তিকর ভঙ্গিতে

৫৮. কৃষক সোনার ধান কূলে এসে নিয়ে যেতে বলেছে-
ক আনন্দের সঙ্গে   খ হেসে
গ তাকেসহ   ঘ স্মৃতি রেখে

৫৯. বাঁকা জল খেলা করছে–
ক দুধারে   খ প্রভাত বেলা
গ চারিদিকে   ঘ ঘন বরষায়

৬০. মহাকাল মানুষের কর্মকে গ্রহণ করে, কারণ-
ক কর্ম নশ্বর   খ কর্ম অক্ষয়
গ কর্ম গ্রহণযোগ্য   ঘ কর্মই প্রিয়

৬১. কৃষক সোনার ফসলকে মহাকালের উদ্দেশে পাঠাতে চায়, কারণ-
ক মাঝিকে ভালো লাগার জন্য
খ পৃথিবীতে শান্তিতে থাকার জন্য
গ পরকালে শান্তিতে থাকার জন্য
ঘ কর্মের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য

৬২. মাঝি চলে যাচ্ছে-
ক ভরা পালে   খ নিঃসঙ্গভাবে
গ একাকী   ঘ নির্বিকারভাবে

৬৩. ধান কাটতে কাটতে কী এলো–
ক মাঝি   খ মহাকাল
গ অন্তিম পর্ব   ঘ বরষা

৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ কোনগুলো?
i. কালান্তর, পঞ্চভূত, সভ্যতার সংকট
ii. রাজা,চিত্রাঙ্গদা,ডাকঘর
iii.গোরা,ঘরে বাইরে,চার অধ্যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i, ii   খ ii,iii   গ iii   ঘ i

৬৫.'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি' – কোন প্রতীক্ষার ইঙ্গিত বহন করছে?
i. আসন্ন অনিবার্য মৃত্যুর
ii. অপূর্ণতার বেদনা
iii.একাকিত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i   খ ii,iii   গ iii   ঘ i, ii.

৬৬. 'ভরসা' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
i. আশা ও আশ্বাস
ii. আস্থা ও নির্ভরশীলতা
iii.পূর্ণতা ও বহু বোঝা যায় এমন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i, ii.   খ ii, iii.   গ iii.   ঘ i, iii

৬৭. কবিতায় মানুষের কোন জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে?
i. কর্মফল ও একাকিত্ব
ii. কর্মফল ও অমরত্ব
iii.কর্মফল ও মৃত্যু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i   খ ii   গ iii   ঘ i ও ii

৬৮. 'সোনার তরী' কবিতার অনুপ্রাসমণ্ডিত স্তবক কোনটি?
i. প্রথম স্তবক
ii. দ্বিতীয় স্তবক
iii. শেষ স্তবক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i   খ ii   গ iii   ঘ ii ও iii

৬৯. 'সোনার তরী' কবিতায় ব্যবহৃত ঢেউগুলো কিসের প্রতীক?
i. নদীর
ii. জীবনের
iii. দুঃখের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i   খ ii   গ iii   ঘ ii ও iii

৭০. কবি তাঁর সোনালি কর্মগুলোকে কেন নৌকায় তুলে দিলেন?
i. বন্ধন মুক্তির জন্য
ii. নৌকায় ঠাঁই পাবার জন্য
iii. সকল কাজই সৃষ্টিকর্তার ভেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i   খ ii   গ iii   ঘ ii ও iii

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৭১. কোন উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিপদের অবস্থাকে বোঝায়?
i. ভরা নদী ক্ষুরধারা / খরপরশা
ii. চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা
iii. এপারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

৭২. 'সোনার তরী' কবিতায় নৈসর্গিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কোন উদ্ধৃতির মাধ্যমে?
i. গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা,-
ii. ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দু'ধারে,-
iii. এখন আমারে লহো করুণা করে,-
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

৭৩. কবি 'সোনার তরী' কবিতায় কেন মাঝির কণ্ঠে গান ব্যবহার করেছেন?
i. কৃষককে আশ্বস্ত করার জন্য
ii. গান কবির খুব প্রিয় বলে
iii. গানের মাধ্যমে কবিতায় এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও iii

৭৪. 'যাহা লয়ে ছিনু ভুলে'- বলতে কবি কোন ভুলকে বুঝিয়েছেন?
i. কবির চেষ্টা
ii. জগৎ সংসারের কাজ
iii. কবির ব্যক্তিগত কাজ
নিচের কোনটি সঠিক
ক i খ iii গ ii ঘ ii ও iii

৭৫. 'ছোটো খেত', 'নৌকা', 'মাঝি', 'বাঁকাজল' ইত্যাদি বিষয়গুলো কবিতায় কোন অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে?
i. উপমা
ii. রূপক
iii. প্রতীক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৬ ও ৭৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বিদ্যুতের আবিষ্কার মানব সভ্যতাকে বহুদূর এগিয়ে দিয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর শিল্পকারখানা থেকে শুরু করে জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রই বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল। অথচ আধুনিক সভ্যতার এই বিস্ময়কর আবিষ্কারটি যিনি করেছিলেন সেই মাইকেল ফ্যারাডের নাম আমরা কজনই বা জানি? আসলে পৃথিবী কোনো ব্যক্তিকে ধরে রাখে না, ধরে রাখে তাঁর কর্মকে।

৭৬. উদ্দীপকের বিজ্ঞানী যেমন মহাকালের আবর্তে টিকে থাকেননি, 'সোনার তরী'র কবির মতো কোনো কবিও তেমনি বেঁচে থাকবেন না– বিষয়টি মানবজীবনের কোন দিকটির শিক্ষা দেয়?
i. মানুষের উচিত তার সাধ্য অনুযায়ী কাজ করা
ii. কর্মই ভাস্বর, জীবন নশ্বর
iii. পরিবারের সদস্যদের বাঁচিয়ে রাখা সবার কর্তব্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

৭৭. উদ্দীপকের পরিণতি 'সোনার তরী' কবিতায় কোন উদ্ধৃতির সাথে সম্পর্কিত?
i. এখন আমারে লহো করুণা করে
ii. কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা
iii.শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৮ ও ৭৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
মৃত্যু শয্যায় লেখিকা তাহমিনা বেগম। চিকিৎসকগণ তার আরোগ্য বিষয়ে আশা ছেড়ে দিয়েছেন, ডাক্তার ছেলে, প্রকৌশলী মেয়ে, গুণী স্বামী ছাড়াও তার রয়েছে কুটির শিল্প, যৌথ ব্যবসা এবং সমৃদ্ধ সাহিত্য প্রকাশনা। এতো অর্জনের পরও তাহমিনা পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে পারছেন না।

৭৮. উদ্দীপকের আবহ তোমার পঠিত কোন কবিতায় ফুটে উঠেছে?
ক বঙ্গভাষা খ সোনার তরী
গ পাঞ্জেরি ঘ আমার পূর্ব বাংলা

৭৯. তাহমিনা 'সোনার তরী' কবিতার কিসের প্রতীক?
ক কৃষকের খ মাঝির
গ কবির ঘ ফসলের

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

জীবন-বন্দনা

কাজী নজরুল ইসলাম

◘ কবি পরিচিতি

বিদ্রোহী কবি হিসেবে খ্যাত আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর পিতার নাম কাজী ফকির আহম্মদ, মাতার নাম

জাহেদা খাতুন, স্ত্রী প্রমীলা দেবী। ছোটবেলায় লেটো গানের দলে যোগদানের মাধ্যমে তিনি তাঁর স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেন। ১৯১৭ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি বাঙালি পল্টনে সৈন্য হিসেবে যোগ দিয়ে করাচি যান। সেখানেই তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা ঘটে। বিদ্রোহ ছিল তাঁর কবিতার মূলসুর। 'বিদ্রোহী' কবিতার মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যে নতুন চেতনার উদ্বোধন করেন। সামাজিক অনাচার, বৈষম্য, অবিচার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। এ জন্যে তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে কবি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তখন থেকেই মূলত তাঁর সৃজনশীলতার অবসান ঘটে।

জন্ম : ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে।

মৃত্যু : ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে পরিপূর্ণ সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

◘ রচনাবলি

কাব্যগ্রন্থ : অগ্নি-বীণা, বিষের বাঁশি, সিন্ধু হিন্দোল, ছায়ানট, প্রলয়-শিখা, চক্রবাক, সন্ধ্যা ইত্যাদি।

গল্প ও উপন্যাস : ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, মৃত্যু-ক্ষুধা ইত্যাদি।

প্রবন্ধগ্রন্থ : যুগ-বাণী, দুর্দিনের যাত্রী, রুদ্র-মঙ্গল, রাজবন্দীর জবানবন্দী ইত্যাদি।

অনুবাদ : দেওয়ান-ই-হাফিজ, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম ইত্যাদি।

নাটক : আলেয়া, পুতুলের বিয়ে, ঝিলিমিলি ইত্যাদি।

◘ উৎস ও পরিচিতি

'জীবন-বন্দনা' কবিতাটি কবির 'সন্ধ্যা' নামক কাব্যগ্রন্থ হতে সংকলিত।

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন জীবনবাদী কবি। তিনি তাঁর লেখনীতে জীবনের প্রাণময়তা, গতিশীলতা, সংগ্রাম ও সৃজনশীলতার কথা বিচিত্রভাবে তুলে ধরেছেন। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য সাধনার উদ্ভব ঘটে। সে সময় ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন। তিনি এই পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে চেয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, মানুষের সংহতি, শক্তি এবং ঐক্য ছাড়া পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙা সম্ভব নয়। জীবন শক্তির ধারক। আর এই জন্যই তিনি সবসময় জীবনের স্তুতি তথা জয়গান গেয়েছেন। 'জীবন-বন্দনা' কবিতা তাঁর সেই প্রয়াসেরই এক অনবদ্য শিল্পিত প্রকাশ। 'জীবন-বন্দনা' শব্দের অর্থ 'জীবনের বন্দনা বা প্রশংসা'। কবির মতে, পৃথিবী এককালে ছিল মনুষ্য বসবাসের অনুপোযোগী বন্য শ্বাপদ প্রাণীতে ভরপুর। আদিতে পৃথিবী এতো মায়াময় ছিল না। যুগ যুগ ধরে অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষের অক্লান্ত শ্রম, গভীর নিষ্ঠা, কঠোর সাধনা দ্বারা এই পৃথিবী মানুষের উপযোগী আবাসভূমিতে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সভ্যতার আধিপত্য। এসব সম্ভব হয়েছে কৃষকের কারণে। কৃষক দৃঢ় কঠিন হাত দ্বারা পৃথিবীর কঠিন মাটিতে ফুল, ফল ও ফসল ফলিয়েছেন। শ্রমনিষ্ঠ মেহনতি মানুষের রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে পৃথিবী হয়েছে অনুপম সুন্দর ও মনোলোভা। আদিম, বর্বর মানুষের চেষ্টায় মৃত্যু সমাকীর্ণ পৃথিবীতে মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অসীম সাহস এবং বিপুল প্রাণ শক্তি দিয়ে মানুষই দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত জয় করেছে।

 Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি এভাবে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মানুষের অবদান; বিশেষত শ্রমজীবী মানুষের মহিমাকে তুলে ধরেছেন।

▣ শব্দার্থ ও টীকা

ফরমান : বাণী বা সংবাদ।
অকুতোভয়ে : নির্ভয়ে, নির্ভীক চিত্তে।
বিবর : গর্ত, গহ্বর।
যাযাবর : ভ্রাম্যমাণ জাতি।
কূপমণ্ডুক : অল্পজ্ঞান।
অমরাবতী : স্বর্গ
ভীম রণভূমে : ভয়ংকর যুদ্ধক্ষেত্রে।
গিরি-নিঃস্রাব : পর্বত-নিঃসৃত ঝর্ণা বা নদী।
শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন : পরিশ্রমে কড়া-পড়া ও দৃঢ়।
বন্য–শ্বাপদ- সঙ্কুল : হিংস্র মাংসাশী জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ।
ধরণী-মেরীর যীশু :পৃথিবী-মাতার আত্মোৎসর্গকারী পুত্র।
কিণাঙ্ক : ঘর্ষণের ফলে হাত বা পায়ের শক্ত হওয়া চামড়া বা মাংস, কড়া।
বর্বর : সভ্যতা বিকাশের আগেকার আদিম অসভ্য জাতি, আদি মানব।

▣ বানান সতর্কতা

ধরণী, কিণাঙ্ক, শ্বাপদ, ভীষণ, ফণী, অরণ্য, ধ্বংস, নবীন, উর্ধ্ব, রণভূমি, আষাঢ়, নিঃস্রাব, কূপমণ্ডুক, আষাঢ়, বেদুঈন, অমরাবতী, অসংযমী।

❒ নমুনা প্রশ্নাবলি ❒

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক. কিনাংক খ. কিণাংক
গ. কিনাঙ্ক ঘ. কিণাঙ্ক

২. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় 'ত্রস্তা ধরণী' বলতে পৃথিবীর কোন রূপকে বোঝানো হয়েছে?
ক. ভীতা খ. ভয়ংকরা
গ. অকর্ষিতা ঘ. অনুগতা

কবিতাংশটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কঠিন শীতল মরণসাগর মন্থন করে যারা
অমৃত আনিয়া উপহার দিল নিজেরে করিয়া সারা।

৩. কবিতাংশটি 'অমৃত' শব্দের সঙ্গে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার কোন শব্দটির ভাবার্থের মিল রয়েছে?
ক. জীবনের পসরা খ. উগ্রসুখ
গ. নজরানা ঘ. জীবনের উল্লাস

৪. নিচের কোন চরণ দুটিতে কবিতাংশটির ভাবের সঙ্গতি রয়েছে?
ক. জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্রসুখে
সাধ করে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে!
খ. যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে।
গ. শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণী নজ্‌রানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।
ঘ. তবুও থামে না যৌবন-বেগ, জীবনের উল্লাসে
চলছে চন্দ্র-মঙ্গল-গ্রহ স্বর্গে অসীমাকাশে।

৫. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় 'অসংযমী' অ্যাখ্যাটি যাদেরকে দেওয়া হয়েছে তারা–
i. বাধাহীন জীবনে অভ্যস্ত
ii. জীবন উল্লাসে ভরপুর
iii. দুর্বলচিত্তের অধিকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. তোমার প্রণাম করি জুড়ি দুই কর
বন্ধ্যা পৃথিবী আবাদ করলে বজ্রমুষ্টিধর
দুপায়ে ঝড়ের গতি ছুটিছ উধাও
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে দলি নীহারিকা।
পুষিলে সাগর তুমি, মরুকে রসালে
গড়িতে আবাসভূমি পর্বত উড়ালে।

ক. যীশু কে?
খ. 'কাটি অরণ্য রচিয়া অমরাবতী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? বর্ণনা কর।
গ. কবিতাংশটির প্রথম চরণদুটিতে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার কোন প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. কবিতাংশটিতে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার মর্মবাণীই প্রতিফলিত হয়েছে—মন্তব্যটি যাচাই কর।

২. স্তবক-১
রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে সে
ভিজে দিবা-রাতি
মোদের ক্ষুধার অন্ন যোগায়
চায় নাক সে খ্যাতি।
স্তবক-২
দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে যারা দুর্জয় করে জয়
তাহাদের পরিচয়
লিখে রাখে মহাকাল
সব যুগে যুগে সবকালে টিকা ভাস্বরে শোভে ভাল।

ক. 'কূপমণ্ডুক' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?
খ. 'আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাব' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? বর্ণনা কর।
গ. 'মানব বন্দনা' কবিতার বিষয়বস্তু অনুযায়ী, স্তবক ১-এ উল্লিখিত ব্যক্তিদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'মানব বন্দনা' কবিতার বিষয়বস্তু অনুযায়ী, স্তবক ২-এর বক্তব্য স্তবক ১-এর উল্লিখিতদের জন্য প্রযোজ্য কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবুসাব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবুসাব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ক. 'কূপমণ্ডুক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ কী?
খ. কবি অসংযমী আখ্যাদানকারীদের ক্ষুদ্রমনা বলেছেন কেন?
গ. উদ্দীপকে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের 'বাবুসাব' এবং 'জীবন-বন্দনা' কবিতার 'সংকীর্ণমনা'রা মূলত একই স্বভাবের– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'কূপমণ্ডুক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো কুয়োর ব্যাঙ।

খ) কবি শ্রমজীবী মানুষের জয়গান গাইতে গিয়েই তাদের অসংযমী আখ্যাদানকারী তথাকথিত সভ্য ও ভদ্রলোকদের ক্ষুদ্রমনা বলে অভিহিত করেছেন। যুগে যুগে যারা তাদের শ্রম দিয়ে আজকের এ মানব সভ্যতা নির্মাণ করে তাকে টিকিয়ে রেখেছে এক শ্রেণির তথাকথিত সভ্য ও ভদ্রলোক যখন সেসব শ্রমজীবীদের অসভ্য, ছোটলোক বা বর্বর বলে নাক ছিটকায় তখন কবি তাদের মধ্যে এক ধরনের অজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার ছাপ প্রত্যক্ষ করেন। কবি মনে করেন, এটি দিয়ে তারা মূলত তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার বিষয়টিই প্রকাশ করে। এ জন্যই শ্রমজীবী মানুষদের মূল্যায়ন না করা এসব সংকীর্ণ চিত্তের মানুষদের কবি কুয়োর ব্যাঙের মতো ক্ষুদ্রমনা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

গ) আদিতে এ পৃথিবী ছিল ভয়ঙ্কর, পৃথিবীর মাটি ছিল মনুষ্য বসবাসের অযোগ্য। এখানকার বন-জঙ্গলে ছিল ভয়ানক সব পশু। এই প্রতিকূল পৃথিবীকে বাসযোগ্য ও মনোহর করার পেছনে শ্রমজীবী মানুষরাই মূল ভূমিকা পালন করেছে। অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এই অসুন্দর পৃথিবীকে যারা স্বর্গে পরিণত করেছে, সংকীর্ণচিত্তের কিছু মানুষ সেই তাদেরকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বর্বর বলে গালি দেয়। সভ্য নামধারী সমাজের উঁচু শ্রেণির এ ভদ্র মানুষগুলো এসব শ্রমজীবীদের অত্যন্ত অবহেলা করে এবং ছোটলোক বলেও গালি দেয়। আলোচ্য উদ্দীপকেও তথাকথিত 'বাবু' শ্রেণির মানুষ কুলি-মজুরদের লাথি মেরে ফেলে দেয়। অথচ এই বাবুদের বাবুগিরির পেছনে রয়েছে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষেরই অবদান। তাদের অপরিসীম পরিশ্রম। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় দেখিয়েছেন যে কুয়োর ব্যাঙের মতো জ্হানের সীমাবদ্ধার কারণেই তথাকথিত সভ্য মানুষগুলো শ্রমজীবীদের 'তুচ্ছ' জ্ঞান করে বর্বর বা অসভ্য বলে ডাকে। কবি তাই এসব সভ্য মানুষদের সংকীর্ণ বা ক্ষুদ্রমনা বলেছেন। কারণ সংকীর্ণ মনোভাবের ফলেই তারা শ্রমিকের শ্রমের মূল্য দিতে জানে না। 'জীবন-বন্দনা' কবিতার এ দিকটিই আলোচ্য উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

ঘ) সাম্যের কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাছে মানুষের চেয়ে অন্য কিছু মহান নয়। এই মানুষের মধ্যে আবার যারা কৃষক, শ্রমিক, বিপ্লবী ও তারুণ্যের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল তাদের স্থান সর্বাগ্রে। কারণ এই শ্রমজীবী মানুষরা আমাদের জন্য বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল ধরণীকে বাসযোগ্য করে তুলেছেন। কিন্তু যে মানুষগুলো শিক্ষিত হয়ে সমাজের উঁচু তলায় বসবাস করে তারা এই শ্রমজীবীদের অত্যন্ত ছোটলোক মনে করে। তারা শ্রমজীবীদের তারা সব সময় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবহেলা করে। তাই কবি এসব সভ্য নামধারী মানুষদের কূপমণ্ডুক ও সংকীর্ণমনা বলেছেন। কারণ, তাদের এ আচরণ ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ মনেরই বহিঃপ্রকাশ। উপর্যুক্ত উদ্দীপকেও দেখা যায় তথাকথিত বাবু সাহেবরা কুলি-মজুরদের তুচ্ছ করে দূরে ঠেলে দেয়।
উদ্দীপকের 'বাবুসাব' আর 'জীবন-বন্দনা' কবিতার সংকীর্ণমনা'রা আসলে একই মানসিকতার মানুষ। এদের জন্য সমাজ নির্মাণের মূল কারিগর শ্রমজীবীরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে সব সময় বঞ্চিত হয়।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

যৌবন দেখিয়াছি তাহাদের মাঝে- যাহারা বৈমানিকরূপে অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়, আবিষ্কারকরূপে নব-পৃথিবীর সন্ধানে গিয়া আর ফিরে না, গৌরীশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকার করিতে গিয়া যাহারা তুষার-ঢাকা পড়ে, অতল সমুদ্রের নীল মঞ্জুষার মণি আহরণ করিতে গিয়া সলিলসমাধি লাভ করে, মঙ্গলগ্রহে, চন্দ্রলোকে যাইবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ক. যারা উদ্ধত শির তারা কী লঙ্ঘন করতে যায়?
খ. কাজী নজরুল ইসলাম কেন যৌবন শক্তির জয়গান করেছেন?
গ. উদ্দীপকের সাথে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার সাদৃশ্য নির্ণয় কর।
ঘ. উদ্দীপকে আলোকে 'জীবন-বন্দনা' কবিতাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) যারা উদ্ধত শির তারা হিমালয় লঙ্ঘন করতে যায়।

খ) কবি কাজী নজরুল ইসলাম যৌবনের পূজারী । যুবকেরাই জয় করে দুর্জয়কে। তাঁর মতে যৌবন মানুষকে দুঃসাহসী করে তোলে। মানুষ হিমালয়কে জয় করে, সমুদ্র পাড়ি দেয়, নতুন দেশ আবিষ্কারের জন্য মেরু-অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। নতুন নতুন গ্রহ-নক্ষত্র আবিষ্কারের নেশায় মহাশূন্যে পাড়ি জমায়। যৌবন শক্তির জোরেই মানুষ মৃত্যুকে পরোয়া না করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যৌবন শক্তির এ সকল বৈশিষ্ট্যের জন্যই কবি এর জয়গান করেছেন।

গ) কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় দুর্বার-দুরন্ত যৌবনের প্রশস্তি উচ্চারণ করেছেন। কারণ যৌবন হচ্ছে অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার, যা মানুষের জীবনকে গতিশীল ও প্রত্যাশাময় করে তোলে। যৌবন শক্তির অধিকারীরা কঠিন শ্রমে পৃথিবীকে ভরিয়ে দেয় ফুল ও ফসলে; মৃত্যু সমাকীর্ণ অরণ্যময় পৃথিবীকে করে তোলে মনোরম ও সুন্দর। একই সাথে সাগরকে ভরাট করে নগর গড়ে; মেরুর বুকে অভিযান চালায় ও আকাশ জয়ে ছুটে যায় গ্রহ-গ্রহান্তরে।
উদ্দীপকের সাথে কবিতার তারুণ্যশক্তির যে বৈশিষ্ট্য বিধৃত হয়েছে তার যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকের যৌবনশক্তির অধিকারীরা বৈমানিকরূপে অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজতে গিয়ে প্রাণ হারায়; নব পৃথিবী আবিষ্কার করার সন্ধানে ছুটে যায়; দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত শৃঙ্গের শীর্ষদেশ অধিকার করতে যায়; আকাশ পথে ছুটে যায় গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে।
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে উদ্দীপকের সাথে 'জীবন বন্দনা' কবিতার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘ) কাজী নজরুল ইসলামের 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় তরুণদের অসীম দুঃসাহস, দুর্জয় যৌবনের গতিবেগ ও আত্মত্যাগের বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়েছে।
তারুণ্যের শক্তিমত্তা, উত্তেজনা ও কর্মযজ্ঞের অবিমিশ্র রূপকার কবি সমকালীন মানুষের চেতনায় তারুণ্যের দুর্দম সম্ভাবনার বীজ ও কর্মনিষ্ঠ সংগ্রামশীলতার উদ্দীপনা জাগিয়েছেন। কবি মনে করেন, তরুণদের উদ্দাম গতির জন্য পৃথিবী মহাশূন্যে উল্কার বেগে ঘুরছে। তারুণ্য শক্তিই শ্বাপদ-সঙ্কুল দুর্গম এ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রচনা করেছে স্বর্গতুল্য মানববসতি। তারাই স্থবির এ পৃথিবীর মরুপ্রায় শূন্যতায় এনেছে জীবনের চঞ্চলগতি। তারুণ্যের এ শক্তি দুর্গম হিমালয়, অথৈ সাগর, অসীম মহাকাশ জয় করতেও দুর্বার। উদ্দীপকেরও তারুণ্যের সম্ভাবনাময় শক্তির মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। বীরত্বে, উদ্ভাবনে, আবিষ্কারে, চেতনা বিকাশে সভ্যতার যে অগ্রগতি তা তারুণ্যেরই দান।
আলোচ্য কবিতা ও উদ্দীপকে তরুণদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। তারুণ্য দুর্বার বেগে এগিয়ে যায় প্রগতির পথে, যা 'জীবন-বন্দনা' কবিতা ও উদ্দীপকের অভিন্ন মর্মবাণী।

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
তুরাগ নদের তীরে এক মাসের জন্য একদল বেদে এসেছে। তা শুনে রোমেল একদিন গেল বেদেদের জীবন কেমন তা দেখতে। রোমেল যতই দেখেছে ততই অবাক হচ্ছে। কী দুঃসাহসী এ মানুষগুলো। সাপ খেলা দেখিয়ে, শিকড়-বাকড় বিক্রি করে এরা পয়সা উপার্জন করে। এরা নৌকায় খায়, নৌকায় ঘুমায়, নৌকাই এদের সব। ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে এরা নৌকায় নৌকায় জীবন অতিবাহিত করে।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ক. নজরুল মরু-কবি হিসেবে কাদের গান গেয়েছেন?
খ. কবি কেন বেদে-বেদুঈনদের গান গেয়েছেন?
গ. উদ্দীপকে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার কোন দিকটি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?
ঘ. 'ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে এরা নৌকায় নৌকায় জীবন অতিবাহিত করে '- বক্তব্যটি 'জীবন-বন্দনা' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) নজরুল মরু-কবি হিসেবে বেদে-বেদুঈনদের গান গেয়েছেন।

খ) বেদে-বেদুঈনরা হচ্ছে যাযাবর জাতি। বেদেরা ভারতবর্ষের আর বেদুঈনরা আরবে বসবাস করে। তাদের স্থায়ী কোনো নিবাস নেই। জীবন ও জীবিকার সন্ধানে তারা দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে বেড়ায়। প্রতি নিয়ত তারা প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে টিকে থাকে। জীবনের কাছে সহজে তারা হার মানে না। সংগ্রাম করেই তারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। এভাবে কঠিন জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তারা যে বিপ্লব-অভিযান চালায় তা আমাদের আধুনিক সভ্যতার সূচনাকারী আদিম মানুষদের জীবনচিত্রকেই মূর্ত করে তোলে। এ কারণেই যৌবনের পূজারি কবি শ্রমজীবী কঠিন সংগ্রামের মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি বেদে-বেদুঈনদের জয়গান গেয়েছেন।

গ) সাম্যের কবি, মানবতার কবি, বিদ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের জয়গান গেয়েছেন। শ্রমিক, কৃষক, তরুণ অভিযাত্রিকরাই কবির কাছে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে গণ্য হয়েছেন। এ কবিতায় তিনি তাঁর সে অভিব্যক্তির কথাই তুলে ধরেছেন।

উদ্দীপকের রোমেল তুরাগ নদীর তীরে অবস্থান নেয়া বেদে সম্প্রদায়ের দুঃসাহসী জীবন-যাপন রীতি দেখে অবাক হয়ে যায়। বেদেরা নৌকায় নৌকায় ঘুরে বেড়ায়। সাপ খেলা দেখিয়ে, শিকড়-বাকর বিক্রি করে উপার্জিত সামান্য অর্থে তাদের দিন গুজরান হয়। কিন্তু অনির্দিষ্ট ঠিকানার এ মানুষগুলো প্রতিনিয়ত জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে। প্রতিদিন তাদের সামনে নতুন নতুন সংকট আসে। তবে সকল সংকটকে তারা সাহসের সাথে মোকাবেলা করে। কাজী নজরুল ইসলাম 'জীবন-বন্দনা' কবিতাতেও বেদে এবং আরবের যাযাবর জাতির সাহসিকতার কথা বলেছেন এবং তাদের বন্দনা করেছেন। নতুনের পূজারি, সাহসের ধ্বজাধারী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মনে করেন বেদে-বেদুঈনদের সংগ্রামী জীবনই প্রকৃত জীবন। উদ্দীপকের রোমেলও মনে করে বেদে সম্প্রদায়ের সাহসী জীবন ধারা থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে। যারা নতুনের পথে যেতে ভয় পায়, সংকট মোকাবেলায় যারা ব্যর্থ – তাদের জীবন প্রকৃত জীবন নয় এবং যারা এই সাহসী মানুষদের তুচ্ছ করে, অবহেলা করে তারাও প্রকৃত মানুষ নয়।

উদ্দীপকে এই সাহসী মানুষদেরই বন্দনা করা হয়েছে। 'জীবন বন্দনা' কবিতায় যেসব সাহসী মানুষদের কথা বলা হয়েছে উদ্দীপকে তারই একটি দিক উপস্থাপিত হয়েছে।

ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম যেমন প্রেমের কবি, মানবতার কবি, তেমনি বিদ্রোহের কবি। তারুণ্যের প্রতীক নজরুল ইসলাম ছিলেন শ্রমজীবী মানুষের দলে। 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি শ্রমজীবী মানুষের বন্দনা করেছেন।

'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি কৃষক, শ্রমিক, মানব প্রেমিক, তরুণ, অভিযাত্রিক, বিপ্লবী, বেদে-বেদুঈনদের জয়গান করেছেন। সকল শ্রমজীবী মানুষের জয়গানের পাশাপাশি কবি বেদে ও আরবদের যাযাবর জাতি হিসেবে খ্যাত বেদুঈনদের সাহসী জীবন-যাপন রীতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বেদে-বেদুঈনদের কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই। প্রতিনিয়ত তাদের নতুন নতুন সংগ্রামকে সঙ্গী করে আলোকিত জীবনের পথে আসতে হয়। যুগে যুগে বেদে-বেদুঈনরা অকারণ বিপ্লব অভিযান করে। অজানা গন্তব্য আর সংগ্রামী জীবনকে তারা নিজ নতুন রঙে রাঙিয়ে তোলে। সাহসের ডানায় ভর করে এরা জয় ছিনিয়ে আনে। কোনো বাধাই তাদের সামনে বড় হতে পারে না। তাই কবি নিজেকেও তুলনা করেছেন মরু কবি হিসেবে। মূলত এসব সাহসী বিপ্লবী

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

মানুষদের বন্দনা করে কবি সকল মানব জাতিকে জীবনের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করার আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা, এ পৃথিবীর সভ্যতা, আনন্দময় জীবন ধারার পেছনে শ্রমজীবী মানুষদের পাশাপাশি বেদে-বেদুঈনদের মতো সাহসী মানুষদেরও অনেক অবদান রয়েছে।

তথাকথিত সভ্য ও শিক্ষিত বলে বিবেচিত মানুষ এই শ্রমজীবী মানুষদের ভুলে যায়। তুচ্ছ ও অবহেলা করে। কিন্তু কবি বলেছেন এরাই প্রকৃত মানুষ। তাই কবি তাঁর 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় এসব শ্রমজীবী ও সাহসী মানুষদেরই বন্দনা করেছেন।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

তোমায় প্রণাম করি জুড়ি দুই কর
বন্ধ্যা পৃথিবী আবাদ করলে বজ্রমুষ্টি ধর
দুপায়ে ঝড়ের গতি ছুটিছ উধাও
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে দলি নীহারিকা।
পুষিলে সাগর তুমি, মরুকে রসালে
গড়িলে আবাসভূমি পর্বত উড়ালে।

ক. ধরণীর হাতে কারা ফসলের ফরমান এনে দেয়?
খ. কবি শ্রমজীবী মানুষের বন্দনা করেছেন কেন?
গ. উদ্দীপকের সাথে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার সম্পর্ক নির্ণয় কর।
ঘ. 'জীবন-বন্দনা' কবিতার আলোকে উদ্দীপকটি বিশ্লেষণ কর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ধরণীর হাতে কৃষকরা ফসলের ফরমান এনে দেয়।

খ) শ্রমজীবী মানুষের কঠোর পরিশ্রমই এ পৃথিবীকে করেছে সুশোভিত, উন্নত ও আধুনিক। তাদের শ্রমে এ পৃথিবী ফুল ও ফসলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তারা মৃত্যু-জরাকীর্ণ অরণ্যময় কর্দমাক্ত পৃথিবীকে করে তুলেছে মনোরম ও বাসযোগ্য। যুগে যুগে মানব কল্যাণে এরা নিজেদের জীবন ও যৌবন উৎসর্গ করেছে। কঠোর সাধনার মাধ্যমে নিজের জীবন তুচ্ছ করে তারা এই ধূসর পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলেছে। আজকের এই সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণ ও টিকিয়ে রাখার অগ্রনায়ক মূলত তারাই। এ কারণেই কবি এসব শ্রমজীবী মানুষের বন্দনা করেছেন।

গ) 'জীবন-বন্দনা' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের একটি শ্রম-বন্দনামূলক কবিতা। কবির সমকালীন সমাজে মানবমুক্তির যে উদাত্ত বাণী উচ্চারিত হয়েছিল 'জীবন-বন্দনা' কবিতাটিতে তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে। উদ্দীপকে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে পৃথিবীতে ফসল ফলেছে কবি সশ্রদ্ধ চিত্তে তাদের অবদানের কথা স্মরণ করেছেন। কেননা, এসব শ্রমজীবী মানুষরাই তাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বন্ধ্যা পৃথিবীকে ফসল ও ফলে-ফুলে ভরিয়ে দিয়েছে। উদ্দীপকে যারা ঝড়ের গতিকে পশ্চাতে ফেলে গ্রহ-নক্ষত্র আবিষ্কারের নেশায় ছুটে যায়, সাগর ভরাট করে নগর গড়ে তোলে এবং মরুভূমির বুকে অট্টালিকা নির্মাণ করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। 'জীবন-বন্দনা' কবিতায়ও কবি তাদের গান গেয়েছেন, যারা তাদের কঠিন শ্রমের মাধ্যমে পৃথিবীকে ফুল ও ফসলে ভরিয়ে দিয়েছে, মৃত্যু সমকীর্ণ অরণ্যময় পৃথিবীকে করেছে সুন্দর ও মনোরম আর মানব কল্যাণের জন্য যুগে যুগে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। কবি নজরুল ইসলাম তারুণ্যের সেই শক্তির বন্দনা করেছেন, যারা অসীম সাহস ও বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত জয় করেছে, সাগর ভরাট করে নগর নির্মাণ করেছে, মেরুর বুকে অভিযান চালিয়েছে কিংবা আকাশ জয়ে ছুটে গেছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। মানবমুক্তির পথে যারা কোনো বাধা মানে না কবি তাঁর 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় আকুণ্ঠচিত্তে তাদেরও জয়গান গেয়েছেন। এদিক থেকে 'জীবন বন্দনা কবিতা' আর উদ্দীপক যেন একই সূত্রে গাঁথা।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ঘ) চির যৌবনের পূজারি কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় শ্রমজীবী ও তারুণ্য শক্তির জয়গান গেয়েছেন। কবি তাদের জয়গান গেয়েছেন যারা কঠিন শ্রমে পৃথিবীকে ফুল ও ফসলে ভরিয়ে দেয়। যারা অরণ্যময় মৃত্যু সমাকীর্ণ পৃথিবীকে করে সুন্দর ও মনোরম, যারা যুগে যুগে দেশে দেশে মানব কল্যাণে আত্মাহুতি দেয়। কবি তারুণ্যের শক্তির অধিকারী সেসব মানুষদের জয়গান গেয়েছেন যারা অসীম সাহস ও বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে জয়ের নেশায় ছুটে চলে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে, যারা হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সম্পর্শ করতে যায়, যারা সমুদ্র ভরাট করে নগর নির্মাণ করে, যারা মেরুর বুকে অভিযান চালায়, যারা মানব মুক্তির পথে কোনো বাধা মানে না। কবি তাঁর 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় এসব মানুষেরই বন্দনা করেছেন। আলোচ্য উদ্দীপকেও ঠিক একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। এখানেও এসব শ্রমজীবী ও সাহসী মানুষদের বন্দনা করা হয়েছে।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সৃষ্টির আদিতে এ পৃথিবী ছিল বন-জঙ্গল ও হিংস্র জীব-জন্তুতে পরিপূর্ণ। মানুষ তখন আদিম জীবন-যাপন করতো। পাথরে পাথর ঘষা দিয়ে আগুন জ্বালাতো। শ্রমজীবী মানুষ তাদের কঠিন শ্রমে পৃথিবীকে ভরিয়ে দিয়েছে ফল ও ফসলে। মৃত্যু সমাকীর্ণ অরণ্যময় পৃথিবীকে তারাই করে তুলেছে সুন্দর ও মনোরম।

ক. অমরাবতী শব্দের অর্থ কী?

খ. জীবন-বন্দনা কবিতায় কবি কাদের বন্দনা করেছেন?– কেন?

গ. উদ্দীপকে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার কোন দিকটি ফুটে ওঠেছে?– বর্ণনা কর।

ঘ. শ্রমজীবী মানুষরাই মৃত্যু সমাকীর্ণ অরণ্যময় পৃথিবীকে করে তুলেছে সুন্দর ও মনোরম– 'জীবন-বন্দনা' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) অমরাবতী শব্দের অর্থ স্বর্গ।

খ) জীবন-বন্দনা কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তারুণ্য শক্তি ও শ্রমজীবী মানুষের জয়গান গেয়েছেন। শ্রমজীবী মানুষের কঠিন শ্রমের ফলেই আজকের এই আধুনিক সভ্যতা। তাদের কঠোর শ্রমের ফলেই পৃথিবী এতো সুন্দর ও সমৃদ্ধ। কবি তারুণ্যের সেই শক্তিকে বন্দনা করেছেন। যারা অসীম সাহস ও বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে অজেয়কে জয় করে, মানবমুক্তির সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করে।

গ) উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে, সৃষ্টির আদিতে এ পৃথিবী ছিল বন-জঙ্গল ও হিংস্র জীব-জন্তুতে পরিপূর্ণ। মানুষ তখন আদিম জীবন-যাপন করত। তারপর শ্রমজীবীরাই এ মৃত্যু সমাকীর্ণ অরণ্যময় পৃথিবীকে করে তুলেছে সুন্দর ও মনোরম। উদ্দীপকটি জীবন-বন্দনা' কবিতার মূল বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ সেখানেও বলা হয়েছে, আজকের আধুনিক সভ্যতার মূলে রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের অবদান। শ্রমজীবী মানুষ এই পৃথিবীকে ভরিয়ে দিয়েছে ফুল ও ফসলে। পৃথিবী এক সময় অরণ্যময় ও হিংস্র জীব-জন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। এই অরণ্যময় মৃত্যু সমাকীর্ণ পৃথিবীকে শ্রমজীবী মানুষরাই সুন্দর ও মনোরম করে তুলেছে।

ঘ) বর্তমান এ উন্নত পৃথিবী আদিতে ছিল বন জঙ্গল ও হিংস্র জীব-জন্তুতে পরিপূর্ণ। মানুষ ছিল তখন অসহায়। হিংস্র জীব-জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করত। পাথরে পাথরে ঘষা দিয়ে আগুন জ্বালাত। শ্রমজীবী মানুষ কঠিন শ্রমে পৃথিবীকে ভরিয়ে দিয়েছে ফুল ও ফসলে। হাতে তুলে নিল পাথর, গড়ল হাতিয়ার। পাথরের সাথে পাথর ঘষা দিয়ে জ্বালাত আগুন। অরণ্যচারী মানুষ পেল সভ্যতার সন্ধান। তারপর এই পৃথিবী পর্যায়ক্রমে বিকশিত হতে হতে পেল আধুনিকতার সন্ধান। এই সভ্যতা ক্রমবিকাশের পেছনে রয়েছে যুগ-যুগান্তরের লক্ষ-কোটি মানুষের অফুরন্ত শ্রম, মেধা ও তারুণ্য শক্তির অবদান। শ্রমজীবী মানুষ তাদের কঠোর শ্রমের ফলে বন্ধ্যা এই পৃথিবীকে ভরিয়ে দিয়েছে ফুল ও ফসলে। তারা অরণ্যময় মৃত্যু

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

সমাকীর্ণ পৃথিবীকে করেছে সুন্দর ও মনোরম। তারা পাহাড় কেটে গড়ে তুলেছে সুরম্য অট্টালিকা। কবি 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় সেই সব শ্রমজীবী মানুষের বন্দনা করেছে আকুণ্ঠ চিত্তে। কারণ সভ্যতার বিকাশে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। শ্রমজীবী মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঊষর ধরণীকে শস্য-শ্যামলা করে তুলেছে। এরাই শ্বাপদ-সঙ্কুল পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে গড়ে তুলেছে। এদের কঠোর শ্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ ধরণী সজ্জিত হয়েছে ফুলে-ফলে। মানব সভ্যতার আদিকালে গড়ে উঠেছিল কৃষি ব্যবস্থা। এ কৃষির মাধ্যমেই মানুষ উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখার সুযোগ পেয়েছিল। কৃষি ব্যবস্থার পত্তন না হলে বর্তমান সভ্যতার চিন্তাই করা যেত না।

ক. ত্রস্তা ধরণী ডালি ভরা ফুল-ফল দিয়ে কী দেয়?

খ. কবি কাদের গান গেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার মূল বক্তব্যের যে সাদৃশ্য রয়েছে তা আলোচনা কর।

ঘ. সভ্যতার ক্রমবিকাশে শ্রমজীবীদের যে অবদান রয়েছে তা 'জীবন-বন্দনা' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ত্রস্তা ধরণী ডালি ভরা ফুল-ফল দিয়ে নজরানা দেয়।

খ) কবি শ্রমজীবী মানুষের গান গেয়েছেন। যুগ-যুগান্তে বিশ্ব গড়ার কারিগর হিসেবে আপন ঘামে পৃথিবীর মাটিকে সিক্ত ও উর্বর করেছে শ্রমজীবী তরুণ দল। নিষ্ফলা মাটিতে ফলিয়েছে ফসলের সম্ভার। তাদের পরিশ্রমের আদলে বিশ্ব পেল সুদৃশ্য অপরূপ রূপ। তাদের আত্মত্যাগের মহিমায় প্রদীপ্ত হলো মাঠ, ঘাট ও প্রান্তর। তারা অজেয়কে জয় করেছে। ফুল-ফসলে পূর্ণ করেছে পৃথিবী। সব প্রতিকূলতার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে গড়ে তুলেছে বাসযোগ্য সমতল পৃথিবী। তাই কবি এসব শ্রমজীবী মানুষের জয়গান গেয়েছেন।

গ) সভ্যতার ঊষালগ্নে পৃথিবী ছিল শ্বাপদ সঙ্কুল, ধরিত্রী ছিল নিষ্ফলা ও বন্ধুর। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের কাছে পরাজিত হয়েছে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য, বন্ধুর ভূমি।বিশ্বগড়ার কারিগর শ্রমজীবী মানুষের জয়গান উচ্চারিত হয়েছে 'জীবন-বন্দনা' কবিতায়। এ কবিতায় কবি তাদের জয়গান গেয়েছেন যারা শ্রমের দ্বারা পৃথিবীকে ফুল ও ফসলে ভরিয়ে দেয়, যারা মৃত্যু সমাকীর্ণ অরণ্যময় পৃথিবীকে মনোরম ও সুন্দর করে তুলেছে । যারা মানব কল্যাণে আত্মাহুতি দিয়েছে দেশে দেশে কালে কালে। শ্রমজীবী মানুষ তাদের ঘামে উর্বর করেছে পৃথিবীর অনুর্বর ভূমি। তাদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় আজকের পৃথিবী বাসযোগ্য হয়েছে। জীবনের সব প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে, লাভ-লোকসানের হিসাব না করে তারা দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে নতুন আবিষ্কারের সন্ধানে। তারা অজেয়কে জয় করেছে, মানব সমাজের কল্যাণে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে। কবির সব বন্দনা তাদেরকে ঘিরে। কেননা আজকের সুদৃশ্য পৃথিবী, তিলোত্তমা নগরী, শ্যামল সমতল, ফসলের মাঠ সবখানেই তাদের শ্রমের প্রতিচ্ছবি।

উদ্দীপক যেন এখানে 'জীবন-বন্দনা' কবিতারই প্রতিচ্ছবি। তাই বলা যায়, উদ্দীপক এবং 'জীবন-বন্দনা' কবিতার মূল বক্তব্য অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ) কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের জয়গান গেয়েছেন। মানব সভ্যতার আদিলগ্নে পৃথিবী ছিল বন-জঙ্গল আর হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। ভয়ংকর সেই পৃথিবীকে বর্তমানের সুন্দর মনোরম পৃথিবীতে পরিণত করেছে শ্রমজীবী মানুষ আর দুর্বার তারুণ্যশক্তি। শ্রমজীবী মানুষেরা কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে মাটিতে ফসল ফলায়। তারা অত্যন্ত কঠিন শ্রমের বিনিময়ে সমগ্র মানবজাতির খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে থাকে। শ্রমজীবী মানুষের রক্তে ও ঘামেই গড়ে ওঠে নতুন সভ্যতা এবং পৃথিবী হয়ে ওঠে সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। কবি তারুণ্যের সেই শক্তিকে বন্দনা করেন, যারা অসীম সাহস ও বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত জয় করে, মেরুর বুকে অভিযান চালায় নানা তথ্য অনুসন্ধানে ও তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রবল নেশায়। যারা জীবন

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

বিপন্ন করে আকাশ জয়ে ছুটে যায় গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। এ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ সর্বদাই জগতের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছেন নিরন্তর। সমস্ত ক্লান্তি ও পরিশ্রান্তির মূলে রয়েছে কল্যাণ কামনার প্রবল চেতনা। মানব মুক্তির আন্দোলনে যুবকেরাই প্রাণের মায়া ত্যাগ করে অধিকার আদায়ের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তাই কবি যৌবন শক্তির প্রশংসাকীর্তন গেয়েছেন।
পরিশেষে বলা যায়, সভ্যতার ক্রমবিকাশে এসব শ্রমজীবী মানুষ ও তারুণ্যশক্তির অবদান অপরিসীম।

৭. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হযরত মুহম্মদ (স.) শ্রমিকদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি নিজেও শ্রমিকদের সঙ্গে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তাদের পারিশ্রমিক প্রদানের বিষয়ে তিনি তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে মূলত শ্রম ও শ্রমিকের প্রতিই তিনি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। শ্রমকে উৎসাহিত করে ভিক্ষাবৃত্তিকে তিনি দূরে ঠেলেছেন। তিনি ভিক্ষুকের হাতে ভিক্ষার বদলে কুঠার তুলে দিয়ে পরিশ্রম করার ব্যাপারে মানব-জাতিকে উৎসাহিত করেছেন। শ্রকিদের 'ভাই' সম্বোধন করে তাদের প্রতি তিনি যে মর্যাদা দেখিয়েছেন তা মূলত শ্রমেরই জয় ঘোষণা করে।

ক. যীশু কার সন্তান?

খ. 'ধরণী-মেরীর যীশু' কথাটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে?

গ 'নবীজী শ্রমিকদের 'ভাই, সম্বোধন করে যে মর্যাদা দেখিয়েছেন তা মূলত শ্রমেরই জয় ঘোষণা করা'-'জীবন-বন্দনা' কবিতার আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তাদের পারিশ্রমিক প্রদান কর'-উক্তিটির আলোকে দেখাও যে 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম নবীজীর কথা অনুসরণ করে শ্রমিকের জয়গান গেয়েছেন।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) যীশু মেরীর সন্তান।

খ) 'ধরণী-মেরীর যীশু' কথাটি কাজী নজরুল ইসলাম 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন। ধরণী-মেরীর যীশু হচ্ছে পৃথিবীমাতার সন্তান। মা মেরীর সন্তান যীশুখ্রিস্ট মানব জাতির মঙ্গলের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। যীশুর মতোই এ পৃথিবীর যে মানব সন্তানরা মানবের কল্যাণে মানুষে মানুষে মৈত্রী, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব ও প্রেমের বাণী প্রচারে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন তাদেরকেই কবি 'ধরণী-মেরীর যীশু' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

গ) কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সাহিত্যকর্মে সব সময় তারুণ্য ও শ্রমজীবী মানুষের জয়গান গেয়েছেন। 'জীবন-বন্দনা' কবিতাতেও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি কবির ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে।
উদ্দীপকে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (স.) এর শ্রমিক ও শ্রমের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কথা ফুটে উঠেছে। নবীজী ভিক্ষার ঝুলির বদলে সকলকে কাজ করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। শ্রমিককে তিনি 'ভাই' সম্বোধন করে যেমন শ্রমিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন, তেমনি শ্রমের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করেছেন। কাজী নজরুল ইসলামও এই সত্যে বিশ্বাসী। তাই কবি বার বার শ্রমিকের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাদের কর্মের সামনে নত শিরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। জীবন-বন্দনা কবিতায় কবি কৃষকের জয়গান গেয়েছেন, যারা এ পৃথিবীকে আমাদের জন্য বাসযোগ্য করে তুলেছেন তাদের স্তুতি করেছেন। বেদে-বেদুঈনদের সাহসী জীবন রীতিকে প্রশংসা করেছেন। যারা মানবের কল্যাণে যুগে যুগে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, যারা বিপ্লব-অভিযান করে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে জাতিকে মুক্ত করেছেন কবি তাদের জয় ঘোষণা করেছেন। নিজেকেও তাদের দলভুক্ত করেছেন। কবির দৃষ্টিতে এরাই প্রকৃত মানুষ। কিন্তু যারা এ শ্রমজীবীদের তুচ্ছ করে, বর্বর বলে গালি দেয় কবি তাদেরকে ধিক্কার দিয়েছেন। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি কবির এই ভালোবাসা নবীজীর চেতনারই বহিঃপ্রকাশ।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ঘ) সাম্যের কবি, তারুণ্যের কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'জীবন-বন্দনা কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের জয়গান গেয়েছেন। 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি কৃষকের বন্দনা করেছেন, কৃষকরা পৃথিবীর কঠিন মাটি কর্ষণ করে ফসল ফলায়। শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করে এ নগর সভ্যতা গড়ে তোলে, আদিম, বর্বর বলে খ্যাত মানুষগুলোই আমাদের জন্য এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলেছেন। যে তরুণরা শত বাধা উপেক্ষা করে নতুন পথের সন্ধানীদের কবি বন্দনা করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন মানব অন্তপ্রাণ। নবীজী ছিলেন শ্রমজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ভিক্ষুকের হাতে ভিক্ষা তুলে না দিয়ে নবীজী কুঠার তুলে দিয়ে শ্রমকে উৎসাহিত করেছেন। কাজী নজরুল ইসলামও তাঁর সাহিত্যকর্মে বার বার শ্রমিকের মর্যাদা দানের কথা বলেছেন। শ্রমিকের গান, ধীবরের গান, কুলি-মজুর, ফরিয়াদ প্রভৃতি কবিতার মতো 'জীবন-বন্দনা' কবিতাতেও কবি এসব শ্রমজীবী মানুষের বন্দনা করেছেন। যারা এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলে নগর ও সভ্যতার পত্তন করেছেন তাদেরকে যেসব তথাকথিত সভ্য শ্রেণির মানুষ অবহেলা করে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বলে গালি দেয় কবি সেসব মুখোশধারী সভ্য মানুষদেরই সংকীর্ণমনের মানুষ হিসেবে আখ্যা দিয়ে শ্রমজীবী মানুষদের মর্যাদা দান করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'জীবন বন্দনা' কবিতায় মূলত শ্রমজীবীদের সম্পর্কে নবীজীর দৃষ্টিভঙ্গিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

সুতরাং বলা যায়, আলোচ্য উক্তিটি 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. কাজী নজরুল ইসলাম ছোটবেলায় কোন গানের দলে যোগ দেন?
ক মেটো খ লিটো
গ লেটো ঘ চেটো

২. কাজী নজরুল ইসলামের সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক বিষের বাঁশি **খ অগ্নিবীণা**
গ ছায়ানট ঘ যৌবনের গান

৩. কবি কাদের জয়গান রচনা করেন?
ক শ্রমজীবীদের খ পুরুষদের
গ মেয়েদের ঘ মাঝিদের

৪. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কি লজ্ঘিতে গেল?
ক হিমালয় খ কাঞ্চনজঙ্ঘা
গ পর্বত ঘ সমুদ্র

৫. 'জীবন-বন্দনা' কবিতার শেষ অপূর্ণ পর্ব কয় মাত্রার?
ক ৪ মাত্রার খ ৩ মাত্রার
গ ২ মাত্রার ঘ ১ মাত্রার

৬. 'বেদে' কারা?
ক ভারতবর্ষের যাযাবর জাতি
খ আরবের যাযাবর জাতি বিশেষ
গ ইরানের যাযাবর জাতি
ঘ আমেরিকার জাতি বিশেষ

৭. 'বেদুঈন' কারা?
ক ভারতবর্ষের যাযাবর জাতি
খ আরবের যাযাবর জাতি বিশেষ
গ ইরানের যাযাবর জাতি
ঘ আমেরিকার জাতি বিশেষ

৮. কাজী নজরুল ইসলাম এর প্রিয় ছন্দ কোনটি?
ক ৮ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে
খ ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে
গ ৬ মাত্রার স্বরবৃত্ত ছন্দে
ঘ ৫ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে

৯. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি 'উদ্ধত শির' বলতে কাদের বুঝিয়েছেন?
ক দুরন্তদের **খ দুর্বিনীতদের**
গ অসংযমীদের ঘ স্বার্থপরদের

১০. শ্রম-কিণাঙ্ক কঠিন' কাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে?
ক কামারদের খ কুমারদের
গ জেলেদের **ঘ কৃষকদের**

১১. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় উল্লিখিত অসীমাকাশ কী?
ক শূন্যলোক খ স্বর্গলোক
গ মহাপৃথিবী ঘ আদিম সভ্যতা

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

জীবন-বন্দনা

১২. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় বনের বাঘ, ময়ুর, সিংহ সহযোগে কারা বসবাস করে?
(ক) বর্বররা (খ) সভ্যরা
(গ) চণ্ডালরা (ঘ) পরাধীনরা

১৩. 'কুসুমিতা' শব্দটি 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) আকাশ (খ) পাতাল
(গ) পৃথিবী (ঘ) শূন্যলোক

১৪. 'ভীম রণভূম' বলতে কাজী নজরুল ইসলাম কী বুঝিয়েছেন?
(ক) ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্র (খ) ভয়ঙ্কর নগরী
(গ) ভয়ঙ্কর মাঠ (ঘ) ভয়ঙ্কর পৃথিবী

১৫. কাজী নজরুল ইসলাম নিজেকে 'মরু কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন কেন?
(ক) কবির যৌবন স্তিমিত হয় বলে
(খ) কবি যৌবনের পূজারি বলে
(গ) কবি সাহসী বলে
(ঘ) কবি ক্লান্ত বলে

১৬. কাজী নজরুল ইসলাম তারুণ্য শক্তির জয়গান গেয়েছেন কেন?
(ক) শক্তিমত্তার জন্য
(খ) অসীম সাহস ও বিপুল প্রাণশক্তির জন্য
(গ) বিলাসিতার জন্য
(ঘ) মুক্তমনের জন্য

১৭. কাজী নজরুল ইসলাম কবিতাটিকে কোন অর্থে সার্থক করেছেন?
(ক) মানুষের কর্মকে শ্রদ্ধা করে
(খ) মানুষকে শ্রদ্ধা করে
(গ) পৃথিবীর সভ্যতা আনয়নকারীদের প্রশংসা করে
(ঘ) মানুষকে মনে রেখে

১৮. 'নব-প্রেম-গান' 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) উদ্বোধনী গান **(খ) আগমনী গান**
(গ) ভালোবাসার গান (ঘ) ভুলে থাকার গান

১৯. 'জীবন-বন্দনা' কবিতার সাথে নিচের কোন কবিতাটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়?
(ক) আমার পূর্ব বাংলা (খ) যৌবনের গান
(গ) আঠারো বছর বয়স (ঘ) পাঞ্জেরি

২০. 'মহাবিশ্বে পৃথিবী প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে'। এটি কার তত্ত্বমতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?
(ক) নিউটন (খ) জিওদার্নো ব্রুনো
(গ) কোপার্নিকাস (ঘ) স্টিফেন হকিন্স

২১. কবিতার ছন্দ নির্ণয়ে মাত্রা গণনার ক্ষেত্রে কোনটির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়?
(ক) কবিতার অলঙ্কার (খ) কবিতার পঙক্তি
(গ) কবিতার শব্দ **(ঘ) কবিতার শব্দের অক্ষর**

২২. 'কূপ-মণ্ডুক' কোন সমাসের উদাহরণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য?
(ক) তৎপুরুষ (খ) দ্বন্দ্ব
(গ) কর্মধারয় (ঘ) দ্বিগু

২৩. 'সিন্ধুনীর' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত বলে তুমি মনে কর?
(ক) সমাসযোগে (খ) প্রত্যয়যোগে
(গ) উপসর্গযোগে (ঘ) সন্ধিযোগে

২৪. জীবন-বন্দনা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(ক) জীবনের বন্দনা **(খ) শ্রমজীবীদের প্রশংসা**
(গ) শোষকদের প্রার্থনা (ঘ) শোষিতের বঞ্চনা

২৫. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবির কোন দৃষ্টিকোণ প্রকাশিত হয়েছে?
(ক) সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ
(খ) মেহনতি মানুষের প্রতি ভালোবাসা
(গ) শ্রমজীবীদের প্রশংসা
(ঘ) সভ্যতার প্রতি কঠোরতা

২৬. কাজী নজরুল ইসলাম কোন অর্থে কবিতাটি সার্থক করেছেন?
(ক) মানুষের কর্মকে শ্রদ্ধা করে
(খ) মানুষকে শ্রদ্ধা করে
(গ) পৃথিবীতে সভ্যতা আনয়নকারীদেরকে প্রশংসা করে
(ঘ) মানুষকে মনে রেখে

২৭. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় উল্লিখিত যৌবন বেগ থামে না কেন?
(ক) নতুন পৃথিবী বিনির্মাণে (খ) সুন্দর করার আশায়
(গ) হিমালয় জয় করতে (ঘ) সিন্ধুর পানি শুষে নিতে

২৮. 'জীবন-বন্দনা' কবিতা কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তগর্ত?
(ক) বিষের বাঁশি (খ) সিন্ধু হিন্দোল
(গ) সন্ধ্যা (ঘ) ছায়ানট

২৯. ত্রস্তা ধরণী কাকে নজরানা দেয়?
(ক) শোষিতকে (খ) ভূমিদস্যুকে
(গ) কৃষককে (ঘ) যুবককে

৩০. কাদের শাসনে এ ধরণী সুন্দর হলো?
(ক) কৃষিজীবীর শাসনে **(খ) শ্রমজীবীর শাসনে**
(গ) মানুষের শাসনে (ঘ) জমিদারের শাসনে

৩১. 'লয়ে' এর শিষ্ট চলিত রূপ কোনটি?
(ক) নিয়ে (খ) লয়ে
(গ) নিন্নে (ঘ) নিয়েছেন

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৩২. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় ধরণী কিসের মতো ঘুরছে?
ক উল্কার মতো খ বলের মতো
গ চাকার মতো ঘ কলের মতো

৩৩. কাজী নজরুল ইসলাম নিজেকে কোন ধরনের কবি বলে অভিহিত করেছেন?
ক ভীম কবি খ মরুকবি
গ বিদ্রোহী কবি ঘ সাধারণ কবি

৩৪. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় শেষ অপূর্ণ পর্ব কয় মাত্রার?
ক ৪ মাত্রার খ ৩ মাত্রার
গ ২ মাত্রার ঘ ১ মাত্রার

৩৫. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি উদ্ধত শির বলতে কাদের বুঝিয়েছেন?
ক দুরন্তদের খ দুর্বিনীতদের
গ অসংযমীদের ঘ স্বার্থপরদের

৩৬. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় নবীন জগৎ সন্ধানে বলতে কাজী নজরুল ইসলাম কী বুঝিয়েছেন?
ক নতুন পৃথিবী খ কুসংস্কারমুক্ত পৃথিবী
গ জরাগ্রস্ত পৃথিবী ঘ অন্ধকার নিমজ্জিত পৃথিবী

৩৭. কারা যীশু খ্রিষ্টকে নিয়ে প্রথমে বন্দনাগীতি করে?
ক বর্বররা খ যাযাবররা
গ যুবকেরা ঘ শ্রমজীবীরা

৩৮. 'নব প্রেম গান' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক উদ্বোধনী গান খ আগমনী গান
গ ভালোবাসার গান ঘ ভুলে থাকার গান

৩৯. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় যুগে যুগে মানুষ বিপ্লব অভিযান করে কেন?
ক স্বাধীন হওয়ার জন্য
খ অধিকার আদায়ের জন্য
গ মনের শান্তির জন্য
ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য

৪০. কাজী নজরুল ইসলাম এর লেখার উপজীব্য বিষয় কী?
ক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা
খ দরিদ্রদের নিয়ে লেখা
গ সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
ঘ বৈষম্যহীন লেখা

৪১. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কাদের জয়গান গীত হয়েছে?
ক শোষকদের খ শোষিতদের
গ শ্রমজীবীদের ঘ রাজাবাদশাদের

৪২. কারা সাধ করে গরল পেয়ালা মুখে তুলে নেয়?
ক যারা ভীতু খ যারা অসংযমী
গ যারা বীরপুরুষ ঘ যারা অকৃতজ্ঞ

৪৩. জীবন-বন্দনা কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
ক বিষের বাঁশি খ সিন্ধু হিন্দোল
গ সন্ধ্যা ঘ ছায়ানট

৪৪. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কারা হিমালয় লঙ্ঘন করতে গেল?
ক যাযাবর রূপী তরুণ খ যাযাবরেরা
গ শক্তিশালী পীরেরা ঘ নব অভিযাত্রিকরা

৪৫. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় যারা নতুন সমাজ গঠনের জন্যে সংগ্রাম করে কবি তাদের কেমন ভাবে গ্রহণ করেছেন?
ক সম্মানের সঙ্গে খ আপত্তিজনক দৃষ্টিতে
গ ভারচোখে ঘ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে

৪৬. 'জীবন-বন্দনা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে খ মুক্তক ছন্দে
গ স্বরবৃত্ত ছন্দে ঘ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে

৪৭. যীশুখ্রিস্ট কে?
ক মা মেরীর পুত্র খ মা ফাতেমার পুত্র
গ মা আমেনার ভাতিজা ঘ পৃথিবীর পুত্র

৪৮. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় 'উদ্ধত শির' বলতে কাদের বুঝিয়েছেন?
ক দুরন্তদের খ দুর্বিনীতদের
গ অসংযমীদের ঘ স্বার্থপরদের

৪৯. 'অসংযমী' বলে কাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে?
ক উচ্ছৃঙ্খলকে খ বাঁধন হারাকে
গ বীরকে ঘ কাপুরুষকে

৫০. 'ফরমান' শব্দের অর্থ কী?
ক খবর খ আদেশ
গ উপদেশ ঘ নির্দেশ

৫১. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কোন মাসে নদী বাধা মানে না?
ক চৈত্রে খ বৈশাখে
গ হেমন্তে ঘ আষাঢ়ে

৫২. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল-জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা' বলতে কোন সময়কে বোঝানো হয়েছে?
ক আধুনিক সময় খ অসভ্য সময়
গ সুন্দর সময় ঘ কৃষি সভ্যতার সময়

৫৩. যাযাবর শিশুরা কেমন বেগে যীশুকে দেখতে আসে?
ক ধীরে ধীরে খ দ্রুত বেগে
গ দুর্জয়-বেগে ঘ বিশ্রাম নিয়ে

৫৪. কারা সাধ করে গরল পিয়ালা মুখে তুলে নেয়?
ক ভীতু খ যারা অসংযমী
গ বীরপুরুষ ঘ যারা অকৃতজ্ঞ

www.facebook.com/tanbir.ebooks

৫৫. 'জীবন-বন্দনা' কবিতার রচয়িতা কে?
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ আব্দুল কাদির
গ সুফিয়া কামাল ঘ আহসান হাবীব

৫৬. কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন?
ক ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে খ ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে
গ ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ঘ ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে

৫৭. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি কোন বাণী উচ্চারণ করেছেন?
ক সমকালীন যন্ত্রণার বাণী
খ সমকালীন মানবমুক্তির বাণী
গ সভ্যতার জয়পতাকার বাণী
ঘ বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানব মুক্তির বাণী

৫৮. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি কোন শক্তির উল্লেখ করেছেন?
ক শ্রমজীবীর শক্তি খ তারুণ্যের শক্তি
গ অসংযমীর শক্তি ঘ যীশুর শক্তি

৫৯. 'জীবন-বন্দনা' 'ত্রস্তা ধরণী' কৃষককে কী নজরানা দেয়?
ক জালি খ অসহায়ত্ব
গ ফুল-ফল ঘ জ্বরা

৬০. 'জীবন বন্দনা' কবিতায় উল্লিখিত 'যাযাবর' কারা?
ক যাদের নির্দিষ্ট স্থান আছে
খ যাদের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নেই
গ যারা পরনির্ভরশীল
ঘ যাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই

৬১. 'অমরাবতী' অর্থ কী?
ক বিশ্রামের স্থান খ ভালো জায়গা
গ স্বর্গ ঘ দোযখ

৬২. 'বেদুঈন' কোথাকার যাযাবর জাতি?
ক ভারতের খ আরবের
গ ইউরোপের ঘ শ্রীলঙ্কার

৬৩. 'জীবন-বন্দনা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে খ স্বরবৃত্ত ছন্দে
গ মুক্তক ছন্দে ঘ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে

৬৪. কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
ক ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে খ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে
গ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ঘ ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে

৬৫. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন কাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে?
ক কামারদের খ কুমারদের
গ জেলেদের ঘ কৃষকদের

৬৬. যৌবন বেগ থামে না কেন?
ক নতুন পৃথিবী বিনির্মাণে খ সুন্দর করার আশায়
গ হিমালয় জয় করতে ঘ সিন্ধুর পানি শুষে নিতে

৬৭. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় বিপ্লবীরা ইচ্ছা করে বুকে বর্শা হানে কেন?
ক দেশের স্বার্থে আপন স্বার্থ বিপন্ন করাতে
খ নিজের শাস্তিস্বরূপ
গ আত্মসুখ পরিতৃপ্তির জন্যে
ঘ পরোপকারের জন্য

৬৮. কাজী নজরুল ইসলাম 'জীবন-বন্দনা' কবিতাটিকে কোন অর্থে সার্থক করেছেন?
ক মানুষের কর্মকে শ্রদ্ধা করা
খ মানুষকে শ্রদ্ধা করে
গ সভ্যতা আনয়নকারীদের প্রশংসা করে
ঘ মানুষকে মনে রেখে

৬৯. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় 'নব-প্রেম-গান' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক উদ্বোধনী গান খ আগমনী গান
গ ভালোবাসার গান ঘ ভুলে থাকার গান

৭০. 'জীবন-বন্দনা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক জীবনের বন্দনা খ শোষকদের প্রার্থনা
গ শ্রমজীবীদের প্রশংসা ঘ শোষিতের বঞ্চনা

৭১. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি কেন শ্রমজীবীদের জীবনকে বন্দনা করেছেন?
i) শ্রমজীবীরা পৃথিবীকে সুন্দর করেছে
ii) শ্রমজীবীরা পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছে
iii) শ্রমজীবীরা পৃথিবীকে কলুষিত করেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

৭২. কোনটি 'জীবন-বন্দনা' কবিতার প্রধান বিষয়?
i) জীবন-আবেগ রুধিতে না পারি যারা উদ্ধত শির
ii) যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব অভিযান
iii) আমি মরু কবি গাহি সেই বেদে বেদুঈনদের গান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i, ii ও iii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ iii

৭৩. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কারা জীবনের আতিশয্যে দারুণ উগ্র?
i) স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণকারী
ii) স্বাধীনতাকামী
iii) যীশুর বন্দনাকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৭৪. নদীকে 'আষাঢ়ের গিরি নিঃস্রাব' বলা হয় কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে-
i) গিরির পানিতে নদীর জন্ম
ii) গিরি ও নদী অভিন্ন
iii) গিরির বহমানতা রূপই নদী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

৭৫. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবির সবকিছু অতিক্রম করার মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়?
i) এল দুর্জয় গতি বেগ সম যারা যাযাবর শিশু
ii) লজ্জিতে গেল হিমালয়, গেল শুষিতে সিন্ধুনীর
iii) তবুও থামে না যৌবন বেগ জীবনের উল্লাসে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৭৬. 'জীবন-বন্দনা' কবিতাটিতে কোন ধরনের অলংকার বিদ্যমান-
i) অন্ত্যমিল ii) বৃত্তানুপ্রাস
iii) অনুপ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৭৭. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি কেন শ্রমজীবীদের বন্দনা করেছেন?
i) শ্রমজীবীরা পৃথিবীকে সুন্দর করেছে
ii) শ্রমজীবীরা পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছে
iii) শ্রমজীবীরা পৃথিবীকে কলুষিত করেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii ও i

৭৮. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় যীশু খ্রিস্টের বিষয় অবতারণা করা হয়েছে-
i) শিশুর আবহ বোঝাতে
ii) মানবতার আবহ বোঝাতে
iii) সাম্যবাদী ভাব বোঝাতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

৭৯. 'বর্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা'-'জীবন-বন্দনা' কবিতায় 'ক্ষুদ্রমনা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
i) সংকীর্ণ চিত্ত ii) স্বার্থপর
iii) অসংযমী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৮০. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় ত্রস্তা ধরণী কৃষকদের নজরানা দেয়- এটা কীভাবে বোঝা যায়?
i) ফসল ফলানোর মাধ্যমে ii) সভ্যতা গড়ে দিয়ে
iii) আলো-বাতাস দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ঘ ii

৮১. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় 'জীবনের পসরা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
i) জীবনের মূল্য
ii) জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি
iii) জীবনের সারকথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৮২. জীবন-বন্দনা কবিতায় নদীকে আষাঢ়ের গিরি নিঃস্রাব বলা হয় কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে?
i) গিরির পানিকে নদীর জন্ম
ii) গিরি ও নদী বিরাট বড়
iii) গিরির বহমান রূপই নদী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৩ ও ৮৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জীবন-বন্দনা কবিতায় কবি মানুষের মুক্তি সংগ্রামে আগুয়ান শক্তির জয়গান গেয়েছেন। যারা মানব মুক্তির পথে কোনো বাধা মানে না। নির্দ্বিধায় আত্মাহুতি দেয় বিপ্লবী সংগ্রামে।

৮৩. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় মানব মুক্তি প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে?
i) যীশুর আবির্ভাবে
ii) শ্রমজীবীর বন্দনায়
iii) অমরাবতীর মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও iii ঘ iii

৮৪. উদ্দীপকে কবিতার কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে?
i) উল্কার মতো ঘুরিছে ধরণী শূন্যে অমিত বেগে
ii) তবুও থামে না যৌবন বেগ জীবনের উল্লাসে
iii) যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব অভিযান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও iii ঘ ii ও iii

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

জীবন-বন্দনা

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৫, ৮৬ ও ৮৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি মানবমুক্তির সংগ্রামে আগুয়ান শক্তির জয়গান গেয়েছেন, যারা মানবমুক্তির পথে কোনো বাধা মানে না। নির্দ্বিধায় আত্মাহুতি দেয় বিপ্লবী সংগ্রামে।

৮৫. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় ব্যবহৃত 'বর্শা হানিল বুকে' উদ্দীপকে কোন শব্দ প্রয়োগে বোঝা যায়?

i) মানব মুক্তি
ii) বিপ্লবী সংগ্রাম
iii) আত্মাহুতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ⓚ ii ⓖ i ও iii ● ঘ iii

৮৬. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় 'মানব মুক্তি' প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে?

i) যীশুর আবির্ভাবে
ii) শ্রমজীবীর বন্দনায়
iii) অমরাবতীর মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

● ক i Ⓚ ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii

৮৭. উদ্দীপকটি 'জীবন-বন্দনা' কবিতার কোন বক্তব্য প্রকাশ করছে?

i) সারাংশ
ii) সারমর্ম
iii) সূচনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ⓚ i ও ii ⓖ ii ও iii ● ঘ ii

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

বাংলাদেশ
অমিয় চক্রবর্তী

◘ কবি পরিচিতি
রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম আধুনিক কবি অমিয় চক্রবর্তী এক সময় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত সচিব। তিনি লেখাপড়া

করেছেন অক্সফোর্ডে। তিন দশক কাটিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে থাকার পরও কবি অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলার কোনো ছায়া পড়েনি। তিনি স্বকীয়তায় ভাস্বর ছিলেন বলেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'খসড়া' ছিল রবীন্দ্রপ্রভাব বর্জিত আধুনিকতার এক অনন্য সৃষ্টি। তার 'পারাপার' ও 'পালাবদল' কাব্যের পটভূমি চার মহাদেশ পরিব্যাপ্ত। কবি অমিয় চক্রবর্তী এদিক থেকে এক বিশ্ব নাগরিক মননের অধিকারী।

জন্ম : ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের হুগলির শ্রীরামপুরে।

মৃত্যু : ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে।

◘ রচনাবলি
একমুঠো, মাটির দেয়াল, অভিজ্ঞানবসন্ত, পারাপার, পালাবদল, পুষ্পিত ইমেজ, অমরাবতী, ঘরে ফেরার দিন, অনিঃশেষ।

◘ উৎস ও পরিচিতি
অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতাটি তার 'অনিঃশেষ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। দীর্ঘ কবিতাটির কেবল প্রথমাংশ এখানে সংকলিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কবিতাটি রচিত। বাংলা ভাষার হাজার বছরের মাধুরী, রূপালি নদী বিধৌত বাংলাদেশের প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যস্নিগ্ধ অজস্র পল্লী এবং কোরান-পুরাণ-পালাপার্বণের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নানা ঐতিহ্যময় জনজীবনে ১৯৭১ সালে যে নারকীয় বিভীষিকা সৃষ্টি করা হয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণে, তারই ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কবিতার এ ক্যানভাসে। অগ্নিসংযোগ, হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন, নির্যাতনে তারা ছারখার করেছে গ্রাম বাংলা। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্বাস্তু জীবন, মৃত্যুর আর্তনাদ, নির্যাতনের যন্ত্রণা সত্ত্বেও বাঙালিকে দমাতে পারেনি তারা, পারেনি তার অভিন্ন সত্তাকে বিভক্ত করতে। বরং ধ্বংস, মৃত্যু আর আর্তনাদের ভেতর দিয়ে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল অনন্ত অক্ষত মূর্তি।

ছন্দ : ১৮ মাত্রার প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতি চরণে দুটি পর্ব – ৮ + ১০।

◘ শব্দার্থ ও টীকা
কল্যাণী : মঙ্গলময়ী, শুভদায়িনী।
ধারাবাহী : অবিচ্ছিন্ন।
পুণ্যাহ : কর্ম অনুষ্ঠানের শুভ বা পবিত্র দিন।
স্বর্ণশ্যাম : সোনালি-শ্যামল।
সান্ত্রী : প্রহরী, রক্ষী।
হন্তারক : হত্যাকারী।
হা-ঘরে : গৃহহীন, উদ্বাস্তু।
অধম রাষ্ট্র : কৃত্রিম রাষ্ট্র। এখানে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ও নির্যাতনমূলক এবং গণবিরোধী ভূমিকার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।
মরু-পশু মারীর অন্ধতা ঝড়ে হানে : পাকিস্তানের মরু অঞ্চল থেকে আগত পশুসৈন্যরা অজস্র মৃত্যুর ধ্বংসলীলা সৃষ্টির জন্য প্রচণ্ড আঘাত হানে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

বাংলাদেশ

▣ বানান সতর্কতা

কল্যাণী, অন্তর্লীন, প্রাত্যহিক, পুণ্যাহ, পুরাণ, যন্ত্রণা, আত্মীয়, মাধুরী, তীর, বাণী, পল্লী, সঙ্গী, স্বর্ণশ্যাম, সান্ত্রী, মারী, প্রাচীন, পরাশ্রয়ী, পরজীবী, পণ্য, স্তূপ, যমদূত, ধ্বংস, মূর্তি, সীমান্ত, গৃহস্থালি।

▣ ভাষা অনুশীলন

১. বিসর্গযুক্ত ই বা উ ধ্বনির পর 'গ' বা 'দ' থাকলে সন্ধিঘটিত শব্দে বিসর্গ রেফ হয়ে যায়। যেমন:

দুঃ + গত = দুর্গত
দুঃ + ঘটনা = দুর্ঘটনা
চতুঃ + গুণ = চতুর্গুণ
নিঃ + গত = নির্গত
নিঃ + দেশ = নির্দেশ
চতুঃ + দিক = চতুর্দিক

২. 'বাংলাদেশ' কবিতায় ব্যবহৃত 'ধারাবাহী' ও 'পরজীবী' শব্দ দুটি 'বাহী' ও 'জীবী' পরপদ যোগে গঠিত। এ ধরনের ঈ-কারান্ত পরপদ থাকলে শব্দের বানানে স্বভাবতই শেষে ঈ-কার হয়। যেমন:

বাহী : ঐতিহ্যবাহী, নির্বাহী, পরিবাহী, ভারবাহী, প্রবাহী, রক্তবাহী।
জীবী : ক্ষণজীবী, দীর্ঘজীবী, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী ।

❒ নমুনা প্রশ্নাবলি ❒

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বাংলাদেশ' কবিতায় অস্ত্র হাতে কারা নামে?
ক. কোটি মানুষ
খ. সান্ত্রী কাপুরুষ
গ. হিন্দু মুসলমান
ঘ. হত্যা ব্যবসায়ী

২. 'বুনোদল' কারা?
ক. পাকিস্তানি সৈন্য
খ. হিংস্র বন্য পশু
গ. বর্বর মারাঠা
ঘ. বেনিয়া ইংরেজ

৩. 'পালা পার্বণে ঢাকে ঢোলে আউল বাউল নাচে'– চরণের মধ্যে বাংলাদেশের কোন রূপ প্রতিফলিত হয়েছে?
ক. অসাম্প্রদায়িক
খ. সাংস্কৃতিক
গ. প্রাকৃতিক
ঘ. আঞ্চলিক

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

গ্রামের নাম রতনপুর। প্রকৃতি এখানে অকৃপণ। এখানে মুসলমান হিন্দু খ্রিস্টানদের বাস। এরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। তারা যেন একই সূত্রে গাঁথা।

৪. অনুচ্ছেদের সাথে 'বাংলাদেশ' কবিতার কোন চরণের মিল আছে?
ক. বাণী শোনো প্রাত্যহিক-বহুমিশ্র প্রাণের সংসারে
খ. মাঠে ঘাটে-শ্রমসঙ্গী নানাজাতি নানা ধর্মের বসতি
গ. কোটি মানুষের সমবায়ী সভ্যতার ভাষা
ঘ. ঘেরে আর্ত গৃহস্থালি, চতুর্গুণ হিন্দু মুসলমান

৫. উল্লিখিত চরণ এবং অনুচ্ছেদে বাঙালির যে রূপটি প্রকাশ পেয়েছে তা হল–
i. সম্প্রীতি
ii. অসাম্প্রদায়িকতা
iii. শ্রম বৈচিত্র্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. খালের পাড় দিয়ে হাঁটছিল দীনু। ঠিক তখনি মিলিটারিদের মধ্যে একজন তার নিশানা ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য খালের ওপার থেকে দীনুকে তাক করে। আস্তে-ধীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দীনু। চোখ দুটো ভীষণ টানছিল তার। তখুনি দৃশ্যটা দেখতে পায় ও। তার বুকের রক্তে তৈরি হয়েছে বিশাল লম্বা এক খাল। সেই খাল বেয়ে ফিরে আসছে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা। প্রতিটি নৌকা থেকে ভেসে আসছে উল্লাসের শব্দ। দেখে দীনুর যে কী খুশি। তাহলে এই কি স্বাধীনতা! দীনুর ঠোঁটে বাংলাদেশের মানচিত্রের মতো এক টুকরো হাসি ফুটেছিল। কেউ তা দেখেনি।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ক. 'বাংলাদেশ' কবিতায় প্রতি চরণে কয়টি পর্ব?
খ. 'বহু মিশ্র প্রাণের সংসারে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. দীনুর স্বপ্নে 'বাংলাদেশ' কবিতার কোন পঙ্‌ক্তির ভাবার্থ ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ কবিতার বিষয়বস্তুর পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে'– মন্তব্যটি যুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ কর।

২. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর অন্ধকারে জেগে ওঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি–
****
বাংলার নগর বন্দর গঞ্জ বাষট্টি হাজার গ্রাম
ধ্বংস স্তূপের থেকে সাত কোটি ফুল
হয়ে ফোটে।

ক. 'বাংলাদেশ' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
খ. 'অভিন্ন আপন সত্তা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. অনুচ্ছেদে প্রথম স্তবকের সাথে 'বাংলাদেশ' কবিতার প্রথম স্তবকের কোন বিষয়ে মিল আছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অনুচ্ছেদটি 'বাংলাদেশ' কবিতার অনেকটাই প্রতিফলন – এ বক্তব্যটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর
সহস্র প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত
বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

ক. জন্মমৃত্যুর বন্ধনে অভিন্ন আপন সত্তার কথা কারা জানে?
খ. 'বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাগে' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি 'বাংলাদেশ' কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরিণতি আলোচনা কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) জন্মমৃত্যুর বন্ধনে অভিন্ন আপন সত্তার কথা জানে বাংলার বাঙালিরা।

খ) লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্বাস্তু জীবন, মৃত্যুর আর্তনাদ ও নির্যাতনের যন্ত্রণা সত্ত্বেও পাক হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতিকে দমাতে পারেনি; বিভক্ত করতে পারেনি তার অভিন্ন জাতিসত্তাকে। তাদের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও হামলার পরও অসংখ্য মৃত্যু ও আর্তনাদের ভেতর দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নেয় আরও একটি নতুন রাষ্ট্র–যার নাম বাংলাদেশ। 'বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাগে'– কথাটি দিয়ে মূলত পাক শাসকগোষ্ঠী ও হানাদার বাহিনীর সমস্ত ষড়যন্ত্র ও হিংস্রতা মোকাবেলা করে বিশ্বমানচিত্রে জন্ম নেয়া এ দেশটির দীর্ঘস্থায়িত্ব ও অনন্যতার বিষয়টিই প্রকাশ করা হয়েছে।

গ) উদ্দীপকের চিত্রটি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার। একটি দেশের স্বাধীনতার প্রতীক সে দেশের জাতীয় পতাকা। বাংলাদেশ দীর্ঘদিন পাকিস্তানের অধীনে ছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা বাংলাদেশের মানুষ চেয়েছে দেশকে স্বাধীন করতে এবং নিজস্ব

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

পতাকা তৈরি করতে। অতঃপর একদিন সময় আসে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার। বাংলার ঘরে ঘরে জেগে ওঠে স্বাধীনতার গান, মুক্তির লক্ষ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানি শাসক-গোষ্ঠীর বিষদাঁত ভেঙে চূর্ণ করে দেয় তারা। পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ সব কিছু পেরিয়ে সহস্র প্রাণের বিনিময়ে বাঙালি অর্জন করে লাল-সবুজের এক স্বাধীন পতাকা। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ পরিচিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম এক রাষ্ট্র হিসেবে। বাংলার সবুজ মাটিতে লাল রক্তের মতো সূর্য আঁকা এই পতাকা দেশের মুক্তিযুদ্ধ আর রক্তদানের ইতিহাসকেই মূর্ত করে তোলে।

অমিয় চক্রবর্তী রচিত 'বাংলাদেশ' কবিতাটিও আবহমান বাংলার চিরকালীন সৌন্দর্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনুপম প্রতিচিত্র। এ কবিতায় হাজার বছরের পুরানো সংস্কৃতির কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মের কথাও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কবির দৃষ্টিতে লাল-সবুজ রঙের পতাকাধারী স্বাধীন-সার্বভৌম এ রাষ্ট্র এক অনন্ত অক্ষত মূর্তি; যা কখনোই ধ্বংস বা নিঃশেষ হবে না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রটি অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতাকেই মূর্ত করে তুলছে।

ঘ) রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন অমিয় চক্রবর্তী। অমিয় চক্রবর্তী রচিত 'বাংলাদেশ' কবিতা একটি অসাধারণ কবিতা। এ কবিতায় আবহমানকালের বাংলাদেশের নানা বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি স্বাধীনতা যুদ্ধের এক বর্ণাঢ্য বিবরণ পাওয়া যায়।

চারটি স্তবকে রচিত 'বাংলাদেশ' কবিতার প্রথম স্তবকে আবহমান বাংলার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংস্কৃতির নানা বর্ণনা ফুটে উঠেছে। পরের স্তবকে এদেশে হঠাৎ দূরের উল্লুক রূপী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রবেশ ঘটে। বাংলাকে জয় করার জন্য তারা আশ্রয় নেয় নির্মম পাশবিকতার। ক্ষমতা দখলের লোভে অন্ধ হানাদার বাহিনী অসংখ্য গ্রাম, নগর ও শহরে অগ্নিসংযোগ করে, নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে, লুণ্ঠন করে ছিনিয়ে নেয় ফসল। তবু বাঙালি হতাশ না হয়ে দ্বিগুণভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে, লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়। কবি পাকিস্তানিদের কখনো মরুপশু বলেছেন, কখনো সান্ত্রী কাপুরুষ নাম দিয়েছেন, আবার কখনোবা বলেছেন দূরের উল্লুক। পাকিস্তানিরা এ দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভেঙে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা বোঝেনি যে, এ নারকীয় পাশবিকতার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে এ জন্মেই তারা জাহান্নামের বাসিন্দা হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। অভিন্ন আপন সত্তার বাঙালির ভ্রাতৃত্ববোধের কাছে তাদরে সব ষড়যন্ত্র-হিংস্রতা এক সময় ম্লান হয়ে যাবে। অবশেষে তাই হয়েছে– যা তারা ভাবেনি। এ দেশের লক্ষ দামাল ছেলে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর তাদের পরাজিত করে বিজয় পতাকা ছিনিয়ে আনে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতীক লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা অর্জন করে বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে একটি অনন্ত, অক্ষত মূর্তিতে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

২. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও:

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না
দুঃসহ বেদনার কণ্টকপথ বেয়ে
শোষণের নাগপাশ ছিঁড়লে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না।
যুগের নিষ্ঠুর বন্ধন হতে
মুক্তির এ বারতা আনলে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না।।

ক. অস্ত্র হাতে কারা নামে?

খ. 'অভিন্ন আপন সত্তা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলাদেশ' কবিতার সাদৃশ্য নিরূপণ কর।

ঘ. 'বাংলাদেশ' কবিতার আলোকে উদ্দীপকটি বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) অস্ত্র হাতে নামে সান্ত্রী কাপুরুষ।

খ) 'অভিন্ন আপন সত্তা' বলতে একই ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ বাঙালি জাতিসত্তাকে বোঝানো হয়েছে। ১৯৭১ সালে পাক শাসকগোষ্ঠী এ দেশের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন টেনে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াতে চেয়েছিলো। কিন্তু হাজার বছরের প্রাচীন সংহতি ভেঙে বাঙালি জাতি তাদের সে ফাঁদে পা দেয়নি। বরং তারা তাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ইস্পাতকঠিন ঐক্য দিয়ে তাদের সে অপচেষ্টা রুখে দিয়েছিলো। কবি অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতায় 'অভিন্ন আপনসত্তা' দিয়ে মূলত এ কথাটিই বোঝানো হয়েছে।

গ) কবি অমিয় চক্রবর্তী তাঁর 'বাংলাদেশ' কবিতায় পাকবাহিনীর নিষ্ঠুর বর্বরতার পাশাপাশি তাদের সৃষ্ট হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের এক নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন।

১৯৭১ সালে পাকহানাদার বাহিনী এ দেশের নিরীহ মানুষের উপর অতর্কিত আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, লুণ্ঠন ও নির্যাতন চালিয়েও তাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে এদেশের দামাল ছেলেরা অর্জন করেছে তাদের প্রিয় স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবন দিয়েছে। তারা তাদের জীবনের বিনিময়ে এ দেশের মানুষকে দীর্ঘ শোষণের নাগপাশ থেকে বের করে এনেছে। পরাধীনতার নিষ্ঠুর বন্ধন থেকে স্বদেশ ও স্বজাতিকে মুক্ত করেছে। উদ্দীপকে তাদের এ অর্জন ও আত্মত্যাগের কথাই বর্ণিত হয়েছে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে এ দেশকে যারা যুগ-যুগান্তরের নিষ্ঠুর পরাধীনতার বন্ধন ও শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করেছে উদ্দীপকে তাদের কথাই বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাদের অবদানের কথা স্বীকার করে চিরদিন তাদের স্মরণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। কবি তাঁর 'বাংলাদেশ' কবিতায় জন্ম মৃত্যুর বন্ধনে অভিন্ন আপন সত্তা কথাটির মাধ্যমেও এসব আত্মত্যাগী মানুষদের কথা ব্যক্ত করেছেন। 'বাংলাদেশ' কবিতায় সমবায়ী সভ্যতার ভাষা সৃষ্টিকারী যে মানুষগুলো নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের একটি অনন্ত অক্ষত মূর্তিকে জাগ্রত করেছেন বলে কবি উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য উদ্দীপকে তাদের প্রতিই জাতির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিক থেকে, উদ্দীপকের সঙ্গে বাংলাদেশ কবিতার যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ) রবীন্দ্রত্তোর আধুনিক কবি অমিয় চক্রবর্তী। 'বাংলাদেশ' তাঁর একটি অনন্য-সাধারণ কবিতা। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এ কবিতাটি রচিত।

হত্যা, নির্যাতন, লুটপাট আর ধ্বংসযজ্ঞের ভেতর দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে যে বাংলাদেশ নামের একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে 'বাংলাদেশ' কবিতায় মূলত তাই প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত যে স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতার পেছনে যেসব বীর শহীদরা প্রাণ দিয়েছেন তাদের অবদান ও অমরত্বের কথা। তারা তাদের আত্মত্যাগ ও মহান অবদানের জন্য বাঙালির জাতীয় জীবনে অবশ্যই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতনের কথা 'বাংলাদেশ' কবিতায়ও বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের লক্ষ প্রাণের যে সংহতি তা তারা ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল; কিন্তু পারেনি। তাদের সৃষ্ট ধ্বংস, মৃত্যু আর রক্ত– এসব কিছু ছাপিয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। উদ্দীপকে উল্লিখিত গানের অংশবিশেষেও এটা প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ বীর বাঙালির দৃঢ় প্রত্যয় আর মহান আত্মত্যাগেই জন্ম নিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। ধ্বংস ও মৃত্যুর আর্তনাদের ভেতর থেকেই ওঠে এসেছে এই বাংলাদেশের অনন্ত অক্ষত মূর্তি।তাই এই মূর্তি যতোদিন থাকবে বাংলা বাঙালিরা ততোদিনই তাদের সেই বীর সন্তানদের মহান আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করবে। তাদের কখনো ভুলবে না। কেননা, তারাই হবে এ দেশ ও জাতির আগামীদিনের পথের দিশারী। তাদের আলোতেই পথ চলবে এ দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ
তুমি ফিরে এসেছ তোমার দোতারার টানটান তারের ভেতরে
যার প্রতিটি টঙ্কার এখন ইতিহাসকে ধ্বনিত করছে;
তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ,
তুমি ফিরে এসেছ তোমার লাল সূর্য আঁকা পতাকার ভেতরে
যার আলোয় এখন রঞ্জিত হয়ে উঠছে সাহসী বদ্বীপ;

ক. লক্ষ লক্ষ হা-ঘরে দুর্গত ঘৃণ্য যম-দূত-সেনা এড়িয়ে কোথায় ছোটে?
খ. বাংলাদেশ-ধ্বংস-কাব্য জানে না পৌঁছল জাহান্নামে এ জন্মেই; - চরণটি ব্যাখ্যা কর।
গ. 'বাংলাদেশ' কবিতার আলোকে উদ্দীপকটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'তুমি ফিরে এসেছ তোমার লাল সূর্য আঁকা পতাকার ভেতরে' – বাংলাদেশ কবিতার আলোকে পঙক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) লক্ষ লক্ষ হা-ঘরে দুর্গত ঘৃণ্য যম-দূত-সেনা এড়িয়ে সীমান্তপারে ছোটে।

খ) পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অসহায় নিরস্ত্র মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। বাংলাদেশ দখল করে আমাদেরকে তাদের গোলাম করে রাখতে চেয়েছিল। তাদের সেই কামনা চরিতার্থ করার জন্য একের পর এক গ্রাম জ্বালিয়ে, হত্যা করে, লুণ্ঠন করে বাংলাদেশের বুকে ধ্বংসের এক কাহিনীকাব্য রচনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা বোঝেনি যে, তারা নিজেরাই নিজেদের জাহান্নামের পথে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিবাদমুখর বাঙালি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে কাপুরুষ পাকিস্তানিদের এ জন্মেই বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। শত্রুসেনাদের হাত থেকে মাতৃভূমি মুক্ত করে প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন সার্বভৌম একটি নতুন রাষ্ট্র – যার নাম বাংলাদেশ। পক্ষান্তরে জীবন্ত অবস্থাতেই পৃথিবী জুড়ে জাহান্নামের অধিবাসীদের মতো ঘৃণার পাত্র হয় পাক হানাদার বাহিনী।

গ) আধুনিক কবি অমিয় চক্রবর্তী তাঁর 'বাংলাদেশ' কবিতায় আবহমান বাংলার সৌন্দর্য, বাংলাদেশিদের ওপর পাকিস্তানিদের হামলা ও নির্যাতনের দৃশ্য তুলে ধরেছেন।

বহুকাল ধরে নানা জাতি ধর্মের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাঙালি জাতি। বাঙালি জাতির প্রাণের আবাসভূমি বাংলাদেশ। বাংলা ভাষার হাজার বছরের মাধুরী, রূপালি নদী বিধৌত প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যে স্নিগ্ধ অজস্র পল্লী। ১৯৭১ সালে কুরআন-পুরাণ ও পালা-পার্বণের নানা ঐতিহ্যময় জনজীবনে এক নারকীয় বিভীষিকা সৃষ্টি হয়েছিল। স্বর্ণশ্যাম বুক ছিঁড়ে বন্য পশুর মতো অতর্কিত হামলা চালায় পাকবাহিনী। তাতে প্রাণ হারায় অজস্র বাঙালি; গৃহহারা এমন কী দেশছাড়া হয় অসংখ্য মানুষ। কিন্তু এতো নির্যাতন, নিপীড়ন বাঙালির অদম্য স্পৃহাকে দমাতে পারেনি। উদ্দীপকের কবিতায় বাংলাদেশকে অভিবাদন জানানো হয়েছে। শত অত্যাচার নির্যাতনেও পাক শাসকগোষ্ঠী বাঙালির অভিন্ন জাতিসত্তাকে বিভক্ত করতে পারেনি। ধ্বংসস্তূপের ভেতরে থেকেও ঐক্য ও সম্প্রীতির বাঁধনে বাংলাদেশ অক্ষত মূর্তিরূপে দণ্ডায়মান থাকে। অপরদিকে উদ্দীপকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশকে অভিবাদন জানানো হয়েছে।

ঘ) মুক্ত স্বদেশ প্রত্যেকেরই কাঙ্ক্ষিত। সে চৈতন্যকে ধারণ করে রচিত অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতায় শাশ্বত চিরন্তন বাংলাদেশের স্বরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কবি মাত্রই সমকালের সমাজ সংসার, স্বদেশের প্রকৃত রূপ চিত্রিত করেন কবিতার অবয়বে। সে অবয়বে ফুটে উঠেছে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের উল্লাসে পিষ্ট হওয়া কোটি মানুষের করুণ আর্তনাদ। সভ্যতার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে তারা নিষ্ঠুর বর্বরতা চালিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানবতা বিপন্নকারী নরপশুদের পরাজয় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির প্রতিটি নর-নারী পাকবাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে । ধ্বংস, মৃত্যু, রক্ত ও অশ্রুর মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে একটি গর্বিত পতাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। 'বাংলাদেশ' কবিতায় এভাবেই জাতিসত্তার বিজয়গাথা বর্ণিত হয়েছে।
উদ্দীপকেও শাশ্বত চিরন্তন বাংলাদেশের কথাই বলা হয়েছে। অনেক রক্ত, অনেক প্রাণ, অনেক মায়ের আর্তনাদ, অনেক ধ্বংসের পরও ঐক্য এবং সম্প্রীতির বন্ধনে চির অম্লান বাংলাদেশ। চির উজ্জ্বল, চির জাগরুক, চির উন্নত লাল সূর্য আঁকা পতাকা শোভিত 'বাংলাদেশ' স্পৃহার সঙ্গে সম্পর্কিত অনন্য বাংলাদেশের তাৎপর্য লক্ষ করা যায় আলোচিত পঙ্ক্তিটিতে।

উপরিউক্ত আলোচনার রেশ ধরে বলা যায় যে, হাজার বছরের বাঙালির জাতিসত্তা শত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আপন অস্তিত্বের প্রবাহকে বেগবান করেছে। আর মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন তাকে দিয়েছে চিরস্থায়ী মর্যাদা।

৪. নিচের সারণিটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

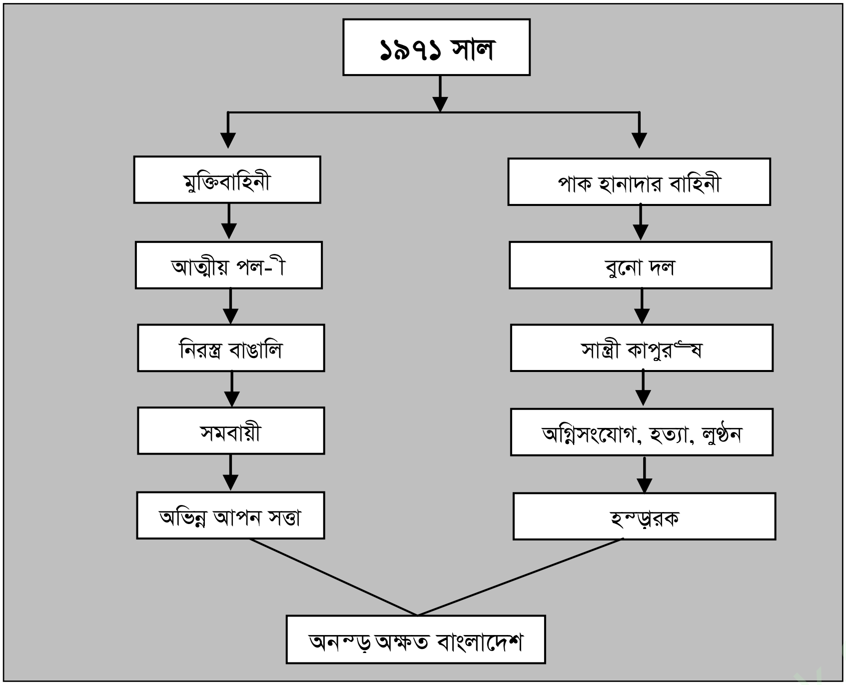

ক. প্রাচীন সংহতি ভেঙে দূরের উল্লুক কী বাঁধে?
খ. বুনো দল বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের যে ছবি আভাসিত হয়েছে 'বাংলাদেশ' কবিতার আলোকে তা বিশ্লেষণ কর।
ঘ. 'অনন্ত অক্ষত বাংলাদেশ' উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) প্রাচীন সংহতি ভেঙে দূরের উল্লুক কেল্লা বাঁধে।

খ) ত্রিশোত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতায় বুনো দল বলতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বুঝানো হয়েছে। পাকসেনারা বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের ওপর বন্য পশুর ন্যায় অতর্কিত আক্রমণ চালায়। হিংস্র বন্যপশুর মতো বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাদেরকে 'বুনোদল' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

গ) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কবি অমিয় চক্রবর্তী রচিত 'বাংলাদেশ' কবিতাটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ ছিল বাংলাদেশ। রাজনৈতিকভাবে এক দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানকার জনগণকে সদা পদানত রাখার অপপ্রয়াসে ক্ষমতাসীন পশ্চিমা শাসকচক্র এ দেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও চিরায়ত ঐতিহ্যসমূহ ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। পাকিস্তানি শাসকচক্র বাঙালির স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা নস্যাৎ করে দিতে অতর্কিতে হামলা চালায় নিরীহ নিরস্ত্র এ অপ্রস্তুত জনগণের ওপর। গণহত্যার নেশায় উন্মাদ হয়ে ওঠে পাকিস্তানি নরপশুরা। অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, হত্যা, নির্যাতনসহ সকল নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে জনজীবনকে পুরোপুরি বিপর্যস্ত করে তোলে। বাঙালি জাতি নিজেদের স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

রেখে পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাধুনিক অস্ত্রের মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মৃত্যু আর ধ্বংসের শোককে শক্তিতে পরিণত করে প্রাণপণ লড়াই করে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার সোনালি সূর্য।

উদ্দীপক এবং 'বাংলাদেশ' কবিতায় শব্দব্যঞ্জনায় অপরূপ শৈল্পিক ভাষাচিত্রে বাঙালির প্রতিরোধ সংগ্রাম ও বিজয়ের চিত্র অংকিত হয়েছে।

ঘ) অমিয় চক্রবর্তী রচিত 'বাংলাদেশ' কবিতায় সমকালকে উদ্ভাসিত করে শাশ্বত চিরন্তন বাংলাদেশের স্বরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। বহুকাল ধরে জনবৈচিত্র্যের বহুমুখী সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাঙালি জাতি। বাঙালি জাতির মূল আবাসভূমি আজকের এই বাংলাদেশ। বাংলা ভাষার হাজার বছরের মাধুরী, রূপালি নদী বিধৌত প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য স্নিগ্ধ অজস্র পল্লী এবং কোরআন, পুরাণ, পালা-পার্বণের ধর্মীয় ও সংস্কৃতির নানা ঐতিহ্যময় জনজীবনে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর আক্রমণে এক নারকীয় বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল। বর্বর সেনারা নিরস্ত্র বাঙালির বিরুদ্ধে সর্বাধুনিক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ শুরু করেছিলো। সভ্যতার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে তারা এখানে চালিয়েছিলো নিষ্ঠুর নির্যাতন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানবতা বিপন্নকারী এসব নরপশুদের পরাজয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির প্রতিটি নর-নারী পাকবাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ধ্বংস, মৃত্যু আর এক নদী রক্তের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে একটি গর্বিত পতাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ পতাকায় প্রথমে সবুজ জমিনের উপর বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত থাকলেও পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের মানচিত্রের পরিবর্তে লাখো শহীদের রক্তের প্রতীক হিসেবে লাল সূর্য খচিত হয়। উদ্দীপকে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা হিসেবে শেষোক্ত পতাকাটিই চিত্রিত হয়েছে। 'বাংলাদেশ' কবিতায় শিল্পিতভাবে এ পতাকার প্রেক্ষাপটই বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে জন্মমৃত্যুর বন্ধনে বাঙালি জাতির অভিন্ন আপন সত্তার ইতিহাসও। উদ্দীপকে চিত্রিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অত্যন্ত সার্থকতার সাথেই ১৯৭১ সালের পাকবাহিনীর অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞের ইতিহাসকে ধারণ করেছে। শত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠাকারী হাজার বছরের বাঙালি জাতি জাতীয় পতাকার মাধ্যমেই তার জাতিসত্তার গর্বিত ইতিহাসকে লালন করছে।

৫. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও:

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হল। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটাল যত্রতত্র।

....

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে
নড়বড়ে খুঁটি ধরে দগ্ধ ঘরের।

ক. কোথায় প্রাচীন সংহতি ভেঙে ভগ্নস্তূপে দূরের উল্লুক কেল্লা বাঁধে?

খ. 'প্রাচীন সংহতি ভেঙে ভগ্নস্তূপে দূরের উল্লুক বাঁধে কেল্লা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ধ্বংসলীলার সঙ্গে 'বাংলাদেশ' কবিতার সম্পর্ক নির্ণয় করো।

ঘ. উদ্দীপকে স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে যে ত্যাগের মহিমা বর্ণিত হয়েছে 'বাংলাদেশ' কবিতার সঙ্গে তার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) গ্রামে গ্রামে প্রাচীন সংহতি ভেঙে ভগ্নস্তূপে দূরের উল্লুক কেল্লা বাঁধে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

খ) আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশের মানুষের সম্প্রীতি ও ঐক্যকে যারা ধ্বংস করতে চেয়েছিলো, কবি তাদের 'দুরের উল্লুক' বলেছেন। এ সম্প্রীতির ওপর ১৯৭১ সালে নারকীয় আঘাত হানে পাকিস্তানি মরু অঞ্চলের সৈন্যরা। উদ্ধৃত পঙক্তিতে বালাদেশের মানুষের মধ্যে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্যকে 'প্রাচীন সংহতি' বলা হয়েছে। আর নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যে সৈন্যরা বাংলার এ শান্ত ও সংহত জনজীবনকে ভেঙে তছনছ করতে চেয়েছিলো তাদেরকে 'দূরের উল্লুক' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

গ) কবির চিন্তা-চেতনা, মেধা-মনন আর অনুভূতির নিবিড়তায় সব সময়ই সমকালের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়। কবি অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতায়ও এ ধরনের বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রদত্ত উদ্দীপকটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

উদ্দীপকে সমকালীন বাংলাদেশ সম্পর্কে কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চিত্র রূপায়িত হয়েছে। ঘর-বাড়ি, বস্তি, ছাত্রাবাস, শহর-বন্দর, গ্রাম-গ্রামান্তর বিধ্বস্ত হওয়া এবং স্বজন হারানো এক বিধবার অসহায়ত্ব বর্ণনার মধ্য দিয়ে উদ্দীপকে পাক হানাদার বাহিনীর বর্বর আক্রমণে বিধ্বস্ত একটি অনিরাপদ জনপদের ছবি ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের এ ভাববস্তুর সাথে 'বাংলাদেশ' কবিতায় চিত্রিত পাকহানাদার বাহিনীর তাণ্ডবলীলার অনেকটাই মিল রয়েছে। ১৯৭১ সালে জাগ্রত বাঙালি জাতিকে দমিয়ে রাখার জন্য পাক হানাদার বাহিনী সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিরীহ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নির্বিচারে গণহত্যা চালায় তারা। স্বজনহারা বেদনায় বাংলাদেশ এক শোকালয়ে পরিণত হয়। উদ্দীপক ও 'বাংলাদেশ' কবিতার অভিন্ন উপজীব্য হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ। উভয়ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা অর্জনের এক সাহসী প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। সীমিত পরিসরে সংহত শব্দ চয়নের মধ্যে দিয়ে একটি সুবিশাল ধ্বংসযজ্ঞের বাস্তব রূপায়ণে উদ্দীপকের কবিতাংশ ও 'বাংলাদেশ' কবিতা অনন্য।

মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্যে বাংলাদেশের মানুষকে আত্মত্যাগের চরম পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এ পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাঙালির আত্মমর্যাদার প্রতীক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

ঘ) স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। এ স্বাধীনতাকে পাওয়ার জন্যে মানুষ তাদের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে এতোটুকু কুণ্ঠিত হয় না। এ বাস্তবতারই পরিচয় পাওয়া যায় প্রদত্ত উদ্দীপক ও অমিয় চক্রবর্তী রচিত 'বাংলাদেশ' কবিতায়।

পরম কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামী মানুষগুলো নিঃসংকোচে তাদের আত্মোৎসর্গ করেছেন। উদ্দীপকের কবিতাংশে স্বাধীনতাকামী মানুষের উপর আক্রমণের তীব্রতায় ঘরবাড়ি, ছাত্রাবাস, বস্তি, দোকান-পাট, গ্রাম-বন্দর বিধ্বস্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। উল্লিখিত হয়েছে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার কথা। স্বজন হারানোর বেদনা ও গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হওয়ার বিভীষিকা চিত্রিত হয়েছে এ কবিতাংশে। এখানে মানুষের ত্যাগের যে স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে তা 'বাংলাদেশ' কবিতায় উল্লিখিত গণমানুষের ত্যাগের মহিমার সঙ্গে চেতনাগত দিক থেকে একেবারেই অভিন্ন। কিন্তু বিষয়ের ব্যাপ্তি ও উপাদানগত দিক থেকে উভয় ক্ষেত্রে কিছুটা বৈসাদৃশ্যও লক্ষ করা যায়।

'বাংলাদেশ' কবিতায় আছে বাঙালির অন্তরে জেগে ওঠা স্বাধীনতার স্বপ্নকে চিরতরে নিঃশেষ করার জন্যে নিরীহ জনতার ওপর আধুনিক অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া পাক বাহিনীর নির্মমতার চিত্র। সেই সাথে আছে সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিরোধ গড়ে তোলার এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। পক্ষান্তরে উদ্দীপকে কোনো প্রতিরোধের চিত্র উপস্থাপিত হয়নি। কবিতায় অনাহারে, যন্ত্রণায়, দুঃখ-কষ্টে অনেকের জীবনাবসানের পাশাপাশি ঘৃণ্য যমদূত সেনাদের নির্মম অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার কথা বলা হলেও উদ্দীপকে বিস্তারিতভাবে তা বলা হয়নি। কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পূর্বাপর যোগসূত্র বর্ণিত হলেও উদ্দীপকে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ও তার মূল্য পরিশোধের কথা বলা হয়েছে। কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইঙ্গিত প্রদানের মাধ্যমে বলা হয়েছে, পাকবাহিনীর নৃশংস নির্যাতনও এদেশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ চেতনা ও তার বিকাশকে দমাতে পারেনি। তাই চরম আত্মত্যাগ, ধ্বংস ও মৃত্যুর ভেতর দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল 'অনন্ত অক্ষত মূর্তি'।

একজন কবি তার অনুভূতির অভিব্যক্তি দিয়ে যা সৃষ্টি করেন তাতে অনেক সময় ইতিহাসের পূর্বাপর অবয়ব ফুটে ওঠে। কবি অমিয় চক্রবর্তী তাঁর 'বাংলাদেশ' কবিতায় সে অভিব্যক্তিরই নিখুঁত রূপকার হয়ে ওঠেছেন।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৬. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও:

খালের পাড় দিয়ে হাঁটছিল দীনু। ঠিক তখনি মিলিটারিদের মধ্যে একজন দীনুর দিকে তার নিশানা ঠিক করে। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দীনু। চোখ দুটো ভীষণ টানছিল তার। তখনি কল্পনায় দৃশ্যটা দেখতে পায় সে, তার বুকের রক্তে তৈরি হয়েছে বিশাল লম্বা এক খাল। সেই খাল বেয়ে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসছে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা। প্রতিটি নৌকা থেকে ভেসে আসছে উল্লাসের শব্দ। এসব দেখে দীনুর কী যে খুশি! তাহলে এই কি স্বাধীনতা! বাংলাদেশের মানচিত্রের মতো দীনুর ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে ওঠে। তারপর দেহটা নিথর হয়ে যায়।

ক. প্রাচীন সংহতি ভেঙে কারা কেল্লা বাঁধে?

খ. ‘বহু মিশ্র প্রাণের সংসারে’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. দীনুর স্বপ্নে ‘বাংলাদেশ’ কবিতার কোন পঙক্তির ভাবার্থ ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদে ‘বাংলাদেশ’ কবিতার বিষয়বস্তুর পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে মন্তব্যটি যুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ কর।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) প্রাচীন সংহতি ভেঙে দূরের উল্লুকরা কেল্লা বাঁধে।

খ) ‘বহু মিশ্র প্রাণের সংসারে’ বলতে বহুকাল ধরে বহু জাতির বিভিন্ন ও বিচিত্র জনস্রোত এসে মিশেছে বাংলার মাটিতে। ঐ জনবৈচিত্র্যের বহুমুখী সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাঙ্গালি জাতি। এ জাতি সংকর জাতি। এ জাতি গঠনের মূল উপাদান এসেছে ইন্দো-ভূমধ্য নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী। তার সঙ্গে মিশেছে দ্রাবিড় (মেলানাইড), ডেভিডড (প্রোটো অস্ট্রোলয়েড) ও কিছুটা মঙ্গোলীয় রক্ত। আমাদের জাতিত্বে, সংস্কৃতিতে, ভাষায়, আচার-আচরণে, ধর্মবোধ ও বিশ্বাসে এসব জনগোষ্ঠীর প্রভাব রয়েছে। আবহমান বাংলাদেশের জনগণের অন্তরের মধ্যে মিশে যাওয়া মর্মবাণী হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শুভবোধ।

গ) রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবি অমিয় চক্রবর্তী তাঁর ‘বাংলাদেশ’ কবিতায় বাংলাদেশকে ‘অনন্ত অক্ষত মূর্তি’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। উদ্দীপকের দীনুর স্বপ্নেও ‘বাংলাদেশ’ কবিতার এই পঙক্তিটির ভাবার্থ ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের দীনু খালের পাড় দিয়ে হাঁটছিল। তখনি মিলিটারির একজন তাকে তাক করে নিশানা করে এবং আস্তে আস্তে দীনু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার বুকের রক্তে মাটি রঞ্জিত হয়ে যাচ্ছিল ঠিক সেসময় দীনু দেখতে পাচ্ছিল তার বুকের রক্তে যে খাল তৈরি হয়েছে, সেই খাল বেয়ে হাজারো মুক্তিযোদ্ধা ফিরে আসছে এবং নৌকা থেকে ভেসে আসছে উল্লাসের শব্দ। স্বাধীনতার এই দৃশ্য দেখে তার মুখে হাসি ফুটে উঠে।

‘বাংলাদেশ’ কবিতাটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে হানাদার বাহিনী কিভাবে বাঙালিদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিল এ কবিতায় তা শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাগে। হত্যাকারীরা নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে বাংলাদেশে ধ্বংসের কাহিনী কাব্য রচনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা জানতো না যে, এর মধ্য দিয়ে তারা আসলে নিজেদেরই জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। এই ধ্বংস, মৃত্যু, রক্ত আর অশ্রুর মধ্য দিয়েই জন্ম হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

উদ্দীপকের দীনুও বুকের রক্ত দিয়ে এমনি একটি বাংলাদেশের মানচিত্রের স্বপ্ন দেখছিল। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ। উপরে উল্লিখিত পঙক্তিটির ভাবার্থ দীনুর স্বপ্নেও প্রস্ফুটিত হয়েছিলো।

ঘ) রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের এক বিশিষ্ট কবি অমিয় চক্রবর্তী। তিনি রবীন্দ্র বলয়ে থেকেও সচেতনভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ধারাকে এড়িয়ে গেছেন। অমিয় চক্রবর্তীর ‘বাংলাদেশ’ কবিতাটি তাঁর ‘অনিঃশেষ’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। তিনি ‘বাংলাদেশ’কে ‘অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাগে’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। উদ্দীপকেও আমরা দীনুর স্বপ্নে এই বিষয়বস্তুর প্রতিফলন দেখি।

‘বাংলাদেশ’ কবিতাটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত। বাংলা ভাষার হাজার বছরের মাধুরী রূপলি নদী বিধৌত বাংলাদেশের প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য স্নিগ্ধ অজস্র পল্লী এবং কুরআন-পুরান-পালাপার্বণের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নানা ঐতিহ্যময় জনজীবনে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণে যে নারকীয় বিভীষিকা সৃষ্টি করা হয়েছিলো এ কবিতার ক্যানভাসে তারই এক বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লুটপাট, অগ্নিকাণ্ড, হত্যাযজ্ঞ আর নির্যাতনের মাধ্যমে সারা বাংলাকে তারা ছারখার করে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্বাস্তু জীবন, মৃত্যুর আর্তনাদ, নির্যাতনের যন্ত্রণা সত্ত্বেও বাঙালি জাতিকে দমাতে পারেনি তারা। পারেনি তার অভিন্ন আপন সত্তাকে বিভক্ত করতে। ফলে ধ্বংস, মৃত্যু ও আর্তনাদের ভেতর দিয়েও বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল এক অনন্ত অক্ষত মূর্তি। উদ্দীপকেও একই বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। দীনু মিলিটারির গুলিতে আস্তে আস্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তার বুকের রক্তে যে খাল তৈরি হয়েছে তা বেয়ে ফিরে এসেছে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের নৌকা থেকে ভেসে এসেছে বিজয়োল্লাসের শব্দ।

দীনুর মুখে বাংলাদেশের মানচিত্রের মতো যে হাসি ফুটে উঠেছিলো তা ছিলো স্বাধীনতারই স্বপ্নরঙিন পূর্বাভাস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতির পূর্ণ প্রতিফলন ফুটে ওঠেছিলো মৃত্যুপথযাত্রী দীনুর ঠোঁটে। যা মূলত 'বাংলাদেশ' কবিতারই এক সার্থক প্রতিচ্ছবি।

● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. কবি অমিয় চক্রবর্তী কত খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন?
ক ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে   খ ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে
গ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে   ঘ ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে

২. কবি অমিয় চক্রবর্তী জন্ম গ্রহণ করেন-
ক পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত   খ কলকাতার রাধানগরে
গ হুগলির শ্রীরামপুরে   ঘ মেদিনীপুর

৩. অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত-
ক সহযোগী কবি ছিলেন
খ সাহিত্য বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন
গ সাহিত্য সচিব ছিলেন
ঘ রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় ছিলেন

৪. কবি অমিয় চক্রবর্তী মৃত্যুবরণ করেন কত খ্রিস্টাব্দে?
ক ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে   খ ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে
গ ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে   ঘ ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে

৫. অমিয় চক্রবর্তী কোথায় লেখাপড়ার সুযোগ পয়েছিলেন?
ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
খ কলকাতা রিপন কলেজে
গ অক্সফোর্ডে
ঘ বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে

৬. নিচের কোন কাব্যটি অমিয় চক্রবর্তীর নয়?
ক খসড়া   খ কালের লেখা
গ হরতাল   ঘ মাটির দেয়াল

৭. 'ঘরে ফেরার দিন' অমিয় চক্রবর্তী রচিত কী ধরনের গ্রন্থ?
ক কাব্য   খ চারটি
গ একটি   ঘ তিনটি

৮. অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতায় কটি নদীর উল্লেখ আছে?
ক দুটি   খ চারটি
গ একটি   ঘ তিনটি

৯. 'অমরাবতী' অমিয় চক্রবর্তীর কী ধরনের গ্রন্থ?
ক ভ্রমণকাহিনী   খ প্রবন্ধ
গ উপন্যাস   ঘ কাব্য

১০. নিচের কোন গ্রন্থটি অমিয় চক্রবর্তীর?
ক দুর্দিনের যাত্রী   খ পালাবদল
গ রঙিলা নায়ের মাঝি   ঘ কেয়ার কাঁটা

১১. অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতায় কোন দুটি নদীর উল্লেখ আছে?
ক আত্রাই-গড়াই   খ গঙ্গা-যমুনা
গ মেঘনা-যমুনা   ঘ পদ্মা-যমুনা

১২. 'বাংলাদেশ' কবিতায় নানা জাতি ধর্মের মানুষের ঘর বসতি কেমন?
ক পাতায় ছাওয়া   খ ছনে ছাওয়া
গ খড়ে ছাওয়া   ঘ হোগলা পাতায় ছাওয়া

১৩. 'পুণ্যাহ' - অর্থ কী?
ক শুভদিন   খ বিশেষ দিবস
গ হলি খেলার দিন   ঘ নারী দিবস

১৪. অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতায় যমুনা-পদ্মার তীরের জল কেমন?
ক ঘোলাটে   খ তামাটে
গ রুপোলি   ঘ বাদামি

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

বাংলাদেশ

১৫. অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতায় 'স্বর্ণশ্যাম বুক ছিড়ে অস্ত্র হাতে' কারা নামে?
ক) হিংস্র কাপুরুষ খ) পাক হানাদার বাহিনী
গ) সান্ত্রী কাপুরুষ ঘ) পশু কাপুরুষ

১৬. 'পালা পার্বণের ঢাকে ঢোলে / আউল বাউল নাচে'– এটি কোথাকার জনজীবনের চিত্র?
ক) ভারতের খ) পাকিস্তানের
গ) বাংলাদেশের ঘ) পার্বত্য এলাকার

১৭. 'বাংলাদেশ' কবিতায় অমিয় চক্রবর্তী বাংলাদেশে কী রকম প্রাণের কথা বলেছেন?
ক) বহু জনগণ প্রাণ খ) বহু মিশ্র প্রাণ
গ) বহুজাতিক প্রাণ ঘ) নানাজাতিক প্রাণ

১৮. 'হা-ঘরে'– অর্থ কী?
ক) বহুঘরের মালিক খ) ঘরে থাকে না যে
গ) গৃহ উজাড় করেছে যে ঘ) গৃহহীন হয়েছে যারা

১৯. 'বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাগে'- কোন কবিতার চরণ?
ক) জীবন-বন্দনা খ) বাংলাদেশ
গ) পাঞ্জেরি ঘ) আমার পূর্ব বাংলা

২০. 'হন্তারক'-অর্থ কী ?
ক) হত্যার উদ্দেশ্য আছে যার খ) হত্যায় উদ্যত যে
গ) হত্যায় সাহায্যকারী ঘ) হত্যাকারী

২১. 'বাংলাদেশ' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক) প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত খ) স্বরবৃত্ত
গ) মুক্তক ঘ) মাত্রাবৃত্ত

২২. 'বাংলাদেশ' কবিতাটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত?
ক) অনিঃশেষ খ) অমরাবতী
গ) পারাপার ঘ) পালাবদল

২৩. 'বুনোদল'কারা?
ক) পাকিস্তানি সৈন্য খ) হিংস্র বন্যপশু
গ) বর্বর মারাঠা ঘ) বেনিয়া ইংরেজ

২৪. কবি অমিয় চক্রবর্তী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কতদিন কাটিয়েছেন?
ক) তিন মাস খ) তিন বছর
গ) তিন দশক ঘ) তিন যুগ

২৫. অমিয় চক্রবর্তী কোন যুগের কবি ছিলেন?
ক) রবীন্দ্রোত্তর যুগের খ) প্রাক-রাবীন্দ্রিক যুগের
গ) মধ্যযুগের ঘ) প্রাচীন যুগের

২৬. 'কল্যাণী' শব্দের অর্থ কী?
ক) দয়াময়ী খ) শুভদায়িনী
গ) ক্ষমাকারী ঘ) ধনদাত্রী

২৭. 'বাংলাদেশ' কবিতায় 'উল্লুক' বলা হয়েছে কাকে?
ক) মুক্তিযোদ্ধাদের খ) পাকিস্তানি শাসকদের
গ) স্বৈরাচারী শাসকদের ঘ) বন্য জীবকে

২৮. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লিখিত কবিতা কোনটি?
ক) বাংলাদেশ খ) বঙ্গভাষা
গ) আমার পূর্ব বাংলা ঘ) কবর

২৯. 'বাংলাদেশ' কবিতায় প্রথম স্তবকের মূল সুরটি কিসের?
ক) আবহমান বাংলাদেশ খ) নাটকীয় আকস্মিকতা
গ) বাঙালির অপরাজেয়তা ঘ) বাংলাদেশের বিজয়

৩০. 'বাংলাদেশ' কবিতার কোন লাইনটি উজ্জ্বল অনির্বাণ লাইন?
ক) প্রথম লাইনটি খ) তৃতীয় লাইনটি
গ) দ্বিতীয় লাইনটি ঘ) শেষ লাইনটি

৩১. চিরদিন বাংলাদেশ বলতে বাংলাদেশের কোন বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে?
ক) আবহমান বাংলাদেশ খ) প্রবহমান বাংলাদেশ
গ) চিরজীবী বাংলাদেশ ঘ) স্বাধীন বাংলাদেশ

৩২. কোটি মানুষের সমবায়ী সভ্যতার ভাষা কী?
ক) বাংলা ভাষা খ) শান্তি
গ) যুদ্ধ ঘ) একতা

৩৩. 'বাংলাদেশ'কবিতায় কে বা কারা এ জন্মেই জাহান্নামে পৌঁছাল?
ক) পাকিস্তানি সেনাপ্রধান
খ) বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা
গ) বিশ্বাসঘাতক রাজাকাররা
ঘ) পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা

৩৪. কবি 'বাংলাদেশ' কবিতায় 'মরু-পশু' বলেছেন কাদের?
ক) আরবদের খ) পাকিস্তানিদের
গ) আফগানদের ঘ) ভারতীয়দের

৩৫. 'পুণ্যাহের সানাই রঞ্জিত' - পুণ্যাহ অনুষ্ঠিত হতো-
ক) খ্রিস্ট নববর্ষে খ) হিজরি নববর্ষে
গ) বাংলা নববর্ষে ঘ) সারা বছরে

৩৬. 'বাংলাদেশ' কবিতায় 'অধম রাষ্ট্র' বলতে কবি বুঝিয়েছেন–
ক) বাংলাদেশকে খ) ভারতকে
গ) ভারত উপমহাদেশকে ঘ) পাকিস্তানকে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৩৭. 'রক্ত পতাকা তোলে'- এ পতাকা হলো -
ক মুক্তিযুদ্ধের খ স্বাধীনতার
গ পাকিস্তানির ঘ ভারতীয়

৩৮. 'বাংলাদেশ' কবিতায় 'অলভ্য জয়' - এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে-
ক অজেয় বাংলার চিত্র খ পাকসেনার বীরত্ব
গ জয়ের উল্লাস ঘ জয় বাংলা স্লোগান

৩৯.'বাংলাদেশ' কবিতায় 'আত্মীয় পল্লী বলতে' কবি বুঝিয়েছেন–
ক পল্লীর গাছপালা খ পল্লীর সম্প্রীতি
গ পল্লীবাসীর হৃদয় ঘ পল্লী প্রকৃতি

৪০. 'সভ্যতার ভাষা এরা রদ করবে ভাবে'-চরণটি সমর্থন করে-
ক ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ খ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ
গ ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ ঘ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ

৪১. 'বাংলাদেশ' কবিতার চিত্রকল্পের সঙ্গে তুলনা করা যায়-
ক তাহারেই পড়ে মনে খ আঠারো বছর বয়স
গ জীবন-বন্দনা ঘ আমার পূর্ব বাংলা

৪২. বর্তমান প্রেক্ষাপটে 'পুণ্যাহ' বিলুপ্তির কারণ হলো-
ক জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি
খ খাজনা মওকুফ থাকায়
গ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণ
ঘ জমির পরিমাণ কমে যাওয়া

৪৩. 'শ্রুতিময় তারি, অন্তর্লীন বাণী' এখানে কোন বিশেষ বাণীর কথা বুঝাতে কথাটি প্রযুক্ত হয়েছে?
ক সম্প্রীতির ও শুভবোধের খ ঈশ্বরের বাণী
গ জাতীয় নেতার বাণী ঘ রবীন্দ্রনাথের বাণী

৪৪. বাংলাদেশ' কবিতায় 'অধম রাষ্ট্র'- কোন বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে?
ক হীন রাষ্ট্র খ পূর্ব পাকিস্তান
গ পশ্চিম পাকিস্তান ঘ কৃত্রিম রাষ্ট্র

৪৫. ঈ-কারান্ত পর পদে শব্দের শেষে বানানে স্বভাবতই ঈ-কার এর উদাহরণ কোনটি?
ক কল্যাণী খ সাত্রী
গ প্রাচীন ঘ শ্রমজীবী

৪৬. বিসর্গযুক্ত ই বা উ ধ্বনির 'গ' থাকলে বিসর্গ রেফ হয়ে যায়; এ নিয়মের উদাহরণ কোনটি ?
ক চতুঃ+গুণ=চতুর্গুণ খ চতুঃ+দিক=চতুর্দিক
গ নিঃ+দেশ=নির্দেশ ঘ নিঃ+রব=নিরব

৪৭. 'বাংলাদেশ' কবিতার প্রেক্ষাপট মুক্তিযুদ্ধ হলেও এ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে-
ক আবহমান বাংলার রূপ
খ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব
গ গ্রাম বাংলার প্রকৃতি বাঙালির জীবন দর্শন
ঘ পাকিস্তানি অফিসারদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেছে

৪৮. 'বাংলাদেশ' কবিতায় কবি প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন-
ক পাকিস্তানি বাহিনীর লুটতরাজকে
খ বাংলাভাষার উপর আক্রমণ করাকে
গ স্বাধীন বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে
ঘ পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম হামলাকে

৪৯. 'বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাগে'- এ চরণের তাৎপর্য হলো-
ক স্বাধীন বাংলাদেশের সম্ভাবনা
খ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়
গ স্বাধীনতা অক্ষত ও অনন্ত
ঘ স্বাধীনতার অক্ষত ভাস্কর্য

৫০. তিন দশক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সুবাদে কবি অমিয় চক্রবর্তী কোন বৈশিষ্ট্যটি লাভ করেন ?
ক ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন
খ তিনি বিশ্ব নাগরিক মননের অধিকারী হন
গ তাঁর মধ্যে কবি ভাব জাগ্রত হয়
ঘ তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভালোবাসা অর্জন করেন।

৫১. 'চতুর্গুণ হিন্দু-মুসলমান' বলতে প্রকৃতপক্ষে বুঝানো হয়েছে–
ক চারগুণ হিন্দু-মুসলমান
খ সারা-বিশ্বের সাধারণ মানুষ
গ বাঙালির বীরত্বের গাণিতিক হিসাব
ঘ সারা বিশ্বের বাঙালি হিন্দু-মুসলমান

৫২. কেমন করে বাংলাদেশের অনন্ত অক্ষত মূর্তিটি জেগে উঠল?
ক বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হলো
খ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলো
গ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা ঐক্যবদ্ধ হলো
ঘ চিত্রশিল্পীর দক্ষ তুলিতে আঁকা হলো

৫৩. কবি অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন-
i. রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবি
ii. রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব
iii. তাঁর যুগের অন্যতম প্রধান কবি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i,ii গ ii, ii ঘ i,ii,iii.

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৫৪. অমিয় চক্রবর্তীর যে কাব্যগ্রন্থ চার মহাদেশ পরিব্যাপ্ত-
i. পারাপার
ii. অভিজ্ঞান বসন্ত
iii. পালাবদল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii গ i, iii ঘ ii, iii.

৫৫. বাংলা ভাষায় আত্মীয় পল্লী গড়েছে-
i. কবি ও সাহিত্যিক
ii. নানা সম্প্রদায়ের মানুষ
iii. পাকিস্তানিরা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i, iii ঘ iii.

৫৬. 'অধম রাষ্ট্রের পতাকা' 'বাংলাদেশ' কবিতায় এ পতাকা হলো-
i. বাংলাদেশের প্রথম পতাকা
ii. লাল সবুজের পতাকা
iii. পাকিস্তানি পতাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii.

৫৭. 'বাংলাদেশ' কবিতায় 'চিরদিন বাংলাদেশ' বলতে কবি বুঝিয়েছেন-
i. বাংলার অতীত ঐতিহ্য
ii. আবহমান বাংলার সৌন্দর্য
iii.অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i, ii খ i, iii গ ii, iii ঘ i, ii, iii.

৫৮. 'ওরা কারা বুনো দল ঢোকে'-'বাংলাদেশ' কবিতায় 'বুনো দল' হলো-
i.পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী
ii.পালা-পার্বণের দল
iii.কোটি মানুষের সমবায়ী দল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii.

৫৯. 'বাংলাদেশ' কবিতায় 'প্রাচীন সংহতি' বলতে কবি বুঝিয়েছেন-
i. চিরায়ত সংহতি
ii. আবহমান সংহতি
iii. বাঙালি সংহতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i,ii খ i,iii গ ii, iii ঘ i, ii, iii.

৬০. 'বাংলাদেশ' কবিতার প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে-
i. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের
ii. 'একুশের গল্প'র
iii. অপরাহ্নের গল্প'র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i,ii.

৬১. কবি অমিয় চক্রবর্তীর ধারণার বাংলাদেশ কোন অর্থে শান্তিপূর্ণ দেশ ছিল?
i. সব ধর্মের সহনশীলতায়
ii. বহু জাতির এক আত্মায়
iii. সম্প্রীতি ও শুভবোধে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ iii গ i, ii, iii ঘ i, iii.

৬২. 'বাংলাদেশ' কবিতার প্রথম স্তবকের ভাববস্তু-
i. বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি
ii. বাংলাদেশের রূপময় প্রকৃতি ও জনজীবন
iii. বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i, iii ঘ i,ii,iii.

৬৩. 'বাংলাদেশ' কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে-
i. বাংলাদেশের প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য
ii. ১৯৭১ এর নারকীয় বিভীষিকা
iii. বাংলা ভাষার প্রতি গভীর মমত্ব বোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i, ii ঘ i, ii, iii.

৬৪. কবি অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতায় বিষয় অনুসারে বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যবদ্ধ কোন বন্ধনে?
i. সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক বন্ধনে
ii. সামাজিক নীতির বন্ধনে
iii. ভাষা ও সংস্কৃতির বন্ধনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ iii গ i, iii ঘ i, ii.

৬৫. 'পৌঁছাল জাহান্নামে এ জন্মেই'-কারণ হলো-
i. হানাদারদের সীমাহীন পাপের জন্য
ii. পাপীদের স্থান জাহান্নামেই হওয়া উচিত সেজন্যে
iii. ঈশ্বর তাদের জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছেন।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i, ii খ i, iii. গ ii, iii. ঘ i, ii ,iii.

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬৬ ও ৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শুরু হওয়া মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘ নয় মাস ধরে চলে আর এর মাঝে ঘটে যায় কত মৃত্যু, কত ধ্বংস, কত বিভীষিকা।

৬৬. বংলাদেশের বিজয় সূচিত হয়েছে--
i. লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে
ii. ধ্বংসস্তূপে প্রাণের উল্লাসে
iii. হত্যাকারীদের বারুদে বন্দুকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ i, ii ⓘ iii

● i   Ⓚ ii   Ⓖ i, ii   Ⓘ iii

৬৭. উদ্দীপকের আবহ তোমার পঠিত কোন কবিতায় ফুটে উঠেছে?
Ⓚ বঙ্গভাষা ● বাংলাদেশ
Ⓖ আমার পূর্ব বাংলা Ⓘ আঠারো বছর বয়স

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬৮ ও ৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বহুকাল ধরে বহু জাতির বিচিত্র জনস্রোত এসে মিশেছে বাংলার মাটিতে। ঐ জনবৈচিত্র্যের বহুমুখী সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাঙালি জাতি।

৬৮. উদ্দীপকে কোন কবিতার বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে?
● বাংলাদেশ Ⓚ বঙ্গভাষা
Ⓖ আমার পূর্ব বাংলা Ⓘ কবর

৬৯. বাঙালি জাতি গঠনের মূল উপাদানটি কোথা হতে এসেছে?
● ইন্দো-ভূমধ্য নৃগোষ্ঠী হতে
Ⓚ ইন্দো-ইউরোপীয় নৃগোষ্ঠী হতে
Ⓖ ইন্দো-ইরানি নৃগোষ্ঠী হতে
Ⓘ ইন্দো-এশীয় নৃগোষ্ঠী হতে

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর।
তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা,
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতা-মাতার লাশের ওপর।

৭০. উদ্ধৃতিটুকু 'বাংলাদেশ' কবিতাটির কোন প্রসঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট?
i. জনগণের রক্তরঞ্জিত পাকিস্তানি পতাকা প্রসঙ্গে
ii. পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মমতা প্রসঙ্গে
iii. ধ্বংস, মৃত্যু, রক্ত ও অশ্রু প্রসঙ্গে
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓚ i ● ii Ⓖ iii Ⓘ ii, iii

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কবর
জসীমউদ্‌দীন

▣ কবি পরিচিতি
জসীমউদ্‌দীন একক অবদানে বাংলা কাব্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। গতানুগতিক কাব্য প্রবাহে এক ব্যতিক্রম ধারার সৃষ্টি

করে তিনি 'পল্লীকবি' নামে খ্যাতি লাভ করেন। ময়মনসিংহ গীতিকা ও অপরাপর লোক সাহিত্যের সঙ্গে তার কাব্যাদর্শের নিবিড় ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রাম-বাংলার জীবনালেখ্য তাঁর কাব্যে চমৎকার সার্থকতা সহকারে বিধৃত হয়েছে। পল্লীর অশিক্ষিত মানব-মানবীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা তাঁর অধিকাংশ কাব্যের বিষয়বস্তু। বস্তুত বাংলার গ্রামীণ জীবনের আবহ, সহজ সরল প্রাকৃতিক রূপ, উপযুক্ত শব্দ, উপমা ও চিত্রের মাধ্যমে তাঁর কাব্যে যেভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে তেমনটি আর কারও কবিতায় দেখা যায়নি।

ছাত্রজীবনেই জসীমউদ্‌দীন-এর কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। পরে সরকারের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগে উচ্চপদে আসীন হন। জসীমউদ্‌দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'রাখালী'। তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'নক্সীকাঁথার মাঠ' বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়।

জন্ম : ১৯০৩ সালে ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে।

মৃত্যু : ১৯৭৬ সালে ঢাকায়।

▣ রচনাবলি
সোজন বাদিয়ার ঘাট, বালুচর, ধানখেত, রঙিলা নায়ের মাঝি ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি বেশ কিছু স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনী, নাটক এবং প্রবন্ধ লিখেছেন।

▣ উৎস ও পরিচিতি
'কবর' জসীমউদ্‌দীনের বিখ্যাত ও বহুল আলোচিত কবিতা। এটি প্রথম যখন কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ ক্লাসের ছাত্র। এ কবিতার মাধ্যমে জসীমউদ্‌দীনের কবি প্রতিভা বিশেষভাবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। কবিতাটি পরবর্তী সময়ে 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। করুণ রসাত্মক এই কবিতার প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে গ্রামীণ এক বৃদ্ধের জীবনের গভীর বেদনাগাথা। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ তার জীবনের শোকার্ত অধ্যায়গুলো উন্মোচন করেছেন তাঁর একমাত্র অবলম্বন নাতির কাছে। গোরস্থানে গিয়ে নাতিকে তিনি এক এক করে তার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনি ও কন্যার কবর দেখিয়ে বেদনার্ত কণ্ঠে বর্ণনা করেছেন তাদের মৃত্যুর মর্মান্তিক কাহিনী। অনেক মৃত্যুবেদনায় তার যে হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত সেই হৃদয় থেকে আজ উৎসারিত হচ্ছে চোখের জলে বুক ভাসানো হাহাকার। বৃদ্ধ দাদুর করুণ স্মৃতিময় শোক-বেদনাই কবি গভীর সহানুভূতি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'কবর' কবিতার শুরু শোক-বেদনা দিয়ে আর সমাপ্তিও ঘটেছে শোকার্ত হাহাকারে। তাই এটি একটি শোক কবিতা।

▣ **শোক কবিতা :** প্রিয়জনের মৃত্যু বা কোনো দুঃখজনক ঘটনাকে অবলম্বন করে যে কবিতায় মর্মান্তিক শোকের এক করুণ আবহ তৈরি করা হয়, তাকে শোক কবিতা বলে। শোক কবিতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Elegy। কখনো কখনো বিখ্যাত কোনো ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে শোক-কবিতা লেখা হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যে স্ত্রীর মৃত্যুতে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' এ ধরনের একটি শোক কবিতা।

▣ শব্দার্থ ও টীকা
বাট : পথ, রাস্তা ।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

তাজ : মুকুট।
নাহি : স্নান করে।
সায়র : সাগর ।
শুনো : শূন্য ।
ছপ/ সপ : পাটি, চাটাই।
বনিয়াদি : প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত।
আথালে : গোয়ালে।
মাথাল : তালপাতা,গোলপাতা ও বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরি এক ধরনের টুপি।
দু পয়সা করি দেড়ী : দু পয়সাকে দেড়গুণ করে।
সোনার মতন মুখ : সোনার মতো লাবণ্যে ঝলমল মুখ ।
ঘন আবিরের রাগে : দূর বনের মাথায় আসন্ন সন্ধ্যাকাশ আবিরের মতো লাল আভায় রঙিন হয়ে উঠেছে।
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে : ত্রিশ বছর আগে বৃদ্ধের স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। ত্রিশ বছর ধরে শোকার্ত বৃদ্ধের বেদনাশ্রুতে কবর নিয়ত সিক্ত হচ্ছে।

▣ বানান সতর্কতা

দেড়ী, মরণ, ব্যথা, গণ্ডস্নান, করুণ, শুনো, রঙিন, জোড়মানিক, গহীন, সায়র।

❒ নমুনা প্রশ্নাবলি ❒

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি বৃদ্ধের কোন আত্মীয়কে সোনালি ঊষার সোনামুখের সঙ্গে তুলনা করেছেন?
ক. স্ত্রীকে খ. পুত্রবধূকে
গ. কন্যাকে ঘ. নাতনিকে

২. দাদু শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় কোন হাটে কেনাকাটা করতেন?
ক. গজনার হাটে খ. শাপলার হাটে
গ. উজানতলীর হাটে ঘ. কাজীবাড়ির হাটে

৩. কোনটি পেলে দাদি সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন?
ক. পুঁতির মালা খ. তামাক মাজন
গ. নাকের নথ ঘ. হাটের তরমুজ

৪. 'মাটিরে আমি যে বড় ভালোবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক আয়-আয় দাদু গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।' চরণ দুটিতে বৃদ্ধের মাটির প্রতি অগাধ ভালোবাসার কারণ–
i. মাটির তলেই রয়েছে প্রিয় বেহেশত
ii. মাটির লাঙল চালিয়ে সোনার ফসল ফলানো হয়
iii. তার কয়েকজন প্রিয় আত্মীয় এ মাটিতেই ঘুমিয়ে রয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. 'কবর' কবিতার ভাবার্থ হল, এটি–
i. একটি করুণ রসাত্মক কবিতা
ii. এক গ্রামীণ বৃদ্ধের জীবন আলেখ্য
iii. মৃত্যু ভয়ে কাতর এক বৃদ্ধের স্বগতোক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. 'কবর' কবিতাটির শুরুতে প্রকাশ পেয়েছে কোনটি?
ক. শোকার্ত হাহাকার খ. শোক-গাঁথা
গ. গভীর বেদনা ঘ. গভীর সহানুভূতি

৭. 'জোড় মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরু ছায়'–এখানে 'জোড় মানিকেরা' বলতে কবি কাদেরকে বুঝিয়েছেন?

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ক. ছেলে ও মেয়ে খ. মেয়ে ও নাতনি
গ. ছেলে ও ছেলের বউ ঘ. স্ত্রী ও ছেলে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮ ও ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বৃদ্ধ নওশের আলী তার ছোট ছেলে, ছেলের বউ এবং একমাত্র নাতি ফয়সালকে নিয়ে ভালোভাবেই দিন কাটাচ্ছিলেন। ফয়সালের সাথে তিনি একাত্তরে শহীদ হওয়া তার স্ত্রী, বড় ছেলের স্মৃতিচারণ করতেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় ফয়সালের মৃত্যু হলে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন।

৮. ফয়সালের সঙ্গে 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধের কোন প্রিয়জনের মিল রয়েছে?
ক. ছেলে খ. মেয়ে
গ. নাতি ঘ. নাতনি

৯. নওশের আলীর বর্তমান মানসিকতা নিচের কোন পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে?
ক. পরাণের ব্যথা মরে নাকো সে যে কেঁদে উঠে ক্ষণে ক্ষণে
খ. অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে
গ. মোর জীবনের রোজ কেয়ামত ভাবিতেছি কতদূর
ঘ. কথা কস নাকো, জাগিয়া উঠিবে ঘুম-ভোলা মোর যাদু

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঘরের দেয়ালের ফটোগ্রাফটি দেখিয়ে কবি অতিথি বন্ধুকে বললেন–
'এ আমার ছোট ছেলে, যে নেই এখন,
পাথরের টুকরোর মতন
ডুবে গেছে আমাদের গ্রামের পুকুরে
বছর তিনেক আগে কাক ডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে।'

ক. 'কবর' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
খ. 'এ কথা লইয়া ভাবী-সাব মোরে তামাশা করিত শত'– ভাবি-সাব তামাশা করতেন কেন?
গ. 'সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া হবে,'– এখানে শেষ শোওয়া উদ্দীপকের দৃশ্যপট অবলম্বনে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত কবির ছেলের মৃত্যুস্মৃতি 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধের কোন বেদনাবোধের প্রতিনিধিত্ব করে– বিশ্লেষণ কর।

২. শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার, চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান।

ক. 'গহন' শব্দের কাব্যিক রূপ কী?
খ. 'মোর জীবনের রোজকেয়ামত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উপরের কবিতাংশের সাথে 'কবর' কবিতার ভাবগত পার্থক্য নিরূপণ কর।
ঘ. অনুচ্ছেদটির সাথে 'কবর' কবিতার ভাষাশৈলী কি সাদৃশ্যপূর্ণ? দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে মতামত দাও।

৩. রহিম মুন্সি একজন বনেদি গেরস্থ ছিল। তার সোনা বউ গৃহকর্মের অবসরে তাকে সাহায্য করতেন। ছেলে মেয়েদের আনন্দ কোলাহলে তার বাড়ির আঙিনা ছিল মুখরিত। এ ছেলে-মেয়েরা গ্রামের স্কুলের পাঠ চুকিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে চলে যায়। শিক্ষাজীবন শেষে তারা বিয়ে-শাদী করে শহরে বসবাস করতে থাকে। এর মধ্যে এক ছেলে এবং এক মেয়ে দেশ ছেড়ে প্রবাস জীবন শুরু করে। এমনি করে রহিম মুন্সির বাড়ির আনন্দ কোলাহল থেমে যায়। এরপরেও তিনি সোনা বউকে নিয়ে দিন কাটাতে থাকেন। একদিন হঠাৎ বুকের ব্যথা ওঠে তার বউ মারা যায়। মায়ের মৃত্যু সংবাদে ছেলে-মেয়েরা ছুটে আসে। দু'চারদিন যেতে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

না যেতেই যে যার গন্তব্যে ফিরে যায়। তিনি একাকী নিজ ভিটে বাড়িতে মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকেন। আর জায়নামাযে বসে স্ত্রীর জন্য দু'আ এবং সন্তানদের মঙ্গল কামনা করেন।

ক. জীবনের কোন অনুভূতি দিয়ে কবর কবিতা শুরু হয়েছে?
খ. 'মাটিরে আমি যে বড় ভালোবাসি'– বৃদ্ধের এ উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
গ. 'কবর' কবিতার কোন দিকটি রহিম মুন্সির জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "রহিম মুন্সি এবং 'কবর' কবিতার বৃদ্ধের সময়কার জীবনবোধ ভিন্ন সূত্রে গাঁথা"– বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কমলগঞ্জ গ্রামের বেশ কটি পরিবারের ভিটেমাটি ছাড়া সব কিছু পুড়ে যায়। সালেহা খাতুনের পরিবারও এ ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সালেহার স্বামী, সন্তান ছাড়াও মা ও ছোটবোন আগুনে পুড়ে মারা যায়। সবাইকে হারিয়ে সালেহা আজ পাথর বনে গেছে। আল্লাহর দরবারে এখন তার একটাই চাওয়া, আল্লাহ যেন তাকেও এ পৃথিবী থেকে তুলে নেয়।

ক. দাদির কবর কত বছর নয়নের জলে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে ?
খ. 'মোর জীবনের রোজ কেয়ামত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের সালেহা খাতুনের সঙ্গে 'কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুর জীবনের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য তুলে ধর।
ঘ. 'আল্লাহর দরবারে এখন তার একটাই চাওয়া' -বক্তব্যটি 'কবর' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ত্রিশ বছর দাদির কবর নয়নের জলে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে।

খ) 'কবর' কবিতায় এক গ্রামীণ বৃদ্ধের জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দীর্ঘ জীবন পাড়ি দিয়ে তিনি পৌঁছেছেন বার্ধক্যের প্রান্তসীমায়। জীবনের ঊষালগ্নে তিনি সংসার সাজিয়েছিলেন বালিকা বধূকে নিয়ে। তারপর সন্তান সন্ততির আগমনে তার জীবন ছিল সুখ-শান্তি, আনন্দ প্রাচুর্যে ভরপুর। কিন্তু সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। একদিন হঠাৎ প্রিয়তমা স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়। তারপর একে একে পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনি ও কন্যার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বৃদ্ধের জীবনে নেমে আসে করুণ হাহাকার। ত্রিশ বছর ধরে অতি আপনজনের বিয়োগ ব্যথা সইতে সইতে তিনি খুব ক্লান্ত। তাই বৃদ্ধ জীবনের শেষ দিনটির জন্য আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছেন। জীবনের রোজ কেয়ামত বলতে বৃদ্ধ মূলত তাঁর সেই শেষ দিনটির কথাই বুঝিয়েছেন।

গ) 'কবর' কবিতাটি পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের এক কালজয়ী সৃষ্টি। এখানে এক গ্রামীণ বৃদ্ধের করুণ কাহিনী বিধৃত হয়েছে। উদ্দীপকের সালেহা খাতুন এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে তার স্বামী, সন্তান, মা ও বোনকে হারান। এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে সালেহা খাতুন আজ একা। সব হারিয়ে তিনি নিঃস্ব। তার এখন খোদার কাছে একটাই প্রার্থনা, খোদা যেন তাকেও এ পৃথিবী থেকে নিয়ে যান। 'কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুর সঙ্গে উদ্দীপকের সালেহা খাতুনের জীবনের কিছু সাদৃশ্য কিছু বৈসাদৃশ্য রয়েছে। বৃদ্ধ দাদুর জীবনেও রয়েছে প্রিয়জন হারানোর সুতীব্র বেদনা। তবে একমাত্র জীবিত সদস্য নাতির কাছে দাদু তার বেদনাময় ইতিহাস বর্ণনা করে যন্ত্রণা লাঘব করতে পারেন কিন্তু সালেহা খাতুন তার পরিবারের সবাইকেই হারিয়েছেন। সালেহার স্বজন হারানোর প্রেক্ষাপট আর বৃদ্ধ দাদুর প্রিয়জন হারানোর প্রেক্ষাপট ভিন্ন। দাদু এক এক করে পাঁচজন প্রিয় মানুষকে হারিয়েছেন আর সালেহা খাতুন একদিনেই এক অগ্নিকাণ্ডে সবাইকে একসঙ্গে হারিয়েছেন। বৃদ্ধ দাদু নিজ হাতে প্রত্যেকের কবর রচনা করেছেন এবং তিরিশ বছর ধরে প্রিয় স্ত্রীর কবরকে চোখের জলে সিক্ত করে রেখেছেন, কিন্তু সালেহা খাতুন তা পারেননি। উদ্দীপকের সালেহা খাতুন আর

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

'কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুর প্রিয়জন হারানোর প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও স্বজন হারানোর বেদনা উভয়েরই অভিন্ন এবং উভয়েই নিজের মৃত্যু কামনা করে খোদার দরবারে প্রার্থনা করেন।

ঘ) জসীমউদ্‌দীন রচিত 'কবর' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের অসামান্য একটি শোক কবিতা। গভীর সহানুভূতি দ্বারা কবি এখানে এক বৃদ্ধের স্বজন হারানোর বেদনাকে তুলে ধরেছেন।

মৃত্যুর অমোঘ নিয়মে আমরা সকলেই বন্দি। প্রত্যেক জীবিত প্রাণীই একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। তবুও জীবন থেকে যখন প্রিয় কোনো মানুষ ভালোবাসার সকল বন্ধন ছিন্ন করে চলে যায় তখন শূন্যতাকে আমরা সহজে মেনে নিতে পারি না এবং স্বজন হারানোর হাহাকার কোনো সুখানুভূতি দ্বারাও ভুলে থাকা যায় না। প্রিয়জন হারানোর ফলে হৃদয়ের গভীর ক্ষতকে কোনো কিছুর বিনিময়ে পূরণ করা যায় না। 'কবর' কবিতায় কবি জসীমউদ্‌দীন বৃদ্ধ দাদুর করুণ কাহিনীর বর্ণনার মধ্য দিয়েও এ সত্যটি তুলে ধরেছেন। বৃদ্ধ দাদু তার জীবদ্দশায় একে একে তার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনি ও কন্যার মৃত্যু অবলোকন করেছেন। নিজ হাতে সবার কবর রচনা করে মৃতদের কবরে শায়িত করেছেন। দাদু নিয়মিত কবর জিয়ারত করে প্রিয় স্বজনের জন্য খোদার কাছে বেহেশত কামনা করেন। দাদু আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এ দীর্ঘ সময়ে কোনো কিছুর বিনিময়েই তিনি তার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়কে ভরিয়ে তুলতে পারেন নি। তাই তিনিও খোদার কাছে প্রার্থনা করেন যেন তিনিও হারানো স্বজনদের সহযাত্রী হয়ে মৃত্যু দেশে যেতে পারেন।

বৃদ্ধ দাদুর শূন্য হৃদয়ের মর্মরিত মূর্ছনা কবি অত্যন্ত আবেগপূর্ণভাবে 'কবর' কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সজল একজন উপজেলা নির্বাচন অফিসার। স্ত্রী নাতাশা ও এক কন্যাকে নিয়ে তার সুখেই দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন সড়ক দুর্ঘটনায় সজল মারা যায়। স্বামীকে হারিয়ে স্ত্রী নাতাশা দিশেহারা হয়ে পড়েন। স্বামীর ব্যবহৃত জিনিসগুলো জড়িয়ে ধরে মাঝেমধ্যেই তিনি কেঁদে ওঠেন। কয়েক মাসের মধ্যে তিনিও পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

ক. জীবনের প্রথম বেলায় কে সাঁঝ ডেকে এনেছিল?

খ. কাদের কেন জোড় মানিক বলা হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটির সাথে কবর কবিতার কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে বর্ণনা কর।

ঘ. 'কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন'- উক্তিটি কবর কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বৃদ্ধ দাদুর একমাত্র পুত্রবধূ জীবনের প্রথম বেলায় সাঁঝ ডেকে এনেছিল।

খ) 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধ দাদুর পুত্র ও পুত্রবধূকে 'জোড় মানিক' বলা হয়েছে। ফাল্গুনের একদিনে বৃদ্ধের পুত্র অসময়ে মাঠ থেকে ফিরে এসে জানায়, তার শরীরটা ভালো লাগছে না। দাদু তাকে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শুইয়ে দেয়। এ শোয়াই হয় তার জীবনের শেষ শোওয়া। পুত্রের মৃত্যু শোক দাদু যেমন সহজে মেনে নিতে পারেনি, তেমনি তার পুত্রবধূও তা পারেনি। তাই স্বামীর শোকে সেও একদিন পৃথিবী ছেড়ে পরপারে চলে যায়। অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে তার স্বামীর পাশেই কবর দেয়া হয়। এ কারণেই জীবন-মরণের সাথী হিসেবে তাদের জোড়মানিক বলা হয়েছে।

গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত নাতাশা স্বামী ও একমাত্র সন্তানকে নিয়ে সুখেই বসবাস করছিলেন। হঠাৎ একদিন তার স্বামী সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর নাতাশা দিশেহারা হয়ে পড়েন। স্বামীর জামা-কাপড় নিয়ে দিন-রাত কান্নাকাটি করতে থাকেন। নিজের শরীরের যত্ন না নেয়ায় অকালে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধ দাদুর পুত্রবধূ স্বামীকে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

হারিয়ে দিনরাত কান্নাকাটি করত। তার বেদনায় গাছের পাতারা ঝরে যেত, ফাল্গুনি হাওয়া কেঁদে উঠত। তার কান্নায় পথিকের চোখেও পানি আসত। স্বামীর ব্যবহৃত লাঙল-জোয়াল ধরে সারাদিন সে কান্না করত। নিজের শরীরের কোনো যত্ন নিতো না। এভাবে একদিন পুত্রবধূও পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেয়। যা উদ্দীপকের নাতাশার জীবনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ) পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন তাঁর 'কবর' কবিতায় গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপটকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকে উল্লিখিত নাতাশা স্বামীকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। স্বামীর শোকে তিনি হয়ে পড়েন শোকাহত। স্বামীর স্মৃতি বিজড়িত জিনিসপত্র ধরে নাতাশা দিনরাত কান্নাকাটি করেন। কয়েক মাসের মধ্যে তিনিও এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধ দাদুর পুত্রবধূ অল্প বয়সে স্বামীকে হারিয়ে মুষড়ে পড়ে। স্বামীর লাঙ্গল-জোয়াল ধরে সারাদিন কান্নাকাটি করতে থাকে। তার বেদনায় গাছের পাতারা ঝরে যায়। ফাল্গুনি হাওয়া কেঁদে ওঠে। পথিকেরা পথ দিয়ে যেতে যেতে চোখের পানি মুছে। স্বামীর গরু দুটিকে জড়িয়ে ধরে দু চোখের পানিতে বুক ভাসায়। ঠিকমত গোসল, খাওয়া-দাওয়া না করা আর নিজের শরীরের যত্ন না নেয়ায় উদাসিনী পুত্রবধূ অকালেই পৃথিবী ছেড়ে চিরদিনের মতো পরপারে চলে যায়। প্রিয়জন হারিয়ে সংবেদনশীল মানুষগুলো এভাবেই পৃথিবী থেকে অকালে ঝরে যায়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কলেরায় মা-বাবার অকাল মৃত্যুর পর মতিন তার ছোট বোন শিরিনকে কোলেপিঠে করে বড় করে তোলে। বোনকে সুখী দেখার জন্য অনেক দেখে-শুনে মতিন ওকে বড়ঘরে বিয়ে দেয়। কিন্তু বিয়ের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই যৌতুকের দাবিতে শিরিনের ওপর শুরু হয় নির্মম অত্যাচার। দরিদ্র মতিন তাদের দাবি পূরণে ব্যর্থ হয়। ফলে শিরিনের ওপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। শ্বশুর বাড়ির নিষ্ঠুর নির্যাতনে শিরিন শেষ পর্যন্ত মারা যায়। একমাত্র বোনকে হারিয়ে মতিন একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

ক. কাজী বাড়িতে কাকে বিয়ে দেয়া হয়েছিল?
খ. 'হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে'-বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের শিরিন চরিত্রটি 'কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুর নাতনির প্রতিরূপ'-ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'শ্বশুর বাড়ির নিষ্ঠুর নির্যাতনে শিরিন শেষ পর্যন্ত মারা যায়'- 'কবর' কবিতার আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কাজি বাড়িতে বিয়ে দেয়া হয়েছিল বৃদ্ধ দাদুর নাতনিকে।

খ) 'হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে' উক্তিটি বৃদ্ধ দাদুর একমাত্র নাতনির প্রসঙ্গে করা হয়েছে। তার নাতনি ছিল পরীর মতো মেয়ে। সম্ভ্রান্ত ঘর দেখে কাজি বাড়িতে তার বিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন ছিল খুবই নিষ্ঠুর। তার সাথে তারা কসাই-চামারের মতো আচরণ করতো। তবে তারা তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতো না। নির্যাতন যা করতো তা করতো মানসিকভাবে। আর এ নির্যাতনের প্রধান মাধ্যম ছিল ঠোঁট অর্থাৎ কথা বলা। প্রতি নিয়ত কটু কথা বলে তাকে নির্যাতন করা হতো বলেই কবি জসীমউদদীন বৃদ্ধ দাদুর জবানিতে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

গ) পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন রচিত 'কবর' কবিতাটিতে এক গ্রামীণ বৃদ্ধের স্মৃতিময় শোক কাহিনী ফুটে উঠেছে। এ কবিতার বৃদ্ধ দাদু তার পাঁচজন স্বজনকে হারিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় নিয়ে বেঁচে আছেন। প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে হারানোর পর বৃদ্ধ অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। এরপর একে একে পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনি ও কন্যাকে হারিয়ে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েন। দাদুর কাছে তার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা ও নাতনি ছিল অত্যন্ত আদরের। পুত্র ও পুত্রবধূকে হারিয়ে পিতৃ-মাতৃহীন নাতনিকে সুখী দেখতে কাজিদের বনেদি বাড়িতে বিয়ে দেন তিনি। কিন্তু নাতনির শ্বশুর যেন মানুষ নয়; কসাই-চামারের মতো এক অমানুষ। তাই বিয়ের পর থেকেই তার

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

নাতনিটি শ্বশুরবাড়ির নানা অত্যাচারে জর্জরিত হয়। অনেক চেষ্টার পর দাদু নাতনিকে ফিরিয়ে আনেন বটে কিন্তু কী এক পচানো জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তার সে নাতনি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর দেশে পাড়ি জমায়।
উদ্দীপকের শিরিন চরিত্রটি পিতৃ-মাতৃহীন। বড় ভাই মতিনের আদর-যত্নে বেড়ে উঠেছে সে। বোনের সুখের জন্য বড় ঘর দেখে তাকে বিয়ে দেয় মতিন। কিন্তু তারপরও ভাগ্যের নির্মমতা তার পিছু ছাড়ে না। যৌতুকের দাবিতে প্রতিনিয়ত শিরিন নির্যাতিত হতে থাকে। মতিন যৌতুক দিতে ব্যর্থ হলে নির্যাতন আরও বেড়ে যায়। এমনিভাবে বেদম প্রহারের ফলে শিরিন একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। শ্বশুর বাড়ির নিষ্ঠুরতা শিরিনের জীবন কেড়ে নেয়। উদ্দীপকের শিরিন আর 'কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুর নাতনি যেন একে অপরের প্রতিরূপ। শ্বশুর বাড়ির নিষ্ঠুরতা শিরিন ও বৃদ্ধের নাতনি উভয়েরই প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। তাই শিরিনকে যথার্থভাবেই আমরা 'কবর' কবিতার বৃদ্ধের নাতনির প্রতিবিম্ব বলতে পারি।

ঘ) 'কবর' কবিতায় কবি জসীমউদ্‌দীন গ্রামীণ এক বৃদ্ধের প্রিয়জন হারানো শোকার্ত হৃদয়ের হাহাকার ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকীয় স্বগতোক্তি দ্বারা বৃদ্ধ দাদু তার নাতিকে এক একটি কবর দেখানোর মধ্য দিয়ে স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনি ও কন্যার মৃত্যুর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কবি জসীমউদ্‌দীন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মৃত্যুর কাহিনীর আড়ালে সমাজের চিত্রও অঙ্কন করেছেন। তৎকালীন গ্রামীণ সমাজের বাল্য বিবাহ প্রথা, কৃষি সমাজের চিত্র ছাড়াও নাতনির মৃত্যু কাহিনীর আড়ালে যৌতুক প্রথার নগ্ন চিত্রও প্রকাশিত হয়েছে। পিতৃ-মাতৃহীন নাতনিকে সুখী দেখার জন্য দাদু কাজিদের বনিয়াদি ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নাতনির শ্বশুর যেন একজন কসাই চামার। প্রতিনিয়ত তাকে নির্যাতন করা হতো। নাতনি তার দাদুর কাছে বার বার চিঠি লিখে তাকে বাবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে। দাদুও অনেক চেষ্টার পর নাতনিকে তার কাছে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু কী এক পচানো জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দাদুর নাতনিও মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। মূলত শ্বশুর বাড়ির নিষ্ঠুর আচরণের কারণেই নাতনিকে এভাবে অকালে মরতে হয়। জসীমউদ্‌দীন ছিলেন পল্লীকবি। তাই তিনি তাঁর কবিতায় যেমন পল্লীর শ্যামল-কোমল প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্য তুলে ধরেছেন, তেমনি সেখানকার সহজ সরল সাধারণ মানুষের জীবন ও তাদের নিষ্ঠুর সমাজবাস্তবতাও চিত্রিত করেছেন। উদ্দীপকের মতো 'কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুর নাতনির জীবন কাহিনীর মধ্য দিয়ে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।
তাই 'শ্বশুর বাড়ির নিষ্ঠুর নির্যাতনে শিরিন শেষ পর্যন্ত মারা যায়' উদ্দীপকের এই উক্তিটি 'কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুর নাতনির জীবনেও সমভাবে প্রযোজ্য।

৪. নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ঈদুল ফিতরের নামজ শেষে রাসেল তার চাচার সঙ্গে পারিবারিক গোরস্তানে কবর জিয়ারত করতে যায়। দুই বছর বয়সে সে তার মাকে হারায়, তার ঠিক একবছর পর বাবাকে হারিয়ে এতিম হয়ে পড়লে ছোট চাচা তার লালন-পালনের দায়িত্ব নেন। গোরস্থানে দাঁড়িয়ে রাসেল হাত তুলে তার মা-বাবা ও দাদা-দাদির জন্য দোয়া করে। এসময় এক অব্যক্ত বেদনায় তার বুক ভেঙে কান্না আসে।

ক. দাদু কাকে হাসতে মানা করেছিলো?
খ. 'তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে'-চরণটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের রাসেল 'কবর' কবিতার নাতির সঙ্গে কোন দিক থেকে সম্পর্কিত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।
ঘ. 'এ সময় এক অব্যক্ত বেদনায় তার বুক ভেঙে কান্না আসে'- 'কবর' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) দাদু তার নাতিকে হাসতে মানা করেছিলো।

খ) ত্রিশ বছর আগে 'কবর' কবিতার কেন্দ্রীয় চরিত্র বৃদ্ধ দাদুর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানও বৃদ্ধ কৃষকের সংবেদনশীল মন থেকে তার প্রিয়তম স্ত্রীর স্মৃতিকে মুছে দিতে পারেনি। বরং, ত্রিশ বছর ধরেই এই শোকার্ত কৃষক চোখের জলে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

তাঁর স্ত্রীর কবর সিক্ত করে রেখেছে। 'তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে' পঙ্‌ক্তিটির মাধ্যমে মূলত বৃদ্ধ দাদুর স্ত্রী হারানোর এই বেদনার স্থায়িত্বকেই বোঝানো হয়েছে।

গ) উদ্দীপকের রাসেল ও 'কবর' কবিতার নাতির সম্পর্ক খুবই গভীর। তারা দুজনেই নিয়তির এক নির্মম পরিহাসের শিকার। এদিক থেকে তারা যেন একই সূত্রে গ্রন্থিত। রাসেল দুই বছর বয়সে মাকে হারায়, তার ঠিক এক বছর পরে বাবাকে হারিয়ে সে এতিম হয়ে পড়ে। 'কবর' কবিতায় নাতিও তার বাবা-মা, দাদি, বোন ও ফুফুকে হারায়। এদের দুজনের বেদনা মূলত একই উৎসজাত। দুজনই নিকট আত্মীয়দের হারিয়ে ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে।

ঘ) 'কবর' কবিতায় দাদু ও নাতি তাদের আত্মীয়-স্বজনদের হারিয়ে নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে পড়ে। জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ দাদু তার একমাত্র অবলম্বন নাতির কাছে একে একে সব মৃত্যুর কাহিনি তুলে ধরে। তিরিশ বছর আগে তার স্ত্রী পরলোকগত হয়। এরপর তার পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনি ও কন্যাকে হারিয়ে তিনি শোকে পাথর হয়ে যান। এ-সময় নাতির চোখেও অশ্রুধারা নেমে আসে। কারণ নাতিও এই একই বেদনায় সমব্যথী। উদ্দীপকের রাসেলও তার বাবা-মাকে হারিয়ে এতিম হয়ে পড়ে। পারিবারিক গোরস্তানে দাঁড়িয়ে রাসেল যখন কবর জিয়ারত করে, তখন আত্মীয়দের বিয়োগব্যথায় তার বুক ভেঙে কান্না আসে। 'কবর' কবিতার নাতিও একই বেদনায় কাতর। এটাই মানবজীবনের চরম বাস্তবতা। এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে চাইলেও এটা কেউ এড়াতে পারে না।

৫. নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

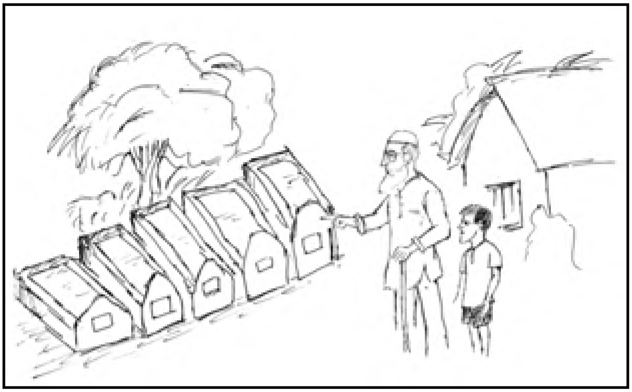

ক. ডালিম গাছতলার ত্রিশ বছরের পুরনো কবরটি কার?
খ. বৃদ্ধ দাদু মাটিকে এতো ভালোবাসেন কেন?
গ. যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি'–উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর।'– উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ডালিম গাছতলার ত্রিশ বছরের পুরনো কবরটি হলো দাদির।

খ) 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধ দাদু তার একমাত্র অবলম্বন নাতিকে পারিবারিক গোরস্থানে নিয়ে গিয়ে নিজের জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তার প্রিয়জনেরা এক এক করে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। তিনি কাউকে ধরে রাখতে পারেন নি। এক নদী শোক বুকে নিয়ে তিনি তাই তাদের স্মৃতি রোমন্থন করে চলছেন। সকলের আগে তার যাওয়ার কথা থাকলেও নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তিনি আজও বেঁচে আছেন। নিজের হাতে কোদাল ধরে তিনি তার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনি ও মেয়েকে কবর খুঁড়ে মাটির নিচে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন। তারা সবাই মাটির সাথে মিশে আছে। তাই বৃদ্ধ মাটিকে এতো ভালোবাসেন।

গ) উদ্দীপকের বৃদ্ধ দাদু এবং কবর কবিতার বৃদ্ধ দাদু দুজনই আত্মীয়স্বজন নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস, দুজনই সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। উদ্দীপকের বৃদ্ধ দাদু তার স্বজনদের হারিয়ে যেমন শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন, 'কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুও তেমনি তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে হারিয়ে শোকে আকুল হয়ে পড়েন। তারা দুজনেই যখন যাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছেন, তখনই তারা তাদের ফাঁকি দিয়ে পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিয়েছে। তাই তারা

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

উভয়েই বেঁচে থেকেও যেন মৃত্যুর চেয়ে কঠিন এক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। চোখের সামনেই একের পর এক প্রিয়জন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেও চোখে চেয়ে দেখা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার ছিল না।

ঘ) পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের বিখ্যাত সৃষ্টি 'কবর' একটি অতিশয় করুণ রসাত্মক বেদনাগাথা। এ কবিতায় কবি জীবনের অন্তিমলগ্নে উপনীত এক বৃদ্ধের স্ত্রী-পরিজন হারানোর শোকগাথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এক এক করে বৃদ্ধের জীবন থেকে বিদায় নিয়েছেন প্রায় সব কজন স্বজন। জীবনের প্রথম সুখের ছোঁয়া পেতে না পেতেই তাকে ছেড়ে পরপারে চলে যান তার আদরের স্ত্রী। সে শোক দূর না হতেই মৃত্যুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার একমাত্র পুত্র এবং পুত্রবধূ। অতঃপর তাদের পথ ধরেই হারিয়ে যায় একমাত্র নাতনি ও সাত বছরের কন্যা। প্রতিটি মৃত্যুরই নীরব সাক্ষী বৃদ্ধ দাদু। শোকের ভার বহন করতে করতে বৃদ্ধ দাদু যখন ক্লান্ত, তখন তিনি তার একমাত্র অবলম্বন নাতির কাছে সমস্ত জীবনের শোকের স্মৃতিগুলো তুলে ধরেন। তিনি বুঝতে পারেন তার জীবনেও সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। কারণ কাহিনী যখন শেষ হলো, তখন দিনেরও শেষ; বৃদ্ধের বুকের জমাট বাঁধা রুদ্ধশ্বাস যেন দীর্ঘশ্বাস হয়ে সন্ধ্যা রূপে নেমে এল পৃথিবীতে। হয়ত কিছুদিন পরেই মৃত্যুর ডাক আসবে। জীবনের খেয়া পাড়ি দিয়ে তিনিও আলিঙ্গন করবেন মৃত্যু নামক বন্ধুকে। মৃত্যুর বার্তাবাহকের অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন বৃদ্ধ দাদু।
একইভাবে উদ্দীপকে চিত্রিত দাদুর জীবনেও এমন এক শোকের আবহ তৈরি হয়। তার শোকের সমান্তরালে অবস্থান করে কবর কবিতার বৃদ্ধ দাদু তাই দূর বনে সন্ধ্যা নামার ঘন আবিরের উপমার মাধ্যমে নিজ জীবন সায়াহ্নেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং আযানের সকরুণ সুরে নিজ জীবনের রোজ কেয়ামতকেই স্মরণ করেছেন।

● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) ১৯০৫ সালে (খ) ১৯০১ সালে
(গ) ১৯০২ সালে **(ঘ) ১৯০৩ সালে**

২. কবি জসীমউদ্‌দীন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) মাগুরার শ্রীপুরে (খ) যশোরের চৌগাছায়
(গ) ফরিদপুরের তাম্বুলখানায় (ঘ) চট্টগ্রামের আনোয়ারায়

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে জসীমউদ্‌দীনের কোন কবিতা প্রবেশিকা বাংলা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয় ?
(ক) পল্লীবর্ষা (খ) মুসাফির
(গ) আমাদের গাঁ **(ঘ) কবর**

৪. কর্মজীবনের শুরুতে জসীমউদ্‌দীন কোথায় অধ্যাপনা করেন?
(ক) ঢাকা কলেজে **(খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে**
(গ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঘ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে

৫. কোন বিশ্ববিদ্যালয় কবি জসীমউদ্‌দীনকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধি দিয়েছে?
(ক) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
(খ) পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়
(গ) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
(ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৬. পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে?
(ক) মাটির কান্না **(খ) নকশী কাঁথার মাঠ**
(গ) সোজন বাদিয়ার ঘাট (ঘ) বালুচর

৭. কোন কাব্যগ্রন্থটি কবি জসীমউদ্‌দীনের রচনা?
(ক) বলাকা (খ) ক্ষণিকা
(গ) বালুচর (ঘ) পারাপার

৮. 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধ দাদু কাকে সোনালি ঊষার সোনামুখের সঙ্গে তুলনা করেছে?
(ক) কন্যাকে **(খ) স্ত্রীকে**
(গ) পুত্রবধূকে (ঘ) নাতনিকে

৯. দাদু শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় কোন হাটে কেনাবেচা করতেন?
(ক) গজনার হাটে **(খ) শাপলার হাটে**
(গ) উজানতলীর হাটে (ঘ) কাজি বাড়ি হাটে

১০. কোনটি পেলে দাদি সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন?
(ক) পুঁতির মালা **(খ) তামাক মাজন**
(গ) নাকের নথ (ঘ) বেগুন-তরমুজ

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

কবর

১১. ‘কবর’ কবিতায় ‘সারা বাড়ি ভরি’ কী ছড়ানো ছিল?
(ক) সুখ (খ) তামাক-মাজন
(গ) ধান **(ঘ) সোনা**

১২. ‘কবর’ কবিতায় শাপলার হাটে তরমুজ বিক্রি করে লাভ হতো–
(ক) দ্বিগুণ **(খ) দেড়গুণ**
(গ) তিনগুণ (ঘ) দু পয়সা

১৩. ‘কবর’ কবিতায় দাদির বাপের বাড়ি কোথায় ছিল?
(ক) উজানতলী (খ) কুসুমপুর
(গ) ভাটিগাঁও (ঘ) তাম্বুলখানা

১৪. ‘কবর’ কবিতায় দাদু সারা দিনরাত জেগে কিসের অঙ্ক আঁকেন?
(ক) তরমুজ বিক্রির (খ) ব্যবসায় লাভ ক্ষতির
(গ) কাফন ও কবরের (ঘ) জীবন-মৃত্যুর

১৫. ‘কবর’ কবিতায় ‘মেঝেতে পাটি বিছায়ে’ কাকে শোয়ানো হয়েছিল?
(ক) দাদিকে (খ) দাদুর কন্যাকে
(গ) দাদুর পুত্রকে (ঘ) দাদুর পুত্রবধূকে

১৬. ‘কবর’ কবিতায় দাদুর পুত্রবধূ স্বামীর শোকে কার গলা জড়িয়ে কাঁদতো?
(ক) ছেলের (খ) শ্বশুরের
(গ) লাঙলের **(ঘ) বলদের**

১৭. ‘কবর’ কবিতায় দাদুর পুত্রবধূ তার কবরের গায়ে কী ঝুলিয়ে দিতে বলেছিল?
(ক) স্বামীর মাথাল (খ) স্বামীর লুঙ্গি
(গ) স্বামীর চাদর (ঘ) স্বামীর গামছা

১৮. ‘কবর’ কবিতায় ‘পরীর মতন মেয়ে’ বলা হয়েছে কাকে?
(ক) পুত্রবধূকে (খ) দাদিকে
(গ) কন্যাকে (ঘ) নাতনিকে

১৯. ‘কবর’ কবিতায় দাদুর মেয়ের বয়স কত ছিল?
(ক) চার (খ) পাঁচ
(গ) ছয় **(ঘ) সাত**

২০. ‘কবর’ কবিতায় দাদু তার মেয়েকে ঘরে রেখে গিয়েছিলেন–
(ক) শাপলার হাটে **(ঘ) গজনার হাটে**
(গ) বৈল্লার হাটে (খ) গাবতলী হাটে

২১. ‘বাট’ শব্দটির অর্থ কী?
(ক) খাট **(খ) পথ**
(গ) বাড়ি (ঘ) গাড়ি

২২. ‘আথালে’ শব্দটির অর্থ কী?
(ক) মাঠে (খ) মাথাল
(গ) গোয়ালে (ঘ) তাজ

২৩. ‘কবর’ কবিতায় ‘সাগর’ শব্দের কোন কাব্যিক রূপটি ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) গঙ্গা (খ) জলধি
(গ) সায়র (ঘ) সমুদ্র

২৪. বাংলা সাহিত্যে জসীমউদ্‌দীনের সাধারণ পরিচয় কী?
(ক) গ্রামবাংলার কবি (খ) সাহিত্য সম্রাট
(গ) পল্লী কবি (ঘ) ছান্দসিক কবি

২৫. কবি জসীমউদ্‌দীনের কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল –
(ক) শেষ বয়সে (খ) কর্মজীবনে
(গ) ছাত্রজীবনে (ঘ) মধ্যবয়সে

২৬. কবি জসীমউদ্‌দীন কবিতা ছাড়া সাহিত্যের আর কোন শাখায় অবদান রেখেছেন?
(ক) স্মৃতিকথা (খ) ভ্রমণকাহিনী
(গ) নাটক **(ঘ) উপরের সবগুলো**

২৭. ‘কবর’ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়–
(ক) ‘কল্লোল’ পত্রিকায় (খ) ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায়
(গ) ‘মোহাম্মদী’ পত্রিকায় (ঘ) ‘মাহে নও’ পত্রিকায়

২৮. ‘কবর’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
(ক) নকশী কাঁথার মাঠ (খ) ধানখেত
(গ) বালুচর **(ঘ) রাখালী**

২৯. ‘কবর’ কবিতায় বর্ণিত রস কোনটি?
(ক) রম্য (খ) হাস্য
(গ) করুণ (ঘ) রুদ্র

৩০. ‘কবর’ কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত ?
(ক) ষান্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত (খ) স্বরবৃত্ত
(গ) অক্ষরবৃত্ত (ঘ) অমিত্রাক্ষর

৩১. ‘কবর’ কবিতাটি শুরু হয়েছে –
(ক) হাস্যরস দিয়ে (খ) বর্ণনা দিয়ে
(গ) হাহাকার দিয়ে **(ঘ) শোকবেদনা দিয়ে**

৩২. ‘কবর’ কবিতার সমাপ্তি কী দিয়ে?
(ক) শোক বেদনা দিয়ে (খ) বর্ণনা দিয়ে
(গ) হাহাকার দিয়ে (ঘ) হাস্যরস দিয়ে

৩৩. মর্মান্তিক শোক ও করুণ আবহ নিয়ে রচিত কবিতাকে কী বলে?
(ক) করুণ কবিতা (খ) বিয়োগান্তক কবিতা

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

(গ) শোক কবিতা (ঘ) বিরহ গাথা

৩৪. শোক কবিতাকে ইংরেজিতে কী বলে?
(ক) Elegy (খ) Sataire
(গ) Tragedy (ঘ) Romantic

৩৫. 'স্মরণ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কার স্মরণে লিখেছেন-
(ক) স্ত্রীর (খ) মার
(গ) বন্ধুর (ঘ) বড় ভাইয়ের

৩৬. 'পাথরের ফুল' কার লেখা কবিতা?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
(গ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় **(ঘ) সুভাষ মুখোপাধ্যায়**

৩৭. 'কবর' কবিতায় দাদির কবর কোথায় ছিল?
(ক) তমাল গাছের তলে (খ) পুকুর পাড়ে নেবুর তলে
(গ) গোরস্থানে **(ঘ) ডালিম গাছের তলে**

৩৮. 'কবর' কবিতায় শাপলার হাটে দাদু কয় পয়সার তরমুজ বিক্রি করেছে?
(ক) ৩ পয়সার (খ) ৪ পয়সার
(গ) ৫ পয়সার **(ঘ) ৬ পয়সার**

৩৯. 'কবর' কবিতায় দাদির জন্যে হাট থেকে দাদু কী কিনে নিতেন?
(ক) কাচের চুড়ি (খ) আলতা
(গ) পুঁতির মালা (ঘ) সুগন্ধী

৪০. 'কবর' কবিতায় দাদু কখন শ্বশুর বাড়ি যেতেন?
(ক) সন্ধ্যাবেলা (খ) সকালবেলা
(গ) ভরদুপুরে (ঘ) বিকালবেলা

৪১. 'কবর' কবিতায় দাদুর ছেলের মৃত্যু হয় –
(ক) বৈশাখ মাসে (খ) আষাঢ় মাসে
(গ) মাঘ মাসে **(ঘ) ফাল্গুন মাসে**

৪২. 'কবর' কবিতায় দাদুর পুত্রবধূ কার গলা ধরে কাঁদত?
(ক) ছেলের **(খ) গরুর**
(গ) মেয়ের (ঘ) শ্বশুরের

৪৩. কর্মজীবনের শুরুতে জসীমউদ্‌দীন–
(ক) অধ্যাপনা করেন (খ) সরকারি চাকুরি করেন
(গ) বেকার ছিলেন (ঘ) সাংবাদিকতা করেন

৪৪. দাদির কবরটি কোথায়?
(ক) আম গাছের তলায় (খ) জাম গাছের তলায়
(গ) ডালিম গাছের তলায় (ঘ) শিউলী গাছের তলায়

৪৫. 'কবর' কবিতায় 'সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া' কথাটি কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
(ক) দাদুর স্ত্রী **(খ) দাদুর পুত্র**
(গ) দাদুর কন্যা (ঘ) দাদুর পুত্রবধূ

৪৬. 'কবর'কবিতায় কয়টি মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে?
(ক) তিনটি (খ) চারটি
(গ) পাঁচটি (ঘ) ছয়টি

৪৭. কবর কবিতায় 'উদাসিনী সেই পল্লীবালা' বলা হয়েছে কাকে?
(ক) দাদিকে **(খ) পুত্রবধূকে**
(গ) কন্যাকে (ঘ) নাতনিকে

৪৮. 'কবর' কবিতায় জীবনের প্রথম বেলায় কে সাঁঝ ডেকে এনেছিল?
(ক) দাদি (খ) পুত্র
(গ) পুত্রবধূ (ঘ) মেয়ে

৪৯. আদরের বুজিকে কীভাবে মারা হতো ?
(ক) লাঠি দিয়ে **(খ) ঠোঁটে**
(গ) হাত দিয়ে (ঘ) পা দিয়ে

৫০. 'সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে ফোটে না সেথায় হাসি'- এখানে 'সোনামুখ'টি কার?
(ক) দাদির (খ) পুত্রবধূর
(গ) মেয়ের **(ঘ) নাতনির**

৫১. 'কবর' কবিতায় উল্লিখিত বৃদ্ধের মেয়েটির মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল?
(ক) সাপের কামড়ে (খ) তিনদিনের জ্বরে
(গ) পানিতে ডুবে (ঘ) কলেরায়

৫২. 'কবর' কবিতায় কার সোনার প্রতিমা পথের পরে লুটিয়েছিল?
(ক) দাদুর (খ) দাদির
(গ) মেয়ের (ঘ) নাতির

৫৩. কে আপনি 'মরণ বিষের তাজ' পরেছিল?
(ক) পুত্র **(খ) পুত্রবধূ**
(গ) কন্যা (ঘ) নাতনি

৫৪. 'কবর' কবিতায় 'রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তের দ্বার বেয়ে' কথাটি কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?
(ক) পুত্রবধূর **(খ) মেয়ের**
(গ) দাদির (ঘ) নাতনির

৫৫. 'কবর' কবিতায় পুতুলের বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় দাদির কান্নার কারণ কী?
(ক) দাদির বাল্য বিয়ে (খ) ভয়াল পণপ্রথা
(গ) বর খুঁজে না পাওয়া (ঘ) সামাজিক বাধা

৫৬. 'কবর' কবিতায় দাদির মৃত্যু হয়েছে কত বছর পূর্বে?
(ক) ১০ বছর (খ) ২০ বছর
(গ) ৩০ বছর (ঘ) ৪০ বছর

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৫৭. 'কবর' কবিতায় সোনালি উষার সোনামুখ হলো-
ক নাতির খ নাতনির
গ পুত্রবধূর ঘ দাদির

৫৮. 'কবর' কবিতায় পথ পানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখিজলে' - উক্তিটি কার উদ্দেশে করা হয়েছে?
ক দাদির খ দাদার
গ নাতির ঘ পুত্রবধূর

৫৯. 'কবর' কবিতায় 'যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি'-এ চরণে প্রকাশ পেয়েছে দাদুর-
ক জীবনের দূরত্ব খ সব হারানোর কষ্ট
গ অন্ধকারের গ্লানি ঘ নিঃসঙ্গতার বেদনা

৬০. 'কবর' কবিতায় 'জোড়মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরু-ছায়'- এখানে জোড়মানিক হলো–
ক দাদা ও দাদি খ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা
গ পুত্র ও পুত্রবধূ ঘ নাতি ও নাতনি

৬১. 'কবর' কবিতার অধিকাংশ চরণের মাত্রা বিন্যাস হলো-
ক ৬+৬+৬+১ খ ৬+৬+৬+১
গ ৮+৮+৮+১ ঘ ৬+৬+৬+২

৬২. 'কবর' কবিতায় 'এত আদরের বুজিরে তাহারা ভালোবাসিত না মোটে'– কাদের কথা বলা হয়েছে?
ক সমাজের লোকদের
খ স্বামীর সংসারের লোকদের
গ বাপের বাড়ির লোকদের
ঘ আত্মীয়-স্বজনদের

৬৩. 'কবর' কবিতায় কাকে 'ঘুম ভোলা যাদু' বলা হয়েছে?
ক দাদুর স্ত্রীকে খ দাদুর পুত্রবধূকে
গ দাদুর নাতনিকে ঘ দাদুর মেয়েকে

৬৪. 'কবর' কবিতায় স্বামীর 'মাথাল' কবরে ঝুলিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য হলো-
ক এক ধরনের কুসংস্কার
খ প্রচলিত সামাজিক প্রথা
গ কবরের চিহ্ন ধরে রাখা
ঘ চিরন্তন ভালোবাসার আবেদন

৬৫. 'দু পয়সা করি দেড়ী' এখানে 'দেড়ী' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক কালক্ষেপণ খ সময় ক্ষেপণ
গ দেরি ঘ দেড়গুণ

৬৬. 'কবর' কবিতায় 'বেহেস্ত' শব্দটি কোন বিকৃতরূপে হয়েছে?
ক ভেস্ত খ ভেহেস্ত
গ বেস্ত ঘ ভেসতো

৬৭. 'কবর' কবিতায় পুত্র ও পুত্রবধূর কবরদ্বয়ের কথা বুঝাতে কোন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে?
ক জোড়মানিক খ জোড়ামানিক
গ রত্নজোড় ঘ মানিক-জোড়

৬৮. 'শত যে মারিত ঠোঁটে'-এখানে 'ঠোঁটে' কথাটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক বাগযন্ত্রবিশেষ খ তিক্ততা
গ মিষ্টিকথা ঘ কটুকথা

৬৯. 'কবর' কবিতার সমভাবসম্পন্ন কবিতা কোনটি?
ক স্মরণ খ সোনার তরী
গ বিদ্রোহী ঘ বাংলাদেশ

৭০. 'কবর' কবিতার স্বগতোক্তি হলো-
ক এক গ্রাম্য বৃদ্ধের হাহাকার
খ গ্রাম্য পারিবারিক জীবন
গ জীবন যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি
ঘ মৃত্যু যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি

৭১. 'কবর' কবিতার সঙ্গে ছন্দের পরিপূর্ণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়-
ক 'জীবন-বন্দনা' কবিতার
খ 'পাঞ্জেরি ' কবিতার
গ 'বাংলাদেশ' কবিতার
ঘ 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার

৭২. 'কবর' কবিতার নামকরণ 'কবর' এর পরিবর্তে 'শোকগাথা' রাখা হলে তা হতো-
ক বিষয়বস্তুর অনুগামী
খ প্রেক্ষাপটের অনুগামী
গ মূল চরিত্রের অনুগামী
ঘ মূলভাবের অনুগামী

৭৩. 'কবর' কবিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো-
ক মাত্রা বৃত্ত ছন্দের ব্যবহার
খ শোকগাঁথা
গ বাগবৈদগ্ধ্য
ঘ নাটকীয় স্বগতোক্তি

৭৪. 'কী জানি পচানো জ্বরেতে ধরিল আর উঠিল না ফিরে'– 'পচানো জ্বরকে ' এখন আর এ নামে ডাকে না। তার কারণ-

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি
খ গ্রামের মানুষের উন্নতি
গ জীবন যাত্রার উন্নয়ন
ঘ প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার

৭৫. 'কবর' কবিতায় নিচের কোন চরণে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে-
ক মাটিরে আমি যে বড় ভালোবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক
খ লাঙ্গল লইয়া খেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও পথ ধরি
গ সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে
ঘ দুদিনের তরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ির দেশে

৭৬. 'কবর' কবিতায় কার মৃত্যুতে দাদু সর্বাধিক শোকাহত হয়েছেন–
ক স্ত্রীর মৃত্যুতে খ পুত্রবধূর মৃত্যুতে
গ ছেলের মৃত্যুতে ঘ মেয়ের মৃত্যুতে

৭৭. 'কবর' কবিতার কোন মৃত্যুটি প্রেমের মহিমায় উজ্জ্বল?
ক দাদির মৃত্যু খ পুত্রের মৃত্যু
গ পুত্রবধূর মৃত্যু ঘ কন্যার মৃত্যু

৭৮. 'শ্বশুর তাহার কসাই চামার'-কার শ্বশুর কসাই চামার?
ক দাদার মেয়ের খ দাদার নিজের
গ দাদার নাতনির ঘ দাদার ছেলের

৭৯. 'কবর' কবিতায় পৌত্রের ভূমিকা মূলত কী ছিল?
ক শ্রোতার খ দর্শকের
গ সঙ্গীর ঘ সহযোগীর

৮০. দেখতে দাদির মতো ছিল–
ক নাতনি খ পুত্রবধূ গ মেয়ে ঘ ভাবী

৮১. 'কবর' কবিতায় কোন বিষয়টি প্রধান হয়ে উঠেছে?
ক মৃত্যুর ভয়াবহতা
খ মৃত্যুতে অসহায়ত্ব
গ এক গ্রামীণ বৃদ্ধের জীবন
ঘ এক গ্রামীণ বৃদ্ধের জীবনের গভীর বেদনাগাঁথা

৮২. সামগ্রিকভাবে বাংলার গ্রামীণ জীবনের আবহ ও সহজ সরল প্রাকৃতিক রূপ কার কাব্যে সবচেয়ে বেশি প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে?
ক সৈয়দ আলী আহসানের
খ আল মাহমুদের
গ সুফিয়া কামালের
ঘ জসীমউদ্‌দীনের

৮৩. 'কবর' কবিতায় দাদুর নাতনিকে কখন বাবার বাড়ি আনা হয়?
ক বসন্তে খ বর্ষায়
গ গ্রীষ্মে ঘ শীতে

৮৫. 'কবর' কবিতায় দাদুর মেয়ের মৃত্যুর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে –
ক হৈমন্তীর মৃত্যুর খ বিলাসীর মৃত্যুর
গ মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর ঘ অপুর মৃত্যুর

৮৬. বালিকা-বধূটি কেঁদে বুক ভাসাত, কারণ-
i. তার পুতুলের বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল
ii. তাকে খুব ছোট বয়সে বিয়ে দেয়া হয়েছিল
iii. তার ছোট হাতে অনেক বড় সংসার সামলাতে হতো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i, ii ঘ ii, iii

৮৭. সোনার মতো মুখ বলতে বুঝায়-
i. সোনার মতো লাবণ্য ii. সোনার মতো উজ্জ্বল মুখ
iii. সোনার মতো মূল্যবান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i, ii গ i, iii ঘ i, ii, iii.

৮৮. 'সায়র' বলতে বুঝায়–
i. সাগর ii. দীঘি
iii. সরোবর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i, iii ঘ i, ii, iii

৮৯. 'ভেবে হইতাম সারা'-এখানে 'সারা' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা হলো–
i. সমগ্র ii. শেষ
iii. আকুল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ iii গ i, iii ঘ i, ii, iii

৯০. 'অভাগিনী আপনি পরিল মরণ বিষের তাজ'– এ 'তাজ' কথাটির আভিধানিক অর্থ কী?
i. মুকুট ii. শিরোভূষণ
iii. মাথাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i, ii গ i, iii ঘ i, ii, iii

৯১. 'কবর' কবিতায় বর্ণিত 'হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে'– বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ চরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়–
i. নারী নির্যাতন ii. পণপ্রথা
iii. এসিড নিক্ষেপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii.

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৯২. ‘কবর’ কবিতায় বর্ণিত ‘পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক’- পুতুলের বিয়ে চিত্রকল্পের সঙ্গে বর্তমান সমাজে সাদৃশ্য হলো-
i. বাল্য বিয়ের ii. যৌতুক প্রথার
iii. নারী নির্যাতনের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii

৯৩. ‘কবর’ কবিতার প্রেক্ষাপট হলো-
i. পারিবারিক দ্বন্দ্ব ii. গ্রামীণ জীবনের দুঃখকষ্ট
iii. নারী নির্যাতন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii

৯৪. ‘কবর’ কবিতায় দাদুর পুত্রের শোক-বেদনায় পুত্রবধূ –
i. প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাঁঝ
ii. আপনি পরিল মরণ-বিষের তাজ
iii. কী জানি আশিস করে গেল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii.

৯৫. ‘কবর’ কবিতায় পুত্রবধূ মৃত্যুর আগে ছেলেকে ডেকে বলল–
i. দুলাল আমার
ii. সোনারে আমার
iii. যাদুরে আমার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii. খ ii ও iii. গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯৬ ও ৯৭ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাত দিনের বেশি বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পারিল না।

৯৬. উদ্দীপকে বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে ‘ কবর’ কবিতার কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?
ক নাতনি খ পুত্রবধূ
গ মেয়ে ঘ দাদি

৯৭. উদ্দীপকে বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে ‘কবর’ কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রের পার্থক্য হলো –
ক শোকের বহিঃপ্রকাশে খ জীবনের সমাপ্তিতে
গ ভালোবাসার গভীরতায় ঘ অসহায়ত্ববোধে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯৮ ও ৯৯ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

যেতে নাহি দিব হায়!
তবু যেতে দিতে হয়,
তবু চলে যায়।

৯৮. উদ্দীপকের ভাবের প্রতিফলন রয়েছে কোন চরণে?
ক কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝঝুম নিরালায়
খ ফালগুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনো মাঠখানি ভরে
গ সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে ফোটেনা সেথায় হাসি
ঘ যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি

৯৯. উদ্দীপকটিতে ‘কবর’ কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো –
i. কাছের মানুষ হারানোর ব্যথা
ii. স্বজনদের আঁকড়ে রাখার আকুলতা
iii. স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হবার ব্যাকুলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii. খ ii ও iii.
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯৮ ও ৯৯ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মাজেদ আলী তার ১৩ বছরের মেয়ে ফুলিকে বিয়ে দেয় পাশের গ্রামের কালামের সাথে। বিয়ের কিছুদিন যেতে না যেতেই শ্বশুরালয় থেকে যৌতুকের জন্য চাপ দেয়া হয় ফুলিকে। নানা নির্যাতনের মুখে ফুলি অসুস্থ হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসে এবং কিছুদিনের মধ্যেই মারা যায়।

১০০. উদ্দীপকের ফুলি ‘কবর’ কবিতার কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে ?
ক নাতনি খ পুত্রবধূ
গ মেয়ে ঘ কেউ না

১০১. ‘ফুলি অসুস্থ হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসে’ – ফুলির এ অবস্থা ‘কবর’ কবিতার কোন চরণে প্রতিফলিত হয়েছে?
i. খবরের পর খবর পাঠাত দাদু যেন কাল এসে
ii. সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে ফোটেনা সেথায় হাসি
iii. কালো দুটি চোখে রহিয়া রহিয়া অশ্রু উঠিছে ভাসি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii. খ ii ও iii.
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

তাহারেই পড়ে মনে
সুফিয়া কামাল

◘ কবি পরিচিতি

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ এবং অনন্যসাধারণ কাব্যপ্রতিভার অধিকারিণী কবি সুফিয়া কামাল বাংলা

সাহিত্যাকাশের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বাঙালি মুসলিম নারীসমাজ যখন এক প্রকার গৃহবন্দী জীবন কাটাত, তখনই এদেশের কাব্যাঙ্গনে তাঁর উত্থান ঘটে। তৎকালে নারীদের বাড়ির বাইরে গিয়ে পড়াশোনার কোনো উপায় ছিল না। সুফিয়া কামালও তার বাইরে ছিলেন না। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার কোনো সুযোগ পাননি তিনি। তিনি ছিলেন অনেকটা স্বশিক্ষায় শিক্ষিত। নারীসমাজ তথা আমাদের সমগ্র সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধনে তাঁর অনবদ্য অবদানের জন্য তাঁকে 'জননী সাহসিকা' উপাধি দেয়া হয়। সাহিত্যে অমর কীর্তির জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদক, বুলবুল ললিত কলা একাডেমি পুরস্কারসহ তিনি নানাবিধ পুরস্কারে ভূষিত হন। মাত্র এগার বছর বয়সে জ্ঞাতি ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে তাঁর স্বামী অকালে মারা যান। তারপর কলকাতা করপোরেশনের অধীনে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। একটি কন্যা সন্তান নিয়ে এ সময় তাঁকে যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। ১৯৩৯ সালে কামাল উদ্দিনের সাথে পুনরায় তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

জন্ম : ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে (পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়)।

মৃত্যু : ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায়।

◘ রচনাবলি

কাব্যগ্রন্থ : সাঁঝের মায়া, মায়া কাজল, উদাত্ত পৃথিবী।

গল্প গ্রন্থ : কেয়ার কাঁটা।

স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ : একাত্তরের ডাইরি।

◘ উৎস ও পরিচিতি

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ঋতু বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। তারই ধারাবাহিকতায় শীতের পর বসন্তের আগমন ঘটেছে প্রকৃতিতে। বসন্ত মানেই প্রাণের স্ফূরণ। বসন্ত মানেই নতুনের সৃষ্টি সম্ভার। মৌমাছির গুঞ্জন, মাধবী ফুলের কুঁড়ির নাচন , বনে বনে পাখ-পাখালির কলকাকলি মনকে নতুন আনন্দ ও শিহরণে উদ্বেলিত করে। কিন্তু কবি মন এতো কিছুর পরও শোকাচ্ছন্ন-বেদনায় ভারাক্রান্ত। বসন্তের সমস্ত সৌন্দর্যও কবির মনকে স্পর্শ করতে পারে না। কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। পরমাত্মীয় ও একান্ত আপনজন-স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের অকাল প্রয়াণ এবং তার অব্যবহিত পরে কবির মানসিক যাতনা এ কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে।

◘ শব্দার্থ ও টীকা

সমীর : বাতাস।

কুহেলি : কুয়াশা।

উত্তরী : চাদর।

মাধবী : বাসন্তীলতা বা তার ফুল।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

অর্ঘ্যবিরচন : অঞ্জলি বা উপহার রচনা।

তাহারেই পড়ে মনে : বসন্তের আগমনে কবির অন্তরে বিদায়ী শীতের কথা জেগে ওঠে।

ফাগুন যে এসেছে ধরায় : পৃথিবীতে ফাগুন অর্থাৎ বসন্তের আগমন ঘটেছে।

কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী : কবি শীতকে মাঘের সন্ন্যাসীরূপে কল্পনা করেছেন। বসন্ত আসার আগে সর্বত্যাগী সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মতো মাঘের শীত যেন কুয়াশার চাদর গায়ে মিলিয়ে গেছে।

▣ বানান সতর্কতা

নীরব, সমীর, অধীর, তরী, আগমনী, গীতি, মাধবী, তীব্র, কুহেলি, উত্তরী, ধীরে, সন্ন্যাসী।

❒ নমুনা প্রশ্নাবলি ❒

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'তাহারেই পড়ে মনে'- কবিতার বর্ণনাকারী চরিত্র কোনটি?

ক. কবি স্বয়ং খ. কবি ভক্ত
গ. বৃদ্ধ দাদু ঘ. কুললক্ষ্মী

২. 'তাহারেই পড়ে মনে'– কবিতায় বসন্তের প্রতি কবির বিমুখতার কারণ –

i. অতীত প্রীতি
ii. ব্যক্তিগত দুঃখবোধ
iii. শীত ঋতুর বিদায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

"শ্যামল-কাজল বন আমার ভালো লাগে
তবে আমারও প্রতিজ্ঞা আছে অনেক
যেতে হবে বহুদূর-ঘুমিয়ে পড়ার আগে।"

৩. অনুচ্ছেদের 'শ্যামল-কাজল বন' 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন ঋতুর রূপক?

ক. শরৎ খ. হেমন্ত
গ. শীত ঘ. বসন্ত

৪. অনুচ্ছেদের মূলভাব নিচের কোন চরণে প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. রহেনি সে ভুলেনি তো, এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া
খ. তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোনো মতে
গ. বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি এ মোর মিনতি
ঘ. তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান

৫. গঠনরীতির দিক থেকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কোন ধরনের কবিতা?

ক. স্বগতোক্তি খ. কাহিনীমূলক
গ. সাধারণ বর্ণনা ঘ. সংলাপ নির্ভর

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. হিম কুহেলির অন্তরতলে আজিকে পুলক জাগে
রাঙিয়া উঠেছে পলাশ কনিকা মধুর রঙ্গিন রাগে।
আসিবে এবার ঋতুরাজ বুঝি
তারি বাঁশি ওঠে মলয়েতে বাজি
****
****
দূরে সরে গেছে হিম জর্জর
কুয়াশা ঢাকা বেদনা নিথর
মর্মরি ওঠে মধুর রাগিণী বন-নিকুঞ্জ তলে
সুন্দর সে যে হাসিতে তাহার নিখিল ভুবন ভোলে।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ক. 'কুঁড়ি' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ কর।
খ. শীত ঋতুকে কবি কেন 'মাঘের সন্ন্যাসী' বলেছেন?
গ. অনুচ্ছেদের প্রথমাংশের ভাবটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কার সংলাপে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অনুচ্ছেদের বর্ণিত ঋতুর সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার ঋতুর দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে'– এ উক্তিটির সঙ্গে তুমি কি একমত? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চার জন্যে বিয়ের পর অনিন্দিতা সবসময় স্বামী ধ্রুবগুপ্তের কাছ থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সুখী দাম্পত্য জীবন দীর্ঘায়িত হয়নি। তবে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি থেমে যান নি, একাকি জীবন-যাপন করলেও বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। এছাড়া তিনি নারী শিক্ষার জন্য নিয়েছেন নানা উদ্যোগ। সর্বক্ষেত্রেই স্বামীর স্মৃতি ছিলো তাঁর অনুপ্রেরণাস্থল।
ক. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূলসুর কী?
খ. বসন্তের সৌন্দর্য কবির কাছে অর্থহীন কেন?
গ. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন ঋতুর সঙ্গে উদ্দীপকের অনিন্দিতার স্বামীর চিরবিদায়ের মিল রয়েছে?– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোন মতে'– কবির এ মনোভাবের সঙ্গে স্বামীহারা অনিন্দিতার মনোভাবের তুলনা কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাঁধনের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি তার মা। মা-ই তার পরম বন্ধু। আবদার, আহ্লাদ, অভিমান, ভালোবাসা সব কিছুই তার মাকে ঘিরে। প্রতিবছরই বসন্তের প্রথম প্রহরে মা-মেয়ে গায়ে হলুদ শাড়ি পরে, খোপায় ফুল গুঁজে বসন্তকে বরণ করে নিতো। সড়ক দুর্ঘটনায় হঠাৎ করেই বাঁধনের মা মারা যান। তীব্র কুয়াশার কারণে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। কোনো কিছুর বিনিময়েই বাঁধন তার মাকে বাঁচাতে পারেনি। আজ সে একেবারেই নিঃসঙ্গ। মায়ের স্মৃতিগুলোই তার সঙ্গী। হলুদ-বসন্ত তার কাছে আজ যেন কেবলই নীল।

ক. কুহেলি উত্তরী তলে দিগন্তের পথে কে চলে গেছে?
খ. 'মাঘের সন্ন্যাসী' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
গ. বাঁধনের নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
ঘ. 'হলুদ-বসন্ত তার কাছে আজ যেন কেবলই নীল'– 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কুহেলি উত্তরী তলে দিগন্তের পথে চলে গেছে মাঘের সন্ন্যাসী।

খ) মাঘের সন্ন্যাসী হচ্ছে একটি প্রতীকী সত্তা। ছয় ঋতুর মধ্যে সবচেয়ে রিক্ত ও বিবর্ণ ঋতু হচ্ছে শীত। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি থেকে শীত বিদায় নেয়। কিন্তু তারপরও সংবেদনশীল মানব মন তার কথা ভুলতে পারে না। বসন্তের আনন্দ কোলাহলের মধ্যেও সে তাকে মনে রাখে। হৃদয়ের গভীরে তার জন্য সে লালন করে গভীর মমত্ববোধ ও সহানুভূতি। কবির ব্যক্তিজীবনেও প্রকৃতির এ ছায়াপাত ঘটেছিল। তিনি যখন তার কবি প্রতিভার জন্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বসন্ত ঋতুর মতোই আনন্দঘন পরিবেশে অবস্থান করছিলেন তখন তার কাব্যসাধনার মূল প্রেরণাদাতা প্রয়াত স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের কথা তিনি ভুলেন নি। তাই রিক্ত হস্তে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়া অকাল প্রয়াত স্বামীকেই তিনি তার কবিতায় মাঘের সন্ন্যাসী রূপে চিত্রিত করেছেন।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

গ) কবি সুফিয়া কামাল রচিত 'তাহারেই পড়ে মনে' একটি স্মৃতিচারণমূলক কবিতা। প্রকৃতির অন্তরালে কবি এখানে তার প্রিয়জন হারানোর বেদনাকে ব্যক্ত করেছেন।

আলোচ্য উদ্দীপকে বাঁধনের নিঃসঙ্গতা যেন কবি সুফিয়া কামালের স্বামী হারানোর বেদনাকেই মূর্ত করে তোলে। কবির কাব্য চর্চার সবচেয়ে বড় প্রেরণাদাতা ছিলেন তাঁর স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন। কিন্তু অল্প বয়সেই তিনি আকস্মিকভাবে মারা যান। এর ফলে কবির জীবনে নেমে আসে গভীর শূন্যতা। এরপর নানা দিক থেকে তার জীবনে পূর্ণতা এলেও স্বামী হারানোর সেই কষ্ট থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি। তাই জীবনের সুখময় পরিবেশ থেকে সব সময় তিনি নিজেকে সযত্নে সরিয়ে রেখেছেন। জীবনের এই বিষয়টিকেই তিনি তার কবিতায় প্রকৃতির আবহে তুলে ধরেছেন। শীতের পর প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে। কিন্তু সেদিকে কবির কোনো খেয়াল নেই। বসন্তের রূপ-রস তাকে একটুও স্পর্শ করতে পারেনি। দিগন্তের পথে রিক্ত হস্তে চলে যাওয়া মাঘের সন্ন্যাসীর স্মৃতিগুলোই তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঠিক একইভাবে উদ্দীপকের বাঁধনও আজ নিঃসঙ্গ। পরম বন্ধু মায়ের আকস্মিক মৃত্যু তাকে শোকাচ্ছন্ন করে দিয়েছে। বাঁধন কিছুতেই তার মায়ের মৃত্যুটা মেনে নিতে পারছে না। এক মুহূর্তের জন্যও সে মাকে ভুলে থাকতে পারছে না। মায়ের স্মৃতিগুলো মনে করেই বাঁধনের সময় পার হয়ে যায়। স্মৃতিই আজ বাঁধনের নিত্যসঙ্গী। তাই ঋতুচক্রের আবর্তে প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও হলুদ শাড়ি পড়ে, খোঁপায় ফুল গুঁজে বসন্তকে বরণ করে নেয় না বাঁধন; বসন্তকে বরণ করে নেয়ার বিষয়টি তাঁর কাছে এখন শুধুই স্মৃতি। বাঁধনের প্রিয়জন হারানোর এই কষ্টবোধ ও স্মৃতিকাতরতার বিষয়টিই 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় শৈল্পিক মহিমায় ফুটে উঠেছে।

ঘ) 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি সুফিয়া কামালের ব্যক্তি জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। প্রকৃতির অন্তরালে এখানে কবির বেদনাবিধুর জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে।

কবির জীবনের সবচেয়ে বড় উৎসাহ ও প্রেরণাদাতা স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন। পরমপ্রিয় স্বামীর অকাল মৃত্যু কবিকে শূন্যতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করেছে। শীতের আগমনে প্রকৃতি হয়ে পড়ে রুক্ষ। বৃক্ষ হয় পুষ্প-পত্রহীন। ধূলি মলিন প্রকৃতি রূপ ধারণ করে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো। রিক্ত প্রকৃতি আবার নবযৌবন লাভ করে বসন্তের আগমনে, প্রকৃতিতে প্রাণের সঞ্চার হয়, নবপল্লব, বাহারি পুষ্প আর পাখির কলতান মানবমনেও দোলা জাগায়। নানা আনুষ্ঠানিকতায় তারাও বসন্তকে বরণ করে নেয়। কবি সাহিত্যিকরাও থেমে থাকেন না। ভাবে, ছন্দে আর ভাষায় তারাও বসন্তকে বরণ করে নেন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে কবিতার কবি তা করছেন না। বসন্তের সৌন্দর্য তার মনে দোলা জাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে। ভক্তের সনির্বন্ধ অনুরোধেও কবি বসন্তের বন্দনাগীত রচনায় মনোনিবেশ করছেন না। মূলত প্রকৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে এখানে কবি সুফিয়া কামালের ব্যক্তি জীবনের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মাঘের সন্ন্যাসীরূপী মৃত স্বামীর স্মৃতিগুলো সব সময় তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তাই বসন্তের মতো সুখময় পরিবেশ থেকে সযত্নে তিনি নিজেকে সরিয়ে রাখেন। স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের বিয়োগ ব্যথা যেন শীতে মাঘের সন্ন্যাসীর প্রতীকে কবিতায় ফুটে উঠেছে। একইভাবে বাঁধনও তার মার স্মৃতিকে হৃদয় থেকে কিছুতেই মুছতে পারছে না। এমন কোনো অবলম্বনও তার নেই, যা দিয়ে সে সেই শোক থেকে নিজেকে মুক্ত করবে। তাই কবির মতো কোনো আনন্দঘন অনুষ্ঠান বা পরিবেশই তার কাছে আজ সুখের নয়। সব কিছুতেই সে কষ্টের স্পর্শ পায়। তাই বসন্তের প্রথম প্রহর তার কাছে আর আগের মতো বর্ণালি হয়ে ধরা দেয় না; তা শুধু বেদনার নীল রঙে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সংবেদনশীল মানবমনের এটাই চিরন্তন ধর্ম। বাঁধন বা কবিতার কবির মতো কেউই তার ব্যতিক্রম নন।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কলেজের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছেই মিতালী খুব প্রিয় মানুষ। লেখাপড়া, খেলাধুলা আর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তার নামটিই সবার আগে থাকে। প্রতি বছর কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে নবীনদের বরণ করে নেয়ার জন্য মিতালীর লেখা মানপত্রের তুলনাই হয় না। কিন্তু এ বছর মিতালী মানপত্র না লেখায় কলেজের সবার মন খুব খারাপ। শত অনুরোধেও কাজ হয় নি। মিতালীর বক্তব্য আমি বরণ করে না নিলেও নবীনরা কি আসবে না? তাদের কি বরণ করা হবে না? সদ্য পিতৃহারা মিতালী বাবার মৃত্যুকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ক. ধরায় ফাগুন আসার পরও কে নীরব রয়েছেন?
খ. প্রকৃতিতে বসন্ত আসার পরও কবি উদাসীন কেন?
গ. উদ্দীপকের মিতালীর সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি-হৃদয়ের যে সাদৃশ্য পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির প্রিয়জন হারানোর স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ধরায় ফাগুন আসার পরও নীরব রয়েছেন কবি।

খ) 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের এক অপূর্ব সমন্বয়। এখানে কবি তার প্রিয়জন হারানোর বেদনায় শোকাচ্ছন্ন। স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির কাব্যজগতে এক বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি হয়। কবি কোনোভাবেই স্বামী হারানোর বেদনাকে ভুলতে পারছেন না। কুয়াশার চাদর গায়ে মাঘের সন্ন্যাসীর বিদায় নেয়া যেন কবির জীবন থেকে তার প্রেরণাদাতা স্বামীর চলে যাওয়ারই নামান্তর। শীতের প্রকৃতির মতোই কবিমন আজ রিক্ত ও নিঃস্ব। তাই বসন্তের আগমনী গানের মতো চারপাশের আনন্দময় পরিবেশের প্রতি তার কোনো মনোযোগ নেই। বসন্তের সৌন্দর্যের মতো জীবনের কোনো ঐশ্বর্যই তাকে আলোড়িত করতে পারছে না। অতীতের স্মৃতি রোমন্থনেই তিনি মগ্ন। বর্তমান তার কাছে একেবারেই গুরুত্বহীন। তাই প্রকৃতিতে বসন্ত আসার পরও কবি এতোটা উদাসীন।

গ) কবি সুফিয়া কামাল রচিত 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রকৃতির অনুষঙ্গে কবি-হৃদয়ের হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে।
'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় মানবমন ও প্রকৃতি যেন একাকার হয়ে গেছে। এ কবিতায় কবি মাঘের সন্ন্যাসীর বিদায়কে কোনোভাবেই ভুলতে পারছেন না। প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন ঘটেছে। প্রকৃতি পেয়েছে নব যৌবন। বসন্তের সৌন্দর্যে মানবহৃদয় আনন্দে আত্মহারা; কবি-সাহিত্যিকগণও থেমে নেই। বসন্তকে তারা বরণ করে নিচ্ছে তাদের কাব্য দিয়ে। কিন্তু কবি মাঘের সন্ন্যাসীর করুণ বিদায়ের মাঝে অতীত স্মৃতিকেই হাতড়ে ফিরছেন। বসন্তের সৌন্দর্য কবিকে বিমোহিত করতে পারছে না। তাই বসন্তকে বরণ করে নেয়ার কথা তিনি ভুলেই গেছেন। উদ্দীপকের মিতালীও সদ্য পিতৃহারা হয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে। নবীন বরণ অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে নিজেকে সে লুকিয়ে রেখেছে পিতা হারানোর বেদনার আবর্তে। এখানেও প্রিয়জন হারানোর হাহাকার মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবিতায় কবির প্রিয়জন ও প্রেরণাদাতা স্বামী হারানোর কষ্টের সঙ্গে মিতালীর পিতা হারানোর কষ্ট যেন একাকার হয়ে গেছে।

ঘ) প্রকৃতি ও মানুষের মন যেন একই সূত্রে গাঁথা। ঋতুর পরিবর্তনে প্রকৃতি যেমন তার রূপ বদলায়, জীবন চলার পথে নানা ঘটনাপ্রবাহে মানবমনও তেমনি করে পরিবর্তিত হয়। কবি সুফিয়া কামাল রচিত 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রকৃতির রূপকে প্রিয়জন হারানো এক কবিহৃদয়ের নিদারুন হাহাকার ফুটে উঠেছে।
'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবিমনের নিঃস্বতার এক করুণ সুর ধ্বনিত হয়েছে। প্রকৃতিতে বসন্তের আগমনে চারিদিক ফুলে ফুলে ভরে গেছে। বাতাবি লেবুর ফুল আর আম্রমুকুলের মৌ মৌ গন্ধে চারিদিক মাতোয়ারা। শীতের নিঃস্ব, রিক্ত ও বিবর্ণ প্রকৃতি বসন্তে পেয়েছে নব যৌবন। প্রকৃতির এই রূপান্তরে মানব হৃদয়েও দোলা লেগেছে। এ সময়ে কবিরা তাদের কাব্যের ডালি খুলে বসন্তকে বরণ করে নেবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু কবিতার প্রধান চরিত্র কবি সেখানে নীরব। তাই কবিভক্ত তার এ নীরবতা মেনে নিতে পারছে না। কবিকে সে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায় বসন্তকে বরণ করে নেয়ার জন্য বন্দনা গীত রচনা করতে। কিন্তু কবি তাতে সাড়া দিচ্ছেন না। কেননা, বসন্তের আগমনেও রিক্ত হাতে বিদায় নেয়া মাঘের সন্ন্যাসীর কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। মাঘের সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়ে কবি মূলত তাঁর কাব্য-জীবনের প্রধান উৎসাহদাতা ও অকাল প্রয়াত স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের কথাই ব্যক্ত করেছেন। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে কবির জীবনে নেমে আসে সীমাহীন শূন্যতা। কবির জীবন হয়ে পড়ে নিঃস্ব ও শোকাচ্ছন্ন। তাই বসন্তের সৌন্দর্যের মতো সুখময় পরিবেশও কবিকে আকর্ষণ করতে পারেনি। উদ্দীপকের মিতালীও সদ্য পিতৃহারা হবার পর কোনো আনন্দেই আনন্দিত হতে পারছে না। কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে তাই আজ সে অনুপস্থিত।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

নবীনদের বরণ করে নেবার জন্য তাকে শত অনুরোধ করার পরও মিতালী তা উপেক্ষা করেছে। পিতা হারানোর বেদনায় সে শোকাচ্ছন্ন। তাই স্বাভাবিক পরিবেশের সাথে সে নিজেকে কিছুতেই মানাতে পারছে না।

সব কিছুর পরও প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বসন্ত আসে, কলেজে নবীনদের বরণ করে নেয়া হয়। কিন্তু জীবনের করুণ বাস্তবতা মানব মনে যে ছায়া ফেলে তা কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সুমিতা দেবী অল্প বয়সেই বিধবা হন। যৌবনের শুরুতে যখন মনের মধ্যে একটু-আধটু রং লাগতে শুরু করে ঠিক তখনই তার বিয়ে হয় সুমিত বাবুর সাথে। দাম্পত্য জীবন শুরু হতে না হতেই এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তার স্বামী মারা যান। তারপর থেকে তিনি যেন হাসতেও ভুলে গেছেন। নানা উৎসবে চারদিকে সবাই আনন্দে মেতে উঠলেও তার মনে কোনো আনন্দ নেই। সমাজ থেকেও তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। অসীম শূন্যতা আর একাকিত্বই যেন এখন তার সবচেয়ে আপন হয়ে ওঠেছে।

ক. সৈয়দ নেহাল হোসেন কত সালে মারা যান?

খ. কবি মাঘের সন্ন্যাসীকে ভুলতে পারছেন না কেন?

গ. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে সুমিতা দেবীর নিঃসঙ্গতার বিষয়টি তুলে ধরো।

ঘ. 'অসীম শূন্যতা আর একাকিত্বই যেন এখন তার সবচেয়ে আপন হয়ে ওঠেছে' – 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) সৈয়দ নেহাল হোসেন ১৯৩২ সালে মারা যান।

খ) পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে রিক্ত হাতে বিদায় নেয়া মাঘের সন্ন্যাসীকে কবি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। কেননা, প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির হৃদয় জুড়ে আছে শুধু তারই অস্তিত্ব। পৃথিবীতে বসন্তকে বরণ করার মতো লোকের অভাব না থাকলেও দিগন্তপথে যে মাঘের সন্ন্যাসী হারিয়ে গেছে তার কথা কেউ মনে রাখে না। তাই সংবেদনশীল কবি মন বসন্তের আনন্দ কোলাহলকে উপেক্ষা করে তারই স্মৃতি মন্থন করছে। এর ভেতর দিয়ে কবি মূলত তার কাব্য সাধনার অন্যতম প্রেরণাদাতা স্বামী নেহাল হোসেনের কথাই বলতে চেয়েছেন। কেননা, কবি হিসেবে বিখ্যাত হওয়ার সুবাদে তার চারপাশে এখন বসন্তের মতো আনন্দ-কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করলেও এর পেছনে যার অবদান তিনি আর বেঁচে নেই। মাঘের সন্ন্যাসীর মতো সম্পূর্ণ রিক্ত হস্তে এই পৃথিবী থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন। তাই সংবেদনশীল কবি কৃতজ্ঞচিত্তে বার বার তার কথাই মনে করছেন। কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছেন না।

গ) 'তাহারেই পড়ে মনে' সৌন্দর্য পিয়াসী রোমান্টিক কবি সুফিয়া কামাল এর এক অনবদ্য কবিতা। এ কবিতায় দেখা যায় প্রকৃতিতে বসন্ত আসার পরও একজন কবি সে ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। পৃথিবীতে অপরূপ সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে আগমন ঘটেছে ঋতুরাজ বসন্তের। সর্বত্র লেগেছে তার ছোঁয়া। পত্র-পল্লব, ফুল-ফল সবাই তার ছোঁয়া পেয়ে ধন্য। ডালে ডালে শিমুল-পলাশের অপরূপ সমারোহ, আমের মুকুলের মৌ মৌ গন্ধ আর অলিকুলের গুন গুন গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠেছে প্রকৃতি। অথচ কবি নীরব। বসন্তের প্রতি তার কোনো খেয়াল নেই। জনৈক কবিভক্ত কবির কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তার চৈতন্য ফিরে আসে। তখন তিনি জানতে চান, ধরণীতে কি বসন্ত এসেছে? বেজেছে কি তার আগমনী গান? সে কি ডেকেছে কবিকে? তার এই উদাসীনতা দেখে কবিভক্ত অবাক হয়ে যান। কেননা, বসন্তের কোনো আহ্বানই কবির হৃদয়ে পৌঁছেনি। হয়তো অতীতের কোনো বিষণ্নতা তাকে আঁকড়ে রেখেছে। উদ্দীপকে আমরা সুমিতা দেবীকে দেখি, যৌবনে একটু-আধটু রং লাগতে না লাগতেই তিনি বিধবা হন। স্বামীর অকাল প্রয়াণে তিনি হাসতেও ভুলে যান। জীবন তার কাছে দুর্বিষহ মনে হয়। নানা উৎসবে

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

চারদিকে সবাই আনন্দে মেতে উঠলেও তার সাথে তিনি একাত্ম হতে পারেন না। নিজেকে সবসময় তিনি গুটিয়ে রাখেন। এভাবেই কবিতার কবির জীবনবোধ আর সুমিতা দেবীর জীবনবোধ একাকার হয়ে গেছে।

ঘ) সৌন্দর্য পিয়াসী রোমান্টিক কবি সুফিয়া কামাল এর 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্তের আগমনে আপ্লুত হওয়ার পরিবর্তে প্রকাশ পেয়েছে মাঘের রিক্ততার সুর। কবিতায় ঋতুরাজ বসন্তের প্রতি কবির অনাকাঙ্ক্ষিত উদাসীনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কবির যেখানে বসন্তকে বরণ করে নেয়ার নানা আয়োজনে ব্যস্ত থাকার কথা, সেখানে তিনি একেবারে নীরব। রিক্ত হাতে যে মাঘের সন্ন্যাসী পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে চলে গেছে তার ভাবনাতেই তিনি বিভোর। তিনি কিছুতেই তার কথা ভুলতে পারছেন না। তাই বসন্তের আগমন তার মনে কোনো সাড়া জাগাতে পারে নি। এমনকি কবিভক্তের সনির্বন্ধ অনুরোধও তাকে এ ব্যাপারে সক্রিয় করতে পারে নি। সুমিতা দেবীও অকালে তার স্বামীকে হারিয়ে আজ নিঃস্ব, রিক্ত। নানা উৎসবে চারদিকে সবাই আনন্দে মেতে উঠলেও তার মধ্যে কোনো আনন্দ বা উদ্দীপনা নেই। সব সময় তিনি শোকে আচ্ছন্ন থাকেন। অসীম শূন্যতা আর একাকিত্বকে আঁকড়ে ধরেই তিনি বেঁচে থাকেন। এটাই যেন এখন তার একমাত্র সম্বল।

মানুষ সহজে তার অতীতকে ভুলে গেলেও সংবেদনশীল মানবমন থেকে অতীতের স্মৃতি সহজে মুছে না। কবিতার কবি ও উদ্দীপকের সুমিতা দেবীর মধ্য দিয়ে মানবচরিত্রের এ গভীর সত্যটিই ফুটে উঠেছে।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় আঁখির বিয়ে হয় শফিকের সাথে। পরবর্তীতে স্বামীর সহযোগিতায় আঁখি উচ্চ শিক্ষা লাভ করে। একদিন অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয় শফিক। দুদিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার পর অবশেষে সে মারা যায়। এরপর আঁখির বাবা মেয়েকে তার শ্বশুর বাড়ি থেকে নিয়ে যান এবং অন্যত্র বিয়ে দেন। কিন্তু নতুন সংসারে গিয়ে আঁখি সবকিছু মানিয়ে নিতে পারেনি। কোনো কাজেই সে মন বসাতে পারে না। প্রায়ই সে আনমনা হয়ে বসে থাকে। শফিককে হারানোর কষ্ট আঁখিকে যেন স্তব্ধ করে দিয়েছে।

ক. কবি সুফিয়া কামালের প্রথম স্বামীর নাম কী?

খ. মাঘের সন্ন্যাসী বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের আঁখির সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির মনোভাবের অভিন্নতা তুলে ধর।

ঘ. 'স্বামী হারানোর কষ্ট আঁখিকে যেন স্তব্ধ করে দিয়েছে' - 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কবি সুফিয়া কামালের প্রথম স্বামীর নাম সৈয়দ নেহাল হোসেন।

খ) মাঘের সন্ন্যাসী বলতে কবি সুফিয়া কামালের কাব্য সাধনার অন্যতম প্রেরণাদাতা প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের কথাই বুঝানো হয়েছে। কেননা, বসন্ত আগমনের সাথে সাথেই প্রকৃতি থেকে শীত বিদায় নেয়। অনেকেই শীতের কথা ভুলে বসন্ত বন্দনায় মেতে ওঠে। কিন্তু সংবেদনশীল মানবহৃদয় প্রকৃতি থেকে রিক্ত, নিঃস্ব অবস্থায় বিদায় নেয়া শীতের কথা সহজে ভুলে না। কবি সুফিয়া কামালও সেই সংবেদনশীলতায় তার অতীতের কথা ভুলেন নি। তাই কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সুবাদে তাঁর চারপাশে যখন বসন্তের মতো আনন্দ-কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে তখনও তিনি শীতের মতো রিক্ত, নিঃস্ব নিজের অতীতের কথাই স্মরণ করছেন। কবিকে যিনি প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পথ করে দিয়ে নিজে প্রতিষ্ঠিত না হয়েই রিক্ত হস্তে পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছেন, তাকেই তিনি তার কবিতায় মাঘের সন্ন্যাসীর প্রতীকে উপস্থাপন করে নিজের সেই অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন।

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত আঁখির সাথে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় বিয়ে হয়েছিল শফিকের। সংসার জীবন ভালোই চলছিল তাদের। কিন্তু সেই সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে আঁখির আনন্দময় জীবন বেদনার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদ্দীপকের আঁখির সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির বসন্তবিমুখতার একটি বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। কবির এই বসন্তবিমুখতার পশ্চাতে লুকিয়ে আছে সুফিয়া কামালের কিছু ব্যক্তিগত কষ্টানুভূতি। কবি তাঁর কাব্য সাধনার অন্যতম প্রেরণা অকাল প্রয়াত স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনকে এ কবিতায় মাঘের সন্ন্যাসীরূপে চিত্রিত করেছেন। স্বামীকে হারানোর পর সুফিয়া কামাল কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পরও সময়ের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারেন নি। স্মৃতিকাতরতায় ভুগে বর্তমানের আনন্দ কোলাহল থেকে তিনি নিজেকে সযত্নে সরিয়ে রেখেছেন। আঁখির ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই দেখা গেছে। নতুন স্বামী সংসার পেয়েও অতীতের বন্ধন থেকে সে মুক্ত হতে পারে নি। স্মৃতিকাতরতার কারণে সে প্রায়ই আনমনা হয়ে যায়। এ জন্য সংসারের কাজেও সে মনোযোগী হতে পারে না। প্রথম স্বামীর স্মৃতি তাকে স্তব্ধ করে দেয়। তাই আঁখি এবং 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির মনোভাব অনেক দিক থেকেই এক ও অভিন্ন।

ঘ) 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। অত্যন্ত অল্প বয়সে কবির বিয়ে হয়েছিলো তারই জ্ঞাতিভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সাথে। সে সময় নারীদের সাহিত্য চর্চা এক রকম নিষিদ্ধই ছিলো। কিন্তু সুফিয়া কামালের স্বামী ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তার উৎসাহ ও সহায়তায় সুফিয়া কামাল কাব্যসাধনায় অনেকটা এগিয়ে যান। কিন্তু এর মধ্যেই হঠাৎ করে একদিন তার স্বামী মারা যান। এর ফলে কবি-জীবনে নেমে আসে প্রচণ্ড শূন্যতা। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে বাসা বাঁধে এক দুঃসহ বিষণ্নতা। তাই কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর বসন্তের মতো আনন্দময় পরিবেশে অবস্থান করেও শীতের মতো রিক্ত, নিঃস্ব নিজের অতীতের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। তিনি তার রিক্ততার একমাত্র সঙ্গী স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনকে মাঘের সন্ন্যাসীরূপে চিত্রিত করে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি রচনা করেন। উদ্দীপকে বর্ণিত আঁখির ক্ষেত্রেও আমরা এমনটিই দেখতে পাই। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় সুফিয়া কামালের মতোই অত্যন্ত অল্প বয়সেই তার বিয়ে হয়ে যায়। সেও সুফিয়া কামালের মতো স্বামীর সহযোগিতায় লেখাপড়ার সুযোগ পায় এবং উচ্চ শিক্ষা লাভ করে। তার স্বামীও অকাল মৃত্যুর শিকার হয়। এরপর বাবা মা তাকে অন্যত্র বিয়ে দিলেও প্রথম স্বামীকে সে ভুলতে পারে না। নতুন স্বামী সংসারের কোনো আকর্ষণই তাকে অতীতের বেদনাবোধ থেকে মুক্ত করতে পারে নি। তাই সে কবিতার কবির মতোই বর্তমানকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারছে না। স্বামী হারানোর কষ্ট তাকে যেন স্তব্ধ করে দিয়েছে।
সংবেদনশীল মানুষদের এটা এক চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। কবিতার কবি ও উদ্দীপকের আঁখি এ বৈশিষ্ট্য ধারণকারী মানুষদেরই দুজন সার্থক প্রতিনিধি।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বসন্ত এলেই শিলার মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। সে যেন তখন হয়ে ওঠে নাচের পুতুল। মৃদু দখিনা বাতাস, গাছে গাছে নানা রঙের ফুলের মেলা আর পাখির গানের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সেও আনন্দে গেয়ে ওঠে বসন্তের গান। বন্ধুরা এসময় তাকে বলে, 'দেখে মনে হয় জীবনে যেন কোনো কষ্টই তোমাকে ছোঁয়নি'। একথা শুনে শিলা তার নাটুকে কণ্ঠে বলে, 'জানো, বসন্তে না আমার মনের সব কালিমা মুছে যায়, এসময় আমি যেন প্রকৃতির অংশ হয়ে উঠি, প্রকৃতির রূপ-ঐশ্বর্যে আমার জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়ে যায়।'

ক. ধরায় ফাগুন আসার পরও কে নীরব ছিল?
খ. 'দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি'– কে কাকে এবং কেন এ কথা জিজ্ঞেস করেছেন?
গ. উদ্দীপকের শিলার সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবিমনের বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করো।
ঘ. 'প্রকৃতির রূপ-ঐশ্বর্যে আমার জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়ে যায়'– 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে উক্তিটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ধরায় ফাগুন আসার পরও কবি নীরব ছিল।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

খ) সুফিয়া কামালের 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি তার একজন ভক্তকে আলোচ্য কথাটি জিজ্ঞেস করেছেন। প্রকৃতিতে ফাগুন আসার পরও কবির নীরবতা দেখে তার একজন ভক্ত যখন কবিকে এ নীরবতার কারণ জিজ্ঞেস করে, তখন তার সরাসরি জবাব না দিয়ে কবি তাকেই আবার উল্টো এ কথাটি জিজ্ঞেস করেন। ফাগুন সবাইকে প্রভাবিত করে। সাধারণ মানুষের চেয়ে কবিদের মধ্যেই এ প্রভাবটা বেশি দেখা যায়। অথচ কোনো এক অজানা কারণে প্রকৃতিতে ফাগুন আসার পরও কবি যেন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই তার এ উদাসীনতা প্রত্যক্ষ করে কবিভক্ত তার কাছে এর কারণ জানতে চাইলেই কবি এ কথাটি জিজ্ঞেস করেন।

গ) প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্যও মানুষের শোকাচ্ছন্ন অন্তরকে যে স্পর্শ করতে পারে না, সুফিয়া কামাল রচিত 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় অত্যন্ত চমৎকার কাহিনী ও বাণীবিন্যাসে তা ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকৃতির সৌন্দর্য যে মানবমনের অফুরন্ত আনন্দের উৎস, এ সত্যটিরও প্রকাশ ঘটেছে উদ্দীপকে।

বসন্ত প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উদ্দীপকে উল্লিখিত শিলার মনে স্বাভাবিকভাবেই আনন্দের জোয়ার বয়ে আনে। অফুরন্ত আনন্দের উৎস বসন্তের আগমনে সেও ফুলের মেলা আর পাখ-পাখালির কলতানের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। বসন্ত প্রকৃতির রূপ-ঐশ্বর্যে সে তার জীবনকে পূর্ণ করে তোলে। অন্যদিকে মাঘের সন্ন্যাসীর মতো প্রিয়জন হারানোর বেদনায় 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির হৃদয়ে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। দুঃসহ বিষন্নতায় কবি-মন আচ্ছন্ন রিক্ততার হাহাকারে। তাই বসন্ত এলেও তার সৌন্দর্য কবিকে ছুঁয়ে যায়নি, বরং তার হৃদয় জুড়ে বেজেছে রিক্ততার হাহাকার। আর এক্ষেত্রেই উদ্দীপকে উল্লিখিত শিলার সাথে কবি মনের বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা গেছে।

ঘ) উদ্দীপকের পাশাপাশি সুফিয়া কামাল রচিত 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় মানব মনের ওপর প্রকৃতির যে স্বাভাবিক প্রভাব পড়ার কথা সে বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

ঋতুরাজ বসন্ত যখন পত্র-পুষ্পের নব সাজে সজ্জিত শিলার মনে তখন বয়ে যায় আনন্দের হিল্লোল। বসন্তের মৃদু-মন্দ দখিনা বাতাসে মনের সব কালিমা মুছে ফেলে সে হয়ে ওঠে প্রকৃতির অংশ।

উদ্দীপকের মতো 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিতেও মানবমনে প্রকৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সানন্দে বসন্ত বন্দনার জন্যে কবির প্রতি কবিভক্তের উদাত্ত আহবান সাধারণভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য মানবমনের অফুরন্ত আনন্দের উৎস-এ সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করে। বসন্ত প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য যে কবি মনে আনন্দ শিহরণ জাগাবে এবং তিনি তাকে ভাবে, ছন্দে, সুরে, লয়ে ফুটিয়ে তুলবেন– এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে মাঘের সন্ন্যাসীর মতো হারিয়ে যাওয়া কোনো প্রিয়জনের বিরহ ব্যথায় কবি এতোটাই আচ্ছন্ন যে ঋতুরাজ বসন্তের আগমন তাকে একটুও প্রভবিত করতে পারেনি। ব্যক্তি-জীবনের দুঃসহ স্মৃতি কাতরতা কবিকে প্রকৃতির বসন্ত সৌন্দর্য উপভোগ থেকে শুধু বঞ্চিতই করেনি; তাকে বিমুখও করে রেখেছে। সংবেদনশীল মানবমনের এটাই ধর্ম। কোনো ধরনের বিয়োগাত্মক ঘটনার শিকার না হওয়ায় শিলার মধ্যে এটা দেখা যায় না। হয়তো ভিন্ন পরিস্থিতিতে তার কাছেও বসন্ত অন্যভাবে ধরা দিতে পারে।

প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিলা তার বসন্তকে বরণ করে নিলেও কবি তা পারেনি। আর এই না পারার পেছনে যে তাদের মানসিক অবস্থার এক ধরনের বৈপরীত্য কাজ করছে কবিতা ও উদ্দীপক থেকে তা সহজেই বোঝা যায়। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পরিস্থিতির ভিন্নতায় মানুষের মধ্যে প্রকৃতিও ভিন্ন ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণেই ঋতুরাজ বসন্ত কবিকে রিক্ততার হাহাকারে ভরে দিলেও সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশে থাকা শিলার জীবনকে পরিপূর্ণ করে দেয়।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. সুফিয়া কামাল জন্মগ্রহণ করেন কবে?
ক ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে **খ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে**
গ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ঘ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে

২. সুফিয়া কামালের জন্মস্থান কোথায়?
ক বরিশাল খ মানিকগঞ্জ
গ কুমিল্লা ঘ চাঁদপুর

৩. সুফিয়া কামালের পৈতৃক নিবাস কোথায়?
ক নরসিংদী খ রংপুর
গ বরিশাল **ঘ কুমিল্লা**

৪. বাংলার নারী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রপথিক কে?
ক মতিয়া চৌধুরী খ স্বর্ণকুমারী দেবী
গ সুফিয়া কামাল ঘ জাহানারা ইমাম

৫. 'সাঁঝের মায়া' গ্রন্থটি কার লেখা?
ক সুফিয়া কামাল খ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. 'মায়া কাজল' কোন জাতীয় রচনা?
ক নাটক খ উপন্যাস
গ কাব্য ঘ ছোটগল্প

৭. নিচের কোন গ্রন্থটি সুফিয়া কামাল রচিত গল্পগ্রন্থ?
ক অর্কেস্ট্রা খ মায়াকাজল
গ উদাত্ত পৃথিবী **ঘ কেয়ার কাঁটা**

৮. সুফিয়া কামালের পিতার নাম কী?
ক সৈয়দ আবদুল বারী খ আবদুর রহমান
গ সৈয়দ নিসার আলী ঘ আব্দুল খালেক

৯. 'একাত্তরের ডায়েরী' গ্রন্থ কোন জাতীয় রচনা?
ক কাব্যগ্রন্থ খ গল্পগ্রন্থ
গ স্মৃতিকথা ঘ ভ্রমণ কাহিনী

১০. 'ইতল বিতল' সুফিয়া কামালের কী জাতীয় গ্রন্থ?
ক শিশুতোষ গ্রন্থ খ ভ্রমণ কাহিনী
গ গল্পগ্রন্থ ঘ উপন্যাস

১১. কবি সুফিয়া কামাল কবে মৃত্যুবরণ করেন?
ক ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে খ ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে
গ ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঘ ২০০০ খ্রিস্টাব্দে

১২. কবি সুফিয়া কামাল কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
ক বরিশাল খ কুমিল্লা
গ চাঁদপুর **ঘ ঢাকা**

১৩. কবি সুফিয়া কামাল কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
ক ২০ নভেম্বর খ ২২ নভেম্বর
গ ২৬ নভেম্বর ঘ ৩০ নভেম্বর

১৪. 'ধরায়' কী এসেছে?
ক মাস **খ ফাগুন**
গ বর্ষা ঘ শীত

১৫. 'তাহারেই পড়ে মনে'কবিতায় কোন দুয়ার খুলে গেছে?
ক উত্তর খ পূর্ব
গ দক্ষিণ ঘ পশ্চিম

১৬. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি কোন ফুল ফোটার কথা জানতে চেয়েছেন?
ক জুঁই খ কেয়া
গ বাতাবি লেবুর ফুল ঘ কৃষ্ণচূড়া

১৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি কোন গান বাজার কথা জানতে চেয়েছেন ?
ক লোকায়ত গান খ বিসর্জনের গান
গ ভাটিয়ালি গান **ঘ আগমনী গান**

১৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশ হয়?
ক মাসিক মোহাম্মদী খ বেগম
গ সবুজ পত্র ঘ কালি ও কলম

১৯. কবি সুফিয়া কামালের প্রথম স্বামীর নাম কী?
ক মেহেদী হাসান খ নেহাল আহমেদ
গ সৈয়দ নেহাল হোসেন ঘ সৈয়দ নেহাল মেহেদী

২০. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে খ ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে
গ ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ঘ ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে

২১. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক স্বরবৃত্ত **খ অক্ষরবৃত্ত**
গ গদ্যছন্দ ঘ মাত্রাবৃত্ত

২২. কবি সুফিয়া কামাল কোন পদকটি পেয়েছেন?
ক একুশে পদক খ নোবেল
গ কুন্তলীন ঘ লেখক শিবির পুরস্কার

২৩. কবি সুফিয়া কামাল কাকে 'মাঘের সন্ন্যাসী'বলেছেন?
ক শীতকে খ বসন্তকে
গ বর্ষাকে ঘ হেমন্তকে

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

তাহারেই পড়ে মনে

২৪. সুফিয়া কামাল - এর শিক্ষা কেমন ছিল?
(ক) অনানুষ্ঠানিক (খ) প্রাতিষ্ঠানিক
(গ) স্বশিক্ষা (ঘ) উচ্চশিক্ষা

২৫. যখন সুফিয়া কামাল-এর জন্ম হয় তখন বাঙালি রমণীরা কীভাবে দিন কাটাত?
(ক) স্কুল কলেজে **(খ)** গৃহবন্দি
(গ) কর্মক্ষেত্রে (ঘ) স্বাধীন

২৬. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কোন ঋতুর কথা বলা হয়েছে?
(ক) গ্রীষ্ম (খ) বর্ষা
(গ) শরৎ **(ঘ)** বসন্ত

২৭. 'বরিয়া' শব্দের অর্থ কী?
(ক) বরণ করে (খ) স্মরণ করে
(গ) মেনে নেয়া (ঘ) ভালো লাগা

২৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় উল্লিখিত 'সমীর'শব্দের অর্থ কী?
(ক) 'বাতাস' (খ) আকাশ
(গ) সংগীত (ঘ) সমুদ্র

২৯. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় উল্লিখিত উন্মনা শব্দের অর্থ কী?
(ক) অলক্ষ **(খ)** অন্যমনস্ক
(গ) লক্ষ্যহীন (ঘ) প্রত্যক্ষ

৩০. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় উল্লিখিত 'পাথার' শব্দের অর্থ কী?
(ক) বাতাস **(খ)** সমুদ্র
(গ) নদী (ঘ) আকাশ

৩১. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় উল্লিখিত 'উত্তরী' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) উত্তর দিক **(খ)** চাদর
(গ) ফতুয়া (ঘ) ওড়না

৩২. নিচের কোন গ্রন্থটি সুফিয়া কামাল রচিত ভ্রমণ কাহিনী জাতীয় রচনা?
(ক) একাত্তরের ডায়েরী (খ) মন ও জীবন
(গ) সোভিয়েতের দিনগুলি (ঘ) উদাত্ত পৃথিবী

৩৩. নিচের কোন গ্রন্থটি সুফিয়া কামাল রচিত শিশুতোষ রচনা?
(ক) মায়া কাজল **(খ)** নওল কিশোরের দরবারে
(গ) কেয়ার কাঁটা (ঘ) মৃত্তিকার ঘ্রাণ

৩৪. কবিভক্ত কাকে বরণ করে নেয়ার কথা বলেছেন?
(ক) কবিকে **(খ)** বসন্তকে
(গ) নবীনকে (ঘ) আনন্দ মিছিলকে

৩৫. কেন মাঘ মাসকে সন্ন্যাসী বলা হয়েছে?
(ক) মাঘ মাসের রিক্ততার জন্য
(খ) মাঘ মাসের কুয়াশার জন্য
(গ) মাঘ মাসের আগমনের জন্য
(ঘ) মাঘের শেষে বসন্ত আসে তাই

৩৬. দিগন্তের পথে কে রিক্ত হস্তে চলে গেছে?
(ক) শীতকাল (খ) বসন্তকাল
(গ) মাঘের সন্ন্যাসী (ঘ) কবিভক্ত

৩৭. কবিভক্ত কী রচনা করতে বলেছেন?
(ক) ছড়া **(খ)** বন্দনা গীত
(গ) গল্প (ঘ) বিসর্জন সংগীত

৩৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির কার কথা মনে পড়ে?
(ক) কবিভক্তের (খ) কবির পিতার
(গ) কবির প্রথম স্বামীর (ঘ) কবির মায়ের

৩৯. 'হে কবি,নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়'- কবি কেন নীরব?
(ক) ফেলে আসা দিন ভুলতে পারেন না
(খ) প্রথম স্বামীকে ভুলতে পারেন না
(গ) পিতার স্মৃতি ভুলতে পারেন না
(ঘ) বোনের সঙ্গে সম্পর্ক ভুলতে পারেন না

৪০. 'কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি'-কে স্নিগ্ধ আঁখি তুলে কথা বলল?
(ক) কবি (খ) কবিভক্ত
(গ) কবিপুত্র (ঘ) কবির স্বামী

৪১. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার বক্তা কে?
(ক) কবি (খ) কবি কন্যা
(গ) কবির স্বামী **(ঘ)** কবি ও কবিভক্ত

৪২. কবি কেন ফাগুনের অস্তিত্ব বুঝতে পারেন না?
(ক) তাঁর মন ব্যথাতুর
(খ) তিনি বাইরের প্রকৃতি দেখেন নি
(গ) তিনি লেবু ফুলের গন্ধ পান নি
(ঘ) তিনি আম্রমুকুলের গন্ধ পান নি

৪৩. দক্ষিণ দুয়ার কেন খুলে গেছে?
(ক) কবি নিজে খুলেছেন (খ) প্রকৃতির নিয়মে
(গ) বসন্ত বাতাসে (ঘ) কবিভক্ত খুলে দিয়েছেন

৪৪. এ কবিতায় কাকে ঋতুরাজ বলা হয়েছে?
(ক) গ্রীষ্মকে (খ) বর্ষাকে
(গ) শীতকে **(ঘ)** বসন্তকে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৪৫. 'কুহেলি উত্তরী তলে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(ক) কুহেলিকার মতো মাস
(খ) মরীচিকার মতো মাঘ মাস
(গ) কুয়াশার চাদর ঘেরা মাঘ মাস
(ঘ) শিশির ভেজা স্নিগ্ধ মাঘ মাস

৪৬. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির কোন জীবনের প্রভাব রয়েছে?
(ক) কর্মজীবনের **(খ)** ব্যক্তিজীবনের
(গ) পারিপার্শ্বিক জীবনের (ঘ) ছাত্র জীবনের

৪৭. 'হে কবি নীরব কেন?'- এ সম্বোধনটি কার?
(ক) কবির বন্ধুর **(খ)** কবি-ভক্তের
(গ) কবির স্বামীর (ঘ) কবি-কন্যার

৪৮. ভক্তের প্রশ্নে উন্মনা কবি কীভাবে তাকালেন?
(ক) ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে (খ) রাগত ভঙ্গিতে
(গ) স্নিগ্ধ আঁখি তুলে (ঘ) বিস্ময় ভঙ্গিতে

৪৯. 'নীরব কেন' কথাটির 'নীরব' শব্দটি দ্বারা কবিভক্ত কী নির্দেশ করেছেন?
(ক) কবির নীরবতা (খ) কবির দুঃখবোধ
(গ) কবির অনুযোগ **(ঘ)** কবির ঔদাসীন্য

৫০. 'এখনো দেখনি তুমি?'- কবি ভক্তের এ বক্তব্যে আমরা কোন বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হই ?
(ক) বসন্ত বিদায় নিয়েছে
(খ) প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে
(গ) বসন্ত কবে আসবে
(ঘ) প্রকৃতিতে বসন্ত বিদায় নিয়েছে

৫১. নিম্নের কোনটি দ্বারা দৃষ্টির অগোচর বোঝায়?
(ক) পাথর (খ) পলক
(গ) নিলয় **(ঘ)** অলখ

৫২. 'মাধবী' কী?
(ক) একটি মেয়ের নাম **(খ)** বাসন্তী লতা
(গ) কৃষ্ণের স্ত্রী (ঘ) বুনো ফুল

৫৩. 'কহিল সে মৃদু মধু স্বরে' - কে মৃদু মধু স্বরে বলল?
(ক) কবি-ভক্ত (খ) কবির স্বামী
(গ) কবি (ঘ) কবি কন্যা

৫৪. 'যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই-এ পংক্তিতে 'তারে' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
(ক) বসন্তকে (খ) শীতকে
(গ) কবি ভক্তকে (ঘ) কবিকে

৫৫. 'কহিল সে পরম হেলায়'- কে পরম হেলায় জবাব দিল?
(ক) কবির স্বামী (খ) কবির বান্ধবী
(গ) কবিভক্ত **(ঘ)** কবি নিজে

৫৬. কবির দৃষ্টিতে মাঘের সন্ন্যাসীর পথটি -
(ক) পুষ্পশূন্য (খ) পুষ্পিত
(গ) কুসুমিত (ঘ) স্বপ্নময়

৫৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে-
(ক) অভিমান **(খ)** বিষাদময়তা
(গ) অনুরাগ (ঘ) অনুপ্রেরণা

৫৮. 'সাধারণভাবে মানব মনের অফুরন্ত আনন্দের উৎস কোনটি?
(ক) যাত্রাপালার দৃশ্য (খ) সুন্দর পরিচ্ছদ
(গ) প্রকৃতির সৌন্দর্য (ঘ) সুন্দর গৃহ

৫৯. 'গঠনরীতির দিক থেকে 'তাহারেই পড়ে মনে'কবিতাটি কেমন রচনা?
(ক) সংলাপ নির্ভর (খ) ছন্দ নির্ভর
(গ) কাহিনী নির্ভর (ঘ) কল্পনা নির্ভর

৬০. 'বরিয়া' শব্দটির শিষ্ট চলিত রূপ কোনটি?
(ক) বাদ দিয়ে (খ) বিরত রেখে
(গ) বিদায় দিতে **(ঘ)** বরণ করে

৬১. 'ফুলের বন্দনা' বা নিবেদনকে কী বলা হয়?
(ক) ফুলের বন্দনা (খ) পুষ্পমাল্য
(গ) পুষ্পারতি (ঘ) পুষ্পবন্দনা

৬২. 'বাসন্তীলতা' বা তার ফুলকে কী বলা হয়?
(ক) বাসন্তী **(খ)** মাধবী
(গ) মালতী (ঘ) আরতী

৬৩. 'রচিয়া' শব্দটির শিষ্টচলিত রূপ কোনটি?
(ক) রচনারীতি (খ) ধীরচিত্তে
(গ) বরণ করে **(ঘ)** রচনা করে

৬৪. 'উত্তরী' হচ্ছে-
(ক) চাদর (খ) দিক বিশেষ
(গ) উত্তরাঞ্চল (ঘ) উত্তর দিক

৬৫. 'বিমুখতা' শব্দের সমার্থক কোনটি?
(ক) আনমনা (খ) বিনম্রতা
(গ) অনাগ্রহ (ঘ) অনভ্যাস

৬৬. 'বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে অভিহিত-
(ক) সেলিনা হোসেন (খ) রাবেয়া খাতুন
(গ) সুফিয়া কামাল (ঘ) হোসনে আরা

www.facebook.com/tanbir.ebooks

৬৭. ‘সুফিয়া কামাল কোন ধরনের শিক্ষার সুযোগ পান নি?
ক) গৃহশিক্ষার   খ) প্রকৃত শিক্ষার
গ) অবৈতনিক শিক্ষার   **ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার**

৬৮. ‘স্নিগ্ধ’ শব্দটির বিপরীত অর্থ কোনটি?
ক) কোমল   খ) মসৃণ
গ) রুক্ষ   ঘ) নরম

৬৯. নিম্নের কোন শব্দটি কোমলরূপে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) ফাগুন   খ) দক্ষিণ
গ) পুষ্প   ঘ) বসন্ত

৭০. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার পর্ব বিন্যাস-
ক) ৫ ও ৬ মাত্রার   **খ) ৮ ও ১০ মাত্রার**
গ) ৪ ও ৬ মাত্রার   ঘ) ১৪ মাত্রার

৭১. ‘অলক্ষ’ শব্দটির কোমল রূপ কোনটি?
ক) আলখ   খ) বিলক্ষ
গ) সুলক্ষ   **ঘ) অলখ**

৭২. ‘কুহেলির সমার্থক কোনটি?
ক) সাথী   খ) সোহেলি
গ) কুয়াশা   ঘ) নির্ঝর

৭৩. ‘সুযোগ’ শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?
ক) সন্ধিযোগে   খ) প্রত্যয়যোগে
গ) উপসর্গযোগে   ঘ) সমাসযোগে

৭৪. ‘নন্দিত’ শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ হিসেবে কোনটি গ্রহণযোগ্য ?
ক) অনিন্দ্য   খ) অনির্ধারিত
গ) নিন্দিত   ঘ) নন্দ

৭৫. ‘পুরস্কার’ শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে নিষ্পন্ন হয়েছে?
ক) সন্ধিযোগে   খ) প্রত্যয়যোগে
গ) সমাসযোগে   ঘ) উপসর্গযোগে

৭৬. ‘সমীর’ শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে নিচের কোন শব্দটি যথার্থ?
ক) আগুন   **খ) বাতাস**
গ) সমুদ্র   ঘ) পানি

৭৭. ‘উন্মনা’ শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে নিষ্পন্ন হয়েছে?
ক) সন্ধিযোগে   খ) উপসর্গযোগে
গ) সমাসযোগে   ঘ) প্রত্যয়যোগে

৭৮. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটির নামকরণ এটি ছাড়াও নিচের কোনটিকে সমর্থন করা যায়?
ক) বসন্ত   খ) শীতের বিদায়
গ) স্মৃতি   ঘ) অমলিন

৭৯. ‘বিমুখতা’শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত ?
ক) প্রত্যয়যোগে   খ) সন্ধিযোগে
গ) সমাসযোগে   ঘ) উপসর্গযোগে

৮০. ‘পুষ্পারতি’ শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত?
ক) সমাসযোগে   **খ) সন্ধিযোগে**
গ) উপসর্গযোগে   ঘ) প্রত্যয়যোগে

৮১. ‘নীরব’ শব্দটির সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ হিসেবে কোনটি সমর্থনযোগ্য?
ক) নীঃ+রব   **খ) নিঃ+রব**
গ) নি+রব   ঘ) নী+রব

৮২. ‘উন্মনা’ শব্দটি সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ হিসেবে কোনটি সমর্থনযোগ্য ?
ক) উৎ+মনা   খ) উন+মনা
গ) উঃ+মনা   ঘ) উনা+মন

৮৩. ‘ফাগুন’ শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশক শব্দ কোনটি?
ক) ফাগ   **খ) ফাল্গুন**
গ) ফল্গু   ঘ) ফল্গু

৮৪. ‘দখিনা’ শব্দটিতে কোন প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে ?
ক) দক্ষিণ+আ   খ) দক্ষিণ+অ
গ) দক্ষিণ +ইয়া   ঘ) দক্ষিণ +য়া

৮৫. কোনটি ‘কুঁড়ি’ শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশক শব্দ?
ক) বিশ   **খ) কোরক**
গ) কুরি   ঘ) কড়ি

৮৬. নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক) সন্ন্যাসী   খ) সন্যাসি
গ) গীতী   ঘ) গিতি

৮৭. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কোন দিকটি তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে ?
ক) বসন্তের আগমন বার্তা
খ) কবিভক্ত ও কবির সম্পর্ক
গ) প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্ক
ঘ) বসন্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য

৮৮. বসন্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য কবি মনে আনন্দ জাগাবে এটা-
ক) প্রত্যাশিত   খ) অপ্রত্যাশিত
গ) দৈব বিষয়   ঘ) বিচিত্র

৮৯. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটিকে যে সুর আচ্ছাদিত করে রেখেছে তা-
ক) বাসন্তিক, প্রাঞ্জল   **খ) বিষাদময়, রিক্ত**
গ) সরস, প্রাণবন্ত   ঘ) প্রাণময়, উচ্ছল

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

তাহারেই পড়ে মনে

৯০. 'এখনো দেখ নি তুমি' কবিভক্তের এই প্রশ্নে আমরা নিশ্চিত হই যে কবি-
ক নিদ্রাগ্রস্ত ছিলেন
খ ভক্তকে দেখতে পান নি
গ বসন্তের লক্ষণ দেখেন নি
ঘ শীতের রিক্ততা দেখে নি

৯১. কবির ঋতুরাজকে উপেক্ষার কারণ-
ক প্রিয়জনের অকাল মৃত্যু
খ মানসিক ভারসাম্যহীনতা
গ প্রিয়জনের প্রতি অভিমান
ঘ সৌন্দর্যের প্রতি বিতৃষ্ণাবোধ

৯২. শীতের প্রত্যাগমন কিসের মতো-
ক কুহেলি আচ্ছাদনের মতো
খ মেঘাচ্ছাদনের মতো
গ মাঘের সন্ন্যাসীর মতো
ঘ মন্দিরের পুরোহিতের মতো

৯৩. কবিভক্তের অনুযোগ হচ্ছে বসন্তকে কবি বরণ না করায় বসন্তের আবেদন-
ক বিন্দুমাত্র কমে নি খ গুরুত্ব হারিয়েছে
গ দ্বিগুণ বেড়েছে ঘ অপরিবর্তিত রয়েছে

৯৪. মাঘের সন্ন্যাসীর মতো কবির কাছ থেকে কে বিদায় নিয়েছে?
ক কবিভক্ত খ শীতকাল
গ কুহেলি ঘ প্রিয় স্বামী

৯৫. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার লক্ষণীয় দিক হচ্ছে এর-
ক ভাষা খ ছন্দ
গ নাটকীয়তা ঘ অন্তমিল

৯৬. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কে,কাকে প্রশ্ন করেছে?
ক কবিভক্ত কবিকে খ কবি কবিভক্তকে
গ কবির স্বামী কবিকে ঘ স্বামীকে কবি

৯৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিকে কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে Elegy বলা যায় না?
ক কবিতাটিতে কবি প্রিয়জনকে স্মরণ করেছেন
খ কবিতাটিতে নাটকীয় গুণ আছে
গ কবিতাটিতে শোকের সাথে প্রকৃতি-বন্দনাও গুরুত্ব পেয়েছে
ঘ Elegy শুধু বিখ্যাত ব্যক্তিদের মৃত্যুতে লেখা হয়

৯৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কথিত 'মাঘের সন্ন্যাসী' কে?
ক শীত খ বিখ্যাত এক ধর্মগুরু
গ কবি-ভক্ত ঘ কবির সাহিত্যগুরু

৯৯. 'অর্ঘ্য বিরচন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক বাসন্তীলতা বা তার ফুলকে বোঝানো হয়েছে
খ প্রকৃতি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে বসন্ত বরণ করেছে
গ কবি তাঁর হাহাকার হৃদয় নিয়ে বসন্ত বরণ করেছেন
ঘ কবি-ভক্তরা পুষ্পের অর্ঘ্য দিয়ে বসন্ত ঋতুকে বরণ করেছেন

১০০. 'তাহারেই পড়ে মনে'- এখানে 'তাহারেই' সর্বনাম কাকে নির্দেশ করেছে?
ক কবির ভাইকে খ কবির পুত্রকে
গ কবির প্রথম স্বামীকে ঘ কবির দ্বিতীয় স্বামীকে

১০১. কবিমন কিসে আচ্ছন্ন হয়ে আছে ?
ক রিক্ততার হাহাকারে খ উচ্ছ্বাসে
গ ভাবনায় ঘ আনন্দে

১০২.কবি সুফিয়া কামালের জন্মকালে বাঙালি মুসলমান নারীদের অবস্থা ছিল-
i. গৃহবন্দি জীবন
ii. স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত
iii. স্বাধীন জীবন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ i,ii. গ i,iii. ঘ iii.

১০৩. কবি সুফিয়া কামাল সম্পর্কে সত্য উক্তিগুলো হলো-
i. স্বশিক্ষায় শিক্ষিত
ii. নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ
iii. সাহিত্য চর্চায় নিজেকে নিবেদিত করেছেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ i,ii. গ iii. ঘ i,ii,iii.

১০৪. কবি বসন্ত ঋতুর আগমনে সাড়া দিতে পারেন নি কারণ-
i. শোকে মুহ্যমান বলে
ii. শীত বিদায় নিয়েছে বলে
iii. বসন্ত এখনো আসেনি বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii.

১০৫. কবি সুফিয়া কামাল প্রিয় স্বামীর মৃত্যুকে তুলনা করেছেন-
i. শীতের রিক্ততার সাথে
ii. বসন্ত বন্দনার সাথে
iii. শীতের আগমনের সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii.

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

তাহারেই পড়ে মনে

১০৬. 'অলখ' শব্দটির সমার্থক শব্দ হচ্ছে-
i. অলক্ষ
ii. দৃষ্টির অগোচর
iii. সীমার বাইরে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i. ● খ i, ii. ⓖ i,iii. ⓘ iii.

১০৭.'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন কীভাবে বোঝা যায়-
i. বাতাস প্রবাহে
ii. আম্রমুকুলের আগমনে
iii. লেবু ফুলের গন্ধে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i. ⓚ ii. ⓖ iii. ● ঘ i, ii, iii.

১০৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ব্যুৎপত্তি নির্দেশক শব্দগুলো হলো-
i. দখিনা
ii. কুঁড়ি
iii. আঁখি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. গ iii. ● ঘ i, ii, iii.

১০৯. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় সন্ধি যোগে গঠিত শব্দ হলো-
i. নীরব
ii. উন্মনা
iii. পুষ্পারতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii গ iii. ● ঘ i, ii, iii.

১১০. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-
i. নাটকীয়তা
ii. সংলাপধর্মিতা
iii. উপমা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. ● গ i, ii. ঘ iii.

১১১. কবিভক্ত কবির কাছে জানতে চান-
i. কবি কেন বসন্তের গান শুনছেন না?
ii. কবি কেন আজ এতো উন্মনা?
iii. কবি কেন কোনো পুষ্পসাজ করেন নি?
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ i, ii. গ iii. ● ঘ ii, iii.

১১২. 'নীরব কেন' বলতে বুঝানো হয়েছে-
i. উদাসীন হয়ে আছেন কেন?
ii. কোনো কথা বলছেন না কেন?
iii. কেন কাব্য ও গান রচনায় সক্রিয় হচ্ছেন না?
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. ● গ i, iii. ঘ i, ii.

১১৩. 'তাহারেই পড়ে মনে ' কবিতায় গুরুত্ব পেয়েছে-
i. প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন
ii. প্রকৃতি ও মানব মনের সম্পর্ক
iii. কবি হৃদয়ের হাহাকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii গ iii. ● ঘ i, ii, iii.

১১৪. শীতের যে গুণটির জন্য তাকে সন্ন্যাসীর সাথে তুলনা করা হয়েছে-
i. সর্বত্যাগী
ii. সর্বরিক্ত
iii. চাদর গায়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. ● খ i, ii. গ iii. ঘ i, iii.

১১৫. সুফিয়া কামাল সাহিত্যের কোন কোন শাখায় বিচরণ করেছেন-
i. গল্প, প্রবন্ধ
ii.কবিতা, স্মৃতিকথা
iii. ভ্রমণ কাহিনী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. গ i, ii ● ঘ i, ii, iii.

১১৬. কবি কীভাবে ঋতুরাজকে ব্যথা দেন-
i. উপেক্ষা করে
ii. অবহেলা করে
iii. দেখেও না দেখার ভান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii ● গ i, ii. ঘ iii.

১১৭. কবি কেন তাঁর প্রথম স্বামীকে ভুলতে পারছেন না?
i. প্রকৃতির কারণে
ii. স্বামীকে ভালোবাসার কারণে
iii. কবির সাহিত্য সাধনায় প্রেরণার কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. গ i, ii. ● ঘ ii, iii.

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

১১৮. প্রিয়জন হারানোর বেদনায় কবি আজ-
i. বিষণ্ন
ii. পুলকিত
iii. বেদনায় ভারাক্রান্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ i, ii. গ i, iii. ঘ ii, iii.

১১৯. দক্ষিণা সমীরণ আকুল হয়ে যায়-
i. বাতাবি লেবুর ফুলের গন্ধে
ii. আমের মুকুলের গন্ধে
iii. পাখির কিচির-মিচিরে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ i,ii গ iii. ঘ i,iii.

১২০. কহিল সে পরম হেলায়-
i. নাই হল না হোক এবারে
ii. বৃথা কেন? ফাগুন বেলায়
iii. অভিমান করেছ কি তাই?
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, iii.

১২১. সুফিয়া কামালের রচিত গ্রন্থ হচ্ছে-
i. কেয়ার কাঁটা, মায়া কাজল
ii. উদাত্ত পৃথিবী, ইতল বিতল
iii. অনিঃশেষ, পারাপার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. গ i, ii. ঘ iii.

১২২. সুফিয়া কামাল সাহিত্য কর্মের জন্য যেসব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন-
i. একুশে পদক, বাংলা একাডেমী পুরস্কার
ii. কুন্তলীন পদক, লেখক শিবির পদক
iii. নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i, ii খ ii গ i, iii ঘ iii.

নিচের অনুচেছদটি পড় এবং ১২৩-১২৫ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ভীস্মদেব চৌধুরী ইদানীং কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। ক্লাসে তার লেকচারও যেন কেমন খাপছাড়া হয়ে গেছে। এই বাগ্মী শিক্ষকের সাবলীল ভাষণও কেমন যেন জড়তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের চাপা কৌতূহল কাজ করলেও এ ব্যাপারে তারা স্যারকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পায় না। ভীস্মদেব নিজ থেকেও তাদের কিছু বলেন না। শিক্ষার্থীরাই একসময় জানতে পারে কিছুদিন আগে স্যারের স্ত্রী মারা গেছেন।

১২৩. উদ্দীপকের ভীস্মদেব চৌধুরী 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন চরিত্রটির প্রতিচ্ছবি?
ক কবিভক্ত খ কবি
গ কবির স্বামী ঘ কবির বন্ধু

১২৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি রচিত হয়েছে-
i. সাধুভাষায়
ii. চলিত ভাষায়
iii. মিশ্র ভাষারীতিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ i, ii. গ iii ঘ ii, iii.

১২৫. কবি সুফিয়া কামালের ব্যক্তিজীবনে কখন বিষাদের কালো ছায়া নেমে আসে?
ক পিতার মৃত্যুতে খ রোগাক্রান্তের পর
গ মায়ের মৃত্যুতে ঘ স্বামীর মৃত্যুতে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১২৬-১২৯ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে নেমে আসে এক দুঃসহ বিষণ্ণতা। কবিমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় রিক্ততার হাহাকারে,'তাহারেই পড়ে মনে'কবিতাকে আচ্ছন্ন করে আছে সেই বিষাদময় হাহাকারের সুর।

১২৬. উদ্দীপকে যে কবির কথা বলা হয়েছে তার নাম কী?
ক সেলিনা হোসেন খ রাবেয়া খাতুন
গ সুফিয়া কামাল ঘ হোসনে আরা

১২৭. সৈয়দ নেহাল হোসেন কত খ্রিস্টাব্দে মারা যান?
ক ১৯২০ খ্রি. খ ১৯৩২ খ্রি.
গ ১৯৫০ খ্রি. ঘ ১৯৭১ খ্রি.

১২৮. কবি সুফিয়া কামালের কাব্য সাধনায় উৎসাহদাতার নাম কী?
ক সৈয়দ নেহাল হোসেন খ ফারুক হোসেন
গ সৈয়দ আকরাম হোসেন ঘ আজগর হোসেন

১২৯. 'বিষাদময়' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক বেদনাময় খ মর্মান্তিক
গ বেদনাঘন ঘ হর্ষোৎফুল্ল

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কমলাকান্তের জবানবন্দি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

◘ লেখক পরিচিতি

বাংলা উপন্যাসের জনক ও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। তিনি 'সাহিত্য সম্রাট' হিসেবেও অভিহিত হয়ে থাকেন।

তিনি 'বঙ্গদর্শন' সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের বিকাশে এবং শক্তিশালী লেখক সৃষ্টিতে তাঁর অবদান অসামান্য। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান সৃষ্টিশীল লেখকদের একজন।

জন্ম : ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁঠাল পাড়ায় ।

মৃত্যু : ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে।

◘ রচনাবলি

উপন্যাস : দুর্গেশনন্দিনী (প্রথম প্রকৃত বাংলা উপন্যাস), কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ।

প্রবন্ধ গ্রন্থ : লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর, বিবিধ প্রবন্ধ, সাম্য।

◘ উৎস ও পরিচিতি

'কমলাকান্তের জবানবন্দি' প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায়। এটি বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত রম্যব্যঙ্গ রচনা সংকলন 'কমলাকান্তের দপ্তর' এর সর্বশেষ সংখ্যার রচনা।এ রচনার নির্বাচিত অংশবিশেষ এখানে সম্পাদিতভাবে সংকলিত হয়েছে। এ রচনাটির মূল শিরোনাম ছিল 'কমলাকান্তের জোবানবন্দি'। 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনাটি অভিনব নকশা জাতীয় রচনা। এটি বঙ্কিম সাহিত্যের অন্যতম চমকপ্রদ সম্পদ। এখানে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সাক্ষী কমলাকান্তের জবানবন্দির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন আদালতে যে সাজানো গোছানো গালভরা কারবার চলে তা অনেকাংশেই কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কৌতুকরস সৃষ্টিতে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়।

◘ শব্দার্থ ও টীকা

এজলাস	: বিচারকক্ষ।	ধর্মাবতার	: ধর্ম বা ন্যায়ের মূর্তিমান রূপ।
কাটারা	: কাঠগড়া।	সের্‌কশ্‌	: একগুঁয়ে, একরোখা।
ডেপুটি	: ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।	ওঁ	: ঈশ্বরবাচক ধ্বনি।
মুহুরি	: উকিলের কাজে সহায়তাকারী লেখক।	যজ্ঞোপবীত	: যজ্ঞসূত্র, পৈতা।
শামলা	: উকিলের পোশাক হিসেবে ব্যবহৃত শালের পাগড়ি।	কুঠারি	: ছোট কামরা।

◘ বানান সতর্কতা

ব্রাহ্মণ, সামগ্রী, সাক্ষী, সাক্ষ্য, প্রত্যক্ষ, ব্রাহ্ম।

❒ নমুনা প্রশ্নাবলি ❒

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কমলাকান্ত কোন পরিচয়ে আদালতে এসেছেন?

ক. ফরিয়াদি খ. আসামী

গ. সাক্ষী ঘ. উকিল

২. 'পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া' বাক্যাংশের প্রচলিত অর্থ-

i. বিশ্বাস রাখা

ii. সরাসরি দেখা

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

iii. উপস্থিতি উপলব্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. 'যেই সাক্ষী এই রকম, তাহাকে আমি চাহি না'-এই জটিল বাক্যটির সরল এবং চলিত রূপ কোনটি?

ক. যে সাক্ষী এরকম তাকে আমি চাহি না।
খ. আমি এ রকম সাক্ষী চাই না।
গ. আমি এই সাক্ষী চাহি না।
ঘ. আমি ও সাক্ষী চাই না।

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বন্যাপ্লাবিত এলাকার ত্রাণপ্রার্থী লোকদের ধৈর্য ধরার জন্য স্থানীয় সেবাসংস্থার পরিচালকের লম্বা-চওড়া বক্তব্য শেষ হল। বয়স্ক স্কুল শিক্ষক ক্ষুব্ধকণ্ঠে উচ্চস্বরে বললেন, "আপনার রচনামৃত আমাদের জঠরাগ্নি বা তেষ্টা কোনোটি মেটাতে সমর্থ নয়। এমনি কি শুকনো উপদেশের চিড়া ভেজানোর মতো পানির বড্ড অভাব।

৪. অনুচ্ছেদের শিক্ষকের সংলাপে কমলাকান্তের কথোপকথনের কোন দিকটি প্রধানভাবে ফুটে উঠেছে?

ক. কৌতুক খ. শ্লেষ
গ. চমক ঘ. হেঁয়ালি

৫. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' এর যে বক্তব্য অনুচ্ছেদটিতে ফুটে উঠেছে তা হল-

i. সমাজের অসংগতি
ii. বিচার ব্যবস্থার অসারতা
iii. অনুষ্ঠান সর্বস্বতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দৌলতপুরের ধনাঢ্য ব্যক্তি দৌলত খাঁয়ের চল্লিশা উপলক্ষে দরিদ্রভোজন ও বস্ত্রদানের বিশাল আয়োজন করা হয়েছে। খাঁয়ের ভাগ্নে এহসান তদারকি করছে। অনুষ্ঠানের শেষাংশে খাদ্য-বস্ত্রের ঘাটতি দেখা গেল। এহসান মিয়া অগ্নিমূর্তি ধারণ করে চিৎকার করে উঠল, 'হাজার লোকের আয়োজন, তেরশকে খাওয়ালাম। গাঁয়ের সবলোকই দেখছি গরিব।' ষাটোর্ধ রায়হান মিয়া জবাব দিলেন, 'আমরা দীনহীন, তাতে সন্দেহ কি? দেখলাম এহসান মিয়ার বাড়ির দিকে কামলারা খাবারের ডেকচি আর কাপড়ের গাটি নিয়ে যাচ্ছে। আজকের দিনে এহসান মিয়াই তো দীনের চেয়ে দীন। চলরে সবাই, বাড়ি যাই।'

ক. 'যজ্ঞোপবীত' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?
খ. 'বলি খাও কী করিয়া?'- সংলাপটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?– ব্যাখ্যা কর।
গ. কমলাকান্তের কোন বৈশিষ্ট্য রায়হান মিয়ার চরিত্রে পাওয়া যায়?– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উপরের অনুচ্ছেদটি 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনাটির ভাবার্থের দর্পণ।'– মন্তব্যটি যাচাই কর।

২. তারাগঞ্জ গ্রামে চৌধুরী সাহেবের নামে এতিমখানায় ভুরিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। এলাকার গণ্যমান্য, অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরাও তাতে সামিল হয়েছেন। চৌধুরী সাহেব এতিমদের নিজ হাতে পরিবেশন করছেন,- হাততালির সঙ্গে ক্লিক ক্লিক করে ক্যামেরার ফ্লাশ জ্বলতে লাগলো। অন্যদিকে বহুব্যঞ্জন শোভিত টেবিলে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়েছে। এতিমখানার বার বছরের বালক বদিউরের মনে এক বিষম ভাবনার জন্ম হয়- 'এ গ্রামে এত গণ্যমান্য এতিম রয়েছেন!'

ক. 'ফরিয়াদি প্রসন্ন গোয়ালিনী' বাক্যটির জটিল রূপ লেখ।
খ. 'ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ' সংলাপে উকিলের প্রত্যাশিত উত্তর ও কমলাকান্তের অনুধাবনের পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।
গ. বদিউরের ভাবনার সঙ্গে কমলাকান্তের সংলাপের ভাবার্থের সাদৃশ্য বুঝিয়ে লেখ।
ঘ. উপরের অনুচ্ছেদে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি'র মূলভাবটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে পরিবেশিত হয়েছে'- মন্তব্যটির ক্ষেত্রে তোমার মতামত উপস্থাপন কর।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গালিব একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক। নিঃশঙ্ক এ লেখক সত্য প্রকাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা ও তীক্ষ্ণ মন্তব্যে গালিব সব সময় বাস্তবতাকে তার লেখায় তুলে ধরেন। এ কারণে একটি মামলার আসামি হয়ে তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেকে তার খোঁয়াড়ে আটক জন্তুর মতো মনে হলো।

ক. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় কমলাকান্তকে কী হিসেবে আদালতে হাজির করা হয়েছিলো?

খ. সাক্ষীর কাটারায় পুরে দেয়া হলে কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হেসেছিল কেন? বুঝিয়ে লেখ।

গ. সাক্ষী গালিবের সঙ্গে কমলাকান্তের জবানবন্দি রচনার কমলাকান্তের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা কর।

ঘ. 'কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেকে তার খোঁয়াড়ে আটক জন্তুর মতো মনে হলো'— উক্তিটি 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় কমলাকান্তকে সাক্ষী হিসেবে আদালতে হাজির করা হয়েছিলো।

খ) 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার কেন্দ্রীয় চরিত্র কমলাকান্ত। প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরু চুরির মামলায় আদালতে সাক্ষ্য দিতে এসে তাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। খোঁয়াড়ের সাথে এ কাঠগড়ার সাদৃশ্য দেখে কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। অন্যের জমির ধান খেলে বা নষ্ট করলে গরু-ছাগলকে যেমন খোঁয়াড়ে দেয়া হয়, তাকেও তেমনি সাক্ষীর কাটারায় পুরে দেয়ায় সে যথেষ্ট অপমান বোধ করে। স্বভাবতই নিজের অবস্থা চিন্তা করতে গিয়ে তার গরু-ছাগলের কথা মনে পড়ে যায়। আর এ কারণেই এতো অপমানের পরও সে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

গ) 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর একটি লঘু হাস্যরসাত্মক নকশা জাতীয় রচনা। এ রচনার কেন্দ্রীয় চরিত্র কমলাকান্তের জবানিতে তৎকালীন আদালতের অসঙ্গতিগুলো তুলে ধরা হয়েছে।
সাক্ষী গালিব ও কমলাকান্ত চরিত্রের মাঝে বেশ কিছু বিষয়ে মিল রয়েছে। সাক্ষী গালিব ও কমলাকান্ত অপ্রকৃতিস্থ, উদাসী, স্পষ্টবাদী, সত্য প্রকাশে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্রের অধিকারী। আবার এ চরিত্রদ্বয়ের মাঝে বেশ কিছু বিষয়ে অমিলও রয়েছে। কমলাকান্ত ভবঘুরে, সংসারবিবাগী, নেশাগ্রস্ত, আফিংখোর হলেও সম্পাদক গালিব ভবঘুরে, সংসারবিবাগী কিংবা নেশাগ্রস্ত কোনো চরিত্র নয়। গালিব একজন বিবেকবান ও স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। সে সঙ্গে কমলাকান্ত দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হলেও গালিবের বিষয়ে এরূপ কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। উদ্দীপকে গালিব আসামি হলেও কমলাকান্ত একজন সাক্ষী। সর্বোপরি কমলাকান্ত ও গালিব চরিত্রদ্বয়ের মিল-অমিলের ভিতর দিয়ে বিচার ব্যবস্থার অসঙ্গতি প্রকাশ করা হয়েছে।

ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার সময়টি ছিল পরাধীন ইংরেজ শাসনের কাল। উদ্দীপকের গালিব চরিত্রটি সমকালীন হলেও ঔপনিবেশিক বিচার-ব্যবস্থার শিকার। গালিবের কালের আদালত ব্যবস্থা দুইশত বছরের পুরনো বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। উদ্দীপক সেই প্রমাণই বহন করে। গালিব নির্ভীক, সাহসী, সত্য প্রকাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেও আদালতে দাঁড়িয়ে সরাসরি আদালতকে চিড়িয়াখানা বলার সাহস পায়নি; বরং মনে মনে চিড়িয়াখানা বলে কল্পনা করেছে মাত্র। এই অর্থে গালিব কমলাকান্তের মতো সাহসী হলেও ঠিক কমলাকান্তের সমকক্ষ নয়। ইংরেজ শাসনে পরাধীন বাঙালি বুদ্ধিদীপ্ত কমলাকান্তের কাছে যথার্থ অর্থেই ইংরেজ সৃষ্ট আদালতের কাঠগড়াকে গরুর খোঁয়াড়ের মতো মনে হয়েছে। কমলাকান্তের এই মনোভাব তার সাহসিকতার পরিচায়ক। ইংরেজসৃষ্ট আদালতে দাঁড়িয়ে এমন দুঃসাহসী বক্তব্য কমলাকান্তের

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

চরিত্রের স্পষ্টবাদিতাকেই প্রকাশ করে যেন। উদ্দীপকটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার আদলে লেখা হয়েছে। আচার-আচরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, স্পষ্টবাদিতা এবং সত্য প্রকাশের সংকল্পে উদ্দীপকের গালিব চরিত্রটি যেন কমলাকান্তেরই এক বাস্তব প্রতিচিত্র। আসামী হয়ে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোকে তার কাছে যথেষ্ট অস্বস্তির বিষয় বলে মনে হয়েছে; নিজের কাছে নিজেকে চিড়িয়াখানার খাঁচায় বন্দি জীব বলে মনে হয়েছে। যা কমলাকান্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আদালতের কাঠগড়াকে কমলাকান্ত খোঁয়াড়ের সঙ্গে তুলনা করেছিল। কাজেই বিষয়ভাবনা ও চরিত্রের আচরণগত দিক থেকে উপরিউক্ত আলোচ্য উক্তিটি 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার আলোকে যথার্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সংবাদকর্মী শাহরিয়ার হোসেন সব সময় থানা, পুলিশ, আইন-আদালতকে এড়িয়ে চলেন। অথচ তাঁকেও যে একদিন আদালতে যেতে হতে পারে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। কিছুদিন আগে তাঁর সামনেই সন্ত্রাসীরা তারই পাশের ফ্ল্যাটের মিল্টন সাহেবের বাসায় হামলা চালায় এবং তাদেরকে মারধর করে অনেক টাকার সম্পদ লুটে নিয়ে যায়। মিল্টন সাহেব আদালতে মামলা করেন এবং সাক্ষী হিসেবে শাহরিয়ার সাহেবের নাম দেন। শাহরিয়ার হোসেন এ মামলার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আদালতের কাজকর্ম দেখে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যান।

ক. কমলাকান্ত কিসের মামলায় আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিলেন?

খ. "বাবা কার ক্ষেতের ধান খেয়েছি যে আমাকে এর ভিতর পুরিলে?"- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের শাহরিয়ার হোসেনের ভাবনার সাথে কমলাকান্তের জবানবন্দি রচনার মূল বক্তব্য কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ?- আলোচনা কর।

ঘ. 'আদালতের কাজ কর্ম দেখে তিনি হতবাক হয়ে যান' -'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কমলাকান্ত গরু চুরির মামলায় আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিলেন।

খ) উনিশশতকের বাংলার নবজাগরণের মানসপুত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রম্য রচনায় আদালতের কাজকর্মের অসঙ্গতিগুলো তুলে ধরা হয়েছে। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক প্রবর্তিত আমাদের বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যেই 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' প্রবন্ধটি রচিত হয়। এ প্রবন্ধে কমলাকান্ত প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরু চুরির মামলার সাক্ষ্য দিতে আদালতে যায়। আদালতে তাকে গরুর খোঁয়াড়ের মতো একটি কাঠ দিয়ে ঘেরা কুঠুরিতে পুরে দেয়া হয়। এ কুঠুরির নামই কাঠগড়া। কারো ক্ষেতের ধান খেলে শাস্তি হিসেবে গরু-ছাগলকে যেমন খোঁয়াড়ে পুরে দেয়া হয় তেমনি আদালতের কাঠগড়ায় যখন আসামি, ফরিয়াদি কিংবা সাক্ষীকে পুরে দেয়া হয়, তখন তা দেখতে অনেকটা গরুর খোঁয়াড়ের মতোই মনে হয়। উল্লিখিত উক্তি দ্বারা এ বিষয়টিই তুলে ধরা হয়েছে।

গ) আমাদের আলোচ্য উদ্দীপকের শাহরিয়ার সাহেব একজন শিক্ষিত, মার্জিতরুচির ভদ্রলোক। নির্ঝঞ্ঝাট শাহেদ সাহেব সব সময় থানা, পুলিশ বা আইন আদালতে ভয় পান। পাশের ফ্ল্যাটের ডাকাতির মামলার সূত্রে তাকে ও একদিন সাক্ষী হিসেবে আদালতে যেতে হয়। তিনি আদালতে গিয়ে দেখলেন, এখানে সাজানো-গোছানো আনুষ্ঠানিকতা, উকিল, মুহুরি ও মোক্তারদের জটিল কথাবার্তা ও নিয়মের মারপ্যাচে পড়ে প্রকৃত সত্যটিই ধাপাচাপা পড়ে যায়।

'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনাতেও আমরা দেখি, কমলাকান্ত যখন আদালতে গেলেন এবং সাক্ষী হিসেবে কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন তখন তিনি একের পর এক ফরম্যালিটি ও নিয়মের গ্যাঁড়াকলে পড়তে থাকেন। তিনি আদালতে এসেছেন প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরুচুরির মামলার সাক্ষ্য দিতে। অথচ অন্যান্য কথার ভীড়ে সে বিষয়টিই উপেক্ষিত থেকে যায়। তাই কমলাকান্ত মনে করেন,

বিচারের নামে আদালতে শুধু সাজানো-গোছানো গালভরা কারবার চলে। উদ্দীপকের শাহরিয়ার হোসেনের ভাবনাও প্রায় একই রকম। এদিক থেকে শাহরিয়ার হোসেনের ভাবনার সাথে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার মূল বক্তব্য অনেকাংশেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ) উনিশ শতকের বাঙালি নবজাগরণের মানসপুত্র, বাংলা উপন্যাসের জনক, সাহিত্যসম্রাট উপাধিখ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক, রম্যব্যঙ্গমূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ 'কমলাকান্তের দপ্তর'। এ গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রাবন্ধিক উনিশ শতকের বৃটিশ শাসনামলের বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থটির সর্বশেষ রচনা 'কমলাকান্তের জবানবন্দি'র মধ্য দিয়ে তিনি বৃটিশ প্রবর্তিত আদালতের কাজকর্মের বিভিন্ন অসঙ্গতিকেই উপস্থাপন করেছেন।
'কমলাকান্তের জবানবন্দি' 'রচনায় আমরা দেখি ভবঘুরে, নেশাগ্রস্ত কমলাকান্ত প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরুচুরির মামলার সাক্ষী হিসেবে আদালতে যান এবং বিরক্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে কৌশলে তার প্রতিবাদ করেন। এর ভিতর দিয়ে আদালতের কাজকর্মের নানা অসঙ্গতির একটি খণ্ডচিত্র আমাদের চোখে ধরা পড়ে।
কমলাকান্ত আদালতে গিয়ে দেখেন গরুর খোঁয়াড়ের মত একটি কাঠগড়া। এ কাঠগড়ায় সাক্ষী, আসামী ও ফরিয়াদিকে অসম্মানজনকভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। হাকিম বসেন মাচানের উপর। "আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে প্রতিজ্ঞা করিতেছি" বলে হলফ পড়ানো কিংবা উকিলের জিজ্ঞাসাবাদ সবই শুধু সাজানো ফরম্যালিটি ছাড়া আর কিছু নয়। উকিল কমলাকান্তকে তার জাত, বংশ, বর্ণ, ইত্যাদি নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করে বিব্রত করে। অথচ যে মামলার সাক্ষ্য দেয়ার জন্য তাকে আদালতে আনা হয়েছে সে সম্পর্কে তাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় না। তাতে বিচারকার্য দীর্ঘসূত্রিতা লাভ করে এবং সময়ক্ষেপণের ফলে মূল বিচারটি ব্যাহত হয়। প্রকৃত ফরিয়াদি বঞ্চিত হয় ন্যায়বিচার থেকে।
দীর্ঘ সময় পেরিয়েও আদালত তার সেই বৃত্ত থেকে এখনও বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই উদ্দীপকের সংবাদকর্মী শাহরিয়ার হোসেনও আদালতের এ ব্যবস্থা দেখে হতবাক হয়ে যান। একটি স্বাধীন দেশে কীভাবে একজন মানুষকে পশুর মতো খোঁয়াড়ে পুরে দেয়া হয় সে বিষয়টি ভেবেই হয়তো তিনি এভাবে হতবাক হন। মানুষের মর্যাদার জন্য এ বিষয়টি অবশ্যই অবমাননাকর।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আজিজ সাহেবের একমাত্র ছেলে আবির। ছোটবেলা থেকেই সে আর দশটা ছেলে থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার কথাবার্তায় কিছুটা পাগলামির ভাব আছে। কিন্তু পাগলামির ছলেই আবির যেসব কথা বলে তা সমাজ বাস্তবতাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে তোলে। আবির একদিন তার প্রতিবেশীর একটি চুরির মামলার সাক্ষ্য দিতে আদালতে যায়। এক পর্যায়ে উকিল তাকে জেরা শুরু করে। উকিলের জেরার ধরন দেখে আবির অবাক হয়ে যায়। উকিলের প্রশ্ন শুনে আবির বুঝতে পারে না সে চুরির সাক্ষ্য দিতে এসেছে, না চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছে!

ক. কমলাকান্ত কার গরু চুরির মামলায় সাক্ষী হয়েছিলেন?

খ. কমলাকান্তের জাতিগত পরিচয় সংক্রান্ত প্রশ্ন করে উকিল বিব্রত হয়েছিলেন কেন?

গ. উপরের উদ্দীপকটি 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার সাথে কতোটা সঙ্গতিপূর্ণ।- ব্যাখ্যা কর

ঘ. 'ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে জান- তা তুমি কোন জাতির ভিতর'?- উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কমলাকান্ত প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরু চুরির মামলায় সাক্ষী হয়েছিলেন?

খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় কমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরু চুরির মামলার সাক্ষী দিতে আদালতে যান। আদালতের অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা শেষে কমলাকান্ত যখন কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন উকিল তখন প্রশ্নের

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

মাধ্যমে তার জাত, বর্ণ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত তথ্য জানতে চান। কমলাকান্ত মনে করেন এসব তথ্য কোনোভাবেই মামলার বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই তিনি এর সরাসরি উত্তর না দিয়ে উকিলকে চরমভাবে বিব্রত করতে থাকেন। আর এতেই উকিল রীতিমত নাকাল ও বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হন।

গ) আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'সাহিত্য সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্যক্তি ও কর্মজীবনে ইংরেজ সরকারের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ফলে তাঁর পক্ষে সরাসরি সরকারি কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি 'কমলাকান্তের দপ্তর' নামক গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে ইংরেজ আমলে বাংলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছেন। আমাদের আলোচ্য 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার ভিতরে উনিশ শতকের বিচারব্যবস্থা তথা আদালতের কাজকর্মের অসঙ্গতির চিত্র উপস্থাপন করেছেন।

উদ্দীপকের ভবঘুরে, আধাপাগল আবির একটি মামলার সাক্ষী হিসেবে আদালতে যায় এবং উকিল তাকে মামলার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন না করে বার বার তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রশ্ন করলে এর সাথে মামলার কী সম্পর্ক তা ভেবে সে অবাক হয়। তেমনি কমলাকান্তের জবানবন্দিতেও কমলাকান্ত প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরু চুরির মামলার সাক্ষী হিসেবে আদালতে গেলে উকিল তাকে বার বার তার জাত-বংশ বা পিতৃ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেও মূল মামলা সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই করে না। এ দিক থেকে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' ও আলোচ্য উদ্দীপকে মূলত আদালতের অপ্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা আর আচার-সর্বস্বতার বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ) উদ্দীপকের আবির একটি চুরির মামলার সাক্ষী হিসেবে আদালতে যায়। সেখানে গিয়ে সে অবাক হয়ে লক্ষ করে উকিল তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে একের পর এক অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। তার নাম, পিতা, মাতা, জাত, বংশ, পেশা ইত্যাদি সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন করে উকিল তাকে বিব্রত করলেও মূল মামলার বিষয়ে একটি কথাও জিজ্ঞেস করছেন না। উকিলের এ সব প্রশ্নের ধরন দেখে আবির বুঝতে পারে না, সে কি মামলার সাক্ষ্য দিতে আদালতে এসেছে, নাকি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছে।

'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় কমলাকান্তের ক্ষেত্রেও এই একই দৃশ্য দেখা যায়। প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরু চুরির মামলার সাক্ষ্য দিতে আসা কমলাকান্তকে উকিল যেসব প্রশ্ন করেন তার সাথে মূল মামলার কোনো সম্পর্ক খুঁজে না পেয়ে কমলাকান্ত সেসব প্রশ্নের বিদ্রূপাত্মক উত্তর দিয়ে এর প্রতিবাদ করেছে। এভাবেই কমলাকান্ত আদালতের অপ্রয়োজনীয় আচার-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে নিজের তথা সাধারণ মানুষের বলিষ্ঠ অবস্থান প্রকাশ করে।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হাইকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী মহসীন সাহেব পাকিস্তান আমল থেকেই আইনব্যবসার সাথে জড়িত। পেশাগত জীবনের প্রথম দিকে মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে আদালতের পরিবেশ ও কাজকর্ম দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি তখন গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, আদালতের সাজানো-গোছানো গালভরা কথাবার্তার আড়ালে যে বিচার কাজ চলে তা শুধু কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরও আদালতের বিচার ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন না দেখে তিনি এখন চরম হতাশ। দেশের বিচার ব্যবস্থার এই অপরিবর্তনীয় অবস্থা দেখে প্রায়ই তিনি ভাবেন–'এ জন্যই কি যুদ্ধ করে দেশটা স্বাধীন করেছিলাম?'

ক. মাচানের উপর কে বিরাজ করছিলেন?

খ. উকিলকে কমলাকান্ত যাত্রার অধিকারীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন কেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিচার ব্যবস্থার সাথে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় উল্লিখিত বিচারব্যবস্থার সাদৃশ্য আলোচনা কর।

ঘ. 'উদ্দীপকের মহসিন সাহেবের চিন্তা-চেতনায় আদালতের যে চেহারা প্রকাশিত হয়েছে তা একালের মানুষের কাছে প্রত্যাশিত নয়'- আলোচনা কর।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করছিলেন।

খ) সঠিক বিচারের জন্য দরকার পূর্ণাঙ্গ তথ্য। তাই একজন সাক্ষী যখন সাক্ষ্য দিতে আসেন তখন বিচার্য বিষয় সম্পর্কে তিনি যা জানেন তার সবই বিচারকের কাছে বলা দরকার। অন্যথায় বিচারকের সিদ্ধান্ত ভুলও হতে পারে। স্বচ্ছ বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষীদের এ ধরনের সুযোগ অবারিত থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের বিচার ব্যবস্থায় সে সুযোগ নেই। তাই প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী উকিল যখন কমলাকান্তকে চোখ রাঙাইয়া তার প্রশ্নের যথার্থ উত্তরের বাইরে কোনো কথা বলতে নিষেধ করেন তখন বিচারকের কাছে ক্ষমা চেয়ে তিনি উকিলকে যাত্রার অধিকারী আর নিজেকে যাত্রার ছেলের সাথে তুলনা করেন।

গ) 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনাটির ভিতর দিয়ে মননশীল প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকের বিচার ব্যবস্থার নানা ত্রুটি ও অসঙ্গতিকে উপস্থাপন করেছেন। সেখানে আমরা দেখি, প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরু চুরির মামলায় সাক্ষী হিসেবে নেশাগ্রস্ত ভবঘুরে কমলাকান্ত আদালতে যান এবং একের পর এক সমস্যার মুখোমুখি হন ও সেসব সমস্যাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আর সেসব চিহ্নিত অসঙ্গতিগুলোর মাধ্যমে আমাদের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, আদালতের গালভরা কারবারের অন্তরালে যেসব আনুষ্ঠানিকতা চলে তা শুধুমাত্র কৃত্রিমতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ আদালতের এ সাজানো-গোছানো কৃত্রিমতার আড়ালে প্রকৃত বিচারের বাণী সব সময় চাপা পড়ে থাকে।
উদ্দীপকেও আমরা দেখি, হাইকোর্টের উকিল মহসিন সাহেব জীবনে প্রথমবার আদালতে মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে যে পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আজ স্বাধীনতার এতগুলো বছর অতিক্রান্ত হবার পরও আমাদের বিচার ব্যবস্থা যেন সেই একই রকম আছে। আদালতের সাজানো-গোছানো এসব আনুষ্ঠানিকতার কারণেই প্রকৃত বিচার প্রক্রিয়া আজও দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। যা মোটেই প্রত্যাশিত নয়।

ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় বৃটিশ প্রবর্তিত উনিশ শতকের আদালতের কাজকর্ম তথা বিচারব্যবস্থার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ রচনায় আমরা দেখি, আদালতের এজলাস, হাকিম, উকিল, মুহুরি, মোক্তার, চাপরাশি, হলফনামা, কাঠগড়া এসবই কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতার উপকরণ মাত্র, এসব সাজানো কৃত্রিমতার অন্তরালে ঢাকা পড়ে থাকে প্রকৃত বিচার। কারণ উকিলেরা আসামি, ফরিয়াদি বা সাক্ষীকে যেভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, বিশেষ করে তাদের ব্যক্তিগত পরিচয়, জাত, বংশ বর্ণ ইত্যাদি বিচারকাজের সাথে মোটেই সম্পর্কিত নয়। বিচারকাজকে এসব অযথা দীর্ঘায়িত করে। ফলে একজন ফরিয়াদিকে বছরের পর বছর আদালতের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়। এ অবস্থা সেকাল থেকে একাল অবধি অর্থাৎ উনিশ শতক থেকে একুশ শতকে এসেও আমরা আদালতের এ কৃত্রিমতার গ্যাঁড়াকল হতে মুক্ত হতে পারিনি। ফলে বার বার আমাদের বিচারব্যবস্থা হয়েছে প্রশ্নবিদ্ধ। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে সত্যিকার অর্থে ন্যায় বিচারের ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাকে ঢেলে সাজানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ব্যবসায়ী ইকবাল হোসেন মামলায় হেরে বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরলেন। পুরোনো ঢাকার ধূর্ত ব্যবসায়ী হযরত আলীর দীর্ঘদিনের লোভ ছিল ইকবাল হোসেনের দোকানটির উপর। হযরত আলী সুকৌশলে ইকবাল হোসেনের বিরুদ্ধে জবর-দখল করে তার দোকান নিয়েছে বলে আদালতে মিথ্যা মামলা ঠুকে দেয়। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নিয়ে শপথ করে সাক্ষীদের অনর্গল মিথ্যা সাক্ষ্য ও উকিলের মিথ্যাচারে সৎ ব্যবসায়ী ইকবাল হোসেন হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। ন্যায় বিচারের পরিবর্তে বিচারকের নাটকীয় বিচার কার্যক্রম তাকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। একমাত্র আয়ের উৎস দোকানটি হারিয়ে ইকবাল হোসেনের পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ক. 'পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়'– এটি কার উক্তি?
খ. কমলাকান্তকে হলফ পড়াতে গিয়ে সমস্যা হয়েছিল কেন?
গ. উদ্দীপকের সাথে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার মিল-অমিলগুলো তুলে ধর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার মূল বিষয় আলোচনা কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়'– এটি কমলাকান্তের উক্তি।

খ) শ্রী কমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরু চুরির মামলায় সাক্ষ্য দিতে এসে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ান। সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বে মুহুরি কমলাকান্তের কাছে হলফ পড়াতে যায়। মুহুরি কমলাকান্তকে 'পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে' কথাটি বলে হলফ পড়তে বললে কমলাকান্ত তাতে আপত্তি জানায়। সে জানায়, ঈশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, উপলব্ধির বিষয়। তাই আদালতের মতো পবিত্র স্থানে প্রথমেই একটি মিথ্যা কথা দিয়ে সাক্ষ্য শুরু করা ভালো হবে না। তার এ অনড় মনোভাবের কারণেই হলফ পড়াতে গিয়ে আদালতে সমস্যা তৈরি হয়েছিল।

গ) উদ্দীপকের ইকবাল হোসেন সৎ ব্যবসায়ী। জনৈক হযরত আলী মিথ্যা মামলা দায়ের করে ইকবাল হোসেনের একটি দোকান দখল করে নেয়। টাকা ও শক্তির বলে আদালতের সমস্ত কার্যক্রম একটি মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করে। ইকবাল হোসেন আয়ের উৎস দোকানটি হারিয়ে বিষণ্ন মনে বাসায় ফেরে। অন্যদিকে, 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রম্যরচনায় প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরু চুরির মামলায় কমলাকান্তকে যেভাবে হলফনামা পড়ানোর প্রক্রিয়া চলে তাতে নানা অসঙ্গতি ছিল। কমলাকান্ত সে বিষয়গুলো উপলব্ধি করে তীব্র কটাক্ষের মাধ্যমে তার জবাব দেয়। কমলাকান্ত শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে আদালতের কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতা, উকিলের লোলুপ মনোবৃত্তি প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরে। বঙ্কিমচন্দ্র বৃটিশ শাসনে শৃঙ্খলিত সমকালীন আদালতের অসঙ্গতির কারণে হাস্য-কৌতুকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। উদ্দীপকে ইকবাল হোসেন আদালতের মিথ্যাচার, হঠকারিতায় পরাজিত ও বাকরুদ্ধ। কিন্তু কমলাকান্ত আদালতের অসঙ্গতির কারণে উকিলসহ আদালতের সাথে সম্পৃক্তদের কটাক্ষ করেছে। এক সময় কমলাকান্তের কটাক্ষের কারণে উকিল বাবু তার সাক্ষ্য গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করে। দুটো ঘটনাই আদালতের হলেও ভিন্নমুখী।

ঘ) উদ্দীপকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আদালতের অসঙ্গতি তথা মিথ্যাচার তুলে ধরা হয়েছে। ধূর্ত ব্যবসায়ী হযরত আলী, ইকবাল হোসেনের একটি দোকান মিথ্যা মামলা করে হাতিয়ে নেয়। সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা যে আদালতের মাধ্যমে হওয়ার কথা সেখানে তার উল্টোটা হচ্ছে। অন্যদিকে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রম্যরচনার সমকালীন আদালতের অসঙ্গতি, মিথ্যাচার প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরু চুরির মামলার সাক্ষী কমলাকান্তকে আদালতে নেয়ার পর তাকে হলফনামা পড়ানো থেকে পুরো বিচারকার্যক্রমে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল কমলাকান্তের তীক্ষ্ণ কটাক্ষের মাধ্যমে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে। যে পরমেশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, উপলব্ধির বিষয় সেটা বিচারকার্যের সাথে সম্পৃক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বুঝতে না পারলেও অপ্রকৃতিস্থ, আফিংখোর কমলাকান্তের বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না। তাই এসব কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব বিচারকার্যের অসারতা বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত নিপুণভাবে তার এ রচনাটিতে উপস্থাপন করেছেন।

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আব্দুল মতিন তার ভাই হত্যার বিচার পায়নি। ক্ষমতাশালী আসামীপক্ষ হত্যাকাণ্ডটি পারিবারিক কলহ থেকে সংঘটিত হয়েছে বলে আদালতে প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্যক্ষদর্শী মোর্শেদকে সাক্ষী করে আব্দুল মতিন আদালতে মামলা করেছিল। কিন্তু, অর্থলোভী উকিল টাকার বিনিময়ে আদালতে সত্যকেই মিথ্যা বলে প্রমাণ করে দেয়। বিচারের সময় সাক্ষী মোর্শেদকে নানা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে তিনি এমনভাবে বিব্রত করেন যে, এর ফলে মোর্শেদ আদালতের কাছে যথাযথভাবে সত্যটা তুলে ধরতে পারেনি। তাই আব্দুল মতিন মামলায় হেরে যায়।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ক. 'আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও' – উক্তিটি কার?
খ. "যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব; যা না বলাইবেন; তা বলিব না।"- কোন প্রসঙ্গে, কেন এ উক্তিটি করা হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের মোর্শেদের সাথে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি'র কমলাকান্ত চরিত্রের মিল-অমিলগুলো তুলে ধর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কমলাকান্তের চরিত্র আলোচনা কর।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও' – উক্তিটি উকিলবাবুর।

খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি –"যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব; যা না বলাইবেন; তা বলিব না।' হাকিমের উদ্দেশে উকিলবাবুর প্রতি ইঙ্গিত করে সাক্ষী কমলাকান্ত আলোচ্য উক্তিটি করেছেন। এ উক্তির মাধ্যমে আদালতের একটি চরম সীমাবদ্ধতার বিষয় ফুটে ওঠেছে। যে সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে আদালতের রায় ঘোষিত হয় তাকেই যদি স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ না দেয়া হয় তবে ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হতে পারে। তাই উকিলবাবু যখন কমলাকান্তকে তার প্রশ্নের যথার্থ উত্তরের বাইরে কোনো কথা বলতে নিষেধ করেন তখন তার প্রত্যুত্তরে কমলাকান্ত আলোচ্য উক্তিটি করেন। এই উক্তির মাধ্যমে বিচারব্যবস্থার এক চরম অসঙ্গতিই তুলে ধরা হয়েছে।

গ) উদ্দীপকে সাক্ষী মোর্শেদ হত্যা মামলার সাক্ষী। সংঘটিত হত্যাকাণ্ডটির সে প্রত্যক্ষদর্শী। কিন্তু আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য নেয়া হলে উকিলের কৌশলী জেরার মুখে সে আসল তথ্য প্রকাশ করতে পারে না। আদালতের সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা উকিলের সহায়ক হলেও সাক্ষী মোর্শেদের জন্য ছিলো বিব্রতকর। ফলে আব্দুল মতিন তার ভাই হত্যার ন্যায়বিচার পায় না। অন্যদিকে, 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' নামক রম্যরচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্ত নামক চরিত্রের মাধ্যমে বিচার-ব্যবস্থার অসংগতি তুলে ধরেছেন। এখানে কমলাকান্ত হতদরিদ্র গ্রামের লোক। সে আফিংখোর ও অপ্রকৃতিস্থ হলেও তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ও সত্যবাদী। সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য তাকে আদালতে নেয়া হলে আদালতের নানা অসঙ্গতি নিয়ে সে শ্লেষাত্মক উক্তি করতে শুরু করে। তার এসব আচরণে বিরক্ত হয়ে উকিল এক সময় সাক্ষ্য গ্রহণে নিজের অপারগতা প্রকাশ করেন। সুতরাং বলা যায়, সাক্ষী মোর্শেদ ও কমলাকান্ত দুজনেই আদালতের অব্যবস্থাপনার শিকার হলেও একজন সেই অব্যবস্থাপনার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং অপরজন আদালতকেই বিব্রত করে তোলে।

ঘ) উদ্দীপকে আব্দুল মতিনের ভাইয়ের হত্যার মামলায় মোর্শেদ একজন সাক্ষী। আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য তাকে নেয়া হয়। উকিলের জেরার মুখে মোর্শেদ হতবিহবল হয়ে পড়ে। সে সত্য কথা বলতে পারে না। এ কারণে মামলাটির সুষ্ঠু বিচারকার্য ব্যাহত হয়। অন্যদিকে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' নামক রম্যরচনায় কমলাকান্ত কেন্দ্রীয় চরিত্র। প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরু চুরির মামলায় সে একজন সাক্ষী। কমলাকান্ত হতদরিদ্র গ্রামের লোক। আফিংখোর, অপ্রকৃতিস্থ হলেও তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সত্যবাদী। সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য তাকে আদালতে নেয়া হলে আদালতের নানা অসঙ্গতি তার চোখে পড়ে এবং সেগুলো সে অকপটে উচ্চারণ করে। আদালতের কাঠগড়াকে তার গরুর খোঁয়াড়ের মতো মনে হয়। এছাড়াও হলফনামায় অসঙ্গতি, উকিলের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, অর্থলিপ্সা প্রভৃতি বিষয় কমলাকান্তের তীর্যক উক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার তীক্ষ্ম মেধা ও সাহসী ভূমিকার কাছে আদালতের অসঙ্গত বিচার ব্যবস্থা পরাজিত হয়। মোর্শেদ যেখানে বিচার ব্যবস্থার কাছে তার সত্যকে বলি দিতে বাধ্য হন, কমলাকান্ত সেখানে সত্যের জয়-ঢাক বাজিয়ে অন্তঃসারশূন্য বিচার ব্যবস্থাকেই পরাভূত করেন।

৭. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

প্রবাসী বদরুল আলম বাড়ি করবেন বলে একটি জমি কিনেছেন। দেশে ফিরে বাড়ির কাজ শুরু করবেন ভাবছিলেন। এমন সময় তিনি জানতে পারলেন, জমির মালিকানা নিয়ে ঝামেলা রয়েছে। তার কেনা জমিটি একাধিকবার বিক্রি হয়েছে। বদরুল আলম বাদী হয়ে আদালতে মামলা করেন। কিন্তু জমির মূল মালিক, যার কাছ থেকে জমি কেনা হয়েছিল তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ধূর্ত লোক; নাম আব্দুল লতিফ। উকিলকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে তিনি মামলাটি এমনভাবে ঘুরিয়ে দিলেন যে, বদরুল আলম জমি তো পেলেনই না, উপরন্তু দীর্ঘদিন ভোগান্তি পোহালেন। প্রতারিত বদরুল আলম অভিমান করে আবারও দেশ ছেড়ে চলে গেলেন।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ক. কমলাকান্ত উকিলবাবুকে কিসের ভাগ পাওয়ার কথা বলেছিলেন?
খ. "আমি ইহার জবানবন্দি করাইতে পারিব না"– কে, কেন এ ধরনের মন্তব্য করেছে, ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের বদরুল আলমের ঘটনার সাথে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি'র ঘটনার মিল-অমিল ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি'র প্রতিপাদ্য বিষয় বিশ্লেষণ কর।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কমলাকান্ত উকিলবাবুকে চুরির ভাগ পাওয়ার কথা বলেছিলেন।

খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রম্যরচনায় উক্তিটি উকিলবাবু করেছেন। এ রচনার মধ্যে মূলত সমকালীন আদালতের নানা অসঙ্গতি, কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। 'কমলাকান্তের জবানবন্দি'র প্রধান চরিত্র কমলাকান্তের সাথে উকিলবাবুর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সমকালীন বিচার ব্যবস্থার বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। হলফনামা পড়ানো ও জেরা করার মধ্যে যে মিথ্যাচার ও কপটতা রয়েছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন কমলাকান্ত সেগুলো খুব সহজেই বুঝতে পারে। সে কারণে উকিলের সবগুলো কথারই সে তির্যক ও শ্লেষাত্মক জবাব দেয়। এক পর্যায়ে উকিলবাবু যখন কমলাকান্তের পেশার কথা জানতে চায়, তখন কৌশলে সে বলে দেয় আমি চুরি করলে ইতোমধ্যে আপনিও তার ভাগ পেতেন। এতে উকিলবাবু চরম বিরক্ত ও অপমানবোধ করেন। তাই বিচারককে তিনি তার নিজের অপারগতার কথা জানিয়ে এ উক্তিটি করে।

গ) উদ্দীপকের প্রবাসী বদরুল আলম জমি কিনেছিলেন এবং সেখানে বাড়ি করার কথাও ভাবছিলেন। এমন সময় জানতে পারেন, তার জমিটির মালিকানায় ঝামেলা রয়েছে। জমির মালিক আব্দুল লতিফ টাকার লোভে একই জমি দুজনের কাছে বিক্রি করে। বদরুল আলম এ নিয়ে আদালতে মামলা করে। কিন্তু প্রভাবশালী আব্দুল লতিফ টাকা দিয়ে মামলাটি ঘুরিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত বদরুল আলম আদালতের কৃত্রিম বিচার কার্য ও উকিলের অপকৌশলের কারণে মামলায় হেরে যান। প্রতারিত বদরুল মনঃকষ্ট নিয়ে আবারও প্রবাসে চলে যান। অন্যদিকে, 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রম্যরচনায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমকালীন আদালতের অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন। এখানে আদালতের হলফনামা পড়ানোর অসঙ্গতি, বিচার কার্যক্রমের কৃত্রিমতা, অর্থহীন আড়ম্বরতা, উকিলদের অর্থলিপ্সা প্রভৃতি বিষয় কমলাকান্তের বুদ্ধিদীপ্ত উক্তি ও তীক্ষ্ণ কটাক্ষের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। কমলাকান্ত আফিংখোর, অপ্রকৃতিস্থ হওয়া সত্ত্বেও বিচার বিভাগের অসঙ্গতি, মিথ্যাচার ঠিকই ধরতে পেরেছে। কমলাকান্তের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মূলত তাঁর ব্যক্তিচিন্তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। উদ্দীপক ও রচনা উভয়ক্ষেত্রেই আদালত সংক্রান্ত বিষয় থাকলেও ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ভিন্ন আঙ্গিকে তা উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু তারপরও উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তুবিচার ব্যবস্থার মূল সংকটটি সমানভাবে ওঠে এসেছে।

ঘ) উদ্দীপকে প্রবাসী বদরুল আলমের জমি নিয়ে প্রতারিত হওয়ার কাহিনী উঠে এসেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আদালতের মিথ্যাচার, অপশক্তির প্রভাব দ্বারা আচ্ছন্ন কৃত্রিম বিচারকার্য বিষয়ক সমাজব্যবস্থার বাস্তবতা প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে, 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' 'রম্যরচনায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমকালীন আদালতের অসঙ্গতি, উকিলদের মিথ্যাচার, বিচার-ব্যবস্থার কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতা প্রভৃতি বিষয় সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। ভবঘুরে আফিংখোর কমলাকান্ত প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরু চুরির মামলায় সাক্ষী দিতে এসে উকিলকে যেভাবে কটাক্ষ করে কথা বলেছে তাতে আদালতের অসঙ্গতি যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি রচনাটি রসময় হয়ে উঠেছে। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েই কমলাকান্ত সে স্থানটিকে খোঁয়াড়ের সাথে তুলনা করে। এরপর হলফনামায় যখন তাকে বলতে বলা হয় "আমি, পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া"-তখন কমলাকান্ত আবার আপত্তি করে। তার মতে, পরমেশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, উপলব্ধির বিষয়। এছাড়াও, উকিলদের অর্থলিপ্সা, আদালতের কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতা প্রভৃতি বিষয় এ রচনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ সঠিক বিচারের প্রত্যাশায় আদালতে যায়। সেখানে সঠিক বিচার তো হয় না বরং নানাভাবে তারা বিড়ম্বনার শিকার হয়। সুতরাং বলা যায়,'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় সমকালীন বিচার ব্যবস্থার একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সার্থক উপন্যাসের নাম কী?
ক Rajmahan's wife ● খ দুর্গেশনন্দিনী
গ কপালকুণ্ডলা ঘ বিষবৃক্ষ

২. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' বঙ্কিমের কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?
● ক কমলাকান্তের দপ্তর খ লোকরহস্য
গ সাম্য ঘ কৃষ্ণচরিত্র

৩. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনাটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
ক সমাচার দর্পণ ● খ বঙ্গদর্শন
গ দিকদর্শন ঘ ভারতী

৪. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' কী জাতীয় রচনা?
● ক নকশা জাতীয় খ উপন্যাস জাতীয়
গ কাব্যধর্মী ঘ ইতিহাস আশ্রয়ী

৫. 'কমলাকান্তের দপ্তর' রচনাটির মূল শিরোনাম কী ছিল?
ক কমলাকান্তের বিচার
● খ কমলাকান্তের জোবানবন্দি
গ কমলাকান্তের শাস্তি
ঘ কমলাকান্তের কথোপকথন

৬. ব্রাহ্ম সমাজ কী?
● ক একেশ্বরবাদী ধর্ম সম্প্রদায়
খ দ্বি ঈশ্বরবাদী ধর্ম সম্প্রদায়
গ বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম সম্প্রদায়
ঘ ত্রি ঈশ্বরবাদী ধর্ম সম্প্রদায়

৭. উকিলের পরনে কী ছিল?
ক সাদা শামলা খ কালো শামলা
● গ ময়লা শামলা ঘ লাল শামলা

৮. কমলাকান্ত কোন বর্ণের ছিল?
● ক কৃষ্ণবর্ণ খ গৌরবর্ণ
গ নিম্নবর্ণ ঘ উচ্চবর্ণ

৯. মোকদ্দমাটি কিসের ছিল?
ক আফিম চুরির ● খ গরু চুরির
গ ছাগল চুরির ঘ মহিষ চুরির

১০. 'সাহিত্য সম্রাট' কার উপাধি?
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ● ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১১. কর্মজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন?
ক ম্যাজিস্ট্রেট ● খ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
গ উকিল ঘ অধ্যাপক

১২. কনস্টেবল রুল ঘুরিয়ে কমলাকান্তকে কোথায় নিয়ে গেল?
ক আদালতে খ বাজারে
গ বাড়িতে ● ঘ এজলাসে

১৩. বঙ্কিমচন্দ্র কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন?
ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ● খ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
গ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ঘ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কততম স্নাতকদের একজন ছিলেন?
● ক প্রথম খ দ্বিতীয়
গ তৃতীয় ঘ চতুর্থ

১৫. বঙ্কিমচন্দ্র কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন?
ক সবুজপত্র খ ভারতী
গ ধূমকেতু ● ঘ বঙ্গদর্শন

১৬. Very Obstructive সংলাপটি-
● ক উকিলের খ হাকিমের
গ মুহুরির ঘ কমলাকান্তের

১৭. কমলাকান্ত 'ওঁ মধু মধু মধু' সংলাপটি উচ্চারণ করলেন-
ক ক্রোধের সঙ্গে খ বিস্ময়ের সঙ্গে
● গ বিদ্রুপের সঙ্গে ঘ সচেতনতার সঙ্গে

১৮. 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের প্রকাশকাল কোনটি?
ক ১৮৬৪ সাল ● খ ১৮৬৫ সাল
গ ১৮৬৬ সাল ঘ ১৮৬৭ সাল

১৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতকদের একজন ছিলেন?
ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়
● গ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়

২০. কনস্টেবল কমলাকান্তকে সঙ্গে করে এজলাসে নিয়ে গেল-
ক হাত ধরে টেনে ● খ রুল ঘুরিয়ে
গ দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘ বকাঝকা করে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

কমলাকান্তের জবানবন্দি

২১. 'তাঁহার মূল্যবান সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে।'– সংলাপটি হলো
ক মুহুরির
খ উকিলের
গ হাকিমের
ঘ কমলাকান্তের

২২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অভিহিত করা হয়-
ক সাহিত্য রাজ হিসেবে
খ ঋতু রাজ হিসেবে
গ কবি সম্রাট হিসেবে
ঘ সাহিত্য সম্রাট হিসেবে

২৩. এজলাসে হাকিম কোথায় অবস্থান করেছেন?
ক মাচানের উপর
খ সাধারণের মাঝে
গ উকিলের পেছনে
ঘ উঁচু চেয়ারের উপর

২৪. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় কমলাকান্তকে দেখি-
ক ফরিয়াদিরূপে
খ সাক্ষীরূপে
গ দর্শক রূপে
ঘ চাপরাশি

২৫. কমলাকান্ত জাতিগতভাবে কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত?
ক ব্রাহ্মণ
খ কায়স্থ
গ বৈশ্য
ঘ কৈবর্ত

২৬. 'তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায়?' সংলাপটি কার?
ক মুহুরির
খ হাকিমের
গ উকিলের
ঘ প্রসন্ন গোয়ালিনীর

২৭. প্রসন্ন গোয়ালিনী হচ্ছেন-
ক ফরিয়াদি
খ সাক্ষী
গ দর্শক
ঘ উকিলের পরিচারিকা

২৮. কনস্টেবলের কোর্তার রং কী?
ক ধূসর
খ তামাটে
গ লালচে
ঘ কালো

২৯. 'হাস কেন?' সংলাপটি কার?
ক উকিলের
খ হাকিমের
গ চাপরাশির
ঘ মুহুরির

৩০. চাপরাশি- 'তামাশার জায়গা এ নয়'- সংলাপটি বললেন-
ক কোমর ঘুরাইয়া
খ রুল ঘুরাইয়া
গ দাড়ি ঘুরাইয়া
ঘ চোখ ঘুরাইয়া

৩১. 'গোলমালে কাজ নাই।' সংলাপটি কার?
ক হাকিমের
খ কমলাকান্তের
গ উকিলের
ঘ চাপরাশির

৩২. 'যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব।' সংলাপটি কার?
ক কমলাকান্তের
খ মুহুরির
গ উকিলের
ঘ চাপরাশির

৩৩. 'যে সাক্ষী এ রকম, তাকে আমি চাই না।'- বাক্যটি-
ক সরল বাক্য
খ যৌগিক বাক্য
গ সংশয়াত্মক বাক্য
ঘ জটিল বাক্য

৩৪. শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক ব্রাহ্ম
খ ব্রাহ্ক্ষ
গ ব্রাহ্ম্য
ঘ ব্রাহ্ম্য

৩৫. বিচার কাজের সঙ্গে যুক্ত শব্দটি হচ্ছে-
ক শরণাগত
খ যজ্ঞোপবীত
গ এজলাস
ঘ ওঁ

৩৬. উদ্ধত বা একরোখা অর্থ বুঝাতে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?
ক অধিকারী
খ Theological lecture
গ সের্‌কশ্‌
ঘ মধু

৩৭. 'বলি তোমার জাত আছে?' সংলাপটি কার?
ক চাপরাশির
খ উকিলের
গ মহুরির
ঘ হাকিমের

৩৮. নিচের কোন বাক্যটি জটিল বাক্য ?
ক তোমার বাপের নাম কী?
খ আমি এ সাক্ষী চাই না
গ যে সাক্ষী এ রকম, তাকে আমি চাই না।
ঘ সাক্ষীটা কী একটা গণ্ডগোল বাঁধাইতেছে

৩৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
ক ১৮৭৪ সালে
খ ১৮৮৪ সালে
গ ১৮৯৪ সালে
ঘ ১৮৯৮ সালে

৪০. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' কোন ধরনের রচনা?
ক কবিতা
খ কথিকা
গ ছোটগল্প
ঘ নকশাজাতীয় রচনা

৪১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পেশায় ছিলেন-
ক সাংবাদিক
খ লেখক
গ ম্যাজিস্ট্রেট
ঘ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট

৪২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন-
ক কাঁঠালপাড়া
খ হরিপুর
গ কুমুর ডাঙ্গা
ঘ দেবনাথপুর

৪৩. সের্‌কশ্‌ শব্দের অর্থ কী?
ক আপত্তি
খ বিরোধী
গ বেয়াড়া
ঘ ধর্মতত্ত্বীয় বিষয়

কমলাকান্তের জবানবন্দি

৪৪. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনাটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
ক লোকরহস্য খ সাম্য
গ বিবিধ প্রবন্ধ ঘ কমলাকান্তের দপ্তর

৪৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের-
ক চব্বিশ পরগনা জেলায় খ হুগলি জেলায়
গ বর্ধমান জেলায় ঘ নদীয়া জেলায়

৪৬. 'শামলা' শব্দের অর্থ কী?
ক শ্যামলা খ ময়লাযুক্ত
গ শালের পাগড়ি ঘ শাড়ি

৪৭. 'কাটারা' শব্দটির অর্থ কী?
ক কাঁটা খ বিচারকক্ষ
গ বাধা ঘ কাঠগড়া

৪৮. 'ওঁ' শব্দটির অর্থ কী?
ক বিরক্তিসূচক ধ্বনি খ দ্বিধাবাচক ধ্বনি
গ ধ্বনি বিশেষ ঘ ঈশ্বরবাচক ধ্বনি

৪৯. 'ওথের প্রতি সাক্ষীর Objection আছে'- সংলাপটি-
ক হাকিমের খ মুহুরির
গ উকিলের ঘ ম্যাজিস্ট্রেটের

৫০. কমলাকান্তের বয়স কত?
ক ৫৭ বছর খ ৪৭
গ ৩৭ ঘ ৫১

৫১. যজ্ঞোপবীত শব্দের অর্থ কী?
ক পৈতা খ খোপা
গ সুতা ঘ শালের পাগড়ি

৫২. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' প্রকাশিত হয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন পত্রিকায়-
ক ফাল্গুন সংখ্যায় খ চৈত্র সংখ্যায়
গ বৈশাখ সংখ্যায় ঘ আষাঢ় সংখ্যায়

৫৩. কমলাকান্ত ছিল মামলার-
ক ফরিয়াদি খ আসামি
গ সাক্ষী ঘ উকিল

৫৪. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনা করেছেন-
ক আবু জাফর শামসুদ্দীন খ অমিয় চক্রবর্তী
গ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ প্রমথ চৌধুরী

৫৫. 'রাজসিংহ' একটি–
ক নাটক খ প্রবন্ধ
গ উপন্যাস ঘ গল্প

৫৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার-
ক প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক খ সম্পাদক
গ পাঠক ঘ লেখক

৫৭. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' কত বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়?
ক ১২৮৮ বঙ্গাব্দে খ ১২৯০ বঙ্গাব্দে
গ ১২৮৯ বঙ্গাব্দে ঘ ১৩৯১ বঙ্গাব্দে

৫৮. লেখকের মতে কমলাকান্তের পক্ষে কী চুরি করা সম্ভব?
ক টাকা-পয়সা খ আফিম
গ গাঁজা ঘ স্বর্ণ

৫৯. কমলাকান্ত হলো-
ক হেরোইনখোর খ গাঁজাখোর
গ আফিংখোর ঘ মদখোর

৬০. কনস্টেবলের পরনে ছিল?
ক নীল কোর্তা খ কালো কোর্তা
গ খাকি কোর্তা ঘ লাল কোর্তা

৬১. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক ডিগ্রিধারীদের একজন হলেন-
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ অমিয় চক্রবর্তী

৬২. গরুচুরি মামলার ফরিয়াদি কে?
ক কমলাকান্ত খ প্রসন্ন গোয়ালিনী
গ উকিলবাবু ঘ কনস্টেবল

৬৩. 'ফরিয়াদির উকিল চটিলেন' কেন?
ক তার মূল্যবান সময় নষ্ট হওয়ায়
খ মামলা খারিজ হওয়ায়
গ কমলাকান্ত মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ায়
ঘ টাকা না দেওয়ায়

৬৪. 'বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?' – উক্তিটি কার?
ক চাপরাশির খ ফরিয়াদির
গ উকিলের ঘ সাক্ষীর

৬৫. কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকিলবাবুর-
ক মোকদ্দমা খারিজ হয় খ মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না
গ আসামি জামিন পায় ঘ ফরিয়াদি নারাজ হন

৬৬. কমলাকান্ত ছিল-
ক ব্রাহ্মণ খ ক্ষত্রিয়
গ বৈশ্য ঘ শূদ্র

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৬৭. 'ওথ' (Oath) অর্থ কী?
ক হলফনামা খ সত্যসাক্ষ্য
গ আপত্তি ঘ জামিন

৬৮. কমলাকান্ত সাক্ষীর কাটারাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করেছে?
ক জেলখানার সঙ্গে খ খোঁয়াড়ের সঙ্গে
গ জাহান্নামের সঙ্গে ঘ কবরের সঙ্গে

৬৯. 'আমি বড় দাঁড়াইলাম না'- এখানে 'আমি' হলো–
ক কমলাকান্ত খ ফরিয়াদির উকিল
গ লেখক ঘ প্রসন্ন গোয়ালিনী

৭০. ফৌজদারি আদালতে চলে-
ক জমিসংক্রান্ত মামলা খ দণ্ডবিধির মামলা
গ দণ্ড বহির্ভূত মামলা ঘ রাষ্ট্রীয় মামলা

৭১. 'আমি এ সাক্ষী চাহি না'- উকিল এ উক্তিটি করেছেন-
ক অতি আনন্দে খ অতি কষ্টে
গ অতি বিরক্তিতে ঘ অতি গর্বে

৭২. 'উকিল' কোন ভাষার শব্দ?
ক উর্দু খ ফারসি
গ আরবি ঘ ইংরেজি

৭৩. 'জবানবন্দি' কোন ভাষার শব্দ?
ক ফারসি খ আরবি
গ জাপানি ঘ তৎসম

৭৪. 'Theological lecture' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক ধর্মতত্ত্বীয় বক্তৃতা খ অর্থতত্ত্বীয় বক্তৃতা
গ দার্শনিক বক্তৃতা ঘ রাজনৈতিক বক্তৃতা

৭৫. কমলাকান্ত নিজেকে যাত্রার ছেলে বলেছিল কেন?
ক সে যাত্রাদলে কাজ করতো বলে
খ সে অভিনয় করতো বলে
গ নিজে থেকে কোনো কথা বলতে পারবে না বলে
ঘ সে নাটকে কাজ করতো বলে

৭৬. উকিলবাবুকে অধিকারী বলার কারণ কী ছিল?
ক উকিলবাবু যাত্রাদলের মালিক ছিলেন তাই
খ উকিলবাবু যাত্রাদলে কাজ করতো তাই
গ উকিলবাবু যাত্রাদলে অভিনয় করতেন তাই
ঘ উকিলবাবুর জিজ্ঞাসার বাইরে কিছু বলা যাবে না তাই

৭৭. উকিলবাবু চুপ করে বসে পড়লেন কেন?
ক সাক্ষী হলফনামা না পড়ায়
খ সাক্ষী অসুস্থ হয়ে পড়ায়
গ সাক্ষী হলফনামা পড়ায়
ঘ সাক্ষী সাক্ষ্য না দেয়ায়

৭৮. কমলাকান্ত কেন আদালতে এসেছিল?
ক আদালতের অবস্থা জানতে
খ আদালত পরিদর্শন করতে
গ মামলার সাক্ষ্য দিতে
ঘ মামলার আসামি হয়ে

৭৯. 'বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?' – কমলাকান্ত কেন এ উক্তি করেছিল?
ক তাকে জোর করে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলে
খ কাঠগড়াটি খোঁয়াড় সদৃশ মনে হওয়ায়
গ আদালতকে খোঁয়াড় সদৃশ মনে হওয়ায়
ঘ নিজেকে গরু মনে হওয়ায়

৮০. 'সাদা কাগজে দস্তখত নেওয়া' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক সাদা কাগজে স্বাক্ষর করা
খ প্রতিজ্ঞা না জেনে প্রতিজ্ঞা করা
গ সাদা কাগজে টিপসই দেয়া
ঘ প্রতিজ্ঞা জেনে প্রতিজ্ঞা করা

৮১. 'এজলাস' বলতে বোঝানো হয়েছে-
ক বিচারকক্ষ খ কাঠগড়া
গ আদালত ঘ জেল হাজত

৮২. 'আমি এ সাক্ষী চাই না।'- উকিলবাবু কেন এ সাক্ষী চান না?
ক সাক্ষী সাক্ষ্য দেবে না
খ সাক্ষী অযৌক্তিক কথা বলে
গ সাক্ষী কোন প্রশ্নের স্বাভাবিক উত্তর দেয় না
ঘ সাক্ষী আসামি হয়ে গেছে

৮৩. উকিলবাবু কেন কমলাকান্তের জবানবন্দি করাতে পারবেন না বলেছেন?
ক কমলাকান্ত জবানবন্দি দেবে না
খ কমলাকান্ত অসুস্থ ছিল
গ কমলাকান্ত প্রশ্নের স্বাভাবিক উত্তর না দেয়ায়
ঘ কমলাকান্তকে উকিলবাবু ভয় পান বলে

৮৪. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় 'সেরকশ্‌' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক হাকিমকে খ উকিলকে
গ প্রসন্ন গোয়ালিনীকে ঘ কমলাকান্তকে

৮৫. কনস্টেবল কমলাকান্তকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল কেন?
ক সাক্ষ্য দেয়ার জন্য খ আসামি ছিল বলে
গ শাস্তি দেয়ার জন্য ঘ মামলা নিষ্পত্তির জন্য

৮৬. ব্রাহ্মণ গাছতলায় বসেছিল কেন?
ক মদ খাওয়ার জন্য খ নিবাস নেই বলে
গ সাক্ষ্য দেয়ার অপেক্ষায় ঘ নসীবাবুর জন্য

৮৭. 'শামলা' মানে কী?
ক জামা বিশেষ খ ফতুয়া
গ শালের পাগড়ি ঘ গামলা

৮৮. ওথের প্রতি সাক্ষীর Objection আছে কেন?
ক মামলা করেছিল বলে
খ শাস্তি দিয়েছিল বলে
গ বিভ্রান্তিকর তথ্য আছে বলে
ঘ দস্তখত দিয়েছিল বলে

৮৯. 'যজ্ঞোপবীত' কিসের প্রতীক?
ক হিন্দু ব্রাহ্মণের খ বংশের
গ গোষ্ঠীর ঘ মামলার

৯০. 'জবানবন্দি' মানে কী?
ক বিচারকের কাছে প্রদত্ত বিবৃতি
খ জবাব দেয়ার উপায়
গ সাক্ষীর বক্তব্য
ঘ উকিলের জেরার বিষয়

৯১. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' নকশা জাতীয় লেখা কেন?
ক হাস্যরস আছে বলে
খ উকিল জেরা করেছে বলে
গ কমলাকান্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে বলে
ঘ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে আদালতের অসংগতিকে তুলে ধরা হয়েছে বলে

৯২. 'মধু' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক সুর বুঝাতে খ মিষ্টি বুঝাতে
গ মৌমাছি বুঝাতে ঘ মধুসূদনকে বুঝাতে

৯৩. 'মুহুরি' কাকে বলা হয়?
ক হাকিমের কাজে সহায়তাকারী
খ উকিলের কাজে সহায়তাকারী
গ ম্যাজিস্ট্রেটের সাহায্যকারী
ঘ আসামির সঙ্গে জেরাকারী

৯৪. 'এত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত'? এ উক্তিটি থেকে তৎকালীন সামাজিক জীবনের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
ক কার্যক্ষেত্রে অনিয়ম খ শিক্ষাব্যবস্থায় অনিয়ম
গ প্রশাসনে অনিয়ম ঘ পদবৃদ্ধির প্রথা

৯৫. কমলাকান্ত উকিলকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?
ক যাত্রার ছেলে খ অধিকারী
গ অভিনেতা ঘ নায়ক

৯৬. 'কমলাকান্তের গলায় যজ্ঞোপবীত ছিল'- এর মানে হলো-
ক সে ছিল ব্রাহ্মণ খ সে ছিল কায়স্থ
গ সে ছিল কৈবর্ত ঘ সে ছিল শূদ্র

৯৭. 'আমার নিবাস নাই'-কমলাকান্তের এ উক্তি তার চরিত্রের কোন দিকটিকে ইঙ্গিত করে?
ক নেশাখোর খ ভবঘুরে
গ উদ্ভট ঘ পাগল

৯৮. 'আপনি কিছু ভাগও পাইতেন'- কমলাকান্তের এ উক্তি উকিল চরিত্রের কোন দিকটিকে নির্দেশ করেছে?
ক সততার দিক খ শ্রেষ্ঠত্বের দিক
গ অসততার দিক ঘ অসভ্যতার দিক

৯৯. 'জবানবন্দি' শব্দটি কোনটির সাথে সম্পৃক্ত?
ক সংসদ খ বাজার
গ স্কুল ও কলেজ ঘ আদালত

১০০. 'এজলাস' কোন ভাষার শব্দ?
ক ফারসি খ আরবি
গ হিন্দি ঘ গুজরাটি

১০১. 'আদালত' কোন ধরনের শব্দ?
ক ইংরেজি খ চীনা
গ আরবি ঘ ফারসি

১০২. আপাতঃদৃষ্টিতে কমলাকান্তের আচরণ হলো-
ক ভদ্রতার শামিল খ পাগলামির শামিল
গ ওকালতির শামিল ঘ বিজ্ঞতার শামিল

১০৩. নিচের কোন রচনাটি অন্যগুলো থেকে পৃথক?
ক কমলাকান্তের জবানবন্দি
খ কৃষ্ণকান্তের উইল
গ দুর্গেশনন্দিনী
ঘ কপালকুণ্ডলা

১০৪. কমলাকান্তের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জবানবন্দি দেওয়ার ফলে পাঠকের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে-
ক বিরক্তি খ হতাশা
গ হাস্যরস ঘ করুণা

১০৫. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় 'হাকিম' চরিত্রের সঙ্গে পেশাগত মিল রয়েছে-
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
গ প্রমথ চৌধুরীর ঘ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

১০৬. 'ব্রাহ্মণ' শব্দের 'হ্ম' যুক্তবর্ণের সাথে কোন কোন বর্ণ রয়েছে?
ক ম+হ ● খ হ+ম গ ক+ষ ঘ হ+ন

১০৭. 'ক্ষ' যুক্ত বর্ণের বিশ্লেষণে পাওয়া যায়-
ক ক+শ খ ক+স ● গ ক+ষ ঘ ক+খ

১০৮. 'আমি এ সাক্ষী চাই না'- এ সরল বাক্যটির জটিল রূপ কোনটি ?
ক এ সাক্ষী আমার দরকার নেই
খ এ সাক্ষীকে আমি না চাইলেও পারি
● গ যে সাক্ষী এরকম, তাকে আমি চাই না
ঘ এ রকম সাক্ষীর আমার দরকার হবে না

১০৯. 'তোমার যিনি বাপ, তার নাম কী?' - এ বাক্যটির সরল রূপ হবে-
● ক তোমার বাপের নাম কী?
খ তোমার বাপ কে?
গ তোমার যে বাপ সে কে?
ঘ তোমার বাপের যা নাম তা বল।

১১০. বাগ্‌বৈদগ্ধের বৈশিষ্ট্য কী?
ক কৌতুক রস সৃষ্টি করা
খ গভীর জীবনদর্শন
● গ হাস্যরসের ভেতর দিয়ে বুদ্ধির চমক ও দীপ্তি
ঘ অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয়

১১১. কমলাকান্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে-
● ক তৎকালীন সমাজের নানা অসঙ্গতি
খ তার নেশাখোর প্রবৃত্তি
গ আফিম চুরির ঘটনা
ঘ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা

১১২. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি'– রচনায় অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কোনটির মাধ্যমে?
ক হাস্যরসের মাধ্যমে ● খ ব্যঙ্গাত্মকভাবে
গ জীবনবোধের মাধ্যমে ঘ সহজসরলভাবে

১১৩. কমলাকান্তকে নেশাখোর ও অর্ধোন্মাদ হিসেবে সৃজন করার কারণ ছিল-
● ক সামাজিক নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরা
খ পাগল চরিত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটন
গ সাহিত্যে নতুন চরিত্রের আবির্ভাব ঘটানো
ঘ তৎকালীন সমাজে পাগলের সংখ্যা বেশি দেখানো

১১৪. ব্রাহ্মণ ডাবায় তামাকু টানিতেছেন-
i. গাছ তলায় বসিয়া ও গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া
ii. রক্তচক্ষু লইয়া, বিদ্রূপ করিয়া, বকিয়া ও রসিয়া
iii. চক্ষু বুজিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক iii খ ii, iii গ i ● ঘ i, iii

১১৫. 'ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণহস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি।' সংলাপটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে-
i. সমকালীন সমাজ ও ধর্মচিন্তা
ii. সভ্যতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিবোধ
iii. বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii, iii ● ঘ iii

১১৬. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নয়-
i. কৃষ্ণকান্তের উইল ii. কমলাকান্তের দপ্তর
iii. দুর্গেশনন্দিনী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● খ ii গ iii ঘ i, iii

১১৭. বঙ্কিমচন্দ্রের উপাধি ছিল-
i. সাহিত্য সম্রাট ii. সাহিত্য বোদ্ধা
iii. ভোরের পাখি
নিচের কোনটি সঠিক?
● ক i খ i, ii গ iii ঘ ii, iii

১১৮. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় কমলাকান্তের পেশা কী ছিল?
i. চাকরি ii. ব্যবসায় iii. কোনো পেশা ছিল না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii, iii ● ঘ iii

১১৯. একেশ্বরবাদী ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন-
i. রাজা রামমোহন রায় ii. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
iii. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● ক i, ii খ ii, iii গ i, iii ঘ i, ii, iii

১২০. 'কুঠারি' শব্দের অর্থ কী?
i. কুড়াল ii. ছোট কামরা iii. খোপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● গ ii, iii ঘ i, iii

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

১২১. হাকিম সম্পর্কিত তথ্য-
i. তিনি একজন দেশি ধর্মাবতার
ii. তিনি পদে ও গৌরবে ডেপুটি
iii. তিনি সৎ ও যোগ্য নন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii

১২২. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় লেখকের মন্তব্য- 'দুই একটি কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম।' যা বোঝা গেল-
i. মোকদ্দমা গরুচুরির ii. ফরিয়াদি প্রসন্ন গোয়ালিনী
iii. সাক্ষী কমলাকান্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii, iii

১২৩. নিম্নের রচনাবলির মধ্যে উপন্যাস হচ্ছে-
i. লোক রহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর, সাম্য
ii. দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল
iii. রাজসিংহ, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i, ii ঘ ii, iii

১২৪. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় নিম্নলিখিত চিত্র পাওয়া যায়-
i. উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের অবস্থান, রচনার শিল্পরীতি, শ্রেণি সংগ্রাম, মিথ্যা বক্তব্যের খেসারত
ii. এজলাস কক্ষ, বিচার ব্যবস্থার প্রচলিত অবস্থা, বাগ্‌বৈদগ্ধ
iii. নেশায় কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ কমলাকান্ত, সাক্ষীকে উকিলের জেরার একটি চিত্রধর্মী বর্ণনা ও নকশাজাতীয় রচনার স্বরূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ iii গ ii, iii ঘ ii, iii

১২৫. মোটা চেন আর ময়লা শামলা দেখে উকিল চেনার উপায়টি হলো-
i. হাস্যকর ii. যৌক্তিক iii. লজ্জাকর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i, ii খ i, iii গ ii, iii ঘ i, ii, iii

১২৬. 'কমলাকান্ত' চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য হলো-
i. কথা সরাসরি না বলা
ii. হাস্যরসের মাধ্যমে সত্য বলা
iii. মানুষকে বিরক্ত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i, ii খ i, iii গ i ঘ i, ii

১২৭. গরুচুরি মোকদ্দমায় কমলাকান্তকে সাক্ষী করায় প্রসন্ন গোয়ালিনীর যে মনোভাবের পরিচয় মেলে তা হলো-
i. দায়িত্বহীনতা ii. বুদ্ধিমত্তা iii. অজ্ঞতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক iii খ ii গ i ঘ i, ii

১২৮. 'এত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত'- কমলাকান্তের এ উক্তি হলো-
i. উকিলের উদ্দেশে ii. হাকিমের উদ্দেশে
iii. ফরিয়াদির উদ্দেশে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii, iii ঘ i, ii, iii

১২৯. অসাধু ফরিয়াদিরা মোকদ্দমায় সাক্ষ্যপ্রদানের জন্যে আজকাল শুধু –
i. কমলাকান্তের মতো লোক খোঁজেন
ii. নিজস্ব লোক খোঁজেন
iii. উকিলের ওপর নির্ভর করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩০,১৩১,১৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় সমাজের বাস্তবতা ও অসঙ্গতিকে লেখক সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন। চরিত্রগুলোর বিভিন্নতা ও সংলাপ রচনাটিকে একটি দৃশ্যমান কাঠামোর ওপর দাঁড় করিয়েছে।

১৩০. বাস্তবতা ও অসঙ্গতি সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে-
ক আদালতে
খ কমলাকান্তের বাড়িতে
গ গোয়ালিনীর গরু চুরি যাওয়ায়
ঘ কমলাকান্ত আফিমখোর হওয়ায়

১৩১. উদ্দীপকের আলোকে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' কী অর্থে নকশা জাতীয় রচনা?
ক দৃশ্যমান কাঠামো খ অসংগতি অর্থে
গ সমাজ জীবনের জন্য ঘ ব্যঙ্গরসাত্মক অর্থে

১৩২. চরিত্রগুলোর বিভিন্নতা ও সংলাপের মধ্য দিয়ে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় কোন বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে?
i. তৎকালীন আদালতের অসঙ্গতি
ii. তৎকালীন সমাজের বাস্তবতা
iii. তৎকালীন মানুষের চরিত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii, ii ঘ iii

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

নিচের অংশটুকু পড় এবং ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সেই আফিংখোর কমলাকান্তের অনেকদিন কোন সংবাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ সম্প্রতি একদিন তাহাকে ফৌজদারি আদালতে দেখিলাম। দেখি যে, ব্রাহ্মণ এক গাছ তলায় বসিয়া, গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছেন। মনে করিলাম, আর কিছু না, ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিং চুরি করিয়াছে-

১৩৩. লেখক কমলাকান্তকে অকস্মাৎ দেখে অনুমান করলেন-
ক ব্রাহ্মণ লোভে পড়ে আফিম চুরি করেছে
খ ব্রাহ্মণ স্বর্ণালঙ্কার চুরি করেছে
গ ব্রাহ্মণ পেয়াদার মাথায় প্রহার করেছে
ঘ ব্রাহ্মণের শত্রুপক্ষ মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে

১৩৪. 'চক্ষু বুজিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছেন'- এ উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে-
i. দুশ্চিন্তা ও শঙ্কাভাব
ii. আলস্য ও বেপরোয়াভাব
iii. অবসাদ, নির্ভার ও নিঃশঙ্কভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii, i গ iii, ii ঘ iii

১৩৫. লেখক কমলাকান্তের সংবাদ পান নি-
i. অনেকদিন ii. পক্ষকাল
iii. মাসব্যাপী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i, iii গ ii, iii ঘ iii

নিচের অংশটুকু পড় এবং ১৩৬, ১৩৭,১৩৮, ১৩৯ ও ১৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'কমলাকান্তের জবানবন্দি' একটি নকশা জাতীয় রচনা। নকশা জাতীয় রচনায় জীবনের গভীর কোনো দর্শন থাকে না। সেখানে হালকা কথকতার আলোকে এমন কোনো ধরনের অসঙ্গতিকে তুলে ধরা হয়– যে অসঙ্গতি আমাদের চারপাশেই বিরাজমান।

১৩৬. উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি'র–
i. অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ii. সমকালীন সমাজচিত্র
iii. গঠনগত দিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i, ii খ i, iii গ ii, iii ঘ iii

১৩৭. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনার লেখক কে?
ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ কাজী নজরুল ইসলাম

১৩৮. কমলাকান্ত কেমন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন?
i. নেশাখোর ii. বাতিকগ্রস্ত iii. উদ্ভট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii, iii

১৩৯. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় কোন ধরনের অসঙ্গতিকে তুলে ধরা হয়েছে?
ক তৎকালীন আদালতের অসঙ্গতির চিত্র
খ উকিলদের অসততার চিত্র
গ ভালো মানুষের পাগল হওয়ার চিত্র
ঘ সামাজিক সীমাবদ্ধতার চিত্র।

১৪০. কমলাকান্ত নিজেকে কিসের সাথে তুলনা করেছিল?
ক গরুর সাথে খ ছাগলের সাথে
গ পাঁঠার সাথে ঘ মহিষের সাথে

নিচের অংশটুকু পড় এবং ১৪১, ১৪২ ও ১৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ধর্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না।

১৪১. উকিলের জেরায় কমলাকান্তের বক্তব্য ছিল-
ক অসংলগ্ন খ শ্লেষাত্মক
গ হতাশাব্যঞ্জক ঘ দুঃখজনক

১৪২. উদ্ধৃতিটি রচিত হয়েছে
i. সাধু ভাষায় ii. চলিত ভাষায়
iii. আঞ্চলিক ভাষায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii, iii ঘ i, iii

১৪৩. 'পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়'- এ উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে-
i. শ্লেষ ও বাগ্‌বৈদগ্ধ
ii. সমকালীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংকট
iii. বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i, iii ঘ ii

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

পাঞ্জেরি

ফররুখ আহমদ

◘ কবি পরিচিতি

চল্লিশের দশকে আবির্ভূত শক্তিমান কবিদের অন্যতম ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। এর পর একে একে তাঁর অনেক কাব্যগ্রন্থ, কাব্যনাট্য ও কাহিনীকাব্য প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী এ কবির কবিতায় প্রধানত প্রকাশ ঘটেছে ইসলামী আদর্শ ও জীবনবোধের। জীবনে বহু বিচিত্র পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে স্থিত ছিলেন ঢাকা বেতারে 'স্টাফ রাইটার' হিসেবে। সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ও ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেছেন এবং মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন।

জন্ম : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে মাগুরা জেলার মাঝআইল গ্রামে।

মৃত্যু : ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায়।

◘ রচনাবলি

কাব্যগ্রন্থ : সিরাজাম মুনীরা

কাব্যনাট্য : নৌফেল ও হাতেম

কাহিনীকাব্য : হাতেম তায়ী

সনেট সংকলন : মুহূর্তের কবিতা

এছাড়াও ছোটদের জন্য তিনি বেশ কিছু ছড়া ও কবিতা লিখেছেন।

◘ উৎস ও পরিচিতি

ফররুখ আহমদের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' থেকে 'পাঞ্জেরি' কবিতাটি সংকলিত হয়েছে।

'পাঞ্জেরি' একটি রূপক কবিতা। এ কবিতায় পাঞ্জেরি জাতির কর্ণধারের প্রতীক। কবিতায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ ও চিত্রকল্প এমনিভাবে নানা প্রতীকী তাৎপর্যমণ্ডিত। কবিতাটিতে সমুদ্রযাত্রার প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষার ভেতর দিয়ে কবি জাতীয় জীবনে বিরাজমান সংকট উত্তরণে জাতীয় নেতৃত্বের সচেতন ভূমিকা প্রত্যাশা করেছেন। এভাবে আপাতবর্ণিত ভাববস্তুর আড়ালে আমরা অন্তর্নিহিত আলাদা ভাববস্তু পাই।

এ কবিতার ভাবকল্পনা ও আবেগ মাধুর্য রূপায়ণে ধ্বনিসৌকর্য, শব্দ ব্যবহার, চিত্রকল্প রচনা ও রূপক-প্রতীক সৃষ্টিতে কবি চমৎকারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

◈ **ছন্দ :** কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। মূল পর্ব ৬ মাত্রার। চরণের পর্ববিন্যাস মূলত এরকম : ৬ + ৬ + ২। তবে সর্বত্র সমতার বাঁধন নেই।

◈ **রূপক কবিতা :** রূপক কবিতা বলতে এমন ধরনের কবিতা বোঝায় যেখানে কবি তার কোনো বিশেষ ভাব বা তত্ত্বকে সরাসরি প্রকাশ না করে অন্য কোনো বাহ্য ঘটনা, চিত্র ইত্যাদির আড়ালে রেখে সমান্তরালভাবে ব্যঞ্জিত করে থাকেন। রূপকের ইংরেজি শব্দ হচ্ছে Allegory. গ্রিক ভাষায় এর অর্থ হলো- 'অন্যকিছুকে বোঝাচ্ছে'। রূপক কবিতায় ভাববস্তুর দুটো দিক থাকে। একটি হলো আপাতদৃষ্ট ভাববস্তু। অন্যটি হলো অন্তর্নিহিত সমান্তরাল ভাববস্তু। অর্থাৎ রূপক কবিতায় বাইরের অর্থ হচ্ছে বাচ্যার্থ, আর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো নিহিতার্থ। সুতরাং রূপক কবিতা হচ্ছে বাইরের রূপের আড়ালে ভেতরের রূপের আভাসদানকারী কবিতা। 'পাঞ্জেরি' এ ধরনের একটি রূপক কবিতা।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

পাঞ্জেরি

শব্দার্থ ও টীকা

পাঞ্জেরি : বাতিধারি নৌকর্মী বা জাহাজের অগ্রভাগের পথ-নির্দেশক
মাস্তুল : নৌকা, জাহাজ ইত্যাদিতে পাল লাগানোর দণ্ড
ভ্রূকুটি : ক্ষোভ, ক্রোধ ইত্যাদির কারণে ভুরুর কুঞ্চন
গাফলত : অবহেলা, অমনোযোগিতা, ঔদাসীন্য
দরিয়া : সাগর
তুফান : ঝড়
আসমান : আকাশ
জুলমাত : অন্ধকার
তক্‌দির : ভাগ্য
শর্বরী : রাত, নিশি
কৈফিয়ত : জবাবদিহি
মজলুম : নির্যাতিত, অত্যাচারিত
সেতারা : তারা, নক্ষত্র
হেরি : দেখি, প্রত্যক্ষ করি
হেলাল : চাঁদ
মুসাফির : পথিক, সফরকারী
খা'ব : স্বপ্ন
মর্সিয়া : শোকগীতি
পেরেশান : উদ্বিগ্ন, চিন্তিত, ক্লান্ত
ঘন-সিয়া : নিবিড় কালো
আহাজারি : হাহাকার
রোনাজারি : কান্না, ক্রন্দন
জিন্দেগানির বা'ব : জীবনের অধ্যায় বা পর্যায়

বানান সতর্কতা

পাঞ্জেরি, বিস্বাদ, শর্বরী, দাঁড়, কৈফিয়ত, ভ্রূকুটি, ক্ষুধিতের, জয়ভেরী

নমুনা প্রশ্নাবলি

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'জিন্দেগানির বা'ব' বলতে বোঝানো হয়েছে-
ক. জীবনের পর্যায়কে খ. জীবনের পরাজয়কে
গ. জীবনের জয়কে ঘ. জীবনের ক্ষয়কে

২. 'ঘন-সিয়া' শব্দের অর্থ হচ্ছে–
ক. কালো মেঘ খ. নিবিড় কালো
গ. ঘন কুয়াশা ঘ. কালো রাত্রি

৩. 'বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোণে'- কিসের জন্যে?
ক. পরপারে যাবার জন্য
খ. নেতার আগমনের জন্য
গ. জাহাজে ওঠার জন্য
ঘ. নতুন সকালের জন্য

৪. 'রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?' এই পঙ্‌ক্তির মাত্রা সংখ্যা কত?
ক. ৬+৬+২=১৪ খ. ৬+৪+৪=১৪
গ. ৮+২+৪=১৪ ঘ. ৮+৩+৩=১৪

৫. পাঞ্জেরি কবিতার মূলভাব সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে-
ক. চিত্রকল্পে খ. ছন্দে
গ. অনুপ্রাসে ঘ. রূপকে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানি না তা।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত-সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?
সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে জাহাজ,
অচল ছবি সে, তসবির যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে আজ।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ক. 'পাঞ্জেরি' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?'– এই পঙক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
গ. অনুচ্ছেদের আলোকে 'পাঞ্জেরি' কবিতার বিষয়বস্তু উপস্থাপন কর।
ঘ. অনুচ্ছেদের সঙ্গে 'পাঞ্জেরি' শীর্ষক কবিতার শৈলীগত সম্পর্ক বিচার কর।

২. দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীতে যাত্রিরা হুঁশিয়ার
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মাঝি পথ
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল আছে কার হিম্মত?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাকিছে ভবিষ্যৎ
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।

ক. 'মর্সিয়া' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?' উক্তির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
গ. অনুচ্ছেদের সাথে 'পাঞ্জেরি' কবিতার মিল কোথায়– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান' পঙ্ক্তির সঙ্গে 'পাঞ্জেরি' কবিতার ভাববস্তুর তুলনামূলক-বিচার বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

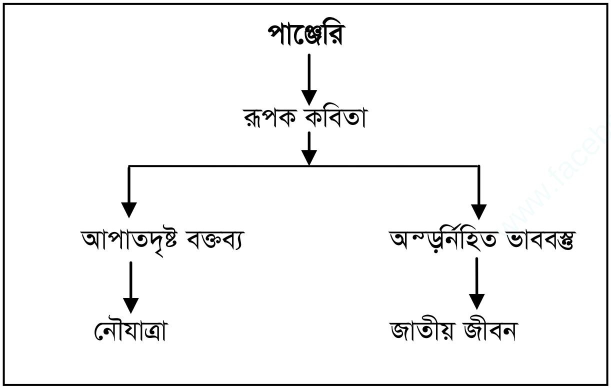

ক. রূপকের ইংরেজি শব্দ কী?
খ. 'পাঞ্জেরি' কেন একটি রূপক কবিতা?
গ. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় রূপক কবিতার বৈশিষ্ট্য কতোটা প্রতিফলিত হয়েছে বলে তুমি মনে কর?
ঘ. 'রূপক কবিতায় আপাতদৃষ্ট বক্তব্যের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে গভীরতর ভাববস্তু' – 'পাঞ্জেরি' কবিতার আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) রূপকের ইংরেজি শব্দ হচ্ছে Allegory।

খ) যে কবিতায় বিশেষ কোনো ভাব বা তত্ত্বকে সরাসরি প্রকাশ না করে অন্য কোনো ঘটনা, কাহিনী বা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে রূপক কবিতা বলে। এদিক থেকে 'পাঞ্জেরিও' একটি রূপক কবিতা। কেননা, এ কবিতায় মুসলিম জাতির পরাধীন আবাসস্থল বুঝাতে বন্দর, এ উপমহাদেশের স্বাধীনতাকামী মুসলিম জনতা বুঝাতে ঘরে ফেরার প্রতীক্ষারত যাত্রীদল, মুসাফির বা সওদাগর, তাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য বা স্বাধীন স্বদেশ বুঝাতে ঘর এবং জাতির প্রধান নেতা বুঝাতে পাঞ্জেরির মতো প্রতীকী শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া সমুদ্র যাত্রা বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত আন্দোলন কার্যক্রম বা কর্মকৌশল। কবি এখানে সরাসরি বৃটিশ শাসক, মুসলিম জাতি, স্বাধীনতা, পরাধীনতা, আন্দোলন বা এ জাতীয় কোনো শব্দ ব্যবহার না করে মেঘ, আকাশ, অন্ধকার, কুয়াশা, রাত, সেতারা, হেলাল, মাস্তুল, দাঁড়, যাত্রী, বন্দর ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে যে কাব্যকলার পরিচয় দিয়েছেন তা রূপক কবিতার বৈশিষ্ট্যকেই ফুটিয়ে তুলেছে। এ কারণেই 'পাঞ্জেরি একটি রূপক কবিতা।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

গ) ফররুখ আহমদ এর 'পাঞ্জেরি' মূলত একটি রূপক কবিতা। এ কবিতায় কবি রূপকের ব্যঞ্জনা দিয়ে এ উপমহাদেশের মুসলিম জাতির আঁধার যুগের ক্রান্তিলগ্ন পেরিয়ে মুক্ত স্বাধীন জীবনের সোনালি প্রভাতে পৌঁছানোর তীব্র বাসনা ব্যক্ত করেছেন।
'পাঞ্জেরি' কবিতায় জাতীয় জীবনের নেতৃত্বদানকারী নেতা একটি প্রতীকী মহিমায় মহিমান্বিত। এ কবিতায় 'পাঞ্জেরি' জাতির কর্ণধারের প্রতীক। এখানে বর্ণিত কাহিনীর অন্তরালে উদ্ভাসিত হয়েছে পরাধীনতার নাগপাশে বন্দি এ উপমহাদেশের স্বাধীনতাকামী মুসলিম জনতার দীর্ঘপথ পরিক্রমা আর সংগ্রামের ইতিহাস। কবিতার প্রথমাংশেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে অসীম অন্ধকারের মধ্যে সমুদ্রবক্ষে দিগভ্রান্ত হয়ে ভেসে চলা এক জাহাজের চিত্র ফুটে উঠেছে। ঘন কুয়াশা আর সীমাহীন শূন্যতার মাঝে পথ হারানো এ জাহাজের নাবিকরা সিদ্ধান্তহীনতায় দিশাহারা। বন্দরে অপেক্ষমাণ যাত্রীরা উদ্বিগ্ন। জাহাজের প্রতীক্ষায় তারা রাত জাগছে। এ চিত্রকল্পে বিপর্যস্ত মুসলমান জাতির সমকালীন দুরবস্থাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অতীত ঐতিহ্য ভুলে মুসলমানরা আজ পথহারা। কিন্তু তারা সঠিক পথের সন্ধান পেতে চায় ।
জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টায় নিবেদিত নাবিকরূপী কর্মীদল তাই অবিশ্রান্তভাবে দাঁড় টেনে চলেছে। যদিও তাদের স্বপ্নের ডানায় ক্লান্তি জমেছে কিন্তু আশার আলোকে তারা নিস্প্রভ হতে দেয়নি। পরাধীনতার নাগপাশে বন্দি জাতির মুক্তির জন্য পাঞ্জেরিরূপী নেতৃত্বের সঠিক সিদ্ধান্ত জাতিকে একদিন মুক্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবে- এ নবজাগরণের বিশ্বাস ও বাণীতে সমৃদ্ধ হয়েছে কবিতাটি। এভাবে কোনো কবিতায় যখন বাহ্য কোনো ঘটনা বা কাহিনীর অন্তরালে সমান্তরাল কোনো বক্তব্য বা ঘটনা প্রকাশ করা হয় তাকেই বলে রূপক কবিতা। তাই নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, 'পাঞ্জেরি' কবিতায় পরিপূর্ণভাবে একটি রূপক কবিতার বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ) ইসলামি চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও ইসলামের গৌরব-মহিমা পুনরুজ্জীবনের স্বপ্নে বিভোর কবি ফররুখ আহমদের 'পাঞ্জেরি' মূলত একটি রূপক কবিতা। 'পাঞ্জেরি' কবিতায় কবি দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের হতাশা কবলিত জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। 'পাঞ্জেরি' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জাহাজের পথনির্দেশক আলোক বর্তিকা। জাহাজের আলো জাহাজটির অস্তিত্ব ও অবস্থান নির্দেশের পাশাপাশি এর গতিপথও নির্দেশ করে। এ কবিতায় পাঞ্জেরিকে কবি জাহাজের পথ নির্দেশক বাতি হিসেবে রূপায়িত করলেও এর অন্তরালে এ বাতিকে তিনি এ উপমহাদেশের মুসলিম জাতির পথ প্রদর্শক নেতা হিসেবেই চিত্রিত করেছেন।
কবি ফররুখ আহমদ তাঁর 'পাঞ্জেরি' কবিতায় এ উপমহাদেশের তৎকালীন মুসলমানদের পরাধীনতার গ্লানি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে একটি দুর্যোগকবলিত নৌযাত্রার মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন। এর আপাতদৃষ্ট বক্তব্য হিসেবে চন্দ্রতারকাহীন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, অন্ধকার ও কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রি, জাহাজ, পাঞ্জেরি, সমুদ্রযাত্রা, বন্দর এবং সেখানে ঘরে ফেরার জন্য অপেক্ষমাণ কিছু যাত্রী, মুসাফির দল ও সওদাগরদের আহাজারির কথা বলা হলেও এর অন্তর্নিহিত ভাববস্তু হিসেবে এ উপমহাদেশের পরাধীন মুসলিম জাতি ও তাদের দুর্যোগময় জাতীয় জীবনকেই তুলে ধরা হয়েছে।
হতাশার আবর্তে নিমজ্জিত জাতিকে পাঞ্জেরিরূপী যোগ্য নেতৃত্ব তার সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে একদিন মুক্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবে এ বিশ্বাসবাণীতেই কবি তাঁর 'পাঞ্জেরি' কবিতাটিকে রূপদান করেছেন। যার দৃশ্যমান চিত্রের অন্তরালে সমান্তরাল একটি জাতীয় জীবন ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠেছে। এভাবেই 'পাঞ্জেরি' কবিতায় আপাতদৃষ্ট বক্তব্যকে ধারণ করে একটি চমৎকার অন্তর্নিহিত ভাববস্তু ফুটে ওঠেছে।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
বাঙালি জাতি প্রায় দুশ বছর ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। তাদের শাসনামলে ইংরেজ নীলকর ও জমিদার শ্রেণি বাংলার সাধারণ প্রজাদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালায়। দিনের পর দিন এ অত্যাচার তীব্র হয়ে পড়লে বাংলার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। হাজী শরীয়তুল্লাহ্ তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের পাশাপাশি প্রজাদের এ অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। তাঁর এ আন্দোলনে পূর্ব বাংলার নিরীহ মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে পায়।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ক. কোথায় বসে যাত্রীরা দিন গোনে?
খ. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় কোন যাত্রা পথের কথা বলা হয়েছে?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র সাথে 'পাঞ্জেরি' কবিতার 'পাঞ্জেরি'র মিলগুলো তুলে ধর।
ঘ. হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বের বিষয়টি 'পাঞ্জেরি' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোনে?

খ) কবি ফররুখ আহমদ যে দুর্গম যাত্রা পথের বিবরণ দিয়েছেন তা মূলত প্রতীকী পথ। সাধারণ অর্থে সমুদ্র যাত্রার কথা বলা হলেও এর আড়ালে কবি এখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির মতো পরাধীনতার দীর্ঘ পথ পরিক্রমার কথা বলেছেন। যে পথ পাড়ি দিয়ে এ উপমহাদেশের মুসলমানরা একদিন তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার বন্দরে পৌঁছতে পারবে।

গ) ফররুখ আহমদ তাঁর 'পাঞ্জেরি' কবিতায় স্বাধীনতার জন্য অপেক্ষমান জাতিকে যথাসময়ে তাঁর কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য জাতীয় আন্দোলনের প্রধান নেতার কাছ থেকে যোগ্য নেতৃত্ব আশা করেছেন। উদ্দীপকে বর্ণিত হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র সাথে 'পাঞ্জেরি' কবিতার এই নেতার যথেষ্ট মিল রয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌ এদেশের নিরীহ বাঙালি জাতির উপর ব্রিটিশদের নানা অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এবং তাদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। এ দেশের নিরীহ কৃষকদের ব্রিটিশরা যেভাবে নীল চাষে বাধ্য করে তাদের সর্বনাশ করছিলো হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদের পাশে অবস্থান করে সে অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে তাদের রক্ষা করেছিলেন। 'পাঞ্জেরি' কবিতায় কবি যে পাঞ্জেরি'র কথা বলেছেন, সেই পাঞ্জেরিও ব্রিটিশদের নাগপাশ থেকে এ উপমহাদেশের মুসলিম জাতিকে মুক্ত করার জন্য সফলতার সাথে কাজ করবেন– এটাই তিনি প্রত্যাশা করেছেন। এদিক থেকে উদ্দীপকের হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌ ও 'পাঞ্জেরি' কবিতার 'পাঞ্জেরি'র মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে।

ঘ) ইসলামি পুনর্জাগরণের কবি ফররুখ আহমদ 'পাঞ্জেরি' কবিতায় এ দেশের মুসলিম জাতির হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য পাঞ্জেরির কাছ থেকে যোগ্য নেতৃত্ব প্রত্যাশা করেছেন। উদ্দীপকে বর্ণিত হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র যোগ্য নেতৃত্বই বাঙালি জাতিকে তার মুক্তির পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে। যে কোনো পরাধীন জাতির স্বাধীনতার জন্য একজন যোগ্য নেতার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কবি তাঁর 'পাঞ্জেরি' কবিতায় এ উপমহাদেশের মুসলিম জাতির হৃতগৌরব ফিরে পেতে যেমন 'পাঞ্জেরির' যোগ্য নেতৃত্ব প্রত্যাশা করেছেন তেমনি উদ্দীপকে বর্ণিত হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌ও ব্রিটিশ শাসকদের দুঃসহ অত্যাচার-নির্যাতন থেকে এ দেশের নিরীহ কৃষকদের রক্ষা করে সীমিত পর্যায়ে হলেও সেই প্রত্যাশিত নেতৃত্বকেই বাস্তবায়ন করেছেন। এ ঘটনাই পরবর্তীতে এ উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আরও তীব্র করেছে এবং পাঞ্জেরি তথা জাতীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে যোগ্য নেতৃত্ব প্রত্যাশা করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে।

ইংরেজরা যখন তাদের ক্ষমতার জোরে এদেশের নিরীহ কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করেছিল, হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌ তখন তা দেখে ব্যথিত হন এবং এ শোষণ-অত্যাচার থেকে তাদের মুক্ত করতে সক্রিয় আন্দোলন শুরু করেন। পাঞ্জেরি কবিতায় পাঞ্জেরির কাছ থেকে যে সঠিক পথ নির্দেশ প্রত্যাশা করা হয়েছে ঠিক তেমনি যোগ্য নেতৃত্ব ও সঠিক পথ নির্দেশ দিয়ে হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌ এ দেশের কৃষকদের এ দুর্দশা লাঘবে সক্ষম হন এবং তাদের নীল চাষের দুঃসহ অভিশাপ থেকে মুক্ত করেন। এভাবে পাঞ্জেরি কবিতায় আপাতদৃষ্ট বক্তব্যের অন্তরালে যে গভীর ভাববস্তু ফুটে ওঠেছে হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌ সেই ভাববস্তুকেই ধারণ করে এ দেশের নিরীহ মানুষদের তাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাই হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌কে আমরা পাঞ্জেরি কবিতায় বর্ণিত পাঞ্জেরির যোগ্য পূর্বসূরী বলে চিহ্নিত করতে পারি।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রিরা হুঁশিয়ার
দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাকিছে ভবিষ্যৎ
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি নিতে হবে তরী পার।

ক. পাঞ্জেরি কোথায় অবস্থান করছে?

খ. 'রাত পোহাবার কত দেরি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কবিতার সাথে 'পাঞ্জেরি' কবিতার সঙ্গতিগুলো তুলে ধর।

ঘ. 'কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান ' – উক্তিটি 'পাঞ্জেরি' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) পাঞ্জেরি অবস্থান করছে মাস্তুলে।

খ) ইসলামি চেতনাসমৃদ্ধ মুসলিম কবি ফররুখ আহমদ 'পাঞ্জেরি' বলতে পরাধীন মুসলিম জাতির মুক্তি সংগ্রামের আলোর দিশারী অগ্রনায়ককে বুঝিয়েছেন। আর 'রাত' বলতে যুগ যুগ ধরে জাতির পরাধীনতাকে বুঝানো হয়েছে।

'পাঞ্জেরি' আলোর দিশারী তথা সঠিক পথ প্রদর্শক। পাঞ্জেরিই জাতিকে পৌঁছে দিতে পারে স্বাধীনতার দ্বার প্রান্তে। জাতির কর্ণধার পাঞ্জেরি'র কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন, হতাশাগ্রস্ত ও পরাধীনতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে তারই এক সহকারীর উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা- কবে শেষ হবে তাদের সংকটময় কালো রাত্রি? 'রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি' চরণটির মধ্যে এই জিজ্ঞাসাই ধ্বনিত হয়ে ওঠেছে।

গ) 'পাঞ্জেরি' রূপক কবিতায় কবি ফররুখ আহমদ জাতিকে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য জাতির নেতৃত্বদানকারী নেতার কাছ থেকে যোগ্য নেতৃত্ব প্রত্যাশা করেছেন। উদ্দীপকে বর্ণিত কবিতায়ও প্রায় একই ধরনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কথকরূপী কবি নিশীথ রাতের দুর্গম পথের যাত্রীদের সাবধান করেছেন। বিপদ সংকুল যাত্রীদের পথনির্দেশক হিসেবে তিনি যুবকদের মধ্য থেকে একজন যোগ্য নেতা আহ্বান করেছেন। 'পাঞ্জেরি' কবিতায়ও কথকরূপী কবি পাঞ্জেরি রূপকের আড়ালে এমন একজন জাতীয় নেতাকে প্রত্যাশা করছেন যিনি সাফল্যের সাথে জাতিকে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নিয়ে যাবেন। উদ্দীপকে যেমন বিপদসংকুল যাত্রাপথে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাঝির পথ ভুল করার কথা বলা হয়েছে, তেমনি করে 'পাঞ্জেরি' কবিতায়ও ভুল পথে জাহাজ পরিচালনার আশঙ্কার কথা ব্যক্ত হয়েছে। এসব দিক থেকে উদ্দীপক ও কবিতায় মূলত বিদসংকুল প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করে একটি জাতির সঠিক গন্তব্যে পৌছার প্রত্যাশাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ঘ) কবি ফররুখ আহমদ তাঁর 'পাঞ্জেরি' কবিতায় মূলত সংকটময় কালো অধ্যায় থেকে জাতীয় জীবনের উত্তরণের আশা ব্যক্ত করেছেন। উদ্দীপকেও সেই একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। উদ্দীপকের জোয়ান এবং কবিতার 'পাঞ্জেরি' কাঙ্ক্ষিত যোগ্য জাতীয় নেতৃত্বের প্রতীক।

যে কোনো জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য একজন যোগ্য নেতা দরকার। জাতীয় জীবনে এমন একজন নেতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন সাহসী ও বুদ্ধিদীপ্ত নেতাই পারেন একটি দেশ ও জাতিকে সংকট থেকে মুক্ত করে তাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নিয়ে যেতে। এ কারণে জাতির চরম দুর্যোগের দিনে কবি একজন যোগ্য নেতার নেতৃত্ব প্রত্যাশা করেছেন।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কবিতাটিতে সমুদ্র যাত্রার প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষার ভেতর দিয়ে কবি মূলত জাতীয় জীবনে বিরাজমান সংকট উত্তরণে জাতীয় নেতৃত্বের সচেতন ভূমিকা কামনা করেছেন। কবিতার ন্যায় উদ্দীপকের তরুণ নেতৃত্ব সকল বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে জাতিকে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নিয়ে যাবে– এমন প্রত্যাশাই ব্যক্ত হয়েছে। তরুণরাই জাতির কর্ণধার। তাদের যোগ্য ও সাহসী নেতৃত্বই জাতিকে সকল বাধা-বিপত্তি থেকে মুক্ত করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে। উদ্দীপক ও কবিতায় সমভাবেই এ কথাটি মূর্ত হয়ে ওঠেছে।

৪. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

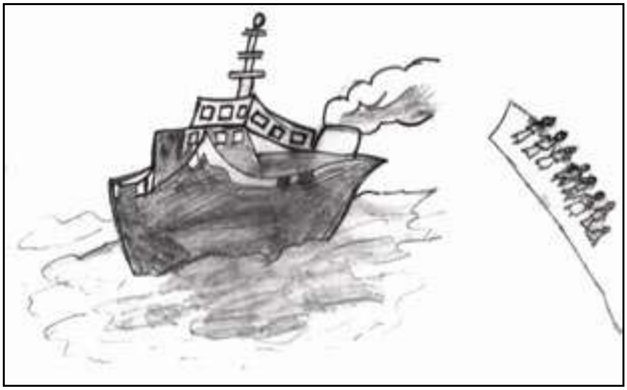

ক. পানির কিনারে বসে কারা অপেক্ষা করছিলো?

খ. ‘জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রূকুটি হেরি’- বলতে কী বুঝানো হয়েছে ?

গ. ‘পাঞ্জেরি’ কবিতার আলোকে উদ্দীপকের চিত্রটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ‘পাঞ্জেরি’ কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তুলে ধর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) পানির কিনারে বসে মুসাফির দল অপেক্ষা করছিলো।

খ) সঠিক নেতৃত্বের অভাবে এ উপমহাদেশের মুসলিম জাতির অতীতের গৌরবময় ইতিহাস ঐতিহ্য বিস্তৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে। নেতৃত্বের দুর্বলতা ও উদাসীনতার জন্য জাতীয় জীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্দশা, হাহাকার ও লাঞ্ছনা। সাধারণ মানুষ চরম দুঃখে কষ্টে দিনাতিপাত করছে। তাদের এ অবস্থার জন্য যারা দায়ী তাদের কাছে কবি কৈফিয়ত দাবী করেছেন, চেয়েছেন মুক্তির সঠিক দিক-নির্দেশনা। ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে কবি তাদের সামনে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। জাতির নেতারা যদি সাধারণ মানুষের কথা ভেবে তাদের সঠিক দিক-নির্দেশনা দেন, তাহলে অবশ্যই প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। এটাই কবির বিশ্বাস।

গ) ফররুখ আহমদ রচিত ‘পাঞ্জেরি’ কবিতায় এ উপমহাদেশের মুসলিম জাতির মহাদুর্যোগময় অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম জাতির অতীত ঐতিহ্য ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। ইতিহাস ছিল বর্ণাঢ্য। সে সময় দুর্যোগপূর্ণ সকল মজলুম আশ্রয় গ্রহণ করেছিল ইসলামরূপী জাহাজের ছায়াতলে। কিন্তু আজ সঠিক নেতৃত্বের অভাবে জাতি পশ্চাদপদ হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ মুসলিম জাতি তাদের জীবন জাহাজ চালিয়ে ক্রমাগত অন্ধকার ও অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ উপমহাদেশের মুসলিম জাতির ভাগ্যাকাশে চলছে দুর্যোগের ঘনঘটা। তাদের জীবনের জয়ভেরী যেন ক্রমেই অস্ফুট হয়ে ডুবে যাচ্ছে। সঠিক পথ-নির্দেশনার অভাবে তারা দিকভ্রান্ত; অথচ তীরে দাঁড়িয়ে ঘরে ফেরার জন্য অপেক্ষা করছে জনতা। বাতাসে তাদের বেদনাতুর আহাজারি ভেসে আসছে। অথচ তীরে জাহাজ নেয়া সম্ভব হচ্ছে না শুধু যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে। দুর্ভাগ্য যেন জাতির জীবনকে গ্রাস করতে যাচ্ছে। ক্ষুধিত আত্মার ক্রন্দন ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যাচ্ছে। তাদের সামনে কালো অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই।

এই অবস্থায় আকুল হয়ে মুক্তির উপায় খুঁজতে তারা ত্রাণকর্তা হিসেবে পাঞ্জেরিকে আহ্বান করছে। উদ্দীপকের চিত্রটিতেও যেন এই একই বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। এদিক থেকে ‘পাঞ্জেরি’ কবিতা আর উদ্দীপক অনেকটাই সমার্থক হয়ে ওঠেছে।

ঘ)‘পাঞ্জেরি’ কবিতায় কবি ফররুখ আহমদ রূপকের মাধ্যমে এ দেশের মুসলমানদের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

এ উপমহাদেশের মুসলমানদের অতীত ছিল গৌরবোজ্জ্বল। তাদের ইতিহাস ছিল বর্ণাঢ্য। মুসলিম নেতৃবৃন্দের ছিল অপরিমেয় শৌর্য-বীর্য। বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে নিজেদের অমিত বিক্রম দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা এ দেশে তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু যোগ্য নেতৃত্ব ও সঠিক দিক-নির্দেশের অভাবে তারা আজ দিগভ্রান্ত হয়ে চরম দুর্দশায় নিপতিত হয়েছে। তাই তারা চাইছে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে কেউ তাদের এ দুর্দশা লাঘব করুক। তাদের এ প্রত্যাশাকেই কবি ফররুখ আহমদ তাঁর 'পাঞ্জেরি' কবিতায় রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি এখানে মুসলিম জাতিকে যাত্রী, মুসাফির দল, সওদাগর আর তাদের পরাধীন দেশকে বন্দর হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন স্বদেশকে বলেছেন ফিরে যাওয়ার ঘর। মুসলিম জাতির জাতীয় জীবনের দুর্যোগময় অবস্থাকে তিনি সেতারা ও হেলালবিহীন মেঘে ভরা আকাশ আর অন্ধকার ও কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রি রূপে চিত্রায়িত করেছেন। কাঙ্ক্ষিত মুক্তির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমকে তিনি নৌযাত্রা এবং এসব কর্মকাণ্ডে নেতৃত্বদানকারী নেতাকে 'পাঞ্জেরি' হিসেবে রূপায়িত করেছেন। অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে রূপায়িত করার জন্য কবি তাঁর 'পাঞ্জেরি' কবিতায় যে সব দৃশ্যমান চিত্রকল্প তৈরি করেছেন উদ্দীপকের জাহাজ ও বন্দরে অপেক্ষমাণ যাত্রীরা যেন সেই চিত্রকল্পকেই ফুটিয়ে তুলেছে। উদ্দীপক ও কবিতার মাধ্যমে মূলত এ উপমহাদেশের পরাধীন মুসলিম জাতি ও তাদের দুর্দশা বর্ণনার পাশাপাশি এ থেকে তাদের উত্তরণ তথা স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হয়েছে।

● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. ফররুখ আহমদ এর জন্ম কত সালে?
ⓚ ১৯১৭ সালে ● ১৯১৮ সালে
ⓖ ১৯২০ সালে ⓘ ১৯২১ সালে

২. ফররুখ আহমদ মরণোত্তর কোন পদকে ভূষিত হন?
● একুশে পদক
ⓚ ইউনেস্কো পদক
ⓖ বাংলা একাডেমী পুরস্কার
ⓘ আদমজী পুরস্কার

৩. ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ⓚ সিরাজাম মুনীরা ⓚ হাতেম তায়ী
● সাত সাগরের মাঝি ⓘ মুহূর্তের কবিতা

৪. ফররুখ আহমদ কোন দশকের কবি?
ⓚ ত্রিশের ● চল্লিশের
ⓖ পঞ্চাশের ⓘ ষাটের

৫. 'পাঞ্জেরি' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ⓚ স্বরবৃত্ত ● মাত্রাবৃত্ত
ⓖ অক্ষরবৃত্ত ⓘ পয়ার

৬. 'রূপক' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?
● Allegory ⓚ Satire
ⓖ Tragedy ⓘ verse

৭. ফররুখ আহমদ এর জন্ম কোন জেলায়?
ⓚ যশোর ● মাগুরা
ⓖ খুলনা ⓘ নোয়াখালি

৮. 'মর্সিয়া' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ শোকগাথা ⓚ লোকগীতি
● শোকগীতি ⓘ ক্রন্দন ধ্বনি

৯. 'জুলমাত' শব্দের অর্থ কী?
● অন্ধকার ⓚ আলো
ⓖ কুয়াশা ⓘ মেঘাচ্ছন্ন

১০. 'আসমান' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?
ⓚ আরবি ● ফারসি
ⓖ হিন্দি ⓘ তুর্কি

১১. ফররুখ আহমদ এর 'পাখির বাসা' কোন ধরনের গ্রন্থ?
ⓚ প্রবন্ধ ⓚ নাটক
● শিশুতোষ ⓘ সনেট

১২. 'শর্বরী' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ দিবস ● রাত্রি
ⓖ চাঁদ ⓘ নক্ষত্র

১৩. 'হাতেম তায়ী' কী?
ⓚ প্রবন্ধ ⓚ নাটক
● কাহিনী কাব্য ⓘ সনেট

১৪. দীর্ঘদিন ফররুখ আহমদ কোথায় নিয়োজিত ছিলেন?
ⓚ শিক্ষকতা ⓚ সাংবাদিকতা
ⓖ প্রকাশনা ● স্টাফ রাইটার

১৫. 'পাঞ্জেরি' কোন শ্রেণির কবিতা?
ⓚ গীতি কবিতা ⓚ প্রতীকী
● রূপক ⓘ স্বদেশপ্রেমমূলক

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

১৬. ‘পাঞ্জেরি’ কিসের প্রতীক?
ⓚ জাতীয় জীবন ⓚ সম্ভাবনার ইঙ্গিত
● গ জাতির পথ প্রদর্শক ⓘ ঘ জাতির সংকট

১৭. ‘সাত সাগরের মাঝি’ কত সালে প্রকাশিত হয়?
● ক ১৯৪৪ সালে — খ ১৯৫৪ সালে
গ ১৯৬৪ সালে — ঘ ১৯৭৪ সালে

১৮. ‘সিরাজাম মুনীরা’ কী?
ক সনেট — খ কাব্যনাট্য
● গ কাব্যগ্রন্থ — ঘ শিশুতোষ গ্রন্থ

১৯. ফররুখ আহমদ কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
ক যশোরে — খ মাগুরায়
● গ ঢাকায় — ঘ বরিশালে

২০. পাঞ্জেরির অবস্থান কোথায়?
ক তীরে — খ গৃহে
● গ মাস্তুলে — ঘ আসমানে

২১. ‘পাঞ্জেরি’ কবিতায় পেরেশান হয় কে?
ক নাবিক — খ মাঝি
গ পাঞ্জেরি — ● ঘ মুসাফির দল

২২. ফররুখ আহমদ এর মৃত্যু কত সালে?
● ক ১৯৭৪ সালে — খ ১৮৭৪ সালে
গ ২০০৪ সালে — ঘ ২০০৭ সালে

২৩. খা'ব কী?
ক দেখি — খ কান্না
গ মায়া — ● ঘ স্বপ্ন

২৪. মুসাফির দল তক্‌দিরে কিসের ছবি আঁকে?
ক আশার — খ ভরসার
● গ নিরাশার — ঘ স্বপ্নের

২৫. ‘পাঞ্জেরি’ কবিতার পর্ব বিন্যাস কেমন?
ক ৪+৪+২ — ● খ ৬+৬+২
গ ৮+৬+২ — ঘ ৮+১০+২

২৬. ‘পাঞ্জেরি’ কবিতায় কবি কোন কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন?
● ক আরবি-ফারসি — খ হিন্দি-আরবি
গ উর্দু-আরবি — ঘ উর্দু-ফারসি

২৭. ‘মজলুম’ শব্দের অর্থ কী?
ক নিপীড়ন — ● খ অত্যাচারিত
গ হাহাকার — ঘ বন্দিনী

২৮. পাঞ্জেরির আসমান ভরা কিসে?
● ক মেঘে — খ তারায়
গ নক্ষত্রে — ঘ চাঁদে

২৯. ‘শ্রান্ত’ এর প্রকৃতি কী?
ক √শ্রম্ + ত — ● খ √শ্রম্ + ক্ত
গ শান্ত+ত — ঘ √শম্ + ত

৩০. ‘হেলাল’ কোন শব্দ?
● ক আরবি — খ ফারসি
গ তুর্কি — ঘ ফরাসি

৩১. ‘পাঞ্জেরি’ কবিতায় ‘বন্দর’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
● ক সমগ্র মুসলিম জাতির আশ্রয়
খ পথপ্রদর্শনের বিশ্রামাগার
গ জাহাজ ভেড়ার স্থান
ঘ দেশবাসীর প্রতিক্ষালয়

৩২. কবি জনগণকে স্বীয় শক্তিতে জেগে ওঠার কথা বলেছেন কেন?
ক যাত্রীদের বন্দরে পৌঁছানের জন্যে
● খ জাতির মুক্তি কামনায়
গ সবাইকে সঠিক পথে আনার জন্যে
ঘ জাতীয় জীবনে নেতার অবস্থান নির্দেশের জন্যে

৩৩. ‘রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?’- কেন বলা হয়েছে?
ক যাত্রীরা ঘুমে অচেতন থাকার কারণে
খ আসমান মেঘে ঢাকা থাকার কারণে
● গ যাত্রীরা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি প্রত্যাশী বলে
ঘ সবাই ক্লান্ত বলে

৩৪. জাতীয় জীবনে পরাধীনতা নেমে আসার কারণ-
ক নাবিকের দূরদর্শিতার অভাব
● খ নেতাদের খামখেয়ালি ও অদূরদর্শিতা
গ জনতার মধ্যে মতের অমিল
ঘ নেতাদের ভোগবাদী চিন্তাচেতনা

৩৫. কবি ফররুখ আহমদ এর কবিতার বৈশিষ্ট্য কী?
ক বিদ্রোহী — খ সাম্যবাদী
গ দেশপ্রেম — ● ঘ ইসলামী ঐতিহ্য

৩৬. ‘পাঞ্জেরি’ কবিতায় কোন পথের কথা বলা হয়েছে?
● ক দুর্গম — খ চেনা
গ মসৃণ — ঘ আলোকিত

৩৭. ফররুখ আহমদ চমৎকারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন-
ক ব্যঙ্গ রচনা তৈরিতে — খ প্রহসন তৈরিতে
● গ প্রতীকী কবিতা সৃষ্টিতে — ঘ রোমাঞ্চ সৃষ্টিতে

৩৮. জিন্দেগানির বা'ব বলতে বুঝায়—
● ক জীবনের অধ্যায় — খ ভাগ্য
গ অন্ধকার — ঘ জবাবদিহি

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

পাঞ্জেরি

৩৯. বন্দরে বসে কারা দিন গোনে?
ক মুসাফির খ যাত্রীরা
গ মাঝি ঘ কবি

৪০. 'জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রুকুটি হেরি'-কবি কাকে জাগতে বলেছেন?
ক অপেক্ষমাণ জনতাকে খ মুক্তিকামী জনতাকে
গ নৌকার মাঝিকে ঘ পাঞ্জেরিকে

৪১. 'রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি'- এ চরণের মাধ্যমে কবি জাতির পথ প্রদর্শককে-
ক উৎসাহ দিয়েছেন খ বাধা দিয়েছেন
গ তাগিদ দিয়েছেন ঘ প্রেরণা দিয়েছেন

৪২. 'তুমি মাস্তুলে আমি দাঁড় টানি ভুলে'- এখানে 'তুমি' কিসের প্রতীক?
ক পাঞ্জেরি খ কবির
গ মুসাফিরের ঘ অপেক্ষমাণ যাত্রীদের

৪৩. 'রাত' শব্দটির প্রতীকী তাৎপর্য হলো–
ক সংকটমুক্ত অধ্যায়
খ সংকটজনক কালো অধ্যায়
গ অন্ধকারময় পরিবেশ
ঘ আশার আলো

৪৪. 'রূপক' শব্দটি গ্রিক ভাষায় কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক অন্যকিছুকে বুঝাচ্ছে
খ প্রতীকী হিসেবে বুঝাচ্ছে
গ বাইরের কোনোকিছুকে বুঝাচ্ছে
ঘ চিত্রকল্পকে বুঝাচ্ছে

৪৫. 'হেলাল' শব্দটি কিসের প্রতীক?
ক সংগ্রামের প্রতীক খ সম্ভাবনার প্রতীক
গ আনন্দের প্রতীক ঘ বিষাদের প্রতীক

৪৬. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় সোঁতায় বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
ক নৌকা খ স্রোত
গ জাহাজ ঘ নাবিক

৪৭. ঘরে ঘরে ক্রন্দন ধ্বনি কেন?
ক স্বাধীন বলে
খ পরাধীন বলে
গ মুক্তির সম্ভাবনা আছে বলে
ঘ মুক্তির সম্ভাবনা নেই বলে

৪৮. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় কবির প্রত্যাশা কী?
ক যোগ্য নেতার নেতৃত্ব খ সংকটাপন্ন অবস্থা
গ দুর্যোগময় রাত ঘ নেতার অযোগ্যতা

৪৯. কবি 'পাঞ্জেরি'-কে কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?
ক তারা খ আলোকবর্তিকা
গ নক্ষত্র ঘ চাঁদ

৫০. ঘন-শিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে-
ক কালো মেঘ খ নিবিড় কালো
গ ঘনকুয়াশা ঘ কালো রাত্রি

৫১. অত্যাচারিত জাতি বুঝাতে কবিতায় কোন শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছে?
ক মজলুম খ সাস্ত্রী কাপুরুষ
গ অকুতোভয় ঘ কূপ মণ্ডূক

৫২. ফররুখ আহমদ এর 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কিসের?
ক পাঞ্জেরি কবিতার খ পাঞ্জেরি নামকরণের
গ কবিতার প্রেক্ষাপটের ঘ কবিতার চিত্রকল্পের

৫৩. ফররুখ আহমদ এর মতো কোন কবি তাঁর কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ করেছেন?
ক সৈয়দ সুলতান খ সৈয়দ আলী আহসান
গ শামসুর রাহমান ঘ কাজী নজরুল ইসলাম

৫৪. 'পাঞ্জেরি' কবিতার ছন্দ বিন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ কোন কবিতাটি?
ক জীবন-বন্দনা খ বাংলাদেশ
গ তাহারেই পড়ে মনে ঘ আমার পূর্ব বাংলা

৫৫. 'পাঞ্জেরি' কবিতার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়-
ক নাটকীয়তা খ সংলাপধর্মিতা
গ কথোপকথন ভঙ্গি ঘ কাহিনীধর্মিতা

৫৬. মাস্তুল থাকে-
ক উড়োজাহাজে খ জাহাজে
গ মোটর গাড়িতে ঘ গরুর গাড়িতে

৫৭. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় নিচের কোন শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে?
ক মাস্তুল, কৈফিয়ত খ মাঝি, জাহাজ
গ তরী, শর্বরী ঘ সার্চলাইট, হেলাল

৫৮. কোন বিষয়গুলো পাঞ্জেরি কবিতায় লক্ষণীয়-
ক জাহাজ খ সাগর
গ পথ-প্রদর্শক ঘ উপরের সবগুলো

৫৯. 'মোদের খেলার ধূলায় লুটায়ে পড়ি কেটেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী।'– কাদের জীবনে দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে?
ক হিন্দুদের খ খ্রিস্টানদের
গ মুসলমানদের ঘ বৃটিশদের

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

পাঞ্জেরি

৬০. জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রূকুটি হেরি,
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রূকুটি হেরি!- কবিতায় কোন দিকটি নির্দেশ করে?
ক পাঞ্জেরির প্রতি কবির নিবেদন
খ সাধারণ জনগণের প্রতি কবির নিবেদন
গ নেতৃত্বহীন নেতার প্রতি কবির নিবেদন
ঘ বিধর্মীদের প্রতি কবির নিবেদন

৬১. হে নাবিক তুমি মিনতি আমার রাখো;
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝিমাল্লার দলে – নিচের কোন কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক সোনার তরী খ বঙ্গভাষা
গ জীবন-বন্দনা ঘ পাঞ্জেরি

৬২. তাদের সেতারা, শশী অস্ত যাওয়ার কারণ-
ক জাগ্রত বলে খ ঘুমন্ত বলে
গ নীরব বলে ঘ পথ ভ্রষ্ট বলে

৬৩. 'পুরস্কার' শব্দটি গঠিত হয়েছে-
ক সন্ধিযোগে খ প্রত্যয় যোগে
গ উপসর্গ যোগে ঘ সমাস যোগে

৬৪. পাঞ্জেরি কবিতাটি হলো-
ক রূপক কবিতা খ কাহিনী কবিতা
গ ইসলামী কবিতা ঘ লোক কবিতা

৬৫. আহাজারি কাদের মধ্যে লক্ষণীয়?
ক মুসাফির খ মজলুম
গ সওদাগর ঘ মাঝি

৬৬. স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত-
ক নেতার জাগ্রতবোধ খ নেতার সাহসিকতা
গ নেতার পরাধীনতা ঘ নেতার গাফলতি

৬৭. পূর্বে নাবিকরা গভীর সমুদ্রে জাহাজ চালানোর সময় পথ-নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করত-
ক সূর্যকে খ চাঁদকে
গ তারাকে ঘ সমুদ্রের ঢেউকে

৬৮. 'পাঞ্জেরি' কবিতার মতো কোন কবিতায় ভাববস্তুর আড়ালে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে-
ক সোনার তরী খ বঙ্গভাষা
গ একটি ফটোগ্রাফ ঘ তাহারেই পড়ে মনে

৬৯. জাতির পথপ্রদর্শকের জন্য আবশ্যক-
ক দূরদর্শিতা খ সত্যবাদিতা
গ রাজনৈতিক চেতনা ঘ অর্থনৈতিক জ্ঞান

৭০. 'হেরি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে-
ক পাওয়া অর্থে খ প্রত্যক্ষ করা অর্থে
গ ঊর্ধ্বে উঠা অর্থে ঘ নীরব অর্থে

৭১. 'শূন্যতা' শব্দটি গঠিত হয়েছে-
ক সমাস খ সন্ধি
গ প্রত্যয় ঘ উপসর্গ

৭২. মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা কেমন-
ক সমৃদ্ধ খ হতাশাব্যঞ্জক
গ ভালো ঘ গৌরবোজ্জ্বল

৭৩. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় কবি-
ক হতাশায় নিমজ্জিত খ আশাবাদী
গ স্বেচ্ছাচারী ঘ বিনয়ী

৭৪. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় শেষ পর্যন্ত ব্যক্ত হয়েছে-
ক সমুদ্র গর্জন খ বাতাসের ধ্বনি
গ যাত্রীদের বিলাপ ঘ ক্ষুধিতের আর্তনাদ

৭৫. 'দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী'- অর্থ হলো–
ক অসহ্য দিন খ অসহ্য রাত
গ অসহ্য যন্ত্রণা ঘ অসহ্য ব্যথা

৭৬. দীঘল রাতের শ্রান্ত সফর শেষে কোন দরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা পড়েছি এসে- 'দরিয়া' শব্দটি হলো–
ক দেশি খ বিদেশি
গ তৎসম ঘ তদ্ভব

৭৭. অতীতকালে মুসলিম শক্তি কীভাবে পথ চলত?
ক অমিত বিক্রমে খ নির্ভয়ে
গ সঙ্কিত চিত্রে ঘ ভয়ে

৭৮. চলেছি কোথায়? কোন সীমাহীন দূরে? চরণটির রচয়িতা-
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ ফররুখ আহমদ
গ সুফিয়া কামাল ঘ অমিয় চক্রবর্তী

৭৯. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় রোনাজারি ক্ষুধিতের'- কী অর্থে ব্যবহৃত?
ক মুসলমানদের চরম দুরবস্থা
খ জীবনের ভয়াবহতা
গ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা
ঘ মুসলমানদের ভালো অবস্থা

৮০. কবি জাতীয় নেতাকে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন–
ক মুসলমানদের শিক্ষা দিতে
খ জাহাজ সঠিক পথে চালানোর জন্য
গ মুসলমানদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে
ঘ দুঃখ-দুর্দশা নিরসনের জন্য

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৮১. আমাদের বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারে আরবি-ফারসি শব্দের প্রবেশ ঘটেছে-
(ক) মুসলিম শাসনের কারণে
(খ) শব্দের অপ্রতুলতার কারণে
(গ) ব্যবসায়-বাণিজের কারণে
(ঘ) আরবদের আগমনের কারণে

৮২. সওদাগর দল আহাজারি করে তার কারণ-
(ক) জাহাজ তীরে ভিড়ানোর জন্য
(খ) জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য
(গ) মাঝিকে জেগে ওঠার জন্য
(ঘ) জাহাজ নোঙর করার জন্য

৮৩. 'দেখেছি সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী'- কাদের বুঝিয়েছেন?
(ক) জাহাজ চালকদের
(খ) মুসাফির দলকে
(গ) ভাগ্য বিড়ম্বিত জনতাকে
(ঘ) বন্দরের লোকজনকে

৮৪. ফররুখ আহমদ এর কাব্যগ্রন্থ-
i. মুহূর্তের কবিতা
ii. সিরাজাম মুনীরা
iii. পাখির বাসা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) iii (ঘ) ii, iii

৮৫. ফররুখ আহমদ কোন পদকে ভূষিত হননি-
i. অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার
ii. বাংলা একাডেমী পুরস্কার
iii. আদমজী পুরস্কার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) ii (ঘ) ii, iii

৮৬. দিগন্ত শব্দটি গঠিত হয়েছে-
i. দিক + অন্ত
ii. দিগ্ + অন্ত
iii. দিন + অন্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) (গ) iii (ঘ) i ও ii

৮৭. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় উপসর্গযোগে গঠিত শব্দগুলো হলো—
i. আগমন
ii. বিস্বাদ
iii. জুলমাত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii **(গ) i, ii** (ঘ) iii

৮৮. রূপক কবিতায়—
i. কবি তাঁর কোনো বিশেষ ভাব প্রকাশ করেন
ii. অন্য কোনো চিত্রের আড়ালে কবি তার ভাব প্রকাশ করেন
iii. কবি তাঁর আবেগ অনুভূতিকে গোপন রাখেন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i **(খ) i, ii** (গ) iii (ঘ) i, iii

৮৯. 'রূপক' কবিতার বাইরের অর্থ বলতে বুঝায়-
i. লক্ষার্থ
ii. নিহিতার্থ
iii. বাচ্যার্থ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii **(গ) iii** (ঘ) i, ii

৯০. এখানো আসমান ভরা-
i. তারায়
ii. মেঘে
iii. শুকতারায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i **(খ) ii** (গ) iii (ঘ) i, iii

৯১. মুসলমানদের অতীত ছিল-
i. ভয়াবহ
ii. করুণ
iii. সমৃদ্ধ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii **(গ) iii** (ঘ) i, iii

৯২. মুসলমানদের অবনতির কারণ?
i. নিজেদের খামখেয়ালি
ii. নেতৃত্বের অবহেলা
iii. নিজেদের স্বার্থপর সিদ্ধান্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii **(গ) i, ii** (ঘ) i, ii, iii

৯৩. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় 'রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি'- পঙ্‌ক্তিটি কত বার আছে?
i. ২ বার
ii. ৩ বার
iii. ৪ বার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i, ii **(গ) iii** (ঘ) i, iii

৯৪. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় ফারসি ভাষা থেকে আগত শব্দগুলো হলো–
i. পাঞ্জেরি
ii. আসমান
iii. তুফান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚh ii ● i, ii ⓖh iii

(ক) i (খ) ii (গ) i, ii (ঘ) iii

৯৫. ফররুখ আহমদ এর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে-
i. ইসলামী আদর্শ ও জীবনবোধ
ii. প্রকৃতি ও মানববোধ
iii. মাতৃভাষা প্রীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) ii, iii

৯৬. 'পাঞ্জেরি' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে-
i. মুসলমানদের অতীত অবস্থা
ii. নেতৃত্বশূন্যতা
iii. মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i, ii (ঘ) ii, iii

৯৭. 'ওকি বেদনা মজলুমের'- এখানে 'মজলুম' কারা?
i. মুসলমানরা
ii. গরিব জনগণ
iii. কবি নিজে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) ii, iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৮, ৯৯ ও ১০০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সফল ব্যবসায়ী বোরহান কবির তার মায়ের নামে গ্রামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন তারই ছোট ভাই রায়হান কবির। মাত্র তিন বছরের মাথায় কলেজটি ঢাকা বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান করে নেয়। এতে উৎসাহবোধ করে বোরহান কবির কলেজের পাশেই তার মায়ের নামে একটি মাদ্রাসা গড়ে তোলেন।

৯৮. তোমার পঠিত কোন কবিতায় উদ্দীপকের আবহ ফুটে উঠেছে?
(ক) বঙ্গভাষা (খ) আমার পূর্ব বাংলা
(গ) সোনার তরী (ঘ) পাঞ্জেরি

৯৯. উদ্দীপকে পাঞ্জেরির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন–
(ক) বোরহান কবির (খ) রায়হান কবির
(গ) শিক্ষকবৃন্দ (ঘ) শিক্ষার্থীরা

১০০. উদ্দীপকের কলেজটির সাফল্যের পেছনে ছিল–
(i) সঠিক নেতৃত্ব
(ii) দুর্যোগময় পরিবেশ
(iii) শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

নিজের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০১, ১০২ ও ১০৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বিশিষ্ট শিল্পপতি শফিকুর রহমান সিঙ্গাপুর থেকে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে দেখলেন তার ছয়টি কারখানা ঠিকঠাক মতো চললেও একটি কারখানার অবস্থা খুবই করুণ। তিনি সবগুলো কারখানা পরিদর্শন শেষ করে ঐ কারখানার জিএম সুলতান মাহমুদের সাথে বৈঠকে বসলেন। সুলতান মাহমুদ জানালেন, শ্রমিক অসন্তোষ আর কাঁচামালের পর্যাপ্ত যোগান না থাকাতেই কারখানার অবস্থান আজ এতোটা নাজুক হয়ে ওঠেছে। তবে ইতোমধ্যে তিনি যেসব ব্যবস্থা নিয়েছেন তাতে পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হবে। তবে তার এ ব্যাখ্যায় শফিকুর রহমান আশ্বস্ত হতে পারলেন না।

১০১. সুলতান মাহমুদ কার ভূমিকা পালন করছে?
(ক) মাল্লার (খ) পাঞ্জেরির
(গ) জাহাজের (ঘ) মুসাফিরের

১০২. শফিকুর রহমান আশ্বস্ত হতে পারলেন না, কেন?
i. সুলতান মাহমুদের কথার সাথে বাস্তবতার মিল নেই বলে
ii. সুলতান মাহমুদ তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন বলে
iii. কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ চলছিলো বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i, ii (গ) iii (ঘ) ii, iii

১০৩. অন্য কারখানার তুলনায় সুলতান মাহমুদের ব্যবস্থাপনায় চালিত কারখানার পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার কারণ –
i. সুলতান মাহমুদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা
ii. পর্যাপ্ত কাঁচামাল ও শ্রমিকদের সহযোগিতার অভাব
iii. মালিকের অনুপস্থিতিজনিত নজরদারির অভাব
(ক) i (খ) i, ii (গ) i, iii (ঘ) ii, iii

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

আমার পূর্ব বাংলা

সৈয়দ আলী আহসান

▣ কবি পরিচিতি

সৈয়দ আলী আহসান একাধারে একজন কবি, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ ও গবেষক। কর্মজীবনে তিনি ঢাকা, করাচি ও চট্টগ্রাম

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এছাড়া বাংলা একাডেমীর পরিচালক এবং বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট আধুনিক কবিদের অন্যতম সৈয়দ আলী আহসানের কবিতার ভাববস্তুতে ঐতিহ্য সচেতনতা, সৌন্দর্যবোধ ও দেশপ্রীতি এবং সেই সঙ্গে রূপরীতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন পুরস্কার ও পদক লাভ করেন।

জন্ম : ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মাগুরা জেলার আলোকদিয়ায়।

মৃত্যু : ২০০২ খ্রিস্টাব্দে, ২৫ জুলাই।

▣ রচনাবলি

কাব্য গ্রন্থ : অনেক আকাশ, একক সন্ধ্যায় বসন্ত, সহসা সচকিত, আমার প্রতিদিনের শব্দ, সমুদ্রেই যাবো।

গবেষণা ও প্রবন্ধ গ্রন্থ : কবি মধুসূদন, রবীন্দ্র কাব্যবিচারের ভূমিকা, কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সতত স্বাগত, শিল্পবোধ ও শিল্প চৈতন্য।

অনুবাদ গ্রন্থ : হুইটম্যানের কবিতা। এছাড়াও তিনি একাধিক স্মৃতিকথা ও ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেছেন।

▣ উৎস ও পরিচিতি

সৈয়দ আলী আহসানের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' কাব্যগ্রন্থ হতে আমার পূর্ব বাংলা কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। এ কবিতাটিতে কবির সৌন্দর্যপ্রীতি, ও স্বদেশচেতনা নানা উপমা ও রূপক এবং চিত্রকল্পের সুনিপুণ বিন্যাসে এক অখণ্ড ভাবমূর্তিতে উজ্জ্বল। কবিতাটি কবির একান্ত ও অন্তরঙ্গ অনুভূতির স্নিগ্ধ ফসল।

স্বদেশের রূপলাবণ্য ও বৈচিত্র্যে কবি অভিভূত। পূর্ববাংলার প্রকৃতি তাঁর অন্তরে অজস্র অনুভবের সৃষ্টি করেছে। আর কবি সেই ভাবের প্রবাহকে একের পর এক পরতে পরতে সাজিয়েছেন উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পে। একই সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন আবহমান বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের অনুপম ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গের।

প্রকৃতির অজস্র রূপময়তা, ব্যক্তিগত অনুভব, শেকড়সন্ধানী চেতনা-সব মিলিয়ে শিল্পসফল এ কবিতাটি নির্মাণ করা হয়েছে মাত্র একটি বাক্যের আধারে। নিঃসন্দেহে এটি কবির আধুনিক শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্যের এক ঐশ্বর্যময় ফসল।

ছন্দঃ 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। গদ্যছন্দে কোনো সুনির্দিষ্ট পর্ব বা মাত্রাসাম্য রক্ষিত হয় না। কিন্তু কবি এখানে একটি অনতিরূপিত ধ্বনি সৃষ্টি করেছেন।

▣ শব্দার্থ ও টীকা

নিকুঞ্জ : লতাগৃহ।

কনক-লতা : স্বর্ণলতা।

সরোবরের অতলের মত : শান্ত শীতল অনুভূতির গভীরতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এটিও উপমা। দুটি উপমাই প্রশান্তির ভাব জাগ্রত করে।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি : কবির এ অনুভবে বিষন্নতার মধ্যে এক ধরনের প্রশান্তির আভাস রয়েছে।
কত দশা বিরহিনীর এক দুই তিন দশটি : বৈষ্ণব কবিতায় বর্ণিত রাধার বিরহের দশটি অবস্থার উল্লেখসূত্রে কবি পূর্ব বাংলার মানুষের ভাবাবেগের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে এ দেশের অস্তিত্বের সঙ্গে একীভূত করে দেখেছেন।

▣ বানান সতর্কতা

সন্ধ্যা, নীলাম্বরী, কবরী, মুহূর্ত, সূর্য, বিরহিণী, প্রগাঢ়, ত্রস্ত, সচ্ছলতা।

❒ নমুনা প্রশ্নাবলি ❒

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতাটি কবির উজ্জ্বল উপস্থাপন তাঁর–
ক. সৌন্দর্য ও স্বদেশ চেতনায়
খ. প্রকৃতি ও মানবপ্রেমে
গ. মুক্তিযুদ্ধ ও একুশের চেতনায়
ঘ. দেশপ্রেম ও মানবতায়

২. 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক. অক্ষরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. গদ্য ঘ. স্বরবৃত্ত

৩. গদ্যছন্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-
i. নির্ধারিত পর্বসংখ্যা রক্ষা করা যায় না
ii. সুনির্দিষ্ট তাল বিভাজন থাকে না
iii. কোনো ছন্দ রীতি মেনে চলে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের কবিতাংশটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
এ সখি, হামারি দুঃখের নাহি ওর
এ ভরা ভাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

৪. কবিতাংশটির ভাবের মিল রয়েছে নিচের কোনটিতে?
ক. ঘর আর বিদেশ আঙিনা আকুলতার একাকার
খ. কত দশা বিরহিণীর-এক দুই তিন দশটি
গ. এখানে ত্রস্ত আকুলতায় চিরকাল অভিসার
ঘ. ঘুমের অলসতার চোখ বুঁজে আসার মতো শান্তি

৫. কবিতাংশটিতে 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতার অন্যতম কোন ভাবের প্রকাশ পেয়েছে?-
ক. হৃদয়ের ব্যাকুলতা খ. বিচ্ছেদের অনুভুতি
গ. মিলনের আকুলতা ঘ. শান্তির অন্বেষা

৬. 'অশেষ অনুভব নিয়ে
i. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর;
ii. আমি যে দেখিতে চাই; আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে;
iii. জীবন অথবা মৃত্যু চোখে র'বে—আর এই বাংলার ঘাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আসুন ছবির মতো এই দেশে বেড়িয়ে যান
রঙের এমন ব্যবহার, বিষয়ের এমন তীব্রতা
আপনি কোনো শিল্পীর কাজে পাবেন না, বস্তুত শিল্প মানেই নকল নয় কি?
অথচ দেখুন, এই বিশাল ছবির জন্য ব্যবহৃত সব উপকরণ
অকৃত্রিম :
ক. বিরহিণীর দশা কয়টি?
খ. 'প্রগাঢ় নিকুঞ্জ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
গ. 'রঙের এমন ব্যবহার' অংশটিতে 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতার কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. এই বিশাল ছবিই 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করেছে- বিশ্লেষণ কর।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

২. এখানে ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্ণে শান্তি আসে মানুষের মনে;
এখানে সুবজ শাখা আঁকাবাঁকা হলুদ পাখিরে রাখে ঢেকে
জামের আড়ালে সেই বউকথাকওটিরে যদি ফেল দেখে
একবার, -একবার দু'পহর অপরাহ্ণে যদি এই ঘুঘুর গুঞ্জনে
ধরা দাও,-তাহলে অনন্তকাল থাকিতে যে হবে এই বনে;
মৌরির গন্ধমাখা ঘাসের শরীরে ক্লান্ত দেহটিরে রেখে
আশ্বিনের ক্ষেতঝরা কচি কচি শ্যামা পোকাদের কাছে ডেকে
র'ব আমি; -চকোরীর সাথে যেন চকোরের মতন মিলনে;

ক. 'আমার পূর্ববাংলা' কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত ?

খ. 'হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. কবিতাংশ ও 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় শান্তির উৎসের পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রকৃতির রূপময়তায় সাদৃশ্য থাকলেও কবিতাংশটির সাথে 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতার ব্যক্তিগত অনুভবের পার্থক্য বিদ্যমান– মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. বিরহিণীর দশা কয়টি?

খ. 'হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরী' বলতে কী বুঝ?

গ. উদ্দীপকে অঙ্কিত প্রকৃতির সঙ্গে 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় বর্ণিত প্রকৃতির তুলনা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় বর্ণিত কবির স্বদেশপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বিরহিণীর দশা দশটি।

খ) এ চিত্রকল্পে মধ্যযুগের বাংলা কবিতার প্রসঙ্গ এসেছে। বৈষ্ণব কবিতায় বর্ষা রাতে রাধার বিরহের যে ছবি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, বর্ষাকে উপেক্ষা করে রাধা নীল শাড়ি পরে রাতের অন্ধকারে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আশায় অভিসারে যেতেন। এতে নায়িকার সিক্ত নীল শাড়ি নায়কের মনে যে গভীর অনুরাগের জন্ম দিত পূর্ব বাংলার সবুজ-শ্যামল প্রকৃতিও যেন কবির মনে এই অনুরাগের জন্ম দিয়ে তাঁর অন্তরকে ছুঁয়ে গেছে। প্রকৃতির এই অবারিত সবুজ-শ্যামল রূপকেই 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরী হিসেবে রূপায়ণ করা হয়েছে।

গ) উদ্দীপকটিতে বাংলার মানুষ, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের এক অসাধারণ চিত্র ফুটে উঠেছে। গ্রাম নির্ভর বাংলাদেশের শাশ্বত রূপের এই চিত্র প্রকৃতি ও মানুষকে একাকার করে দিয়েছে। এ চিত্র থেকেই সাধারণ গ্রামীণ জীবন চেনা যায়। এ চিত্রে একতাবদ্ধ বাঙালির সহজ জীবনচিত্রটিও ধরা পড়ে। স্বাভাবিক জীবন প্রবাহেই মানুষগুলো এখানে একে অপরের অনেকটা কাছে চলে এসেছে। প্রকৃতি ও মানুষ যেন এখানে এক অচ্ছেদ্য নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি সৌন্দর্যপ্রীতি ও প্রকৃতি ভাবনার এক অন্তরঙ্গ স্নিগ্ধ ফসল। পূর্ব বাংলার প্রকৃতি এখানে অজস্র অনুভবের সৃষ্টি করে। কবিতায় বর্ণিত অন্ধকারের তমালগুচ্ছের স্নিগ্ধতা, লতায়-পাতায় ঘেরা গৃহ, ঘনঘোর বরষা, প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরী, কবরী এলো করে আকাশ দেখার মুহূর্ত প্রকৃতিকে অধিকতর জীবন ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। কবিতাটিতে আবহমান বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের অনুপম সৌন্দর্যের দিকটিও উঠে এসেছে।
এভাবে উদ্দীপকে অঙ্কিত প্রকৃতির সঙ্গে 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় বর্ণিত প্রকৃতির একটি চমৎকার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ) 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি কবি সৈয়দ আলী আহসান-এর স্বদেশপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। গদ্যছন্দে রচিত এ কবিতাটিতে আবহমান গ্রামবাংলার উদার প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের পাশাপাশি মানবমনে তার প্রভাবের বিষয়টিও ফুটে উঠেছে। এ কবিতায় বিচিত্র সব উপমা ও অনেকগুলো চিত্রকল্প ব্যবহার করা হয়েছে। এসব উপমা ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে বাংলার উদার প্রকৃতি ও বিচিত্র সমাজ-সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটেছে। পূর্ব বাংলা কবির কাছে কখনো অন্ধকারের ̣স্নিগ্ধ তমাল আবার কখনোবা পাতায় ছাওয়া লতাগৃহের অনুষঙ্গে ধরা দিয়েছে। এ ধরনের অসংখ্য উপমা ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে এ কবিতায় পূর্ব বাংলার যে রূপবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা কবির স্বদেশপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রীতিকেই মূর্ত করে তোলে। উদ্দীপকের চিত্রটিতেও কবিতায় বর্ণিত প্রকৃতির সহজ সরল বিচিত্র রূপের একটি প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে। কবিতায় নানা উপমা ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার যে ̣স্নিগ্ধ ও সহজ সরল জীবনচিত্র তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য উদ্দীপকেও তার একটি আংশিক ছায়াপাত ঘটেছে। তাই কবিতা ও উদ্দীপকে পরিস্ফুটিত জীবন ও প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক যেন কবির মানসভূমেরই এক অনবদ্য রূপায়ন। যার ভেতর দিয়ে কবি সৈয়দ আলী আহসানের গভীর দেশপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রীতির পরিচয় ফুটে উঠেছে।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গ্রীষ্মের ছুটিতে নায়লা এবার দাদু বাড়িতে ছুটি কাটাতে আসে। নায়লা আগে কখনও এতো ভালো করে গ্রামের প্রকৃতি দেখেনি। সবুজ ধানক্ষেতের মিষ্টি গন্ধ, বটবৃক্ষের ছায়ায় গ্রাম্য পথিকের নিশ্চিন্তভাবে বিশ্রাম নেয়া, পুকুর আর বিলে শাপলা ফুলের ছড়াছড়ি, পাখির কলতান আর গাছ-গাছালিতে ভরা স্নিগ্ধ শান্ত কুটির নায়লাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। এসব যতই দেখছে ততই বাংলাদেশ সম্পর্কে তার ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। এছাড়া এসব দেখে সে সঙ্গে আনা কবিতার খাতাটি কবিতা লিখে ভরে ফেলছে।

ক. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
খ. 'হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার কোন দিকটি উপর্যুক্ত উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে?
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় কবির যে রূপমুগ্ধতা ফুটে উঠেছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত।

খ) 'হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরী'– 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় ব্যবহৃত এক অনন্য চিত্রকল্পময় বাক্য। এ চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে কবি সৈয়দ আলী আহসান মধ্যযুগের বাংলা কবিতার প্রসঙ্গ এনেছেন। বৈষ্ণব কবিতায় বর্ষা রাতে রাধার বিরহের যে ছবি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়-রাধা ঘনঘোর বর্ষাকে উপেক্ষা করে নীল শাড়ি পরে রাতের অন্ধকারে প্রিয় মিলনের আশায় অভিসারে যেতেন। নায়িকার সিক্ত নীল শাড়ি নায়কের মনে যে গভীর অনুরাগের জন্ম দিয়েছে পূর্ব বাংলার নীলাভ শ্যামল প্রাকৃতিক পরিবেষ্টন তেমনি কবির হৃদয় ছুঁয়ে যায়। এ যেন কবির স্বদেশের প্রতি ভালোবাসাকেই প্রতিভাত করে। চিত্রকল্পটিতে কবির সেই হৃদয়াবেগ ও রূপমুগ্ধতাই প্রকাশ পেয়েছে।

গ) সৈয়দ আলী আহসান বাংলাদেশের সাহিত্য জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর চিত্রকল্পময় এক অসাধারণ কবিতা 'আমার পূর্ব বাংলা'– যার ভিতর দিয়ে কবির স্বদেশপ্রীতির সুস্পষ্ট পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদ্দীপকের নায়লা শহুরে মেয়ে, যার কবিতা লেখারও অভ্যাস আছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে নায়লা তার দাদু বাড়িতে বেড়াতে যায়। শহরে বাস করে বলে গ্রামকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ আগে তেমনভাবে হয়নি। এবারে তাই গ্রামকে কাছ থেকে দেখছে আর বুঝতে পারছে বাংলার রূপ কতটা সৌন্দর্যমণ্ডিত। বাংলার প্রকৃতি ও সহজ সরল মানুষের সৌন্দর্য নায়লাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করছে। তাই নায়লার সঙ্গে আনা কবিতার খাতাটিও স্বদেশের সৌন্দর্যের বর্ণনায় ভরে উঠছে। বাংলার প্রকৃতির একেকটি দিক নায়লার কবিতার এক একটি বিষয় হয়ে উঠছে। সৈয়দ আলী আহসান রচিত 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটিতেও স্বদেশের রূপ ও সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে। সৈয়দ আলী আহসানও তার কাব্যের বিষয় হিসেবে বাংলার রূপ ও সৌন্দর্যকে বেছে নিয়েছেন। কারণ উদ্দীপকের নায়লা যেমন বাংলার প্রকৃতি দেখে বিমোহিত হয়েছে তেমনি সৈয়দ আলী আহসানও বাংলার বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কবির সেই মুগ্ধতা বর্ণিত হয়েছে কবিতার বাণীতে চিত্রকল্পের আড়ালে। বাংলার সৌন্দর্য কবির মনে জন্ম দিয়েছে অজস্র অনুভূতি। কবি সেই অনুভূতিকে উপমা, রূপক আর চিত্রকল্প দিয়ে যেভাবে সাজিয়েছেন তা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। উদ্দীপকের নায়লাও স্বদেশের প্রতি ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে কবিতায় সে অনুভূতি ব্যক্ত করেছে। তাই বলা যায় উদ্দীপকে আমার পূর্ব বাংলার স্বদেশপ্রীতির কাব্যময় অনুভূতির দিকটিই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

ঘ) আধুনিক ও মননশীল কবি সৈয়দ আলী আহসান রচিত 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি কবির সৌন্দর্য প্রীতি ও স্বদেশ চেতনার ভাবমূর্তিতে উজ্জ্বল এক কবিতা।

উদ্দীপকের নায়লা গ্রীষ্মের ছুটিতে তার দাদু বাড়ি বেড়াতে যায়। গ্রামে গিয়ে সবুজ ধানক্ষেত আর ধানের মিষ্টি গন্ধ, পাখির কলতান, শাপলা ফুলে ভরা পুকুর, বটগাছের ছায়ায় বিশ্রামরত গ্রাম্য পথিকের নিশ্চিন্ত চেহারা, গাছপালায় ছাওয়া শান্ত স্নিগ্ধ কুটিরের সৌন্দর্য নায়লাকে বিমোহিত করে। নায়লা বুঝতে পারে এই বাংলার সৌন্দর্যে কত বৈচিত্র্য লুকিয়ে আছে। বাংলাদেশের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ নায়লা তার মুগ্ধতা কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করে। কবি সৈয়দ আলী আহসান ও বাংলাদেশের অপার সৌন্দর্যে মুগ্ধ। পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশকে তিনি তুলনা করেছেন তমাল গাছের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোমল মাধুর্যের সঙ্গে। লতায় পাতায় ঘেরা কুটিরে যে শান্তির পরশ মেলে সেই শান্তি যেন সারা বাংলায় ছড়িয়ে আছে। বাংলার সৌন্দর্য কবির কাছে সন্ধ্যালগ্নের প্রকৃতির মতো। সরোবরের শান্ত শীতল অনুভূতির মতো, বর্ষায় রাধার সিক্ত নীলাম্বরীর মতো। কবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের নায়িকার হৃদয়ে নবমেঘের সঞ্চার যেমন আনন্দের জন্ম দেয় তেমনি আনন্দ কবি অনুভব করেন পূর্ব বাংলার রূপ দেখে। রাধা বিরহের দশটি দশার মধ্যে কবি খুঁজে পান বাংলার মানুষের ভাবাবেগ আর বৈশিষ্ট্যকে। কবি পূর্ব বাংলাকে মমতাময়ী নারী মূর্তির সঙ্গে কল্পনা করেছেন আর মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে তুলনা করেছেন কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ কালো চুলের সঙ্গে। পূর্ব বাংলা কবির চোখে সীমাহীন আনন্দ ও সৌন্দর্যের আধার কবি এদেশকে আকর্ষণীয় লতা-নিকুঞ্জের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পল্লীর রাশি রাশি ধান আর মাটির সোঁদা গন্ধ কবিকে যেন নিশ্চেতন করে দেয়। নানা বর্ণের গাছ আর ফুলের সমারোহে কবি বিমোহিত হন বার বার, স্বদেশের সৌন্দর্যে কবির এই মুগ্ধতা 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় অসংখ্য উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রহিম পনেরো বছর বয়সে কানাডা চলে যায়। তার শৈশব ও কৈশোরের সময়টা কেটেছে বাংলার শ্যামল প্রকৃতিতে। তাই সুদূর প্রবাস জীবনে সে জন্মভূমিকে একটি মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেনি। বাংলার রূপ, সৌন্দর্য ও সবুজের সমারোহ সব সময় তাকে তাড়া করে ফিরেছে। বাংলা ও বাংলার মানুষের প্রতি রহিম অনুভব করে নাড়ির টান, যে টান কোনোদিনই ছিন্ন হয় না।

ক. কদম্ব তরুর শাখা কয়টি ফুল নিয়ে মাটি ছুঁয়েছে?

খ. পূর্ব বাংলার প্রকৃতিকে 'সিক্ত নীলাম্বরী' বলা হয়েছে কেন?

গ. রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলার সাথে রহিমের স্বদেশপ্রীতির সাদৃশ্য তুলে ধর।

ঘ. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার আলোকে রহিমের স্বদেশপ্রীতি মূল্যায়ন কর।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কদম্ব তরুর শাখা তিনটি ফুল নিয়ে মাটি ছুঁয়েছে।

খ) পূর্ব বাংলার অন্যতম ঋতু বর্ষা। বাংলা সাহিত্যে বর্ষা বিশেষ একটা স্থান দখল করে আছে। এখানে মধ্যযুগের বাংলা কবিতার প্রসঙ্গ এসেছে। বৈষ্ণব কবিতায় বর্ষা-রাতে রাধার বিরহের যে ছবি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় বর্ষাকে উপেক্ষা করে বিরহ বিহ্বলা রাধা নীল শাড়ি পরে রাতের অন্ধকারে প্রিয় মিলনের আশায় অভিসারে যেত। নায়িকার সিক্ত নীল শাড়ি নায়কের মনে যে গভীর অনুরাগের জন্ম দিয়ে এসেছে পূর্ব বাংলার নীলাভ শ্যামল প্রকৃতি তেমনই কবির মতো অনেকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তাই পূর্ব বাংলার প্রকৃতিকে 'সিক্ত নীলাম্বরী' বলা হয়েছে।

গ) উদ্দীপকের রহিম বাংলার মানুষের প্রকৃতিকে নিজের অনুভূতির আলোকে তুলে ধরেছেন। 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় কবি ও বাংলার মানুষের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করেছেন রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলার মাধ্যমে।

আমাদের পূর্ব বাংলা এক অকৃত্রিম শান্তিময় নিকেতন, দিনের কর্ম কোলাহল শেষে এ প্রগাঢ় নিকুঞ্জ আমাদের হৃদয়-মনে এক অনাবিল শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। এ শান্তি যেন সন্ধ্যার উন্মেষের মতো, সরোবরের অতলের মতো মনোরম। উদ্দীপকের রহিম বাংলার মানুষের দরদ, সহমর্মিতা ও আবেগ-অনুভূতিকে নিজের ভাবনার আলোকে অনুভব করেছেন। তাইতো সুদূর প্রবাস জীবনেও বাংলা ও বাংলার মানুষের কথা সে ভুলতে পারে না। রহিমের মতো কবির পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে সুস্পষ্টভাবে। বিরহিনী রাধা যেমন কৃষ্ণ প্রেমের আকুলতায় সবকিছু উপেক্ষা করে অভিসারে বেরিয়ে যায় তেমনি পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা তাদের মাতৃভূমিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে দেশের প্রতি মমত্ববোধের আকর্ষণে সর্বদা ব্যাকুল হয়ে থাকে। তাইতো কবি বাংলার মানুষের চারিত্রিক এ বৈশিষ্ট্য বৈষ্ণব কবিতার রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবির পূর্ব বাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশের রূপ তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে প্রেম ও সৌন্দর্যের লীলাভূমি হিসেবে।

ঘ) উদ্দীপকের রহিমের মতো আলোচ্য কবিতার মধ্যেও স্বদেশপ্রেম জাগ্রত। স্বদেশের রূপলাবণ্য ও বৈচিত্র্যে কবি অভিভূত ও বিমুগ্ধ। পূর্ব বাংলার প্রকৃতি তাঁর অন্তরে অজস্র অনুভবের সৃষ্টি করেছে। আর সেই ভাবের প্রবাহকে সাজিয়েছেন উপমা ও রূপকে। একই সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটেছে আবহমান বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের অনুপম ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গে।

উদ্দীপকের রহিমের মধ্যে উৎসারিত হয়েছে স্বদেশপ্রেম। তাই সে সুদূর প্রবাস জীবনেও বাংলাদেশকে একটি মুহূর্তের জন্য তিনি ভুলতে পারে নি। বাংলার রূপ, দরদ, সহমর্মিতা ও আবেগ-অনুভূতি সর্বদা তাকে তাড়া করে বেড়ায়। উদ্দীপকের রহিমের মতো কবিও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উক্ত কবিতাটি রচনা করেছেন। স্বদেশের রূপলাবণ্য ও বৈচিত্র্যে কবি অভিভূত হয়েছেন এবং বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বর্ষণমুখর রাতের অন্ধকারে অভিসারিণী সিক্ত নীলাম্বরী অপূর্ব যে ভাবের সৃষ্টি করে, পূর্ব বাংলার রূপ-মাধুর্য যেন সেই বিমুগ্ধ প্রেমিকের বুকে উজাড় করে প্রেম-প্রীতি মমতা প্রকাশের অপরূপ চিত্র অঙ্কন করেছেন। উদ্দীপকের রহিমের মতো কবিতাটিতে কবির স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধই ফুটে উঠেছে।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এখানে ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্নে শান্তি আসে মানুষের মনে;
এখানে সবুজ শাখা আঁকাবাঁকা হলুদ পাখিরে রাখে ঢেকে;
জামের আড়ালে সেই বউ কথা কওটিরে যদি ফেলে দেখে একবার,
একবার দু'পহর অপরাহ্নে যদি এই ঘুঘুর গুঞ্জনে
ধরা দাও, তাহলে অনন্তকাল থাকিতে যে হবে এই বনে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ক. কিসের পালক এক সময় সূর্যকে ঢেকে দেয়?
খ. 'বর্ষার অন্ধকারের অনুরাগ' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপক এবং 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় বিধৃত প্রকৃতি ভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মেঘের পালক এক সময় সূর্যকে ঢেকে দেয়।

খ) আবহমান কাল থেকেই বাংলা কবিতায় গুরুত্বের সাথে প্রেমিক-প্রেমিকার অভিসারের কাহিনী স্থান পেয়েছে। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্ষা রাতে রাধা-কৃষ্ণের মিলন পর্বকে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বর্ষার বর্ষণসিক্ত রজনী প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ে এক মোহনীয় মিলন অভিসারের চেতনা জাগায়। তাই শুধু মধ্যযুগেই নয়, পরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতায়ও বর্ষাকে প্রেমিক-প্রেমিকার অনুরাগ ও অভিসারের এক অসাধারণ মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। স্বদেশের প্রকৃতির প্রতি কবির যে অন্ধ আকর্ষণ তাকে প্রকাশ করতেই কবি এ উপমাটুকু ব্যবহার করেছেন। তাই এর ভেতর দিয়ে কবির প্রকৃতিপ্রেমের গভীরতাই বুঝানো হয়েছে।

গ) আধুনিক কবি সৈয়দ আলী আহসান তাঁর 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় স্বদেশ চেতনার নানা উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পে বাংলাদেশের সৌন্দর্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। কবির এ পূর্ব বাংলা ও উদ্দীপকে বর্ণিত কবিতাংশের বাংলাদেশ যেন অপরূপ সৌন্দর্য ও অফুরন্ত প্রেমের এক শান্তিময় নিকেতন।
সৈয়দ আলী আহসান-এর 'আমার পূর্ব বাংলা' তথা বাংলাদেশের সবুজ-শ্যামল-স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে মনের সব ভাব ও ভাষা উজাড় করে দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত আবেগঘন উদার হৃদয়ে স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। বাংলার অনুপম নিসর্গ- সৌন্দর্যকে তিনি কখনও গাঢ় তমালের স্নিগ্ধতার সঙ্গে, কখনও রাধার সিক্ত নীলাম্বরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। উদ্দীপকের কবি জীবনানন্দ দাশও জন্মভূমি বাংলাদেশকে তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবাসেন। এ ভালোবাসা এমনই পরিপূর্ণ যে, পৃথিবীর আর কোথাও বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ, ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যের কোনো বিকল্প আছে বলে তিনি মনে করেন না। কবি এ বাংলার রূপবৈচিত্র্য দুচোখ ভরে দেখেছেন।
কবি ডুমুরের গাছ এবং পাতার নিচে বসে থাকা ভোরের দোয়েল পাখির সৌন্দর্যকে দুচোখ ভরে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধারে 'আমার পূর্ব বাংলা'র পাশাপাশি উদ্দীপকেও বাংলাদেশের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে ।

ঘ) কবি সৈয়দ আলী আহসান 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় তাঁর জন্মভূমি পূর্ব বাংলার রূপবৈচিত্র্যকে বিভিন্ন উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের সাহায্যে জীবন্ত করে তুলেছেন। অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ বাংলাদেশ কবির লেখনীতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। উদ্ধৃত কবিতাংশেও দেশপ্রেমের পরিচয় ফুটে উঠেছে কবির অনন্য রচনাশৈলীর মাধ্যমে।
'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটিতে কবি সৈয়দ আলী আহসান বর্ণিত পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের রূপময় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বাংলার প্রকৃতির রূপ-ঐশ্বর্য তিনি বর্ণনা করেছেন আবেগাপ্লুত বিহ্বল কণ্ঠে। কবি তাঁর পূর্ব বাংলাকে 'একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। পূর্ব বাংলার সবখানেই ছড়িয়ে আছে অফুরন্ত শ্যামলিমা। এর মাঠ-ঘাট-প্রান্তর জুড়ে বিরাজ করছে অসংখ্য গাছ-গাছালি।
বাংলার মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে, নদীর তীরে ছড়িয়ে থাকা নৈসর্গিক দৃশ্যাবলি যে দেখে সেই আত্মহারা হয়ে পড়ে। উদ্দীপকেও বাংলার সেই রূপমুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকের কবিও পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের রূপ আর খুঁজতে চান না। অর্থাৎ বাংলার মাটিতেই তিনি প্রশান্তি ও তৃপ্তি পরিপূর্ণভাবে পেয়েছেন। 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় এবং উদ্দীপকে দুজন কবিই নিজ দেশের রূপে মুগ্ধ। উভয় কবিই সুললিত শব্দ চয়নের মাধ্যমে দেশের প্রতি তাঁদের গভীর ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এখানে আকাশ নীল-নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম সাদা রং তার আশ্বিনের আলোর মতন;
আকন্দ ফুলের কালো ভীমরুল এই খানে করে গুঞ্জরণ
রৌদ্রের দুপুর ভরে; বার বার রোদ তার সুচিক্কন চুল
কাঁঠাল জামের বুক নিঙড়ায়; - দহে বিলে চঞ্চল আঙুল
বুলায়ে বুলায়ে ফেরে এই খানে জাম লিচু কাঁঠালের বন।

ক. পানিতে রাঙা উৎপলের কী ডুবানো থাকে?
খ. কবি পূর্ব বাংলাকে 'একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল' বলেছেন কেন?
গ. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় বিবৃত প্রকৃতি-ভাবনার পরিচয় দাও।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) পানিতে রাঙা উৎপলের পা ডুবানো থাকে।

খ) কবি সৈয়দ আলী আহসান 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় বিভিন্ন উপমার ব্যবহার করে পূর্ব বাংলার অপরূপ রূপের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা দিয়েছেন। এই চিত্রকল্পটি ব্যবহৃত হয়েছে পূর্ব বাংলার উপমা হিসেবে। কবির ভাব এখানে পেয়েছে একান্ত অন্তরঙ্গ ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীব্রতা। অন্ধকারে তমালগুচ্ছ যে অনুপম কোমল মাধুর্যের দ্যোতনা দেয় পূর্ব বাংলার শ্যামল শান্তিময় পরিবেশ যেন ঠিক তেমনি। তাই কবি তাঁর প্রিয় পূর্ব বাংলাকে 'একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল' বলে অভিহিত করেছেন।

গ) প্রখ্যাত কবি সৈয়দ আলী আহসান 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় স্বদেশের প্রশস্তি গেয়েছেন। দেশপ্রেমিক কবি এ কবিতায় তাঁর জন্মভূমি পূর্ব বাংলার রূপ বৈচিত্র্যকে বিভিন্ন উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। উদ্দীপকের কবিরও দেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধের পরিচয় রয়েছে।

'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় সৈয়দ আলী আহসান পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের সবুজ শ্যামল স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে মনের সব ভাব ও ভাষা উজাড় করে দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত আবেগঘন ও উদার হৃদয়ে স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। বাংলায় অনুপম সৌন্দর্যকে তিনি কখনও গাঢ় তমালের স্নিগ্ধতার সঙ্গে, কখনও রাধার সিক্ত নীলাম্বরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

উদ্দীপকের কবি জীবনানন্দ দাশও জন্মভূমি বাংলাদেশকে তাঁর সমগ্র সত্তা দিয়ে ভালোবাসেন। এ ভালোবাসা এমনই পরিপূর্ণ যে, পৃথিবীর আর কোথাও বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ, ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যের কোনো বিকল্প আছে বলে তিনি মনে করেন না। কবি বাংলার রূপবৈচিত্র্য দুচোখ ভরে দেখেছেন। কবি লক্ষ করেছেন নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল, আকন্দ ফুলে কালো ভীমরুল গুণগুণ করে, লিচু-কাঁঠালের বনের ছায়ায় ঘেরা থাকে চারিদিকে। 'আমার পূর্ব বাংলা' এবং উদ্দীপকেও বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধারে। কবিতাটির সঙ্গে উদ্দীপকের সম্পর্ক এখানেই।

ঘ) 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় কবি সৈয়দ আলী আহসান বাংলার প্রকৃতির যে মনোমুগ্ধকর বর্ণনা দিয়েছেন তা যেন শিল্পীর তুলির আঁচড়ে অঙ্কিত শান্ত-স্নিগ্ধ, সবুজ-শ্যামল অপরূপ পূর্ব বাংলা। উদ্দীপকেও উল্লিখিত কবিতাংশের প্রকৃতি-চেতনার নিবিড় পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি সৈয়দ আলী আহসানের 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় কবি প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়েছেন। ঋতু বৈচিত্র্যে বাংলার প্রকৃতি যে নানা রঙে সজ্জিত হয়, অসাধারণ দক্ষতার সাথে কবি তা তাঁর কবিতায় উপস্থাপন করেছেন। বর্ষায় মেঘ-মেদুর অন্ধকার আকাশ কবির কাছে তমাল বৃক্ষের কালো ছায়ার রূপ নিয়ে হাজির হয়। বর্ষা আর বিরহ পূর্ব বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। এ কবিতায় কবির অনুভব শুধু প্রকৃতির নিছক গাছ-গাছালির প্রতি টান নয়, স্বদেশ চেতনারও নিবিড় পরিচয় মেলে এখানে। প্রকৃতির

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

রূপমুগ্ধতার মধ্য দিয়ে স্বদেশ চেতনার প্রকাশ ঘটেছে প্রদত্ত উদ্দীপকেও । উদ্দীপকে বাংলার একটি স্নিগ্ধ সন্ধ্যার বর্ণনা ভাষারূপ পেয়েছে। বাংলার নিসর্গ প্রকৃতির প্রতি বিমুগ্ধতা উভয় কবিতারই বিষয়বস্তু। দুজন কবিই বাংলার নিবিড় অনুষঙ্গের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তবে উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে কিছুটা ভিন্নতা আছে।

● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. সৈয়দ আলী আহসানের জন্ম কত সালে?
ক) ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ● খ) ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে
গ) ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে ঘ) ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে

২. সৈয়দ আলী আহসানের জন্ম কোন জেলায়?
ক) ঝিনাইদহে খ) রাজবাড়ি
● গ) মাগুরা ঘ) যশোর

৩. সৈয়দ আলী আহসানের পিতার নাম কী?
ক) ফকির আহমদ ● খ) সৈয়দ আলী আহমদ
গ) সৈয়দ সুলতান ঘ) সৈয়দ হামজা

৪. সৈয়দ আলী আহসান কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
ক) ২০০০ সালে খ) ২০০১ সালে
● গ) ২০০২ সালে ঘ) ২০০৩ সালে

৫. সৈয়দ আলী আহসান একজন-
● ক) আধুনিক কবি খ) প্রাচীনপন্থী কবি
গ) অনাধুনিক কবি ঘ) মধ্যযুগীয় কবি

৬. কর্মজীবনে সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন-
● ক) অধ্যাপক খ) পুলিশ
গ) সাংবাদিক ঘ) ম্যাজিস্ট্রেট

৭. সৈয়দ আলী আহসান একজন-
ক) প্রাচীনপন্থী কবি ● খ) আধুনিক কবি
গ) মধ্যযুগীয় কবি ঘ) উত্তরআধুনিক কবি

৮. সৈয়দ আলী আহসান পড়াশুনা করেছেন-
● ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে
গ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ) করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে

৯. সৈয়দ আলী আহসান কোন বিষয়ে এম.এ করেছেন?
ক) বাংলা সাহিত্য খ) সংস্কৃত সাহিত্য
● গ) ইংরেজি সাহিত্য ঘ) দর্শন শাস্ত্রে

১০. শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন-
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) অমিয় চক্রবর্তী
গ) বিষ্ণু দে ● ঘ) সৈয়দ আলী আহসান

১১. সৈয়দ আলী আহসান কিসের পরিচালক ছিলেন?
● ক) বাংলা একাডেমী খ) বার্ড
গ) শিক্ষা অধিদপ্তর ঘ) চলচ্চিত্র

১২. জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদক কে?
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) কাজী নজরুল ইসলাম
● গ) সৈয়দ আলী আহসান ঘ) অমিয় চক্রবর্তী

১৩. নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছেন-
ক) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ খ) সৈয়দ আমির হামজা
গ) সৈয়দ সুলতান ● ঘ) সৈয়দ আলী আহসান

১৪. 'কণক-লতা' শব্দের অর্থ কী?
ক) হেমলতা খ) লতাগুল্ম
● গ) স্বর্ণলতা ঘ) কলমীলতা

১৫. 'নিকুঞ্জ' শব্দটির অর্থ কী?
● ক) লতাগৃহ খ) সুন্দরগৃহ
গ) বাগান ঘ) উঠান

১৬. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক) স্বরবৃত্ত খ) মাত্রাবৃত্ত
● গ) গদ্য ছন্দে ঘ) মুক্তক ছন্দে

১৭. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি সংকলিত হয়েছে কোন গ্রন্থ থেকে?
ক) অনেক আকাশ ● খ) একক সন্ধ্যায় বসন্ত
গ) সমুদ্রেই যাবো ঘ) সহসা সচকিত

১৮. সৈয়দ আলী আহসান এর গ্রন্থ নয় কোনটি?
ক) হুইটম্যানের কবিতা খ) সতত স্বাগত
গ) আমার প্রতিদিনের শব্দ ● ঘ) বন্দী শিবির থেকে

১৯. 'অনেক আকাশ' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক) শামসুর রাহমান খ) আল মাহমুদ
গ) গোলাম মোস্তফা ● ঘ) সৈয়দ আলী আহসান

২০. বৈষ্ণব কবিতা কোন যুগের সাহিত্য কর্ম?
ক) প্রাচীন যুগের ● খ) মধ্যযুগের
গ) আধুনিক যুগের ঘ) অন্ধকার যুগের

২১. কোনটি সৈয়দ আলী আহসানের অনুবাদ গ্রন্থ?
ক) রূপার কৌটা খ) হ্যামলেট
গ) আমার জন্মভূমি ● ঘ) হুইটম্যানের কবিতা

২২. 'মেঘদূত' বিখ্যাত কাব্যটি কে লিখেছেন?
ক) আলাওল খ) কায়কোবাদ
● গ) কালিদাস ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

২৩. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় কোন ফসলের কথা বলা আছে?
(ক) ধান (খ) গম
(গ) পাট (ঘ) ভুট্টা

২৪. কবি কাকে 'প্রগাঢ় নিকুঞ্জ' বলেছেন?
(ক) বণলাকে **(খ) পূর্ব বাংলাকে**
(গ) পশ্চিম বাংলাকে (ঘ) কবির জন্মস্থানকে

২৫. ত্রস্ত আকুলতা বলতে বুঝায়-
(ক) ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে (খ) হৃদয়ের আর্তি
(গ) শঙ্কিত ব্যাকুলতা (ঘ) গোপন অভিসার

২৬. এখানে ত্রস্ত আকুলতায় চিরকাল-
(ক) অভিসার (খ) অনুরাগ
(গ) অভিমান (ঘ) আনন্দ

২৭. 'কত দশা বিরহিণীর'- বিরহিণী কে?
(ক) বেহুলা (খ) মহুয়া
(গ) সীতা **(ঘ) রাধা**

২৮. রাধার বিরহের কয়টি দশা?
(ক) সাতটি (খ) আটটি
(গ) নয়টি **(ঘ) দশটি**

২৯. বিরহিণীর দশটি দশার কথা কোথায় উল্লেখ আছে?
(ক) চর্যাপদে (খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে
(গ) নাথ সাহিত্যে **(ঘ) বৈষ্ণব কবিতায়**

৩০. রাধা কে -
(ক) কৃষ্ণের প্রেমিকা (খ) কৃষ্ণের স্ত্রী
(গ) কৃষ্ণের দূতি (ঘ) কৃষ্ণের বান্ধবী

৩১. রাধা কোন রঙের শাড়ি পরে অভিসারে যেত-
(ক) লাল **(খ) নীল**
(গ) সবুজ (ঘ) বেগুনি

৩২. বিরহিণী রাধার অনুষঙ্গ ব্যবহার করে কবি বাঙালি চরিত্রের কোন দিকটি উদঘাটন করতে চেয়েছেন?
(ক) স্বদেশপ্রেমের (খ) ভালোবাসার
(গ) বিরহ কাতরতার (ঘ) প্রেমে অচরিতার্থতার

৩৩. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় সিক্ত নীলাম্বরী কী ছুঁয়ে যায়?
(ক) হাত **(খ) হৃদয়**
(গ) মাথা (ঘ) আঙ্গিনা

৩৪. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় পূর্ব বাংলা বিষয়ে কবির সচ্ছলতা কেমন?
(ক) পুলকিত (খ) আলোকিত
(গ) মন্দ্রিত (ঘ) মৃদুমন্দ

৩৫. কবির উচ্চারণে তাঁর বেদনা কেমন?
(ক) অনন্ত **(খ) বিমুগ্ধ**
(গ) অভিমানী (ঘ) বিতৃষ্ণ

৩৬. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় মেঘের উপমা-
(ক) কালো-কেশ (খ) কালো চোখ
(গ) কালো অন্ধকার (ঘ) কালো কাক

৩৭. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় 'প্রগাঢ় নিকুঞ্জ' শব্দটি কত বার আছে?
(ক) দুই বার (খ) তিন বার
(গ) চার বার (ঘ) পাঁচ বার

৩৮. ঘুমের অলসতায় চোখ বুঁজে আসার মতো কী?
(ক) শ্রান্তি **(খ) শান্তি**
(গ) অশান্তি (ঘ) প্রশান্তি

৩৯. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় কদম গাছের শাখা কয়টি ফুল নিয়ে মাটি ছুঁয়েছে?
(ক) দুইটি **(খ) তিনটি**
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

৪০. 'কবরী' শব্দের অর্থ কী?
(ক) চুল (খ) ফুল
(গ) খোঁপা (ঘ) কাটা

৪১. 'অতল' শব্দটি গঠিত হয়েছে কীভাবে?
(ক) উপসর্গ যোগে (খ) প্রত্যয় যোগে
(গ) সমাস যোগে (ঘ) সন্ধি যোগে

৪২. অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতা- এখানে 'পাতার' কোন পদ?
(ক) সমাস বদ্ধ **(খ) সম্বন্ধ**
(গ) সম্বোধন (ঘ) বিশেষণ পদ

৪৩. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) বিরহিনি **(খ) নীলাম্বরী**
(গ) কবরি (ঘ) মূহুর্ত

৪৪. 'চিত্রকল্প' বলতে কী বুঝায়?
(ক) মনের পর্দায় বর্ণিত বস্তু বা ভাবের ছবি
(খ) মনের পর্দায় তোলা ছবি
(গ) মনের পর্দায় আঁকা ছবি
(ঘ) মনের পর্দায় প্রদর্শিত ছবি

৪৫. 'কবি মধুসূদন' কোন ধরনের রচনা ?
(ক) কাব্যগ্রন্থ **(খ) প্রবন্ধগ্রন্থ**
(গ) অনুবাদগ্রন্থ (ঘ) উপন্যাস

৪৬. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় ফুটে উঠেছে–
(ক) স্বদেশ ও সৌন্দর্যপ্রীতি (খ) মাতৃভাষাপ্রীতি
(গ) ঐতিহ্যপ্রীতি (ঘ) সাহিত্যপ্রীতি

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৪৭. সৈয়দ আলী আহসান এর বর্ণনায় পূর্ব বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের-
ক শিমুল খ তমাল
গ পলাশ ঘ সেগুন

৪৮. 'আমার পূর্ব বাংলা' কোন জাতীয় রচনা?
ক আত্মকেন্দ্রিক খ দেশপ্রেমমূলক
গ ব্যঙ্গাত্মক ঘ স্মৃতিকথামূলক

৪৯. 'এক সময় সূর্যকে ঢেকে দেয়'-
ক অনেক পাখির পালক খ অনেক মেঘের পালক
গ অনেক ধুলোর ঝড় ঘ অনেক আঁধারের ঝালর

৫০. রাশি রাশি ধান মাটি আর পানির গন্ধ কেমন?
ক নির্বাক করা খ অসাড় করা
গ নিশ্চেতন করা ঘ নিরব করা

৫১. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় এক গুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল বলতে কাকে বুঝিয়েছেন?
ক ভারত খ বাংলাদেশ
গ পাকিস্তান ঘ আসাম

৫২. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় 'অন্ধকারের তমাল' কিসের অনুভূতি জাগায়?
ক কোমল মাধুর্যের খ কঠোরতার
গ নির্মমতার ঘ বিষন্নতার

৫৩. 'কবি মধুসূদন' কোন ধরনের রচনা ?
ক কাব্য গ্রন্থ খ প্রবন্ধ গ্রন্থ
গ অনুবাদ গ্রন্থ ঘ উপন্যাস

৫৪. 'কাকের চোখের মতো কালো চুল এলিয়ে'- কবি কল্পনা করেছেন-
ক নারীর রুদ্র রূপ খ মমতাময়ী নারীর মূর্তি
গ সৌন্দর্যের প্রতিমারূপ ঘ নারীর দেবী রূপ

৫৫. 'সিক্ত নীলাম্বরী' কী ছুঁয়ে যায়?
ক হৃদয় ক্ষত করে খ হৃদয় ছুঁয়ে যায়
গ মনোকষ্ট হয় ঘ বেদনার সৃষ্টি হয়

৫৬. কবি পূর্ব বাংলাকে কল্পনা করেছেন-
ক ভূস্বর্গরূপে খ পুণ্যভূমিরূপে
গ পৃথিবীররূপে ঘ মমতাময়ী নারীমূর্তিরূপে

৫৭. 'কবিতার কথা' কোন জাতীয় রচনা?
ক কাব্যগ্রন্থ খ ছোট গল্প
গ নাটক ঘ প্রবন্ধ গ্রন্থ

৫৮. পূর্ব বাংলা তুলনীয়-
ক গাব গাছের সাথে খ তমালের সাথে
গ নারিকেল গাছের সঙ্গে ঘ বট গাছের সাথে

৫৯. কবিতায় 'আমার পূর্ব বাংলা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে-
ক দুইবার খ তিনবার
গ চারবার ঘ পাঁচবার

৬০. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটির বিকল্প নামকরণ কী হতে পারত?
ক রূপসী পূর্ব বাংলা খ সোনার বাংলা
গ সিক্ত নীলাম্বরী পূর্ব বাংলা ঘ পূর্ব বাংলা একটি দেশ

৬১. চির সবুজের সমারোহ কোথায়?
ক নেপালে খ ভুটানে
গ বাংলাদেশে ঘ ভারতে

৬২. কবি পূর্ব বাংলাকে প্রগাঢ় নিকুঞ্জ বলেছেন-
ক আবহাওয়ার জন্য খ শান্তির নীড় বলে
গ ফুলে-ফলে শোভিত বলে ঘ সবুজ পাতায় ছাওয়া বলে

৬৩. 'গবেষণা' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কী?
ক গো+অষণা খ গো+এষণা
গ গু+এষণা ঘ গবে+ষণা

৬৪. 'প্রগাঢ়' শব্দটির 'প্র' কোন উপসর্গ?
ক তৎসম খ বাংলা
গ ফারসি ঘ হিন্দি

৬৫. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনটি?
ক রাখালি খ সোনার তরী
গ তাহারেই পড়ে মনে ঘ পল্লীবর্ষা

৬৬. কবিতায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
ক হরিণীর চোখ খ নারীর কালো চুল
গ পাখির পাখা ঘ নারীর কালো চোখ

৬৭. সৈয়দ আলী আহসান একজন সফল—
ক কবি খ রাজনীতিবিদ
গ ঔপন্যাসিক ঘ গল্পকার

৬৮. কবির অফুরন্ত আনন্দের উৎস-
ক সাহিত্য সাধনা খ ফুলের বাগান
গ বিশ্ব প্রকৃতি ঘ বাংলাদেশের রূপবৈচিত্র্য

৬৯. শিল্পবোধ ও শিল্পচেতনা লক্ষণীয়- কার কবিতায়?
ক সুফিয়া কামাল খ সৈয়দ আলী আহসান
গ অমিয় চক্রবর্তী ঘ মধুসূদন দত্ত

৭০. 'এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরষায়'- পঙক্তিটির রচয়িতা
ক সৈয়দ আলী আহসান খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ সুফিয়া কামাল ঘ জসীম উদ্দীন

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৭১. 'অন্ধকারের তমাল' কোন অনুভূতি জাগায়?
ক কোমল মাধুর্যের খ অন্ধকারের
গ ভয়ের ঘ বেদনার

৭২. অন্ধকারের অনুরাগ জাগে কখন?
ক বসন্তকালে খ বর্ষাকালে
গ শরৎকালে ঘ হেমন্তকালে

৭৩. 'উৎপল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে-
ক গোলাপ খ শাপলা
গ পদ্ম ঘ রজনীগন্ধা

৭৪. 'সন্ধ্যার উন্মেষের মতো' এখানে সন্ধ্যা বলতে বুঝায়-
ক সন্ধ্যালগ্নকে খ দিনের প্রথম ভাগকে
গ দিনের মধ্যভাগকে ঘ রাতকে

৭৫. 'পুলকিত সচ্ছলতা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে-
ক নবীনতা অর্থে খ সাহস অর্থে
গ অফুরন্ত আনন্দের উৎস অর্থে ঘ সজীবতা অর্থে

৭৬. রাশি রাশি ধান মাটি- 'রাশি রাশি ধান' কী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক বিশেষণ খ সর্বনাম
গ বিশেষ্য ঘ নির্ধারক বিশেষণ

৭৭. 'অভিসার' শব্দটির 'অভি' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক গমন অর্থে খ সম্যক অর্থে
গ পশ্চাৎ অর্থে ঘ সম্মুখ অর্থে

৭৮. 'তুমি আমার পূর্ব বাংলা'- এখানে 'আমার' কোন পদ?
ক সর্বনাম খ সম্বন্ধ
গ অব্যয় ঘ সম্বোধন

৭৯. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি নির্মিত হয়েছে-
ক ১ টি বাক্যে খ ২টি বাক্যে
গ ৮ টি বাক্যে ঘ ১০ টি বাক্যে

৮০. সবুজ শ্যামল পূর্ব বাংলা কবির নিকট কী?
ক কণক-লতা খ সন্ধ্যার উন্মেষ
গ প্রগাঢ় নিকুঞ্জ ঘ সরোবরের অতল

৮১. কবিতায় নিম্নের কোন কাব্যের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে-
ক মেঘদূত খ সারদামঙ্গল
গ চর্যাপদ ঘ মঙ্গলকাব্য

৮২. 'বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি'- কথাটির অর্থ-
ক বেদনায় মুগ্ধ হওয়া
খ বেদনায় শান্তি পাওয়া
গ বিষণ্নতার মধ্যে প্রশান্তি
ঘ মুগ্ধতার মধ্যে শান্তি

৮৩. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি কিসের ফসল?
ক কবির ভাবনার খ কবির অন্তরঙ্গ অনুভূতির
গ কবির উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঘ কবির চাওয়া পাওয়ার

৮৪. নিচের কোন পদকে সৈয়দ আলী আহসান ভূষিত হয়েছেন?
ক শিশু পুরস্কার খ আদমজী পুরস্কার
গ অলক্ত পুরস্কার ঘ বাংলা একাডেমী পুরস্কার

৮৫. কবির চোখে মোহাঞ্জন সৃষ্টি করে-
ক শ্যামল শান্ত পরিবেশ খ জনগণ
গ ধনসম্পদ ঘ ইতিহাস

৮৬. পানিতে পা ডুবিয়ে রাঙা-উৎপল- বলতে বুঝায়–
ক জলে ভাসমান লাল পদ্ম খ দীঘির পদ্ম
গ সরোবরের পদ্ম ঘ পানিতে ডোবানো পা

৮৭. সৈয়দ আলী আহসান কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন?
ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে
গ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

৮৮. সৈয়দ আলী আহসান অভিভূত-
ক স্বদেশের রূপলাবণ্য ও বৈচিত্র্যে
খ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের দৃশ্যে
গ নদ-নদীর সৌন্দর্যে
ঘ নীরব নিস্তব্ধতার জন্য

৮৯. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটিতে উপমা ব্যবহৃত হয়েছে কোন চরণে-
ক সন্ধ্যার উন্মেষের মতো
খ কবরী এলো করে আকাশ দেখার মুহূর্ত
গ বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি
ঘ অজস্র ফুলের বন্যা

৯০. 'সরোবরের অতল' উপমাটির অর্থ কী?
ক শান্ত-শীতল অনুভূতির গভীরতা
খ শান্ত সুন্দর সরোবর
গ প্রশস্ত সরোবর
ঘ গভীর সরোবর

৭৭. নানা রঙের ছটায়- এর অর্থ হচ্ছে-
ক নানা রঙের ব্যবহার
খ নানা রঙের গাছপালার ব্যবহার
গ নানা উপমা রূপ চিত্রকল্প ব্যবহার
ঘ কোন রং ব্যবহার না করা

৯১. 'অভিসার' শব্দটির অর্থ কী?
ক প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন
খ প্রেমিকের সঙ্গে ঝগড়া
গ প্রিয়জনের সঙ্গে গোপনে দেখা করতে যাওয়া
ঘ নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদ

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

আমার পূর্ব বাংলা

৯২. প্রেম বিহ্বল পূর্ব বাংলার মানুষ আবহমান কাল ধরে-
i.আপনকে করেছে পর
ii.ঘরকে করেছে বাহির
iii.বাহিরকে করেছে ঘর
কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii,iii. গ iii. ঘ i, iii.

৯৩. সৈয়দ আলী আহসান উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন-
i. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে
ii. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
iii. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে
কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, iii

৯৪. কবি 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় কার চোখের সঙ্গে তুলনা করেছেন?
i. হরিণের ii. কাকের iii. মাছরাঙার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. গ i,ii. ঘ iii.

৯৫. 'হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরী'- একটি
i. চিত্রকল্প ii. উপমা iii. অনুপ্রাস
কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, iii.

৯৬. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় উপসর্গবদ্ধ শব্দ-
i. প্রগাঢ় ii. সঞ্চয় iii. অশেষ
কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii, iii.

৯৭. গদ্যছন্দের বৈশিষ্ট্য-
i.এতে সুনির্দিষ্ট পর্ব থাকে না ii.অন্ত্যানুপ্রাসহীন
iii.এতে প্রবহমানতা থাকে না
কোনটি সঠিক?
ক i, ii. খ ii. গ iii. ঘ i, iii.

৯৮. কাকের চোখের মতো-
i. কালো চুল ii. কালো চোখ
iii. কালো মুখ
কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii.

৯৯. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থটির রচয়িতা-
i. মুহম্মদ আব্দুল হাই
ii. সৈয়দ আলী আহসান
iii. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, iii.

১০০. হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া?
i. ভেজা শাড়ি ii. নীল শাড়ি
iii. সিক্ত নীলাম্বরী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii.

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০১ ও ১০২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

আবির এবারই প্রথম গ্রামে এলো। এর আগে দাদুর কাছে অনেক গল্প শুনেছে। গল্প শুনে শুনেই গ্রামকে ভালোবেসে ফেলেছে সে। গ্রামে আসার পথে যে দৃশ্য সে দেখেছে তা যেন গল্পের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর।

১০১. উদ্দীপকের আবহের সাথে তোমার পঠিত কোন কবিতার মিল পাওয়া যায়?
ক বঙ্গভাষা খ আমার পূর্ব বাংলা
গ পাঞ্জেরি ঘ একটি ফটোগ্রাফ

১০২. উদ্দীপকটিতে ইঙ্গিত রয়েছে–
(i) গ্রাম বাংলার
(ii) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের
(iii) বিপন্ন প্রকৃতির
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৮২ ও ৮৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

অনেকদিন পর বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছে ফিরোজ। বিমানবন্দর থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সরাসরি সে তার গ্রামে ফিরেছে। কিন্তু এটা কোথায় এলো সে। গ্রামকে একদমই চেনা যাচ্ছে না। কলকারখানায় গোটা এলাকা ভরে গেছে। আগের সেই সবুজ সুন্দর প্রকৃতি কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। এসব দেখে বুকটা তার মোচড় দিয়ে ওঠলো।

১০৩. উদ্দীপকটির বিপরীত চিত্র ফুটে ওঠেছে–
ক সোনার তরী কবিতায় খ বাংলাদেশ
গ আমার পূর্ব বাংলা ঘ বঙ্গভাষা কবিতায়

১০৪. উদ্দীপকটিতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে–
(i) নিসর্গ প্রীতির কথা
(ii) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা
(iii) বিপন্ন প্রকৃতির কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i, iii ঘ ii ও iii

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

আঠারো বছর বয়স

সুকান্ত ভট্টাচার্য

▣ কবি পরিচিতি

কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মাত্র নয় বছর বয়সেই কবিতা লেখা শুরু করেন। বিদ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলামের মতোই

তিনি তাঁর কাব্যে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে যেমন সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন, তেমনি বিপ্লব ও মুক্তির পক্ষে সংগ্রামে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। জমিদারি শাসনের তীব্র কষাঘাত তার মনকে এতোটাই বিষময় করে তুলেছিল যে, তিনি মার্কসবাদী রাজনীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। সামাজিক অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, নির্যাতিত মানুষের প্রতি গভীর মমতা তাঁর কবিতায় বাণীরূপ লাভ করেছে। মাত্র ২১ বছর বয়সে এ প্রতিভাবান কবির মৃত্যু হয়।

জন্ম : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় মাতামহের বাড়িতে (পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ার ঊনশিয়া গ্রামে)।

মৃত্যু : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে।

▣ রচনাবলি

ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, মিঠেকড়া, অভিযান, হরতাল।

▣ উৎস ও পরিচিতি

'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র' থেকে সংকলিত হয়েছে। অনুমান করা হয় যে, কবি আঠারো বছর বয়সে পদার্পণের পূর্বেই কিংবা আঠারো বছর বয়সে এ কবিতাটি রচনা করেন। সম্ভবত কবি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যসমূহকে এ কবিতায় তুলে ধরেছেন।

আঠারো বছর বয়স অদম্য ও নির্ভীক। এ বয়স যেমন দুঃসাহসের উপর ভর করে সকল বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে যায়, তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্বিনীতভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। এ বয়সের মাধ্যমেই মানুষ যৌবনে পদার্পণ করে বলে তার মধ্যে প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় তৈরি হয়। মানবতার প্রশ্নেও মানুষ এ বয়সে অধিক সোচ্চার ও সংগ্রামী হয়। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের জন্য মানুষ এ বয়সে রক্তমূল্য দিতে জানে। অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, জুলুম ও নিপীড়নের পাশাপাশি নানা সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে মানুষ এ বয়সে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নির্মূলের বয়স এই আঠারো বছর। এ বয়স সতেজ ও শুভ্র হলেও অসহ্য যন্ত্রণায় তা ছটফট করে। জীবনের এ সন্ধিক্ষণে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা জটিল আবর্তনে মানুষ নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। এ সময়ের সামান্য অসচেতনতা কিংবা সংযমের অভাব মানুষের জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস এ বয়সকে নেতিবাচকতার কালো চাদরে ঢেকে দিতে পারে ; জন্ম দিতে পারে লক্ষ লক্ষ কালো দীর্ঘশ্বাস ।

গতি দিয়েই সম্ভব মনের জরা-জীর্ণতা আর স্থবিরতার মতো প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা দূর করা। এ বয়স সে গতির প্রতীক। অদম্য এ বয়সের রয়েছে নানা দুর্যোগ ও দুর্বিপাক মোকাবেলা করার অফুরন্ত প্রাণশক্তি। এ বয়সের কোনো ক্লান্তি নেই। এ বয়স পথ চলে নিত্য আনন্দে। এ বয়সের অধিকারী মানুষ দুর্বল, ভীতু, রুগ্ন বা কাপুরুষ নয়। এ বয়স সকল সময়, সকল অবস্থায় নতুন কিছু করতে চায়। প্রগতি ও সভ্যতার পথে নিরন্তর ধাবমানতাই এ বয়সের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই জাতীয় জীবনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে সঙ্গতভাবেই কবির কামনা - 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'

ছন্দ : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা (৬+৬+২)।

▣ বানান সতর্কতা

স্পর্ধা, স্টিমার, আত্মা, ভয়ঙ্কর, তীব্র, মন্ত্রণা, ভীরু, সংশয়, ক্ষত-বিক্ষত, দীর্ঘশ্বাস, জয়ধ্বনি, অগ্রণী।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

❒ নমুনা প্রশ্নাবলি ❒

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আঠারো বছর বয়সে কী নেই?
ক. মন্ত্রণা খ. কান্না
গ. যন্ত্রণা ঘ. পদস্খলন

২. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে-
ক. শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব খ. সময়ের প্রতিচ্ছবি
গ. শোষণ-বঞ্চনায় বিদ্রোহ ঘ. তারুণ্যের অমিত সম্ভাবনা

৩. নিচের কোন শব্দগুচ্ছ প্রত্যয়ী আঠারো বছর বয়সের ধারক?
ক. কল্পনা, পরনির্ভরশীলতা ও উদ্যোগ
খ. দুর্বিনীত, বলীয়ান ও সংবেদনশীলতা
গ. দীর্ঘশ্বাস, সাহসিকতা ও উজ্জীবন
ঘ. পদস্খলন, দুঃসাহসী, স্বপ্ন ও প্রাণবান

৪. কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি। সুকান্ত ভট্টাচার্য কিশোর কবি। উভয়ের মধ্যে মিলটি তাঁদের-
i. কাব্যাদর্শে
ii. শ্রেণিচেতনায়
iii. প্রতিভার ব্যাপ্তিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

কবিতার অংশ দু'টি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

যাহাদের চলা লেগে
উল্কার মত ঘুরিছে ধরণী শূন্যে অমিত বেগে।
****
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে।

৫. কবিতার অংশ দু'টির উল্লিখিত ভাবটি নিচের কোন পঙক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে?
ক. এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা
খ. এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরো থরো।
গ. এ বয়স যেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ লতে এ বয়স যায় না থেমে
ঘ. আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত, একে একে হয় জড়ো।

৬. কবিতাংশে আঠারো বছর বয়সের কোন ভাব প্রকাশিত হয়েছে?
ক. অন্ধকারের হাতছানি খ. ব্যর্থতার কষ্ট
গ. সাহসী গতিশীল ঘ. আঘাতে জর্জরিত

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাঁধা
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা
ওই যে, প্রবীণ, ওই যে পরম পাকা
চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায়।

ক. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
খ. আঠারো বছর বয়সের জীবনবোধকে কবি কেন তীব্রতা ও প্রখরতার সাথে তুলনা করেছেন?
গ. কবিতাংশ দুটিতে কী বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সমাজের দুরবস্থা লাঘবে দ্বিতীয় কবিতাংশটি কতটুকু সহায়ক বলে তুমি মনে কর? 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে মূল্যায়ন কর।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

২. দুজন মনোবিজ্ঞানীর মতবাদ :

সিগমন্ড ফ্রয়েড: ১৬-১৮ বছর বয়সে ছেলেমেয়েরা সমলিঙ্গীয় প্রেমের আসক্তিতে ভোগে। স্বীয় সৌন্দর্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন হয়ে ওঠে এ বয়সেই (সাইকো-এনালাইটিক তত্ত্ব)।

এরিক-এরিকসন: ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সের স্তরটি না শিশু না যুবক। এ বয়সে স্বীয় চিন্তার চেয়ে সমাজ চিন্তাই প্রবল হয়ে ওঠে। সমাজের উন্নতির জন্য প্রতিবাদীও হয়ে ওঠে এ বয়সীরাই। আবার সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধাচারণ করে এ বয়সেই (সাইকো-সোস্যাল তত্ত্ব)।

ক. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

খ. কবি আঠারো বছর বয়সকে দুঃসহ বলেছেন কেন?– ব্যাখ্যা কর।

গ. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবির মনোভাবের সাথে সিগমন্ড ফ্রয়েডের বক্তব্যের বৈপরিত্যটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কবির দৃষ্টিভঙ্গি যেন এরিক-এরিকসনের বক্তব্যের প্রতিফলন– বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শান্তশিষ্ট স্বভাবের মেধাবী ছাত্র রাফি পরীক্ষায় বরাবরই ভালো রেজাল্ট করে। এ জন্য সবাই তাকে খুব পছন্দ করে। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সবাই প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু হঠাৎ এক সহপাঠীর প্ররোচনায় সে মাদক সেবন শুরু করে। অনেকটা কৌতূহলবশে শুরু করলেও এক সময় সে এতে আসক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে লেখাপড়ায়ও সে অমনোযোগী হয়ে ওঠে। এমনকি নিয়মিত কলেজে যাওয়াও ছেড়ে দেয়। মাদকাসক্তির কারণেই একসময় তার লেখাপড়ার ইতি ঘটে। কিছুদিন পর বখাটে তরুণ হিসেবে সর্বত্র তার কুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

ক. এ বয়সে কানে কী আসে?

খ. 'এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে'-এ অংশে কবি যে দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা ব্যাখ্যা কর।

গ. রাফির মধ্যে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়েছে- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মাদকাসক্তির কারণে একসময় তার লেখাপড়ার ইতি ঘটে' – 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) এ বয়সে কানে মন্ত্রণা আসে।

খ) কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য এ অংশে তরুণ বয়সের নেতিবাচক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কারণ এ বয়সে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে জীবনকে সার্থকতার পথে নিয়ে যেতে না পারলে জীবনে কালো অধ্যায় নেমে আসতে পারে। অনেক সময় আঠারো বছর বয়সের তরুণরা উপযুক্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সঠিক দিকনির্দেশের অভাবে সুন্দর পথে জীবন পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়। সচেতনতার সাথে এ সময় নিজেকে পরিচালনা করতে না পারলে তরুণদের পদস্খলন ঘটে। সুন্দর সম্ভাবনাময় জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে বিপন্ন হয় তার জীবন। তারুণ্যের অস্থিরতা এভাবেই মানুষের জীবনে সমৃদ্ধির বদলে বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসতে পারে।

গ) কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তারুণ্যের ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি নেতিবাচক দিকটিও তুলে ধরেছেন। তারুণ্যের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তরুণরা দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে। সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করে। যে তারুণ্য অফুরন্ত আলোকের অভিসারী, সে তারুণ্যের অপর পিঠেই রয়েছে অন্ধকার। যাকে কবি তারুণ্যের নেতিবাচক দিক বলেছেন। তরুণদের কানে তারুণ্যের ইতিবাচক মন্ত্রণার পাশাপাশি নেতিবাচক মন্ত্রণাও কম আসে না। তাই এ সময় তাদের অধিকতর সচেতন হতে হয়। কেননা, এ সময় সত্য ও সুন্দর পথ থেকে পদস্খলনেরও যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। উদ্দীপকের রাফি তারুণ্যের এই নেতিবাচক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই সম্ভাবনাময়

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

একটি আলোকিত পথ থেকে হঠাৎ ছিটকে পড়ে। জীবনে যে একজন ভালো স্থপতি বা চিকিৎসক হতে পারতো, সঙ্গদোষে মাদক সেবন করে সে-ই হয়ে ওঠে একজন কুখ্যাত বখাটে তরুণ। তারুণ্যের উদ্দীপনাকে সঠিক পথে কাজে লাগাতে না পারার কারণেই তার জীবনে এ বিপর্যয় নেমে আসে। সামান্য অসচেতনতা যে তরুণদের জীবনের চরম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, কবি সুকান্তের কবিতায় ফুটে ওঠা তারুণ্যের এ বৈশিষ্ট্যটিই রাফির ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে।

ঘ) সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তারুণ্যের জয়গান গাওয়ার পাশাপাশি এর নেতিবাচক দিকগুলোও তুলে ধরেছেন। আঠারো বছর বয়সী তরুণরা তাদের অফুরন্ত প্রাণশক্তি আর অমিয় তেজ দিয়ে সকল বাধা অতিক্রম করে যেমন দেশ, সমাজ ও নিজের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে, তেমনি আবার আত্মনিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে কখনো কখনো নিজের বা সমাজের চরম সর্বনাশও ডেকে আনতে পারে। উদ্দীপকের রাফি আত্মনিয়ন্ত্রেণে ব্যর্থ এ ধরনেরই একজন পথভ্রান্ত তরুণ। সে একজন ভালো ছাত্র হওয়ার পরও সামান্য বিভ্রান্তির জন্য মাদক সেবনের মাধ্যমে লেখাপড়ার ইতি টেনে নিজের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে নষ্ট করে দিয়েছে। রাফির মতো অনেক তরুণই এ বয়সে এসে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে না। ফলে তাদের জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। তাতে ব্যক্তি ও পরিবারের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশ ও জাতি। কিন্তু তারপরও এটাই তারুণ্যের ধর্ম। এজন্যই এ বয়সে সবাইকে সাবধানে পথ চলতে হয়।
সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় অত্যন্ত পর্যবেক্ষণশীলতার সাথে তরুণ জীবনের এ নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তুহিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর থেকেই সে ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্র ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে সে সোচ্চার হয়ে ওঠে। সকল বন্ধু-বান্ধবকে এ আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার জন্য দিনরাত সে পরিশ্রম করতে থাকে। অবশেষে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে সে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়।

ক. এ বয়স কিসের পুণ্য জানে?

খ. আত্মাকে শপথের কোলাহলে সঁপে দেয়া বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের তুহিনের মানসিকতার সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন দিকটির মিল রয়েছে- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'আঠারো বছর বয়স' ও উদ্দীপকের আলোকে জাতির সংকটময় মুহূর্তে তারুণ্যের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য।

খ) আঠারো বছর মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। পরনির্ভরতা পরিহার করে এ বয়সেই মানুষ নিজের উপর নির্ভর করতে শুরু করে। এ বয়সেই তারা অধিকার আদায় ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। শত বাধা-বিপত্তিও এ সময় তাদের রুখতে পারে না। তাই সমাজ ও দেশের স্বার্থে কোথাও যদি কখনো প্রতিরোধ গড়তে বা আন্দোলন করতে হয় তবে এ বয়সী তরুণরা সর্বাগ্রে সেখানে এগিয়ে যায় এবং কোনো অবস্থাতেই সেখান থেকে তারা পিছিয়ে আসে না।
শপথের কোলাহলে আত্মাকে সঁপে দেয়া বলতে তরুণদের এ দৃঢ় মনোবৃত্তি আর সংগ্রামী চেতনাকেই বুঝানো হয়েছে।

গ) 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তারুণ্যের নেতিবাচক দিকগুলোর পাশাপাশি ইতিবাচক দিকগুলোও তুলে ধরেছেন। এ বয়সটি মানবজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ পটপরিবর্তনের সময়। এ সময়কে ভালোভাবে ব্যবহারের উপরই নির্ভর করে জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা। এ কবিতার অন্যতম একটি দিক হলো তারুণ্যের সংগ্রামী চেতনা। উদ্দীপকের তুহিন সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী। ভাষা আন্দোলন তার স্নায়ুকে উত্তেজিত করে। সে মাতৃভাষার অমর্যাদায় ক্ষুব্ধ হয়। তুহিনের কর্মকাণ্ডে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অসীম ধৈর্য নিয়ে সে তার বন্ধু-বান্ধবদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস চালায়। দিন-রাত পরিশ্রম

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

করে ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করে। তারুণ্যের ধর্মকে বজায় রেখে শেষ পর্যন্ত সে ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশেষে আত্মাহুতির মাধ্যমে সে তার অঙ্গীকারের প্রতি অটল থাকে। এদিক থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় এ বয়সের যে সংগ্রামী চরিত্র তুলে ধরেছেন তুহিন যেন তারই এক সার্থক রূপায়ন।

ঘ) 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তারুণ্যের যে বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন উদ্দীপকের তুহিনের মাঝেও তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। কবির ভাষায় অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শপথের কোলাহলে যারা নিজেদের আত্মাকে সঁপে দেন উদ্দীপকের তুহিন তাদেরই একজন।

'আঠারো বছর বয়স' মূলত তারুণ্যের প্রতীক। যুগে যুগে তরুণরাই বিভিন্ন সামাজিক ও দেশসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে সমাজ পরিবর্তন করতে চায়। এ কাজে বাধা আসলে যে কোনো উপায়ে তা ডিঙাতে চায়। এর জন্য রক্ত ঝরাতেও তারা কখনো কুণ্ঠাবোধ করে না।

উদ্দীপকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তুহিন ও তার সহপাঠীরা রক্তশপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাতৃভাষার লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে তুহিনদের তরুণদল অত্যাচারের ভয়কে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলে। দিনরাত পরিশ্রমের মাধ্যমে বন্ধুদের সচেতন করার মধ্য দিয়ে মাতৃভূমি, মাতৃভাষার প্রতি তুহিন তার সংগ্রামী চেতনা ও অফুরন্ত ভালোবাসার প্রমাণ দেয়। তারুণ্যের মন্ত্রে উজ্জীবিত তুহিন ভাষার জন্য শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন দান করে তারুণ্যের মহিমাকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

আঠারো বছর হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার বয়স। অদম্য সাহসে সকল বাধা-বিঘ্নকে পেরিয়ে যাওয়ার বয়স। এ বয়স প্রয়োজন হলে রক্ত বা জীবন দিতেও কখনো পিছপা হয় না। কবি সুকান্ত এ কথাটিই তার কবিতায় মূর্ত করে তুলেছেন।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সীমান্ত ও নীলা। ওরা দুজনেই ক্যাম্পসভিত্তিক একটি নাট্য সংগঠনের সাথে জড়িত। ক্যাম্পাস জীবনের প্রায় দুবছর অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের। এরই মধ্যে একদিন নীলার ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসার সামর্থ্য না থাকায় নীলার পরিবারে নেমে আসে হতাশা। সীমান্ত তার বন্ধুদের নিয়ে নীলার চিকিৎসার্থে অর্থ যোগানোর চেষ্টা করে। এ লক্ষ্যে একটি কনসার্টের আয়োজন করে তারা। কনসার্ট থেকে সংগৃহীত টাকায় নীলার চিকিৎসা এগিয়ে চলে।

ক. আঠারো বছর বয়স কী জানে না?

খ. 'বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. সীমান্তের ভূমিকাটি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে–ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তারুণ্যের কাছে ক্যান্সার হার মেনেছে – 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) আঠারো বছর বয়স কাঁদা জানে না।

খ) আঠারো বছর বয়স তারুণ্য ও স্বনির্ভরতার প্রতীক। এ বয়সেই মানুষ সমাজ সচেতন হতে শুরু করে। সমাজের নানা অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক কাজেও তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। সমাজসেবামূলক কাজ থেকেও এ সময় তারা পিছিয়ে থাকে না। আর্তমানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করা তাদের পরম ধর্ম হয়ে ওঠে। দুর্যোগ কবলিত অসহায় মানুষের পাশাপাশি এ সময় তারা অসুস্থ মানুষের পাশেও বল হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের যে কোনো সংকটের ক্ষেত্রে তারাই পালন করে অগ্রণী ভূমিকা। 'বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী' বলতে মূলত এ কথাটিই বুঝানো হয়েছে।

গ) উদ্দীপকের সীমান্ত ও তার বন্ধুরা তাদের সহপাঠী নীলার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে যে সেবাধর্মী কাজটি করেছে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী' বলে তারই প্রতিধ্বনি করেছেন।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

সীমান্ত তার তারুণ্যের প্রাণাবেগ দিয়ে উপলব্ধি করেছে যে অসুস্থ নীলার জন্য কিছু করা দরকার। এ প্রয়োজনীয়তাটাকে সে শুধু নিজের চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। সে তার স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও স্বাধীন চিন্তা-চেতনা দিয়ে এটা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপও নিয়েছে। এ লক্ষ্যে সে তার বন্ধুদের সহযোগিতা নিয়েছে। এরপর নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে এক সময় সে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছে। তার এ অসীম তারুণ্য শক্তির বলেই সম্ভব হয়েছে অসহায় নীলার চিকিৎসা। প্রাণশক্তিতে ভরপুর তার মতো অসংখ্য তরুণের কথাই সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন।

ঘ) উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় মূলত তারুণ্যের অমিত শক্তির কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সীমান্ত ও তার বন্ধুরা তাদের তারুণ্য দিয়ে নীলাকে যেমন ক্যান্সারের মরণ থাবা থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে কবিতায়ও তেমনি যে কোনো বিপদের মুখে তরুণদের অগ্রণী ভূমিকার কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকের সীমান্ত বয়সে তরুণ হলেও সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত। সহপাঠীর ক্যান্সার ধরা পড়ায় তার মধ্যে অন্য রকম এক তারুণ্য শক্তি জেগে ওঠে। নিজের অজান্তেই মানবকল্যাণের যে সুপ্ত বাসনা তার মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিলো, তা এ সময় মহীরুহ হয়ে ওঠে। কারও বিপদে এমন সাহসিকতাপূর্ণ কাজ তরুণরাই করতে পারে বলে কবি মনে করেন। অসীম সাহসের সাথে তারাই পারে সমাজ ও দেশের নানা দুর্যোগ মোকাবেলা করতে। সেজন্য আমাদের দেশের তরুণদের সীমান্তের মতো তারুণ্যশক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন। মানুষের জীবনে রোগ, মৃত্যু কখনো বলে-কয়ে আসে না। নীলার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তার পারিবারিক অবস্থা ভালো নয়। ফলে খুব প্রয়োজন ছিল সীমান্তের মতো একজন উদ্যোগী সহপাঠীর। সীমান্তের কর্ম তৎপরতার গুণে নীলার যথাযথ চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সার ধরা পড়লে এবং সময় মতো চিকিৎসা শুরু করতে পারলে এ রোগ ভালো হয়। তাই আমরা বলতে পারি, সীমান্ত ও তার বন্ধুদের তারুণ্যের কাছে নীলার ক্যান্সার হার মেনেছে।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মোমেন পিতা-মাতার একমাত্র ছেলে। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশে পড়াশোনায় সে অমনোযোগী হয়ে ওঠে। এর ফলে এইচ এস সি পরীক্ষায় অকৃতকার্যও হয় সে। ছেলের এ ফলাফলে বাবা খুব কষ্ট পান। এ কারণে গালমন্দ করে তিনি তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। মোমেন এতে অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কয়েকদিন বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কাটিয়ে এরপর সে চলে যায় ঢাকায়। সেখানে গিয়ে একটি দোকানে সে সেলসম্যান হিসেবে চাকরি নেয়। এরপর সেলসম্যান থেকে ম্যানেজার এবং ম্যানেজারের চাকরি ছেড়ে এক সময় সে নিজেই একটি দোকান দিয়ে বসে। এখন সে একাই ছয়টি দোকানের মালিক। ঢাকায় ৩টি ফ্ল্যাট আর পাঁচটি প্লটও রয়েছে তার।

ক. আঠারো বছর বয়স স্পর্ধায় কী তোলবার ঝুঁকি নেয়?
খ. 'এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়'-বলে কবি কী বুঝিয়েছেন?
গ. মোমেনের স্বনির্ভরতার বিষয়টি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে – ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে তারুণ্যের মানসিকতার সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য তুলে ধর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) আঠারো বছর বয়স স্পর্ধায় মাথা তোলবার ঝুঁকি নেয়।

খ) আঠারো বছর বয়স মানব জীবনের এক দুঃসহ সময়। এ বয়সে তরুণেরা দুঃসাহসে মাথা তোলার ঝুঁকি নেয়। এ সময় কোনো কিছুকেই তারা ভয় পায় না। চলার পথে যে কোনো বাধাকেই তারা পদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতে চায়। কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির কাছেই তারা মাথা নত করে না। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে এ বয়সে তারা সামনে এগিয়ে যেতে চায়। তাদের এ স্পর্ধিত আচরণকেই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য 'এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়' বলে উল্লেখ করেছেন।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

গ) পরনির্ভরতা পরিহার করে স্বনির্ভরতায় পদার্পণের বয়স হচ্ছে আঠারো বছর। এ বয়সেই মানুষ তার নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে। নতুন করে চিনতে শিখে নিজেকে। আসলে মানবজীবনের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বয়ঃসন্ধিকাল। এ সময় তারুণ্যের যে দুঃসহ অনুভূতি তৈরি হয় তার একটি ইতিবাচক এবং আরেকটি নেতিবাচক দিক রয়েছে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকের মোমেনের মধ্যে তারুণ্যের এই দুটি দিকই বিদ্যমান। দুঃসহ তারুণ্যের উন্মাদনা সহ্য করতে না পেরে কলেজে ভর্তি হওয়ার পরই খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশে সে তার লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে ওঠে এবং এইচএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। আবার এ কারণে বাবা তাকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বললে সে তার দুঃসাহসের উপর ভর করে ঠিকই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় এবং তারুণ্যের ইতিবাচক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দৃঢ় মনোবল, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে সে প্রতিষ্ঠাও করে। সকল বাধা ও প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে স্বনির্ভরতার সাথে নিজেকে এভাবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারুণ্যশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সে বিষয়টিই অত্যন্ত চমৎকার বাণীবিন্যাসে তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন।

ঘ) তারুণ্যদীপ্ত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় আঠারো বছর বয়সকে মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে তুলে ধরেছেন। এ কবিতায় তারুণ্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে উদ্দীপকের মোমেনের জীবনে তারই কিছু প্রতিফলন ঘটেছে।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় এ বয়সের যে স্বরূপ চিহ্নিত হয়েছে তাতে মানব মনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। এসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষের ব্যক্তিজীবন ছাপিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের পাশাপাশি দেশের প্রচলিত রীতি-নীতির উপরও প্রভাব বিস্তার করতে চায়। তাই এ বয়স মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কৈশোর থেকে মানুষ এ বয়সেই তারুণ্যে পদার্পণ করে। অন্যের উপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে এ সময়ই মানুষ তার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নেয়। এ বয়সী তরুণদের মধ্যে সব সময় এক ধরনের অসহ্য উত্তেজনা কাজ করে। যা তাকে তাড়িত করে নতুন কোনো পথে, নতুন কোনো কাজে।

উদ্দীপকের তরুণ মোমেনও এই তারুণ্যের অসহ্য উত্তেজনায় আক্রান্ত। তাই কলেজে ভর্তি হওয়ার পর অতীতের থেকে সে অনেক বেশি কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এ জন্য খারাপ বন্ধুদের পাল্লায় পড়েও সে বুঝতে পারে না সে কী করছে। যারা তার বন্ধু তারাও তারুণ্যের শিকার। তাই বয়সের দাবি মেটাতেই তারা তাদের কৌতূহলের কাছে নিজেদের অস্তিত্বকে সমর্পণ করে খারাপ কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই মোমেন এতে তার লেখাপড়ার প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এরই ফলশ্রুতিতে সে তার এইচ এস সি পরীক্ষায় খারাপ ফল লাভ করে। বন্ধুদের কুমন্ত্রণা তাকে তার অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে। পরীক্ষায় খারাপ করার কারণে পিতার শাসন তার কাছে বিষবৎ মনে হয়েছে। যে কারণে অভিমান করে সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। এর পর তারুণ্যের মধ্যে মাথা নত না করার যে প্রবৃত্তি কাজ করে তাকে ধারণ করে সে অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে।

তারুণ্য আবেগনির্ভর। তারুণ্যের এ আবেগ কখনো কখনো জীবনকে ভুল পথে পরিচালিত করলেও তা আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস রাখে। তাই কবি তার স্বদেশের বুকে অগণিত আঠারোর অর্থাৎ তরুণের আগমন প্রত্যাশা করেছেন।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সমবয়সী অন্য বন্ধুদের চেয়ে স্বপন অনেক বেশি মেধাবী ও সাহসী। অসীম সাহসিকতায় মানুষের যেকোনো বিপদে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ যে কোনো দুর্যোগের পর সব ধরনের প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সে তার সংগঠনের কর্মীদের নিয়ে উপস্থিত হয় দুর্যোগকবলিত এলাকায়। এভাবেই সব সময় সে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের দুর্দশা লাঘবের চেষ্টা করে।

ক. মাথা তোলার ঝুঁকি নেয়া হয় কোন বয়সে?

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

খ. আঠারো বছর বয়সকে ভয়ংকর বলা হয়েছে কেন?
গ. স্বপনের সাহসিকতা 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন দিকটিকে তুলে ধরেছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'স্বপনের মতো তরুণরা আমাদের দেশের চালিকাশক্তি'-'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মাথা তোলার ঝুঁকি নেয়া হয় আঠারো বছর বয়সে।

খ) আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ করেই এ বয়সকে ভয়ংকর বলা হয়েছে। এ বয়সের তরুণেরা শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তাজাপ্রাণ বিলিয়ে দিতে তারা কুণ্ঠবোধ করে না। আবার এ বয়সকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ধারিত হয়। ফলে চরম এক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় এ বয়সীদের। সংগ্রাম, রক্ত, দুঃসাহস, সফলতা ও ব্যর্থতা-এ বিষয়গুলো আঠারো বছর বয়সের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বলেই এ বয়সকে ভয়ংকর বলা হয়েছে।

গ) তারুণ্যের কবি সুকান্ত ভট্টাচর্যের 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তরুণদের নানা বৈশিষ্ট্যর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্ধৃত উদ্দীপকেও স্বপন ও তাঁর সংগঠনের বন্ধুদের মধ্যে মানুষের সেবা করার বিষয়টি লক্ষ করা গেছে।

স্বপনের সাহসিকতা 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বর্ণিত আঠারো বছর বয়সীদের মানবতার কল্যাণে আত্মত্যাগের দিকটিকে তুলে ধরেছে। আঠারো বছর বযসের ধর্মই হলো আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দুর্দশা প্রভৃতি দেখলে এ বয়সীদের অন্তর কেঁদে ওঠে। তখন তারা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করে। উদ্ধৃত উদ্দীপকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে স্বপনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে। অসীম সাহসিকতা নিয়ে সে এবং তার সংগঠন মানুষের দুঃখ ও দুর্ভোগ নিরসনের প্রচেষ্টা চালায়। বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় তথা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তার কর্মতৎপরতা বেড়ে যায়। সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সে ও তার সংগঠন দুর্যোগকবলিত এলাকায় হাজির হয়। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে সেবা ও সাহায্য দিয়ে তাদের দুঃখ নিবারণ করে সে। স্বপন ও তার সংগঠনের এমন মানবসেবার কথাই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় ব্যক্ত করেছেন।

ঘ) বিপ্লবী চেতনার কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত 'আঠারো বছর বয়স' একটি তারুণ্যদীপ্ত কবিতা। এ কবিতার আলোকে রচিত উদ্দীপকেও তারুণ্যের মহিমা প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকের স্বপন একজন তরুণ যুবক। অসীম সাহসিকতা নিয়ে সে ও তার সংগঠন দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় মানুষের সেবা ও সাহায্য করে। ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগেও সে ঘরে বসে থাকে না। সব প্রতিবন্ধকতা ঠেলে সে তার গন্তব্যে হাজির হয় এবং দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়। তার এ ভূমিকা 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার তারুণ্য শক্তির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কবি মনে করেন এমন সাহসিকতাপূর্ণ কাজ কেবল তরুণরাই করতে পারে বলে। তারাই পারে সমাজ ও দেশের নানা সমস্যা ও সংকট দূর করতে। সেজন্যে আমাদের দেশের সকল তরুণের স্বপনের মতো অপরিমেয় তারুণ্যশক্তি সঞ্চয় করা দরকার। কেননা ভৌগোলিকভাবেই এদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। ফলে আমাদের দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সীমা নেই। শুধু প্রাকৃতিক নয়, মানুষের সৃষ্ট দুর্যোগও এদেশের মানুষকে নানাভাবে দুর্দশায় নিপতিত করে। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট এসব দুর্যোগ-দুর্দশা দূর করার জন্যে আমাদের দেশের তরুণসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন এলাকায় দুর্যোগ মোকাবেলা করে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের সেবা করার জন্য স্বপনের মতো তরুণদের উদ্যোগে সংগঠন গড়ে তুললে সহজেই মানুষের দুঃখ ও দুর্দশা লাঘব করা সম্ভব। তাই বলা যায়, স্বপনের মতো তরুণরাই হতে পারে আমাদের দেশের দুর্যোগ মোকাবেলার মূল চালিকাশক্তি।

আমাদের দেশের তরুণদের উচিত শুভবোধের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করা। তাহলেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক আসাম খ ত্রিপুরা
● গ কলকাতা ঘ নেপাল

২. কত সালে সুকান্ত ভট্টাচার্য মৃত্যুবরণ করেন?
ক ১৮৪৭ সালে ● খ ১৯৪৭ সালে
গ ১৮৭৪ সালে ঘ ১৯৭৪ সালে

৩. সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন?
ক ১৮ বছর খ ১৯ বছর
গ ২০ বছর ● ঘ ২১ বছর

৪. সুকান্ত ভট্টাচার্য -এর পিতার নাম কী?
● ক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য খ নিভারণচন্দ্র ভট্টাচার্য
গ নিবাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ঘ বিকাশচন্দ্র ভট্টাচার্য

৫. সুকান্ত ভট্টাচার্য -এর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
● ক গোপালগঞ্জ খ নারায়ণগঞ্জ
গ মুন্সীগঞ্জ ঘ গাজীপুর

৬. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন কাব্যগ্রন্থের সম্পাদনা করেছিলেন?
ক অকাল ● খ আকাল
গ আকাশ ঘ আবাস

৭. 'ছাড়পত্র' কী?
ক উপন্যাস খ নাটক
● গ কাব্যগ্রন্থ ঘ প্রবন্ধ

৮. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে কাজ করেছিলেন?
ক মার্কসবাদ ● খ ফ্যাসিবাদ বিরোধী
গ মৌলবাদ ঘ লেনিনবাদ

৯. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন স্কুলের ছাত্র ছিলেন?
ক কালুরঘাট খ কলকাতা
● গ বেলেঘাটা ঘ যাদবপুর

১০. সুকান্ত ভট্টাচার্য -এর ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল কী ছিল?
ক কৃতকার্য ● খ অকৃতকার্য
গ প্রথম বিভাগ ঘ দ্বিতীয় বিভাগ

১১. সুকান্ত ভট্টাচার্য -এর জন্ম কোথায় হয়েছিল?
ক নিজ গ্রামের বাড়িতে খ পিতার কর্মস্থলে
● গ মাতুলালয়ে ঘ হাসপাতালে

১২. কিশোর কবি কে?
ক অমিয় চক্রবর্তী খ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
● গ সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ শামসুর রাহমান

১৩. 'হরতাল' কী?
● ক কাব্যগ্রন্থ খ প্রবন্ধ
গ কবিতা ঘ নাটক

১৪. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন যুগের কবি?
● ক রবীন্দ্র-নজরুলোত্তর যুগের
খ মাইকেল-রবীন্দ্রোত্তর যুগের
গ নজরুল-জীবনানন্দোত্তর যুগের
ঘ জীবনানন্দ-বিষ্ণু দে উত্তর যুগের

১৫. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোথা হতে সংকলিত?
ক অভিযান ● খ ছাড়পত্র
গ আকাল ঘ ঘুম নেই

১৬. সুকান্ত ভট্টাচার্য -এর কিশোরকালে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল?
● ক মহাযুদ্ধ খ মুক্তিযুদ্ধ
গ গৃহযুদ্ধ ঘ পানিপথের যুদ্ধ

১৭. সুকান্ত ভট্টাচার্য -এর কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
● ক ঘুম নেই খ রাত্রি শেষ
গ বিষের বাঁশি ঘ মুহূর্তের কবিতা

১৮. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির ছন্দ কোনটি?
ক স্বরবৃত্ত ● খ মাত্রাবৃত্ত
গ অক্ষরবৃত্ত ঘ গদ্যছন্দ

১৯. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কবির সম্ভাব্য কত বছর বয়সে রচিত?
● ক ১৮ বছর খ ১৯ বছর
গ ২০ বছর ঘ ২১ বছর

২০. আঠারো বছর বয়সের কী নেই?
ক হাসি ● খ কান্না
গ আনন্দ ঘ যন্ত্রণা

২১. 'সঁপা' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ কর।
● ক সমর্পণ খ সপা
গ নিবেদন ঘ সম্মুখ

২২. 'ঝড়' শব্দটির ব্যুৎপত্তি কী?
ক ঝঞ্ঝা ● খ ঝঞ্ঝা
গ ঝাড়া ঘ ঝড়ো

২৩. কখন হাল ঠিকমতো রাখা ভার হয়ে ওঠে?
ক বিপর্যয়ে খ দুর্বিপাকে
গ বিদ্রোহে ● ঘ দুর্যোগে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

আঠারো বছর বয়স

২৪. সবকিছুর পরও কবি কার জয়ধ্বনি শুনতে পান?
(ক) সতেরোর **(খ) আঠারোর**
(গ) উনিশের (ঘ) বিশের

২৫. 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৯৪৬ সালে (খ) ১৯৪৭ সালে
(গ) ১৯৪৮ সালে (ঘ) ১৯৪৯ সালে

২৬. বিপদের মুখে আঠারোর ভূমিকা কী?
(ক) ভীরু ভূমিকা **(খ) অগ্রণী ভূমিকা**
(গ) নেতৃত্বের ভূমিকা (ঘ) পলায়নের ভূমিকা

২৭. কবিতায় কবি কোন সময়ের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন?
(ক) শৈশবের (খ) যৌবনের
(গ) তারুণ্যের **(ঘ) বয়ঃসন্ধিকালের**

২৮. আঠারো বছর বয়স পথে প্রান্তরে কী ছোটায়?
(ক) বিদ্রোহ **(খ) তুফান**
(গ) প্রতিবাদ (ঘ) আগুন

২৯. আঠারো বছর বয়সে কী উঁকি দেয়?
(ক) যৌবন (খ) তারুণ্য
(গ) দুঃসাহস (ঘ) শপথ

৩০. বছর শব্দটির ব্যুৎপত্তি কী?
(ক) বৎসর (খ) বাৎসরিক
(গ) বর্ষ (ঘ) বার্ষিক

৩১. কবি আঠারোর কী শুনতে পান?
(ক) আহ্বান (খ) পদধ্বনি
(গ) জয়ধ্বনি (ঘ) সুমধুর তাল

৩২. আঠারো বছর বয়স বেদনায় কাঁপে কীভাবে?
(ক) ধড়ফড় (খ) তিরতির
(গ) থরো থরো (ঘ) পড়ো পড়ো

৩৩. আঠারো বছর বয়সীর প্রাণ কেমন?
(ক) তীব্র আর প্রখর (খ) বিদ্রোহী
(গ) প্রতিবাদী (ঘ) ভয়ের

৩৪. আঠারো বছর বয়সের তরুণরা কীভাবে চলে?
(ক) হাওয়ার বেগে (খ) ঝড়ের বেগে
(গ) ট্রেনের বেগে **(ঘ) বাষ্পের বেগে**

৩৫. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার প্রতি চরণে মাত্রাসংখ্যা-
(ক) ১১ (খ) ১২
(গ) ১৩ **(ঘ) ১4**

৩৬. 'আঠারো বছর বয়সের' তরুণরা কীভাবে মাথা তোলার ঝুঁকি নেয়?
(ক) স্পর্ধায় (খ) ভয়ে
(গ) নিঃশব্দে (ঘ) শঙ্কিত চিত্তে

৩৭. 'নতুন' শব্দটির ব্যুৎপত্তি কী?
(ক) নব (খ) নন্দন
(গ) নবো **(ঘ) নূতন**

৩৮. তাজা তাজা প্রাণে অসহনীয় কোন বিষয়টি?
(ক) বেদনা **(খ) যন্ত্রণা**
(গ) মন্ত্রণা (ঘ) আনন্দ

৩৯. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) স্টিমার (খ) স্টীমার
(গ) তিব্র (ঘ) দির্ঘশ্বাস

৪০. কবি কোথায় আঠারো নেমে আসার আহবান করেছেন?
(ক) বিদেশের মাটিতে (খ) পরাধীন দেশে
(গ) এদেশের বুকে (ঘ) নরপশুদের দেশে

৪১. তরুণরা আত্মাকে কার কাছে সমর্পণ করেন?
(ক) শপথের কোলাহলে (খ) মৃত্যুর কাছে
(গ) সত্যের কাছে (ঘ) স্বার্থপরতার কাছে

৪২. কোন কবির মতো সুকান্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) শামসুর রাহমান
(গ) কাজী নজরুল ইসলাম (ঘ) রফিক আজাদ

৪৩. 'আঠারো বছর বয়স' অনুধাবনমূলক এর সমধর্মী কবিতা কোনটি?
(ক) বৃক্ষ (খ) অনন্ত প্রেম
(গ) সবুজের অভিযান (ঘ) তাহারেই পড়ে মনে

৪৪. জাতীয় জীবনের চালিকা শক্তি কে?
(ক) তারুণ্য ও যৌবন শক্তি (খ) বুদ্ধিজীবীরা
(গ) সংসদ সদস্যরা (ঘ) সাধারণ জনগণ

৪৫. দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে কারা এগিয়ে যায়-
(ক) সহজ সরল লোকেরা
(খ) আঠারো বছর বয়সের তরুণরা
(গ) প্রথাবিরোধী তরুণ যুবকেরা
(ঘ) বৃদ্ধরা

৪৬. 'তুফান' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) প্রগতি (খ) পরাজয়
(গ) পরীক্ষা (ঘ) পশ্চাদপদতা

৪৭. আঠারো বছর বয়স কী জানে?
(ক) আত্মত্যাগ করতে (খ) কাঁদতে
(গ) ভয় পেতে **(ঘ) রক্ত দানের পুণ্য**

৪৮. 'রক্তদানের পুণ্য' বলতে বুঝানো হয়েছে-
(ক) রক্ত নিতে জানে (খ) শোষণ করতে জানে
(গ) রক্ত দিতে জানে (ঘ) রক্ত বিক্রি করতে জানে

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৪৯. আঠারো বছর বয়সে মানুষ প্রাণ দেয় কেন?
ক মুক্তির কল্যাণে
খ বিপদে পড়ে
গ দুর্ঘটনায় পড়ে
ঘ ইচ্ছে করে

৫০. এ বয়স দুঃসহ কেন?
ক অসহায় বলে
খ বোকা বলে
গ শক্তিহীন বলে
ঘ দুঃসাহসেরা উঁকি দেয় বলে

৫১. এ বয়সে ভয় থাকে না কেন?
ক বেপরোয়া বলে
খ ভয়হীন বলে
গ দেহ-মনে শক্তি আছে বলে
ঘ নীতিহীন বলে

৫২. আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর কেন?
ক বিপদগামী বলে
খ দুঃসহ বলে
গ বন্ধনহীন বলে
ঘ কানে মন্ত্রণা আসে বলে

৫৩. আঠারো বছর বয়সে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী কেন?
ক বুদ্ধিমান বলে
খ বিদ্রোহী বলে
গ দুর্বিনীত যৌবনে পদার্পণ করে বলে
ঘ কিশোর থাকে বলে

৫৪. এ বয়সকে উত্তরণকালীন পর্যায় বলা হয় কেন?
ক এ বয়স উদাসীন বলে
খ কৈশোর থেকে যৌবনে পদাপর্ণ করে বলে
গ এ বয়সে কর্মঠ হয় বলে
ঘ বন্ধনহীন জীবন যাপন করে বলে

৫৫. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় আঠারো বছর বয়সের কোন ভাব প্রকাশিত হয়েছে?
ক অন্ধকারের হাতছানি
খ ব্যর্থতার কষ্ট
গ সাহসী গতিশীল
ঘ আঘাতে জর্জরিত

৫৬. আঠারো বছর বয়সে ক্ষত-বিক্ষত হয়-
ক প্রাণ
খ বুক
গ শরীর
ঘ পাঁজর

৫৭. আঠারো বছর বয়স দুর্বার কেন?
ক স্থবির বলে
খ হতাশ বলে
গ প্রচণ্ড বেগে চলে বলে
ঘ উদাসীন বলে

৫৮. 'পূর্বাভাস' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা-
ক সুভাষ মুখোপাধ্যায়
খ সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ শামসুর রাহমান
ঘ কাজী নজরুল ইসলাম

৫৯. প্রাণবন্ত তরুণ ক্ষুব্ধ হয় কেন?
ক পরাজয় দেখে
খ মৃত্যু দেখে
গ হতাশা দেখে
ঘ অত্যাচার দেখে

৬০. তারুণ্য শক্তি এগিয়ে যায়-
ক দুর্বার গতিতে
খ শ্লথ গতিতে
গ ধীর গতিতে
ঘ স্বাভাবিক গতিতে

৬১. তারুণ্য স্বপ্ন দেখে–
ক নতুন জীবনের
খ মুক্তির
গ বাঁচার
ঘ অর্থোপার্জনের

৬২. 'এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য'- উক্তিটির রচয়িতা–
ক কাজী নজরুল ইসলাম
খ সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ঘ রফিক আজাদ

৬৩. আঠারো বছর বয়স পাথর বাধা ভাঙতে চায়-
ক হাত দিয়ে
খ হাতুড়ি দিয়ে
গ চরণাঘাতে
ঘ কোদাল দিয়ে

৬৪. 'দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার'-কোন কবিতার?
ক পাঞ্জেরি
খ জীবন-বন্দনা
গ বাংলাদেশ
ঘ আঠারো বছর বয়স

৬৫. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য -এর রচনা–
ক হরতাল
খ ধর্মঘট
গ কর্মবিরতি
ঘ ঘেরাও

৬৬. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় প্রথম স্তবকে প্রকাশিত হয়েছে?
ক তারুণ্যের শক্তিময়তা
খ তারুণ্যের ভয়াবহ রূপ
গ তারুণ্যের মাতৃরূপ
ঘ তারুণ্যের অসহায়ত্ব

৬৭. আঠারো বছর বয়স কবিতাটি-
ক সচেতনতা মূলক
খ প্রেমের
গ প্রকৃতি চেতনা
ঘ বিপ্লবাত্মক

৬৮. 'বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে'- কিসের উদাহরণ?
ক উপমা
খ রূপক
গ চিত্রকল্প
ঘ শ্লেষ

৬৯. 'অহরহ' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক অহ+রহ
খ অহ+অহ
গ অহঃ+অহ
ঘ অহঃ+রহ

৭০. দুঃসহ শব্দটির 'দুঃ' কী?
ক অনুসর্গ
খ উপসর্গ
গ অব্যয়
ঘ বিশেষণ

৭১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক আত্না
খ ষ্টিমার
গ দূরন্ত
ঘ দীর্ঘশ্বাস

৭২. 'দুর্যোগ' শব্দটি গঠিত হয়েছে?
ক সন্ধি
খ সমাস
গ প্রত্যয়
ঘ উপসর্গ

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৭৩. 'প্রখর' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ–
ক প্রোখর খ প্রখর
গ প্রোকর ঘ প্রখকর

৭৪. আঠারো বছর বয়সে প্রকাশ পেয়েছে যৌবনের–
ক মাতৃরূপ খ মায়াজাল
গ আশাবাদ ঘ ভালোমন্দ

৭৫. দুর্বার কথাটির তাৎপর্য কী?
ক সামনের দিকে চলা খ বাধা না মানা
গ বাধা মানা ঘ পেছনে দিকে যাওয়া

৭৬. এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর-
ক কঠিন প্রাণের অধিকারী বলে
খ সংবেদনশীল বলে
গ কঠিন কাজ করতে পারে বলে
ঘ সাহসী বলে

৭৭. এ বয়স ভীরু, কাপুরুষ নয় কেন?
ক তারুণ্য আছে বলে খ আস্থাশীল বলে
গ শক্তিশালী বলে ঘ সংশয় আছে বলে

৭৮. এ বয়স কালো-
ক লক্ষ বেদনায় খ লক্ষ কষ্টে
গ লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে ঘ অনেক কান্নায়

৭৯. 'দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার' কথাটির অর্থ –
ক বিপদে সঠিক পথে চলা কঠিন
খ বিপদে সবাইকে সাহায্য করা সহজ
গ বিপদে নিজেকে গুটিয়ে রাখা যায়
ঘ বিপদে প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়

৮০. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তারুণ্যের দুটি দিক আছে তাহলো-
ক ভালো-মন্দ খ ন্যায়-অন্যায়
গ জয়-পরাজয় ঘ ইতিবাচক-নেতিবাচক

৮১. এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে, কথাটিতে প্রকাশ পায়–
ক যৌবনের ইতিবাচক দিক
খ যৌবনের নেতিবাচক দিক
গ যৌবনের অভিশাপ
ঘ যৌবনের আশীর্বাদ

৮২. কবি এ বয়সে সংশয় রাখে না কেন?
ক আঠারো চিরকালীন
খ আঠারো সবার জীবনে একবার আসে
গ এ বয়স পথে কখনও বাধা পেয়ে থামে না
ঘ আঠারো বয়স ভীরু

৮৩. 'পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'-কার রচনা ?
ক জীবনানন্দ দাশ
খ সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ হাসান হাফিজুর রহমান
ঘ সিকান্দর আবু জাফর

৮৪. জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়-কবিতাংশটি কার?
ক সৈয়দ শামসুল হক
খ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
গ সুকান্ত ভট্টাচার্য
ঘ জীবনানন্দ দাশ

৮৫. এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে-
ক নতুন নতুন বিপদ ডেকে আনে
খ বিপদ ঠেলে নতুনত্বের সন্ধান করে
গ সবাই এ বয়সীদের বিরক্তিকর মনে করে
ঘ এ বয়সীরা অনেক শক্তি অপচয় করে

৮৬. ত্রিশের দশকের কবি নন-
ক বুদ্ধদেব বসু খ অমিয় চক্রবর্তী
গ সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ জীবনানন্দ দাশ

৮৭. কবি সুকান্তের কবিতায় ফুটে উঠেছে-
i. পরাধীনতার জয়গান ii. প্রেমের অমরত্ব
iii. শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ i,ii. গ ii. ঘ iii.

৮৮. তারুণ্য ও যৌবন শক্তি ধাবিত হচ্ছে-
i. সমস্যার দিকে ii. প্রগতির দিকে
iii. ভালোর দিকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ ii. গ iii. ঘ i, ii.

৮৯. আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা কেন?
i. বেপরোয়া বলে ii. শক্তিশালী বলে
iii. নির্ভীকতার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i. খ i,ii. গ iii. ঘ i, iii.

৯০. আঠারো বছর বয়সের আছে অদম্য প্রাণশক্তি যা মোকাবেলা করে–
i. নিতান্ত ও নিপীড়িতের মৃত্যুযন্ত্রণা
ii. আর্ত ও নিপীড়িতের মৃত্যুযন্ত্রণা
iii. নানা দুর্যোগ ও দুর্বিপাক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৯১. আঠারো বছর বয়সের আছে-
i. আত্মগোপন করার মনোবৃত্তি
ii. কাপুরুষতার রূপ
iii. দুর্যোগ মোকাবেলার অদম্য শক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i. ⓚ i,ii. ● iii. ⓖ i, ii

(ক) i. (খ) i,ii. (গ) iii. (ঘ) i, ii

৯২. কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের বিষয়টি-
i. উত্তেজনার ii. স্থিরতার
iii. বেগ-উচ্ছ্বাসের
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i. (খ) i, ii. (গ) iii. (ঘ) i,iii.

৯৩. কবি আঠারোকে আহ্বান জানিয়েছেন-
i.গম্ভীর বলে ii.অসহায় বলে
iii.চালিকা শক্তি বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i. (খ) ii. (গ) iii. (ঘ) i, ii.

৯৪. দেশ রক্ষার স্বার্থে-আঠারো বছর বয়সীদের মতো কারা নিজেদের সমপর্ণ করে-
i. সব মানুষ ii. সব বাঙালি
iii. সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিকরা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i. (খ) ii. (গ) iii. (ঘ) i, ii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৫ ও ৯৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
আনিস খুব সাহসী ছেলে। মানুষের বিপদে-আপদে প্রাণ বাজি রেখে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে তার সমবয়সী ছেলেদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় কিংবা অতিরিক্ত শীতে সে তার সংগঠন নিয়ে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় ছুটে যায়। আনিসের মতো তরুণেরা ভালো কাজে কখনও পিছু হটে না।

৯৫. আনিসের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তারুণ্যের –
(i) ইতিবাচক দিক
(ii) নেতিবাচক দিক
(iii) সাহসিকতার দিক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

৯৬. আনিসের ক্ষেত্রে কোন চরণটি প্রযোজ্য –
(i) আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা
(ii) দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার
(iii) এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i ও ii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৭ ও ৯৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র হালিম একটি রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের সদস্য। সেই সুবাদে অনেকের সাথেই তার ওঠা-বসা। ধীরে ধীরে এক সময় সে সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হয়ে ওঠে। চাঁদার টাকা ভাগাভাগি নিয়ে এক সময় সে খুন হয়ে যায়। তার লাশের পাশে পড়ে থাকে একটি চিরকুট। চিরকুটে লেখা, 'বেশি বাড়লে এভাবেই থামাতে হয়।'

৯৭. উদ্দীপকের আবহটি তোমার পঠিত কোন কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে?
(ক) বঙ্গভাষা (খ) আঠারো বছর বয়স
(গ) পাঞ্জেরি (ঘ) আমার পূর্ব বাংলা

৯৮. হালিমের মধ্যে তারুণ্যের কোন দিকটি ফুটে ওঠেছে?
(i) ইতিবাচক দিক
(ii) নেতিবাচক দিক
(iii) অসহ্য যন্ত্রণার দিক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

একটি ফটোগ্রাফ

শামসুর রাহমান

কবি পরিচিতি

কবি শামসুর রাহমানের কবিতা দেশপ্রেম ও সামাজিক সচেতনতায় সতেজ ও দীপ্ত। নাগরিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণ-আন্দোলন

তাঁর কবিতায় রূপায়িত হয়েছে বিচিত্র সংবেদনশীলতায়। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশটিরও বেশি। কবিতা অনুবাদেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ছোটদের জন্য কবিতা ও ছড়া রচনাতে তাঁর সাফল্য উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং স্মৃতিকথাও লিখেছেন। সাংবাদিকতা পেশার সাথে যুক্ত এই কবি বিভিন্ন সময়ে 'মর্নিং নিউজ', 'দৈনিক বাংলা'সহ বেশ কিছু পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। প্রায় এক দশক ধরে তিনি ছিলেন 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদক।

জন্ম : ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় (পৈতৃক নিবাস নরসিংদীর পাড়াতলী গ্রামে)।

মৃত্যু : ১৭ আগস্ট, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায়।

রচনাবলি

'এক ফোঁটা কেমন অনল', 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', 'রৌদ্র করোটিতে', 'বিধ্বস্ত নীলিমা', 'নিজ বাসভূমে', 'বন্দী শিবির থেকে', 'দুঃসময়ের মুখোমুখি', 'ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা', 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে', 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ', 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়', 'শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা' ইত্যাদি।

উৎস ও পরিচিতি

শামসুর রাহমানের 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতাটি নেয়া হয়েছে তাঁর 'এক ফোঁটা কেমন অনল' কাব্যগ্রন্থ থেকে। এ কবিতায় সময়ের বিবর্তনে মানুষের হৃদয়ানুভূতির পরিবর্তনকে তুলে ধরা হয়েছে।

পুত্রের মৃত্যুর তিন বছর পর পুত্রশোকে কাতর পিতা একদিন এক অতিথিকে ঘরের সাদা দেয়ালে ঝোলানো মৃত পুত্রের ফটোগ্রাফটি দেখিয়ে তার মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করেন। এ সময় তিনি তার নিরাবেগ, নিরাসক্ত ও নিস্পৃহ শীতল কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই চমকে ওঠেন। দীর্ঘদিন পর, এভাবেই পুত্রশোকে তাঁর বুক আবার মোচড় দিয়ে ওঠে। মাত্র তিনটি বছরের ব্যবধানে তার হৃদয়ে বয়ে চলা শোকের নদীটি কীভাবে শুকিয়ে চর হয়ে গেলো, তা ভেবে তিনি অবাক হন।

কীভাবে পুত্রশোক ভুলে যেতে পারলেন-এই বেদনাময় জিজ্ঞাসা নিয়ে দেওয়ালে ঝোলানো ফটোগ্রাফটির দিকে তাকান তিনি। কিন্তু দেয়ালে পুত্রের ছবিতে কেবল নিরভিমান নিষ্পলক দৃষ্টি।

যে প্রিয়জন একদা ছিল সজীব ও প্রাণবন্ত, মৃত্যুতে তার জীবন্ত অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। দেয়ালের ছবিতে থাকে তার নিরাবেগ অস্তিত্ব। কিন্তু তার সজীব স্মৃতি থাকে অন্তর জুড়ে। কালের নিষ্ঠুরতা প্রিয়জনের শোকময় স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে চায়, কিন্তু সংবেদনশীল মন থেকে তা কিছুতেই মুছে ফেলতে পারে না।

ছন্দ : কবিতাটি মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। চরণ ৮, ১০ ও ৬ মাত্রার। পর্ব বিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে। সর্বত্র চরণান্তিক মিল রক্ষিত হয়নি। ছন্দের প্রবহমানতাও লক্ষণীয়।

শব্দার্থ ও টীকা

সফেদ : সাদা।

ফটোগ্রাফ : আলোকচিত্র।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

নিস্পৃহ : অনাসক্ত।
ক্ষীয়মাণ : ক্রমহ্রাসমান, ক্ষয়িষ্ণু।
নিষ্পলক : পলকহীন।
ঊর্ণাজাল : মাকড়সার সুতোয় তৈরি জাল (এখানে 'পুঞ্জীভূত' স্মৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)।
বাজখাঁই : উচ্চ ও কর্কশ। গায়ক বাজ খাঁ বা বাজ বাহাদুরের কণ্ঠের অনুরূপ। (এখানে রুক্ষকঠিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)।

বানান সতর্কতা

ঊর্ণাজাল, ফটোগ্রাফ, গ্রীষ্ম, দীর্ঘশ্বাস, নিস্পৃহ, ক্ষীয়মাণ, বাজখাঁই।

নমুনা প্রশ্নাবলি

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ফটোগ্রাফটি সম্পর্কে কে জানতে চেয়েছিলো?
ক. প্রতিবেশি খ. অতিথি
গ. আত্মীয় ঘ. বাড়িওয়ালা

২. ঊর্ণাজাল বলতে কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে?
ক. পুঞ্জীভূত স্মৃতি খ. উড়ন্ত জাল
গ. মাকড়সার জাল ঘ. দুঃখ-কাতরতা

৩. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার প্রথম স্তবকটি-
i. বর্ণনাধর্মী
ii. সংলাপধর্মী
iii. চিত্রধর্মী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

কবিতাংশটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

"এ যেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্র শোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা-তিতিরা বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে কাঁদে নীরবে।"

৪. রক্ষঃকুলপতি একটি ফটোগ্রাফ কবিতার কোন চরিত্রের প্রতিনিধি?
ক. অতিথি খ. মৃতপুত্র
গ. পিতা ঘ. বাজ খাঁ

৫. 'পুত্র শোকে বাক্যহীন' এবং 'ক্ষীয়মাণ শোক'-পুত্রহারা দুই পিতার ভিন্ন অবস্থার কারণ কী?
ক. বয়সের পার্থক্য খ. সময়ের ব্যবধান
গ. পেশাগত ভিন্নতা ঘ. ভৌগোলিক দূরত্ব

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. চিঠিটা তার পকেটে ছিলো
ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা।
****
মা পড়ে আর হাসে,
"তোর ওপর রাগ করতে পারি।"
নারকেলের চিড়ে কোটে,
উড়কি ধানের মুড়কি ভাজে
এটা-সেটা আরো কত কি।
তার খোকা যে বাড়ি ফিরবে।
ক্লান্ত খোকা।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ক. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতাটি কার লেখা?
খ. কবিতায় 'বাজখাঁই' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. অনুচ্ছেদের চিঠি এবং 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার ফটোগ্রাফের সাযুজ্য ব্যাখ্যা কর।
ঘ. প্রতীক্ষারত মা এবং পুত্রহারা পিতার অনুভূতির তুলনা কর।

২. একটি দলিল খুঁজতে গিয়ে আজম সাহেবের চোখে পড়ে জীর্ণ-মলিন সার্টিফিকেটটি। তাঁরই ছেলে মুকুলের এসএসসি পাশের সনদ; যে মারা গেছে সড়ক দুর্ঘটনায় বছর পাঁচেক আগে। তখন সবাই ভেবেছিলো এতো আদরের পুত্র হারাবার শোক সহ্য করতে পারবেন না আজম সাহেব। কিন্তু সময়ের হাত ধরে স্মৃতির জানালা থেকে দূরে সরে গেছে মুকুলের মুখ। মৃত পুত্রের সার্টিফিকেটটি অকেজো বিবেচনায় মুচড়ে ফেলে দেন আজম সাহেব।

ক. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতাটি কোন ছন্দে লেখা?
খ. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় পুত্রের মৃত্যুর প্রেক্ষাপটটি বর্ণনা কর।
গ. আজম সাহেব এবং একটি ফটোগ্রাফ কবিতায় পুত্রহারা পিতার মাঝে কী বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'সময়ের হাত ধরে স্মৃতির জানালা থেকে দূরে সরে গেছে মুকুলের মুখ' আজম সাহেবের এই অনুভূতির আলোকে কবিতাটির ভাববস্তু বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় ক্যাপ্টেন মিলন আইভরিকোস্টে যাওয়ায় বাবা মুকিম সাহেব খুবই খুশি হন। প্রতি সপ্তাহেই মিলন সেখান থেকে মা-বাবা ও স্ত্রী-সন্তানদের সাথে যোগাযোগ করত। আইভরিকোস্টের পরিবেশ পরিস্থিতির খবরা-খবরও জানাতো সে। ওখান থেকে সে বেশ কয়েকটি ছবিও পাঠিয়েছিল। ছেলের পাঠানো ছবি দেখে বাবা বিস্ময়ে অভিভূত হতেন। হঠাৎ একদিন খবর এলো মিলন আর নেই। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। মিলনের মৃত্যুর পর চার বছর পেরিয়ে গেছে। বাবা আজো ছেলেকে ভুলতে পারেন নি। আজও তিনি বুকে পাথর চেপে বেঁচে আছেন। মাঝেমধ্যেই ছেলের ছবি দেখে তিনি ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

ক. সফেদ দেয়ালে কী ছিলো?
খ. 'ক্ষীয়মাণ শোক' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
গ. মুকিম সাহেবের সঙ্গে 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় উল্লিখিত পিতার সম্পর্ক নিরূপণ কর।
ঘ. 'সময়ের বিবর্তনের ফলে মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটে'- মন্তব্যটি উদ্দীপক ও 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) সফেদ দেয়ালে ছিলো একটি শান্ত ফটোগ্রাফ।

খ) 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় উল্লিখিত পিতা এক সময় তার পুত্রশোকে খুবই কাতর ছিলেন। কিন্তু পুত্রের মৃত্যুর তিন বছর পর আগন্তুক অতিথিকে পুত্রের মৃত্যুর কথা অবলীলায় বলতে পেরে তিনি অনুভব করলেন, সময়ের ব্যবধানে তার হৃদয়ের শোকের নদীটি যেন শুকিয়ে রুক্ষ চরে পরিণত হয়েছে। মূলত মানুষের জীবনে কোনো শোকই দীর্ঘদিন সমানভাবে ক্রিয়াশীল থাকে না। সময়ের ব্যবধানে ক্রমশ তা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়। 'ক্ষীয়মাণ শোক' বলতে এখানে এ কথাটিই বুঝানো হয়েছে।

গ) শামসুর রাহমান রচিত 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় সন্তানহারা এক পিতার সন্তান বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতায় উল্লিখিত সন্তান হারানো পিতার সঙ্গে উদ্দীপকের মুকিম সাহেবের মিল রয়েছে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

উদ্দীপকের মুকিম সাহেব ও কবিতায় উল্লিখিত পিতা উভয়েই সন্তানহারা। কবিতায় উল্লিখিত পিতা তিন বছর পূর্বে তাঁর ছোট ছেলেকে হারিয়েছেন যার মৃত্যু ঘটেছিল পুকুরে ডুবে। অন্যদিকে মুকিম সাহেবের পুত্র বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় আইভরিকোস্টে দায়িত্ব পালনকালে মারা যান। সন্তানদের অকাল মৃত্যু তাঁদের দুজনকেই শোকাহত করে। কালের নিষ্ঠুরতা কবিতায় উল্লিখিত পিতার মন থেকে সন্তান হারানোর শোক ক্ষীয়মাণ করে দিয়েছে। তাই তো বাড়িতে আসা অতিথির কাছে নির্বিকার চিত্তে তিনি তার সন্তানের মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করেতে পেরেছেন। মুকিম সাহেবেরও একই অবস্থা। চার বছরের ব্যবধানে পুত্র হারানোর শোক ভুলতে না পারলেও শোকের সেই তীব্রতা কিন্তু নেই। তাই সন্তান হারানোর বেদনাকে তিনি বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখেন আর প্রকাশ্যে চোখের জল না ফেলে সন্তানের ছবি দেখে মাঝে-মধ্যে ডুকরে ডুকরে কাঁদেন।
এদিক থেকে তারা দুজন একই মানবানুভূতিকে ধারণ ও লালন করছেন।

ঘ) পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় কষ্ট পিতার কাঁধে পুত্রের লাশ। পিতার স্নেহ, ভালোবাসা এক সময় সন্তানের মৃত্যুর কাছে পরাজয় বরণ করে। কোনো বাবা তার সন্তানের মৃত্যুকে সহজে মেনে নিতে পারেন না। এই সত্যটিই তুলে ধরা হয়েছে 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতা ও আলোচ্য উদ্দীপকে।

কবিতায় উল্লিখিত পুত্রশোকে পিতা তিন বছর পর হঠাৎ তার হারানো পুত্রের স্মৃতিকে ব্যক্ত করেছেন আগত অতিথির কাছে। ঘরের সাদা দেয়ালে ফটোগ্রাফের মধ্যে যে ছবি আছে তা যেন বারবার পিতাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে গ্রীষ্মের কাক ডাকা দুপুরে কীভাবে পুত্রকে হারিয়েছেন। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে তার শোক কীভাবে এতোটা ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে এই ভেবে পিতা অবাক হয়ে গেছেন। যে সন্তান এক সময় ছিল সজীব, প্রাণবন্ত সে আজ নিথর নিস্তব্ধ একটি ফটোগ্রাফের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত ক্ষুদ্রভাবে তার অস্তিত্ব প্রকাশ করছে। মৃত্যুতে তার জীবন্ত অস্তিত্ব হারিয়ে গেলেও অন্তর জুড়ে রয়েছে তার স্মৃতি। তবে তাও ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হয়ে ওঠছে।

'সময়ের বিবর্তনের ফলে মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটে' কবিতার মতো আলোচ্য উদ্দীপকেও এ মন্তব্যটির সত্যতা ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের মুকিম সাহেবের একমাত্র পুত্র মিলন আইভরিকোস্টে গিয়ে মারা গেছেন। সন্তানের এ অকাল মৃত্যু আজও তিনি মেনে নিতে পারেন নি। সন্তানের বিয়োগ ব্যথা ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হলেও অন্তর থেকে আজও তার স্মৃতি মুছে ফেলতে পারেন নি। আসলে কোনো মানুষই এটা পারে না। এটাই মানব ধর্ম। স্বজনদের হারিয়ে তারা যেমন শোকে আপ্লুত হয়, তেমনি সময়ের ব্যবধানে সেই শোকের তীব্রতা কমেও আসে। কিন্তু হৃদয় থেকে সেই শোকের দাগ কখনোই পুরোপুরি মুছে যায় না। চিরদিন তা ক্ষীণ প্রদীপ শিখার মতো জ্বলতে থাকে।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বীর মুক্তিযোদ্ধা কবির হোসেন মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর স্ত্রী নাদিয়া খানম তার বসার ঘরের দেয়ালে স্বামীর একটি ফটোগ্রাফ টানিয়ে রেখেছেন। কবির সাহেবের দুই ছেলে মুহিত ও সজীবের অহংকার তাঁদের বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। দেশের স্বাধীনতার জন্যে বীরের মতো তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। তারা যখন কারও কাছে বাবার বীরত্ব নিয়ে গল্প করে, তখন তাদের মধ্যে কোনো শোক বা কষ্টের ছাপ থাকে না।

ক. সন্তান কিসের ভেতর থেকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে?
খ. পিতার বুক চিরে কেন দীর্ঘশ্বাস বের হয়নি?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ফটোগ্রাফের সঙ্গে 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় উল্লিখিত ফটোগ্রাফের তুলনা কর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় বিধৃত পিতৃশোকের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) সন্তান ফ্রেমের ভেতর থেকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে।

খ) শামসুর রাহমানের 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় উল্লিখিত পিতা একদিন পুত্রের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোকে আচ্ছন্ন ছিলেন। অথচ পুত্রের মৃত্যুর মাত্র তিন বছর পর তিনি এ শোকাবহ দুঃসংবাদটি অত্যন্ত নিস্পৃহ ও নিরাবেগ কণ্ঠে অতিথিকে বর্ণনা করেন।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে তাঁর হৃদয়ে বয়ে চলা শোকের নদীটি শুকিয়ে এমন রুক্ষ চরে পরিণত হয়েছে যে, সন্তানের মৃত্যুসংবাদ পরিবেশনকালে তাঁর বুক চিরে সামান্য দীর্ঘশ্বাসও বের হয়নি। মূলত সময়ের ব্যবধানে শোকের তীব্রতা হ্রাসের চিরন্তন বাস্তবতার কারণেই এমনটি হয়েছে।

গ) 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় কবি শামসুর রাহমান মৃত পুত্রের ছবিকে কেন্দ্র করে পিতার অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। উদ্দীপকেও একটি ছবিকে কেন্দ্র করেই অনুভূতির জাগরণ লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের সঙ্গে 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার তুলনা করলে দেখা যায় যে, দুটি ঘটনাই ছবি বা ফটোগ্রাফকে কেন্দ্র করে। তবে ফটোগ্রাফ দুটির তুলনা করলে দেখা যায় কবিতার ফটোগ্রাফটি কবিতায় বর্ণিত পিতার, পুত্র তিন বছর আগে পানিতে ডুবে মারা যায়। উদ্দীপকের নাদিয়া খানমের মৃত স্বামী যিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। কবিতায় দেখতে পাই ফটোগ্রাফটির পরিচয় দিতে গিয়ে পিতা তাঁর পুত্রের মৃত্যুর ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন অবলীলায়। সময়ের বিবর্তনে এ কথাগুলো বলতে গিয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর একটুও কাঁপে নি; বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাসও বের হয়নি। অথচ প্রাণাধিক পুত্রের জীবিত অবস্থায় তার মৃত্যুর কথা কল্পনাতেও ভাবতে পারতেন না তিনি। উদ্দীপকের নাদিয়া খানম অতি যত্নে তাঁর স্বামীর ছবিটি বসার ঘরের দেয়ালে টানিয়ে রেখেছেন। তাঁর ছেলেমেয়ের অহংকার তাদের পিতা মুক্তিযোদ্ধা। অন্যদের কাছে তারা এমন স্বাভাবিকভাবে বাবার বীরত্বের কথা বলে যে, তাদের কথা শুনে মনে হবে এখনো তিনি জীবিত আছেন। তাঁর জন্য তাদের মধ্যে কোনো শোক বা কষ্ট নেই। মূলত উদ্দীপক এবং কবিতার দুটি ফটোগ্রাফ একটি সত্যকেই তুলে ধরে, শোক যতই তীব্র হোক সময়ের ব্যবধানে ক্রমশ তা ক্ষয় হতে থাকে। তবে নিষ্ঠুর সময় মানুষের হৃদয় থেকে প্রিয়জন হারানোর শোক ও স্মৃতিকে মুছে ফেলতে চাইলেও সম্পূর্ণভাবে কখনোই তা পারে না।

ঘ) কবি শামসুর রাহমানের 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় মৃত পুত্রের ব্যাপারে পিতার যে আচরণ প্রকাশ পেয়েছে উদ্দীপকের সজীব ও মুহিতের মধ্যেও তাদের পিতার ব্যাপারে সেই একই ধরনের আচরণ প্রকাশ পেয়েছে। তবে সন্তানের মৃত্যু হলে তার জন্য পিতার মধ্যে যে অন্তর্বেদনা কাজ করে পিতার মৃত্যুতে সন্তানদের মধ্যে তা দেখা যায় না। এজন্য বলা হয়, পৃথিবীতে সবচেয়ে ভারী বস্তু হচ্ছে পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ। তাই কবিতার পিতা ও উদ্দীপকের সজীব ও মুহিতের মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসাগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এখানে উভয় ক্ষেত্রে প্রিয়জনের স্মৃতিচারণ দেখা গেলেও শোকের কাতরতা দেখা যায়নি। মূলত সময়ের ব্যবধানেই এটা সম্ভব হয়েছে।

উদ্দীপকের নাদিয়া খানম অতি যত্ন করে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্বামীর ছবিটি বাঁধিয়ে দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা পিতার জন্য গর্ববোধ করে এবং অন্যদের কাছে নিরাসক্তভাবে অবলীলায় পিতার বীরত্ব তথা মৃত্যুর কাহিনী বলে যায়। এ সময় কোনো শোকই যেন তাদের স্পর্শ করে না। অন্য দিকে 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় অতিথির সাথে কথোপকথনে চমকে যাওয়া পিতাকে দেখা যায় মৃত পুত্রের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে বেদনায় বিহ্বল হতে। মাত্র তিন বছর পূর্বে পানিতে ডুবে মারা যায় তাঁর ছেলে। ছেলের মৃত্যুর পর তাঁর নিকট জীবন অসহনীয় মনে হয়; সান্ত্বনার সব ভাষাই স্তব্ধ হয়ে যায় সে বেদনার সামনে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে দুঃসহ শোকও এক সময় সহনীয় হয়ে আসে। এমনকি দিনে দিনে তার তীব্রতা ক্রমশ কমে আসে। এভাবেই সংবেদশীল মানব হৃদয় থেকে সময় তার প্রিয়জন হারানোর শোক ভুলিয়ে দিতে চায়। কিন্তু পারে না। সময়ের ব্যবধানে শোকের তীব্রতা হ্রাস পেলেও মানবমন থেকে প্রিয়জন হারানোর বেদনা কখনোই একবারে বিলীন হয়ে যায় না। এটাই জগতের নিয়ম। এ কারণেই মানুষ পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গণি মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। অতি কষ্টে একমাত্র ছেলে রিপনের পড়ালেখার খরচ চালিয়েছেন। ছেলেও ছিল মেধাবী। এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে ভর্তি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছেলেকে নিয়ে গণি মিয়ার অনেক স্বপ্ন। ছেলে মানুষের মতো মানুষ হবে, সংসারের হাল ধরবে, গণি মিয়ার পরিশ্রম সার্থক হবে। কিন্তু ক্যাম্পাসে দুপক্ষের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গোলাগুলির ঘটনা ঘটলে ক্রসফায়ারে নিহত হয় রিপন। সব স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় গণি মিয়ার। তার কাছে ছেলে এখন শুধুই স্মৃতি।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ক. কত বছর আগে ছেলেটি গ্রামের পুকুরে ডুবে গিয়েছিল?
খ. সময়ের ব্যবধানে মানুষের শোক ম্লান হয়ে যায় কেন?
গ. উদ্দীপকের আবহের সঙ্গে 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার কোন দিকটির মিল পাওয়া যায়? বর্ণনা কর।
ঘ. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার বিষয়বস্তুর ভিন্নমাত্রিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উদ্দীপকে– বিশ্লেষণ কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) তিন বছর আগে ছেলেটি গ্রামের পুকুরে ডুবে গিয়েছিল ।

খ) প্রকৃতির নিয়মেই সময়ের ব্যবধানে মানুষের শোক ম্লান হয়ে যায়। 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার পিতা এক সময় পুত্র হারানোর বেদনায় কাতর ছিলেন। কিন্তু তিন বছর পরে আগত অতিথির প্রশ্নের উত্তরে দেয়ালে টাঙানো পুত্রের ফটোগ্রাফের দিকে নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে পুত্রের মৃত্যুর বর্ণনা করেছেন তিনি। অতিথি বিদায়ের পর পুত্রের ফটোগ্রাফটির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি আত্মজিজ্ঞাসায় মেতে উঠেন। এই অল্প সময়ের ব্যবধানে কীভাবে তার পুত্রশোকের দুঃসহ যন্ত্রণা এতোটা ম্লান হয়ে গেলো তা ভেবে তিনি অবাক হন। মূলত প্রাকৃতিক নিয়মেই সময়ের ব্যবধানে মানুষের শোক এভাবে ম্লান হয়ে যায়।

গ) নাগরিক কবি শামসুর রাহমানের 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের আবহের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।
উভয়ক্ষেত্রেই সন্তানকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা এবং স্বপ্নভঙ্গের বিষয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় আমরা দেখতে পাই, পিতা তার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন, স্বপ্নের উর্ণাজাল বুনেছেন। কিন্তু মৃত্যু নামক কঠিন বাস্তবতা পিতার সেই উর্ণাজালকে ছিড়ে ফেলেছে চিরতরে। এখন ছেলে শুধু ফ্রেমে আবদ্ধ একটি ছবি।
অপরদিকে, উদ্দীপকে গরিব কৃষক গণি মিয়ার কষ্টের সংসারে একমাত্র আশার প্রদীপ তার ছেলে। শত কষ্টেও ছেলের লেখাপড়া চালিয়েছেন গণি মিয়া। ছেলেকে নিয়েই তার যত স্বপ্ন-সাধ। ছেলে মানুষ হবে, সংসারের হাল ধরবে, দুঃখ ঘুচবে তার, সার্থক হবে তার পরিশ্রমের। কিন্তু সন্ত্রাসীদের গুলিতে এক নিমিষেই গণি মিয়ার স্বপ্ন ভেঙে যায়। তার ছেলে এখন শুধুই স্মৃতি।

ঘ) বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমানের 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় একজন পিতার সন্তানের মৃত্যুশোকের কথা তুলে ধরা হয়েছে।
'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় একটি ছবিকে ঘিরে অতিথির নিকট একজন পিতার কণ্ঠে সন্তান হারানোর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। দেয়ালে টাঙানো ছবিটি দেখিয়ে পিতা জানান তার ছেলে এখন মৃত। কিন্তু পিতার নিরাসক্ত, নিরাবেগ কণ্ঠ পিতাকে আহত করে। তিনি ভাবতে থাকেন কী করে ছেলের মৃত্যুশোকের নদী শুকিয়ে গেল। অপরদিকে উদ্দীপকের গণি মিয়ার কাছে পুত্রের মৃত্যু এখনো অতীত হয়ে যায়নি। পুত্রকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখতেন, এখন সেগুলো তার কাছে স্মৃতি মাত্র।
সবশেষে বলা যায়, উদ্দীপক এবং 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার মূল সুর একই। কবিতায় পিতার পুত্রশোক সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু গণি মিয়ার ক্ষেত্রে তার অন্তরের পরিবর্তনের বিষয়টি আলোচিত হয়নি।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
কচি ঢাকার একটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। গ্রীষ্মের ছুটিতে সে পিতা-মাতার সাথে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়। একদিন ভর দুপুর বেলায় কচি তার চাচাত ভাইয়ের সাথে কলার ভেলায় ভেসে পুকুরে ফুটে থাকা লালপদ্ম তুলতে যায়। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গিয়ে সে দ্রুত পানিতে তলিয়ে যায়। চাচাত ভাই এর চিৎকারে লোকজন যতক্ষণে তাকে পানি থেকে তোলে ততক্ষণে সে মারা যায়।
ক. ছেলেটি কোথায় ডুবে যায়?
খ. পিতা নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই চমকে উঠলেন কেন?
গ. উদ্দীপকের কচির মৃত্যু যেন 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার ছেলেটির মৃত্যুর প্রতিচিত্র– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকটিতে 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার বিয়য়বস্তু পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়নি– বিশ্লেষণ কর।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ছেলেটি গ্রামের পুকুরে ডুবে যায়।

খ) শামসুর রাহমান রচিত 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় সন্তানহারা এক পিতার সন্তান বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ স্বাভাবিক ভাবে বলতে পারায় পিতা চমকে ওঠেন। তিন বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করা পুত্রের স্মৃতিকে তিনি অন্তরে ধারণ করে আছেন। কিন্তু এক সময় এ শোকের যে তীব্রতা ছিল তা যেন আজ অনেকটাই কমে এসেছে। এ কারণেই আগত অতিথির প্রশ্নের উত্তরে তিনি অনেকটা নির্বিকার চিত্তে পুত্রের মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করতে পেরেছেন। পুত্রের মৃত্যুর সেই করুণতম ঘটনা এতো শীতল ও স্বাভাবিকভাবে বলার কারণেই তিনি তার নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই চমকে উঠেন।

গ) কবি শামসুর রাহমান রচিত 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় পুত্রহারা এক পিতৃহৃদয়ের মন্দীভূত শোকানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। তিন বছর আগের কোনো এক কাক-ডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে এক ভাগ্যাহত পিতার ছোট ছেলে মারা যায়। ছেলের এ অকাল মৃত্যু বাবার শোকাতর মন কখনো মেনে নিতে পারেনি। ফলে ঊর্ণাজাল বুনে অর্থাৎ ছেলের স্মৃতিকাতর হয়ে পিতার দিন কাটতে থাকে। সময়ের ব্যবধানে এ শোকের তীব্রতা মন্দীভুত হয় এবং পিতা ধীরে ধীরে পুত্রের স্মৃতির প্রখরতা ভুলে যেতে থাকেন।

কচির মৃত্যু 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার ছেলের মৃত্যুর কথাই মনে করিয়ে দেয়। কচি শৈশব বয়সের উচ্ছলতায় তার চাচাতো ভাইয়ের সাথে পদ্মফুল তুলতে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা যায়। এতে তার পিতা-মাতার কষ্ট পাওয়াই স্বাভাবিক। এতে করে বলতে পারি– কচির মৃত্যু ও কবিতায় বর্ণিত ছেলের মৃত্যু একই রকম ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।

ঘ) কবি শামসুর রাহমান রচিত 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় উল্লিখিত পিতা মাত্র তিন বছর পূর্বে মৃত পুত্রের ফটোগ্রাফ দেখিয়ে নিরাসক্ত কণ্ঠে অতিথিকে পুত্রের মৃত্যুর ঘটনা বলে যাওয়ায় আপাতদৃষ্টিতে তাকে নিরাবেগ বলেই মনে হয়। কিন্তু নিস্পৃহ শীতল কণ্ঠে সংবাদের মতো করে ঘটনাটি বলার পর তাঁর তীব্র অনুশোচনা প্রকাশ এ ধারনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। দেয়ালে টানানো মৃত পুত্রের ফটোগ্রাফের সামনে দাঁড়িয়ে তীব্র আত্মগ্লানি তাঁর সন্তানবাৎসল্য এবং গভীর পুত্রশোকেরই বহিঃপ্রকাশ। এ বিষয়গুলোই কবিতায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে যার সবটুকু আসেনি। উদ্দীপকে কচির মৃত্যুর বিষয়টি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু পিতৃহৃদয়ের শোক বা যন্ত্রণা পরিব্যপ্ত হয় নি। কচিকে নিয়ে পিতা-মাতা গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যান। সেখানেই ঘটে যায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পানিতে ডুবে অকাল মৃত্যু হয় কচির।

কবিতার বিষয় আরও বিস্তৃত। উদ্দীপক যার একটি অংশ ধারণ করেছে মাত্র।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমেরিকায় দশ বছর প্রবাস জীবন শেষে দেশে ফিরেছেন জামিল আহমেদ। স্ত্রী আর দুই সন্তান নিয়ে ভালোই ছিলেন সেখানে। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেষ হওয়া মাত্রই মাটির টানে দেশে ফিরেছেন। বাড়ির বসার ঘরের দেয়ালে ঝুলানো ছোট্ট একটি শিশুর ছবি তার মনটাকে বিষণ্ন করে দিল। ছবিটি তার বড় ছেলে মনোয়ারের। যাকে তিনি প্রায় ভুলতেই বসেছেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে সে মারা যায়।

ক. কাকে দেয়ালের সফেদ ফটোগ্রাফটি দেখানো হয়েছিলো?

খ. কেন, কার গলা কাঁপল না? - ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপক ও 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় বর্ণিত পিতৃ হৃদয়ের অবস্থার মধ্যকার মিলগুলো তুলে ধর।

ঘ. কালের নিষ্ঠুরতা প্রিয়জনের শোকময় স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে চায়, কিন্তু পারে না।'– উদ্দীপক ও 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার আলোকে উক্তিটির সার্থকতা বিচার কর।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) জিজ্ঞাসু অতিথিকে দেয়ালের সফেদ ফটোগ্রাফটি দেখানো হয়েছিলো।

খ) অতিথিকে সন্তানের মৃত্যু সংবাদ বলতে গিয়ে শামসুর রাহমানের 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার প্রধান চরিত্র পিতার গলা কাঁপলো না। পিতা তার আগন্তুক জিজ্ঞাসু অতিথিকে দেয়ালে টাঙানো ফটোগ্রাফটি দেখিয়ে পুত্রের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন। তিন বছর আগে এক কাক-ডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে গ্রামের পুকুরে ডুবে তার ছোট পুত্রটি মারা গিয়েছিল। মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই পিতা গভীর শোকে আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু তিন বছর পর সে ঘটনা তিনি সম্পূর্ণ নিরাবেগ ও নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে যাচ্ছেন। সেই শোকাবহ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তার বুক চিরে কোনো দীর্ঘশ্বাস বের হচ্ছে না। এমনকি গলা বা কণ্ঠস্বরও কাঁপছে না। সময়ের ব্যবধানে তার এ শোকের তীব্রতা হ্রাসের বিষয়টিই গলা না কাঁপার ভেতর দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

গ) বাংলাদেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমানের 'একটি ফটোগ্রাফ' একটি অনবদ্য সৃষ্টি। পুত্রের মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাতর বাবার শোকের মাত্রা সময়ের ব্যবধানে কমে যাওয়া, অতিথিকে আবেগহীনভাবে পুত্রের মৃত্যুর কাহিনী বলতে পারা এবং পরক্ষণেই আত্মদ্বন্দ্বে দগ্ধীভূত হওয়ার মধ্য দিয়েই বর্ণিত হয়েছে একটি ফটোগ্রাফ কবিতার কাহিনী। পুত্রের মৃত্যুর তিন বছর পরই পুত্রের মৃত্যুর কাহিনী জিজ্ঞাসু অতিথিকে অবলীলায় বলতে পারায় পিতা নিজেই নিজের প্রশ্নে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছেন। যে ছেলেকে নিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন ভবিষ্যতের, তিন বছরের ব্যবধানে পিতার সেই আবেগ কমে গেছে। অতিথির কাছে পুত্রের মৃত্যুর খবর জানতে তিনি আবেগাপ্লুত হন নি। উদ্দীপক ও 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় বর্ণিত পিতৃ হৃদয়ের অবস্থার মধ্যে বস্তুত সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয়। 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার পিতার মতোই জামিল সাহেবও তার পাঁচ বছর বয়সে মারা যাওয়া সন্তানের কথা ভুলতে বসেছেন। প্রবাস জীবনেও এ সন্তানের কথা মনে পড়ে নি। আজ দেয়ালে ঝুলানো ছবিটি তাকে তার ছেলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ঘ) নাগরিক কবি শামসুর রাহমানের 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, প্রিয়জন হারানোর শোক সময়ের বিবর্তনে ক্ষীয়মাণ হয়, কিন্তু সংবেদনশীল মানব মন থেকে তা কখনোই একেবারে মুছে যায় না।

'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতাটি পাঠ করে আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি, মৃত সন্তানের স্মৃতি পিতার মন থেকে কখনোই মুছে যায় না। তিন বছর আগে ছোট ছেলে গ্রামের পুকুরে ডুবে মারা গেছে– কথাটি পিতা আগন্তুক অতিথিকে বলতে পারলেও পিতার মনে প্রশ্ন জেগেছে– কী করে তিনি নিরাবেগ কণ্ঠে তা বলতে পারলেন? ছেলে মরে গেলেও পিতার স্মৃতিতে সে জাগ্রত, হয়তো সে স্মৃতি আজ মলিন প্রায়। অনুরূপভাবে, জামিল আহমেদ স্ত্রী-সন্তান নিয়ে দশ বছর আমেরিকায় বাস করেছেন। পাঁচ বছর বয়সে মারা যাওয়া তার বড় ছেলে মনোয়ারের কথা প্রাত্যহিক জীবনে তার তেমন মনে পড়েনি। কিন্তু দেয়ালে ঝুলানো ছবিটি নিমিষেই জামিল আহমেদের মনকে বিষণ্ন করে দেয়। পুরাতন স্মৃতি বুকে রক্তক্ষরণ ঘটায়। তাই বলা যায়, উক্তিটি যথার্থ। সংবেদনশীল মন থেকে প্রিয়জনের স্মৃতি কখনই মুছে ফেলা যায় না।

৬. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় পিতার কত বছর উর্ণাজাল বুনে কেটেছে?

খ. কাক ডাকা গ্রীষ্মের দুপুর বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার প্রতিনিধিত্ব করছে – ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ফ্রেমের ভেতর থেকে আমার সন্তান চেয়ে থাকে নিষ্পলক, তার চোখে নেই রাগ কিংবা অভিমান।' – উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় পিতার তিন বছর উর্ণাজাল বুনে কেটেছে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

খ) 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় কবি শামসুর রাহমান একজন পিতার অকালমৃত কিশোরপুত্রের একটি ফটোগ্রাফকে কেন্দ্র করে মানবজীবনের এক করুণ বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ পুত্রটি কাক-ডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে গ্রামের একটি পুকুরের পানিতে ডুবে মারা যায়। গ্রাম বাংলায় কাক-ডাকা দুপুর একটি অশুভ ইঙ্গিত হিসেবে বিবেচিত। পুত্রের মৃত্যুর ঘটনাটি যেন সেই অশুভ ইঙ্গিতকেই বহন করছে। আর এই অশুভ ইঙ্গিতের কথা বুঝাতেই কবিতায় কাক-ডাকা গ্রীষ্মের দুপুর কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

গ) আধুনিক কবি শামসুর রাহমান এর 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় সময়ের আবর্তনে ব্যক্তিমনের পরিবর্তন এবং সেই শোকের প্রতি মানুষের সংবেদনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে।

'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় একজন পিতা অতিথির কাছে অত্যন্ত সহজে তাঁর ছোট ছেলেটির মৃত্যুকাহিনী বলে গেলেন । এ কাহিনী বলতে গিয়ে তাঁর গলা একটুও কাঁপেনি। বুক চিরে একটি দীর্ঘশ্বাসও বের হয় নি। চোখ দুটোও ছলছল করে ওঠেনি। পিতা তাঁর নিজের নির্লিপ্ত নিরাবেগ কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই চমকে উঠলেন। মাত্র তিনটি বছরের ব্যবধানে নিজ পুত্রের মৃত্যুটা কখন খবরে পরিণত হয়েছে তা তিনি খেয়ালই করেন নি। কে যেন তার শোকের নদীটিকে রুক্ষ চরে পরিণত করে দিয়েছে। পিতার কাছে যে পুত্র একদা ছিল সজীব ও প্রাণবন্ত; মৃত্যুতে তার জীবন্ত অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। দেয়ালের ছবিতে থাকে পুত্রের নিরাবেগ স্থির অস্তিত্ব। কালের নিষ্ঠুরতা পুত্র হারানোর শোকময় স্মৃতিকে পিতার মন থেকে মুছে ফেলতে চায়; কিন্তু সংবেদনশীল পিতৃহৃদয় থেকে তা কিছুতেই মুছে ফেলা যায় না।

সময়ের ব্যবধানে শোকের বেদনা কখনোই বিলীন হয়ে যায় না। সাময়িকভাবে এ বেদনা স্তিমিত হয়ে থাকে মাত্র। পিতৃহৃদয় পুত্র হারানোর বেদনা কখনো মুছে ফেলতে পারে না। এ বেদনা ফল্গুধারার মতো পিতার অন্তরে প্রবাহিত হয়।

ঘ) কবি শামসুর রাহমান তাঁর 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় দেয়ালে টানানো মৃত পুত্রের ছবির মাধ্যমে পিতৃহৃদয় তথা মানবমনের এক গভীর সত্যকে তুলে ধরেছেন।

একজন পিতা তিন বছর পূর্বে তাঁর ছোট ছেলেকে হারিয়েছেন। ছেলেটি এক কাক ডাকা দুপুরে গ্রামের পুকুরে ডুবে মারা যায়। সাদা দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো ছেলেটির একটি ফটোগ্রাফ ঝোলানো আছে। বাড়িতে এক অতিথি এলে কুশল বিনিময়ের পর পিতা তার কাছে ছবির ছেলেটির মৃত্যুর ঘটনাটি অবলীলায় বলে গেলেন। অত্যন্ত সহজে তিনি ঘটনার বর্ণনা দিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর একবারও কাঁপল না; বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে এলো না; তার চোখ দুটো একটুও দুলদুল করে উঠল না। নিজের মধ্যে পুত্র শোকের এ তীব্রতা হ্রাসের ব্যাপারটা তাঁকে চমকিত করল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, সময় নামক অমোঘ নিয়ন্ত্রক তাঁর বুকের মধ্যকার শোকের নদীটিকে শুকিয়ে চরে পরিণত করেছে। পিতা তাঁর ক্ষীয়মাণ শোক নিয়ে দেয়ালে টানানো পুত্রের ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর পুত্রের ছবিতে তিনি কেবল নিরভিমান দৃষ্টি দেখতে পান। ফ্রেমে বাঁধানো পুত্রের ছবির নির্বিকারত্ব পিতার কাছে এক নিষ্ঠুর ও কঠিন বাস্তবতা হিসেবে প্রতিভাত হয়। তিনি বুঝতে পারেন, এক সময়ের জীবন্ত সজীব পুত্র আজ আর অনুভূতিশীল নেই। এই বাস্তবতার কাঠিন্যের পিতার অন্তরের হাহাকার যেন আরও রক্তাক্ত হয়ে ওঠে।

ছবি কখনো কথা বলে না। মৃত ব্যক্তির ছবি এক দৃষ্টিতে সকলকে কেবল স্থিরভাবে দেখে যায়। তার চোখে রাগ কিংবা অভিমানের কোনো চিহ্নও থাকে না। জগৎ বাস্তবতায় এটাই স্বাভাবিক।

● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?
(ক) রৌদ্র করোটিতে (খ) বিধ্বস্ত নীলিমা
(গ) এক ফোঁটা কেমন অনল (ঘ) দুঃসময়ের মুখোমুখি

২. বাংলাদেশের প্রধান কবি কে ?
(ক) শামসুর রাহমান (খ) সুফিয়া কামাল
(গ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (ঘ) ফররুখ আহমদ

৩. কর্মজীবনে শামসুর রাহমান কী ছিলেন-
(ক) অধ্যাপক **(খ) সাংবাদিক**
(গ) লেখক (ঘ) বুদ্ধিজীবী

৪. শামসুর রাহমানের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কয়টি ?
(ক) ত্রিশটি (খ) আটাশটি
(গ) চল্লিশটিরও বেশি (ঘ) শতাধিক

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৫. কবিতা অনুবাদে কবি শামসুর রাহমান ছিলেন–
ক সিদ্ধহস্ত খ সচেতন
গ প্রশংসাধন্য ঘ দ্বিধান্বিত

৬. কবি শামসুর রাহমানের পৈতৃক নিবাস কোন জেলায়?
ক ঢাকায় খ ফরিদপুর
গ রংপুর ঘ নরসিংদী

৭. কবি শামসুর রাহমান কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
ক মাঝ আইল খ আড়াইসিধা
গ বাহাদুরপুর ঘ পাড়াতলী

৮. শামসুর রাহমান এক দশক ধরে কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
ক দৈনিক খবর খ দৈনিক বাংলা
গ দৈনিক ইত্তেফাক ঘ দৈনিক সংবাদ

৯. শামসুর রাহমানের জন্মসাল কোনটি?
ক ১৯২৯ খ্রি. খ ১৯৩৯ খ্রি.
গ ১৯৩৮ খ্রি. ঘ ১৯২৭ খ্রি.

১০. কবি শামসুর রাহমানের মৃত্যুসাল কোনটি ?
ক ২০০২ খ্রি. খ ২০০৪ খ্রি.
গ ২০০৬ খ্রি. ঘ ২০০৮ খ্রি.

১১. শামসুর রাহমান 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকাটি কত বছর সম্পাদনা করেন?
ক ৭ বছর খ ৮ বছর
গ ৯ বছর ঘ ১০ বছর

১২. ছোটদের জন্য শামসুর রাহমান কোন ধরনের গ্রন্থ রচনা করেন?
ক কবিতা ও ছড়া খ নাটক ও গল্প
ক উপন্যাস ও নাটক ঘ ছোটগল্প ও গীতিকা

১৩. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার মাত্রা বিন্যাস কী রূপ ?
ক ৮,১০,৪ খ ৮,৬,৪
গ ৮,১০,৬ ঘ ৮,৬,৬

১৪. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত হয়েছে ?
ক মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে খ পয়ার ছন্দে
গ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ঘ স্বরবৃত্ত ছন্দে

১৫. দেয়ালে ঝুলানো ফটোগ্রাফটি কার ?
ক পিতার খ অতিথির
গ গৃহকর্মীর ঘ পুত্রের

১৬. ফ্রেমের ভেতর থেকে কে তাকিয়ে থাকে ?
ক গৃহকর্তা খ গৃহকর্মী
গ গৃহকর্তার সন্তান ঘ অতিথির পুত্র

১৭. সন্তানের চোখে কী ছিল না ?
ক কষ্ট খ রাগ
গ অভিযোগ ঘ বেদনা

১৮. অতিথি বিদায় নিলে পিতা কীভাবে ফটোগ্রাফটির মুখোমুখি হন?
ক শোকাতুরভাবে খ হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে
গ বেদনায় কাতর হয়ে ঘ প্রশ্নাকুল চোখে

১৯. উর্ণাজাল বুনে কেটেছে-
ক সাতটি বছর খ তিনটি বছর
গ দুটি বছর ঘ পাঁচটি বছর

২০. পুত্রের মৃত্যুর বর্ণনার সময় পিতার কণ্ঠস্বর কেমন ছিল?
ক ভারী ও অস্পষ্ট খ সহজ ও আবেগহীন
গ নিস্পৃহ ও শীতল ঘ অশান্ত ও আবেগপূর্ণ

২১. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার উল্লিখিত দেয়ালের রং কেমন ছিল ?
ক খয়েরি খ ধূসর
গ নীল ঘ সফেদ

২২. পিতা পুত্রের মৃত্যু সংবাদটি কীভাবে বর্ণনা করেছিলেন ?
ক কান্নাজড়িত কণ্ঠে খ আবেগঘন কণ্ঠে
গ অস্থির পদচারণায় ঘ সহজে

২৩. ছোট ছেলেটির ডুবে যাওয়াকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ?
ক লৌহ খণ্ডের সঙ্গে খ কলার খোসার সঙ্গে
গ পাথরের টুকরোর সঙ্গে ঘ স্মৃতির পাতার সঙ্গে

২৪. ছোট ছেলেটি কোথায় ডুবে গিয়েছিল?
ক জলাশয়ে খ গ্রামের পুকুরে
গ নদীর তীরে ঘ বিলের অতলে

২৫. ছোট ছেলের ডুবে যাওয়ার মুহূর্তটি কখন ?
ক দুপুর খ সন্ধ্যা
গ ভোরবেলা ঘ বিকেলবেলা

২৬. ছোট ছেলেটি কোন ঋতুতে পানিতে ডুবে যায়?
ক বর্ষা খ শীত
গ বসন্ত ঘ গ্রীষ্ম

২৭. ফটোগ্রাফটি কেমন ?
ক বিষণ্ন খ উদ্বেগহীন
গ শান্ত ঘ ক্রুদ্ধ

২৮. কে পিতার শোকের নদীকে রুক্ষ চর করেছিল ?
ক বাজখাঁই কেউ খ স্মৃতির যন্ত্রণা
গ দুরন্ত সময় ঘ যান্ত্রিক যন্ত্রণা

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

একটি ফটোগ্রাফ

২৯. কবি শামসুর রাহমান কোন ধরনের কবি ?
ক রূপসী বাংলার খ পল্লী বাংলার
গ অস্থির সময়ের ঘ নাগরিক জীবনের

৩০. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় কয়টি চরিত্র রয়েছে?
ক ৩টি খ ৪টি
গ ১টি ঘ ২টি

৩১. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার পর্ব বিন্যাস কেমন?
ক বৈচিত্র্যময় খ খাপছাড়া
গ বিছিন্ন ঘ দৃষ্টিনন্দন

৩২. শামসুর রাহমান কোন ধরনের গ্রন্থলেখক?
ক কাব্যগ্রন্থ খ উপন্যাস
গ গল্পগ্রন্থ ঘ নাটক

৩৩. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার কোন স্তবকে সংলাপ প্রকাশ পেয়েছে–
ক প্রথম স্তবকে খ দ্বিতীয় স্তবকে
গ তৃতীয় স্তবকে ঘ শেষ স্তবকে

৩৪. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার কোন স্তবকে পিতৃহৃদয়ের হাহাকার ধ্বনি হয়েছে?
ক প্রথম স্তবকে খ দ্বিতীয় স্তবকে
গ তৃতীয় স্তবকে ঘ সব স্তবকে

৩৫. পুত্রের ছবির নির্বিকারত্ব কোন স্তবকে প্রকাশ পেয়েছে?
ক প্রথম স্তবকে খ দ্বিতীয় স্তবকে
গ তৃতীয় স্তবকে ঘ সর্বত্রই

৩৬. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় উল্লিখিত 'সফেদ' শব্দটির অর্থ কী?
ক হালকা খ ফ্যাকাসে
গ সাদা ঘ ধূসর

৩৭. আলোকচিত্র শব্দটির ইংরেজিতে শব্দরূপ কোনটি?
ক অটোগ্রাফ খ বায়োগ্রাফ
গ ফটোগ্রাফ ঘ রেডিওগ্রাফ

৩৮. 'এই যে আসুন' কথাটি কে, কাকে বলেছে?
ক গৃহকর্ত্রী অতিথিকে খ গৃহকর্তা অতিথিকে
গ অতিথি গৃহকর্তাকে ঘ অতিথি গৃহকর্ত্রীকে

৩৯. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় উল্লিখিত 'জিজ্ঞাসু' শব্দটি বলতে কী বোঝায় ?
ক জানার আগ্রহ খ জিজ্ঞাসাকারী
গ জিজ্ঞাসার আগ্রহ ঘ উৎসুক মনোভাবাপন্ন

৪০. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় ব্যবহৃত ''বাজখাই' বলতে কী বুঝ?
ক উচ্চ ও কর্কশ ধ্বনি খ বজ্রপাতের ধ্বনি
গ বিশ্রী কঠিন শব্দ ঘ বাজ পাখির তীক্ষ্ণতা

৪১. 'এ আমার ছোট ছেলে' যে নেই এখন' চরণটি দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক নিরাসক্তভাব খ ঘনীভূত শোক
গ হৃদয়াবেগ ঘ বেদনার পুনরাবৃত্তি

৪২. বিষয়বস্তুর দিক থেকে নিম্নের কোন কবিতাটি পৃথক?
ক বঙ্গভাষা খ বাংলাদেশ
গ একটি ফটোগ্রাফ ঘ আমার পূর্ব বাংলা

৪৩. পিতার হৃদয় থেকে পুত্রশোক কে স্তিমিত করেছিল?
ক শোক খ প্রকৃতি
গ সময় ঘ বাস্তবতা

৪৪. 'এ আমার ছোট ছেলে' যে নেই এখন' চরণটি দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক নিরাসক্তভাব খ ঘনীভূত শোক
গ হৃদয়াবেগ ঘ বেদনার পুনরাবৃত্তি

৪৫. বিষয়বস্তুর দিক থেকে নিম্নের কোন কবিতাটি পৃথক?
ক বঙ্গভাষা খ বাংলাদেশ
গ একটি ফটোগ্রাফ ঘ আমার পূর্ব বাংলা

৪৬. পিতার হৃদয় থেকে পুত্র শোক কে স্তিমিত করেছিল?
ক শোক খ প্রকৃতি
গ সময় ঘ বাস্তবতা

৪৭. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার দ্বিতীয় অংশ কীভাবে তুলে ধরা হয়েছে?
ক নাটকীয়তার মাধ্যমে খ স্বগতোক্তির মাধ্যমে
গ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে ঘ অভিনব ঢঙ্গে

৪৮. 'বাজখাঁই' কেউ যেন আমার শোকের নদীটিকে কত দ্রুত রুক্ষ চর করে দিলো'- 'বাজখাঁই' শব্দটির তাৎপর্য কী?
ক উচ্চ ও কর্কশ কণ্ঠ খ কঠিন পরিস্থিতি
গ বাজখাঁই স্বরের সঙ্গী ঘ বাজ বাহাদুর খাঁ

৪৯. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার পিতা পুত্রের ফটোগ্রাফটির সামনে দাঁড়ালে তার শোকের পরিমাণ কেমন হয়?
ক সামান্য খ অতিসামান্য
গ ক্রমহ্রাসমান ঘ ক্রমবর্ধমান

৫০. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার 'রুক্ষ চর' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক শোকে বুক বেদনার্ত হয়ে ওঠা
খ শোকে হৃদয় রুক্ষ হয়ে যাওয়া
গ শোকের তীব্রতা কমে যাওয়া
ঘ শোক তীব্র হয়ে ওঠা

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

একটি ফটোগ্রাফ

৫১. পিতার আত্মোপলব্ধিগত পরিবর্তনের স্বরূপ কী ?
ক সন্তানের শোকের তীব্রতা
খ স্মৃতিকাতরতায় আচ্ছন্ন
গ অতীত কর্মের জন্য অনুশোচনা
ঘ দায়িত্বশীল হওয়া

৫২. পিতার শোকার্ত অনুভূতির স্বরূপ কী?
ক বিষাদময়, বেদনার্ত কণ্ঠস্বর
খ দীর্ঘশ্বাস, চোখ ছল ছল করা
গ ভীত কণ্ঠ, দীর্ঘ স্মৃতিচারণ
ঘ চোখ বুজে থাকা, ধীরভারী কণ্ঠস্বর

৫৩. একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার উল্লিখিত 'নিষ্পলক' শব্দটির অর্থ হলো–
ক চোখের পাতা ফেলা
খ এক চোখে তাকিয়ে থাকা
গ চোখ অর্ধ বুজে থাকা
ঘ পলকহীন চোখ

৫৪. পিতা কখন অতিথিকে পুত্রের মৃত্যুর বিষয়টি জানান ?
ক কথার শুরুতে
খ পুত্রের স্মৃতিচারণের মুহূর্তে
গ অতিথির বিদায়লগ্নে
ঘ কিছু আলাপের পর

৫৫. 'কী সহজে হয়ে গেল বলা'- বলতে কী বোঝায়?
ক ক্রমান্বয়ে পুত্র শোক কমে আসা
খ সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাওয়া
গ দ্বিধান্বিতভাবে সত্য প্রকাশ করা
ঘ প্রকৃতির বিধানকে মেনে নেয়া

৫৬. 'ঊর্ণাজাল' শব্দটির আভিধানিক অর্থ কী?
ক মাকড়সার সুতোয় তৈরি জাল
খ স্মৃতির সুতোয় তৈরি জাল
গ পোকার সুতোয় তৈরি জাল
ঘ পায়ের সুতোয় তৈরি জাল

৫৭. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় 'চোখ ছলছল করলো না' বলতে কী বোঝায়?
ক শোকতাপ কমে আসা
খ শোকে পাথর হয়ে যাওয়া
গ শোক থেকে শান্তি সঞ্চিত করা
ঘ শোকের যন্ত্রণা

৫৮. 'ফ্রেমের ভেতর থেকে আমার সন্তান চেয়ে থাকে নিষ্পলক' তার চোখে নেই-
ক সন্তান অভিমান করে থাকে
খ সন্তান পিতার কাছে প্রশ্ন রাখতে চায়
গ নীরবে চেয়ে থাকে
ঘ কোন রাগ কিংবা অভিমান

৫৯. 'পাথরের টুকরোর মতন '- কথাটির অর্থ কী ?
ক পাথরের মতো দ্রুত ডুবে যাওয়া
খ পাথরের টুকরোর মতো আকৃতি
গ পাথরের মতো কাঠামো
ঘ পাথরের মতো শক্ত ।

৬০. 'কত ঊর্ণাজাল বুনে কেটেছে' বলতে কী বোঝায় ?
ক কথায় কথায় দিন কেটে যাওয়া
খ না বলা কথার স্তূপ
গ স্মৃতিচারণ করে দিন কাটানো
ঘ জাল বুনে কাটানো

৬১. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার শেষ দিকে পিতার মনে কোন ভাব প্রকাশ পেয়েছে ?
ক স্বীকারোক্তি
খ তিক্ততা
গ আবেগ
ঘ বাস্তবতা

৬২. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার' 'শোকের নদী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক শোকের যন্ত্রণা
খ জীবনের শোক
গ পুত্রের মৃত্যু থেকে পাওয়া শোক
ঘ নদীর স্রোতের মতো বহমান শোক

৬৩. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় উল্লিখিত 'ফ্রেমের ভেতর' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো সন্তানের ছবি
খ সাধারণ যেকোনো ফ্রেম
গ ফ্রেমরূপ দৃষ্টিশক্তি
ঘ ফ্রেম রূপ মনের কাঠামো

৬৪. অতিথিকে সন্তান হারানোর কথা বলতে গিয়ে পিতার বেদনার স্বরূপ কেমন ছিল?
ক সন্তানের শোকে পিতৃহৃদয় আচ্ছন্ন হওয়া
খ সন্তান হারানোর অনুশোচনা
গ অতীত কর্মের অনুশোচনা
ঘ পুত্র প্রতিপালনে ব্যর্থতার অনুশোচনা।

৬৫. অতিথি বিদায় নিলে পিতার ফটোগ্রাফটির মুখোমুখি দাঁড়াবার কারণ কী ?
ক নতুন করে পুত্রের শোক জেগে ওঠায়
খ দ্রুত পুত্রশোক ভুলে যাওয়ার বেদনায়
গ হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে পুনরায় হৃদয়ে স্থান দেয়ার জন্য
ঘ অতিথিকে মৃত পুত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

একটি ফটোগ্রাফ

৬৬. 'তিনটি বছর মাত্র তিনটি বছর'- চরণটির তাৎপর্য কী ?
ক স্বল্প সময়ের বৃহৎ প্রচেষ্টা
খ দ্রুত স্মৃতি ছড়িয়ে পড়া
গ স্মৃতি ঘনীভূত হওয়া
ঘ অতি দ্রুত

৬৭. 'দেখিয়ে সফেদ দেয়ালের শান্ত ফটোগ্রাফটিকে' চরণে উল্লিখিত 'শান্ত ফটোগ্রাফ' কথাটির তাৎপর্য কী ?
ক নীরব নিশ্চল ফটোগ্রাফ
খ ধূসর ফটোগ্রাফ
গ প্রশ্নাতুর ফটোগ্রাফ
ঘ নীরব ও অভিমানে কাতর ফটোগ্রাফ

৬৮. নিম্নে উল্লিখিত কোন চরণে পুত্রের মৃত্যুর কারণ বর্ণিত হয়েছে?
ক পাথরের টুকরার মতো ডুবে গেছে
খ কী সহজে হয়ে গেল বলা
গ এ আমার ছোট ছেলে যে নেই এখন
ঘ আমার সন্তান চেয়ে থাকে নিষ্পলক

৬৯. বাজখাঁই শব্দটির অর্থ কী ?
i) উচ্চ ii) কর্কশ
iii) মিষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

৭০. নিষ্পলক শব্দটির অর্থ কী ?
i) পলকহীন ii) চোখ বুজে থাকা
iii) চোখের পাতা না ফেলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৭১. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার বৈশিষ্ট্য কোনটি ?
i) কবিতাটি মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত
ii) পর্ব বিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে
iii) সর্বত্র চরণান্তিক মিল রক্ষিত হয়নি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ র ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৭২. পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ বর্ণনার সময় পিতার অবস্থা কেমন ছিল?
i) পিতার গলা কাঁপলো না
ii) বুক চিরে বেরুলো না দীর্ঘশ্বাস
iii) চোখ ছলছল করলো না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

৭৩. ছেলেটি কখন গ্রামের পুকুরে ডুবে গেছে ?
i) বছর তিনেক আগে ii) ভরা অপরাহ্নে
iii) কাক ডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i ও ii

৭৪. মৃত সন্তানের স্মৃতি বর্ণনার সময় পিতার কণ্ঠস্বর কেমন ছিল?
i) সহজ ii) নিস্পৃহ
iii) শীতল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও iii ঘ ii ও iii

৭৫. সন্তানের চোখে কী নেই?
i) কষ্ট ii) রাগ
iii) অভিমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i ও iii

৭৬. 'শোকের নদীটিকে কত দ্রুত রুক্ষ চর করে দিল' বলতে কী বুঝায়?
i) শোকের তীব্রতা কমে আসা
ii) স্মৃতি কাতরতা থেকে পরিত্রাণ
iii) অতিথিকে দেখে সন্তানবাৎসল্য জেগে ওঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৭. 'কাক ডাকা গ্রীষ্মের দুপুর' বলতে কী বুঝায় ?
i) কোলাহলের অবসান
ii) ব্যথাতুর চিত্তে স্মৃতির জাগরণ
iii) নিরব নিস্তব্ধতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ iii

৭৮. 'প্রশ্নাকুল চোখে' বলতে কী বুঝায় ?
i) ভীত দৃষ্টিতে ii) শোকাতুর
iii) কাতর ও অধীর জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ ii ও iii

৭৯. 'সন্তান শোকে মা এ্যালবামে রক্ষিত ছবি দেখছে' নিম্নের কোন কবিতার সঙ্গে মন্তব্যটির সাযুজ্য লক্ষ করা যায় ?
i) তাহারেই পড়ে মনে ii) সোনার তরী
iii) একটি ফটোগ্রাফ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i গ iii ঘ i, iii

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৮০. নিচের কোন কবিতাটির বিকল্প নাম হতে পারে 'শোক' -
i) তাহারেই পড়ে মনে ii) পাঞ্জেরি
iii) একটি ফটোগ্রাফ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ i ও iii ● iii

৮১. 'উপমা' বলতে তুলনাকে বোঝায়। এই অর্থে নিচের কোন চরণটি উপমার দৃষ্টান্ত ?
i) দেখিয়ে সফেদ দেয়ালের শান্ত ফটোগ্রাটিকে
ii) পাথরের টুকরোর মতন ডুবে গেছে
iii) তার চোখে নেই রাগ কিংবা অভিমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ● ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii

৮২. নিচের কোন চরণটি চিত্রকল্পের দৃষ্টান্ত?
i) পাথরের টুকরোর মতন ডুবে গেছে আমাদের গ্রামের পুকুর।
ii) কত ঊর্ণাজাল বুনে কেটেছে
iii) ফ্রেমের ভেতর থেকে আমার সন্তান চেয়ে থাকে নিষ্পলক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮৩. সংলাপধর্মিতা নাটকীয় গুণ। নিম্নের কোন চরণটিতে সংলাপধর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে?
i) কী সহজে হয়ে গেল বলা
ii) কী নিস্পৃহ, কেমন শীতল
iii) এই যে, আসুন, তারপর কী খবর? আছেন তো ভালো?
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● iii গ ii ঘ i, ii ও iii

৮৪. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর স্বরূপ কী?
i) স্মৃতি অন্তরে সজীব অবস্থায় থাকে
ii) আপন জনের স্মৃতি ভুলে যাবার নয়
iii) সময়ের আবর্তে শোকের তীব্রতা কমে আসে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ iii গ ii ● i, ii ও iii

৮৫. কবি শামসুর রাহমানের কবিতায় কোন দিকগুলো বিচিত্র সংবেদনশীলতায় রূপায়িত হয়েছে?
i) নাগরিক জীবন
ii) মুক্তিযুদ্ধ
iii) গণ-আন্দোলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ iii ● i, ii ও iii ঘ ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৬ ও ৮৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাহেলা বেগম আজও স্বপ্নের ঘোরে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। প্রতিবারের মতো এবারও সে অনেকক্ষণ ধরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নেয়। সে স্বপ্নে তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানটিকে দেখে। দেখে সন্তানটি তার পাশ থেকে গা বেয়ে বুকের উপর উঠে তার সঙ্গে খেলা করতে চায়। এরপর ঘুম থেকে জেগে উঠে সে অস্থির হাতে এ্যালবামের পাতাগুলো উল্টায়।

৮৬. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার রাহেলা বেগমের অনুরূপ চরিত্র কে ?
ক অতিথি খ প্রতিবেশি
● পিতা ঘ মা

৮৭. সন্তানের জন্য রাহেলা বেগমের মন খারাপ হয় কেন?
● অকালে পুত্রকে হারিয়েছে বলে
খ পুত্রের সকল দাবী মেটানো সম্ভব হয়নি বলে
গ অন্যান্য সন্তানরাও মন খারাপ করে থাকে বলে
ঘ সন্তান হারানোর কথা মনে পড়ে বলে

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৮, ৮৯ ও ৯০৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রবু মারা যাবার পর তার স্বামী ওয়াজেদ আবারও বিয়ে করে। দ্বিতীয় স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সে ভালই আছে। রবুর কথা তার মনে পড়ে কিনা তা বোঝা যায় না। তবে রবুর কন্যা স্মৃতি আজও তার মাকে ভুলতে পারেনি।

৮৮. স্বামী ওয়াজেদের রবুর কথা মনে পড়ে কি না বোঝা যায় না কেন?
ক সে হাসি খুশি থাকে বলে
খ সে গম্ভীর মুখে থাকে বলে
● সে স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে
ঘ রবুর উপস্থিতি তার জীবনে বিরক্তি সৃষ্টি করেছিল বলে

৮৯. উদ্দীপকটির সঙ্গে 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার মিল কোথায়?
● স্মৃতি কাতরতায়
খ হারিয়ে যাবার বেদনায়
গ কন্যার মাকে স্মরণ করায়
ঘ স্বামীর স্মৃতি কাতরতায়

৯০. সন্তানদের নিয়ে সে ভালই আছে।– বাক্যটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কী?
ক নতুন সংসার হলে এমনই হয়
খ লোকটির ভুলে যাবার স্বভাব
● সময়ের পরিবর্তনে স্মৃতি শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে
ঘ প্রথম স্ত্রী তার জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

উপন্যাস

পদ্মানদীর মাঝি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

"আত্মোপলব্ধিহীন শিক্ষা অশিক্ষারই নামান্তর"

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

পদ্মানদীর মাঝি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

▣ লেখক পরিচিতি

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিহারের সাঁওতাল পরগনা জেলার দুমকা শহরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এস.সি পড়ার সময় 'অতসী মামী' নামে এক বিখ্যাত গল্প রচনা করে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ছাত্র হিসেবে তিনি খুবই মেধাবী ছিলেন। তিনি পড়াশুনা শেষ করতে পারেননি। পরবর্তীতে সাহিত্য সৃষ্টিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম 'জননী'। এটি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির সাহিত্যিক। তাঁর রচনাবলির মধ্যেই নিজস্ব জীবনদর্শনের সার্থক রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। বামপন্থী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সৎ ও আদর্শবাদী এক অসাধারণ কথাশিল্পী।

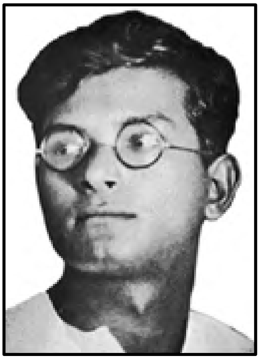

▣ রচনাবলি

উপন্যাস : তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মগুলোর মাঝে জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা, শহরতলী, চতুষ্কোণ, জীবন্ত, সোনার চেয়ে দামী, ইতিকথার পরের কথা প্রভৃতি উপন্যাস।

গল্পগ্রন্থ : অতসী মামী, প্রাগৈতিহাসিক, মিহি ও মোটা কাহিনী, আজ কাল পরশুর গল্প, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, ফেরিওয়ালা ইত্যাদি।

▣ উপন্যাস পরিচিতি

ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ১৯টি উপন্যাসের মধ্যে সর্বাধিক পঠিত, আলোচিত ও একাধিক ভাষায় অনূদিত জনপ্রিয় উপন্যাসটির নাম 'পদ্মানদীর মাঝি'। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। 'পদ্মানদীর মাঝি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ উপন্যাস। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ 'Boatman of the Padma' প্রকাশিত হয়।

'পদ্মানদীর মাঝি' বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট আঞ্চলিক উপন্যাস। পদ্মার তীরসংলগ্ন কেতুপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের পদ্মার মাঝি ও জেলেদের বিশ্বস্ত জীবনালেখ্য এতে চিত্রিত হয়েছে। শহর থেকে দূরে দরিদ্র জেলে ও মাঝিদের যে জীবনচিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে তা যেন বাস্তবের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। জেলেপাড়ার মাঝি ও জেলেদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অভিযোগ যা কিনা প্রকৃতিগতভাবে সেই জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ তা এখানে বিশ্বস্ততার সাথে চিত্রিত হয়েছে। 'পদ্মানদীর মাঝি' একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস। উপন্যাসের আঙ্গিক গঠন, রচনাশৈলী, পাত্র-পাত্রীদের মুখে আরোপিত ভাষা, জীবনাচরণ, জীবনচর্চা এসব আঞ্চলিক উপন্যাসেরই পরিচয়বাহী। জেলে অধ্যুষিত গ্রামের জীবনযাত্রাই আলোচ্য উপন্যাসটির মূল উপজীব্য। পদ্মানদী এলাকার তীরবর্তী কয়েকটি গ্রামের জেলেদের জীবনের নিখুঁত চিত্র এ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে।

▣ **আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে 'পদ্মানদীর মাঝি'-র সার্থকতা :** কতিপয় বৈশিষ্ট্যের জন্য 'পদ্মানদীর মাঝি' শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাসের মর্যাদা পেয়েছে। যেমন-

ক. উপন্যাসের পটভূমি পদ্মানদীর তীরবর্তী কেতুপুর গ্রাম।

খ. এ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা একান্তভাবেই এই এলাকা ও পরিবেশের উপযুক্ত।

গ. এ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের মুখে প্রযুক্ত রয়েছে কৃত্রিমতা বিবর্জিত আঞ্চলিক ভাষা।

ঘ. উপন্যাসের বর্ণনায় সাধুভাষা, কিন্তু পাত্র পাত্রীদের মুখের ভাষা আঞ্চলিক। ঔপন্যাসিকের নিজস্ব বর্ণনার ভাষা ও পাত্র-পাত্রীদের মুখে প্রযুক্ত আঞ্চলিক ভাষার পরিমিত ও শৈল্পিক প্রয়োগ পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসকে উপভোগ্য ও সার্থক করে তুলেছে।

▣ উপন্যাসের সংজ্ঞা

শ্রীশচন্দ্র দাশ তাঁর ‘সাহিত্য সন্দর্শন’ গ্রন্থে উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন- ‘গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন ও জীবনানুভূতি কোনো বাস্তব কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়, তাহাকে উপন্যাস কহে।’ E.M. Froster- এর মতে, উপন্যাসের শব্দ সংখ্যা কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার হওয়া উচিত। শ্রী নারায়ণ চৌধুরী উপন্যাসের জীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন- ‘A Novel is not life as it is but life as it should have been’– অর্থাৎ, ‘উপন্যাসের জীবন অবিকল জীবন নয়, কিন্তু জীবন যে রকম হওয়া উচিত সে রকমই।’

▣ উপন্যাসের গঠনসূত্র

উপন্যাসের সংজ্ঞা ও গঠন কৌশলকে সামনে রেখে উপন্যাসতত্ত্ববিদ, পণ্ডিত ও সমালোচকগণ উপন্যাসের পাঁচটি সূত্র বিবৃত করেছেন। যেমন-

১. প্রস্তাবনা. ২. সমস্যার উপস্থাপনা, ৩. আখ্যানভাগের মধ্যে জটিলতার প্রবেশ, ৪. চরম সংকট মুহূর্ত, ৫. সংকট বিমোচন বা উপসংহার।

▣ উপন্যাসের শ্রেণি বিভাগ : বিষয়বস্তু ও প্রবণতা অনুসারে উপন্যাসকে অন্তত পক্ষে নয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ঐতিহাসিক উপন্যাস : ইতিহাসকে অবলম্বন করে যে উপন্যাস রচিত হয়, তা-ই ঐতিহাসিক উপন্যাস। যেমন- স্কটের আইভানহো, ভাসিলি ইয়ানের চেঙ্গিস-খান, লিও টলস্টয়ের ওয়ার অ্যান্ড পিস, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজসিংহ, আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি।

২. সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস : পরিবার ও সমাজ জীবনের নানা বিষয়বস্তু, ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতকে অবলম্বন করে এ ধরনের উপন্যাস লেখা হয়ে থাকে। যেমন- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ; মোহাম্মদ নজিবর রহমানের আনোয়ারা; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পল্লীসমাজ, গৃহদাহ, চরিত্রহীন; কাজী ইমদাদুল হকের আবদুল্লাহ প্রভৃতি।

৩. কাব্যধর্মী উপন্যাস : যেসব উপন্যাসে কাহিনী ও চরিত্রচিত্রন অপেক্ষা লেখকের কাব্যদৃষ্টি প্রাধান্য পায় এবং বর্ণনায় ও ভাষারীতিতে তা ফুটে ওঠে, সে ধরনের উপন্যাসকে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলা হয়। যেমন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শেষের কবিতা’, কাজী নজরুল ইসলামের ‘ব্যথার দান’, বুদ্ধদেব বসুর ‘যে দিন ফুটল কমল’ ইত্যাদি।

৪. মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস : যে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের মনোবিশ্লেষণ লেখকের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে; সে ধরনের উপন্যাসকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা হয়। যেমন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চোখের বালি’, ‘ঘরে বাইরে’; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দিবারাত্রির কাব্য’ ইত্যাদি।

৫. গোয়েন্দা উপন্যাস : বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনাকে অবলম্বন করে সার্থক গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করে এ ধরনের উপন্যাস লেখা হয়। শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত, সত্যজিৎ রায় বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গোয়েন্দা উপন্যাস রচয়িতা।

৬. ব্যঙ্গারসাত্মক উপন্যাস : সামাজিক নানা অসঙ্গতিকে তীব্র ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের মাধ্যমে এ ধরনের উপন্যাসে উপস্থাপন করা হয়। পরশুরাম, শিবরাম চক্রবর্তী ও সৈয়দ মুজতবা আলী এ ধরনের রচনায় বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছেন।

৭. আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস : ঔপন্যাসিক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতকে অদ্ভুত রচনাশৈলী ও লিপি কুশলতার মধ্য দিয়ে উপভোগ্য উপন্যাসে রূপদান করেন। যেমন- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চার খণ্ডে লেখা ‘শ্রীকান্ত’, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ ইত্যাদি।

৮. আত্মজীবনীমূলক ভ্রমণোপন্যাস : কোনো ভূ-পর্যটক বা ভবঘুরে লেখক তাঁর ভ্রমণ পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে আত্মজীবনীর আদলে যখন উপন্যাসের মতো সরস ও উপভোগ্য করে লেখেন তাকে আত্মজীবনীমূলক ভ্রমণোপন্যাস বলে। সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘দেশে-বিদেশে’, অন্নদাশঙ্কর রায়ের ‘পথে প্রবাসে’ আত্মজীবনীমূলক ভ্রমণোপন্যাসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

৯. আঞ্চলিক উপন্যাস : বিশেষ কোনো অঞ্চল বা সে অঞ্চলের নির্দিষ্ট পরিসরের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না মিশ্রিত যে কাহিনী তাই আঞ্চলিক উপন্যাস। যেমন- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’, ‘হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’, অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ প্রভৃতি।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

নমুনা প্রশ্নাবলি

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গরিব বর্গাচাষি ওসমান। বহু কষ্টে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরের জমিতে ফসল ফলায় সে। কিন্তু ফসলের পুরো অংশ সে পায় না। সে পায় অর্ধেক। এতো কষ্টের ফসল সবটুকু পায় না বলে তার দুঃখের কোনো অন্ত নেই। সে খেতমজুর, খেতের মালিক নয়। খেতের মালিক খেতের কাছে না গিয়েও অর্ধেক ফসল নিয়ে নেয়। এই মালিকরা যেন জোঁকের মতো-ই রক্তচোষা। গরিব চাষির রক্ত চুষে এরা ফুলে-ফেঁপে ওঠে। কিন্তু এ শোষণ দীর্ঘদিন চলতে পারে না। একদিন তারা সংঘবদ্ধ হয়। রুখে দাঁড়ায় শোষক জোতদারদের বিরুদ্ধে।

ক. 'পদ্মানদীর মাঝি' কোন ধরনের উপন্যাস?

খ. 'ইলিশের মওসুম ফুরাইলে বিপুল পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়'– কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. ওসমান মিয়ার মানসিকতার সঙ্গে কুবের মাঝির মানসিকতার কতটুকু মিল রয়েছে?

ঘ. 'প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও ওসমান ও কুবের শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে।'– এই উক্তির তাৎপর্য বিচার কর।

২. মানিকগঞ্জের মধুপুর এলাকার অধিবাসী আমজাদ। এলাকার অধিকাংশ লোক মৃৎশিল্পের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। অভাব-অনটনের কারণে ছেলে- মেয়েকে ভালোভাবে খেতে দিতে পারে না সে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও স্কুলে পাঠাতে পারে না, তবে আধুনিকতার প্রভাবে মৃৎশিল্পে কিছুটা পরিবর্তন হওয়ায় আমজাদের পরিবারেও পরিবর্তন এসেছে। আজ তারা দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

ক. মিছা কথা কইলাম নাকি রে কুবির? –এ উক্তিটি কার?

খ. 'ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ভদ্র পল্লীতে- এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. আমজাদের পরিবারে স্বস্তির নিঃশ্বাসের কারণ 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের জেলেদের জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সময়ের পটভূমিতে মৃৎশিল্পীদের পরিবর্তন আসলেও 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে জেলে জীবনে পরিবর্তন দেখা যায় না। উক্তিটির তাৎপর্য বিচার কর।

৩. আমার বিবাহে আমার শ্বশুর পনের টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার গহনা দিয়েছিলেন। বাবা তাঁহার এক দালাল বন্ধুর কাছে খবর পাইয়াছেন, ইহার মধ্যে পনের হাজার টাকাই ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

ক. কুবেরের মেয়ের নাম কী?

খ. হোসেন মিয়াকে রহস্যময় লোক বলা হয়েছে কেন?

গ. উদ্ধৃতাংশের পণপ্রথার সঙ্গে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পণপ্রথার যে বৈষম্য দেখা যায় তা নিরূপণ কর।

ঘ. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত পণপ্রথার কারণ এবং এ থেকে উত্তরণের উপায় 'পদ্মানদীর মাঝি'উপন্যাসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪. পদ্মানদীর ভাঙনে মুন্সীগঞ্জের সুন্দরপুর গ্রামের অধিকাংশ ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বাস্তুহীন গরিব এই লোকগুলির পুনর্বাসনের জন্য কাজ করছে উদ্যমী, সাহসী ইকবাল রহমান। নিঃস্বার্থভাবে নিজের জমির অনেকখানি অংশ তাদের পুনর্বাসনের কাজে লাগালেন। অসহায় লোকগুলো ঠাঁই পেলো ইকবাল সাহেবের জায়গায়।

ক. রথের উৎসব কোন গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়?

খ. মাছের দাম বুঝিয়ে দেয়ার সময় ধনঞ্জয় কুবেরকে সরিয়ে দেয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. হোসেন মিয়ার সঙ্গে ইকবাল সাহেবের সাহায্য করার মানসিকতার সাদৃশ্য নিরুপণ কর।

ঘ. 'হোসেন মিয়ার মতো ইকবাল সাহেবের সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মানসিকতা একেবারেই নেই।'-এই উক্তিটির তাৎপর্য বিচার কর।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমাদের গ্রামটি একেবারেই অজ পাড়াগাঁ। শহর থেকে বহুযোজন দূরে। গ্রামের শেষ প্রান্তে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস ছিল জেলে, কুমার ও কামার শ্রেণির। এরা কয়ঘর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে একত্রে বসবাস করলেও কলহ ছিল এদের নিত্যসঙ্গী। বাবা প্রায়ই বলতেন অসংস্কৃত বলেই নাকি এদের গ্রাম থেকে দূরবর্তী স্থানে বসতি গড়তে দেয়া হয়েছে। তবে এদের জীবন-যাপন পদ্ধতিতে রাম-রহিমের কোনো প্রভেদ ছিল না।

ক. সমতল ভূমিতে কার অধিকার বিস্তৃত হয়ে আছে?
খ. 'ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।'– কেন, বুঝিয়ে দাও।
গ. উদ্দীপকে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের জেলেপাড়ার চিত্র কতোটা প্রতিফলিত হয়েছে– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'এদের জীবন-যাপন পদ্ধতিতে রাম-রহিমে কোনো প্রভেদ ছিল না।'– 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস অবলম্বনে উক্তিটির তাৎপর্য বিচার কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হয়ে আছে।

খ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে পদ্মা তীরবর্তী জেলে সম্প্রদায়ের রূঢ় জীবন বাস্তবতার চিত্র অংকন করেছেন।

পদ্মাতীরের জেলেরা শোষিত, বঞ্চিত, প্রতারিত ও নিগৃহীত। গোটা সমতল ভূমিতে ছড়িয়ে আছে ভূস্বামীদের অধিকার। নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে কুঁড়ে উঠতে থাকে। অত্যন্ত অল্প খাজনায় এ ব্যবস্থা ছাড়া তাদের আর অন্য কোনো উপায় নেই। তাই উঠোন ছাড়াই তারা বসবাস করে। দারিদ্র্যের সংসারেও প্রাকৃতিক নিয়মে শিশুর জন্ম হয়, শিক্ষা-দীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। দারিদ্র্য তাদের জীবনের চরম ও নিত্যসঙ্গী। এরা নানা দেবতার পুজো করলেও তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। ঈশ্বরও তাদের প্রতি কখনো সদয় হন না।

জেলেদের ভাগ্য বিড়ম্বনার এই চিত্রটি তুলে ধরতে গিয়েই লেখক অত্যন্ত ব্যঙ্গাত্মকভাবে 'ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে ভদ্র পল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না'– উক্তিটি করেছেন।

গ) উদ্দীপকে একটি অজ পাড়াগাঁ-র কথা বলা হয়েছে। এ গাঁয়ের শেষ প্রান্তে যে নদী রয়েছে সেখানে বসতি গড়ে তুলেছে জেলে, কামার ও কুমার শ্রেণির মানুষ। নিু শ্রেণির মানুষ বলেই গ্রামের ভদ্র সমাজ এভাবে তাদের গ্রামের এক প্রান্তে বসতি স্থাপনে বাধ্য করেছে।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে বর্ণিত জেলেদের জীবনচিত্র যেন উদ্দীপকে বর্ণিত এসব মানুষের জীবনচিত্রেরই প্রতিচ্ছবি। গ্রামের বাইরে পদ্মা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে কেতুপুরের জেলে পাড়া । গ্রামের মানুষ এদের দূরে রাখতে চায়। কেবল যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গ্রামের মানুষের সঙ্গে জেলেদের ওঠা-বসা। একদিকে গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকদের অবহেলা, অপরদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ-এ দুদিক থেকেই জেলেপাড়া মানুষদের বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়। এর মাঝে বসতি গড়ে তুলতে চাইলেও জমিদারের অনুমতির প্রয়োজন হয়। এ বিচারে উদ্দীপকে বর্ণিত নিম্ন শ্রেণির জনবসতিকে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে উল্লিখিত জেলেপাড়ার প্রতিচ্ছবিই বলা চলে।

ঘ) উদ্দীপকে এক অজ পাড়াগাঁয়ের বর্ণনা পাই। ভদ্র সমাজ থেকে যাদের অবস্থান বেশ দূরে। কেবল প্রয়োজন হলেই ভদ্র সমাজের লোকজন কখনো কখনো তাদের কাছে যায়। জেলে-কামার-কুমার শ্রেণির লোকজন সেখানে একত্রে বাস করলেও কলহ এদের নিত্যসঙ্গী। অসংস্কৃত বলেই এদের আবাসস্থল গড়ে উঠেছে ভদ্র সমাজ থেকে দূরে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে। এদের মধ্যে রাম-রহিমের কোনো পার্থক্য নেই। সকলের জীবন-যাপন পদ্ধতি প্রায় একই। নির্দিষ্ট একটি ক্ষুদ্র পরিসরে এরা অনেক বেশি

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

পরিবার বসবাস করে। পরিশ্রম ও অভাব এদের নিত্যসঙ্গী। এরা জীবনের প্রয়োজনে কারণে-অকারণে যেমন কলহ করে তেমনি আবার মিলেও যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস থেকে ভদ্রসমাজ কর্তৃক প্রায় অবাঞ্ছিত ঘোষিত এ শ্রেণির মানুষদের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে অধিকতর স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। এখানে কুবের, গণেশ, আমিনুদ্দি ও জহর মাঝিদের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতি গড়ে তুলতে দেখা যায়। এদের মাঝে প্রত্যাশা রয়েছে, সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি আছে, কলহ ও পুনর্মিলনও আছে। এরা পরিশ্রমী এবং অভাবগ্রস্ত। এরা ধর্মের চেয়েও দারিদ্র্য নামের এক বড় অধর্ম পালন করে। এদের জীবন-যাপন পদ্ধতিও উদ্দীপকে বর্ণিত সমাজ ব্যবস্থার মতো।

উপরিউক্ত আলোচনার রেশ ধরে বলা যায় যে, এদের জীবন-যাপন পদ্ধতিতে রাম-রহিমে কোনো প্রভেদ নেই। এ বিচারে উক্তিটিকে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আলোকে তাৎপর্যময় বলা যায়।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গফুর চার বিঘা জমি ভাগে চাষ করে। সে বর্গাচাষী। উপরি উপরি দুবছর খরায় মাঠের ধান শুকিয়ে গেছে। ওরা বাপ-বেটিতে দুবেলা পেট ভরে দুটো খেতে পর্যন্ত পায়নি। এদিকে ঘরের চালে ফুটো। বৃষ্টি-বাদলে ঘরে পানি পড়ে। মেয়েটিকে নিয়ে, কোনো রকমে রাত কাটায়, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না।

ক. কুবের কার নৌকায় মাছ ধরে?

খ. 'মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই'- কেন?

গ. উদ্দীপকের বর্ণনার সঙ্গে কুবেরের ভাঙা কুটিরের তুলনা কর।

ঘ. 'কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না।'– 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য বিচার কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কুবের ধনঞ্জয়ের নৌকায় মাছ ধরে।

খ) বিত্তশালী ধনঞ্জয়ের নৌকায় মাছ ধরে কুবের জীবিকা নির্বাহ করে। এমনই একদিন পদ্মায় মাছ ধরতে গিয়ে সে অনেক বেশি মাছ পায়। কুবেরের শরীর ভালো না থাকায় সে চালান বাবুর কাছে যেতে পারে নি। লোভী ধনঞ্জয় নৌকায় এসে জানায় মাত্র দুশ সাতান্নটি মাছ হয়েছে। কুবের বুঝতে পারে, ধনঞ্জয় তাকে নিশ্চিত ঠকিয়েছে। কিন্তু মুখ খুলে প্রতিবাদ করার শক্তি তার নাই। কেননা প্রতিবাদ করতে গেলে ধনঞ্জয়ের নৌকায় মাছ ধরার অধিকারটুকু তাকে হারাতে হবে। এভাবেই আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে দরিদ্রের প্রতি ধনিকশ্রেণির শোষণের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

গ) উদ্দীপকটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মহেশ' গল্পের অংশ বিশেষ। উদ্দীপকে গফুর ও তার মেয়ের কষ্টকর জীবনের কথা উঠে এসেছে। অল্প একটু জমি থেকে যে শস্য তারা পায় তা থেকে তাদের দুবেলার খাবার টুকুও নিশ্চিত হয় না। জমি থেকে পাওয়া শস্যের ছনও অতি সামান্য। ঘরের চালায় বিছিয়ে দেয়ার মতো পর্যাপ্ত নয়। ফলে বৃষ্টি-বাদলে ঘরের কোণে বসে তারা রাত কাটায়; পা বিছিয়ে শোয়ার মতো অবস্থা পর্যন্ত তাদের থাকে না। উদ্দীপকের বর্ণনার সঙ্গে কুবেরের ভাঙা কুটিরের মিল দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। পদ্মার ওপর নির্ভর করে কুবেরের সংসার চলে। নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। ফলে ঘরের চালায় সে ছন দিতে পারে না। যেটুকু ছন ছিল তা অসুস্থ মালার বিছানার নিচে বিছিয়ে দিয়েছে। ফলে বৃষ্টি বলে কুবের ঘরের নিরাপদ কোণে আশ্রয় নিয়ে বৃষ্টির জলে ঘরের যে দিকটা ভেসে যায় সে দিক থেকে পানি সরে যাবার জন্য ড্রেন করে দেয়।

ঘ) উদ্দীপকটিতে একটি দরিদ্র-দুঃখী পরিবারের কষ্টকর জীবনের কথা উঠে এসেছে। এরা দুবেলা দুমুঠো ভাত খেয়ে জীবন অতিবাহিত করতে পারে না। বাস্তবতা এদের এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে- দুবেলা খাবার খাওয়াতো দূরে থাক মাথা গুঁজার ঠাঁইটুকু থেকেও তারা ক্রমান্বয়ে বঞ্চিত হতে থাকে। বৃষ্টি-বাদলে ঘরের চালা বেয়ে ঘরে জল এলে উদ্দীপকে বর্ণিত পিতা-কন্যার পা ছড়িয়ে শোবার অবকাশ পর্যন্ত মেলে না।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি এই দরিদ্র ও অবহেলিতদের জীবন কথা হয়ে উঠেছে। এখানে ভদ্র সমাজ যেমন এদের দূরে ঠেলে রাখতে চায়, তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালবৈশাখীও তাদের সমূলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়। এদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের পদ্মার ওপর নির্ভর করে জীবিকার সন্ধান করে। বর্ষা চলে গেলে বাঁচার জন্য তাকে কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। অথচ জীবিকা মেলে না। কুবেরের ঘরের চালায় ছন নেই। বৃষ্টি-বাদলে চালের ভাঙ্গা দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে মেঝে ভেসে যায়। তাই রাত জেগে কুবেরকে বৃষ্টির পানি সরে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে দিতে হয়। এ কষ্টকর দরিদ্র জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি।
উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না'— উদ্দীপকের এ উক্তিটি 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের এক ভিন্নতর প্রতিচ্ছবি।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. ইলিশের মরসুম ফুরাইলে পদ্মা কী হয়ে যায়?
খ. 'জিরানের লাইগা ক্যান ক দেহি? বাড়িতে গিয়া সারাডা দিন জিরাইস'- ধনঞ্জয় কুবেরকে কেন এ কথা বলেছিলো?
গ. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে উদ্দীপকটির অবস্থান ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকটি জেলেজীবনের ক্ষণস্থায়ী ও দোদুল্যমান জীবনকে উপজীব্য করে তুলেছে।— 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য বিচার কর ।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ইলিশের মরসুম ফুরাইলে পদ্মা কৃপণ হয়ে যায়।

খ) অসুস্থ কুবের একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্যে ধনঞ্জয়ের অনুমতি প্রার্থনা করলে স্বার্থান্ধ লোভী ধনঞ্জয় কুবেরকে এ অমানবিক উক্তিটি করে। ইলিশ ধরার মৌসুমে কুবের একদিন অসুস্থ ছিল। কুবের জানে একদিন মাছ ধরতে না গেলে তার পরিবারের সদস্যদের মুখে অন্ন জুটবে না। তাই স্ত্রী মালার নিষেধ সত্ত্বেও কুবের মাছ ধরতে গিয়েছিল। সারারাত মাছ ধরে রাতের শেষ প্রহরে অসুস্থ কুবের ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন একটু বিশ্রাম নেওয়ার কথা বললে ধনঞ্জয় তাকে নিষেধ করে। কারণ ধনঞ্জয় জানে কুবের বিশ্রাম নিলে সে সময়টা মাছ ধরা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাই ধনঞ্জয় এ উক্তিটি করেছিল।

গ) উদ্দীপকে একটি জেলে নৌকার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। নৌকাটির এক পাশে একটু ছাউনির মতো দেখা যায়। নৌকায় রয়েছে জাল ও জলে জাল ফেলার ব্যবস্থা। নৌকার ছাউনিটি এমন যে বর্ষা-বাদলে সেখানে দু একজন মাঝি কোনো রকমে মাথা গুজে থাকতে পারে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসেও এ ধরনের জেলে নৌকা দেখা যায়। সে নৌকাগুলো আকারে বেশি বড় নয়। তারও পেছনের দিকে সামান্য একটু ছাউনি আছে। বর্ষা-বাদলে সেখানেও দু-তিনজন কোনো রকমে মাথা গুঁজে থাকতে পারে। মাঝখানে নৌকার পাটাতনে হাত দুই জায়গা ফাঁক থাকে। এই ফাঁক দিয়ে নৌকার খোলে মাছ জমা করা হয়। জাল ফেলার ব্যবস্থাও রয়েছে নৌকার এক পাশে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে জেলে নৌকার এ বর্ণনার সঙ্গে উদ্দীপকের চিত্রটির সাদৃশ্য চোখে পড়ে। এ বিবেচনায় উদ্দীপকটি 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে বর্ণিত জেলে নৌকারই এক সার্থক প্রতিচ্ছবি।

ঘ) একটি জেলে নৌকাকে কেন্দ্র করে উদ্দীপকটি তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি ভাসমান মাছ ধরার নৌকা। উত্তাল তরঙ্গ মালার মাঝে নৌকাটি দুলছে। জেলে নৌকাটি তাই স্থির নয়। নৌকার বুক জুড়ে রয়েছে ইলিশ মাছ ধরার একটি আবহ। মানিক

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি জেলে সমাজকে কেন্দ্র করে লিখিত হয়েছে। এদের জীবন যেমন অনিশ্চিত, তেমনি। ভদ্র সম সুখ-দুঃখের দোলায় দোলায়িত। সমাজের ভদ্র মানুষদের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালবৈশাখীও তাদের ধ্বংস করতে চায়। তাই ঔপন্যাসিক আক্ষেপ করে বলেন যে, ঈশ্বরও যেন তাদের প্রতি বিমুখ হয়েছেন। সে সঙ্গে উত্তাল তরঙ্গমালায় দোদুল্যমান জেলে নৌকার মতোই এদের জীবনেও বার বার আর্থিক অনিশ্চয়তার দোলা লাগে। পদ্মাকে কেন্দ্র করেই এদের অধিকাংশের জীবিকা গড়ে উঠে। কদাচিৎ কোনো বিষয়ে তারা একরোখা মনোভাব পোষণ করলেও অর্থনৈতিক পীড়নে পুনরায় আপোসকামী হয়, এ ক্ষণস্থায়ী ও দোদুল্যমান জীবনের আরেকটি রঢ় সত্য হয়ে দেখা দেয় দারিদ্র্য।
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকটি মূলত পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে বর্ণিত অনিশ্চিত ও দোদুল্যমান জেলে জীবনকে উপজীব্য করে চিত্রিত হয়েছে।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
হরিপদের ছয় সন্তান। এদের কাউকেই তিনি ঠিক মতো প্রতিপালন করতে পারেন না। তিনি নিজেই খেটে খাওয়া মানুষ। সবার মুখে দুমুঠো অন্ন জোগাতেই তাকে হিমশিম খেতে হয়। তাই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি উদাসীন। তার মতে, শিক্ষা না হলেও বাঁচা যায়, তবে অন্ন ছাড়া বাঁচা যায় না।
ক. কুবেরের কয়টি সন্তান?
খ. 'পোলা দিয়া করুম কী? নিজেগোর খাওন জোটে না, পোলা'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
গ. কুবের এবং হরিপদের দারিদ্র্যের রূপ একই- এ মন্তব্যের সাথে তুমি কতটুকু একমত? বুঝিয়ে দাও।
ঘ. অধিক জনসংখ্যার প্রধান কারণ অশিক্ষা– উদ্দীপক ও পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের প্রেক্ষিতে বিষয়টি বিশ্লেষণপূর্বক তোমার মতামত দাও।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কুবেরের মোট চারটি সন্তান।
খ) কুবের নিজের জীবনের আর্থিক অসচ্ছলতার জায়গা থেকে উদ্ধৃত উক্তিটি করেছে। কুবের গরিব, প্রতিনিয়ত অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে তার সংসার চলে। সারারাত নদীতে মাছ ধরে ক্লান্ত-শ্রান্ত কুবের যখন সকালবেলা গণেশকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল তখন পথেই নকুল তাকে ছেলে জন্ম হওয়ার সংবাদ দেয়। ছেলে হওয়ায় কুবের বিরক্ত হয়ে বলে- 'চুপ যা গণেশ।' সংসারে যারা আছে কুবের তাদের খাবার যোগান দিতেই হিমশিম খায়। তাই নতুন ছেলের আগমনে খুশি না হয়ে তাকে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায়। মূলত সীমাহীন দারিদ্র্যের কারণেই কুবের আলোচ্য উক্তিটি করে।
গ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' এর রূপ অভিন্ন। উপন্যাসের নায়ক কুবেরের স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও পিসিকে নিয়ে মোট সাতজনের সংসার। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত কুবের পরিবারের লোকদের দুমুঠো অন্ন জোগাতেই প্রতিনিয়ত হিমশিম খায়। তার কাছে অন্নের চাহিদা মেটানোই সর্বাগ্রে, শিক্ষা বা বিলাসিতা চিন্তার দূর অতীত। উদ্দীপকের হরিপদও ছয় সন্তানের মুখে দুমুঠো অন্ন জোগাতেই হিমশিম খায়। তার কাছে শিক্ষার চেয়ে অন্নের চাহিদা মেটানোই মুখ্য বিষয়।
সুতরাং আমরা দেখি যে, উপন্যাসের কুবের ও উদ্দীপকের হরিপদের চিন্তা একই মেরুতে অবস্থান করছে। উভয়ের মধ্যে চিন্তার সামঞ্জস্যের প্রধান কারণ দুজনেই দারিদ্র্যের নির্মমতার শিকার।
ঘ) শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রবেশ না করলে তার মধ্যে নানা কুসংস্কার ও অজ্ঞতা বাসা বাঁধে। ফলে ঐ সব অশিক্ষিত মানুষ নিজেরাই নিজেদের জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করে। এ রকম একটি সমস্যার নাম জনসংখ্যার আধিক্য। বংশ রক্ষা ও পরিকল্পিত জীবন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই এ সমস্যাটির সৃষ্টি হয়। এটি এমন এক ভয়াবহ সমস্যা– যে সমস্যা থেকে আরও অনেক নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে কুবের ও উদ্দীপকের হরিপদ উভয়ই খেটে খাওয়া মানুষ। অশিক্ষার কারণে জীবন ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা অসচেতন। ফলে দুজনের সংসারেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সন্তানের আগমন ঘটেছে। ফলাফল দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর নির্মমতায় উভয়ই দিশেহারা। তাদের কাছে সংসারের মানুষগুলোর মুখে অন্ন যোগানোই মূল কথা, শিক্ষা তাদের কাছে বিলাসিতা মাত্র। উভয়ের জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছে তার প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, অশিক্ষাই অধিক জনসংখ্যার জন্য দায়ী।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গোপাল অত্যন্ত দরিদ্র। অনেক চেষ্টা করেও সে দারিদ্র্যকে জয় করতে পারেনি। এভাবে দিনের পর দিন সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু জীবন চালাতে গেলে কিছু না কিছু তো করতেই হবে। তাই যখন তার সামনে আর কোনো পথ খোলা রইল না, তখন বাধ্য হয়েই সে চুরি করতে শুরু করলো।

ক. কুবের কাকে চুরি করে মাছ দিয়েছিল?

খ. 'চুপ যা গোপী, ঘুম যা'- কুবের কেন এ কথা বলেছিল?

গ. উদ্দীপকের গোপাল চরিত্রটি কুবের চরিত্রের আংশিক প্রতিচ্ছবি– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দারিদ্র্যই অপরাধের মূল কারণ– উদ্দীপক ও কুবের চরিত্র অবলম্বনে বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কুবের শীতল বাবুকে চুরি করে মাছ দিয়েছিল।

খ) 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবেরের দরিদ্র কুটিরে প্রতাপশালী হোসেন মিয়া সাময়িকভাবে আতিথ্য গ্রহণ করে। রাতে হোসেন মিঞা যখন গভীর ঘুমে অচেতন তখন কুবের সবার অলক্ষে তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে আধুলিসহ কিছু পয়সা চুরি করে। এদৃশ্য কুবেরের মেয়ে গোপী দেখে ফেলে এবং বাবার কাছে তার ভাগ চায়। চুরির ব্যাপার নিজের সন্তানের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায় লজ্জিত ও ভীত কুবের পরবর্তীতে যাতে হোসেন মিয়ার কাছে ধরা না পড়ে সেজন্য গোপীকে ধমকায়।

গ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ সৃষ্টি পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কুবেরের সাথে উদ্দীপকের গোপাল চরিত্রের যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। উপন্যাসের কুবের অত্যন্ত দরিদ্র। সে গরীবের মধ্যে গরীব, ছোটলোকের মধ্যে ছোটলোক। মৌসুমে মাছ ধরে এবং বাকি সময় 'মাঝিগিরি' করে অতি কষ্টে সে সংসার চালায়। মাঝে মাঝে তাকে উপোসও করতে হয়। অভাবের তাড়নায় সে সর্বদা অস্থির থাকে। দারিদ্র্যের বেড়াজালে আবদ্ধ কুবেরের মধ্যে প্রায়শই ন্যায়-অন্যায় বোধ কাজ করে না। এ কারণে সুযোগ পেলে মাঝে মাঝে সে চুরিও করে।

উদ্দীপকের গোপাল চরিত্রটিও অত্যন্ত দরিদ্র। সংসারের অভাব মেটাতে কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে সেও চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করে।

উপরিউক্ত চরিত্র দুটি পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, উভয়ই সংসারের চাহিদা মেটাতে চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় নেয়। অতএব, বলা যায় উদ্দীপকের গোপাল চরিত্রটি উপন্যাসের কুবের চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি।

ঘ) 'দারিদ্র্য মানুষের জীবনে অভিশাপস্বরূপ'। কথাটির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি কুবের চরিত্রের মধ্যে। উপন্যাসের নায়ক কুবের অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক। কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার পরও বড় সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বলে তাকে সর্বদা আশঙ্কার মধ্যে থাকতে হয়। বছরের কয়েক মাস পদ্মার বুকে মাছ ধরে এবং বাকি সময় অন্যের নৌকায় মাঝিগিরি করে যে সামান্য আয় হয় তা দিয়ে তার সংসার কোনোমতে চলতে চায় না। বাধ্য হয়ে তাকে বিকল্প চিন্তা করতে হয়। কিন্তু বিকল্প আয়ের রাস্তা না থাকায় বাধ্য হয়ে তাকে অন্যায় পথের আশ্রয় নিতে হয়। তার বিবেক তাকে তাড়া করলেও সে নিরুপায়।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

উল্লিখিত উদ্দীপকের গোপালও দারিদ্র্যের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে অবশেষে অপরাধের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কুবের ও গোপালের অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উভয়ই দারিদ্র্যের শিকার। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, দারিদ্র্যই হচ্ছে অধিকাংশ অপরাধের মূল কারণ।

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কালবৈশাখী ঝড়ে পুরো গ্রামটি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। গ্রামটিকে আর আগের মতো চেনা যাচ্ছে না। কারো ঘরের চাল উড়ে গেছে তো কারো ঘরের উপর ভেঙে পড়েছে গাছ। চাপা পড়া ঘরের মধ্যে থাকা কলিমুদ্দীনের বউ-বাচ্চাসহ সবাই মারা গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় কলিমুদ্দীন যেন হঠাৎ করেই বোবা হয়ে গেছে।

ক. কোন ঝড়ে গোপীর পায়ে আঘাত লাগে?

খ. 'না মিয়া, ঘর দিয়া কাম নাই'– কে, কেন এ কথা বলেছে?

গ. উদ্দীপকের আলোকে পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের প্রাকৃতিক দুর্যোগের বর্ণনা দাও।

ঘ. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আলোকে উদ্দীপকটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) আশ্বিনের ঝড়ে গোপীর পায়ে আঘাত লাগে।

খ) পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে বর্ণিত আশ্বিনের ঝড়ে জেলেপাড়ার ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এ ঝড়ে মুসলমান পাড়ার আমিনুদ্দির স্ত্রী-পুত্র নিহত হয়। ঝড় পরবর্তী হোসেন মিঞার সৌজন্যে সবাই যখন নতুন ঘর নির্মাণে ব্যস্ত তখন আমিনুদ্দিকে নতুন ঘরের প্রস্তাব করা হলে সে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ ঐ ঝড়ে তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। সবাইকে হারিয়ে জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা জন্মে। এজন্য সে নতুন করে জীবন ও সংসার কোনোটাই শুরু করতে চায় না।

গ) বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রায়ই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের উপরে নির্মম আঘাত হানে। লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায় উপকূলবর্তী অঞ্চলসহ সারা দেশকে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম ঘূর্ণিঝড়।
পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে আশ্বিনের ঝড় নামের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় লণ্ডভণ্ড করে দেয় নদী তীরবর্তী কেতুপুরের জেলেপাড়া। ঘর-বাড়ি নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে প্রাণহানি পর্যন্ত সকল ক্ষয়ক্ষতির শিকার জেলেপাড়ার মানুষগুলোর অসহায় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে উক্ত উপন্যাসে।
উল্লিখিত উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই, কালবৈশাখী ঝড়ের নির্মমতার শিকার আলোচিত গ্রামটিও লণ্ডভণ্ড হয়েছে। পদ্মানদীর মাঝির আমিনুদ্দির মতো উদ্দীপকের কলিমুদ্দিনের স্ত্রী-পুত্রসহ সবাই নিহত হয়েছে। এদিক থেকে উদ্দীপকের সাথে কেতুপুরে সংঘটিত আশ্বিনী ঝড়ের বেশ মিল আছে।

ঘ) দুর্যোগপ্রবণ ও উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের বিপর্যয় সামাল দিতে অন্য দেশের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। কারণ দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য পর্যাপ্ত সামর্থ্য তাদের নেই। যেমন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে বর্ণিত আশ্বিনের ঝড়ে পদ্মাপাড়ের কেতুপুর গ্রামের জেলেপাড়ার যে ভয়াবহ ক্ষতি হয় তা থেকে উত্তরণের উপায় ঐ গ্রামের বাসিন্দাদের কারোরই নেই। কারণ তারা অত্যন্ত দরিদ্র। দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার নিশ্চয়তা যাদের নেই তারা ঘর-বাড়ি ও পরিবারের এহেন সর্বনাশের প্রতিকার করবে, এটা ভাবা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই উপন্যাসে আমরা দেখি ঝড়ে বিধ্বস্ত ঘর-বাড়ির সামনে অসহায় মানুষগুলোর নির্বাক ও হতবিহ্বল মুখ।
উদ্দীপকেও কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কলিমুদ্দীনের মতো সবকিছু হারানো মানুষগুলো ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতেও তারা ভুলে যায়। কেননা, নতুন করে ঘর তৈরি ও সংসার শুরু করার মতো আর্থিক সামর্থ্য তাদের নেই।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

উপন্যাস ও উদ্দীপকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনজীবনে দুর্ভোগের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা আমাদের গ্রাম্য জীবনের একটি অতি পরিচিত বাস্তব দৃশ্য। কুবের, আমিনুদ্দি বা কলিমুদ্দীনের মতো প্রতিবছরই হাজার হাজার মানুষ তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে এ দুর্ভোগের শিকার হয়। তাই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

৭. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহায়তায় গোলযোগপূর্ণ লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছে শত শত নিঃস্ব বাঙালি শ্রমিক। হুমায়ুন জীবিকার সন্ধানে সর্বস্ব বিক্রি করে পরিবারের মুখে অন্ন যোগানোর প্রত্যাশায় এক বছর পূর্বে লিবিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিল। কিন্তু ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মুখে সে লিবিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অনেক কষ্টে জান নিয়ে গ্রামে ফিরে আসার পর হুমায়ুন তার লিবিয়া-তিউনিসিয়া সীমান্তে আটকে পড়া বিভীষিকাময় দিনগুলোর অভিজ্ঞতার কথা বলে গ্রামবাসিদের কৌতূহল মেটায়। আজদারিয়ার জঙ্গি হামলা, লিবিয়ার দিকে মার্কিন রণতরীর এগিয়ে আসা, প্রাণে বাঁচতে হাজার হাজার বাঙালির আহাজারি, সীমান্ত পথে নানা দুর্ভোগ ও দিনের পর দিন না খেয়ে অতিবাহিত করাসহ নানা ভয়ংকর কাহিনী শুনতে গ্রামের অনকেকেই হুমায়ুনের বাড়িতে একে একে জড়ো হতে থাকে।

ক. রাসু কোথা থেকে পালিয়ে এসেছিল?

খ. গ্রাম ছাড়িয়া, দেশ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রার গভীর বিষাদ ওদের আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে– কেন, ব্যাখ্যা কর।

গ. হুমায়ুন রাসুরই প্রতিমূর্তি– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আলোকে উদ্দীপকটি বিশ্লেষণ কর।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) রাসু ময়নাদ্বীপ থেকে পালিয়ে এসেছিল।

খ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'র এ বাক্যে অসহায় উদ্বাস্তু মানুষদের কথা বলা হয়েছে। উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা হোসেন মিয়ার নৌকায় অবস্থানরত ময়নাদ্বীপগামী একটি অসহায় মুসলমান পরিবারের কথা যারা বাকহীন ও ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে। এটি মালুচরের রসুল মিয়ার পরিবার। হোসেন মিয়া তার সাম্রাজ্য জনাকীর্ণ করে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে অসহায় মানুষদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে দ্বীপে নিয়ে যাচ্ছে। অভাবী মানুষরা জীবন ও জীবিকার সন্ধানে অজানা দেশে পাড়ি জমিয়েছে। তারা জানে না সেখানে জীবন কেমন হবে। একটা অজানা আশংঙ্কা তাদের চোখে মুখে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বলা হয়েছে, গ্রাম ছাড়িয়া, দেশ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রার গভীর বিষাদ ওদের অচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে।

গ) খ্যাতিমান উপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে অনেকগুলো চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। উদ্দীপকে লিবিয়া ফেরত হুমায়ুনকে ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষদের একজন বলা যায়। ভাগ্যের পরিবর্তন করার মানসে হুমায়ূন এক বছর আগে আত্মীয় পরিজনকে ছেড়ে লিবিয়া পাড়ি জমিয়েছিল। ভেবেছিল সেখানে গিয়ে অধিক অর্থ উপার্জন করে দেশে পরিবার পরিজনের মুখে হাসি ফোটাবে। চলছিলও কোনো রকম। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের স্বীকার হয় হুমায়ূন। হঠাৎ করে সেদেশে যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় সবকিছু ছেড়ে শুধু কোনো রকমে তাকে নিঃস্ব অবস্থায় দেশে ফিরে আসতে হয়। আজ সে এবং তার পরিবার অবস্থায় পতিত হলেও তাকে ফিরে পেয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। একইভাবে উপন্যাসেও গরীব জেলে রাসু এতোটুকু সচ্ছলতার প্রত্যাশায় স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে প্রতিকূল অবস্থার মাঝে সংগ্রাম করে স্ত্রী-সন্তানদের হারিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় নিজের প্রাণটা নিয়ে কেতুপুরে পালিয়ে এসেছে। এসব দিক থেকে উদ্দীপকের

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

হুমায়ুনের সাথে রাসু চরিত্রের যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনোভাবে বাঁচতে চায়। এখানে রাসুর মতো হুমায়ুনও নতুন করে বাঁচার আশায় নিজের বাসভূমে ফিরে আসে।

ঘ) সাম্যবাদী সমাজ চেতনায় বিশ্বাসী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পদ্মানদীর মাঝি পদ্মা তীরবর্তী কেতুপুর ও আশপাশে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবন কাহিনী সংবলিত একটি কালজয়ী উপন্যাস। এ উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো রাসু। পীতম মাঝির ভাগ্নে রাসু তার ভাগ্য অন্বেষণে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে গিয়েছিল। রাসুও কেতুপুর গ্রামের ভাগ্য বিড়ম্বিত অন্যান্য মাঝির মতো মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো। কিন্তু মাছ ধরার সামান্য আয়ে তার সংসার চলতো না। তাই নতুন করে বাঁচার আশায় পরিবার-পরিজন নিয়ে সে ময়না দ্বীপে পাড়ি জমায়। আদিম মানুষের ন্যায় প্রাণান্তকর সংগ্রামের পর ময়নাদ্বীপে স্ত্রী-সন্তানদের সবাইকে হারিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় শুধু প্রাণটুকু নিয়ে সে আবার গ্রামে ফিরে আসে। একইভাবে উদ্দীপকের হুমায়ুনও পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ও নিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য এক বছর পূর্বে লিবিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিল। নিজের সর্বস্ব বিক্রি করে পরিবারের মুখে অন্ন যোগানোর প্রত্যাশায় লিবিয়ায় গিয়ে একটু ভালো আয়-রোজগারের জন্য সে প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সে দেশের সরকার প্রধানের সাথে দেশবাসীর যুদ্ধ লেগে যাওয়ায় হাজার হাজার মানুষের মতো হুমায়ুনও নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য সীমান্তে আশ্রয় নেয়। তারপর অনেক কষ্ট করে কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে সে দেশে ফিরে আসে। রাসু আর হুমায়ুন এ দেশের হাজারো ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষের প্রতিনিধি। তারা যেখানেই যায় দুর্ভাগ্য সেখানেই তাদের পিছু নেয়। বিচিত্র পৃথিবীতে এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

৮. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আলী হোসেনের স্ত্রী সাহানা প্রায় সারা বছর অসুস্থ থাকে। এ নিয়ে তার চারটি অপারেশন হলো। এর পেছনে আলী হোসেনকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে। এজন্য তাকে খানিকটা জমিজমাও বিক্রয় করতে হয়েছে। সাহানা প্রায়ই রাতে ঘুমোতে পারে না। তার দ্বারা অধিক পরিশ্রমের কাজও হয় না। এ নিয়ে আলী হোসেন তাকে প্রায়ই উচ্চবাচ্য করে। এরপরও সাহানা চুপ করে থেকে সে তার স্বামী ও সন্তানদের সন্তুষ্ট রাখতে চায়। সন্তানদের মুখে তুলে খাইয়ে দিতে চায়। খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো ছড়া কেটে প্রতিদিন সে তার বাচ্চাদের ঘুম পাড়ায়। স্বামী ও সন্তানদের সুখী করতে সে তার সাধ্যমতো চেষ্টা চালায়।

ক. নিজের ছেলে দুটিকে কে ঘরে আটকিয়ে রাখতে চায়?

খ. আদিম অসভ্যতার আবেষ্টনী, অভিনয় সুমার্জিত সভ্যতার– ব্যাখ্যা কর।

গ. তোমার পঠিত পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের কোন চরিত্রটির সাথে উদ্দীপকের সাহানার মিল রয়েছে?– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের আলোকে সাহানার ভাগ্যলিপি বিশ্লেষণ কর।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) নিজের ছেলে দুটিকে ঘরে আটকিয়ে রাখতে চায় মালা।

খ) কালজয়ী উপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি একটি আঞ্চলিক উপন্যাস। কেতুপুর গ্রামের ছেলেদের পাশাপাশি বাড়ির বৌ-ঝিরাও দিনরাত পরিশ্রম করে। ঘরের কাজ তো রয়েছেই। ধরে আনা মাছগুলো টুকরিতে করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রয় করতে হয়। বাড়িতে বসে ছেলেমেয়েদের যত্ন নেয়া জেলে পাড়ার মহিলাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হয় না। মায়ের দুধ খাওয়া পর্যন্তই মায়ের আদর যত্ন পাওয়া যায়। মালা পঙ্গু হওয়ায় অন্যান্য মহিলাদের মতো ব্যস্ততা থাকে না। তার অফুরন্ত সময় থাকায় ছেলে মেয়েগুলোর অতিরিক্ত যত্ন নেয়ার চেষ্টা করে। সন্ধ্যায় পর যখন সে সন্তানদের কাছে পায় মুখে তুলে ভাত খাইয়ে দেয়। গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়ায় এ যেন এক আদর্শ মাতৃমূর্তি। জেলে পাড়ার পরিবেশের সাথে তার এই আচরণ মোটেই খাপ খায় না। মাথায় উকুন, গায়ে মাটি, ছেড়া দুর্গন্ধ কাপড়, উলঙ্গ ছেলে-পুলে, স্যাত স্যাতে মাটির মেঝে এই সবকিছু এহেন আচরণের সঙ্গে বৈপরীত্য তৈরি করে।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

গ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি একটি কালজয়ী উপন্যাস। এ উপন্যাসে পদ্মাতীরের দরিদ্র জেলেদের জীবন-যাপনের এক নির্মম চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। কেতুপুর গ্রামের এক হতভাগ্য গৃহবধূ মালা। জন্ম থেকেই সে পঙ্গু। আজন্ম পঙ্গু এ মালা যেন সংসার ধ্যানে অনুরাগী এক চিরায়ত বাঙালি রমণী।

জেলে পাড়ার অন্যান্য মায়ের তুলনায় মালার সংসারধর্ম পালনে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। যদিও সে পঙ্গু তবুও আগলে রাখতে চায় স্বামী ও সন্তানদের। চিন্তা চেতনায় সে অন্যদের তুলনায় উন্নত মানসিকতার। জেলে পাড়ায় অবহেলিত ছেলে মেয়েদের মুখে ভাত তুলে খাইয়ে দিতে দেখেছি আমরা একমাত্র মালাকে। রূপকথার গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াতে দেখা যায় পঙ্গু মালাকে। কিন্তু পঙ্গুত্বের অভিশাপ তাকে স্বামীর সোহাগ থেকে বঞ্চিত করে। এদিক থেকে মালা সংসারের এক হতভাগ্য গৃহবধু। অন্যদিকে উদ্দীপকে বর্ণিত সাহানাও এক ধরনের পঙ্গুই বলা যায়। বহুবার অপারেশন হওয়ায় সংসারের গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ সে করতে পারে না। স্বামী সন্তানদের অনেক যত্ন করতে চেয়েও পারে না। তার পেছনে টাকা পয়সা ব্যয় হওয়ায় স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট। সেও মালার মতো সন্তানদের ঘুম পাড়ানি গান শোনায়। এতো কিছুর পরও অসুস্থতার কারণে স্বামী সোহাগ থেকে সে বঞ্চিত।

ঘ) ফ্রয়েডীয় ও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে সভ্যতার আলোকবঞ্চিত জেলে সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র চিত্রায়িত করতে গিয়ে সেখানকার এক হতভাগ্য গৃহবধুর জীবন কাহিনী বিবৃত করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মানদীর শ্রমজীবী মানুষদের জীবনচিত্র আঁকতে গিয়ে সংসার ধর্মে পরিপাটি মানসিকতার এক শাশ্বত বাঙালি নারী চরিত্রকে তুলে এনেছেন– যে কিনা আজন্ম পঙ্গুত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত। সে পঙ্গু বটে কিন্তু সংসারের সকলকে মায়ার বন্ধনে আগলে রাখতে চায়। নিথর নিষ্প্রভ জীবনে স্বামী তাকে প্রতিনিয়ত অবহেলা করে। মালা একজন উপেক্ষিত বঞ্চিত ও নিঃস্ব--। নিজের চোখের সামনে স্বামীকে নিজের ছোট বোনের সাথে অবৈধ প্রণয়ে আসক্তি দেখেও প্রতিবাদহীন অবস্থায় তাকে থাকতে হয়। আবহমান বাংলার শতকোটি নারীকেই এমন নিঃসঙ্গ ও অসহায় অবস্থায় পড়তে হয় বটে কিন্তু মালা তার পঙ্গুত্বের কারণে আজ যেন একটু বেশিই অসহায়। তার অবস্থা আজ অরো বেশি মর্মান্তিক।

উদ্দীপকে বর্ণিত সাহানাকেও আমরা অসহায় এক গৃহবধু হিসেবে দেখতে পাই। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের স্বীকার হয়ে তাকে তার সময়ই অসুস্থ থাকতে হয়। মানুষের সুস্থতা-অসুস্থতার ওপর তার নিজের কোনো হাত প্রায় না থাকলেও তাকে সংসারে সকলের কাছ থেকে গঞ্জনার স্বীকার হতে হয়। স্বামী-সন্তানকে অধিক ভালোবাসায় আগলে রাখতে চাইলেও তাকে কেউ সময় দেয় না। উপরন্তু স্বামী তাকে নানাভাবে অপদস্ত করে। বেঁচে থাকার এহেন মির্মম পরিস্থিতি নিরবে মেনে নেয়া ছাড়া সাহানার যেন আর কিছুই করার থাকে না। সে সব সময় স্বামীকে সুখী করতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। ব্যর্থ হয়, তবুও তার চেষ্টার যেন শেষ নেই। কুবের যেমন মালাকে কোনো বিষয়ে কথা বলতে দেয় না। তেমনি সাহানাকেও স্বামীর গালমন্দ উপেক্ষা করে সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।

মালা ও সাহানা দু'জনই শাশ্বত বাঙালি নারী চরিত্র। স্বামী-সন্তানকে অবলম্বন করেই তাদের বাঁচার প্রত্যাশা। তাদের বেশি কিছু প্রত্যাশা না থাকলেও প্রতিনিয়ত উপেক্ষিত ও অনাদৃত থেকে তাদের জীবন কাটাতে হয়। মালা ও সাহানা আবহমানকালের প্রতিবাদহীন নির্বাক হাজারো বাঙালি নারী চরিত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। এরা দুজনই সমাজ সংসারের ভাগ্যবিড়ম্বিত গৃহবধূ।

৯. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সামান্য কিছু পুঁজি সঙ্গে নিয়ে ঢাকা শহরে ব্যবসা করতে আসে নোয়াখালির শফিক। ঢাকায় এসে প্রথমে সে অবস্থান নেয় কারওয়ান বাজারের পাশের একটি বস্তিতে। ধীরে ধীরে আশ-পাশের মানুষের সঙ্গে গড়ে উঠে তার সখ্য। ছোট-খাট ব্যবসাও শুরু করে সে। ব্যবসা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে সে চোরাকারবারের সাথে জড়িয়ে পড়ে। রাতারাতি হয়ে উঠে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। তার জীবনযাপনে আসে পরিবর্তন। বস্তি এলাকা ছেড়ে বাসা নেয় অভিজাত আবাসিক এলাকায়। বড় জায়গায় বিয়ে করে। কিছুদিনের মধ্যে বেশ কয়েকটি কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেরও মালিক হয় সে। কিন্তু তারপরও বস্তিবাসীদের কাছ থেকে নিজেকে সে সরিয়ে নেয় না। তাদের দুঃখ-দুর্দশায় সব সময় সে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ক. হোসেন মিয়া কেতুপুর এসে প্রথম কার বাড়িতে আশ্রয় নেয়?
খ. 'হোসেন মিয়ার যে ক্ষতি করে, শাস্তি সে তাহাকে নির্মমভাবেই দেয়।'– কেন, ব্যাখ্যা কর।
গ. শফিক হোসেন মিয়ারই এক সার্থক প্রতিচিত্র– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের আলোকে শফিক চরিত্রটির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) হোসেন মিয়া কেতুপুর এসে প্রথম জহর মাঝির বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

খ) বড় অমায়িক ব্যবহার হোসেন মিয়ার। লালচে রঙের দাড়ির ফাঁকে সবসময় মিষ্টি করে হাসে সে। ধনী-দরিদ্র, ভদ্র-অভদ্রের পার্থক্য তার কাছে নেই। সকলের সঙ্গে তার সমান মৃদু ও মিঠা কথা। জেলেপাড়ায় সে নির্দ্বিধায় যাতায়াত করে। হোসেন মিয়া হাসিমুখে একেবারে বাড়ির ভিতরে গিয়ে জেঁকে বসে গল্পগুজব করে। তার মতলব হাসিলের আয়োজন আরম্ভ করলেও জেলে পাড়ার লোকজন তাকে কিছু বলতে পারে না। কেননা বর্ষাকালে ঘরের ফুটা চাল মেরামত করা, উপবাসের সময় বিনা সুদে কর্জ দিয়ে সে জেলে পাড়ার মানুষকে সহযোগিতা করত। বিপদে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াত। তাই কেউ তার ক্ষতি করলে নির্মমভাবে সে তাকে শাস্তি দিত।

গ) উপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের হোসেন মিয়া ও উদ্দীপকের শফিকের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। দু'জনই ব্যবসা করে এবং অবস্থার পরিবর্তনের জন্য অবৈধ উপার্জনের পথ বেছে নেয়।
উপন্যাসে বর্ণিত হোসেন মিয়া লোকটি বহুদর্শী ও বহু অভিজ্ঞ এক ব্যক্তি। কেতুপুর এলাকায় প্রথমে তাকে দীনহীন ও কর্পদকশূন্য এক ব্যক্তিরূপে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু অসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী কর্মী ও উদ্যমী এই ব্যক্তিটির ভাগ্য পরিবর্তনটা যেন ভেল্কিবাজির মতো মনে হয়। নানা দিক থেকে নানারকম ব্যবসার মধ্য দিয়ে সে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠে। কেতুপুর এলাকার দীন-দরিদ্র মানুষের কাছে সে চির কৃতজ্ঞ। সে তাদের পরম বন্ধুও। বিপদে-আপদে সে সকলের পাশে দাঁড়ায়। নিঃস্বার্থভাবেই সে তাদের সহায্য-সহযোগিতা করতো। কিন্তু তারপরও পদ্মা নদীর মাঝিরা তাকে খুব একটা বিশ্বাস করতো না। তারা মনে করতো হোসেন মিয়া মতলববাজ। তবু তার সামনে গেলে তারা সব কিছুই ভুলে যেতো। তাদের কাছে হোসেন মিয়া ছিল এক রহস্যময় ব্যক্তি। কুবের যখন হোসেন মিয়ার নৌকায় কাজ নেয় তখন সে তার নানামুখী ব্যবসার অনেক কথাই জানতে পারে । কিন্তু তারপরও এ নিয়ে সে কিছু বলতে সাহস পায়না।
উদ্দীপকের শফিকও ব্যবসার উদ্দেশে গ্রাম থেকে শহরে আসে। শহরে এসে প্রথমে ছোটখাটো ব্যবসাও শুরু করলেও কিছুদিনের মধ্যেই সে হোসেন মিয়ার মতো চোরাকারবারে জড়িয়ে পড়ে। ফলে অল্প দিনেই আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে ওঠে সে। তারপর বস্তি ছেড়ে এক সময় সে অভিজাত এলাকার বাসিন্দা হয়ে ওঠলেও হোসেন মিয়ার মতোই দরিদ্র বস্তিবাসীদের কথা ভুলতে পারে না। হোসেন মিয়ার মতো সেও তাদের নানা আপদে-বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। অর্থ-বিত্ত তাকে অমানুষ বা অকৃতজ্ঞ করেনি। তাই তো হোসেন মিয়ার মতো সেও উপরে উঠে গিয়ে বার বার নিজেকে নিচে নামিয়ে এনেছে। বস্তিবাসীদের যে কোনো দুঃখ-দুর্দশায় পরম বন্ধু হিসেবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের কৃতজ্ঞতাবোধের প্রমাণ দিয়েছে। এদিক থেকে শফিক আর হোসেন মিয়া যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

ঘ) বাংলাদেশের বিখ্যাত নদী পদ্মা ও তার তীর সংলগ্ন কিছু এলাকার জনজীবনের পটভূমিকায় লেখা বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত একটি আঞ্চলিক উপন্যাসের নাম 'পদ্মা নদীর মাঝি'। এ উপন্যাসের একটি বিশেষ চরিত্র হলো হোসেন মিয়া। সামন্ততান্ত্রিক প্রথার বিরুদ্ধে সাম্যবাদী চেতনা নিয়ে আবির্ভূত এ হোসেন মিয়াই উপন্যাসের পুরো কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।
উদ্দীপকে বর্ণিত শফিক নোয়াখালির প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ব্যবসার জন্য ঢাকায় আসে। তারপর ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করার কিছুদিনের মধ্যে নিজেকে চোরাকারবারের সাথে জড়িয়ে ফেলে। এতে দ্রুত সে তার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়। ঢাকায়

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

আসার পর প্রথমে যে বস্তিতে সে বাস করতো সেখানকার মানুষের সে পরম বন্ধু। বিপদ-আপদের ত্রাণকর্তা। তাই তারা তার চোরাকারবারের কথা জানলেও কেউ কখনো মুখ ফুটে কিছু বলে না।

উপন্যাসের রহস্যময় চরিত্র হোসেন মিয়া। তারও বাড়ি নোয়াখালি। কয়েক বছর ধরে সে কেতুপুরে বাস করছে। তার বয়স কত চেহারা দেখে তা অনুমান করা যায় না। পাকা চুলে সে কলপ দেয়, নুরে মেহেদি রঙ লাগায়, কানে আতরমাখানো তুলা গুঁজে রাখে। প্রথম যখন সে কেতুপুরে এসেছিল পরনে ছিল একটা ছেঁড়া লুঙ্গি, মাথায় একঝাঁক রুক্ষ চুল-ঘষা দিলে গায়ে খড়ি উঠত। জেলেপাড়া নিবাসী মুসলমান মাঝি জহরের বাড়িতে সে আশ্রয় নেয়, জহরের নৌকায় বৈঠা বাইত। আজ সে তার তৈল চিক্কন শরীরটিকে আজানুলম্বিত পাতলা পাঞ্জাবিতে ঢেকে রাখে, নিজের পানসিতে এখানেসেখানে পাড়ি জমায়। নানা দিকে নানারকম ব্যবসার মধ্য দিযে সে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। সে কেতুপুর সংলগ্ন এলাকার দীন-দরিদ্র জেলে মাঝিদের পরম বন্ধুরূপে আবির্ভূত হয়। সে হয়ে ওঠে তাদের নিত্যদিনের সুখ-দুঃখের সাথী।

চারিত্রিক দিক থেকে উদ্দীপকের শফিক ও হোসেন মিয়ার যথেষ্ট মিল রয়েছে। তারা আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে চোরাকারবারের সাথে যুক্ত হয়েছে। এদিক থেকেও উভয়ের মধ্যে মিল রয়েছে। সব মিলিয়ে তারা এ সমাজের এমন একটি বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করছে, যে শ্রেণি পর্দার আড়াল থেকে সমাজকে খুব শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করছে।

১০. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১০ মার্চ ২০১১। রাত ১০টা হঠাৎ করেই টেলিভিশনের পর্দায় জাপানের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সুনামি ও ভূমিকম্পের চিত্র ফুটে উঠে। সুনামি ও ভূমিকম্পে জাপানের পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। মানুষের ঘরবাড়ি, যানবাহন সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় সমুদ্রগর্ভে। প্রাণহানি ঘটে হাজার হাজার মানুষের।

ক. ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসে কোন ঝড়ের বর্ণনা রয়েছে?

খ. ‘আশ্বিনের ঝড়ে সব আশা-ভরসা তাহার উড়িয়া গিয়াছে’- কেন ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুনামির ফলে জাপানে যে ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছে তার সাথে কেতুপুরের ঘূর্ণিঝড়ের তুলনা কর।

ঘ. ‘জাপানের পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়’– ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসে আশ্বিন মাসের ঝড়ের বর্ণনা রয়েছে।

খ) কেতুপুরের দারিদ্র্যক্লিষ্ট গরিব জেলে কুবের মাঝি। গোপীর বিয়ে নিয়ে কুবেরের একটি স্বপ্ন ছিল। তার আশা ছিল গণেশের বিত্তবাস শালা যুগলের সঙ্গে গোপীর বিয়ে দিয়ে অন্তত চার কুড়ি টাকা পণ লাভ করবে। এতে সে অর্থনৈতিকভাবে যেমন লাভবান হবে, তেমনই গোপীও সুখে থাকবে। কিন্তু এ বছর আশ্বিনের ঝড়ের কারণে তার সব আশা গুড়েবালি হয়ে গেল। কেননা, এ ঝড়ে গোপীর পা ভেঙে যায়। এ জন্য যুগল চার কুড়ি টাকা পণ দিয়ে গোপীর পরিবর্তে সোনাখালির এক রূপসী কন্যাকে বিয়ে করে ঘরে আনে। অথচ এ টাকাটা কুবেরেরই পাওয়ার কথা ছিল। তাই আশ্বিনের নির্মম ঝড়ে কুবেরের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত ১০ মার্চ ২০১১ জাপানে যে ভূমিকম্প ও সুনামি হয় তাতে করে ঘরবাড়ি সহ হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। পূর্বাঞ্চলের শহরগুলোতে ধ্বংস তাণ্ডবলীলা ঘটেছে তা বর্ণনাতীত। সেখানে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে প্রিয়জন হারানোর হাহাকার। আবার কেউ কেউ সমুদ্র উপকূলে দাঁড়িয়ে স্বজনের ফিরে আসার অপেক্ষার প্রহর গুণছে। তেমনি ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসেও আশ্বিনের মাঝামাঝি সময় পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুর গ্রামে ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলা চলে। সারা রাতভর এই তাণ্ডবলীলা শেষে সকালে ঝড় কমে আসলেও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি অব্যাহত থাকে। ইলিশের মরশুম যেহেতু ফুরিয়ে আসতে শুরু করে তাই এসময় শেষ বাড়তি উপার্জনের আশায় জেলেপাড়ার সমর্থদেহ সব পুরুষ একসাথে নৌকা নিয়ে দূর-দূরান্তে চলে যায়। তারাও এ ঝড়ের কবলে পড়ে। ঝড়ের পর জেলে পাড়ার দিকে তাকানো যায় না, ঘন-সন্নিবিষ্ট কুটিরগুলোকে দেখে মনে হয়, কে যেন

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

আবর্জনার মতো তাদের চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। কোনো ঘর কাত হয়ে পড়েছে তো কোনো ঘরের চালা নেই। কোনো ঘরের চালা উপরে গিয়ে পড়ে আছে আবার পীতম মাঝির গোয়াল ঘরের উপর। মুসলমান মাঝিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমিনুদ্দি। তার ছেলে ও স্ত্রী ঘরের চাপায় মৃত্যুবরণ করে। ভীত বিবর্ণ মুখে কাঁদতে কাঁদতে জেলেপাড়ার প্রায় সব নর-নারীই ঝড়ের কবলে পড়া তাদের স্বজনদের অপেক্ষায় পদ্মাতীরে গিয়ে দাঁড়ায়। আরক্ত চোখে চেয়ে থাকে উন্মত্ত জলরাশির দিকে। এই বুঝি তারা ফিরে আসছে।
উদ্দীপকে সুনামি ও ভূমিকম্পের ফলে জাপানে ধ্বংস ও তাণ্ডবলীলার যে চিত্র আমরা দেখতে পাই 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে আশ্বিনী ঝড়ের তাণ্ডবলীলায় সেই একই ধরনের চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

ঘ) আশ্বিন মাসের ঝড়ে কেতুপুরের জেলেপাড়ায় যে ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে আসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে তার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।
এ ঝড়টি প্রবাহিত হয় আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি সময়ে। দু'দিন পর যেহেতু ইলিশ ধরার মরসুম ফুরিয়ে যাবে তাই জেলেপাড়ার সমর্থদেহ পুরুষ যারা ছিল তারা সবাই সেদিন নৌকা নিয়ে মাছ ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ে। এমন সময় শুরু হয় ঝড়। সবাই এ ঝড়ের কবলে পড়ে। ঝড় শুরু হলে ঘরে ঘরে মেয়েরা উঠানে পিঁড়ি পেতে রাখে, ঝড়ের দেবতা সেই পিঁড়িতে বসবে, শান্ত হবে। পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা ও মঙ্গল কামনায় ঘরের মেয়েরা কপাল কুটে মধুসূদনকে ডাকতে থাকে। সকালে ঝড়ের প্রকোপ কিছুটা কমে আসলে দমকা হাওয়া পুরোপুরি থামে না। সেই সাথে চলে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। গতকালের ঝড়ে জেলেপাড়া লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। ঘরগুলো আবর্জনার মতো চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কারও ঘরে চালা নেই। কারও বাড়িতে বড় বড় গাছ উপড়ে পড়েছে। মুসলমান পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে আমিনুদ্দির। আমিনুদ্দির ঘর পড়ে তার স্ত্রী ও ছেলে মারা গেছে। অজানা আশঙ্কায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ঘরের মেয়েরা নদীর তীরে স্বজনদের জন্য অপেক্ষা করছে কখন তারা ফিরবে।
উদ্দীপকেও আমরা এমন চিত্রের প্রতিফলন দেখতে পাই। ভূমিকম্প ও সুনামিতে জাপানের পূর্বাঞ্চল ধ্বংস্তুপে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার মৃতদেহ ভেসে আসছে উপকূল থেকে। বসতবাড়ি, যানবাহন সব ভেসে গেছে। আধুনিক বিশ্বের অন্যতম প্রযুক্তি সমৃদ্ধ দেশ জাপান মুহূর্তে যেন ভয়াবহ এক ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। যারা বেঁচে আছে তারা জানে না তাদের স্বজনরা কে কোথায় আছে। তবু তাদের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে তারা। এ যেন পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুরবাসীদেরই ভাগ্য বিড়ম্বনার এক ভিন্নতর সংস্করণ।
প্রকৃতির কাছে কেতুপুর নিবাসী দরিদ্র জেলে সম্প্রদায়ের মতো জাপানের মতো উন্নত রাষ্ট্রের নাগরিকরাও যেন সমান অসহায়। তাই মানুষে-মানুষে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের সবারই সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। নইলে এর ভয়াল হিংস্র থাবা থেকে আমরা কেউই রক্ষা পাবো না।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানমূলক প্রশ্নাবলি

১. ‘পদ্মানদীর মাঝি’ কোন ধরনের উপন্যাস?
উত্তর: ‘পদ্মানদীর মাঝি’ একটি আঞ্চলিক উপন্যাস।

২. মিছা কইলাম নাকি রে কুবির?’– এ উক্তিটি কার?
উত্তর: ‘ মিছা কইলাম নাকি রে কুবির’– এ উক্তিটি ধনঞ্জয়ের।

৩. কুবেরের মেয়ের নাম কী?
উত্তর: কুবেরের মেয়ের নাম গোপী।

৪. রথের উৎসব কোন গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: কেতুপুর গ্রামে রথের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

৫. ‘উপন্যাস’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ কী?
উত্তর: উপন্যাস শব্দের আক্ষরিক অর্থ কাল্পনিক কাহিনী।

৬. শ্যামাদাসের বাড়ি কোন গ্রামে?
উত্তর: শ্যামাদাসের গ্রামের নাম আকুরটাকুর।

৭. আশ্বিনের ঝড়ে কার পা ভেঙেছিল?
উত্তর: আশ্বিনের ঝড়ে গোপীর পা ভেঙেছিল।

৮. ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কে?
উত্তর: ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের।

৯. ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের নায়িকা কে?
উত্তর: ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের নায়িকা কপিলা।

১০. ‘আমারে নিবা মাঝি লগে’ -উক্তিটি কার?
উত্তর: ‘আমারে নিবা মাঝি লগে’ -উক্তিটি কপিলার।

১১. কুবের পদ্মার কোথায় মাছ ধরছিল?
উত্তর: কুবের দেবীগঞ্জের মাইল দেড়ের উজানে মাছ ধরছিল।

১২. ময়নাদ্বীপ কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: ময়নাদ্বীপ নোয়াখালির সন্দ্বীপে অবস্থিত।

১৩. কুবের যে নৌকা দিয়ে মাছ ধরছিল তার মালিক কে?
উত্তর: কুবের যে নৌকা দিয়ে মাছ ধরছিল তার মালিক ধনঞ্জয়।

১৪. আগাগোড়া নৌকার হাল ধরে বসে থাকে কে?
উত্তর: আগাগোড়া নৌকার হাল ধরে বসে থাকে ধনঞ্জয়।

১৫. কুবের টাকার অভাবে কার পুকুর জমা নিতে পারেনি?
উত্তর: কুবের টাকার অভাবে অখিল সাহার পুকুর জমা নিতে পারেনি।

১৬. বিপুলা পদ্মা কখন কৃপণ হয়ে যায়?
উত্তর: ইলিশের মৌসুম ফুরালে বিপুলা পদ্মা কৃপণ হয়ে যায়।

১৭. কুবেরের অত্যন্ত অনুগত কে?
উত্তর: কুবেরের অত্যন্ত অনুগত গণেশ।

১৮. ‘হ গীত না তর মাথা’– কথাটি কার?
উত্তর: ‘হ গীত না তর মাথা’– কথাটি কুবেরের।

১৯. একশ’র মধ্যে চালান বাবুকে কয়টি মাছ চাঁদা দিতে হয়?
উত্তর: একশ’র মধ্যে চালান বাবুকে পাঁচটি মাছ চাঁদা দিতে হয়।

২০. কুবের চুরি করা মাছ কাকে দেয়?
উত্তর: কুবের চুরি করা মাছ শীতলবাবুকে দেয়।

২১. ধনঞ্জয় মাছ বিক্রি করে কুবেরকে কয়টি মাছের হিসাব দেয়?
উত্তর: ধনঞ্জয় মাছ বিক্রি করে কুবেরকে দু’শ সাতান্নটি মাছের হিসাব দেয়।

২২. ঈশ্বর কোন পলণ্টীতে থাকেন?
উত্তর: ঈশ্বর থাকেন ভদ্র পল্লীতে।

২৩. ‘পুলা দিয়া করুম কী’– উক্তিটি কার?
উত্তর: ‘পুলা দিয়া করুম কী’– উক্তিটি কুবেরের।

২৪. কেতুপুর গ্রামের বিন্দা মাঝির ছেলের নাম কী?
উত্তর: কেতুপুর গ্রামের বিন্দা মাঝির ছেলের নাম রাসু।

২৫. কুবেরের বাবার নাম কী?
উত্তর: কুবেরের বাবার নাম হারাধন।

২৬. পদ্মার ওপারের গ্রামের নাম কী?
উত্তর: পদ্মার ওপারের গ্রামের নাম সোনাখালি।

২৭. অন্নবাবার মাঠে কোন দিন মেলা বসে?
উত্তর: অন্নবাবার মাঠে মেলা বসে রথের দিন।

২৮. কোন দুটি দিন মেলায় ভিড় হয়?
উত্তর: মেলায় ভিড় হয় প্রথম ও শেষ দিন।

২৯. হোসেন মিয়া প্রথম এসে কেতুপুরের কার বাড়িতে আশ্রয় নেয়?
উত্তর: হোসেন মিয়া কেতুপুরের জহর মাঝির বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

৩০. হোসেন মিয়া কেমন ব্যক্তি?
উত্তর: হোসেন মিয়া একজন রহস্যময় ব্যক্তি।

৩১. জেলেপাড়ার কয় ঘর মাঝিকে প্রথমে ময়নাদ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়?
উত্তর: জেলেপাড়ার তিন ঘর মাঝিকে প্রথমে ময়নাদ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়।

৩২. রাসু ময়নাদ্বীপে গিয়েছিল কত বছর আগে?
উত্তর: রাসু ময়নাদ্বীপে গিয়েছিল তিন বছর আগে।

৩৩. ময়নাদ্বীপ থেকে রাসু কোন মাসে পালিয়ে এসেছিল?
উত্তর: ময়নাদ্বীপ থেকে রাসু বৈশাখ মাসে পালিয়ে এসেছিল।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৩৪. রাসুর পরিবারে কয় জন সদস্য ছিল?
উত্তর: রাসুর পরিবারে রাসুসহ পাঁচজন সদস্য ছিল।

৩৫. রাসুর মামার বয়স কত?
উত্তর: রাসুর মামার বয়স আশি বছর।

৩৬. সিধু দাস কয় পয়সা নিয়ে মেলায় গিয়েছিল?
উত্তর: সিধু দাস এক পয়সা নিয়ে মেলায় গিয়েছিল।

৩৭. কুবেরের প্রতিবেশীর নাম কী?
উত্তর: কুবেরের প্রতিবেশীর নাম সিধু দাস।

৩৮. মনে মনে কার ওপর কুবেরের রাগ ছিল?
উত্তর: মনে মনে আমিনুদ্দির ওপর কুবেরের রাগ ছিল।

৩৯. মেজকর্তার প্রকৃত নাম কী?
উত্তর: মেজকর্তার প্রকৃত নাম অনন্ত তালুকদার।

৪০. ময়নাদ্বীপের মালিক কে?
উত্তর: ময়নাদ্বীপের মালিক হোসেন মিয়া।

৪১. কুবের বাজারে কোন বিনোদনের খবর পেয়েছিল?
উত্তর: কুবের বাজারে 'ভাসান যাত্রা'-র খবর পেয়েছিল।

৪২. গণেশের স্ত্রীর নাম কী?
উত্তর: গণেশের স্ত্রীর নাম উলুপী।

৪৩. কুবেরের শ্যালকের নাম কী?
উত্তর: কুবেরের শ্যালকের নাম অধর।

৪৪. পীতমের ছেলের নাম কী?
উত্তর: পীতমের ছেলের নাম মাখন।

৪৫. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের নায়িকা কপিলার স্বামীর নাম কী?
উত্তর: 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের নায়িকা কপিলার স্বামীর নাম শ্যামাদাস।

৪৬. যুগল কোন গ্রামের রূপসী কন্যাকে বিয়ে করেছে?
উত্তর: যুগল সোনাখালী গ্রামের রূপসী কন্যাকে বিয়ে করেছে।

৪৭. যুগল কত টাকা পণ দিয়ে বিয়ে করেছে?
উত্তর: যুগল চার কুড়ি টাকা পণ দিয়ে বিয়ে করেছে।

৪৮. হোসেন মিয়া আমিনুদ্দির সঙ্গে কার নিকা দেন?
উত্তর: হোসেন মিয়া আমিনুদ্দির সঙ্গে নছিবনকে নিকা দেন।

৪৯. ময়নাদ্বীপের পরিসর কত মাইল?
উত্তর: ময়নাদ্বীপের পরিসর এগারো মাইল।

৫০. হোসেন মিয়ার উপনিবেশের লোক সংখ্যা কত?
উত্তর: হোসেন মিয়ার উপনিবেশের লোক সংখ্যা একশর কম নয়।

৫১. ময়নাদ্বীপের মোড়ল হলো কে?
উত্তর: ময়নাদ্বীপের মোড়ল হলো বিপিন।

৫২. ময়নাদ্বীপের আদি বাসিন্দা কে?
উত্তর: ময়নাদ্বীপের আদি বাসিন্দা বসির।

৫৩. কেতুপুরের দুজন মুসলমান মাঝির নাম কী?
উত্তর: কেতুপুরের দুজন মুসলমান মাঝির নাম জহর ও আমিনুদ্দি।

৫৪. মালা কার নৌকায় আমিন বাড়ি হাসপাতালে গিয়েছিল?
উত্তর: মালা মেঝবাবুর নৌকায় আমিন বাড়ি হাসপাতালে গিয়েছিল।

৫৫. গোপীর বিয়ে হয়েছিল কার সাথে?
উত্তর: গোপীর বিয়ে হয়েছিল বঙ্কুর সাথে।

৫৬. বৈকুণ্ঠ কার কাছে ময়নাদ্বীপের কথা শুনেছে?
উত্তর: বৈকুণ্ঠ শ্যামাদাসের নিকট ময়না দ্বীপের কথা শুনেছে।

৫৭. পায়ের সমস্যা ছাড়াও আরও একটি পঙ্গুত্ব কী?
উত্তর: পায়ের সমস্যা ছাড়াও আরও একটি সমস্যা, সে হাসতে জানে না।

৫৮. 'আজান খুড়ার' আসল নাম কী?
উত্তর: 'আজান খুড়ার' আসল নাম ধনঞ্জয়।

৫৯. গণেশের শালার নাম কী?
উত্তর: গণেশের শালার নাম যুগল।

৬০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারের সাঁওতাল পরগনা জেলার দুমকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

৬১. ধনঞ্জয়ের গ্রামের নাম কী?
উত্তর: ধনঞ্জয়ের গ্রামের নাম কেতুপুর।

৬২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কবে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

৬৩. কে গগন ঘোষকে মেরে জখম করেছে?
উত্তর: এনায়েত গগন ঘোষকে মেরে জখম করেছে।

৬৪. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি কবে প্রকাশিত হয়?
উত্তর: 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৬৫. হোসেন মিয়া কুবেরের কত টাকা মাফ করেছিল?
উত্তর: হোসেন মিয়া কুবেরের দুই টাকা মাফ করেছিল।

৬৬. 'হালা ডাকাইত'– এ উক্তিটি কার প্রসঙ্গে করা হয়েছিল?
উত্তর: 'হালা ডাকাইত'– এ উক্তিটি শীতল বাবুর প্রসঙ্গে করা হয়েছিল।

৬৭. কপিলার স্বামীর বাড়ী কোন গ্রামে?
উত্তর: কপিলার স্বামীর বাড়ী আকুরটাকুর গ্রামে।

৬৮. 'না গেলা মাঝি, জেল খাট'– উক্তিটি কার?
উত্তর: 'না গেলা মাঝি, জেল খাট'– উক্তিটি কপিলার।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৬৯. ঘূর্ণিঝড়ে কার বউ মারা গেছে?
উত্তর: ঘূর্ণিঝড়ে আমিনুদ্দির বউ মারা গেছে।
৭০. পীতম মাঝির বাড়ি কোথায়?
উত্তর: পীতম মাঝির বাড়ি কেতুপুরের জেলেপাড়ার একেবারে উত্তর সীমান্তে।
৭১. যুগীর বয়স কত?
উত্তর: যুগীর বয়স বাইশ বছর।
৭২. গোপীর বয়স কত?
উত্তর: গোপীর বয়স এগার।
৭৩. কুবের মাঝি কার কয়লা চুরি করেছে?
উত্তর: কুবের মাঝি দেবীগঞ্জের রেল কোম্পানীর কয়লা চুরি করেছে।
৭৪. ধনঞ্জয় মাছের কত অংশ ভাগ পায়?
উত্তর: ধনঞ্জয় মাছের অর্ধেক অংশ ভাগ পায়।
৭৫. বৈকুণ্ঠপুরী কার?
উত্তর: বৈকুণ্ঠপুরী শ্যামাদাসের।
৭৬. যুগল কত বছর বয়স অবধি বিয়ে করতে পারেনি?
উত্তর: যুগল বত্রিশ বছর বয়স অবধি বিয়ে করতে পারেনি।
৭৭. ঝড়ের দেবতা কিসে বসবেন?
উত্তর: ঝড়ের দেবতা পিঁড়িতে বসবেন।
৭৮. 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে চির যৌবনা কে?
উত্তর: 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের চির যৌবনা বিশাল পদ্মানদী।
৭৯. কুবেরের কয় পয়সার তেল কিনে এনেছিল?
উত্তর: কুবেরের দুই পয়সার তেল কিনে এনেছিল।
৮০. কুবেরর কয় ছেলে-মেয়ে?
উত্তর: কুবেরের চার ছেলে-মেয়ে।
৮১. 'অন্নবাবার মাঠ' কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: পদ্মার পাড়ে ছকোশের পথের এক পাশে।
৮২. মহকুমা শহরের নাম কী?
উত্তর: মহকুমা শহরের নাম আমিনবাড়ি।
৮৩. বঙ্কু ও গোপী কয় মাস দেশে থাকবে?
উত্তর: বঙ্কু ও গোপী দুই মাস দেশে থাকবে।
৮৪. মালা কার সঙ্গে আমিন বাড়ি গিয়েছিল?
উত্তর: মালা রাসুর সঙ্গে আমিন বাড়ি গিয়েছিল।
৮৫.কেতুপুর থেকে পাঁচ মাইল দূরে কোন চর অবস্থিত?
উত্তর: কেতুপুর থেকে পাঁচ মাইল দূরে চন্নার চর অবস্থিত?
৮৬. হোসেন মিয়া কোন এলাকার বাসিন্দা ছিল?
উত্তর: হোসেন মিয়া নোয়াখালি এলাকার বাসিন্দা ছিল।
৮৭. রসুলের বাড়ি কোথায়?
উত্তর: রসুলের বাড়ি মালুর চর।
৮৮. রথের উৎসব কোথায় হয়?
উত্তর: রথের উৎসব সোনাখালী গ্রামে হয়?
৮৯. 'উপন্যাস' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
উত্তর: 'উপন্যাস' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে।
৯০. বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক কে?
উত্তর: বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৯১. বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সার্থক উপন্যাস কোনটি?
উত্তর: বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সার্থক উপন্যাস দুর্গেশ-নন্দিনী।
৯২. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি কে লিখেছেন?
উত্তর: 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি লিখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।
৯৪. পদ্মানদীর অপর নাম কী?
উত্তর: পদ্মানদীর অপর নাম কীর্তিনাশা।
৯৫. কুবেরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কে?
উত্তর: কুবেরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গণেশ।
৯৬. হোসেন মিয়া কুবেরের জন্য কত টাকা খত লিখেছিল?
উত্তর: হোসেন মিয়া কুবেরের জন্য একুশ টাকা দশ আনার খত লিখেছিল।
৯৭. বঙ্কু গোপীকে বিয়ে করতে কত টাকা পণ দিয়েছিল?
উত্তর: বঙ্কু গোপীকে বিয়ে করতে পাঁচ কুড়ি টাকা পণ দিয়েছিল।
৯৮. হোসেন মিয়া কোথায় নতুন সমাজের পত্তন করেন?
উত্তর: হোসেন মিয়া ময়নাদ্বীপে নতুন সমাজের পত্তন করেন।
৯৯. কত বছর বয়সে হোসেন বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল?
উত্তর: হোসেন বিশ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

১. কিন্তু শরীরের দিকে তাকাইবার অবসর কুবেরের নাই।

উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে উপর্যুক্ত উক্তিটি নেয়া হয়েছে। পদ্মাপাড়ের কেতুপুর গ্রামের সংগ্রামশীল দরিদ্র জেলে কুবেরকে লক্ষ্য করেই উদ্ধৃত উক্তিটি করা হয়েছে।

কুবের জেলে সমাজের একজন দরিদ্র জেলে। তার নিজস্ব কোনো জাল বা নৌকা নেই। তাই ধনঞ্জয় বা অন্যদের নৌকায় দু আনা-চার আনা ভাগে মজুরি খাটে। টাকার অভাবে এবারও অখিল সাহার পুকুরটি সে জমা নিতে পারেনি। সারা বছর তাকে পদ্মার মাছের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। কুবেরের মতো গরিব মাঝির পক্ষে বিশাল পদ্মার বুকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করা সত্যিই অসাধ্যের ব্যাপার। বর্ষার সময়ই ইলিশ ধরার মৌসুম। এই সময়টাতেই পদ্মায় বিপুল পরিমাণ ইলিশ মাছ ধরা পড়ে। অন্য সময় বিপুলা পদ্মা অত্যন্ত কৃপণ হয়ে যায়। তখন পদ্মানদী তার মীন সন্তানগুলোকে কোথায় যেন লুকিয়ে ফেলে। শত চেষ্টা করেও তখন আর খুব একটা মাছ পাওয়া যায় না। এ সময় সহায় সম্বলহীন দরিদ্র কুবের খুব পরিশ্রম করে টাকা উপার্জনের জন্য। যাতে দুর্দিনে তাকে অভাব-অনটনে না থাকতে হয়। একদিন অসুস্থ শরীরে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় স্ত্রী মালা তাকে কাজে না যাওয়ার জন্য নিষেধ করে। কিন্তু মালার নিষেধ সত্ত্বেও অসুস্থ শরীরে কুবের কাজে বেরিয়ে পড়ে। আলোচ্য অংশে মূলত এ কথাটিই বলা হয়েছে।

পদ্মাপাড়ের জেলে সমাজ আগামীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রত্যাশায় বিরূপ প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকে। অসুস্থ শরীরে মাছ ধরতে যাওয়া কুবেরকে দেখে সহজেই এটা বোঝা যায়।

২. 'জিরানের লাইগা ক্যান ক দেহি? বাড়িতে গিয়া সারাডা দিন জিরাইস'- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: অসুস্থ কুবের একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য ধনঞ্জয়ের অনুমতি প্রার্থনা করলে স্বার্থান্ধ লোভী ধনঞ্জয় কুবেরকে এ অমানবিক উক্তিটি করে। ইলিশ ধরার মৌসুমে কুবের একদিন অসুস্থ ছিল। কুবের জানে একদিন মাছ ধরতে না গেলে তার পরিবারের সদস্যদের মুখে অন্ন জুটবে না। তাই স্ত্রী মালার নিষেধ সত্ত্বেও কুবের মাছ ধরতে গিয়েছিল। সারারাত মাছ ধরে রাতের শেষ প্রহরে অসুস্থ কুবের ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন একটু বিশ্রাম নেয়ার কথা বললে ধনঞ্জয় তাকে নিষেধ করে। কারণ ধনঞ্জয় জানে কুবের বিশ্রাম নিলে সে সময়টা মাছ ধরা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাই ধনঞ্জয় এ উক্তিটি করেছিল।

৩. 'ইটা কী কও খুড়া'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর?

উত্তর: উক্তিটি কুবের তার নৌকার মালিক ধনঞ্জয়কে উদ্দেশ্য করে করেছিল। সারারাত মাছ ধরার পর সকালে দেবীগঞ্জের ঘাটে মাছ বিক্রি শেষে কুবের ধনঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করেছিল, কতগুলো মাছ হয়েছিল। ধনঞ্জয় যখন বলেছে দুইশ পঞ্চাশটা মাছের দাম পেয়েছি, তখন কুবের অবাক হয়ে ধনঞ্জয়কে একথা বলেছিল। কুবের আন্দাজ করেছিল আজ অনেক মাছ হবে। কেননা সে নিজে মাছ ধরেছে এবং এ সম্পর্ক তার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই ধনঞ্জয়ের কথায় সে বিস্মিত হয়।

৪. 'মিছা কইলাম নাকিরে কুবির'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: মাছ বিক্রির সঠিক হিসাব জানতে চাইলে ধনঞ্জয় প্রত্যুত্তরে কুবেরকে এ উক্তিটি করেছিল। ধনঞ্জয় ছিল মধ্যস্বত্বভোগকারী। সুযোগ পেলেই সে মাছের দাম নিয়ে কুবেরকে মিথ্যে কথা বলত। তাই মাছ বিক্রির সময়টাতে সবসময় কুবের ধনঞ্জয়ের সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকত। একদিন শরীরে জ্বর থাকার কারণে কুবের ধনঞ্জয়ের সাথে মাছ বিক্রির সময়টা থাকতে পারে না। ধনঞ্জয় মাছ বিক্রি করে নৌকায় ফিরে এলেই কুবের মাথা উঁচু করে জিজ্ঞাসা করে 'কতটি মাছ হইল আজান খুড়া? শ-চারের কম না অ্যাঁ?'- ধনঞ্জয় উত্তরে বলে, 'হ চাইর শ না হাজার, দুই শ সাতপঞ্চাশখানা'। কুবের তার কথা বিশ্বাস করতে না পেরে বলে, 'ইটা কী কও খুড়া।' তখন ধনঞ্জয় রাগ করে কুবেরকে এ উক্তি করে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৫. গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটলোক'- উক্তিটি দ্বারা লেখক কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর: উক্তিটি দ্বারা লেখক দরিদ্র মাঝি কুবেরের অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। পদ্মা নদীর অভিজ্ঞ মাঝি হয়েও কুবেরের নৌকা নেই, মাছ ধরার জাল নেই। অভাবী সংসারটাকে টেনে নেয়ার জন্যে ধনঞ্জয়ের নৌকায় অসুস্থ শরীরে সারারাত বৃষ্টিতে ভিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাছ ধরে সে। এ অমানবিক পরিশ্রম করেও সে পায় না মাছের সঠিক হিসাব, সঠিক দাম। দরিদ্রের শ্রেণিবিন্যাসে তার অবস্থান অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। অর্থাৎ গরিবের মধ্যে সে আরও গরিব ও ছোটলোক।

৬. 'ইহা মহত্ত্ব নয়, পরোপকার নয়- ইহা রীতি; অপরিহার্য নিয়ম'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পদ্মা পাড়ের মাঝিরা অনেকটা অসহায় ও নিঃস্ব হলেও একের প্রতি অপরের সহানুভূতিশীল আচরণকে তারা অনেকটা অপরিহার্য নিয়ম বলে মনে করত। হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ থেকে বিন্দা মাঝির ছেলে রাসু পালিয়ে এসে নোয়াখালি হয়ে সুলপী পৌঁছে। সেখান থেকে কাঁঠাল বোঝাই একটি নৌকায় চড়ে সে কেতুপুর আসে। এ নৌকার মাঝিরা সোনাখালির মেলায় যাবে। কেতুপুর আসতে হলে তাদের অতিরিক্ত তিন ক্রোশ পথ বৈঠা ঠেলে আসতে হবে। এতে তাদের অতিরিক্ত শ্রম ও সময় ব্যয় হলেও বিনিময়ে তারা কিছুই পাবে না। তারপরও রাসু তাকে কেতুপুর পৌঁছে দিতে বলায় তারা তাতে অস্বীকৃতি জানায়নি। এতে যথেষ্ট বিরক্ত হলেও তারা তাকে ঠিকই কেতুপুর পৌঁছে দেয়। লাভের পরিবর্তে যতোই ক্ষতি হোক পদ্মানদীর মাঝিদের কেউ এভাবে প্রস্তাব দিলে তারা তা গ্রহণ না করে পারে না। এটা তাদের কোনো মহত্ত্ব নয়, এটা এক অপরিহার্য সামাজিক রীতি। ইচ্ছা বা অনচ্ছিায় আর দশটা সামাজিক রীতির মতো এ রীতি সবাই পালন করে।

৭. 'পোলা দিয়া করুম কী? নিজেগোর খাওন জোটে না, পোলা'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কুবের নিজের জীবনের আর্থিক অসচ্ছলতার জায়গাটি থেকে উদ্ধৃত উক্তিটি করেছে। কুবের গরিব, প্রতিনিয়ত অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে তার সংসার চলে। সারারাত নদীতে মাছ ধরে ক্লান্ত-শ্রান্ত কুবের যখন সকালবেলা গণেশকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল তখন পথেই নকুল তাকে ছেলে জন্ম হওয়ার সংবাদ দেয়। ছেলে হওয়ায় কুবের বিরক্ত হয়ে বলে- 'চুপ যা গণেশ।' সংসারে যারা আছে কুবের তাদের খাবার যোগান দিতেই হিমশিম খায়। তাই নতুন ছেলের আগমনে খুশি না হয়ে তাকে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায়।

৮. 'মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই'- কেন?

উত্তর: বিত্তশালী ধনঞ্জয়ের নৌকায় মাছ ধরে কুবের জীবিকা নির্বাহ করে। এমনই একদিন পদ্মায় মাছ ধরতে গিয়ে সে অনেক বেশি মাছ পায়। কুবেরের শরীর ভালো না থাকায় সে চালান বাবুর কাছে যেতে পারেনি। লোভী ধনঞ্জয় নৌকায় এসে জানায় মাত্র দুশ সাতান্নটি মাছ হয়েছে। কুবের বুঝতে পারে, ধনঞ্জয় তাকে নিশ্চিত ঠকিয়েছে। কিন্তু মুখ খুলে প্রতিবাদ করার শক্তি তার নাই। কেননা প্রতিবাদ করতে গেলে ধনঞ্জয়ের নৌকায় মাছ ধরার অধিকারটুকু তাকে হারাতে হবে। এভাবেই আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে দরিদ্রের প্রতি ধনিকশ্রেণির শোষণের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

৯. 'কুবেরের তো সে ক্ষমতা নাই। তার যতখানি সাধ্য সে তা করিয়াছে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে কুবেরের দরিদ্রতার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুর গ্রামে জেলেপাড়ার দরিদ্র বাসিন্দা কুবের। চিরপঙ্গু স্ত্রী মালা ও সন্তানদের নিয়ে কুবের রচনা করেছে তার অভাবের সংসার। তদুপরি স্ত্রী জন্ম দিয়েছে আরও একটি ছেলে-সন্তান। এতে খুব একটা আনন্দিত না হলেও পিতা ও স্বামী হিসেবে কুবের তার সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে ন্যুব্জ কুবের তার স্ত্রীর আঁতুড়ঘরে বেড়া দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট আটকিয়েছে। ঘর ছাওয়ার ছানটুকু পর্যন্ত সে তার ভেজা স্যাঁতসেঁতে মেঝের তলে পেতে দিয়েছে। দেবীগঞ্জের রেল কোম্পানির কয়লা চুরি করে আগুনের ব্যবস্থা করেছে। প্রিয়তমা স্ত্রীর জন্যে সে এতোটুকুই করতে পেরেছে, এর বেশি কিছু করার ক্ষমতা কুবেরের নেই।

১০. 'ঘুমে ও শ্রান্তিতে কুবেরের চোখ দুটি বুজিয়া আসিতে চায়, আর সেই নিমীলন পিপাসু চোখে রাগে-দুঃখে আসিতে চায় জল'-– উক্তিটি দ্বারা লেখক কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর: আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতি উচ্চবিত্তের শোষণের নির্মম চিত্র ফুটে উঠেছে। বর্ষা মৌসুমের এক রাতে কুবের ও গণেশ পদ্মা নদীতে মাছ ধরছিল। সেই রাতে জালে অনেক মাছ পড়ে। কুবেরের আশা ছিল মাছ যেহেতু অনেক

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ধরা পড়েছে, মেহেতু টাকাও পাওয়া যাবে বেশি। তাই ধনঞ্জয় নৌকায় ফিরে এলেই কুবের মাথা উঁচু করে জিজ্ঞাসা করে 'কতটি মাছ হইল আজান খুড়া? শ-চারের কম না অ্যাঁ'– ধনঞ্জয় উত্তরে বলে 'দুই শ সাতপঞ্চাশখানা।' কুবের জানে ধনঞ্জয় নিশ্চয় তাকে ঠকাচ্ছে। কিন্তু মুখ খুলে প্রতিবাদ করার শক্তি তার নেই। কারণ প্রতিবাদ করলেই সে তার কাজ হারাবে। ফলে সংসার জীবনে নেমে আসবে সীমাহীন অভাব-অনটন। আর্থিক নিরাপত্তাহীনতাই তাদের এতোটা ধৈর্যশীল করে থাকে। তাই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও বিত্তশালী ধনঞ্জয়ের বঞ্চনার প্রতিবাদ সে করতে পারে না। আর এটা করতে না পেরে অসহায় কুবের মাঝির চোখ দিয়ে অভিমানে জল বেরিয়ে আসতে চায়।

১১. 'হ গীত না তর মাথা।'- কে, কাকে, কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলেছে?

উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মার বুকে ধনঞ্জয়ের নৌকার ভাগমাঝি কুবের তার সঙ্গী গণেশকে এ কথাটি বলেছে।

কেতুপুরের জেলে কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত পদ্মার বুকে মাছ ধরে ক্লান্ত। এক অবকাশে ধনঞ্জয়, কুবের ও গণেশ পালা করে তামাক টানে। এক সময় কূল ঘেঁষে বৈঠা ধরে তারা গন্তব্যে যেতে থাকে। এসময় কুবেরের সহযোগী গণেশ হঠাৎ তাকে একটি গান গাওয়ার অনুরোধ করে। অসুস্থ শরীর নিয়ে মাছ ধরে কুবের ছিল খুবই ক্লান্ত। তাই সে তার অত্যন্ত অনুগত গণেশকে 'হ গীত না তর মাথা'– উক্তিটির মাধ্যমে ধমক দিয়ে গান গাওয়ার ব্যাপারে নিজের অনাগ্রহের কথা প্রকাশ করে।

১২. পুত্র সন্তান জন্ম হওয়ায় কুবের খুশি হলো না কেন?

উত্তর: সন্তান জন্মালেও দারিদ্র্যের কারণে জেলেপাড়ায় তেমন কোনো আনন্দ হয় না। কুবেরের সংসারে এক স্ত্রী ও এক পিসির পাশপাশি দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে রয়েছে। তার যা আয় তাতে তাদের ভরণ-পোষণ করতেই অনেক কষ্ট হয়। এ জন্য অসুস্থ শরীর নিয়েও বাধ্য হয়ে তাকে পদ্মার বুকে মাছ ধরতে হয়। এ অবস্থায় ঘরে আরেকজন নতুন অতিথি আসা মানে তার জন্য আরও একটি বাড়তি চাপ। এ জন্য অতিরিক্ত খাবার ও থাকার জায়গার ব্যবস্থা করার দুশ্চিন্তায় সে অস্থির হয়ে ওঠে। তাই পুত্র সন্তান হলেও সে খবরে কুবের খুশি হতে পারেনি।

১৩. 'পয়সা কাইল দিমু'- শীতলবাবু কেন এ কথা বলেছিলো?

উত্তর: 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের অন্যতম ধূর্ত চরিত্র শীতলবাবু কুবেরকে লক্ষ করে আলোচ্য উক্তিটি করেছে। শীতলবাবু একজন সুযোগসন্ধানী মানুষ। সে মাঝে-মধ্যেই জেলেদের কাছ থেকে কম দামে চুরি করা মাছ ক্রয় করে। একদিন কুবেরকে নৌকা থেকে ইশারায় ডেকে নিয়ে তার কাছে সে তিনটি ইলিশ চায়। কুবের প্রথমে তাকে আজ মাছ দিতে রাজি হয়নি। এ কারণে শীতল তাকে বেশি দাম দেয়ার প্রলোভন দেখায়। এতে মাছ দিতে রাজি হয় কুবের। তারপর কুবের নৌকায় ফিরে এসে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বড় বড় তিনটি ইলিশ কাপড়ের নিচে লুকিয়ে নৌকা থেকে নেমে যায়। মাছগুলো একটা চটের থলের মধ্যে ভরে দিতেই শীতল বাবু তার দাম না দিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় কুবের শীতলবাবুর কাছে পয়সা চাইতেই শীতলবাবু আলোচ্য উক্তিটি করে।

১৪. "পয়সা নাই ত দিমু কী ? কাইল দিমু, নিয্যস দিমু।" – কেন এ উক্তি করা হয়েছে?

উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের প্রতারক চরিত্র শীতল বাবু কুবেরকে উদ্দেশ্য করে এ উক্তিটি করে। কুবের গরিব মাঝি। সে সারারাত ধনঞ্জয়ের নৌকায় মাছ ধরার পর ভোরে মাছ বিক্রির সময় ধনঞ্জয় তাকে নৌকায় রেখে মাছের দরদাম করতে ডাঙায় যায়। এই অবকাশে প্রতারক শীতল বাবু কুবেরের কাছে কম দামে মাছ নেবার লোভে গোপনে মাছ বিক্রির প্রস্তাব দেয়। কুবের প্রথমে চুরি করে মাছ দিতে রাজি না হলেও বেশি পয়সা দেয়ার প্রস্তাবে সে কাপড়ের নিচে লুকিয়ে তিনটি মাছ শীতলের হাতে তুলে দেয়। মাছ পাওয়ার পর শীতল বাবু পয়সা না দিয়েই চলে যেতে উদ্যত হয়। কুবের দাম চাইলে কাল দেবে বলে শীতল বাবু যখন পা বাড়ায়, তখন কুবের তার ছেলেমেয়েদের খাওয়ানোর কথা বলে দৃঢ়তার সঙ্গে পয়সা দাবি করলে শীতল বাবু তাকে আলোচ্য উক্তিটির মাধ্যমে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে।

শীতল বাবুর এই উক্তির মধ্য দিয়ে জেলেপাড়ার সমাজে শোষক এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মিথ্যাচারিতার এক বাস্তবচিত্র প্রকাশিত হয়েছে ।

 Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

১৫. 'অঁই, অখন দ্যান, খামু না? পোলা গো খাওয়ামু না? ' কে, কাকে, কেন একথা বলেছে?

উত্তর: উদ্ধৃত উক্তিটি 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের নায়ক কুবেরের। শীতল বাবুকে লক্ষ্য করে সে এই উক্তিটি করেছে। কুবের গরিব মাঝি। সে সারারাত ধনঞ্জয়ের নৌকায় মাছ ধরার পর ভোরে মাছ বিক্রির সময় ধনঞ্জয় তাকে নৌকায় রেখে ডাঙায় যায় মাছের দরদাম করতে। এই সুযোগে প্রতারক শীতল বাবু কুবেরের কাছ থেকে কম দামে চুরি করা মাছ কেনার প্রস্তাব দেয়। কুবের প্রথমে চুরি করে মাছ দিতে রাজি না হলেও বেশি পয়সা দেয়ার প্রস্তাবে সে কাপড়ের নিচে লুকিয়ে তিনটি মাছ শীতলের ব্যাগে তুলে দেয়। মাছ পেয়ে শীতল বাবু পয়সা না দিয়েই চলে যেতে উদ্যত হয়। কুবের দাম চাইলে কাল দেবে বলে শীতল বাবু যখন বাড়ির উদ্দেশে পা বাড়ায়, তখনই কুবের ক্ষিপ্ত হয়ে একথা বলে।

১৬. 'হালা ডাকাইত'- কে, কাকে কোন প্রসঙ্গে এ উক্তি করেছিল?

উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের বিশিষ্ট চরিত্র শীতল বাবুকে কুবের আলোচ্য উক্তিটি করে। শীতল বাবু তৎকালীন শোষক সমাজের একজন স্বার্থপর ও নীচু প্রকৃতির ব্যক্তি। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সে অসামান্য পটু। গরীব জেলেদের ঠকিয়ে অল্প পয়সায় মাছ নিতেও সে যথেষ্ট দক্ষ ছিল। সারারাত মাছ ধরার পর সকাল বেলা প্রায়শই প্রতারণাপূর্বক কুবেরকে চুরি করে তাকে মাছ দেয়ার কাজে সে প্ররোচিত করে। কুবেরও প্রলোভনে পড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনটা মাছ সবার অলক্ষ্যে শীতল বাবুকে দেয়। তারপর মাছগুলো চটের থলের মধ্যে ভরে শীতল বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করে। কুবের তার কাছে পয়সা চাইতেই 'কাইল দিমু' বলে দ্রুতপায়ে সে সামনে এগিয়ে যায়। ক্ষোভ-দুঃখ, কষ্ট আর অভিমানে নিজের অজান্তেই কুবের আলোচ্য উক্তিটি করে।

শোষক শ্রেণির সামাজিক বৈষম্য ও অত্যাচার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে নিরন্তর সহ্য করতে হলেও কুবেরের অন্তর থেকে তার প্রতিবাদী ও ঘৃণার উচ্চারণ কখনো কখনো স্বাভাবিকভাবেই বের হয়ে আসে।

১৭. 'ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনোদিন সাঙ্গ হয় না'– কেন, ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির জেলে জীবনের বাস্তব-ঘনিষ্ঠ কথাটি এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে। পদ্মার তীরে গড়ে ওঠা জেলেদের গ্রাম কেতুপুর। চারদিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গা থাকলেও গ্রামের বাড়িগুলো এতো কাছাকাছি তোলা হয়েছে, দেখে মনে হয় দরিদ্র মানুষগুলো নিজেরাই নিজেদের প্রবঞ্চনা করেছে। ব্যথায় ব্যথায় জীবনের সকল কান্না জমাট বেঁধে গেছে, তাই কোনো বিচ্ছেদেও তারা কাঁদতে পারে না। সর্বোপরি তাদের জীবনে কাম আছে কিন্তু প্রেম নেই। কোনোদিন তারা তাদের স্ত্রীদের আদর- সোহাগ অথবা ভালোবাসা জানিয়ে বুকে টেনে নিতে পারে না।

১৮. 'জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ন'- কেন?

উত্তর: পদ্মাতীরের জেলেদের মানবেতর জীবনচিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক উক্তিটি করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করেই পদ্মাপাড়ের জেলেদের বেঁচে থাকতে হয়। দারিদ্র্যই যেন তাদেরকে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। দারিদ্র্যের কারণে এরা শিশুর আগমনে অভ্যর্থনা না জানিয়ে বরং গম্ভীর, নিরুৎসব ও বিষণ্ন হয়ে পড়ে। জেলেপাড়ায় নতুন শিশুর জন্ম কোনো আনন্দের সঞ্চার তো করতে পারেই না, এ জন্ম যেন সংসারের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে করে তোলে আরও প্রকট। ফলে নতুন শিশুর আগমন এখানে কোনো আনন্দ সংবাদ বয়ে আনে না, বরং বয়ে আনে বিষণ্নতা ও হতাশা।

১৯. 'তাঁহারই ফলে জেলেপাড়াটি হইয়া উঠিয়াছে জমজমাট'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের একটা নির্দিষ্ট এলাকায় জেলেদের বসবাস। এ গ্রামের চারপাশে প্রচুর খোলা জায়গা থাকা সত্ত্বেও সে জমিতে বসবাসের অধিকার জেলেদের নেই। চারদিকে ফাঁকা জায়গা থাকা সত্ত্বেও জেলেরা তাই অপেক্ষাকৃত কম খাজনার বিনিময়ে বংশ পরম্পরায় একটি বাড়ির গা ঘেঁষে আরেকটি বাড়ি বা কুঁড়েঘর তুলে কোনোরকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নেয়। আর এজন্যেই জেলেপাড়াটি হয়ে উঠেছে জমজমাট।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

২০. 'পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: জেলেপাড়ার চারপাশে ফাঁকা জায়গা থাকলেও জেলেদের ঘরগুলো গায়ে গায়ে ঘেঁষা। জায়গার অভাব জগতে না থাকলেও তাদের জন্যে বরাদ্দ জায়গা অতটুকুই। বাকি ফাঁকা জায়গাগুলো ভূস্বামীদের। তাই পুরুষানুক্রমে জেলেপাড়ায় একটি কুঁড়ের সাথেই কম খাজনার জায়গাতে আর একটি কুঁড়ে ওঠে। এমনভাবেই বসবাসে তারা অভ্যস্ত। জেলেদের জীবনে এটি যেন একটি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বাইরে তাদের কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা পৌঁছে না।

২১. দাবী আছে, প্রত্যাশা আছে, সুখদুঃখের ভাগাভাগি আছে, কলহ এবং পুনর্মিলনও আছে।– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: আলোচ্য অংশে ঔপন্যাসিক কঠিন জীবনবাস্তবতার মধ্যেও পদ্মার তীর সংলগ্ন কেতুপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের মাঝিদের পারস্পরিক মানবিক সম্পর্ক চিত্রিত করেছেন।

শহর থেকে দূরে দীন-দরিদ্র জেলে ও মাঝিদের জীবন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। জীবনের দুর্গতি, দুর্দশা,ক্ষুধা, চিকিৎসাহীনতা এদের জীবনের চিরসঙ্গী। প্রতিনিয়ত উচ্চবিত্ত মানুষের শোষণ, প্রকৃতির নিষ্ঠুর আচরণ, কালবৈশাখীর ছোবল, বর্ষায় ঘরভরা জল, শীতের কাঁপুনি– এরই মধ্যে যাপিত হয় জেলেদের জীবন। ক্ষুধা, দারিদ্র্য এদের নিত্যসঙ্গী। তবুও এদের মাঝে স্বপ্ন আছে; রয়েছে বেঁচে থাকার গভীর আকাঙ্ক্ষা। সুখ-দুঃখের ভাগাভাগিতে এরা একে অপরের সঙ্গে একাত্ম। কুবের ও গণেশের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে লেখক যেন সমগ্র জেলে সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের দিকটিই প্রকাশ করেছেন। কুবের ও গণেশ দরিদ্র জেলে; তাদের নিজের নৌকা নেই। ধনঞ্জয়ের নৌকা ও জালের সাহায্যে তারা পদ্মার বুকে মাছ ধরে। দুজনের জীবনের সংকট সমস্যা অভিন্ন; বেঁচে থাকার সংগ্রামেও এরা একাত্ম। গণেশের সাথে কুবেরের যে সম্পর্ক; ধনঞ্জয়ের সাথে কুবেরের সে সম্পর্ক কার্যকর হয় না । কারণ ধনঞ্জয় নৌকার মালিক। মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক কখনো মধুর নয়। তবে কুবের-গণেশ সম্পর্ক ভিন্নতর; এরা একে অপরের সমব্যথী । নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হলেও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে এরা দুজন দুজনের সহযোগী। তাই কলহ হলেও এরা তা পর মুহূর্তে ভুলে গিয়ে অভিন্ন অস্তিত্বের সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সুখ,দুঃখ, সংগ্রাম ও স্বপ্ন প্রত্যাশায় এদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই।

দরিদ্র হলেও পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও মানবিক সম্পর্ক রক্ষায় জেলে সম্প্রদায়ের মানুষগুলো একে অপরের সঙ্গে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ।

২২. 'জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ন ।'– উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর: জীবনবাদী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে আলোচ্য উক্তিটির মাধ্যমে কেতুপুর নিবাসী পদ্মার তীরবর্তী মানুষদের সীমাহীন দারিদ্র্য আর অসহায়ত্বের বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

পদ্মার প্রান্ত জুড়ে রয়েছে অসংখ্য দরিদ্র, অসহায় ও নিরন্ন মানুষের বসতি। 'পদ্মানদীর মাঝি' যেন এদেরই জীবনালেখ্য। ঔপন্যাসিকের বেদনার্ত ক্ষোভ থেকে আঁচ করা যায় যে এদের বাঁচা-মরাতে কোনো তফাৎ নেই । পদ্মার মীন সন্তানগুলোর গাঢ় আঁশটে গন্ধকে আরও তীব্র করতেই যেন এদের বেঁচে থাকা। ভদ্র সমাজ এদের ঘৃণার সঙ্গেই গ্রহণ করে সাময়িক প্রয়োজন মেটায় মাত্র। অভাব এদের নিত্যসঙ্গী। দারিদ্র্য এদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। সঙ্গত কারণেই এদের পরিবারে কোনো নতুন মানব সন্তান এলে এরা আনন্দের চেয়ে চিন্তিতই হয় বেশি। এরা অসহায়ের মতো নবজাতকের মুখের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে। কুবেরের ঘরেও নতুন সন্তান এসেছে। এ শুভ সংবাদ কুবেরের কানে বিষবৎ মনে হয়। "পোলা দিয়া করুম কী? নিজেগোর খাওন জোটেনা, পোলা!" এদের এ কষ্ট, অসহায়ত্ব আর জীবন-যন্ত্রণা প্রকাশ করতে গিয়েই ঔপন্যাসিক অত্যন্ত বেদনার সাথে বলেছেন -'জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ন।'

২৩. "ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"– উক্তিটির তাৎপর্য লেখ।

উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মার তীরবর্তী জেলে সম্প্রদায়ের রূঢ় জীবন বাস্তবতা নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে অংকন করেছেন।

পদ্মাতীরের জেলেরা শোষিত, বঞ্চিত, প্রতারিত ও নিগৃহীত। গোটা সমতল ভূমিতে ছড়িয়ে আছে ভূস্বামীদের অধিকার। নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে কুঁড়ে উঠতে থাকে। অত্যন্ত অল্প খাজনায় এ ব্যবস্থা ছাড়া তাদের অন্য উপায় নেই। তাই উঠোন ছাড়াই

 Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

তারা বসবাস করে। দারিদ্র্যের সংসারেও প্রাকৃতিক নিয়মে শিশুর জন্ম হয়, শিক্ষা দীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। দারিদ্র্য তাদের জীবনের চরম ও নিত্যসঙ্গী। এরা বিভিন্ন ও বিচিত্র দেবতার পূজো করে, কিন্তু সে তুলনায় তাদের প্রাপ্তির ঘরে শূন্য পড়ে।
পদ্মার পাড়ে অনেক পরিবর্তন ঘটে, নতুন চর জাগে, কিন্তু পরিবর্তন নেই শুধু দরিদ্র জেলেদের ভাগ্যের। রোগ-শোক, কালবৈশাখী, ব্রাহ্মণ শ্রেণি, শীতের আঘাত সবাই তাদের শত্রু। নোংরা, অশুচি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঈশ্বরও বাস করতে চান না। ঈশ্বর অসীম করুণার উৎস হলেও তার দৃষ্টি এদের প্রতি পড়ে না। এ যন্ত্রণাদগ্ধ, অভিশপ্ত জেলে জীবনে নেই এতোটুকু সুখের আস্বাদন। ঘরে বাইরে এরা প্রবঞ্চিত; তারা জীবনের সমূহ আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। নবজাতকের আগমনেও কোনো নতুনত্ব নেই এদের সংসারে। তাই গভীর দুঃখে তারা ধারণা করে ঈশ্বরও আভিজাত্যের মধ্যে বসবাস করেন। কেননা অভিজাতেরা বৈষয়িক সুখ ও সমৃদ্ধময় জীবন যাপন করে। বস্তুতপক্ষে আলোচ্য প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের এক নির্মম চিত্র অংকিত হয়েছে।

২৪. "স্থানের অভাব এ জগতে নাই, তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই"-কে, কোন প্রসঙ্গে এ উক্তিটি করেছে?

উত্তর: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সময়ের গণমানুষের লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালোত্তীর্ণ উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'-তে লেখক নিজেই পদ্মাতীরবর্তী উন্মুক্ত উদার পরিবেশে খেটে খাওয়া অসহায় দরিদ্র ও বঞ্চিত জেলে জনগোষ্ঠীর বাড়িঘরের অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।
পদ্মাতীরের কেতুপুর গ্রামে বংশানুক্রমে জেলেদের বসবাস। তবে তা গ্রামের মূল অংশে নয়। মূল গ্রাম থেকে খানিকটা দূরে নদী তীরবর্তী একটি ফাঁকা জায়গায় সংকীর্ণভাবে গড়ে উঠেছে জেলেপাড়া। এ পাড়ার চতুর্দিকে ফাঁকা জায়াগার অভাব নেই। কিন্তু এখানে বাড়িগুলো গড়ে উঠেছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে, যা প্রথমে দেখলে মনে হয় বুঝিবা এ তাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা। মনে হয় এ বিরাট, উন্মুক্ত ও উদার পৃথিবীতে গরীব মানুষগুলো নিজেরাই নিজেদের প্রবঞ্চিত করছে। কিন্তু ভালোভাবে লক্ষ করলে তাদের এই অনাবশ্যক সংকীর্ণতার অর্থ সুস্পষ্ট হয়। জেলেপাড়ার আশেপাশে যে প্রশস্ত জমি পতিত রয়েছে তার মালিক গ্রামের উচ্চবর্ণের কর্তাব্যক্তিরা। সে জমিতে বসতিনির্মাণ করতে হলে অধিক খাজনায় তা বরাদ্দ নিতে হয়। কিন্তু জেলেপাড়ার মানুষদের সে সক্ষমতা নেই। তাই অল্প খাজনায় সামান্য স্থানেই একটি ঘরের পাশেই আরেকটি ঘর ওঠে। দীর্ঘকাল ধরে পুরুষানুক্রমে এ অবস্থা চলছে। ফলে জেলেপাড়া এমন এক ঘিঞ্জি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়েছে যেখানে প্রতিটি অধিবাসীকেই মানবেতর জীবন-যাপন করতে হয়।
পৃথিবীতে স্থানের অভাব নেই সত্য; কিন্তু সে সকল স্থানে দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের অধিকার নেই। বিশাল এই ধরণীর বুকে তারা অসহায়, নিঃস্ব, রিক্ত। লেখকের আলোচ্য উক্তিতে শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থার এই করুণ সত্যটিই ফুটে ওঠেছে।

২৫. 'ধর্ম যতই পৃথক হোক দিনযাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই।'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পদ্মার তীরবর্তী জেলেরা ধর্মের চেয়ে দারিদ্র্য নামের এক বড় অধর্ম পালন করে। এ জন্য তাদের পোশাক-আশাক, খাবার-দাবার বা ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। কাউকে দেখে ব্রাহ্মণ বা মৌলভী বলে আলাদা করা যায় না। তাদের বাড়িতে বাড়িতে নামাজখানা বা আলাদা পূজার ঘরও নেই। মুসলমান মেয়েদের পর্দা রক্ষার্থে বাড়ির চারপাশে ছেঁড়া চট বা সুপারি গাছের পাতা দিয়ে বেড়া দেয়া থাকলেও আর কোনো বৈশিষ্ট্য দিয়ে তাদের বাড়িঘরকে খুব একটা পৃথক করা যায় না। তাই বলা হয়েছে, 'ধর্ম যতই পৃথক হোক দিনযাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই।'

২৬. 'সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক বড় অধর্ম পালন করে- দারিদ্র্য'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কেতুপুর গ্রামে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অভাব-অনটন, রোগ-শোক, শোষণ-বঞ্চনা তাদের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্যের মাঝেও কেতুপুরের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজমান। স্বার্থের দ্বন্দ্বে তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ঝগড়া-বিবাদ হলেও অতি সহজেই তা আবার মিটে যায়। তাদের ধর্ম আলাদা হলেও জীবনযাপন ও সংসারধর্মে তারা সবাই একই রকম। দারিদ্র্যের কষাঘাতে উভয় সম্প্রদায়ের জীবনই জর্জরিত। অভাব তাদের সবার জীবনকেই এক ঐক্যসূত্রে গেঁথে রেখেছে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

২৭. 'জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না'-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পদ্মানদীর কেতুপুর নিঃস্ব জেলে ও মাঝিরা মানবেতর জীবনযাপন করে। দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অনটন, রোগ-শোক তাদের নিত্যসঙ্গী। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় দুদিন পরপরই কোনো না কোনো ঘরে নতুন শিশুর জন্ম হয়। অভাব-অনটনের কারণে তাদের কান্নায় জেলেপাড়ার বাতাস সব সময় ভারী হয়ে থাকে। নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের এ কান্না কখনো থামে না। তাই এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য লেখক অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেছেন, 'জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না।'

২৮. 'সব গেছে মামা, আমার কেউ নাই'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কেতুপুরের দরিদ্র জেলে রাসু হোসেন মিয়ার ফাঁদে পা দিয়ে সপরিবারে ময়নাদ্বীপ যায়। বিরূপ পরিস্থিতির কারণে সেখানে তার স্ত্রী ও তিন সন্তান মৃত্যুবরণ করে। হতভাগ্য রাসু সেখান থেকে কোনোক্রমে জান নিয়ে পালিয়ে গ্রামে চলে আসে। গ্রামে ফিরে আসার পর সকলের কাছে বিস্তারিতভাবে সে তার ময়না দ্বীপের দুঃখের বিবরণ প্রকাশ করে। মামা পীতম মাঝির সাথে প্রথম সাক্ষাৎকালে এসব ঘটনা বলতে গিয়েই সে আবেগাপ্লুত হয়ে আলোচ্য উক্তিটি করে।

২৯. 'যাহাদের সে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছে ময়নাদ্বীপে, তাড়াতাড়ি আবার তাহাদের ফিরিয়া পাওয়া চাই'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: অভাবের কারণে রাসু তিন বছর আগে স্ত্রী ও তিন সন্তান নিয়ে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে বসবাস করতে গিয়েছিল। সেখানে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে তার স্ত্রী-সন্তানেরা মারা গেলে রাসু কোনোমতে পালিয়ে কেতুপুরে ফিরে আসে। একসময় তার স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে কুবের মাঝির বিবাহযোগ্য মেয়ে গোপী। গোপীকে রাসুর খুবই পছন্দ হয়। একটু নোংরা হওয়া সত্ত্বেও তার চাহনি ও মোহনীয় রূপ অতুলনীয় মনে হয় তার কাছে। গোপীকে পেলে রাসু আবার জীবনটাকে নতুন করে আরম্ভ করতে পারে। কারণ ময়নাদ্বীপে যে স্ত্রী-সন্তানদের সে বিসর্জন দিয়ে এসেছে তাদের সে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে পেতে চায়।

৩০. 'যাহারা পঙ্গু, অসহায় জীব, শক্তিকে লজ্জা দেওয়া তাহাদের পক্ষে ভাল কথা নয়'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: রাসুর দুরবস্থার কথা শুনে কেতুপুরের জেলেরা হোসেন মিয়ার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে পীতম মাঝির বাড়িতে একদিন বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে হোসেন মিয়াকে কেউ কোনো বিরূপ মন্তব্য করার সাহস না পেলেও সবার চোখের দৃষ্টি ও বসার ভঙ্গি যেন হোসেন মিয়াকে আসামীর পর্যায়ে নিয়ে যায়। একদিক থেকে তার মতো ক্ষমতাধর মানুষের জন্য এটা ছিল যথেষ্ট অপমান ও লজ্জাজনক একটি বিষয়। সবার সামনে হোসেন মিয়া প্রকাশ্যে এভাবে অপমানিত হচ্ছেন- একথা ভেবে কুবের মনে মনে খুব কষ্ট পায়। তার দৃষ্টিতে হোসেন মিয়া খুব শক্তিধর মানুষ। তাই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে জেলে পাড়ার সাধারণ দরিদ্র মানুষদের এমন কোনো আচরণ করা উচিত নয়– যা হোসেন মিয়ার জন্য লজ্জা বা অপমানের কারণ হয়। মানব মনের এটা এক অদ্ভুত অনুভূতি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নিজের অজান্তে এ ধরনের একটি অনুভূতি কাজ করে। প্রত্যেকের অবচেতন মনই শক্তিমানদের অপদস্ত হওয়া দেখে সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। মানব মনের এটা এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য।

৩১. 'যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে পায় না, গানে এই গভীর সমস্যার কথা আছে। বড় সহজ গান নয়'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: গণেশ ও কুবের পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের দরিদ্র দুজন জেলে। শৈশব থেকেই তাদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এখনও টিকে আছে। একসময় তারা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন গণেশ কুবেরকে গান গাওয়ার জন্যে অনুরোধ করে। কুবেরের ধমকে গণেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে এবং তারপর আপন মনে নিজেই গান শুরু করে দেয়। গান গাওয়ার মতো কণ্ঠস্বর গণেশের ছিল না। কিন্তু তার গানের কথাগুলো ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গানের মূল তত্ত্ব হলো পৃথিবীতে যে যাকে কামনা করে সে তাকে পায় না। গণেশের এরকম তত্ত্বপূর্ণ গান কুবের ও ধনঞ্জয় মনোযোগ দিয়ে শোনে।

৩২. 'সন্ধ্যার সময় জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে আজিকার সন্ধ্যা নামে সানন্দে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের জেলেরা দরিদ্র হলেও বছরের দু-একটা দিন তাদের আনন্দেই কাটে। পূজা-পার্বণ আর মেলার দিনে তারা এ আনন্দ উপভোগ করে। এসবের মধ্যে সোনাখালির রথের মেলার দিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় সোনাখালি গ্রামে রথের মেলা বসে। আধপেটা ভাত খেয়ে যাদের দিনের পর দিন কেটে যায় মেলা থেকে আনা সামান্য উপকরণ তাদের ঘরে আনন্দের ঢেউ জাগিয়ে তোলে। বউরা হাসিমুখে লাল পাড়ের শাড়ি পরে নেড়ে-চেড়ে দেখে, ছেলেমেয়েরা বাঁশি বাজায় আর মাটির পুতুল বুকে জড়িয়ে ধরে। তাই বলা হয়েছে, জেলেপাড়ায় ঘরে ঘরে আজিকার সন্ধ্যাটি নামে সানন্দে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৩৩. 'ফিরিয়া সে যায় পলাইয়া চুপি চুপি চোরের মতো'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ময়নাদ্বীপ পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুরের অসহায় মাঝিদের নিকট একটি বিভীষিকাময় দ্বীপ। ধনাঢ্য হোসেন মিয়া এ দ্বীপের আবিষ্কারক। বিরূপ প্রকৃতি ও নানা জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করে জীবনযাপন করতে হয় এ দ্বীপে। তাই হোসেন মিয়া আশা-ভরসা দিয়ে যাদের এ দ্বীপে নিয়ে আসে বাস্তবে জীবনযাপন করতে গিয়ে তাদের অনেকেই দমে যায়। কিন্তু তারপরও হোসেন মিয়াকে তারা ফিরে যাওয়ার কথা বলতে পারে না। কারণ হোসেন মিয়ার কাছে তারা নানাভাবে ঋণী। হোসেন মিয়ার অবাধ্য হলে হয় জেল খাটতে হয় নতুবা অসহায়ভাবে জীবনযাপন করতে হয়। তাই যারা দ্বীপ ছেড়ে যেতে চায় তারা হোসেন মিয়াকে না জানিয়ে চুপি চুপি চোরের মতো পালিয়ে যায়।

৩৪. 'বজ্জাতি করস যদি, নদীতে চুবান দিমু কপিলা'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কপিলাকে উদ্দেশ্য করে কুবের উক্তিটি করেছে। স্বামী পরিত্যক্তা কপিলা কুবেরের বাড়ি বেড়াতে আসে। কপিলা ছিল হাস্যরসের আধার। তাই সুযোগ পেলেই কুবেরের সঙ্গে সে হাসি-তামাশায় মত্ত হতো। কুবের মাঝি এক সন্ধ্যায় ভুল করে তামাক ফেলে নদীর ঘাটে নৌকার কাছে যায়। এ সুযোগে কপিলা সে তামাক নিয়ে সেখানে যায়। অন্ধকারে মহিলা কণ্ঠের এ স্মিতহাস্যে ঘাবড়ে যায় কুবের। পর মুহূর্তেই কুবের কপিলাকে দেখতে পায়। অতঃপর কুবেরের হাত ধরে কী এক রহস্যময় ইঙ্গিত করে কপিলা। সরলপ্রাণ কুবের এ রহস্য বুঝতে না পেরে তার ঘাড়ের উপর হাত রেখে আলোচ্য উক্তিটি করে।

৩৫. 'হাসলা যে মাঝি'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কুবেরের শ্বশুরবাড়ির গ্রাম চরডাঙা বন্যায় তলিয়ে গেলে মালার কান্নাকাটিতে গণেশকে নিয়ে কুবের চরডাঙায় যায়। এ সময় কুবের কপিলাকে বাপের বাড়িতে কবে এসেছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কপিলা স্বাভাবিক কোনো উত্তর না দিয়ে নিরাশভাবে বলে, 'আমার কথা থোও'। স্বাভাবিক প্রশ্নে কপিলার বিরক্তিভাব দেখে কুবের সদুত্তরের জন্যে বৈকুণ্ঠের দিকে তাকায়। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বৈকুণ্ঠ চোখ মটকিয়ে তাকে কী যেন ইশারা করে। ইশারার মানে বুঝতে না পেরে কুবের মৃদু মৃদু হাসলে কপিলা তার রূঢ় কণ্ঠে আলোচ্য উক্তিটি করে।

৩৬. 'অন্ধকারে যে বাস করে মৃদু আলোতে তাহার চোখ ঝলসাইয়া যায়, চোখ ঝলসানো আলোতে সে হয় অন্ধ'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কুবের সম্পর্কে আলোচ্য কথাটি বলা হয়েছে। কুবেরের শ্বশুরবাড়ির গ্রাম চরডাঙা বন্যায় তলিয়ে গেলে মালার কান্নাকাটিতে কুবের গণেশকে নিয়ে চরডাঙায় উপস্থিত হয়। এ সময় মালার স্বামী পরিত্যক্তা বোন কপিলা সেখানেই ছিল। কুবের যখন পঙ্গু মালাকে বিয়ে করে সে সময় কপিলা বড়ই দুরন্ত ছিল। মালার পঙ্গুত্বের কারণে কপিলার চঞ্চলতা কুবেরের কাছে বাস্তবের চেয়ে বেশি সজীব বলে অনুভূত হয়েছিল। বিষয়টা যেন অন্ধকারে বাস করা মানুষের চোখে আলোর জীবন্ত প্রতিক্রিয়ার মতোই।

৩৭. 'চিরদিনের শান্ত নিরীহ কুবেরকে কোথায় যেন সে লইয়া যাইবে'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কুবের গরিব নিরীহ প্রকৃতির লোক। কিন্তু কপিলা আসার পর তার মনের গভীরে কী যেন এক চেতনা জেগে উঠতে চায়। কপিলা তামাক এগিয়ে দিতে নদীর ঘাটে যায়, থেমে থেমে কথা বলে এবং তার সঙ্গে নদীতে মাছ ধরতে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। কপিলা হাসতে হাসতে বাঁশের কঞ্চির মতো বাঁকা হয়ে কাদায় বসে পড়ে। এসব দেখে কুবরের মনে সন্দেহ জাগে, স্বামী পরিত্যক্তা রূপসী কপিলার মনে যেন কী আছে। শান্ত নিরীহ কুবেরের জীবনে উন্মাতাল ঝড় তুলে সে যেন তাকে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে চায়।

৩৮. 'কে জানে কী আছে কপিলার মনে?'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: বন্যাপ্লাবিত শ্বশুরবাড়ি থেকে শালা-শালীকে নিজের বাড়িতে আনার পর চিন্তায় অস্থির হয়ে নদীতে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় ভুলক্রমে তামাকের ডেলাটা বাড়িতে ফেলে এসেছিল কুবের। তার শ্যালিকা কপিলা তামাকের ডেলাটা পৌঁছে দেয়ার জন্যে নদীর ঘাটে আসে। সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জন নদীতীরে কপিলা কুবেরের হাত ধরে টানাটানি করে। কপিলা নদীতে মাছ ধরতে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানায়। কপিলার এ ধরনের রহস্যময় আচরণ ও অন্যায় আবদার কুবেরের কাছ দুর্বোধ্য মনে হয়।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৩৯. 'মনডা ভাল না মাঝি, ছাড়বা না? মনডা কাতর বড়'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: দুর্গাপূজার সময় কপিলা তার বোনের ছেলে লখাকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যার সময় মেজকর্তা অনন্ত তালুকদারের বাড়িতে পূজা দেখতে যায়। কতক্ষণ পরে কুবেরও গুটি গুটি পায়ে সেখানে যায়। কুবের কপিলাকে অনন্ত তালুকদারের কর্মচারী শীতল বাবুর সঙ্গে হাসতে হাসতে কথা বলতে দেখে মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। শীতল প্রসাদ চেয়ে এনে যখন কপিলার আঁচলে বেঁধে দেয় তখন কপিলা নির্লজ্জের মতো হেসে ওঠে। এরপর ফেরার সময় নীরবে পথ চলতে চলতে হঠাৎ কুবের শক্ত করে কপিলার আঁচল চেপে ধরে এবং শীতলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলার কারণ জানতে চায়। কুবেরের প্রশ্নের জবাবে কপিলা করুণ কণ্ঠে উল্লিখিত কথাটি বলেছে।

৪০. 'আরে পুরুষ! রাত ভইরা ঘুমাইয়া বিয়ানে কয়, যা তুই ঘুমা গা'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ঝড়ের তাণ্ডবে ঘরের চাল গোপীর পায়ের ওপর পড়ায় তার একটা পা ভেঙে যায়। ভাঙা পায়ের যন্ত্রণায় গোপী সবসময় কান্নাকাটি করে। তাই গোপীর পাশে সবসময় একজনকে বসে থাকতে হয়। হঠাৎ একদিন গোপীর পায়ের যন্ত্রণা খুব বেড়ে যায়। সে রাতে গোপীর শিয়রে বসেছিল কপিলা। কুবেরও অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে হঠাৎ কোনো একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে কুবের কপিলাকে ঘুমাতে যাওয়ার জন্য বলে এবং বাকি রাত সে গোপীর কাছে বসে থাকবে বলে জানায়। কুবেরের এ কথার প্রেক্ষিতে অনেকটা তাচ্ছিল্যের স্বরে কপিলা কুবেরকে আলোচ্য কথাটি বলেছিল।

৪১. 'আমারে নিবা মাঝি লগে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: আলোচ্য উক্তিটি কুবেরের প্রতি কপিলার প্রেমের আকৃতি প্রকাশিত হয়েছে। হোসেন মিয়ার তত্ত্বাবধানে কুবের তার কন্যা গোপীকে বঙ্কুর সঙ্গে বিয়ে দেয়ার আয়োজন করে। বিয়ে উপলক্ষে কপিলা আসে কুবেরের বাড়িতে। অন্যদিকে গোপীকে হারিয়ে রাসু প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে ওঠে। সে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কুবেরকে চুরির দায়ে জড়িয়ে দেয় এবং পুলিশ এসে কুবরের ঘরে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিতে কুবেরের ঘরে পীতম মাঝির চুরি যাওয়া টাকার ঘটিটা পাওয়া যায়। এমন বিপদের সময় কুবের যায় হোসেন মিয়ার পরামর্শ নিতে। হোসেন মিয়া কুবেরকে ময়নাদ্বীপে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। ফলে কুবের ময়না দ্বীপে যাওয়ার জন্যে হোসেন মিয়ার নৌকায় ওঠে। এসময় কপিলাও কুবেরের সাথে ময়না দ্বীপে যাওয়ার প্রস্তাব করে বলে- 'আমারে নিবা মাঝি লগে?' কপিলা এর আগে আরও একবার নদীর ঘাটে কুবেরের সাথে রসিকতা করে এ উক্তিটি করেছিল।

৪২. 'মনডায় অসুখ মাঝি, তোমার লাইগা ভাইবা ভাইবা কাহিল হইছি'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: তার প্রতি দুর্বলতার কারণেই কুবের চরডাঙায় এসেছে তা কপিলার অজানা নয়। তাই কুবের যখন তার কাহিল চেহারা দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করে তখন কপিলা কুবেরকে সন্তুষ্ট করার জন্যে উল্লিখিত কথাটি বলে। কুবেরের জন্যেই ভেবে ভেবে সে যে কাহিল হয়েছে এবং এটা তার মনের অসুখ– এখানে সে একথাই প্রকাশ করতে চেয়েছে।

৪৩. 'অতিথি আসিয়াছে, অতিথি চলিয়া যাইবে, তারপর সপরিবারে উপবাস করিবে সে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কুবেরের শ্বশুরবাড়ির গ্রাম চরডাঙা বন্যায় তলিয়ে গেলে কুবের মালার ছোট ছোট ভাইবোন ও স্বামী পরিত্যক্তা কপিলাকে সঙ্গে করে কেতুপুরে নিয়ে আসে। কিন্তু এতোগুলো মানুষের খাওয়া-দাওয়া ও ভরণপোষণের কথা চিন্তা করে তার মনে স্বস্তি নেই। অতিথি এসেছে এক সময় চলেও যাবে। কিন্তু এর জন্য ভবিষ্যতে হয়তো কুবেরকে সপরিবারে উপোস করতে হবে। তখন একটা পয়সা দিয়ে কেউ তাকে সাহায্য করবে না। আসন্ন অভাব-অনটনের কথা চিন্তা করে কুবেরের মনে এসব ভাবনা উদয় হয়েছে।

৪৪. কপিলার মা শ্যামাদাসকে দিন-রাত গাল দেয় কেন?

উত্তর: কপিলার মা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সন্তানবৎসল মা। মালা-কপিলার নিরবচ্ছিন্ন সুখ সে আন্তরিকভাবে কামনা করে। বড় মেয়ে মালা পঙ্গু হওয়া সত্ত্বেও কুবের তাকে স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা দেয়ায় কুবেরের প্রতি সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু ছোট মেয়ে কপিলা কর্মক্ষম, সমর্থ ও বহুভাবে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও শ্যামাদাস তাকে নিয়ে সংসার করে না। দাম্পত্য কলহের জের ধরে পুনরায় সে বিয়ে করে এবং কপিলাকে তাড়িয়ে দেয়। নিজ থেকে শ্যামাদাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেও বিশেষ লাভ হয় না। ফলে মেয়ের দুঃখে সন্তান অন্তঃপ্রাণ কপিলার মা শ্যামাদাসের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয় এবং সে কারণেই দিন-রাত কারণে-অকারণে শ্যামাদাসকে গালি দেয়।

 Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৪৫. 'দুদিন পরে জীবনযুদ্ধে সমস্ত জগতের সঙ্গে যখন তাহাদের লড়াই বাঁধিবে তখন মধ্যস্থতা করিতে আসিবে কে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কুবের একদিন ঘুম থেকে উঠে পিসির কাছ থেকে কিছু চিড়া এনে গণেশকে নিয়ে খেতে বসে। খাওয়া শেষে কিছু চিড়া সে তার ছেলে লখ্যাকে দিয়ে অপর ছেলে চণ্ডীকে নিয়ে খেতে বলে। লখ্যা একথায় সম্মত না হলে চণ্ডীর সঙ্গে তার মারামারি বাঁধে। কুবের সেদিকে দেখেও দেখে না। অর্থাৎ সে মধ্যস্থতাকারী হয়ে বিবাদ মিটিয়ে দেবে না। সে ভাবে, ছেলেদের শিক্ষা হোক, নিজে নিজের ভাগ বুঝে নিতে শিখুক। দু'দিন পর জীবনযুদ্ধে সমস্ত জগতের সঙ্গে যখন এ ছেলেদের যুদ্ধ করতে হবে, তখন তো কেউ মধ্যস্থতা করতে আসবে না।

৪৬. 'আদিম অসভ্যতার আবেষ্টনী, অভিনয় সুমার্জিত সভ্যতার'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পদ্মাতীরবর্তী জেলেদের জীবনযাপন সার্বিকভাবেই দুর্বিষহ। পঙ্গু হওয়ার কারণে মালার আচরণ ভিন্ন। স্বভাবগতভাবেও তার গৃহকর্ম ও মাতৃত্বের নিজস্ব একটি ধরন রয়েছে। চেষ্টা করেও সারাদিন মালা দুই ছেলে লখা ও চণ্ডীকে পায় না। কিন্তু সন্ধ্যার পর সে যেন আদর্শ মাতৃমূর্তি। ছোটটিকে স্তন দিয়ে বড় দুটিকে নিজের হাতে সে ভাত মেখে খাওয়ায় আর অবিরাম রূপকথার গল্প শুনিয়ে যায়। লেখকের দৃষ্টিতে মালার এ মাতৃত্ব তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায় না। মালার মাথায় উকুন, গায়ে মাটি, পরনে ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাপড়। চণ্ডী ও লখা উলঙ্গ, চালের পঁচা খড় আর দেয়ালে চেরা বাঁশের ঢেউ তোলা স্যাঁতসেঁতে ঢেউ তোলা মাটিতে মেঝে- এই সবকিছুই তার সুসভ্য মাতৃমূর্তির সঙ্গে তীব্র বৈপরীত্য তৈরি করে। স্বভাব ও পরিবেশের ও তীব্র বৈপরীত্য তুলে ধরাই উক্তিটির মর্মকথা।

৪৭. 'ক্যান মাঝি ক্যান, এত গোসা ক্যান?'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কুবের মাঝির মেয়ে গোপীর পা ভালো হলে স্ত্রী মালার মনেও পঙ্গুত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তক হওয়ার স্বপ্ন জাগে। এ ব্যাপারে কুবের কোনো সাড়া দেয়নি। তাই সে একদিন স্বামীর অনুপস্থিতিতে রাসুকে নিয়ে আমিনবাড়ি সরকারি হাসপাতালে যায়। ডাক্তারকে পা দেখিয়ে সেদিন ওরা আর বাড়ি ফিরতে পারেনি। পরদিন বেলা বারোটায় মালা যখন বাড়ি ফেরে স্বামী কুবের তখন রাগ করে মালার সঙ্গে কথা বলে না। মালার কুশলাদিও জিজ্ঞেস করে না। মালার কোনো কথায় আগ্রহও দেখায় না সে। স্বামীর এহেন রুদ্রমূর্তি দেখে প্রতিবাদের স্বরে মালা তাকে আলোচ্য উক্তিটি করে।

৪৮. 'জন্ম হইতে অভ্যস্ত বিকলাঙ্গ এতোকাল পরে মালাকে বিশেষভাবে কাতর করিয়াছে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: একদিন কুবের খবর পেল কপিলা চরডাঙায় বেড়াতে এসেছে। তাই কপিলাকে দেখার কৌশলস্বরূপ সে শুধু ছেলেদের নিয়ে চরডাঙায় গিয়েছিল। পরে মালা জানতে পারে কপিলা চরডাঙাতেই ছিল। কুবের যে কপিলাকে দেখার জন্যেই সেখানে গিয়েছিল, সে ব্যাপারে তার সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। তাই জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ পা-টি তাকে এতোকাল পরে বিশেষভাবে কাতর করে তোলে।

৪৯. 'ওই অলস, আকর্মণ্য রমণীটির জন্যে কুবের হঠাৎ নিবিড় স্নেহ অনুভব করে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত কুবেরের শাশুড়ি কথা প্রসঙ্গে শ্যামাদাসের সঙ্গে কুবেরের তুলনা করে। সে বলে যে, কুবের তার সোনার জামাই। কারণ তার পঙ্গু মেয়ে মালাকে কুবের মাথায় করে রেখেছে। কিন্তু কপিলার স্বামী কপিলার সঙ্গে পশুর মতো ব্যবহার করেছে বলে দিন-রাত কপিলার মা তাকে গালি দেয়। শাশুড়ির মুখে এতো প্রশংসা শুনে কুবের মনে মনে ভাবে মালার জন্যেই তার আজ এতো প্রশংসা। পঙ্গু হলেও সে মালাকে কখনও অনাদর করে নি। কিন্তু তার জন্যে সৎ গৃহস্থ ও সৎ স্বামী বলে মালার মা কুবেরের যে প্রশংসা করেছে তাতে সে মনে মনে তার অলস ও অকর্মণ্য স্ত্রীর প্রতি হঠাৎ নিবিড় স্নেহ অনুভব করে।

৫০. 'কুবেরের ভাঙা কুটিরের তুলনায় বৈকুণ্ঠপুরী'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: শ্যামাদাসের বাড়ি-ঘর দেখে কুবের বিস্মিত হয়। চারভিটায় চারখানা বড় বড় ঘর শ্যামাদাসের। সবগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ঘরের ভেতরে রয়েছে কাঠের সিন্দুক, বেতের ঝাঁপি, বাসনকোসনসহ মূল্যমান আরও অনেক কিছু। উঠানের একপাশে ধানের মরাই এবং অন্য পাশে গোয়াল ঘর। লক্ষ্মী শ্রী মাখানো শ্যামাদাসের ঘর-সংসার দেখে কুবেরের মনে ভেসে ওঠে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

তার নিজের বাড়ির ছনের ছাউনির ভাঙা ঘর আর মাটির হাড়ি-পাতিলের ছবি। নিজের বাড়ি-ঘরের তুলনায় শ্যামাদাসের বাড়ি-ঘর তার কাছে তাই বৈকুণ্ঠপুরী বলে মনে হয়।

৫১. কুবের কেন শ্যামাদাসের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল?

উত্তর: কপিলা চলে যাওয়ার পর কুবেরের সমস্ত হৃদয় জুড়ে এক অযাচিত শূন্যতা ও হাহাকার বিরাজ করে। কপিলার সান্নিধ্য লাভের জন্যে তার মন আনচান করতে থাকে। কোনো কাজকর্মেই তার মন বসে না। তার শুধু কপিলার কথাই মনে পড়ে। তাই একদিন সমস্ত লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে কুবের আমিনবাড়ি হাসপাতালে গোপীকে দেখার কথা বলে কপিলার স্বামীর বাড়ি আকুরটাকুর গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয়।

৫২. 'তরে চিনা গেলাম কপিলা, পরনাম কইরা গেলাম তরে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: একদিন আমিনবাড়ি হাতপাতালে গোপীকে দেখতে যাওয়ার নাম করে কুবের শ্যামাদাসের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। যেহেতু কপিলা সে বাড়ির গৃহবধূ তাই সে স্বাধীনভাবে কুবরের সঙ্গে কথা বলেনি এবং সেবা-যত্নও যথাযথভাবে করতে পারেনি। রাতের বেলা কুবেরকে শুতে দেওয়া হয় এমন একটা ঘরে যেখানে একটা পাঁঠা বাঁধা ছিল। সে ঘরে রক্ষিত পাটের গন্ধ ও পাঁঠার গন্ধে রাতে কুবের একটুও ঘুমাতে পারেনি। সারারাত নির্ঘুম থেকে সকালে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে উঠানে কপিলার সঙ্গে দেখা হলে ক্ষুব্ধ কুবের আলোচ্য উক্তিটি করে।

৫৩. "যাও গা মাঝি। ক্যান আইছিলা তুমি।"- কে, কাকে এবং কোন প্রসঙ্গে এ উক্তি করেছিল?

উত্তর: মার্কসবাদে দীক্ষিত জীবনঘনিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ''পদ্মানদীর মাঝি" উপন্যাসের কপিলা কুবেরকে উদ্দেশ্য করে এ উক্তি করেছিল।

কপিলার আকর্ষণে তার ভগ্নিপতি কুবের একদিন কপিলার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে যাওয়ার পর কুবেরের প্রচণ্ড জ্বর হয়। কুবেরের প্রতি যথেষ্ট মমত্ববোধ থাকলেও তার বাড়িতে যেভাবে কুবেরের সেবা করেছে, এখানে কপিলা তা করতে পারে না; কারণ সে এখানে পরের ঘরের বৌ। রাত্রি যাপনের বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় কপিলা পাটের ঘরে পাঁঠার সাথে কুবেরকে থাকতে দিয়েছিল। সারারাত পাট ও পাঁঠার গন্ধে কুবেরের মেজাজ এতোই খারাপ হয় যে, সকালে উঠেই সে বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বাড়িতে যাত্রার মুহূর্তে কপিলা অনুযোগের সুরে তার অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতার কথা বললে কুবের প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে তাকে অপমান করার হেতু জিজ্ঞেস করে। উত্তরে কপিলা তার অসহায়ত্বের কথা জানায়। তাদের কথপোকথন চলাকালে কপিলার শাশুড়ি কপিলা কার সাথে কথা বলছে তা জানতে চায়। এহেন দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থায় কপিলা বিচলিত হয়ে মনের আবেগ অবদমিত করে অভিমানের স্বরে বলে ওঠে, ''যাও গা মাঝি। ক্যান আইছিলা তুমি।"এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কুবেরের প্রতি কপিলার চূড়ান্ত ভালোবাসার নিবিড় বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। শ্যামাদাসের স্ত্রী কপিলা তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকলেও ভগ্নিপতি কুবেরের প্রতি আকর্ষণ সে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না।

উপর্যুক্ত উক্তিতে কুবেরের প্রতি কপিলার দুর্নিবার ভালোবাসার তির্যক প্রকাশ ঘটেছে ।

৫৪. 'কার লগে কথা কস বৌ'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: বন্যা উপলক্ষে কেতুপুর আসার পর থেকেই কপিলা সেবা-যত্ন, হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে কুবের মাঝির হৃদয়ে আসন গড়ে তোলে। একদিন আমিনবাড়ি হাসপাতালে গোপীকে দেখতে যাওয়ার নাম করে আকুরটাকুর গ্রামে কপিলার স্বামী শ্যামাদাসের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। শরীরে জ্বর থাকায় সেদিন বাড়ি ফিরতে পারে না কুবের। রাতের বেলা কুবেরকে যে ঘরে থাকতে দেয়া হয়েছিল সেখানে ছিল পাট ও পাঁঠার গন্ধ। পাট ও পাঁঠার গন্ধে কোনোরকমে রাত কাটিয়ে সকালে কুবের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে কপিলার প্রতি রুক্ষ স্বরে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। এসময় পাশের ঘর থেকে দুজনের কথোপকথন শুনতে পেয়ে কপিলার শাশুড়ি কপিলার উদ্দেশে আলোচ্য উক্তিটি করে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৫৫. 'গোসা করছ মাঝি? গোসা কইরো না'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: শ্যামাদাস কপিলাকে নিয়ে যাওয়ার পর কেমন যেন উতলা হয়ে পড়ে কুবের। তাই কুবের একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে কপিলার স্বামীর বাড়ি গিয়ে হাজির হয়। তাকে দেখে শ্যামাদাস খুশি হলেও কপিলা আগের মতো আচরণ করে না। কেননা, কপিলা সেখানে পরাধীন এক গৃহবধূ। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কুবেরের সেবা-যত্ন করার সুযোগ সে পায় না। সে বাড়িতে অতিথি কী খাবে, কোথায় শোবে এসব দেখার সুযোগ তার ছিল না। তাই কুবেরকে পাট ও পাঁঠার দুর্গন্ধে ভরা একটি ঘরে অনেকটা বিনিদ্র রাত কাটাতে হয়। তাই পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠেই কপিলার কাছ থেকে কুবের বিদায় নিতে যায়। কুবেরের মনের অবস্থা অনুমান করে কপিলা বলে, 'গোসা করছ মাঝি? গোসা কইরো না।' এভাবেই কুবেরের কাছে সে তার নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে।

৫৬. 'আশ্বিনের ঝড়ে সব আশা-ভরসা তাহার উড়িয়া গিয়াছে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কেতুপুরের দারিদ্র্যক্লিষ্ট গরিব জেলে কুবের মাঝি। গোপীর বিয়ে নিয়ে কুবেরের একটি স্বপ্ন ছিল। তার আশা ছিল গণেশের বিত্তবাস শালা যুগলের সঙ্গে গোপীর বিয়ে দিয়ে অন্তত চার কুড়ি টাকা পণ লাভ করবে। এতে সে অর্থনৈতিকভাবে যেমন লাভবান হবে, তেমনই গোপীও সুখে থাকবে। কিন্তু এ বছর আশ্বিনের ঝড়ের কারণে তার সব আশা গুড়েবালি হয়ে গেল। যুগল চার কুড়ি টাকা পণ দিয়ে সোনাখালির এক রূপসী কন্যাকে বিয়ে করে ঘরে আনে। অথচ এ টাকাটা কুবেরেরই পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আশ্বিনের নির্মম ঝড়ে কুবেরের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

৫৭. 'গৃহ ও নারী, অন্ন ও বস্ত্র, ভূমি ও স্বত্ব সবই তো পাইলে তুমি, এ বার শুধু খাটিবে ও জন্ম দিবে সন্তানের, এটুকু পারিবে না?'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: যত লোক হোসেন মিয়া ময়নাদ্বীপে নিয়েছেন তাদের সকলকেই তিনি নিজের খরচায় ঘর বানিয়ে দিয়েছেন, চাষের জন্যে বিনা পয়সায় জমি দিয়েছেন, হালের বলদ কিনে দিয়েছেন, নিজের খরচে খাবারের ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দিয়েছেন। হোসেন মিয়া এর বিনিময়ে কোনো খাজনা বা ফসল চান না। তিনি শুধু চান দ্বীপটা মানুষে ও ফসলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। হোসন মিয়া যাদেরকে ময়নাদ্বীপে নিয়ে এসেছেন তাদের সকলকেই তিনি অনেক উপকার করেছেন। এসব উপকারের বিনিময়ে হোসেন মিয়ার একটাই প্রত্যাশা, তারা শুধু সন্তান জন্ম দিয়ে ময়নাদ্বীপকে লোকে-লোকারণ্য করে তুলবে।

৫৮. 'হোসেন মিয়ার হুকুমের চেয়ে দড়ির বাঁধন তো এ দ্বীপে জোরালো নয়'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ময়নাদ্বীপের এনায়েত বসির মিয়ার স্ত্রীকে প্রায়ই উত্যক্ত করত। একদিন দুপুরবেলা ফাঁকা পেয়ে সে বসিরের স্ত্রীর ঘরে ঢোকে। বসিরের স্ত্রীর চেঁচামেচি শুনে আকবরের স্ত্রী এসে তাকে রক্ষা করে। হোসেন মিয়া ময়নাদ্বীপে গেলে ময়না দ্বীপের মোড়ল বিপিন তার কাছে এনায়েতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। সব শুনে হোসেন মিয়া এনায়েতকে তিন দিন তিন রাত গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে বলে। সাথে সাথেই হুকুম পালিত হয়। কিন্তও বাঁধনটা খুব শক্ত ছিল না। কেননা, দ্বীপের সকলেই একথা জানে যে, হোসেন মিয়ার হুকুমের চেয়ে দড়ির বাঁধন এ দ্বীপে জোরালো নয়। সুতরাং বাঁধন আলগা হলেও ক্ষতি নেই।

৫৯. 'ময়নাদ্বীপে মোল্লা পামু কই'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: হোসেন মিয়া তার ময়নাদ্বীপে লোকবসতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন এলাকা থেকে সর্বস্বান্ত লোকদের সংগ্রহ করে ময়নাদ্বীপে আশ্রয় দেয়। আশ্বিনের ঝড়ে সর্বস্বান্ত মাঝি আমিনুদ্দিন ময়নাদ্বীপে যাওয়ার জন্যে হোসেন মিয়ার নৌকায় ওঠে। তিন দিন পর হোসেন মিয়া তার নৌকায় এসে সবার খবরা-খবর নেয়। এরপর সে আমিনুদ্দির সাথে রসুলের বোন নছিবনের বিয়ে সম্পন্ন করার কথা বলেন। কিন্তু আমিনুদ্দি চায় ময়নাদ্বীপে পৌঁছে আরও দুমাস পর বিয়ে সম্পন্ন করতে। তার প্রত্যুত্তরে হোসেন মিয়া আমিনুদ্দিকে লক্ষ করে আলোচ্য উক্তিটি করেছিল।

৬০. 'মুসলমান মসজিদ দিলি, হিন্দু দিব ঠাহুর ঘর- না মিয়া, আমার দ্বীপির মদ্যি ও কাম চলব না'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: রাজা বাড়ির আজিজ সাহেব মোল্লা হিসেবে ময়নাদ্বীপে যেতে রাজি হয়েছিলেন কিন্তু হোসেন মিয়া তাতে রাজি না হওয়ায় তিনি যেতে পারেন নি। এ ব্যাপারে তাঁর আপত্তির কারণ হিসেবে হোসেন মিয়া জানান, ময়নাদ্বীপে হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

বসবাস করবে। সেখানে ধর্মীয় কোনো বিভেদ তিনি সৃষ্টি হতে দেবেন না। আজিজ সাহেব যদি ময়নাদ্বীপে যান তাহলে তিনি হয়তো সেখানে মসজিদ বানাতে চাইবেন, আর মুসলমানরা মসজিদ বানালে হিন্দুরা হয়তো তাদের দেখে মন্দির বানাতে চাইবে। এতে করে ময়নাদ্বীপে ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি হবে, যা হোসেন মিয়ার কাম্য নয়।

৬১. 'ধনী-দরিদ্র, ভদ্র-অভদ্রের পার্থক্য তাহার কাছে নাই, সকলের সঙ্গে তাহার সমান মৃদু ও মিঠা কথা'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: হোসেন মিয়ার বাড়ি পূর্বে ছিল নোয়াখালী জেলায়। কেতুপুর এসে তিনি বসবাস করছেন মাত্র কয়েক বছর হলো। প্রথম দিকে তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। আস্তে আস্তে তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হন এবং বিয়েশাদি করে সুখী জীবনযাপন করেন। হোসেন মিয়া সমাজের বিত্তশালী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েও নীচুশ্রেণির মানুষের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখেছেন। নীচুশ্রেণির মানুষের সুখ-দুঃখ প্রভৃতির সাথে তিনি নিজেকে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রেখেছেন। তিনি এখনও নিজেকে নীচুশ্রেণির মানুষ হিসেবে মনে করেন এবং এ মনে করাতে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। তাই তিনি ধনি-দরিদ্র, ভদ্র-অভদ্র নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সমান মৃদু ও মিষ্টি ব্যবহার করতেন।

৬২. 'পুরুষের ভাগ্যের কথা কে জানে! আজ ফকির-কাল রাজা'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে স্ত্রী-সন্তান হারিয়ে রাসু কেতুপুরে ফিরে আসে। কেতুপুর এসে নতুন করে সংসার করার ইচ্ছা জাগে তার। কুবেরের কন্যা গোপীর প্রতি তার নজর পড়ে। গোপীকে বিয়ে করে সংসার গড়ার বাসনা নিয়ে কুবেরের কাছে নিজেকে গোপীর যোগ্য জামাই হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে রাসু কুবেরের কাছে প্রস্তাব করে। সে কুবেরকে জানায় যে, দেবীগঞ্জ একটি দোকান দিয়ে সে ব্যবসা আরম্ভ করবে। কুবেরের মন তার প্রতি নরম করার জন্যে সে আরও বলে যে, পুরুষরা ইচ্ছা করলে নিজের ভাগ্য নিজেই গড়তে পারে। একথা বলে সে কুবেরকে বোঝাতে চেয়েছে যে, পুরষের ভাগ্য পুরুষের নিয়ন্ত্রণেই থাকে।

৬৩. ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপুল পদ্মা কৃপণ হইয়া যায় কেন?

উত্তর: বর্ষাকালের ভরা পদ্মা থাকে ইলিশে ভরপুর। কিন্তু শীতকালের শুষ্ক পদ্মা শুধু ইলিশ নয় অন্য সব মাছও যেন কোথায় লুকিয়ে রাখে। কুবেরের মতো জেলেদের তখন দারুণ দুর্দশায় পড়তে হয়।

কুবেরসহ কেতুপুরের সকল জেলে বর্ষার ভরা মওসুমে পদ্মার বুকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। শুষ্ক মওসুমে পদ্মার বুকে মানুষ পারাপার করে জীবন ধারণ করে। কুবেরের মাছ ধরার জাল ও নৌকা ছিল না। তাই সে ধনঞ্জয়ের নৌকায় ভাগে মাছ ধরে। একদিন তারা দেবীগঞ্জের দুই মাইল উজানে মাছ ধরছিল। সারারাত মাছ ধরে কুবের ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলে স্ত্রী মালা তাকে পদ্মায় মাছ ধরতে না গিয়ে বিশ্রাম নিতে বললে কুবের তাতে রাজি হয় না। কুবেরের মাথায় তখন অনাগত দিনের দুর্ভাবনার বিষয়টি ঘুরপাক খেতে থাকে। তাই শরীর ভাল থাক বা নাই থাক– বর্ষাকালে একটি মুহূর্তও কাজ না করে হেলায় নষ্ট করা যাবে না। সামনে শুষ্ক মওসুম। সেই মওসুমে বিপুলা পদ্মা কৃপণ হয়ে যায়। পদ্মার বুকে জেলেরা তখন আর মাছের সন্ধান পায় না। পদ্মা তখন তার মাছগুলোকে কোথায় যেন লুকিয়ে ফেলে। পদ্মাও যেন ভাগ্যাহত দরিদ্র জেলেদের এভাবেই তখন বঞ্চিত করে।

৬৪. 'মাঠে জলের বদলে থাকে ফসল অথবা- ফসল কাটা রিক্ততা'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: বর্ষাকালে পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চল জলমগ্ন থাকে। এ সময় মানুষের চলাফেরার প্রধান বাহন হয়ে ওঠে নৌকা। শীতের শেষে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে নৌকার প্রয়োজন কমে আসে। তখন খাল-মাঠ-প্রান্তরে জল থাকে না। যেসব মাঠ একসময় জলমগ্ন থাকত, সেখানে ফসল কিংবা ফসল কাটার রিক্ততা লক্ষ করা যায়। তখন শস্যহীন মাঠের মতো জেলেদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান আশ্রয় যে পদ্মা তাও অনেকটা শুকিয়ে যায়।

৬৫. 'আমি লগে যামু মাঝি'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পুলিশের তল্লাশিতে কুবের চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়। কুবের নদীর ঘাট দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় কপিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কপিলার কাছে বিস্তারিত জানতে পেরে কুবের ঘাবড়ে যায়। যেহেতু এর কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই, তাই কুবের এ চরম

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

পরিস্থিতিতে অসহায় হয়ে পড়ে। কিন্তু ঘাটে হোসেন মিয়ার নৌকা বাঁধা থাকাতে সে কিছুটা আশ্বস্ত হয়। কুবের হোসেন মিয়ার বাড়িতে গিয়ে তাকে বিস্তারিত জানানোর ইচ্ছা পোষণ করে কপিলাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলে। কিন্তু কপিলা এতে রাজি হয় না। এ বিপদের দিনে কুবেরকে সে একলা ছেড়ে যাবে না। তাই সেও কুবেরের সঙ্গে হোসেন মিয়ার বাড়ি যেতে চায়। সে তার এ আগ্রহের বিষয়টি প্রকাশ করতে গিয়েই কুবেরকে লক্ষ করে আলোচ্য উক্তিটি করে।

৬৬. 'একা অত দূরে কুবের পাড়ি দিতে পারিবে না'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পুলিশ কুবেরের বাড়ি থেকে পীতম মাঝির চুরি যাওয়া ঘটিটা উদ্ধার করে। টাকা চুরির অপরাধে কুবের অপরাধী, একমাত্র হোসেন মিয়াই পারে তাকে বাঁচাতে। আর তা সম্ভব ময়নাদ্বীপে পাড়ি জমানোর মাধ্যমে। কিন্তু এতোদিনের সংসার ছেড়ে কুবের একা কীভাবে থাকবে? কপিলা বলে, 'আমারে নিবা মাঝি লগে?' সাথে সাথে কুবের অনুভব করে- 'হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারিবে না।'

৬৭. গ্রাম ছাড়িয়া দেশ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রার গভীর বিষাদ ওদের আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে।

উত্তর: নিজ পরিবার এবং বাসভূমি থেকে উন্মুল হয়ে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে পাড়ি দেওয়ার সময় প্রতীক্ষারত একটি পরিবারের মানসিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ উক্তিটির অবতারণা করেছেন।

নোয়াখালি অঞ্চলের মানুষ হোসেন মিয়া এক সময় কেতুপুর গ্রামে এসেছিল নিঃস্ব অবস্থায়। অবৈধ ব্যবসা করে এখন সে প্রচুর টাকার মালিক। দূর সমুদ্রে সে একটি জায়গা কিনেছে, যার নাম ময়নাদ্বীপ। সেখানে সে মানুষের বসতি গড়ে তুলতে চায়। দুঃখী-দরিদ্র মানুষদেরকে কৌশলে হোসেন মিয়া তার দ্বীপে নিয়ে যায়। এমনিভাবে এক সময়ে একটি পরিবার ময়নাদ্বীপে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। হোসেন মিয়ার নৌকার মাঝি কুবের শুধু মাঝিই নয়, বরং হোসেন মিয়ার প্রতিনিধিরূপে সবকিছু তদারক করার দায়িত্বও তার। তদারকির এক ফাঁকে সে লক্ষ করে নৌকার ছইয়ের ভেতরে পরিবারের সদস্যরা সবাই কেমন যেন নির্জীব, নিস্প্রাণ, মনমরা। সবাই নিশ্চুপ, কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই কি যেন ভাবছে, এমনকি বাচ্চাগুলোও চুপচাপ। পরিবারটি ময়নাদ্বীপের যাত্রী বিধায় তারা নির্বাক ও নিস্তব্ধ। তারা ভবিষ্যৎ আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তায় ভীত-সন্ত্রস্ত। তারা তাদের জন্মভূমি, গ্রাম, চৌদ্দপুরুষদের ভিটে-মাটি ছেড়ে অজানা এক দ্বীপে পাড়ি জমাচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতের ভাবনা তাদের মনমরা করে তুলেছে। নিজভূমি ছেড়ে অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমাতে গিয়ে ময়নাদ্বীপগামী পরিবারটি যেন গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন।

আলোচ্য অংশে জন্মভূমি তথা পৈত্রিক ভিটা ত্যাগের এক বেদনাঘন পরিস্থিতি প্রকাশ পেয়েছে।

৬৮. ঘরের লোক বলিয়া না দিলে ঘটির সন্ধান চোর পাইত কোথায় ?

উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে টাকা হারানোর ঘটনায় বৃদ্ধ মাঝি পীতমের ভাগ্নে রাসুকে অভিযুক্ত করার পরোক্ষ ইঙ্গিত করতে গিয়ে লেখক আলোচ্য উক্তিটির অবতারণা করেছেন।

উপন্যাসের একটি বিশেষ চরিত্র রাসু হোসেন মিয়ার ময়না দ্বীপে সবকিছু হারিয়ে শেষ পর্যন্ত আবার তার নিজগ্রাম কেতুপুরে ফিরে আসে। এ সময় তার মামা পীতম মাঝি তাকে নিজের ঘরে আশ্রয় দেয়। রাসু হোসেন মিয়ার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু টাকা পায়। ওদিকে কুবেরের মেয়ে গোপীকে বিয়ে করতে চায় গণেশের শ্যালক যুগল। রাসুও গোপীকে পছন্দ করে। এক পর্যায়ে গোপীর পা ভেঙে গেলে যুগল কিছুটা পিছিয়ে যায়; এগিয়ে আসে রাসু। কুবের রাসুর কাছে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হয়। এমন সময় পীতম মাঝির ঘরে এক চুরির ঘটনা ঘটে। ঘরের এককোণে মাটির নিচে পুঁতে রাখা পীতমের সারা জীবনের সঞ্চয় সাত-কুড়ি তের টাকা ভর্তি একটি ঘটি চুরি হয়ে যায়। এ ব্যাপারে পীতম তার ভাগ্নে রাসুকে সন্দেহ করে। সে জানে রাসুর স্বভাবচরিত্র ভালো নয়। এজন্যে সে আগে থেকেই তাকে অপছন্দ করতো। কিন্তু ময়নাদ্বীপ থেকে ফিরে আসার পর তার কষ্ট দেখে সে তাকে নিজের ঘরে থাকতে দিয়েছে। পীতম মাঝি মনে করে রাসু ছাড়া কেউ এ কাজ করেনি। আর অন্য কেউ করলেও তার সাথে রাসুর যোগাযোগ রয়েছে। কেননা, ঘটিটি যেখানে রাখা ছিল তা ঘরের লোক বলে না দিলে কারো পক্ষেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

রাসুর চরিত্র সম্পর্কে তার মামার ধারণা বরাবরই নেতিবাচক ছিল। তাই সংঘটিত চুরির প্রেক্ষিতে তার মামা পীতম মাঝির সন্দেহ ও ক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে রাসুর যে অবস্থান সে সম্পর্কেই লেখক আলোচ্য উক্তিটির অবতারণা করেছেন।

৬৯. 'কথা দিয়া কথা রাখিল না কুবের, কুবেরের সে সর্বনাশ করিয়া ছাড়িবে'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: রাসু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কুবেরের মেয়ে গোপীকে বিয়ে করতে ব্যর্থ হয়ে প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। আশ্বিনের ঝড়ে গোপীর পা ভেঙে যাওয়ার পর কুবের গোপীকে রাসুর সঙ্গে বিয়ে দেয়ার জন্য সম্মত হয়। কিন্তু আমিনবাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসার পর গোপীর পা মোটামুটি ভালো হয়ে উঠলে কুবের মাঝি হোসেন মিয়ার পরামর্শে বঙ্কু নামের অন্য একজনের সঙ্গে গোপীর বিয়ে দিয়ে দেয়। কথা দিয়ে কথা রক্ষা না করায় রাসু কুবেরের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে আলোচ্য উক্তিটি করে।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

প্রয়োগমূলক উত্তরের সহায়ক তথ্যাবলি

১. পদ্মানদীতে জেলেদের মাছ ধরার দৃশ্য বর্ণনা কর।

উত্তর: প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি । এ উপন্যাসটির শুরুতেই তিনি পদ্মায় জেলেদের মাছ ধরার যে দৃশ্য তার একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

পদ্মা হচ্ছে ইলিশ মাছের সবচেয়ে বড় বিচরণক্ষেত্র। এই ইলিশ মাছ ধরেই পদ্মা তীরবর্তী জেলেরা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বর্ষাকাল হচ্ছে জেলেদের মাছ ধরার উৎকৃষ্ট সময়। এ সময় কোনো রকম বিরতি ছাড়াই দিনরাত তারা মাছ ধরে। তাদের এই মাছ ধরার প্রধান দুটি উপকরণ হচ্ছে জাল ও নৌকা। এই জাল ও নৌকা নিয়ে ইলিশ মাছ ধরার জন্য তারা তখন সমস্ত পদ্মা চষে বেড়ায়। সন্ধ্যাকালে পদ্মার তীরে দাঁড়ালে দেখা যায়, নদীর বুকে অনির্বাণ জোনাকির মতো শত শত আলো বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে অনেকটা দুর্বোধ্য সঙ্কেতের মতো এ আলোগুলো প্রায় সারারাতই এভাবে ঘুরে বেড়ায়। রহস্যময় ম্লান অন্ধকার ভেদ করে জ্বলে থাকা এই আলোগুলো জেলে নৌকার আলো। এ আলো দিয়েই সারারাত তারা তাদের মাছ ধরার কাজটি সম্পন্ন করে। শেষরাতে আকাশে যখন ক্ষীণ চাঁদটি ওঠে, তখনও এ আলোগুলি নেভে না। নদী জুড়ে বিচরণশীল এই বিক্ষিপ্ত আলোগুলিই জেলেদের রাত্রিকালীন কর্মব্যস্ততার সাক্ষ্য বহন করে। জেলেদের মাছ ধরার এ নৈশকালীন দৃশ্য পদ্মার বুকে এক চমৎকার আবহ তৈরি করে।

বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে পদ্মানদীতে জেলেদের মাছ ধরার এ দৃশ্যটি জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন।

২. জেলে নৌকার বর্ণনা দাও।

উত্তর: পদ্মা নদীতে যে নৌকা দিয়ে জেলেরা মাছ ধরে তা আকারে বেশি বড় নয়। তার পিছনের গলুইয়ের দিকে সামান্য ছাউনি থাকে। বাকি সমস্তটাই খোলা। মাঝখানে নৌকার পাটাতনে হাত দুই ফাঁক রাখা হয়। সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে নৌকার খোলের ভেতর মাছ জমা করা হয়। নৌকার পাশেই থাকে জাল ফেলার ব্যবস্থা। ত্রিকোণ বাঁশের ফ্রেমে বিপুল পাখার মতো জালটি নৌকার পাশে লাগানো থাকে। জালের শেষ সীমার বাঁশটি থাকে নৌকার পার্শ্বদেশের সঙ্গে সমান্তরাল। তার দুই প্রান্ত থেকে লম্বা দুটি বাঁশ নৌকার ধারে এসে মিশে পরস্পরকে অতিক্রম করে নৌকার ভিতরে হাত দুই এগিয়ে যায়। এ দুটি জালের হাতল। এই হাতল ধরেই নদীতে জাল উঠা-নামা করানো হয়।

গভীর জলে বিরাট ঠোঁটের মতো দুটি বাঁশে বাঁধা জাল লাগে। দড়ি ধরে বাঁশের ঠোঁট হা করা জাল নামিয়ে দেয়া হয়। জালে মাছ পড়লে হাতের দড়ি বেয়ে জেলের কাছে তার খবর পৌঁছে। তখন সে দড়ির সাহায্যেই জলের নিচে জালের মুখ বন্ধ করে হাতলের সাহায্যে তা নৌকায় টেনে তোলে।

৩. জেলেপাড়ার বর্ণনা দাও।

উত্তর: পদ্মার তীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের বাইরে জেলেপাড়া। জেলেপাড়াটি নদী থেকে বেশি দূরে নয়। জেলেপাড়ার চারিদিকে ফাঁকা জায়গাগুলো ভূ-স্বামীদের দখলে। অথচ জেলেপাড়াটি হয়ে রয়েছে ঘিঞ্জি। বাড়িগুলো গায়ে গায়ে জমাট বেঁধে আছে। প্রথম দেখলে মনে হবে যে, এ বুঝি জেলেদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা। উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে এরা যেন নিজেদের প্রবঞ্চনা করছে। কিন্তু ভেবে দেখলে বুঝা যায়, সমতল ভূমিতে ভূ-স্বামীদের অধিকার ছেড়ে দিয়ে একটি কুড়ের আনাচে-কানাচে তারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে বাধ্য হয়েই তাদের আরেকটি কুঁড়ে ওঠাতে হয়। এর ফলেই জেলেপাড়াটি খুব জমজমাট। আর্থিক অসচ্ছলতাও তাদের একত্রে কাছাকাছি থাকতে বাধ্য করছে। এদের জীবন-যাপন পদ্ধতিও বড় কষ্টকর। শীতে তাদের হাড় কাঁপে, বর্ষার জলে ঘর ভেসে যায়, স্যাতসেঁতে পরিবেশে লেগে থাকে অসুখ-বিসুখ। গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্র মানুষগুলো তাদের দূরে ঠেলে রাখতে চায়, অপরদিকে প্রকৃতির নান দুর্যোগ তাদের ধ্বংস করতে চায়। জেলেপাড়ার নিঃস্ব আর নিরন্ন

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

মানুষগুলোর জীবন কাহিনী এ চক্রেই আবর্তিত হয়; জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে চলতে থাকে শিশুর ক্রন্দন; আকাশে-বাতাসে শোনা যায় তাদের তপ্ত নিঃশ্বাসের আরও তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। সে সঙ্গে শ্বাসরুদ্ধকর গুমোট পরিবেশে চলে দাম্পত্য কলহ। ঈশ্বরানুকূল্য বঞ্চিত পরিবেশে তাদের মাঝে দেখা যায় সুতীব্র সংগ্রাম। কলহ, পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা, মারামারি ও কাড়াকাড়ির এ বৃত্তাবদ্ধ জীবন একদিকে যেমন যথেষ্ট মানবেতর দিকে তেমন কষ্ট ও বেদনাদায়ক।

৪. 'অন্নবাবার মাঠ'-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর: 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে কেতুপুর গ্রামের অদূরে পদ্মার অপর পাড়ে 'অন্ন-বাবার মাঠ' নামক একটা জায়গার বর্ণনা রয়েছে। স্থানটির ' অন্নবাবার মাঠ' নাম হওয়ার একটা ইতিহাস আছে। অনেকদিন আগে এ অঞ্চলে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সেসময় কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী এসে এ মাঠে আস্তানা গাড়েন এবং একটা বিরাট অন্নসত্র খুলে বসেন। নিজের বলতে সন্ন্যাসীর এক কানাকড়িও সম্বল ছিল না। কিন্তু মানুষের ওপর তার এমন প্রভাব ছিল যে, তার হুকুম বড় বড় জমিদার, মহাজন মণকে মণ চাল-ডাল পাঠিয়ে দিত এ মাঠে। শত শত ভদ্রলোক কোমর বেঁধে বড় বড় উনুনে এসব রান্না করে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের মধ্যে বিতরণ করত। সন্ন্যাসী বাবা এ মাঠ থেকে ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে অন্ন বিতরণ করতেন বলে তখন থেকেই এ মাঠটির নাম হয়েছে 'অন্নবাবার মাঠ'।

৫. সোনাখালী গ্রামের রথের মেলার পরিচয় দাও।

উত্তর: পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুর ও আশপাশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যহীন জীবনে প্রতিবছর হাসি-আনন্দের বন্যা নিয়ে উপস্থিত হয় সোনাখালির রথের মেলা। রথ উপলক্ষে কেতুপুরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে তেমন কোনো ধুমধাম হয় না। রথের দিন পদ্মার ওপারে অন্নবাবার মাঠে বেশ বড় একটা মেলা বসে এবং উল্টারথ পর্যন্ত এ মেলা স্থায়ী হয়। মেলায় ভিড় বেশি থাকে প্রথম এবং শেষ দিন, মাঝখানের কয়েকদিন মেলা একটু ঝিমিয়ে যায়। গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় ও শখের সমস্ত পণ্য মেলায় আমদানি হয়। মেয়েরা সাধ মিটিয়ে শাখা ও কাঁচের চুড়ি পরে। ছেলেদের কোমরে বেঁধে দেয় তারা নতুন ঘুনসি। সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কয়েকটি স্থানে জুয়াখেলাও চলে।

৬. হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপের বর্ণনা দাও।

উত্তর: ময়নাদ্বীপের কিছু অংশ ডিম্বাকৃতি ও কিছু অংশ ত্রিকোণবিশিষ্ট। দ্বীপটির বিস্তৃতি এগারো মাইল। দ্বীপের কিছু অংশ পরিষ্কার করে বসতি স্থাপিত হয়েছে, চাষাবাদও হচ্ছে। বাকি অংশ জুড়ে রয়েছে জঙ্গল। দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে অসংখ্য নারকেল গাছ। দ্বীপের মাঝখানে মাইলখানেক লম্বা লবণাক্ত জলা আছে। জলার ধারে খানিকটা ধানের জমি। জলা ও জঙ্গলে থাকে অসংখ্য সাপ। থাকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও। তবে অন্য কোনো জন্তু-জানোয়ার নেই সেখানে। দ্বীপে লোকসংখ্যা একশর কম নয়। বিরামহীন পরিশ্রম সেখানে। জীবন সেখানে নির্মম ও নীরব। পাঁচ বছরে মাত্র ত্রিশটি পরিবার সেখানে স্থায়ী হয়েছে। আমিনুদ্দি ও রসুলকে ধরলে দ্বীপে গৃহস্থ পরিবারের সংখ্যা দাঁড়ায় বত্রিশে।

৭. কুবের ও শীতলবাবুর মধ্যে ইলিশ মাছ বিক্রির ঘটনাটির বিবরণ দাও।

উত্তর: শীতলবাবু শোষক সমাজের অত্যন্ত স্বার্থপর ও নীচ প্রকৃতির লোক। সন্তানের পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে কুবের ধনঞ্জয় ও গণেশের চোখ ফাঁকি দিয়ে দু-চারটি ইলিশ চুরি করত। একদিন প্রচণ্ড জ্বরের মধ্যেও সে তিনটি মাছ চুরি করে শীতলবাবুকে দেয়। শীতলবাবু মাছ তিনটি চটের থলের মধ্যে পুরে পয়সা না দিয়েই চলে যেতে উদ্যত হয়। কুবের পয়সা চাইলে শীতলবাবু জানায় যে, পয়সা পরে দেবে। এতে কুবের যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হলেও জোর করে কিছু বলতে পারে না। কেননা, তাহলে এতে তার চুরির ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাই সে অস্ফুটস্বরে বলে, 'হালা ডাকাইত।'

৮. পীতম মাঝির বাড়িটির বর্ণনা দাও।

উত্তর: পীতম কেতুপুর গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন জেলে। সে রাসুর মামা। তার অবস্থা ভালো হলেও ভীষণ কৃপণ। এ পাড়ায় জেলেদের মধ্যে পীতমই সবচেয়ে বড় জালের মালিক। তার বাড়িতে কোনো উঠোন নেই। গোয়াল পার হয়েই ঢুকতে হয় বড় ঘরে। জেলেপাড়ায় পীতমের জাল এবং কার্পণ্য এ দুই সর্বজনবিদিত। আর সেই সাথে পীতমের বাড়িটিও লোকের কাছে

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কয়েদখানা বলে পরিচিত। তার ঘরের পেছনে সামান্য ফাঁকা জায়গা ও একটি ডোবা রয়েছে। তারপর রয়েছে বাঁশঝাড়। সে বাঁশঝাড়ে আছে বড় বড় সাপ। মোটকথা জেলেপাড়ায় পীতম জেলের বাড়িটি নানা দিক দিয়ে প্রসিদ্ধ।

৯. আশ্বিন মাসের ঝড়ে জেলেপাড়ায় কার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে? তার ক্ষতির বিবরণ দাও।

উত্তর: আশ্বিনের ঝড়ে কেতুপুর নিবাসী মুসলমান মাঝি আমিনুদ্দির সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ের রাতে আমিনুদ্দি ছিল পদ্মার বুকে। তার ঘরে ছিল স্ত্রী ও সন্তানেরা। ঝড়ের তাণ্ডবে আমগাছটি আমিনুদ্দির ঘরের ওপর পড়ায় সাথে সাথেই আমিনুদ্দির স্ত্রী মারা যায়। সকালে গাছের নিচ থেকে টেনে বের করা সময় ছেলেটাকে। তখনও তার দেহে প্রাণ ছিল। কিন্তু সেখান থেকে টেনে বের করায় ঘণ্টাখকানেক পরে সেও মারা যায়। শুধু মেয়ে মমীনের কিছু হয়নি। পদ্মা থেকে ফিরে এসে আমিনুদ্দি এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ে।

১০. গণেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর: 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের গণেশ কেতুপুর গ্রামের দরিদ্র জেলে। কুবেরের সঙ্গে সে মহাজন ধনঞ্জয়ের নৌকায় মাছ ধরে। কুবের হলো গণেশের খুব আপন লোক। যেকোনো কাজকর্মের ব্যাপারে পরামর্শের জন্যে সে কুবেরের ওপর নির্ভরশীল। বোকা স্বভাবের গণেশ কোনো কাজই দ্রুত করতে পারত না। তার কাজে ঢিলেমি ছিল বলে সে প্রায় সময়ই ধমক খেত। ধমক খেলেও তার রাগ করার স্বভাব ছিল না। গণেশ ছিল সৎ স্বভাবের মানুষ। তার এ সততাই তাকে বিশেষ চরিত্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

১১. রাসুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর: 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে রাসু অন্যান্য মাঝির মতো পদ্মায় নৌকা ভাসায়, নদীর সঙ্গে যুদ্ধ করে মাছ ধরে। কিন্তু তার সামান্য আয়ে সংসার চলে না। তাই ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে পাড়ি দেয়। ভাগ্য বদলের জন্য ময়নাদ্বীপে হোসেন মিয়া তাকে সবই দিয়েছিল, কিন্তু ভাগ্য তাকে সহায়তা করেনি। জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে সেখানে সে একে একে স্ত্রী-পুত্র সব হারিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। অবশেষে বেঁচে থাকার তাগিদে সেখান থেকে জান নিয়ে সে পালিয়ে আসে তার নিজ গ্রামে। গ্রামে এসে আবার সে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। একসময় কুবেরের মেয়ে গোপীকে সে বিয়ে করতে আগ্রহী হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোপীকে না পেয়ে চুরির দায়ে সে কুবেরকে ফাঁসিয়ে দেয়।

১২. শীতলবাবুর পরিচয় দাও।

উত্তর: 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে শীতলবাবু একটি অপ্রধান চরিত্র। শীতলবাবু একজন শঠ, প্রতারক ও প্রবঞ্চক। সুবিধাবাদী শীতলবাবু পীতম মাঝির মেয়ে যুগীকে নিয়ে সংসার পেতেছে। প্রায়শই সে প্রতারণাপূর্বক কুবেরের কাছ থেকে মাছ হাতিয়ে নেয়। মূল্য বেশি দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে সে কুবেরকে মাছ চুরি করে আনার জন্য প্ররোচিত করে। তার কথায় প্ররোচিত হয়ে কুবের মাছ চুরি করে এনে দিলে সে আগামীকাল পয়সা দিবে বলে মাছ নিয়ে চলে যায়। তারপর কুবের তার বাড়িতে গিয়ে পয়সা চাইলে শীতলবাবু কুবেরের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে তাকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এভাবে কুবেরের মতো অসহায় জেলেদের সে প্রতারিত করতো। তবে স্ত্রী যুগী যখন অসহায় দরিদ্রদের সাহায্য করতো তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও মনে মনে সে এক ধরনের তৃপ্তি পেতো।

১৩. আমিনুদ্দির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর: 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আমিনুদ্দি পদ্মাপাড়ের একজন দরিদ্র মুসলমান মাঝি। পদ্মাপাড়ের কেতপুর গ্রামে যে কয়েক ঘর মুসলমান মাঝি আছে আমিনুদ্দি তাদের অন্যতম। তার সুখের সংসারে হঠাৎ করেই চরম বিপর্যয় নেমে আসে। আশ্বিনের ভয়াবহ ঝড়ে তার সবকিছুই লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। পদ্মায় মাছ ধরতে থাকা অবস্থায় ভাগ্যক্রমে সে নিজে বেঁচে গেলেও উঠোনের পাশের প্রকাণ্ড আমগাছটি ঘরের উপর ভেঙে পড়লে তাতে তার স্ত্রী-পুত্র মারা যায়। বেঁচে থাকে শুধু বিবাহযোগ্য কন্যাটি। ।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

আপন বলতে যারা ছিল তাদের সকলকে হারিয়ে আমিনুদ্দি হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। কিছুদিন পর মেয়েকে বিয়ে দিয়ে আমিনুদ্দি আবার নতুন সংসার গড়ার উদ্দেশ্যে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে পাড়ি জমায়।

১৪. সংক্ষেপে মেজ কর্তার পরিচয় দাও।

উত্তর: 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মেজ কর্তা অনন্ত তালুকদার একজন জোতদার বা ভূস্বামী। কেতুপুরের অদূরে ভদ্রপল্লিতে তিনি বাস করেন। মেজ কর্তার চরিত্র নিয়ে কিছু রটনা থাকলেও বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না। মালাকে জড়িয়ে কেউ কেউ তাকে অপবাদ দিলেও তাদের মধ্যে কখনো কোনো অনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। শিক্ষার আলো বিতরণ করতে তিনি এক সময় জেলেদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন। মেজ কর্তা ঝড়ের পর জেলেদের ঘর-বাড়ি মেরামত করার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। উপন্যাসে তার মধ্যে কোনো কপটতা বা দুশ্চরিত্রের ছাপ লক্ষ করা যায় না।

১৫. সংক্ষেপে হোসেন মিয়ার পরিচয় দাও।

উত্তর: হোসেন মিয়া একজন ধর্ম ও শ্রেণি নিরপেক্ষ মানুষ। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় একটু রহস্যময় লোক এই হোসেন মিয়া। তার বাড়ি নোয়াখালি অঞ্চলে। কয়েক বছর ধরে সে কেতুপুরে বাস করে। তার চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা কঠিন। সে পাকা চুলে কলপ দিয়ে, নূরে মেহেদি রং লাগিয়ে, কানে আতর-মাখা তুলা গুঁজে ঘুরে বেড়ায়। হোসেন মিয়া বর্তমানে বিত্তবান। সে দরিদ্রদের সুখে রাখার স্বপ্ন দেখে। তাদের সঙ্গে সুমিষ্ট আচরণ করে ও আর্থিক সহযোগিতা দেয়। অথচ প্রথম যখন সে কেতুপুরে এসেছিল তখন পরনে ছিল ছেঁড়া লুঙ্গি, মাথায় ছিল রুক্ষ চুল এবং ঘষা দিলে গায়ে খড়ি উঠতো। বর্তমানে খাটো তৈল চিক্কন দেহটিকে সে আজানুলম্বিত পাতলা পাঞ্জাবিতে ঢেকে রাখে। নিজের পানসিতে পদ্মা পাড়ি দেয়। গত বছর নিকা করে দু'নম্বর স্ত্রীকে ঘরে এনেছে। নিত্য নতুন উপায়ে সে অর্থ উপার্জন করে। উপন্যাসের দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে হোসেন মিয়াকে পরোপকারী হিসেবে দেখা যায়। ঝড়ে কেতুপুর গ্রামটি বিধ্বস্ত হলে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কুবেরসহ অনেকের ঘরই সে নতুন করে তুলে দেয়। ব্যক্তিত্ব ও আত্মপ্রত্যয়ে হোসেন মিয়া প্রকৃতির ভয়ংকর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে সমুদ্রের মধ্যে ময়নাদ্বীপের পত্তন ঘটায়। ময়নাদ্বীপকে নিয়ে তার স্বপ্নের অন্ত নেই। লোভ দেখিয়ে, আশা দিয়ে, নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে এক একটি পরিবারকে সে ময়নাদ্বীপে নিয়ে আসে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সেখানে সে এক আধুনিক মানব সমাজের পত্তন ঘটাতে চায়। মূলত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার মানসপ্রতিভূই হচ্ছে এই হোসেন মিয়া।

হোসেন মিয়ার চরিত্রে স্বপ্ন ও বাস্তবের অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে। রহস্যময় চরিধিকারী হোসেন মিয়া অবৈধ পণ্যের ব্যবসা করলেও সাধারণ ও নিরন্ন-নিঃস্ব মানুষদের সে ভালোবাসে এবং সহযোগিতা করে।

১৬. সিধু দাসের পরিচয় দাও।

উত্তর: 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের একটি অপ্রধান চরিত্র সিধু দাস। সিধু দাসের স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়। কৌশলে নিজের স্বার্থ হাসিল করায় সে সে খুব পারদর্শী। ঠগবাগি করে সোনাখালির রথের মেলা থেকে সে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে আস্ত একটা খাসির মাথা সংগ্রহ করে এনেছিল। যে পয়সা নিয়ে সে মেলায় গিয়েছিল তার একটিও তাকে খরচ করতে হয়নি। সন্ধ্যায় খাসির মাথার ভাগ দেবে এ লোভ দেখিয়ে সিধু দাস কুবেরের কাছ থেকে চাল, তেল ও মশলা হাতিয়ে নেয়। অথচ কুবেরের মেয়ে তার কাছ থেকে তরকারি আনতে গেলে সে বলে দেয় যে তরকারি বিড়ালে খেয়ে গেছে। সিধু দাস ছিল মূলত একজন ঠক ও ধাপ্পাবাজ।

১৭. মালার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর: 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র মালা। তার পিতার নাম বৈকুণ্ঠ এবং ভাইয়ের নাম অধর। তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো সে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবেরের স্ত্রী এবং প্রধান নারী চরিত্র কপিলার বড় বোন। চার সন্তানের জননী মালা আজন্ম পঙ্গু। সংসারধর্মে অনুরাগী মালা একজন শাশ্বত বাঙালি নারী চরিত্র। পঙ্গুত্ব নিয়েও সে সংসারকে আগলে রেখেছে। পঙ্গু হলেও তার মধ্যে নারীত্বের কোনো গুণের অভাব নেই।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

১৮. শ্যামাদাসের পরিচয় দাও।

উত্তর: 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে শ্যামাদাস একটি অপ্রধান চরিত্র। শ্যামাদাসের বাড়ি কেতপুরের দূরবর্তী আকুরটাকুর গ্রামে। সে কপিলার স্বামী। শ্যামাদাস আকুরটাকুর গ্রামের একজন অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ। শ্যামাদাস দেখতে লম্বাচওড়া প্রকাণ্ড জোয়ান মানুষ। মাথায় ঘাড় ছোঁয়া বাবরি এবং বোঁচা নাকের নিচে রয়েছে এক জোড়া গোঁফ। সে যখন খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে তখন মনে হয় বিশ্বজগতে সে কাউকে তোয়াক্কা করে না। কপিলা তার সঙ্গে ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে এলে শ্যামাদাস আবার বিয়ে করে। এরপর দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যু হলে কপিলাকে আবার সে বাড়িতে নিয়ে যায়।

১৯. এনায়েতের পরিচয় দাও।

উত্তর: এনায়েত হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপের একজন বাসিন্দা। গায়ের জোরে সে সেখানকার অনেকের সঙ্গেই গণ্ডগোল বাধিয়েছে। নিরীহ-দুর্বল গগন ঘোষকে মেরে জখম করেছে। একদিন দুপুরবেলা সকলে যখন কাজে গিয়েছিল তখন এনায়েত বসিরের স্ত্রীর ওপর চড়াও হয়। এরপর হোসেন মিয়া ময়নাদ্বীপে গেলে একদিন সন্ধ্যায় ময়নাদ্বীপের মোড়ল বিপিন হোসেন মিয়ার কাছে এ ব্যাপারে নালিশ জানায়। সব ঘটনা শুনে হোসেন মিয়া এনায়েতকে তিন দিন দড়ি দিয়ে বেঁধে অনাহারে রাখার নির্দেশ দেয়। কিন্তু যখন এ বিচার কার্যকর হচ্ছিল তখন রাতের বেলা জ্যোৎস্নার আলোয় কুবের দেখতে পায়, হোসেনের ঘরের দাওয়ায় বন্দি এনায়েত থালায় ভাত খাচ্ছে। চুপিসারে বসিরের বউই তাকে এভাবে ভাত খাওয়াচ্ছিল। হোসেন মিয়া কুবেরের কাছ থেকে এ ঘটনা শুনে তা চেপে যেতে বলে। এরপর বসিরের বউকে এনায়েতের সাথে বিয়ে দিয়ে বসিরকে সে ময়নাদ্বীপ থেকে বাইরে নিয়ে আসে।

☑ *প্রয়োগমূলক প্রশ্নের উত্তরে মূল বইয়ের যে অংশগুলোর সাথে উদ্দীপকের সম্পর্ক, ছায়াপাত, আলোকপাত, প্রতিফলন, মিল, অমিল, সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ইত্যাদি নিরূপণ করতে হয়, উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত তথ্যগুলো সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে সহায়ক হবে।*

www.facebook.com/tanbirebooks

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

প্রশ্নাবলি

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

বাংলা (আবশ্যিক)
প্রথম পত্র (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : ১ ০ ১

[২০১২ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময়– ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট

পূর্ণমান–৬০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য:- প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। প্রত্রেক বিভাগ থেকে দু'টি করে মোট ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। গ বিভাগে যে কোনো একটি উপন্যাস থেকে উত্তর করতে হবে। ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। এই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়]

ক বিভাগ – গদ্য

১। শ্যামাপ্রসাদ বাবু তাঁর শিক্ষিত কন্যা কল্যাণীর বিয়ে দিলেন সদ্য পাশ করা ডাক্তার অমিতের সঙ্গে। বিয়েতে কল্যাণীর বাবা মোটা অঙ্কের যৌতুক দেবার পরেও অমিত এবং তার মা কল্যাণীকে চাপ দেয় তার বাবার কাছ থেকে আরো টাকা আনার জন্য। কিন্তু কল্যাণী প্রতিবাদ জানায়। কল্যাণীর উপর শুরু হয় নির্যাতন। এক পর্যায়ে কল্যাণী স্বামীর ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়।

ক) হৈমন্তীর পিতার নাম কী? ১

খ) "আমার বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া উঠিল।"– কেন? ২

গ) "যে কারণে কল্যাণীর সংসার ভেঙে যায়, হৈমন্তীর জীবনের করুণ পরিণতির জন্য সেই একই কারণ দায়ী"– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের কল্যাণীর সঙ্গে হৈমন্তীর বৈসাদৃশ্য কোথায়?– বিশ্লেষণ কর। ৪

২। স্কুল মাঠে একদল শিশু আপন মনে খেলায় ব্যস্ত। মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন পাড়ার সকলের বেলুমামা। তিনি শিশুদের ডেকে বললেন, 'তোমরা এমন দৌড়-ঝাঁপ করতে গিয়ে হাত-পা ভাঙবে, ব্যথা পাবে। তার চেয়ে এস সবাই বসে পড়ালেখা করি– জ্ঞান বাড়বে, বিদ্যাবুদ্ধি বাড়বে।' একটি শিশু বলল, 'মজাটা কমবে।' সাথে সাথে সব শিশুরা হেসে উঠল। একে একে সবাই ছুটে পালাল খেলার মাঠে– মনের আনন্দে শুরু করল খেলা।

ক) এ পৃথিবীতে ব্রাহ্মণশূদ্রের প্রভেদ নেই কোথায়? ১

খ) 'যে খেলার ভিতর আনন্দ নেই কিন্তু উপরি পাওনার আশা আছে, তার নাম খেলা নয়, জুয়া খেলা।'– বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ) উদ্দীপকের বেলুমামা 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের কোন চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়? কেন? ৩

ঘ) "সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে বর্ণিত সাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং উদ্দীপকের শিশুদের খেলার উদ্দেশ্য অভিন্ন।" – এ বিষয়ে যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

৩। চারদিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর অত্যাচার। নারী-পুরুষ-শিশু কেউ এদের নির্যাতন থেকে বাদ যায়নি। মেশিনগান, কামানের গোলায় শহরে বাস করা যাচ্ছিল না। ... আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। সবে ২১ বছরে পা দিয়েছি। ছোট বেলা থেকে স্বপ্ন দেখতাম দেশের জন্যে কিছু করার। তাই দেশ-মাতৃকার ডাকে সাড়া দিতেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম যুদ্ধে। (জনৈক মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণ)।

ক) 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে 'আগুইনা চিতা' কী? ১

খ) কলিমদ্দি দফাদারের 'পদযুগল নিপুণ অভিনেতার পদযুগলের মতো ঠকঠক কাঁপে– কেন? ২

গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত 'বর্বর অত্যাচার'কে 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের 'খতরনাক ঘটনার' সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত করা যায়?– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) "উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধা ও 'কলিমদ্দি দফাদারের' যুদ্ধে অংশগ্রহণ একই প্রেরণাজাত"– উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

খ বিভাগ – পদ্য

৪। রক্তে ভেজা চিঠিটা পকেট থেকে বের করে সালামের মাকে দিতে বুক ফেটে যায় সমীরের। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সর্বত্র পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুরু করে তখন স্বাধীনতার দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল সালাম আর সমীর দুই বন্ধু। যুদ্ধ করার সময় সালামের বুকে গুলি লাগে। মৃত্যুর আগের রাতে সালাম মাকে লিখেছিল– আমরা স্বাধীন হবোই মা। বাংলাদেশ কখনো মাথা নোয়াবে না।

ক) 'সান্ত্রী কাপুরুষ' কারা? ১

খ) 'বহু মিশ্র প্রাণের সংসারে'– কথাটি দিয়ে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ) উদ্দীপকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞের কথা আছে 'বাংলাদেশ' কবিতায় কীভাবে তা বর্ণিত হয়েছে আলোচনা কর। ৩

ঘ) "সালামের চিঠি 'বাংলাদেশ' কবিতার 'বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাগে'–এই মর্মবাণী প্রকাশ করে"– তোমার মতামত লেখ। ৪

৫। বাংলাদেশের দক্ষিণে বিশাল 'নিঝুম দ্বীপ'। প্রাকৃতিকভাবে জেগে ওঠা এই দ্বীপ এখনও জোয়ারে প্লাবিত হয়, ভাটায় জেগে ওঠে। জঙ্গলাকীর্ণ দ্বীপটি বাঘ, সিংহ, কুমির সাপসহ হিংস্র প্রাণীতে ভরপুর। এখানে নদী ভাঙনে উদ্বাস্তু ও ভূমিহীন জেলেরা বসতি গড়ে তুলছে। সভ্য পৃথিবীর সব ধরনের

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত দ্বীপটিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগব্যাধি এবং হিংস্র প্রাণিকুলের সাথে সংগ্রাম করে মানুষগুলো অসীম সাহসে বিজয় পতাকা উড়িয়ে টিকে আছে। এই সংগ্রামী মানুষেরাই মানব সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য প্রশংসার দাবিদার।

ক) 'অমরাবতী' কী? ১
খ) 'বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা'– কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ) উদ্দীপকে বর্ণিত দ্বীপটির অবস্থার সঙ্গে 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় বর্ণিত পৃথিবীর কোন অবস্থার তুলনা করা যায়? ৩
ঘ) "উদ্দীপকটির সংগ্রামী মানুষদের বহুমাত্রিক রূপ ফুটে উঠেছে 'জীবন-বন্দনা' কবিতায়।"– আলোচনা কর। ৪

৬। বৈশাখকে বরণ করার উৎসবে মেতেছে সবাই। কিন্তু নাদিরার মনে শোকের ছায়া। তার ছেলে রোহণ চলে গেছে অজানার দুনিয়ায়। অন্যান্য বার এদিনটিতে রোহণই মাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তো নববর্ষের উৎসবে যোগ দিতে। রোহণহীন জীবনের সব আনন্দ নিঃশেষ হয়ে গেছে নাদিরার। আজ তার কেবলি মনে হয়– স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি ভারমুক্ত, সে এখানে নাই।'

ক) 'দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?' প্রশ্নটি কার? ১
খ) "তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি নাটকীয় গুণসম্পন্ন" ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকটির রোহণ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন ঋতুকে স্মরণ করিয়ে দেয়? আলোচনা কর। ৩
ঘ) উদ্দীপকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

গ বিভাগ – উপন্যাস

'পদ্মা নদীর মাঝি'

৭। হানিফ ব্যাটারি গাড়ি চালিয়ে প্রতিদিন মালিককে তিনশ টাকা দেয়। স্ত্রী-চার ছেলে এক মেয়ে ও বৃদ্ধ বাবা-মা নিয়ে হানিফের বড় সংসার। হানিফের সখ নিজের একটা গাড়ি থাকবে। কিন্তু অভাবের সংসারে সে চাইলেও টাকা জমাতে পারে না। শরীর খারাপ হলেও তার একটা দিন ঘরে বসে থাকার উপায় নেই। গাড়ির মালিক জহিরুল প্রায়ই নিজের প্রয়োজনে গাড়িটা ব্যবহার করে। তখন হানিফের কোনো উপার্জন হয় না। কষ্ট হলেও হানিফ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। গরীব বলে যেন বঞ্চিত হওয়াই তার নিয়তি।

ক) 'হ, গীত না তর মাথা।'– উক্তিটি কার? ১
খ) 'ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপুল পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়'– কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকের জহিরুলের সঙ্গে 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের ধনঞ্জয় চরিত্র কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ?– আলোচনা কর। ৩
ঘ) 'উদ্দীপকের হানিফের মতো পদ্মা নদীর মাঝিরাও শোষণ ও বঞ্চনার শিকার।'– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮।

সরকারি জায়গায় গড়ে ওঠা একটি বস্তির ছবি। নোংরা আবর্জনার পাশে সন্তান প্রতিপালন, রান্না-বান্নার কাজ সারে এরা। চশমা পরা যুবকটি নানা উছিলায় এদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত অর্থ

ক) কোন ঋতুতে পদ্মা নদীতে ইলিশ ধরার 'মরসুম' চলে? ১
খ) "ইহা মহত্ত্ব নয়, পরোপকার নয়– ইহা রীতি, অপরিহার্য নিয়ম"– মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ) ছবির চশমাপরা লোকটির আচরণ 'পদ্মা নদীর মাঝি'র কোন বিষয়টির ইঙ্গিত দেয়? আলোচনা কর। ৩
ঘ) ছবির বস্তিবাসীদের জীবনযাপন 'পদ্মা নদীর মাঝি'র জেলেপাড়ার জীবনযাপনের সঙ্গে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ?– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। সন্তান জন্ম না দেওয়ার অপরাধে মোমেনাকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার বিয়ে করে তার স্বামী। মোমেনা আশ্রয় নেয় তার বড় বোন সকিনার বাড়িতে। টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে সকিনা কানে শোনে না। ফলে সন্তানদের অভাব অভিযোগও শুনতে পায় না। তার চার সন্তানের দেখাশোনা করে মোমেনা। সেবা-যত্ন আর পরম মমতায় সকিনার সংসারকে ভরিয়ে তোলে মোমেনা। সকিনার স্বামী কুদ্দুসও মোমেনাকে পেয়ে খুশি হয়। দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যাওয়ায় মোমেনার স্বামী তাকে নিতে এলে সে ফিরে যায় না।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ক) কপিলার স্বামীর নাম কী? ১
খ) 'জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ– কেন? ২
গ) সকিনা চরিত্রটি 'পদ্মানদীর মাঝি, উপন্যাসের কোন চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়? আলোচনা কর। ৩
ঘ) 'স্বামীর ঘরে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে কপিলার তুলনায় মোমেনার সিদ্ধান্ত সঠিক'– এ সম্পর্কে তোমার মতামত লেখ। ৪

অথবা

গ বিভাগ– উপন্যাস

'তিতাস একটি নদীর নাম'

৭।

চিত্র-১ ঃ মাছ ধরার জন্যে 'উত্তরে বিদেশ-যাত্রা'

চিত্র-২ ঃ 'নদীর তীর ঘেঁসে চর' পড়ার দৃশ্য

ক) 'জোকার' কী? ১
খ) 'নামটি তাদের কাছে বড় মিঠা– কেন? ২
গ) চিত্র-১ 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের কোন ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়?– আলোচনা কর। ৩
ঘ) চিত্র-২ এ নদীতে চর পড়ার দৃশ্যের সঙ্গে তিতাস নদীতে চর পড়ার ঘটনার তুলনামূলক মূল্যায়ন কর। ৪

৮। যে সম্মানের তাজ আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন, আমি তার যোগ্য কি না জানি না। এই দুর্লভ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে মাতৃময়ী সেই নারীর কথা যিনি আস্তাকুঁড় থেকে তুলে এনে আমাকে পালন করেছিলেন নিজ সন্তানের মতো করে। তাঁর স্নেহের প্রতিদান আমি দিতে পারি নি। আরো মনে পড়ছে পাড়া-গাঁর সেই মেয়েটির কথা, যে ছিলো বাল্যে আমার খেলার সাথী, যে এখনো আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, প্রজাপতি দেখলে যার মনে হয় 'ও বুঝি এলো!' (পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকের ভাষণের অংশ)

ক) কুমারী মেয়েদের উৎসবের নাম কী? ১
খ) "লোকে বলে মা মরলে বাপ তালই"– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকের মাতৃময়ী মা 'তিতাস একটি নদীর নামে'র কোন চরিত্রকে মনে করিয়ে দেয়?– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) উদ্দীপকের পাড়া গাঁর মেয়েটি ও অনন্তবালার প্রতীক্ষা এক সূত্রে গাঁথা।"– মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

৯। 'গঙ্গা' সমরেশ বসুর লেখা একটি বিখ্যাত উপন্যাস। গঙ্গাতীরবর্তী মানুষের জীবন কাহিনী নিয়ে এ উপন্যাস। অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে জেলেদের জীবন এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। কীভাবে তারা গঙ্গার বুকে নৌকা ভাসিয়ে দেয়, গঙ্গার তীরে গ্রামের কুমারী মেয়েরা ভাল বর পাওয়ার আশায় 'পুণ্যিপুকুর ব্রত' করে; গঙ্গার তীরে গ্রামগুলিতে অভাব আর দারিদ্র্যের মাঝেও নানান পুজো-উৎসবের মধ্য দিয়ে মানুষ কীভাবে আনন্দ খুঁজে পায়– তার চিত্র আছে এই উপন্যাসে। তাদের সব কাজের সঙ্গী গঙ্গা নদী। তাই এই উপন্যাসের নাম 'গঙ্গা'।

ক) অনন্ত পড়ালেখা করার জন্য কোন শহরে গিয়েছিল? ১
খ) 'সত্যের মত গোপন হইয়াও বাতাসের মত স্পর্শপ্রবণ– উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকের 'পুণ্যিপুকুর ব্রত'র মত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মালো মেয়েরা যে ব্রত পালন করে তার তুলনা কর। ৩
ঘ) উদ্দীপকের 'গঙ্গা' উপন্যাসটির মত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের নামকরণ সার্থক হয়েছে কি?– তোমার মতামত লেখ। ৪

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

প্রশ্নাবলি

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

বাংলা (আবশ্যিক)
প্রথম পত্র
[২০১২ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]
সময়– ৪০ মিনিট
পূর্ণমান–৪০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য:- সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ/ চিহ্ন দেয়া যাবে না

১। ‘আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস’ কোনটি?
(ক) ১ মার্চ
(খ) ৯ ডিসেম্বর
(গ) ২৭ ফেব্রুয়ারি
(ঘ) ৩১ অক্টোবর

২। ‘একুশের গল্পে’ ‘সমুদ্রগভীর জনতা’ বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
(ক) বিক্ষুব্ধ লোক
(খ) শ্লোগানমুখর মানুষ
(গ) সমুদ্রগামী যাত্রী
(ঘ) অগণিত জনতা

৩। ‘জীবন-আবেগ রুধিতে না পারি যারা উদ্ধত-শির’ – এখানে ‘উদ্ধিত শির’ নিচের কোন অর্থটি নির্দেশ করে?
(ক) ধৃষ্টতা
(খ) অবিচলতা
(গ) গোঁয়ার্তুমি
(ঘ) বর্বরতা

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
হেডমাস্টার কামাল হোসেন ‘ছাত্র-জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য’ শীর্ষক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ছাত্ররা তাঁর উপদেশমূলক বইটি পড়ে না কিন্তু গল্পের বই পড়ে।

৪। ‘ছাত্র-জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য’ শীর্ষক গ্রন্থটি ‘সাহিত্যে খেলা’ প্রবন্ধে উল্লেখিত কোন গ্রন্থের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
i. যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ
ii. বাল্মীকির রামায়ণ
iii. ভগবৎ গীতা
(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii

৫। ‘সাহিত্যে খেলা’ প্রবন্ধের আলোকে ছাত্রদের গল্পের বই পড়ার কারণ, এগুলো–
(ক) শিক্ষামূলক
(খ) উদ্দেশ্যপূর্ণ
(গ) আনন্দদায়ক
(ঘ) উপদেশমূলক

৬। ‘ভগিনীদিগকে জানাইয়াছি যে, আমাদের একটা রোগ আছে–দাসত্ব।’–
(ক) নবদম্পতির প্রেমালাপ
(খ) অবরোধবাসিনী
(গ) সুলতানার স্বপ্ন
(ঘ) স্ত্রীজাতির অবনতি

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:-
যে বিষাদ-সিন্ধু তুমি করিলে রচনা,
পড়ে নি কি তার রেখা জীবনের স্রোতে?–
তোমার যে কীর্তি তাহা অক্ষয় অব্যয়

৭। উদ্দীপকের শেষ চরণের সঙ্গে নিচের কোন চরণটি সমার্থবোধক
(ক) কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা ॥
(খ) আমার সোনার ধান কূলেতে এসে ॥
(গ) এখন আমারে লহ করুণা করে ॥
(ঘ) যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ॥

৮। উদ্দীপকের ‘তুমি’ ‘ সোনার তরী’ কবিতার কোনটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?
(ক) আমি
(খ) মাঝি
(গ) তরী
(ঘ) নদী

৯। তুলসী গাছটিতে বহুদিন পানি পড়ে নি কেন?
(ক) অনাবৃষ্টির কারণে
(খ) নিষেধাজ্ঞা থাকায়
(গ) হিন্দুয়ানির চিহ্ন বলে
(ঘ) মালিক না থাকায়

১০। কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
(ক) ১৯৭৪
(খ) ১৯৭৫
(গ) ১৯৭৬
(ঘ) ১৯৭৭

১১। আধুনিক বাংলা কবিতার জনক কে?
(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(গ) কাজী নজরুল ইসলাম
(ঘ) শামসুর রাহমান

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

১২। ' হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল'– বাক্যটির জটিল রূপ কী?
(ক) সে হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল
(খ) যে হৈমন্তী সে চুপ করিয়া রহিল
(গ) একজন হৈমন্তী কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল
(ঘ) হৈমন্তী বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ-

সীমা ও রীমা দুই বোন। এক সহপাঠী অসুস্থ হলে সীমা দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে সুস্থ করে তোলে। রীমা দুরন্ত প্রকৃতির । সে খেলাধুলা করে এবং ভবিষ্যতে সেনাকর্মকর্তা হতে চায়।

১৩। সীমার স্বভাবে যৌবনের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?
(ক) মাতৃরূপ
(খ) ক্লান্তিহীনতা
(গ) দুঃসাহস
(ঘ) উদ্দীপনা

১৪। রীমার স্বভাব ' যৌবনের গান' প্রবন্ধের কোন অংশটিতে প্রকাশিত হয়েছে?
(ক) অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গ
(খ) দুর্বলের পাশে বল
(গ) নীল মঞ্জুষার মণি আহরণ
(ঘ) অতি জ্ঞানের অগ্নিমান্দ্য

১৫। জাতিসংঘ এইডস বিষয়ক সংস্থা UNAIDS এর উদ্দেশ্য কী?
(ক) বিশ্ব এইডস দিবস ঘোষণা
(খ) আক্রান্তদের পুনর্বাসন
(গ) আক্রান্তদের চিকিৎসা প্রদান
(ঘ) মানুষকে সচেতন করে তোলা

১৬। 'চরম দুর্দিনেও সে স্ফূর্তিবাজ মানুষ'– কে?
(ক) মোদাব্বের
(খ) কমলাকান্ত চক্রবর্তী
(গ) কলিমদ্দি দফাদার
(ঘ) তপু

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ-

অচলায়তন বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা দাদাঠাকুর। এর ছাত্ররা প্রথা, বিধান ও সংস্কারের দাস। পাশের গ্রামের নীচু জাতের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য তিনি এখন আর বিদ্যামন্দিরে থাকেন না।

১৭। দাদাঠাকুরের মতো নিচের কোন চরিত্রটি একই পরিস্থিতির শিকার?
(ক) মৃত্যুঞ্জয়
(খ) খুড়া
(গ) ন্যাড়া
(ঘ) বিলাসী

১৮। উদ্দীপকে 'বিলাসী' গল্পের কোন সামাজিক দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে?
(ক) ব্রাহ্মণ্যবাদ
(খ) শ্রেণিবৈষম্য
(গ) নিষ্ঠুরতা
(ঘ) বর্ণপ্রথা

১৯। 'দুর্দিন' শব্দটিতে কোন নিয়মে রেফ হয়েছে?
(ক) সমাস
(খ) সন্ধি
(গ) প্রত্যয়
(ঘ) উপসর্গ

২০। 'মহম্মদীয় আইনে' পৈত্রিক সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার পুত্রের–
(ক) অর্ধেক
(খ) সমান
(গ) দেড়গুণ
(ঘ) দ্বিগুণ

২১। হৈমন্তীর বাবা হৈমন্তীকে কী নামে ডাকতেন?
(ক) হৈম
(খ) বুড়ি
(গ) হৈমন্তী
(ঘ) শিশির

২২। 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে লাঠিখেলার ঐতিহ্যের চিহ্ন কোনটি?
(ক) হাতে লাঠি
(খ) মাথায় পাপড়ি
(গ) বাবরি চুল
(ঘ) লম্বা গোঁফ

২৩। সাক্ষীর কাটারায় 'পুরিলে' কমলাকান্ত নিজেকে কিসের সাথে তুলনা করল?
(ক) চোর
(খ) গরু
(গ) সাক্ষী
(ঘ) অধিকারী

২৪। 'পরধন লোভে মত্ত'- এখানে 'পরধন' বলতে কবি কোন ভাষাকে বুঝিয়েছেন?
(ক) বিদেশি
(খ) ফরাসি
(গ) ফারসি
(ঘ) ইংরেজি

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ-

বিকেল তিনটায় ফাইনাল ফুটবল খেলা শুরু হওয়ার কথা। খেলোয়াড়, প্রধান অতিথি, রেফারি সবাই উপস্থিত। কিন্তু টিভি ক্যামেরা, ফুল, বেলুন, কবুতর ইত্যাদির আয়োজন করতে করতে বিকেল পাঁচটায়ও খেলা শুরু করা গেল না।

২৫। উদ্দীপকের খেলোয়াড়দের সাথে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি'র নিচের কোন চরিত্রের মিল আছে?
(ক) কমলাকান্ত
(খ) হাকিম
(গ) প্রসন্ন গোয়ালিনী
(ঘ) উকিল

২৬। উদ্দীপকের মূলভাবের সঙ্গে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি'র মিল আছে–
(ক) কালক্ষেপণে
(খ) অর্থহীন আড়ম্বরে
(গ) বিরক্তিকর অপেক্ষায়
(ঘ) অসঙ্গত আচরণে

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

২৭। 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় গ্রীষ্মের দুপুরটি কেমন ছিল?
(ক) ঘুঘু-ডাকা
(খ) চিল-ডাকা
(গ) কোকিল-ডাকা
(ঘ) কাক-ডাকা

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:-

রূপক জমিদার বংশের ছেলে। পূর্বপুরুষের ভোগ বিলাস এবং অদূরদর্শিতার কারণে তাদের বিশাল জমিদারি বিলীনপ্রায়। আত্মপ্রত্যয়ী রূপক হারানো সম্পদ পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে লিপ্ত।

২৮। উদ্দীপকের পূর্বপুরুষের প্রবণতার সঙ্গে 'পাঞ্জেরি' কবিতার নিচের কোন চরণটির মিল আছে?
(ক) বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোনে
(খ) এ কী ঘন-সিয়া জিন্দেগানীর বা'ব
(গ) শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের স্থলে
(ঘ) অস্ফুট হয়ে ক্রমে ডুবে যায় জীবনের জয়ভেরী।

২৯। 'পাঞ্জেরি' কবিতার কবির ভাষায় উদ্দীপকের রূপককে কী বলা যায়?
(ক) পাঞ্জেরি
(খ) মুসাফির
(গ) যাত্রী
(ঘ) সওদাগর

৩০। অমিয় চক্রবর্তীর কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে 'বাংলাদেশ' কবিতাটি সংকলিত?
(ক) একমুঠো
(খ) অনিঃশেষ
(গ) পারাপার
(ঘ) পালাবদল

৩১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) ১৮৩৮
(খ) ১৮৬১
(গ) ১৮৬৮
(ঘ) ১৮৭৬

৩২। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কে কবিকে বসন্তের বন্দনাগীত রচনা করতে বলেছেন?
(ক) কবির স্বামী
(খ) কবির ভক্ত
(গ) ঋতুর রাজন
(ঘ) মাঘের সন্ন্যাসী

৩৩। 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধ অনুসারে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী?
(ক) আনন্দ দেওয়া
(খ) শিক্ষা দেওয়া
(গ) মনোরঞ্জন করা
(ঘ) আত্মপ্রকাশ করা

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৪ ও ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:-

১৯৭১ সালে পাক-হানাদার বাহিনীর আক্রমণের মুখে রিনা ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। সেখানে তার মনে পড়ে বাড়ির কথা। যুদ্ধের নয়টি মাস সে কাটিয়েছে বাড়ি ফেরার স্বপ্ন নিয়ে।

৩৪। উদ্দীপকের রিনার মতো 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'র কোন চরিত্রটি স্মৃতিকাতর?
(ক) বদরুদ্দিন
(খ) মোদাব্বের
(গ) মতিন
(ঘ) ইউনুস

৩৫। উদ্দীপকের রিনা এবং 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের উদ্বাস্তুদের বাস্তু হারানোর কারণ কী?
(ক) সামাজিক
(খ) সাম্প্রদায়িক
(গ) যুদ্ধবিষয়ক
(ঘ) রাজনৈতিক

৩৬। 'একুশের গল্পে'র তপু এককালে কী হতে চেয়েছিল?
(ক) মিলিটারি
(খ) ডাক্তার
(গ) কবি
(ঘ) রাজনীতিক

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৭ ও ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:-

গার্মেন্টস কর্মী সেলিম শ্রমিকদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়। দারুণ অর্থকষ্টে নিপতিত হলেও সেলিম হাল ছাড়ে না। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সাথে শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে।

৩৭। উদ্দীপকের শেষ লাইনের সাথে নিচের কোন লাইনটির ভাবগত সাদৃশ্য আছে?
(ক) এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো
(খ) দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার
(গ) এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়
(ঘ) আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে

৩৮। উদ্দীপকের সেলিম চরিত্রে আঠারো বছর বয়সের কোন বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান?
(ক) স্পর্ধা
(খ) উদ্যম
(গ) প্রখরতা
(ঘ) অসহিষ্ণুতা

৩৯। 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধদাদু তার নাতিকে কয়টি কবরের বর্ণনা দিয়েছেন?
(ক) ৩টি
(খ) ৪টি
(গ) ৫টি
(ঘ) ৬টি

৪০। 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় বিরহিণীর কয়টি দশার কথা বলা হয়েছে?
(ক) ৮টি
(খ) ৯টি
(গ) ১০টি
(ঘ) ১১টি

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

হৈমন্তী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

▣ লেখক পরিচিতি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অতুলনীয় ও সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, সুরকার, গীতিকার,

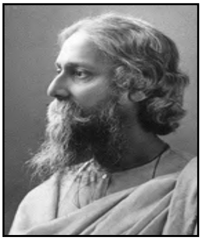

গল্পকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, অভিনেতা, শিল্পী ও চিত্রকর। তিনি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ও দক্ষ শিক্ষাসংগঠক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। মাত্র পনের বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা নিয়ে এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার পান। বাংলা ছোটগল্পের পথিকৃৎ তিনি। 'শান্তিনিকেতন' ও 'বিশ্বভারতী' তাঁরই সৃষ্টি।

জন্ম : ১৮৬১ সালের ৭ মে (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে।

মৃত্যু : ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায়।

▣ রচনাবলি

ছোটগ্রন্থ : গল্পগুচ্ছ, গল্পসল্প।

পত্র সাহিত্য : ছিন্নপত্র, চিঠিপত্র, রাশিয়ার চিঠি, জাপান যাত্রী।

চিত্রনাট্য : চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা, বিসর্জন, মালিনী।

প্রবন্ধ সাহিত্য : বিচিত্র প্রবন্ধ, সভ্যতার সংকট, পঞ্চভূত, কালান্তর।

জীবন কথা : জীবন স্মৃতি, বিদ্যাসাগর চরিত, বুদ্ধদেব, আমার ছেলেবেলা।

নাটক : অচলায়তন, চিরকুমার সভা, অরূপরতন, তাপসী, তাসের দেশ, ডাকঘর, রক্তকরবী, মুক্তধারা, মুকুট, রাজা, গৃহ প্রবেশ।

উপন্যাস : বৌ ঠাকুরাণীর হাট (প্রথম), রাজর্ষি, চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, মালঞ্চ, দুই বোন, চার অধ্যায়, শেষের কবিতা।

কাব্যগ্রন্থ : বনফুল (প্রথম), সন্ধ্যা সঙ্গীত, মানসী, চিত্রা, সোনার তরী, চৈতালী, ক্ষণিকা, খেয়া, পূরবী, বলাকা, শ্যামলী, প্রভাত সঙ্গীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, গীতাঞ্জলি, শেষলেখা, মহুয়া, পুনশ্চ, ছড়ার ছবি, কল্পনা, কড়ি ও কোমল।

▣ উৎস ও পরিচিতি

'হৈমন্তী' গল্পটি প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি প্রথমে 'গল্প সপ্তক' গ্রন্থে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে; পরে 'গল্পগুচ্ছ' তৃতীয় খণ্ডে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে সন্নিবেশিত হয়। 'হৈমন্তী' এক স্বভাবকোমল, পবিত্র, মাধুর্যময়, লাবণ্যময়ী মেয়ের কাহিনী; যে যৌতুকপ্রথার যূপকাষ্ঠে নির্মম বলি হয়েছে। হৃদয়হীন স্বার্থান্ধ শ্বশুর-শাশুড়ির নিষ্ঠুর আচরণে আর তার গুণমুগ্ধ অথচ পৌরুষহীন স্বামীর নিশ্চেষ্ট অসহায়তার মুখে সরল, শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক সত্যব্রতী এবং একই সঙ্গে তেজস্বিনী হৈমন্তীর বেদনাবিধুর পরিণতি আমাদের মর্মমূলে আঘাত করে।

▣ শব্দার্থ ও টীকা

গালিচা	: কার্পেট।	আসক্তি	: গভীর অনুরাগ।
পদ্মাসন	: পদ্মের আসন।	শক্ত ব্যামো	: কঠিন রোগ।
ধ্রুব	: অক্ষয় / নিত্য।	বাজখাঁই	: কর্কশ / উঁচু।
ওঁচা	: নিকৃষ্ট।	ক্ষীণজীবী	: স্বল্পস্থায়ী।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে	: ছিদ্রে ছিদ্রে।	প্রজাপতি	: ব্রহ্মা / বিয়ের দেবতা।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

পৌনঃপুনিক : বার বার ঘটে এমন।
বিষম : দুঃসহ, দারুণ।
শ্মশানচারী : শ্মশানে বিচরণ করে এমন।
খিড়কি : পিছন দিকের দরজা।
টিপাই : তিন পায়াওয়ালা ছোট টেবিল।
খোট্টা : নিন্দার্থে হিন্দিভাষী লোকজন।
রাস : শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সংক্রান্ত উৎসব।
কোষ্ঠি : জন্মপত্রিকা।
আইবড় : অবিবাহিত।
পঞ্চমস্বর : রাগবিশেষ ।
বাজখাঁই নাদ : কর্কশ ধ্বনি।
ঋষি : শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী।
দেবালয় : পূজার ঘর।
শিকায় তোলা : স্থগিত রাখা।
চুলায় দেয়া : গোল্লায় যেতে দেয়া।
আপেক্ষিক গুরুত্ব : তুলনামূলক গ্রহণযোগ্যতা।
Archaeologist : পুরাতত্ত্ববিদ।
এফ. এ : F.A.(First Arts) । বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়।
তাম্রশাসন : তামার পাতে খোদাই করা প্রাচীনকালের অনুশাসন।
গৌরীদান : প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রবিদদের বিধান অনুসারে আট বছর বয়সী কন্যাকে বিয়ে দেয়া।
প্রত্নতাত্ত্বিক : প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, মুদ্রালিপি ইত্যাদি থেকে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের বিদ্যা বা প্রত্নতত্ত্বে পণ্ডিত ব্যক্তি।
মার্টিনো : ইংরেজ লেখক। তাঁর লেখা 'চরিত্রতত্ত্ব' বিখ্যাত গ্রন্থ।
ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন : আঠারো শতকের শেষ প্রান্তে সংঘটিত ঐতিহাসিক ফরাসি বিপ্লবের উপরে লেখা এডমণ্ড বার্কের বিখ্যাত গ্রন্থ– æReflections on the Revolution in France" গ্রন্থটি ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

⊡ বানান সতর্কতা

স্বাদ, দ্বিধা, ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন, মুগ্ধবোধ, বর্ষণ, সন্ন্যাসী, শ্মশানচারী, খররৌদ্র, প্রত্নতাত্ত্বিক, অরুণোদয়, শতরঞ্জ, অন্তঃপুরিকা, শ্বশুর, পণ, গুঁজিয়া, উৎসুক, বিশ্রী, কোষ্ঠি, নির্বুদ্ধিতা, আইবড়, বাঁধন, গঞ্জনা, কল্যাণ, গহ্বর, আচ্ছন্ন, অভূতপূর্ব, গৌরীদান, টিপাই, পদ্মাসন, গালিচা, আনাড়ি, খিড়কি, প্রস্রবণ, কষিয়া, কটু, দুর্গতি, শূন্যতা, ক্ষুব্ধ।

❐ নমুনা প্রশ্নাবলি ❐

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'হৈমন্তী' গল্পে অপুর জীবনে কত বছর বয়সটি অক্ষয় হয়েছিল?
ক. ষোল খ. সতের
গ. আঠার ঘ. উনিশ

২. হৈমন্তীর ষোল বছর বয়সটি ছিল-
i. সময়ের ষোল ii. প্রকৃতির ষোল
iii. নিয়মের ষোল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের সংলাপগুলো পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

আলো : বাবা, আমার ফিরতে সন্ধ্যা হবে। খাবার হটপটে রেখে গেলাম, সময়মতো খেয়ে নিও।
আফতাব : ঠিক আছে। চিনির কৌটোটা কোথায় রে মা?
আলো : ওটা আমি সরিয়ে রেখেছি। চিনি পেলে তুমি সারাদিন তিন কাপ চায়ে ছ-চামচ চিনি খাবে।
আফতাব : দেখিস তোর লুকনো চিনির কৌটার মতো না আমিও জীবন থেকে লুকায়িত হই! হা হা হা!

৩. গৌরীশংকর ও হৈমন্তীর কথোপকথনের সঙ্গে সংলাপগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে-
i. ভাবে
ii. সাহিত্য ধরনে
iii. ভাষা শৈলীতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. 'হৈমন্তী' গল্পের পিতা-পুত্রীর কোন বিষয়টি সংলাপগুলোর মূলভাবের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ?
ক. সম্পর্কের গভীরতা খ. উদার মনোভাব
গ. চিন্তার স্বাধীনতা ঘ. বাকপটুতা

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রমেন বাবু একমাত্র কন্যা দীপার বিয়েতে শ্বশুর বাড়ির চাহিদা মেটাতে দশ ভরি স্বর্ণালংকার ও লক্ষ টাকা দিয়েছেন। দীপা শিক্ষকতা করেন; কবিতা পাঠ ও তার আলোচনায় তাঁর অবসর কাটে। সংসারের কাজেও সে পারদর্শী। সৎপাত্রে কন্যাদান হয়েছে ভেবে রমেন বাবু মৃত্যুর আগে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে দান করেন।

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার পান?

খ. 'আইবড়' মেয়ে বলতে হৈমন্তী গল্পে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. হৈমন্তী চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য দীপার মধ্যে লক্ষ করা যায়?– বুঝিয়ে দাও।

ঘ. গৌরীশঙ্কর বাবু ও রমেন বাবুর চরিত্রের একটি তুলনামূলক আলোচনা কর।

২. ঘটনা-১

'গায়েগতরে একটু বাড়লেই হগ্গলের চক্ষু টাটায়, স্কুলে যাইতে পারে না। খেলতে পারে না। মাতব্বর কয়-কি, মাইয়ারে বিয়া দিবা না? ঘরে রাখন দায় তখন। মাইয়ারা যত বড় হইব টাকা তত বেশি লাগব। এতো টাকা কই পামু কন'- সাফুল্ল্যা গ্রামের হাজির বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে বলছিলেন পঞ্চাশোর্ধ দুলু মিয়া।

ঘটনা-২

হাটাইলের আড়ালিয়া গ্রামের পারভীনের বিয়ে হয় হাফিজের সঙ্গে। এক বছর আগে বিয়ের কথা পাকাপাকির সময়ে নির্ধারিত টাকা হাতে পাওয়ার দুই-তিন দিন পর কাজের কথা বলে ঘর ছাড়ে হাফিজ। পারভীনকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়। বর্তমানে তার কথা ও আচরণে অসংগতি দেখা দিয়েছে।

ক. হৈমন্তীর প্রকৃত ভক্ত কে ছিল?

খ. 'পাশ করিবই এবং ভালো করিয়াই পাশ করিব'- অপুর এই পণ করার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ ' হৈমন্তী' গল্পে ফুটে ওঠা বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উদ্দীপকের ঘটনা দুটি পরিবর্তিত সময়ের পটে ' হৈমন্তী' ছোট গল্পে ফুটে ওঠা সমাজ চিত্রের প্রকাশভেদ মাত্র– এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তোমার মতামত উপস্থাপন কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রেবা মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মেয়ে। একটু বয়স হয়ে বিয়ে হওয়াতে শ্বশুর বাড়িতে প্রথম প্রথম বেশ কথা শুনতে হয়েছে তাকে। কিন্তু বুদ্ধিমতী রেবা এ পরিস্থিতি বেশিদিন চলতে দেয়নি। সে তার সেবা ও কাজকর্ম দিয়ে সবার মন জয় করে নেয়। রেবা জানে অর্থ-সম্পদ দিয়ে শ্বশুর বাড়ির মন জয় করার ক্ষমতা তাদের নেই। রেবার এ কৌশলই তাকে শ্বশুর বাড়িতে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

ক. বিয়ের সময় হৈমন্তীর বয়স কত ছিল?

খ. 'মেয়ের বয়স বেশি বলিয়াই পণের অঙ্কটাও বড়'-উক্তিটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

গ. রেবা ও হৈমন্তী চরিত্রের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে হৈমন্তীর করুণ পরিণতির ঘটনাটি বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বিয়ের সময় হৈমন্তীর বয়স ছিল সতেরো বছর।

 Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

খ) আগে হিন্দু সমাজে গৌরীদান অর্থাৎ আট বছরের মেয়েকে বিয়ে দেয়ার রীতি ছিল। মেয়ের বয়স এগার পার হলেই তাকে বিয়ে দেয়া কষ্ট হতো। আর বেশি বয়সের মেয়েকে বিয়ে দিতে পণও বেশি দিতে হতো। 'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তীর বয়স ছিল সতেরো। তাই অপুর সঙ্গে বিয়েতে অনেক যৌতুক দিতে হয়েছিল।

গ) রেবা ও 'হৈমন্তী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হৈমন্তী দুজনেই বাংলার নারী সমাজের প্রতিনিধি। তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে হৈমন্তীর বয়স অবৈধ রকমের বেড়ে যাওয়ায় অনেক পণের বিনিময়ে হৈমন্তীর বিয়ে হয়। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে মাঝে-মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে তাকে বয়সের খোটা শুনতে হয়। আবার শ্বশুরবাড়ির লোকজন যখন জানতে পারে হৈমর বাবা সুদে টাকা এনে মেয়েকে যৌতুক দিয়েছে এবং তার বাবার কোনো জমানো টাকা নেই, তখন তার ওপর শুরু হয় নানা ধরনের নির্যাতন। হৈমর বাবার সম্পর্কে যখন কটুকথা বলা হয়, তখন হৈম তার প্রতিবাদ করলেও নিজের ওপর চালানো অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে কোনো প্রতিবাদ করে না। হৈমন্তী শিক্ষিত, সত্যবাদী ও স্বচ্ছ ধারণার মেয়ে হলেও সে তার বুদ্ধি দিয়ে সমাজ সংসারের কূট-কৌশল প্রতিহত করতে পারে না। নিষ্ঠুর যন্ত্রণা সইতে না পেরে একসময় হৈমন্তীর জীবনে করুণ পরিণতি নেমে আসে। অপরদিকে উদ্দীপকের রেবারও বেশি বয়সে বিয়ে হয়। তবে শিক্ষিতা রেবা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ও কৌশলী। যেসব বিষয়ে সে দুর্বল সেসব বিষয়ে বুদ্ধি দিয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকদের সে মন জয় করে নেয়। রেবা জানে তাদের যৌতুক দেয়ার ক্ষমতা নেই। তাই মুখের মিষ্টি কথা আর কাজ-কর্ম দিয়ে সে সংসারের সকলের মন জুগিয়ে চলে। রেবা আর হৈমন্তী উভয়েই শিক্ষিতা, স্পষ্টভাষী কিন্তু হৈমন্তীর চেয়ে রেবা সমাজ-সংসার সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন ও কৌশলী। তাই শ্বশুর বাড়ির সবাইকে সে তার করায়ত্ত করতে পেরেছে। এখানেই রেবা ও হৈমন্তীর মধ্যে বৈসাদৃশ্য ফুটে ওঠেছে।

ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'হৈমন্তী' গল্পে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার রূঢ় অবয়বটি ফুটে উঠেছে। তৎকালীন সমাজে যৌতুক প্রথার নগ্ন থাবায় অনেক নারী হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত। তাদের জীবনে নেমে এসেছে ভয়াবহ করুণ পরিণতি।
'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তী শৈশবে মাতৃহীন হয়েছে। পিতা গৌরীশংকর বাবুর চাকুরিসূত্রে হিমালয়ের পাদদেশেই হৈমন্তী বেড়ে ওঠেছে। অনেকের ধারণা, রাজকর্মচারী হওয়ায় গৌরীশংকর অনেক অর্থ-সম্পদের মালিক। আর সে লোভেই অপুর বাবা অপুর সঙ্গে হৈমন্তীর বিয়ে দিতে আগ্রহী হয়। যদিও তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে হৈমন্তীর বয়স অবৈধ রকমের বেড়ে গিয়েছিল; কিন্তু বয়সের চেয়েও পণের টাকার পরিমাণটা বেশি হওয়ার কারণেই অপুর বাবার এই আগ্রহ। বিয়ের পর প্রথম কিছুদিন হৈমন্তীর আদর-যত্ন ভালোই ছিল। কিন্তু যখন জানা গেল হৈমন্তীর বিয়েতে যে টাকা পণ দেয়া হয়েছে তা হৈমন্তীর বাবা ধার করে দিয়েছেন এবং তিনি উচ্চ পদস্থ কোনো রাজ কর্মকতা নন; বরং তিনি রাজ পরিবারের শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ তখন হৈমন্তীর প্রতি তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের আচরণ অনেকটাই পাল্টে যায়। হৈমন্তীর ওপর নেমে আসে নানামুখী নির্যাতন। প্রতিনিয়ত চলে বয়সের খোটা এবং পুজোর থালা সাজাতে না পারার জন্য কটূক্তি। এক পর্যায়ে বাবা গৌরীশংকরকে যখন মিথ্যাবাদী বলা হয়, তখন হৈমন্তী তার প্রতিবাদ করে। তবে সেই প্রতিবাদ কোনো সুফল বয়ে আনে না। স্বামী অপু যদিও হৈমন্তীকে অনেক ভালোবাসে, কিন্তু পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে এর কোনো প্রতিকার বা প্রতিবাদ সে করতে পারে না। হৈমন্তী ছিল স্বচ্ছ ধারণার মানুষ। কোনো মিথ্যাকে সে প্রশ্রয় দিতে শেখেনি। মাতৃহারা হওয়ায় সংসারের কাজকর্মে সে যেমন অপটু ছিল, তেমনি সাংসারিক কূট-কৌশল সম্পর্কেও ছিল অজ্ঞ। তাই তো উদ্দীপকের রেবা যে কৌশল অবলম্বন করে জীবনের করুণ পরিণতির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে, হৈমন্তী শিক্ষিতা হয়েও সে কৌশল অবলম্বন করতে পারেনি। ফলে তার জীবনে নেমে এসেছে এক ভয়াবহ করুণ পরিণতি।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
রবিন একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকুরি করে। সে ভালোবেসে বিয়ে করেছে লতাকে। যৌতুক প্রথাকে সে ঘৃণা করে। কিন্তু বাবা যৌতুকের জন্য প্রায়ই লতাকে চাপ দেয়। লতার প্রতি মানসিক নির্যাতন বাড়িয়ে দেয় তার বাবা। তাই রবিন তার বাবাকে উপেক্ষা করে স্ত্রীকে নিয়ে একদিন আলাদা বাসায় ওঠে যায়।

ক. 'হৈমকে আমি লইয়া যাইব'—উক্তিটি কার?
খ. 'আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম'— উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
গ. 'হৈমন্তী' গল্পের অপু চরিত্র উদ্দীপকের রবিনের মতো প্রতিবাদী নয়'— ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'অপু রবিনের মতো উদ্যোগী হলে হৈমন্তীর জীবনের পরিণতি অন্যরকম হতো'— বিশ্লেষণ কর।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'হৈমকে আমি লইয়া যাইব'—উক্তিটি অপুর।

খ) হৈমন্তীর সাথে বিয়ের আগে অপু হৈমন্তীর ছবি দেখে মনে মনে তাকে হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান দেয়। অতঃপর মন্ত্রপাঠের মধ্য দিয়ে হৈমন্তীকে বধূ হিসেবে পাওয়ার পর সে এক অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করে। বিয়ের আসরে তার হাতের ওপর হৈমন্তীর কোমল হাতের স্পর্শ তাকে স্বর্গীয় অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে দেয়। সে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে। হৈমন্তীর ফটোগ্রাফ দেখার পর তাকে নিয়ে সে মনে মনে যে কল্পনার জাল বুনেছিলো তা যেন এতোদিনে বাস্তব হয়ে ওঠে। এ কারণেই হৈমন্তীর পাশে বসে অপু আপন মনে এ উক্তিটি করে।

গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'হৈমন্তী' গল্পে তৎকালীন হিন্দু সমাজের যৌতুক প্রথা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রদত্ত উদ্দীপকেও একই বিষয় ফুটে ওঠেছে।
'হৈমন্তী' ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হৈমন্তীর প্রতি স্বামী অপুর ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু যৌতুকের লোভে অপুর বাবা-মা হৈমন্তীর উপর মানসিক নির্যাতন শুরু করে। তখন অপু এর বিরুদ্ধে কোনো জোরালো প্রতিবাদ করেনি। হৈমন্তীর করুণ পরিণতি দেখে সে শুধু মনে মনে আর্তনাদ করেছে। একবার সামান্য প্রতিবাদ জানাতে গিয়েও বাবার রক্তচক্ষুর সামনে সেটা করতে পারেনি। অপরদিকে উদ্দীপকের রবিন যৌতুক প্রথাকে ঘৃণা করে। সে বিয়েতে কোনো যৌতুক নেয়নি এবং তার বাবা যখন যৌতুকের জন্য চাপ প্রয়োগ করে তখন সে তার স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা বাসায় ওঠে যায়। এটাই ছিল তার প্রতিবাদের ভাষা। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, অপু ও রবিনের মানসিকতার মধ্যে এক ধরনের বৈপরীত্য রয়েছে। সামাজিক ভিন্নতার কারণে রবিন কিন্তু এখানে অপুর মতো দুর্বলচিত্তের পরিচয় দেয়নি।

ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'হৈমন্তী' ছোটগল্পে যৌতুক প্রথার যূপকাষ্ঠে বলি হওয়া এক লাবণ্যময়ী মেয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উদ্দীপকেও যৌতুক প্রথার শিকার এক নারীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।
উদ্দীপকের রবিন যৌতুক প্রথাকে ঘৃণা করে। সে তার বিয়েতে কোনো যৌতুক নেয়নি। কিন্তু তার বাবা ছিলেন যৌতুকলোভী। তিনি যৌতুকের জন্য রবিনের স্ত্রী লতার উপর নানা ধরনের অত্যাচার শুরু করেন। লতার উপর এ নির্যাতনকে মেনে নেয়নি রবিন। সে এর প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদ হিসেবে সে তার স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা বাসায় ওঠে। অপরদিকে 'হৈমন্তী' গল্পেও হৈমন্তী যৌতুক প্রথার শিকার হয়েছে। অত্যধিক যৌতুক প্রত্যাশী অপুর মা-বাবা আশাহত হয়ে হৈমন্তীকে নানাভাবে নির্যাতন করতে থাকেন। এক সময় হৈমন্তী মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। হৈমন্তী নির্যাতিত হলেও অপু তার প্রতিকার বা প্রতিবাদ করতে পারেনি। অপু যদি রবিনের মতো পদক্ষেপ নিত, তবে হৈমন্তীর জীবনে কোনো করুণ পরিণতি নেমে আসতো না। তার জীবন ওঠতো লতার মতোই মধুময়।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রাশেদ চৌধুরী তাঁর একমাত্র ছেলে সুজাত চৌধুরীকে বিয়ে দেন বিত্তশালী কামাল সাহেবের একমাত্র মেয়ে রুনির সঙ্গে। বিয়ের কিছুদিন পরই উচ্চ শিক্ষার জন্য সুজাত পাড়ি জমায় অস্ট্রেলিয়ায়। এরই মধ্যে কামাল সাহেবের মৃত্যু হয়। কামাল সাহেবের সমস্ত সম্পত্তি উইল অনুযায়ী 'কামাল ট্রাস্ট ফাউন্ডেশন' এর আওতায় চলে যায়। উইলের সংবাদ পেয়ে রাশেদ চৌধুরীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। দিনে দিনে রুনির উপর ক্রোধ বাড়তে থাকে এবং নির্যাতনও শুরু হয়। এক সময় সুজাতও রুনির সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।

ক. হৈমন্তীর বিয়েতে কত টাকার গহনা দেয়া হয়েছিল?
খ. কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না- কেন?
গ. উদ্দীপকের সুজাতের সঙ্গে 'হৈমন্তী' গল্পের অপু চরিত্রের অমিলগুলো তুলে ধরো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে অপুর বাবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধর।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) হৈমন্তীর বিয়েতে পাঁচ হাজার টাকার গহনা দেয়া হয়েছিল।

খ) আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের পথিকৃৎ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি শ্রেষ্ঠ সামাজিক সমস্যামূলক গল্প 'হৈমন্তী'। এ গল্পে আমরা দেখি, গৌরীশঙ্কর বাবু তার একমাত্র মেয়েকে নিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে কোনো এক রাজার অধীনে শিক্ষকতা করতেন। তিনি লক্ষ করেননি যে, তার মেয়ের বয়স দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তৎকালীন সমাজে আট বছর বয়সের সময় কন্যাদের বিয়ে দেয়ার রীতি থাকলেও হৈমন্তীর বয়স সে সীমা লঙ্ঘন করে ষোলতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এ কারণে হৈমন্তীর বিয়েতে পণের পরিমাণ বেশি হওয়ায় অপুর বাবা বিয়ের উদ্যোগ পর্বে কোনো বিলম্ব করতে রাজি হননি। তার ধারণা ছিল, বিলম্ব করলে হৈমন্তীর যদি অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায় তবে বিশাল অঙ্কের যৌতুকটি তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। এ কারণেই বরের বাপ অর্থাৎ অপুর বাবা বিয়ের ব্যাপারে দেরি করতে চাননি।

গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'হৈমন্তী' ছোটগল্পের নায়ক অপু। উদ্দীপকের সুজাত চরিত্রের সাথে এই অপু চরিত্রের বেশ কিছু মিল পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সুজাত রাশেদ চৌধুরীর একমাত্র ছেলে। যার বিয়ে হয় কামাল সাহেবের একমাত্র মেয়ে রুনির সাথে। বিয়ের পর সুজাত উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমায়। কিন্তু হৈমন্তী গল্পে অপু কলেজে পড়ার জন্য বাড়িতেই থাকে। তবে একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থার জন্য বাড়িতে থেকেও হৈমন্তীর প্রতি পূর্ণাঙ্গভাবে সে দায়িত্ব পালন করতে পারে না। মা-বাবার ইচ্ছা ও সমাজের রীতি-নীতির কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেও স্ত্রী হৈমন্তীর প্রতি অপুর ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল না, কিন্তু উদ্দীপকের সুজাতের মধ্যে সে ভালোবাসা অনেকটাই অনুপস্থিত। হৈমন্তীর বাবার ধন-সম্পত্তির উপর অপুর বাবার যেমন লোভ ছিল তেমনি উদ্দীপকে বর্ণিত সুজাতের বাবা রাশেদ চৌধুরীরও লোভ ছিল কামাল সাহেবের সম্পত্তির দিকে। বাবার সেই লোভের সাথে সুজাতের কোনো ভিন্নতা ছিল বলে মনে হয় না। তাই কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই এক সময় সে স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। এদিক থেকে অপুর চরিত্রের সাথে সুজাত চরিত্রের যথেষ্ট বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়।

ঘ) গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'হৈমন্তী' গল্প তৎকালীন হিন্দু সমাজের সমাজবাস্তবতার এক চিত্র। এ গল্পের নায়ক অপুর বাবা সেই সমাজের যৌতুক লোভীদের প্রতিনিধি।

অর্থ, বিত্ত, প্রতিপত্তির নেশা মানুষকে অমানুষ এবং হিংস্র হতে সাহায্য করে। 'হৈমন্তী' গল্পে অপুর বাবাও অর্থলোভের কারণে হিংস্র হয়ে ওঠে। উদ্দীপকে উল্লিখিত রাশেদ চৌধুরী তার ছেলে সুজাতকে কামাল সাহেবের মেয়ের সাথে বিয়ে দেন সম্পত্তির লোভে। উত্তরাধিকার সূত্রে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে তার ছেলে। কিন্তু আশাহত হতে হলো কামাল সাহেবের মৃত্যুর কারণে। এ যেন অপুর বাবারই প্রতিমূর্তি। বাড়তি অর্থ পাওয়ার আশা শেষ হওয়ার পর সুজাতের বাবা রাশেদ চৌধুরী রুনির উপর অপুর বাবার মতোই নির্যাতন শুরু করে। রাশেদ চৌধুরীও ভদ্রতার মুখোশ পরে অপুর বাবার মতো একজন অত্যাচারী শ্বশুররূপে আবির্ভূত হন। উচ্চ শিক্ষিতা হয়েও সামাজিক কু-প্রথা আর শ্বশুরের লোভের কাছে পরাজিত হয়েছে হৈমন্তী। যৌতুক ও অর্থলোভী অপুর বাবা এতোটাই স্বার্থান্ধ ছিলেন যে, অসুস্থ পুত্রবধূকে চিকিৎসকের কাছেও যেতে দেননি। আর তার এ অর্থলালসাই হৈমন্তীকে নির্মমভাবে করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

উদ্দীপকের রাশেদ চৌধুরীও অপুর পিতার মতোই পুত্রবধূর সাথে অমানবিক আচরণ করেছে। এমনকি তার সাথে পুত্র সুজাতের যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে সুজাতের বাবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অপুর বাবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেন একই সূত্রে গাঁথা।

অধিক অর্থলিপ্সা মানুষকে পশু বানিয়ে দেয়। এর ফলে মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। তাই অধিক অর্থলিপ্সা পরিহার করে প্রত্যেকেরই উচিত নিজের ভেতরকার মানবিকতাবোধকে জাগ্রত রাখা।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাবার টেলিফোন পেয়েই আবির দ্রুত বাড়ি চলে গেলো। অসুস্থ মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে মামাতো বোন রেখাকে বিয়েও করলো সে। বিয়ের পর পরই তার মা মারা গেলো। এরপর বাবার সম্মতি নিয়ে বউসহ ঢাকায় ফিরলো আবির। মাসখানেক পর বাসা পরিবর্তন করে বড় দেখে একটি নতুন বাসা নিলো। এরপর হেসে-খেলে সুখে-শান্তিতেই তাদের দিন কাটতে লাগলো।

ক. বিয়ের সময় অপুর বয়স কত ছিল?
খ. বিয়ের ব্যাপারে অপুর মতামত অনাবশ্যক ছিল কেন?
গ. অপুর সাথে আবিরের মিল-অমিলগুলো তুলে ধরো।
ঘ. 'এরপর বাবার সম্মতি নিয়েই বউসহ ঢাকায় ফিরলো আবির' – হৈমন্তী গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বিয়ের সময় অপুর বয়স ছিল ১৯ বছর।

খ) তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে পিতামাতার সামনে ছেলেমেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তেমন কোনো মূল্য ছিল না। বিশেষ করে বিয়ের ব্যাপারে পিতা-মাতা আর মুরুব্বীদের সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। কখনো কখনো বর-কনেকে এ বিষয়টি জানিয়ে তাদের মতামত চাওয়া হলেও তা ছিলো একেবারেই একটি আনুষ্ঠানিকতামাত্র। কার্যত তাদের মতামতের কোনো মূল্য ছিল না। 'হৈমন্তী' গল্পের নায়ক অপুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এ জন্যেই অপু নিজে বর হলেও বিয়ের ব্যাপারে তার মতামত ছিল একেবারেই অনাবশ্যক।

গ) অপুর সাথে আবিরের কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে অমিল রয়েছে। সামাজিক রীতি-নীতির কারণে অনেকটা বাধ্য হয়েই অপু তার পিতার পছন্দের কনেকে বিয়ে করেছে। পক্ষান্তরে বিয়ের ব্যাপারে স্বাধীন মতামত দেয়ার মতো একটি সমাজে বাস করেও আবির কেবল তার অসুস্থ মায়ের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য রেখাকে বিয়ে করেছে। এক্ষেত্রে অপুর বিয়ের পেছনে তার পিতার অর্থলোভ কাজ করলেও আবিরের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। বরং এখানে এক ধরনের মাতৃভক্তি ফুটে ওঠেছে। অপুর বাবা যেভাবে পুত্র এবং পুত্রবধূর দাম্পত্য জীবন পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছেন আবিরের বাবা কিন্তু তেমনটি করেন নি। বরং স্ত্রী বিয়োগের মাধ্যমে কিছুটা নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়ার পরও তিনি তার পুত্রের সাথে পুত্রবধূকে শহরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিজের স্বার্থের চেয়ে সন্তানের সুখটাকেই তিনি এখানে বড় করে দেখেছেন। এসব থেকে বোঝা যায়, অপু যে ধরনের রক্ষণশীল সমাজে বড় হয়েছে আবির তা হয়নি। আবিরের বাবা অপুর বাবার মতো অনুদার বা অর্থলোভীও ছিলেন না। এদিক থেকে অপু যতোটা পরাধীন ছিলো আবির ছিলো ততোটাই স্বাধীন।

ঘ) অপু এবং আবির দুটি পৃথক সময় ও সমাজের মানুষ। ক্রমবিকাশমান সভ্যতার দুটি আলাদা স্তরে তাদের অবস্থান। তাই তাদের সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিজীবনে এই ভিন্নতার ছোঁয়া থাকাটাই স্বাভাবিক। তারপরও একই সময় ও সমাজের সব মানুষের আচার আচরণ ও চিন্তাধারা এক হয় না। সকল পরিবার ও ব্যক্তির মানসিক গঠন ও সংস্কৃতিও এক হয় না। এদিক থেকে অপু ছিল বিংশ শতাব্দির এক হিন্দু রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান, আর আবির একবিংশ শতাব্দির এক আধুনিক শিক্ষিত তরুণ। সামাজিক সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ অপুর বাবা ছিল প্রচণ্ডভাবে অর্থলোভী ও স্বার্থপর। আর আবিরের বাবা ছিল মুক্ত চিন্তার অধিকারী একজন আধুনিক মনের মানুষ। তাই অপু তার বিয়ে থেকে শুরু করে হৈমন্তীর শেষ পরিণতি পর্যন্ত পিতার ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। আর আবির উদার চিত্তেই তার মায়ের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে রেখাকে বিয়ে করেছে এবং তার পিতা নিজের সংকীর্ণ স্বার্থের কথা না ভেবে সন্তানের মঙ্গলের জন্য বউকে সাথে নিয়ে পুত্রকে তার কর্মস্থলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। হৈমন্তীকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অপুকে তার পিতার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে দেখা গেলেও পিতার ধমক খেয়ে সে তার এ অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি। পক্ষান্তরে আবিরের সাথে তার পিতার একটি চমৎকার সুসম্পর্ক রয়েছে বলে উদ্দীপকে প্রতিভাত হয়েছে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

অপু একটি পরাধীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের সামনে আবির্ভূত হলেও আবিরকে আমরা একটি স্বাধীন সভ্য সমাজের প্রতিনিধি হিসেবেই দেখতে পাই। তাই হৈমন্তীর ক্ষেত্রে যে করুণ পরিণতি ঘটেছিল রেখার ক্ষেত্রে তা ঘটার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়নি। আবিরকেও দেখা যায়নি অপুর মতো মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার নানা অব্যবস্থাপনা নিয়ে কোনো ধরনের ব্যঙ্গ করতে।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জনপ্রিয় কথাশিল্পী সোহেল আহমেদ ভালোবেসে বিয়ে করেছিলো তার খালাতো বোন রিপাকে। বিয়ের প্রায় বছরখানেক পর সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে রিপা মারা যায়। রিপার এই আকস্মিক মৃত্যু সোহেলকে স্তব্ধ করে দেয়। এরপর এক যুগ কেটে গেলেও সোহেল আর বিয়ে করেনি। পরিবারের সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে জীবনে আর কখনো বিয়ে করবে না। রিপার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরেই সে বেঁচে আছে। সে তার লেখা-লেখির ভেতর রিপাকে এখনো জীবন্ত করে রেখেছে।

ক. কে পাত্রীর সন্ধান করছেন?

খ. জ্যৈষ্ঠের অশ্রুশূন্য রোদন বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. সোহেল আহমেদের সাথে অপুর কোন কোন বিষয়ে মিল রয়েছে বলে তুমি মনে করো, কেন?

ঘ. ‘সে তার লেখা-লেখির ভেতর রিপাকে এখনো জীবন্ত করে রেখেছে’– ‘হৈমন্তী’ গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) অপুর মা পাত্রীর সন্ধান করছেন।

খ) স্ত্রী হৈমন্তীর জন্য ‘হৈমন্তী’ গল্পের কথক অপু তার বিরহকাতর অবস্থানটি তুলে ধরতে গিয়েই জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্র ও অশ্রুশূন্য রোদনের কথা উল্লেখ করেছে। মানুষ যেমন অল্প শোকে কাতর এবং অধিক শোকে পাথর হয়ে যায় হৈমন্তীর বিরহে অপুর অবস্থাও ঠিক তেমনটি হয়েছিলো। তাই এ বিষয়টি প্রকাশ করতে গিয়েই অপু জ্যৈষ্ঠ মাসের খররৌদ্রকে তার অশ্রুশূন্য রোদন বলে অভিহিত করেছে।

গ) সোহেল এবং অপু দুজন দুটি পৃথক সময় ও সমাজের মানুষ। তারপরও তাদের মধ্যে বেশ কিছু মিল রয়েছে। তারা দুজনই তাদের স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালোবাসতো। নিষ্ঠুর নিয়তি তাদের দুজনের কাছ থেকেই অকালে তাদের স্ত্রীদের কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু তারপরও, তারা তাদের স্ত্রীদের কোনোভাবে অসম্মান করেনি। এমনকি তারা তাদের স্মৃতিকেও দূরে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করেনি। পরিবারের তাগিদ থাকার পরও দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারেও তারা কেউ উৎসাহ দেখায়নি। বরং, স্ত্রীদের প্রতি নিজেদের অকৃত্রিম ভালোবাসাকে মহিমান্বিত করার জন্য তারা উভয়েই তাদের সাহিত্যকর্মে স্ত্রীদের জন্য একটি আলাদা স্থান করে দিয়েছেন। আর এর ফলেই আমরা হৈমন্তীর সাথে পরিচিত হতে পেরেছি। জানতে পেরেছি, তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার নানা চালচিত্র।

ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অসামান্য কালজয়ী ছোটগল্প ‘হৈমন্তী’। গল্পকথক অপু তার জীবনের একটি করুণ অধ্যায় বিবৃত করতে গিয়ে এ গল্পে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার কিছু নেতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত পণপ্রথা ও গৌরীদান প্রথার নির্মম বলি হয়ে স্ত্রী হৈমন্তী তার জীবন থেকে হারিয়ে যায়। তারপরও সে তার ভালোবাসার এই মানুষটিকে ভুলেনি। এমনকি নতুন করে আবার বিয়েও করেনি। তবে বিয়ের ব্যাপারে পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে চাপে রাখা হয়। ঠিক এমনি এক জীবনসন্ধিক্ষণে সে তার ভালোবাসার মানুষটিকে নিয়ে যে গল্প লিখে সেটাই ‘হৈমন্তী’। তার এ গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে পশ্চিমের এক পাহাড়ি অঞ্চলে অনেকটা নির্জন পরিবেশে বেড়ে ওঠা মাতৃহারা হৈমন্তী। পিতা গৌরীশংকরের স্নেহ-ভালোবাসা ও আদর্শে বেড়ে ওঠা এই হৈমন্তীর সামাজিক রীতি অনুযায়ী বিয়ে হয়নি। গৌরীদান প্রথার নামে দশ বছর বয়সের

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

মধ্যে কন্যাদের বিয়ে দেয়ার যে রীতি সমাজে চালু ছিল তা লঙ্ঘন করে সতেরো বছর বয়সে হৈমন্তীর বিয়ে হয় তার চেয়ে দুবছরের বড় কোলকাতার অপুর সাথে। মেয়ের বয়স বেশি বলে অপুর বাবা হৈমন্তীর পিতার কাছ থেকে অনেক বেশি পণ আদায় করে নেয়। অপুর বাবার ধারণা ছিল, রাজার অধীনে চাকরি করা হৈমন্তীর পিতার অনেক ধন-সম্পদ। কিন্তু এক সময় তার সে ধারণা মিথ্যে প্রতীয়মান হলে আদরের বউমা হৈমন্তীর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পাল্টে যায়। ননদ নারানীর যথেষ্ট সহানুভূতি ও স্বামী অপুর অগাধ ভালোবাসা পাওয়ার পরও শ্বশুরবাড়িতে হৈমন্তী নানাভাবে নির্যাতিত হতে থাকে। এরই এক পর্যায়ে তার জীবনে নেমে আসে করুণ পরিণতি। অপুর কাছ থেকে সে অনেক দূরে চলে যায়। তাকে হারিয়ে অপু শোকে পাথর হয়ে যায়। আর সে বিষয়টিই অপু তার শিল্পিত কথামালা দিয়ে হৈমন্তী গল্পটিতে ফুটিয়ে তুলেছে। ঠিক একইভাবে উদ্দীপকে বর্ণিত সোহেল আহমেদও তাই করেছে। সে তার নানা সাহিত্যকর্মে স্ত্রী রিপার জীবনচিত্রকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করছে। যদিও তার স্ত্রী হৈমন্তীর মতো পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়ে করুণ পরিণতির দিকে ধাবিত হয়নি; বরং রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনার কারণে দুর্ঘটনার শিকার হয়েই মৃত্যুবরণ করেছে। আর সেই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার কাছ থেকে সে চলে গেছে অনেক অনেক দূরে। যে দূরত্ব অতিক্রম করে কেউ আর কারো কাছে ফিরে আসে না।

যুগে যুগে দেশে দেশে যে সংবেদনশীল মানুষগুলো তাদের নানা সৃষ্টিকর্মের ভেতর হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনদের ধরে রাখার প্রয়াস চালায়, অপু আর সোহেল হচ্ছে তাদেরই সার্থক প্রতিনিধি।

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পারুলের বয়স চৌদ্দ। বাবা রোস্তম আলীর তিন সন্তানের মধ্যে সে সবার বড়। পাশের গাঁয়ের লতিফ লস্করের ছেলে আজিজের সাথে এ সময় তার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুর বাড়ির রান্নাবান্নার দায়িত্ব পড়ে তার ওপর। এ ছাড়া কাপড় ধোয়া এবং ঘর বাড়ি পরিষ্কারের কাজও করতে হয় তাকে। এসব করতে গিয়ে এক সময় সে হাঁপিয়ে ওঠে। মাঝে-মধ্যে রান্না ভালো না হলে শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাকে নানা কটু কথা শোনায়। অনেক কষ্টে নিরবে সে এসব সহ্য করে। মা-বাবার সংসারের অভাবের কথা চিন্তা করে সে তাদের কাউকে এসব জানায় না। এভাবেই নিরবে-নিঃশব্দে কাটতে থাকে তার কষ্টের জীবন।

ক. বিবাহের সময় হৈমন্তীর বয়স কত ছিল ?

খ. শ্বশুরবাড়িতে হৈমন্তীকে দেখে বনমালী বাবু আঁতকে ওঠেছিলেন কেন?

গ. 'রান্না ভালো না হলে শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাকে নানা কটু কথা শোনায়'– উক্তিটির মধ্যে হৈমন্তী গল্পের কোন অংশটির ছায়াপাত ঘটেছে? কেন?

ঘ. 'এভাবেই নিরবে নিঃশব্দে কাটতে থাকে তার কষ্টের জীবন'– 'হৈমন্তী' গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বিবাহের সময় হৈমন্তীর বয়স ছিল সতেরো বছর।

খ) পিতা গৌরীশংকরের বন্ধু বনমালী বাবুর ঘটকালিতেই কোলকাতার অপুর সাথে গিরিনন্দিনী হৈমন্তীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর বনমালী বাবু তার বন্ধু গৌরীশংকরকে চাকুরি ছেড়ে মেয়ের কাছাকাছি একটি বাড়ি নিয়ে বসবাস করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু যৌক্তিক কারণেই গৌরীশংকর তাতে রাজি হননি। বিয়ের পর হৈমন্তী খুব বড়লোক বাবার কন্যা এই বিবেচনায় শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাকে পরম আদর-যত্নে রাখে। কিন্তু অপুর বাবা যখন জানতে পারেন তার এ ধারণা ভুল তখন থেকেই হৈমন্তীর প্রতি শ্বশুর বাড়ির লোকদের আচার-আচরণ হঠাৎ বদলে যায়। তার ওপর চলতে থাকে নানা ধরনের মানসিক নির্যাতন। সুশিক্ষিতা হৈমন্তী প্রকাশ্যে তার কোনো প্রতিবাদ না করলেও মানসিকভাবে মুষড়ে পড়ে। সে তার এসব কষ্টের কথা স্বামী অপু বা বাবা গৌরীশংকরকে না জানিয়ে একা একাই সব সহ্য করে। এতে তার মানসিক চাপ আরও অনেক বেড়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। এ সময় বনমালী বাবু একদিন অপুদের বাড়িতে আসেন এবং হৈমন্তীর মলিন চেহারা ও ভগ্নস্বাস্থ্য দেখে আঁতকে ওঠেন।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

গ) 'রান্না ভালো না হলে শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাকে নানা কটু কথা শোনায়' উক্তিটির সাথে হৈমন্তী গল্পের একটি বিশেষ অংশের মিল রয়েছে। মাতৃহারা হৈমন্তী পশ্চিমের এক পাহাড়ি এলাকায় পিতা গৌরীশংকরের সান্নিধ্যেই বড় হয়েছে। সেখানে কোনো নিকটাত্মীয় না থাকায় সংসারের অনেক স্বাভাবিক কাজকর্মের সাথেই তার পরিচয় ঘটেনি। পিতা উচ্চ শিক্ষিত হলেও আচার সর্বস্ব প্রচলিত ধর্মকর্মের প্রতি তার কোনো আস্থা ছিল না। তাই তিনি মেয়েকে এসবের কিছুই শেখাননি। বিয়ের পর হৈমন্তী বড়লোক পিতার একমাত্র কন্যা বলে শ্বশুর বাড়িতে তাকে কোনো কাজ করতে দেয়া হতো না। কিন্ত অপুর বাবা যখন তার এক বন্ধুর কাছ থেকে গৌরীশংকরের পেশাগত পদবি ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পান তখন থেকেই হৈমন্তীর প্রতি তার মনোভাব ও আচরণ বদলে যায়। তারপর থেকেই হৈমন্তীর সাথে শুরু হয় এক ধরনের বৈরি আচরণ। এমন সময় হৈমন্তীর ওপর একদিন পূজা সাজানোর দায়িত্ব পড়ে। এ সময় হৈমন্তী এ ব্যাপারে তার অজ্ঞতার কথা জানালে তাকে অনেক কটু কথা শুনতে হয়। এক্ষেত্রে অহেতুক তার বাবার প্রসঙ্গ টেনে এনে তার সম্পর্কেও অশালীন মন্তব্য করা হয়। উক্ত ঘটনাটির সাথে উদ্দীপকে বর্ণিত পারুলের রান্নাবান্নার বিষয়টির একটি বিশেষ মিল রয়েছে। কেননা, পারুলের যে বয়স তাতে করে রান্নাবান্না সম্পর্কে তার অনভিজ্ঞতা থাকাটা একেবারেই স্বাভাবিক। তাই এটার জন্য শ্বশুরবাড়ির লোকজনের এ ধরনের কটূক্তি একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত। যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল মাতৃহীন শিক্ষিতা তরুণী হৈমন্তীর পূজা সাজানোর অজ্ঞতা নিয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকদের নানা অশালীন কটূক্তি।

ঘ) শৈশবে মাতৃহারা হৈমন্তীকে নিয়ে পশ্চিমের এক পাহাড়ি এলাকায় অনেকটা নির্জন পরিবেশে বাস করতেন পিতা গৌরীশংকর। এ জন্যে সময়মতো মেয়ের বিয়ে দেয়ার বিষয়টি তার মাথায় আসেনি। শেষ পর্যন্ত বন্ধু বনমালী বাবুর কথায় তিনি এ ব্যাপারে সচেতন হন এবং তার ঘটকালিতেই কোলকাতার এক রক্ষণশীল পরিবারের শিক্ষিত তরুণ অপুর সাথে হৈমন্তীর বিয়ে দেন। বিয়ের সময় পণ হিসেবে তিনি নগদ ১৫ হাজার টাকা ও ৫ হাজার টাকার গহনা দেন। অপুর বাবার ধারণা ছিল, রাজার অধীনে তার বেয়াই গৌরীশংকর খুব বড় চাকরি করেন এবং তার যথেষ্ট ব্যাংক ব্যালেন্স রয়েছে। এ জন্য বিয়ের পর থেকেই শ্বশুর বাড়িতে হৈমন্তীর আদর যত্নের কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে অপুর বাবা যখন জানতে পারলেন, তার এ ধারণা মিথ্যে, তখন থেকেই হৈমন্তীর ভাগ্য বদলে যায়। তার ওপর শুরু হয় নানা নির্যাতন। এসব নির্যাতনের ফলে সে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এভাবে হাঁপিয়ে উঠলেও স্বামী অপু বা পিতা গৌরীশংকরকে সে এসবের কিছুই জানায়নি। উদ্দীপকের পারুলের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মা না থাকার কারণে হৈমন্তী যেমন সংসারের অনেক কাজই শিখতে পারেনি, তেমনি বয়স কম হওয়ার কারণে পারুলেরও অনেক কাজে অনভিজ্ঞতা ও অদক্ষতা ছিল। আর এসবের জন্য তাকে যেসব অত্যাচার সইতে হতো তা ছিল খুবই দুঃসহ।
নিরন্তরভাবে সমাজে চলতে থাকা এ ধরনের বিষয়গুলোই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁর 'হৈমন্তী' গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।

৭. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
ছয় সন্তানের জনক রহিম আলী একজন দরিদ্র কৃষক। মাত্র এগারো বছর বয়সেই সে তার বড় মেয়ে শেফালিকে একুশ বছর বয়সী ফরিদের সাথে বিয়ে দেয়। বিয়ের সময় কনে পক্ষ থেকে বর পক্ষকে যৌতুক হিসেবে নগদ পাঁচ হাজার টাকা এবং একটি সাইকেল দেয়া হয়। ফরিদের গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস ছিল। মাঝে-মধ্যে জুয়াও খেলতো সে। এ জন্যে কোনো কোনো দিন বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হতো তার। নেশা করে মাঝে-মধ্যেই সে শেফালিকে অত্যাচার করতো। জুয়া খেলায় হেরে আসলে এ অত্যাচারের মাত্রা যেতো আরো বেড়ে। শেফালি তার শ্বশুর-শাশুড়িকে এ বিষয়টি জানালেও তার কোনো প্রতিকার হয়নি; বরং ফরিদের অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। এক সময় বাপের বাড়ি থেকে নতুন করে যৌতুক আনার জন্যে শেফালিকে চাপ দেয় সে। এ চাপ সহ্য করতে না পেরে শেফালি শেষ পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করে।

ক. হৈমন্তীর বিয়েতে নগদ কত টাকা পণ দেয়া হয়েছিল?
খ. 'হৈমকে আমি লইয়া যাইব' – এ কথার মাধ্যমে অপুর কী ধরনের মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শেফালির সাথে হৈমন্তীর কোন কোন ক্ষেত্রে মিল রয়েছে?
ঘ. 'শেফালি ও হৈমন্তী একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ'– হৈমন্তী গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) হৈমন্তীর বিয়েতে নগদ পনের হাজার টাকা পণ দেয়া হয়েছিল?

খ) অপুর কণ্ঠে উচ্চারিত 'হৈমকে আমি লইয়া যাইব' কথাটির মধ্য দিয়ে তৎকালীন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহী মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে।

ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বায়ু পরিবর্তনের জন্য গৌরীশংকর তার একমাত্র কন্যা হৈমন্তীকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিজ বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে অপুর বাবা তাতে বাধা দেন। কঠিন অসুখের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও পিতার এমন আচরণে অপু অবাক হয়। এ ঘটনা দেখে সে আর স্থির থাকতে পারে না। তাই এতোদিনের সংস্কার ভেঙে সে তার বাবাকে আলোচ্য উক্তিটি করে।

গ) 'হৈমন্তী' গল্পে বর্ণিত সামাজিক কুপ্রথাগুলোর মতো এখনো ভিন্ন পরিচয়ে আমাদের সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে আছে। গৌরীদান প্রথার পরিবর্তে বাল্যবিবাহ এবং পণপ্রথার পরিবর্তে যৌতুকপ্রথা আমাদের সমাজকে প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষগুলো এসবের শিকার হচ্ছে বেশি। শহরের শিক্ষত মানুষের একাংশও এ থেকে মুক্ত নয়। সরকার ও বেশ কিছু এনজিও এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন থেকে কাজ করে আসলেও পরিস্থিতির আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। সংবাদ মাধ্যম থেকে আমরা প্রায়ই এ সংক্রান্ত অনেক লোমহর্ষক ঘটনা জানতে পারি। যৌতুক দিতে ব্যর্থ হয়ে অনেকে এসিড সন্ত্রাসেরও শিকার হয়। কোনো কোনো গৃহবধূকে এসব কারণে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়ার ঘটনাও ঘটে। 'হৈমন্তী' গল্পে বর্ণিত একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থা অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও গৃহবধূদের উপর নির্যাতনের মাত্রা এখনো খুব একটা কমেনি। হৈমন্তী মানসিকভাবে তার শ্বশুর-শাশুড়ির কাছ থেকে নির্যাতনের শিকার হলেও ননদ নারানী ও স্বামী অপুর কাছ থেকে সহানুভূতি পেয়েছে। কিন্তু শেফালির মতো গৃহবধূরা স্বামীর কাছ থেকেই বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তাই নিঃসঙ্কোচে এ কথা বলা যায় যে, 'হৈমন্তী 'গল্পের সামাজিক কুপ্রথাগুলো ভিন্ন নামে এবং ভিন্নরূপে এখনও আমাদের সমাজে বিদ্যমান থেকে তার কুপ্রভাব বিস্তার করে চলছে।

ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'হৈমন্তী' ছোটগল্পে তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের যে বিশেষ দুটি কুপ্রথার কথা তুলে ধরেছেন তার একটি হচ্ছে গৌরীদান এবং অপরটি পণপ্রথা। ঘটনাক্রমে এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হৈমন্তী এ দুটি সামাজিক দুষ্ট ক্ষত দ্বারাই আক্রান্ত হয়েছিলো। হৈমন্তীর পিতা গৌরীশংকর পশ্চিমের এক রাজার অধীনে শিক্ষা বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করতেন। সেখানকার পাহাড়ি এলাকায় শৈশবে মাতৃহীন একমাত্র মেয়েকে নিয়ে অনেকটা নির্জন পরিবেশেই তিনি বাস করতেন। সেখানে তাদের কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না। দেশের প্রচলিত ধর্মকর্মেও খুব একটা বিশ্বাস করতেন না গৌরীশংকর। তাই ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে হৈমন্তীর অনেক কিছুই জানা হয়নি। তৎকালীন সমাজের একটা বিশেষ রীতি ছিল আট থেকে দশ বছরের মধ্যেই মেয়েদের বিয়ে দেয়া। এটাকে বলা হতো গৌরীদান প্রথা। কিন্তু গৌরীশংকরের উদাসীনতার কারণে মেয়ের বয়স সতেরো বছর হয়ে গেলেও তার বিয়ের বিষয়টি কখনো আলোচিত হয়নি। গৌরীশংকরের বন্ধু বনমালী বাবুই হৈমন্তীর বিয়ের ব্যাপারে উদ্যোগ নেন। তার মাধ্যমেই কোলকাতার এক রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের শিক্ষিত তরুণ অপুর সাথে হৈমন্তীর বিয়ে হয়।

তৎকালীন সমাজের আরো একটি বিশেষ রীতি ছিল বিয়ের জন্য মেয়েদের পক্ষ থেকে ছেলেদের পণ দেয়া। যেহেতু গৌরীদান প্রথা অনুযায়ী হৈমন্তীর বিয়ের বয়স অনেক আগেই পার হয়ে গিয়েছিল সেহেতু তার বিয়েতে পণের পরিমাণও ছিল বেশি। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে হৈমন্তীর আদর যত্নের অভাব না থাকলেও অপুর বাবার অর্থ লিপ্সার কারণে হৈমন্তীর জীবনে এক সময় দুর্ভোগ নেমে আসে। পারুলের ক্ষেত্রেও এর খুব একটা ব্যতিক্রম হয় নি। হৈমন্তী ও পারুল দুটি সমাজ ও সময়ের প্রতিনিধি হলেও তাদের ভাগ্যলিপি ছিল অনেকটা একই রকম। দুজনেই দুটি সামাজিক দুষ্টক্ষত ও অনুদার পরিবার ব্যবস্থা দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এদিক থেকে তারা যেনো একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তাদের মধ্যে ঘটনাগত পার্থক্য থাকলেও মৌলিক জীবনচিত্রের কোনো পার্থক্য ছিল না।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৮. নিচের সারণিটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

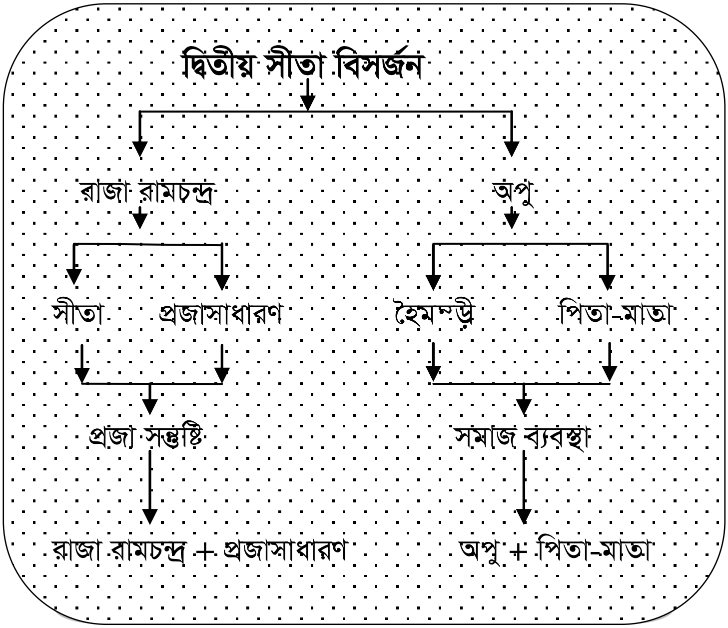

ক. অপু কাকে দ্বিতীয় সীতা বলে অভিহিত করেছে ?

খ. অপু তার স্ত্রীর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছিল কেন?

গ. কোন কোন ক্ষেত্রে সীতার সাথে হৈমন্তীর মিল ছিল বলে তুমি মনে কর ?

ঘ. 'বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে সে কথা কে জানিত'– উদ্দীপকের আলোকে এ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) অপু তার স্ত্রী হৈমন্তীকে দ্বিতীয় সীতা বলে অভিহিত করেছে।

খ) তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় যে সামাজিক রীতি-নীতি ও একান্নবর্তী পরিবার প্রথা চালু ছিল তার কারণেই অপু তার স্ত্রীর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অপু ছিল একজন ছাত্র। তার নিজস্ব কোনো আয়ের উৎস ছিল না। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও নিজে চলার জন্য বাবার উপরেই তাকে নির্ভর করতে হতো। তাই তার অর্থলোভী পিতা যখন ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী হৈমন্তীকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য বাইরে যেতে বাধা দেন তখন স্বামী হিসেবে সে তার স্ত্রীর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। এমনকি বোন নারানীর কাছ থেকে হৈমন্তীর ওপর পারিবারিক নির্যাতনের কথা শুনেও সে তার কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিকার করতে পারেনি।

গ) সীতা এবং হৈমন্তীর সাথে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ মিল ছিল। সীতা এবং হৈমন্তী উভয়েরই ব্যক্তিগত মত প্রকাশের কোনো সুযোগ ছিল না; কিংবা থাকলেও তারা কেউই সে সুযোগ গ্রহণ করেনি। তারা উভয়েই স্বামীভক্ত ছিল। স্ত্রী সীতাকে সতী-সাধ্বী জেনেও প্রজাদের দাবির মুখে তাদের খুশি করার জন্য স্বামী রাজা রামচন্দ্র তাকে বনবাসে পাঠান। একইভাবে যথেষ্ট নম্র, ভদ্র ও ভালো মানুষ হওয়া সত্ত্বেও অপু তার বাবা-মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে স্বামী হিসেবে স্ত্রী হৈমন্তীর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। উভয় ক্ষেত্রেই সমাজের কাছে মানবতাবোধ পরাজিত হয়েছে। নিরীহ নির্যাতিতা বাঙালি নারীর প্রতীক হিসেবে দুটি চরিত্রই সমানভাবে সার্থক হয়ে উঠেছে।

ঘ) রামায়ণের কাহিনী থেকে জানা যায়, অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র রাজা হিসেবে তার অভিষেকের দিনে সৎমাতা কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে পিতৃসত্য পালন ও পিতার সম্মান রক্ষার্থে রাজত্ব ত্যাগ করে চৌদ্দ বছরের জন্য স্বেচ্ছায় বনবাসে যান। এ সময় তার স্ত্রী এবং মিথিলারাজ জনকের কন্যা পঞ্চসতীর অন্যতম সীতা তার সঙ্গী হন। লঙ্কার রাজা রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে সেখান থেকে হরণ করে নিয়ে যায় এবং যুদ্ধের মাধ্যমে রাজা রাম তাকে লঙ্কাপুরী থেকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় নিয়ে আসেন। এ সময় প্রজারা সীতার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললে অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অগ্নি পরীক্ষায় সীতা উত্তীর্ণ হলেও প্রজাদের দাবির মুখে রাজা রাম তার সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে আবার বনবাসে পাঠান। হৈমন্তী গল্পের কথক অপু মনে করে সেও তার স্ত্রী হৈমন্তীর প্রতি একই ধরনের আচরণ করেছে। কেননা, হৈমন্তী একজন পবিত্র হৃদয় ও সুন্দর মনের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বিনা দোষে তার প্রতি তার পরিবার যে অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণ করেছে স্বামী হিসেবে তা থেকে সে তাকে রক্ষা করতে পারেনি। বরং সেও যেন

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

অন্যদের দলভুক্ত হয়ে হৈমন্তীর করুণ পরিণতিকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। আর এ জন্যেই এই সংসার কানন থেকে অকালে ঝরে পড়তে হয়েছে হৈমন্তীর মতো একটি প্রস্ফুটিত গোলাপকে। আর সেই ঝরে পড়ার কাহিনী নিয়েই অপুর এই অমর ছোটগল্প 'হৈমন্তী' রচনা করেছে। আর এ গল্পটি লিখতে গিয়েই সে বলেছে, 'বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে সে কথা কে জানিত।'

● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. বাংলা ছোটগল্পের পথিকৃৎ কাকে বলা হয়?
ক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
খ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
● ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত উপন্যাস নয়?
ক গোরা
● খ দুর্গেশনন্দিনী
গ ঘরে বাইরে
ঘ চার অধ্যায়

৩. 'কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন'- কন্যাটি কে?
● ক শিশির
খ নারানী
গ বিলাসী
ঘ পার্বতী

৪. 'বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল'- কার মত?
● ক অপুর
খ মৃত্যুঞ্জয়ের
গ রবীন্দ্রনাথের
ঘ তপুর

৫. বয়সে হৈমন্তী অপুর চেয়ে কত বছরের ছোট ছিল?
● ক ২
খ ৩
গ ৪
ঘ ৫

৬. কে হিমালয়ের মিতা?
ক অন্নদাশঙ্কর
● খ গৌরীশংকর
গ হৈমন্তী
ঘ অপু

৭. হৈমন্তীর সখ ছিল –
● ক বইপড়া ও লোক খাওয়ানো
খ গান শোনা
গ সেলাই করা
ঘ সংগীত চর্চা ও রান্না করা

৮. হৈমন্তী সম্বন্ধে নিচের কোন মন্তব্যটি প্রযোজ্য?
● ক সূর্যের মতো ধ্রুব
খ চাঁদের মতো মিষ্টি
গ প্রদীপের ন্যায় সহনশীল
ঘ সূর্যের মতো রুদ্র

৯. 'পোড়া কপাল আমার! নাত বউ যে বয়সে আমাকেও হার মানাইল'— মন্তব্যটি কে করেছিলেন?
ক অপুর ঠাকুরমা
খ অপুর পিসিমা
গ অপুর মাসিমা
● ঘ অপুর দূর সম্পর্কের দিদিমা

১০. হৈমন্তীর শাশুড়ি হৈমন্তীর বয়স কত বলে দাবি করেছিলেন?
● ক ১১ বছর
খ ১২ বছর
গ ১৬ বছর
ঘ ১৭ বছর

১১. কে হৈমর সাথে সত্যের বাঁধনে বাঁধা পড়েছিল?
ক হৈমন্তীর বাবা
● খ হৈমন্তীর স্বামী
গ হৈমন্তীর শ্বশুর
ঘ হৈমন্তীর শাশুড়ি

১২. হৈমন্তীর বাবাকে ঋষি বলার কারণ কী?
ক শ্রদ্ধা প্রদর্শন
খ ভালোবাসা প্রদর্শন
● গ কটাক্ষ করা
ঘ ঘৃণা করা

১৩. হৈমর নির্যাতনের খবর অপু কার কাছ থেকে পেত?
ক হৈমর পিতা
খ হৈমর শ্বশুর
গ হৈমর শাশুড়ি
● ঘ নারানী

১৪. এডমন্ড বার্ক কে?
● ক ইংরেজ রাজনীতিক
খ ফরাসি প্রাবন্ধিক
গ ফরাসি বাগ্মী
ঘ ইংরেজ কবি

১৫. রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
ক বলাকা
● খ বনফুল
গ শেষের কবিতা
ঘ ঘরে-বাইরে

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
● ক ১৯১৩ সালে
খ ১৯২৩ সালে
গ ১৯৩৩ সালে
ঘ ১৯৩৪ সালে

১৭. 'হৈমন্তী' গল্পটি কবে প্রথম প্রকাশিত হয়?
● ক ১৯১৪ সালে
খ ১৯১৫ সালে
গ ১৯১৬ সালে
ঘ ১৯১৭ সালে

১৮. নারানীর সঙ্গে অপুর সম্পর্ক কী?
ক বোন খ বান্ধবি
গ মাসি ঘ পিসি

১৯. 'দোষ সমস্তই হৈমর'- দোষটা কী?
ক বয়সের খ স্বভাবের
গ সমাজের ঘ শিক্ষার

২০. রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য কত বছর বয়সে প্রকাশিত হয়?
ক ১৪ বছর খ ১৫ বছর
গ ১৬ বছর ঘ ১৭ বছর

২১. এশীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম কে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ?
ক ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা খ গাও জিং জিয়ান
গ কেঞ্জাবুরো ওয়ে ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক ঢাকায় খ কলকাতায়
গ আসামে ঘ রাজশাহীতে

২৩. তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় গৌরীদান করা হতো কত বছরের মেয়েকে?
ক আট বছর খ নয় বছর
গ বার বছর ঘ সাত বছর

২৪. অপুর যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স কত ছিল?
ক আঠারো খ বিশ
গ সতেরো ঘ উনিশ

২৫. বিয়ের সময় হৈমন্তীর বয়স কত ছিল?
ক পনেরো খ ষোল
গ সতেরো ঘ আঠারো

২৬. হৈমন্তীর বাবা তাকে কী বলে ডাকত?
ক শিশির খ বুড়ি
গ হৈম ঘ হৈমি

২৭. অপুর বিবাহের ঘটক কে?
ক বনমালী খ করিম আলী
গ সুরেশ ঘ কাজী আলী

২৮. হৈমন্তীর বাবা অপুকে কত টাকার একটা নোট গুঁজে দিয়েছিল?
ক পাঁচ টাকার খ একশত টাকার
গ পাঁচশত টাকার ঘ এক হাজার টাকার

২৯. হৈমন্তী গল্পে হৈমন্তীর কয়টি নাম ছিল?
ক চারটি খ পাঁচটি
গ তিনটি ঘ ছয়টি

৩০. কত বছর বয়সী কন্যাকে রোহিণী বলা হতো?
ক দশ খ নয়
গ আট ঘ বার

৩১. বিবাহ সম্বন্ধে অপুর মতামত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল-
ক অপু কথক বলে খ অপু বর বলে
গ অপু বেকার বলে ঘ অপু ছাত্র বলে

৩২. F.A-এর সম্পূর্ণ রূপ কী হয়?
ক Fine Arts খ First Admission
গ First Art's ঘ First Audit

৩৩. 'খিড়কি' মানে কী?
ক বাড়ির সামনের দিকের দরজা
খ বাড়ির দক্ষিণ দিকের দরজা
গ বাড়ির পেছনের দিকের দরজা
ঘ বাড়ির পশ্চিম দিকের দরজা

৩৪. বড় বয়সের মেয়ের সঙ্গে অপুর বিয়ে দেয়া হলো কেন?
ক পণের অঙ্কটা বড় বলে খ মেয়ে সুন্দরী বলে
গ মেয়ে শিক্ষিত বলে ঘ মেয়ে শিক্ষকের কন্যা বলে

৩৫. 'আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম'-অপু কেন এ কথা বলেছে?
ক হৈমন্তীকে বিয়ে করার কারণে
খ হৈমন্তীর স্পর্শ অনুভব করে
গ হৈমন্তী শিক্ষিত মেয়ে বলে
ঘ হৈমন্তীর মা নেই বলে

৩৬. 'খোট্টা' শব্দটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে?
ক নিন্দার্থে হিন্দিভাষি লোকজন
খ নিন্দার্থে উর্দুভাষি লোকজন
গ নিন্দার্থে ফারসিভাষি লোকজন
ঘ নিন্দার্থে ইংরেজিভাষি লোকজন

৩৭. 'জ্যৈষ্ঠের অশ্রুশূন্য রোদন'-কথাটিতে কী প্রকাশ পায়?
ক প্রচণ্ড দুঃখের দহনে অপুর চোখের জল শুকিয়ে গেছে
খ অপু দুঃখ ভারাক্রান্ত
গ অপু চিন্তাগ্রস্ত
ঘ অপু হৈমন্তীকে পেয়ে দিশেহারা

৩৮. 'ইহারা অন্যজাতের মানুষ'- কারা?
ক অপুর বাপ-মা খ অপুর দিদি মারা
গ হৈমন্তী ও তার বাবা ঘ অপুর আত্মীয়রা

৩৯. 'ওঁচা' মানে কী?
ক ভালো খ উৎকৃষ্ট
গ নিকৃষ্ট ঘ পচা

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৪০. হৈমন্তীকে দেখে সকলের কানাকানি পড়ে গেল কেন?
ক হৈমন্তী সুন্দরী বলে
খ হৈমন্তীর বয়স বেশি বলে
গ হৈমন্তী শিক্ষিত বলে
ঘ হৈমন্তী গুণী বলে

৪১. 'আইবুড়ো' মেয়ে কাকে বলে?
ক এগারো বছরের বেশি বয়সী অবিবাহিতা মেয়েকে
খ তেরো বছরের বেশি বয়সী অবিবাহিতা মেয়েকে
গ বারো বছরের বেশি বয়সী অবিবাহিতা মেয়েকে
ঘ পনেরো বছরের বেশি বয়সী অবিবাহিতা মেয়েকে

৪২. 'পঞ্চম স্বর' কথাটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে?
ক কোকিলের সুরলহরি খ পাঁচজনের সুর
গ মধুর ধ্বনি ঘ তিক্ত ধ্বনি

৪৩. 'বাজখাঁই' মানে কী?
ক মধুর ধ্বনি খ কর্কশ ধ্বনি
গ বাজনা ঘ তিক্ত ধ্বনি

৪৪. অপুর বোন নারানীকে গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল কেন?
ক বউদিকে ভালোবাসে বলে
খ অপুকে ভালোবাসে বলে
গ হৈমন্তীর কথা শুনে বলে
ঘ স্বামীর ঘর করে না বলে

৪৫. 'মাথা খাওয়া' বাগধারাটির অর্থ কী?
ক রোগ হওয়া
খ নির্লজ্জের মতো আচরণ করা
গ ব্যামো হওয়া
ঘ মাথা নষ্ট হওয়া

৪৬. 'শিকায় তোলা' মানে কী?
ক পাওয়ার সম্ভাবনা খ হুমকি দেয়া
গ স্থগিত রাখা ঘ আটকে রাখা

৪৭. 'চুলোয় যাওয়া' বাগধারাটির অর্থ কী?
ক গোল্লায় যেতে দেয়া
খ চিরতরে বিনষ্ট হতে দেয়া
গ হারিয়ে যাওয়া
ঘ পুড়িয়ে দেয়া

৪৮. 'দক্ষিণার জোরে' কথাটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে?
ক দক্ষিণ হাতের জোর খ টাকা-পয়সা দিয়ে
গ দক্ষিণ দিকের বাতাস ঘ মণি-মুক্তার জোরে

৪৯. 'সীতা ' কে?
ক কৃষ্ণের ভগ্নি খ দশরথের কন্যা
গ রামচন্দ্রের স্ত্রী ঘ দেবি

৫০. 'চাপা দেয়া' মানে কী?
ক প্রকাশিত করা খ গোপন করা
গ বন্ধ করে রাখা ঘ চাপা দিয়ে রাখা

৫১. 'কানাকানি' মানে কী?
ক কানে কানে কথা খ গোপন পরামর্শ
গ গোপনে বিবাহ ঘ গোপন সন্ধি

৫২. 'হৈমন্তী' গল্পটি কিসের প্রতীক?
ক পণ প্রথার নির্মম ছবি
খ তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুরতা
গ যৌতুকের যূপকাষ্ঠে নারীদের বলিদান
ঘ উপরের সবগুলো

৫৩. হৈমন্তীর করুণ পরিণতির জন্য দায়ী কে?
ক অপুর নিশ্চেষ্ট আচরণ
খ হৃদয়হীন শ্বশুর-শাশুড়ির নিষ্ঠুর আচরণ
গ তৎকালীন হিন্দু সমাজের স্বার্থলোলুপ মানসিকতা
ঘ উপরের সবকটি

৫৪. 'কানাকানি' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?
ক সন্ধি খ সমাস গ উপসর্গ ঘ প্রত্যয়

৫৫. 'হিমালয়ের তিনি যেন মিতা' অপুর শ্বশুর সম্পর্কে অপুর-উক্তিটির প্রেক্ষিতে নিচের কোনটিকে যথাযোগ্য বলা যায়?
ক পাহাড়ি এলাকার মানুষ ভালো হয়
খ পাহাড়ি বাতাস স্বাস্থ্যের জন্য ভালো
গ মানুষের চরিত্রের উপর পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব
ঘ হৈমন্তীর পিতা পাহাড়ের সাথে মিতালি করেছিলেন

৫৬.'হৈমন্তীর জন্য বায়ু পরিবর্তন প্রয়োজন'-এ উক্তির প্রেক্ষিতে নিচের কোন উক্তিটি অপেক্ষাকৃত অধিক গ্রহণযোগ্য?
ক বায়ু পরিবর্তন স্বাস্থ্যের জন্য ভালো
খ বায়ু বলতে পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বোঝানো হয়েছে
গ কলকাতা শহরের চেয়ে অন্য জায়গার আবহাওয়া ভালো
ঘ মানব শরীরের ওপর বায়ুর বিশেষ প্রভাব রয়েছে

৫৭. তৎকালীন কলকাতার সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে নিচের কোন উক্তিটি সত্য নয়?
ক নারীদের শিক্ষার অধিকার ছিল
খ সমাজে যৌতুক প্রথার প্রচলন ছিল
গ সমাজে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল
ঘ ঘরে-বাইরে নারীরা ছিল নিগৃহীত

৫৮. পণের আপেক্ষিক গুরুত্ব কিসের চেয়ে বেশি ছিল?
ক বয়সের চেয়ে
খ সুন্দরের চেয়ে
গ টাকা-পয়সার চেয়ে
ঘ মান-সম্মানের চেয়ে

৫৯. নিচের শুদ্ধ বানানটি চিহ্নিত কর-
ক পৌনপুনিক
খ পৌরনপুণিক
গ পৌনঃপুনিক
ঘ পৌনঃপুণিক

৬০. 'দ্বিধা' শব্দটির সঠিক সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক সংশয়
খ দুশ্চিন্তা
গ অনভ্যাস
ঘ চিন্তা

৬১. 'কানাকানি' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ?
ক বহুব্রীহি
খ দ্বন্দ্ব
গ ব্যতিহার বহুব্রীহি
ঘ তৎপুরুষ

৬২. 'হৈম তার অর্থ বুঝিল না'-অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর কর।
ক হৈম তার অর্থ সম্পর্কে অবুঝ রহিল
খ হৈম তার অর্থ বুঝতে পারল
গ হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে পারিল না
ঘ হৈম তার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল

৬৩. 'বেওয়ারিশ' শব্দটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক ওয়ারিশবিহীন
খ যার ওয়ারিশ নাই
গ ওয়ারিশ নেই যার
ঘ যার কোনো ওয়ারিশ নেই

৬৪. 'অক্ষত' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ?
ক নঞ বহুব্রীহি
খ নঞ তৎপুরুষ
গ দ্বিগু
ঘ তৎপুরুষ

৬৫. 'রোহিণী' সম্পর্কে নিচের কোন বাক্যটি সমর্থনযোগ্য?
ক পাঁচ বছর বয়সী কন্যা
খ নয় বছর বয়সী কন্যা
গ আট বছর বয়সী কন্যা
ঘ দশ বছর বয়সী কন্যা

৬৬. 'বিশ্রী' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক শ্রী
খ সুন্দর
গ সৌন্দর্য
ঘ অমলিন

৬৭. 'বিবাদ' শব্দটির 'বি' কোন ধরনের উপসর্গের উদাহরণ?
ক বাংলা
খ হিন্দি
গ আরবি
ঘ তৎসম

৬৮. 'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তী কিসের বলি?
ক যৌতুকপ্রথার
খ সামাজিক অত্যাচারের
গ স্বামীর অত্যাচারের
ঘ বাবার নির্মমতার

৬৯. 'হৈমন্তী' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে -
ক তৎকালীন মুসলিম সমাজের চিত্র
খ তৎকালীন হিন্দু সমাজের চিত্র
গ তৎকালীন হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের চিত্র
ঘ তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের চিত্র

৭০. 'হৈমন্তী' গল্পের সময়কাল কত?
ক সতেরো শতক
খ আঠারো শতক
গ উনিশ শতক
ঘ বিশ শতক

৭১. 'সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ'।– উক্তিটিতে প্রকাশিত হয়েছে -
ক হৈমন্তীর বিত্ত-বৈভব
খ হৈমন্তীর প্রতি অপুর ভালোবাসা
গ অপুর অর্থলোলুপতা
ঘ সম্পদ ও সম্পত্তির পার্থক্য

৭২. তৎকালীন হিন্দু সমাজের নারী ছিল -
ক পুরুষের সহায়তাকারী
খ পুরুষের ভোগের সামগ্রী
গ পুরুষের ছায়াচরী
ঘ পুরুষের হাসির পাত্রী

৭৩. হৈমন্তীর চরিত্রে পাঠক কিসের ছায়া লক্ষ করেন?
ক সরব প্রতিবাদের ছায়া
খ নিরব প্রতিবাদের ছায়া
গ অসহায়তা
ঘ নিষ্ঠুরতা

৭৪. অপু হৈমন্তীকে ভালোবাসলেও সে ছিল -
ক নিস্পৃহ
খ প্রতিবাদী
গ নিষ্ঠুর
ঘ যোগ্য স্বামী

৭৫. 'হৈমন্তী' গল্পটির উপজীব্য -
ক হৈমন্তী ও অপুর ভালোবাসার চিত্র
খ হৈমন্তীর বিষাদঘন করুণ পরিণতি
গ হৈমন্তীর প্রতি সমাজের নিষ্ঠুরতা
ঘ যৌতুকপ্রথার নিষ্ঠুরতা

৭৬. রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ছোটগল্প 'হৈমন্তী'র প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
ক পণপ্রথার মারাত্মক কুফল
খ শ্বশুর-শাশুড়ির নির্যাতন
গ স্বামীর অক্ষমতা
ঘ হৈমন্তীর প্রতিবাদহীনতা

৭৭. ছোটগল্প হিসেবে 'হৈমন্তী' গল্পের সার্থকতা কোথায়?
ক গল্পের প্রারম্ভে
খ গল্পের শেষে
গ হৈমন্তীর চরিত্রে
ঘ অপুর চরিত্রে

৭৮. 'হৈমন্তী' গল্পের শেষে প্রকাশিত হয়েছে -
ক স্বামীর নির্যাতনের দিকটি
খ যৌতুক প্রথার নির্মম দিকটি
গ শাশুড়ির নির্মমতা
ঘ শ্বশুরের নির্মমতা

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৭৯. হৈমন্তীর পিতার প্রতি আঘাতের পর আঘাত এসেছে কীভাবে?
ক শাশুড়ির লোকের অসম্ভ্রম ও অবজ্ঞায়
খ শ্বশুর বাড়ির লোকের মিথ্যাচারে
গ শ্বশুর বাড়ির লোকের অপবাদে
ঘ অপুর স্বীকারোক্তিতে

৮০. 'ঋষি বাবা' কথাটি ব্যবহারের তাৎপর্য কী?
ক হৈমন্তীর বাবা ভালো মানুষ
খ হৈমন্তীর বাবা মিথ্যার ব্যাপারে আপোসহীন
গ হৈমন্তীর বাবা রাজ কর্মচারী
ঘ হৈমন্তীর বাবা মিথ্যুক

৮১. 'প্রজাপতির দুই পক্ষ' বলতে বুঝানো হয়েছে–
(i) কন্যাপক্ষ (ii) বরপক্ষ
(iii) ঘটকপক্ষ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ iii গ i ও ii ঘ ii

৮২. 'হৈমন্তী' নামটি নিয়ে আশঙ্কা নেই–
(i) বাড়াবাড়ির (ii) মামলা হওয়ার
(iii) প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিবাদের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ ii ও iii

৮৩. 'জবড়জঙ' কথাটি দিয়ে বুঝানো হয়েছে–
(i) পরিপাট্যহীন (ii) বেমানান
(iii) বেঢপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

৮৪. 'প্রজাপতি' কিসের প্রতীক? —
(i) ব্রহ্মা (ii) সুন্দরের
(iii) হিন্দু পুরাণ অনুসারে বিয়ের দেবতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ ii ও iii

৮৫. হৈমন্তীর সখ ছিল –
(i) বই পড়তে
(ii) লোকজনকে খাওয়াতে
(iii) যাত্রা দেখতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও ii.

৮৬. 'প্রবঞ্চনা' শব্দটির মানে হলো–
(i) প্রতারণা (ii) মিথ্যা আশ্বাস
(iii) ঠকানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii.

৮৭. 'এডমন্ড বার্ক' সম্পর্কে প্রযোজ্য বিশেষণটি হলো-
(i) রাজনীতিক (ii) প্রাবন্ধিক
(iii) বক্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii.

৮৮. অপুর প্রতিবাদহীনতার কারণ -
(i) অপু পরগাছা (ii) সামাজিক সীমাবদ্ধতা
(iii) স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার কমতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii.

৮৯. বাগধারা প্রকাশক শব্দ হলো-
(i) ঢাক পেটানো (ii) চুলোয় দেয়া
(iii) ব্যামো হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii.

৯০. 'হৈমন্তী' গল্পে ব্যবহৃত বাগধারাগুলো হলো–
(i) শিকায় তোলা (ii) মাথা খাওয়া
(iii) যমের অরুচি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i, ii ও iii গ i ও iii ঘ ii ও iii.

৯১. 'হৈমন্তী' গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় হল -
(i) তৎকালীন সমাজের অনাচার
(ii) তৎকালীন পণপ্রথার প্রাদুর্ভাব
(iii) তৎকালীন যুগের স্বামীর অক্ষমতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii.

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯২ ও ৯৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাহেলার মা রাহেলাকে কোলে রেখে মারা যায়। তাই রাহেলা পিতার স্নেহ-মায়া-মমতায় বড় হয়। কিন্তু মা হারা সংসারে রাহেলার বয়স আঠারো হলেও বিয়ে দেয়ার কোনো নাম নেই। কারণ একে তো রাহেলার মা নেই তার ওপর আবার তার বাবা দরিদ্র। মেয়েকে বিয়ে দিলে বরকে যে টাকা দেয়ার বিধান প্রচলিত আছে। তাই এভাবেই তার বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে।

৯২. 'রাহেলা' তোমার পঠিত কোন চরিত্রের প্রতিচ্ছবি?
ক হৈমন্তী খ বিলাসী
গ অপুর মা ঘ হৈমন্তীর মা

৯৩. 'হৈমন্তী' গল্পে বরপক্ষকে টাকা দেয়াকে কী বলা হয়েছে?
ক পণপ্রথা খ যৌতুকপ্রথা
গ বিনিময় প্রথা ঘ বিবাহ প্রথা

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৯৪. রাহেলার বিয়ে না হওয়ার জন্য দায়ী হলো–
(i) তৎকালীন সমাজ (ii) পিতার দারিদ্র্য
(iii) রাহেলার অনিচ্ছা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ● i ও ii ⓖ ii ও iii.

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৫ থেকে ৯৭ নম্বর পর্যন্ত প্রশ্নের উত্তর দাও:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হৈমন্তী' গল্পটি তৎকালীন হিন্দু সমাজের দর্পণস্বরূপ। এখানে গল্পকার তদানীন্তন গোঁড়াপন্থি সমাজব্যবস্থার নানাবিধ অনাচার, উৎপীড়ন, নির্যাতনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশেষ করে নারী ছিল তৎকালীন হিন্দু সমাজের পুরুষের ভোগের সামগ্রী। বাজারে কেনা পণ্যের মতো তাদের ব্যবহার করা হতো।

৯৫. উদ্দীপকে কোন সময়কালের কথা বলা হয়েছে?
ⓚ উনিশ শতকের ● বিশ শতকের
ⓖ একবিংশ শতকের ⓖ আঠারো শতকের

৯৬. 'হৈমন্তী' গল্পে সমাজ-ব্যবস্থা কার জীবনকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল?
ⓚ অপুর ● হৈমন্তীর
ⓖ নারানীর ⓖ বনমালী বাবুর

৯৭. 'হৈমন্তী' গল্পে নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে–
(i) শ্বশুর-শাশুড়ির (ii) পাড়া-প্রতিবেশীর
(iii) আত্মীয়-স্বজনের
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও iii. ⓚ ii ⓖ iii ⓖ i, ii ও iii.

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

সাহিত্যে খেলা

প্রমথ চৌধুরী

▣ লেখক পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রমথ চৌধুরীর দান অবিস্মরণীয়। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে সাধুরীতি প্রচলিত ছিল। আমরা বর্তমানে গদ্যে যে চলিতরীতির ব্যবহার করছি, তার প্রথম প্রবক্তা, সমর্থক ও আন্দোলনকারী হলেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথ চৌধুরী ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে চলিতরীতিতে প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলা সাহিত্যে যুগসৃষ্টিকারী 'সবুজ পত্র' পত্রিকা প্রকাশ করেন। সবুজপত্র কেন্দ্রিক ভাষা ও সাহিত্যাদর্শ আন্দোলনে তাঁকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সমর্থক। এ ছাড়াও সমকালীন বিখ্যাত মননশীল লেখকদের অনেকেই এ আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাংলা গদ্যে প্রমথ চৌধুরী নিজস্ব একটি আলাদা স্টাইল তৈরি করে গেছেন। অনেক জটিল ও গুরুগম্ভীর বিষয় তিনি এমন মজলিশি ঢঙে আলোচনা করেছেন যে, তাতে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব হালকা হয়নি; হয়েছে দীপ্তিময় ও আকর্ষণীয়। তাঁর রচনায় মননশীলতার সঙ্গে রয়েছে যুক্তিতর্কের ধারালো প্রকাশ; আর তাতে বক্তব্যের তীক্ষ্ণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যঙ্গের ঝাঁজ।

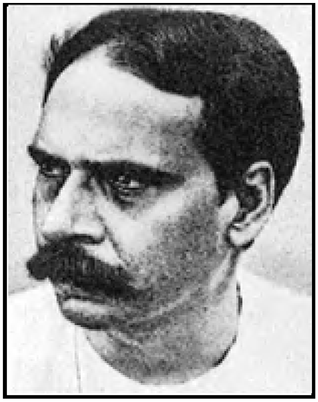

জন্ম : ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে যশোরে (পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে)।

মৃত্যু : ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায়।

▣ রচনাবলি

চার ইয়ারী কথা, বীরবলের হালখাতা, রায়তের কথা, তেল-নুন-লকড়ি, সনেট পঞ্চাশৎ ইত্যাদি।

▣ উৎস ও পরিচিতি

প্রমথ চৌধুরীর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় 'সবুজ পত্র' পত্রিকার ১৩২২ বঙ্গাব্দের (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) শ্রাবণ সংখ্যায়। সাহিত্যের প্রকৃত সৌন্দর্যের স্বরূপ এবং আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সুবিস্তৃত রূপরেখা প্রদর্শন করতে গিয়েই লেখক এ প্রবন্ধটি রচনা করেন। লেখক প্রবন্ধটি শুরু করেছেন জগদ্বিখ্যাত ভাস্কর রোদ্যাঁর প্রসঙ্গ টেনে। এক্ষেত্রে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, প্রকৃত শিল্পীর দক্ষতা কখনোই সীমাবদ্ধ নয়। তারা ইচ্ছে করলে শিবও গড়তে পারেন, আবার বাঁদরও গড়তে পারেন। কিন্তু অতি সাধারণ শিল্পীদের পক্ষে তা কখনোই সম্ভব নয়। প্রমথ চৌধুরীর মতে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সকলকে আনন্দ দান করা, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য হয়ে পড়বে স্বধর্মচ্যুত। অন্যদিকে শিক্ষা দান করাও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। কারণ পাঠ্যবিষয় মানুষ পড়ে অনিচ্ছায় এবং বাধ্য হয়ে। পক্ষান্তরে সাহিত্যের রসাস্বাদন করে মানুষ স্বেচ্ছায় ও আনন্দে। তাছাড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য মূলত জ্ঞানের বিষয় জানানো; পক্ষান্তরে সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনে সাড়া জাগানো। লেখকের মতে, সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা চলে খেলাধুলার। খেলাধুলায় যেমন নিছক আনন্দই প্রধান, সাহিত্যেও তাই। খেলাধুলায় যেমন আনন্দ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, সাহিত্যের উদ্দেশ্য তেমনি–একমাত্র আনন্দ দান করা।

▣ শব্দার্থ ও টীকা

কৌপীন — ল্যাঙট।
গতায়াত — যাতায়াত।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

যথাসর্বস্ব — সমস্ত কিছু।
সবর্ণ — সম রং বিশিষ্ট।
সগোত্র — একই গোত্রভুক্ত।
কুশীলব — নট, অভিনেতা।
মতিগতি — ইচ্ছা ও প্রবণতা।
কলারাজ্য — শিল্পকলার পরিমণ্ডল।
মনোরঞ্জন — মনের সন্তোষ সাধন।
স্বার্থ — নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি।
পরার্থ — অন্যের হিত, পরোপকার।
কস্মিনকালেও — কোনো সময়েই, কখনও।
নিগূঢ় — দুর্জ্ঞেয়, গভীর ও প্রচ্ছন্ন।
মর্তবাসী — মাটির পৃথিবীর অধিবাসী।
খেলো করা — গুরুত্বহীন বা অসার করা।
সুর তারায় চড়িয়ে রাখা— সুর উচ্চ সপ্তকে ধরে রাখা।
টীকাভাষ্য — মন্তব্যসহ ব্যাখ্যা ও মন্তব্য।
স্বধর্মচ্যুত — নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত।
শিব — মহাদেব, মঙ্গলকারী দেবতা।
পরমাত্মা — পরম ব্রহ্ম, ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা।
জীবাত্মা — প্রাণীর দেহে অবস্থানকারী আত্মা।
প্রবৃত্তি — অভিরুচি, ইচ্ছা, ঝোঁক, আসক্তি।
শবচ্ছেদ — শবদেহ কেটে পরীক্ষা করা, মরা কাটা।
ইতর — নীচ, অধম। এখানে নগণ্য অর্থে ব্যবহৃত।
নিষ্কাম কর্ম — ফললাভের কামনা করা হয়নি এমন কাজ।
রসাতল — পুরাণে বর্ণিত ষষ্ঠ পাতাল, অধঃপাত ধ্বংস।
অনুভূতিসাপেক্ষ — অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি করতে হয় এমন।
গীতিকবিতা — আত্মভাবপ্রধান কবিতা বিশেষ, লিরিক (Lyric)।
মোক্ষলাভ — ভববন্ধন থেকে মুক্তি লাভ, আত্মার মুক্তি অর্জন।
তর্কসাপেক্ষ — তর্কের মাধ্যমে বিচার বিবেচনা করতে হয় এমন।
রঙ্গভূমি — আমোদ-প্রমোদের জায়গা। অভিনয় প্রদর্শনের স্থান।
শূদ্র — প্রাচীন আর্যসমাজে চতুর্বর্ণের নিম্নতম শ্রেণি বা বর্ণ, অনার্য।
তত্ত্ব — কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান বা বিদ্যা, মতবাদ, Theory।
অগত্যা — অন্য উপায় না থাকায়, নিরুপায় বা বাধ্য হয়ে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও।
অবতীর্ণ — অবতার হিসেবে মানুষের মূর্তিতে নেমেছে এমন বা নেমে আসা।
স্বগতোক্তি — আপন মনে নিজে নিজে কথা বলা, অন্যের উদ্দেশে বলা হয়নি এমন উক্তি।
পেলা — পাঁচালী কীর্তন ইত্যাদির আসরে গায়ক—গায়িকাকে দেয়া শ্রোতাদের পারিতোষিক।
বৈশ্য — প্রাচীন আর্যসমাজের চতুর্বর্ণের তৃতীয় স্তর—যারা কৃষিকাজ বা ব্যবসা-বাণিজ্য করতো।
যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ — রামচন্দ্রের প্রতি বলিষ্ঠ মুনির উপদেশ সংবলিত সংস্কৃত রামায়ণ। এতে যোগ ও আত্মাজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় উপাখ্যানসহ উপদেশাকারে আলোচিত হয়েছে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

বাল্মীকি – ‘রামায়ণ’ প্রণেতা বিখ্যাত ঋষি ও কবি। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের আদি কবি হিসেবে সম্মানিত। যৌবনে এঁর নাম ছিল রত্নাকর এবং পেশা ছিল দস্যুতা। জনশ্রুতি অনুসারে তিনি ব্রহ্মার উপদেশে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে তপস্যামগ্ন হন এবং নারদের উপদেশে রামায়ণ রচনা করেন।

রোদ্যাঁ – ফ্র্যাঁসোয়া অগুস্ত রোদ্যাঁ (১৮৪০-১৯১৭) বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি ভাস্কর। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–‘নরকের দুয়ার’ ও ‘বাঘার্স অব ক্যালে। অন্যান্য অবিনশ্বর কীর্তি–‘চিন্তাবিদ’, ‘আদম’, ‘ইভ’। তিনি ভিক্টর হুগো, বালজাক, বার্নার্ড শ প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিকের প্রতিকৃতি নির্মাণ করেন।

❑ প্রবাদ, প্রবচন ও বাগধারা

রসাতলে গমন - অধঃপাতে যাওয়া।
ডানায় ভর দিয়ে থাকা - শূন্যলোকে ভাসা।
উপরি পাওয়া - বাড়তি আয় উপার্জন।
আকাশ-পাতাল প্রভেদ - বিস্তর পার্থক্য।
বাজারে কাটা - বিক্রি হওয়া।
মতিগতি - ভাবগতিক, মনের ভাব।
দা-কুমড়া সম্বন্ধ - নিদারুণ শত্রুতার সম্পর্ক, বৈরী সম্পর্ক।

▣ বানান সতর্কতা

ভাস্কর, ভূতল, অবতীর্ণ, গতায়াত, টঙে চড়া, মনঃক্ষুণ্ন, ক্রীড়া, ব্রতী, ভেঁপু, উচ্চৈঃস্বরে, অন্তরাত্মা, অন্তর্ভুক্ত, জীবাত্মা, মনোরঞ্জন, প্রায়শই, বাল্মীকি, রামায়ণ, স্পষ্টতর, আবিষ্কার, উপনীত, অনুভূতিসাপেক্ষ, সগোত্র, শবচ্ছেদ, স্বার্থ, নিগূঢ়।

❑ নমুনা প্রশ্নাবলি ❑

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘পরার্থ’ শব্দের অর্থ কোনটি?
ক. পারিতোষিক
খ. মনোজগৎ
গ. পরোপকার
ঘ. মনোরঞ্জন

২. লেখকের মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কোনটি?
ক. সমাজের মনোরঞ্জন করা
খ. অন্যের মনের অভাব পূর্ণ করা
গ. মানুষের মনকে জাগানো
ঘ. মনকে বিশ্বের খবর জানানো

৩. সাহিত্য ‘স্বধর্মচ্যুত’ হয় তখন, যখন সাহিত্য চর্চা হয়-
ক. ফললাভের আকাঙ্ক্ষা শূন্য
খ. জনসাধারণের সন্তুষ্টির জন্য
গ. জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য
ঘ. শিল্পীচিত্তের সম্পূর্ণতার লক্ষ্যে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

৪. ‘সাহিত্যে খেলা’ প্রবন্ধে অনুচ্ছেদটির ‘জ্ঞানের কথা’র সমার্থক ভাব হল-
i. খবর প্রদান
ii. পাঠকের মনতুষ্টি
iii. মুখস্থবিদ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৫. ‘সাহিত্যে খেলা’ প্রবন্ধটি অনুসারে নিচের কোনটি অনুচ্ছেদের মূলভাবের সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ?
ক. মনের শূন্যতা পূর্ণ করাই সাহিত্যের লক্ষ্য
খ. কল্যাণ সাধন করা সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য
গ. প্রশংসা অর্জনের জন্য সাহিত্যের সৃষ্টি
ঘ. মনের সঙ্গে সম্পর্ক রচনা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জ্ঞানের কথা জানা হয়ে গেলে আর জানতে ইচ্ছে করে না-তা জেনে মনে আনন্দও জন্মে না। সূর্য পূর্বাকাশে ওঠে- এই তথ্য আমাদের মন টানে না। কিন্তু সূর্যোদয়ে যে সৌন্দর্য ও দেখার আনন্দ তা সৃষ্টিকাল থেকে আজও বিদ্যমান। এই সৌন্দর্য ও আনন্দানুভূতি পাঠক হৃদয়ে জাগিয়ে তোলাই সাহিত্যের কাজ। পাঠ ও অনুধাবনের মাধ্যমে রসিক পাঠকের হৃদয়ে তা সঞ্চারিত হয়। রস গ্রহণে অসমর্থ লোকই সাহিত্যে সৌন্দর্য আনন্দানুভূতির পরিবর্তে আত্মহিত ও সন্তুষ্টি খোঁজে। সাহিত্যে নির্মিত সৌন্দর্য-অনুভূতি যদি লোকহিত সাধন করে, তাতে সাহিত্যের কুললক্ষণ নষ্ট হয় না। শুধু লোকহিতার্থে ও সন্তুষ্টির জন্য প্রচেষ্টা সাহিত্যকে কুলত্যাগী করে, সাহিত্যিক শিক্ষকে রূপান্তরিত হন।

ক. 'রামায়ণ' কে রচনা করেছেন?
খ. 'অতি সস্তা খেলনা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?– ব্যাখ্যা কর।
গ. 'সাহিত্যের স্বধর্মচ্যুত' হওয়ার বিষয়টি উপরের অনুচ্ছেদে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বুঝিয়ে দাও।
ঘ. 'শিক্ষা ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে ভিন্নধর্মী'- বক্তব্যটি উপরের অনুচ্ছেদে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে বলে তুমি মনে কর– উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. মানুষের একটি আশা-আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে নিজের অনুভূতি, উপলব্ধি অন্যের কাছে প্রকাশ করা। জয়নুল আবেদীনের মতো ছবি এঁকে, রবীন্দ্রনাথের মতো কবিতা-গান লিখে নিজ হৃদয়ানুভূতি ও রূপচেতনা সে অন্য মনে ছড়িয়ে দিতে চায়। এভাবে সে জগতের সকল মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। চায় লক্ষ হৃদয়ের মধ্যে বেঁচে থাকতে। একাজ তখনই সফল হয়, যখন, রঙে-ঢঙে, আকারে-প্রকারে, ভাষায়-সুরে, ছন্দে-ইঙ্গিতে নিখুঁত রূপ বা অনুভূতি অন্যমনে প্রতিফলিত ও সঞ্চারিত করা যায়। এ কাজ যে পারে, শিল্পরাজ্যের সেই রাজা, সমাজ ধর্মের জাতপাত, বর্ণভেদ সেখানে একাকার।

ক. রোদ্যাঁর একটি শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের নাম উল্লেখ কর।
খ. মানুষের দেহমনের সকল ক্রিয়ার মধ্যে ক্রীড়া শ্রেষ্ঠ কেন?– ব্যাখ্যা কর।
গ. প্রবন্ধে বর্ণিত 'ব্রাহ্মণশূদ্রের' সমানাধিকার উপরের অনুচ্ছেদের কোন বক্তব্যে প্রতীয়মান হয়?– আলোচনা কর।
ঘ. উপরের অনুচ্ছেদের 'লক্ষ হৃদয়ের মধ্যে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা'- প্রবন্ধে বর্ণিত 'বিশ্বমানবের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানোরই নামান্তর'– তোমার মতামত উপস্থাপন কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জনপ্রিয় কথাশিল্পী অপু রায়হানের আজ অনেক কথাই মনে পড়ছে। তিনি যখন স্কুলে পড়ার সময় স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য একটি গল্প জমা দিয়েছিলেন তখন অনেকের লেখা ছাপা হলেও তারটি ছাপা হয়নি। অথচ আজ তার লেখা না হলে নামী-দামী কাগজগুলোর সাহিত্য সম্পাদকদের মনই ভরে না। তার এ সাফল্য একদিনে আসেনি। এ জন্য তাকে অনেক সাধনা করতে হয়েছে। অনেক কষ্টের পথ পাড়ি দিয়ে সামনে এগুতে হয়েছে।

ক. মানুষের দেহমনের সকল প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি?
খ. সাহিত্য জগতে কোনোরূপ উচ্চ আশা নিয়ে প্রবেশ করা উচিত নয় কেন?
গ. অপু রায়হানের সাহিত্য চর্চার বিষয়টি 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ?
ঘ. 'অপু রায়হানের লেখা না হলে নামী-দামী কাগজগুলোর সাহিত্য সম্পাদকদের মনই ভরে না'– 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মানুষের দেহমনের সকল প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ক্রীড়া।

খ) সাহিত্য হচ্ছে একটি খেলার মাঠ। তাই খেলার মাঠে যেমন জয়-পরাজয় থাকতেই পারে তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও থাকতে পারে সফলতা বা ব্যর্থতা। মনের আনন্দে অনেকটা খেলার ছলেই সাহিত্য চর্চা করা উচিত। তাতে হয়তো একদিন সফলতা আসতে পারে। কিন্তু কেউ যদি উচ্চ আশা নিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করে তবে সেক্ষেত্রে তার পতনের যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। কেননা, এ ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী কারো সাহিত্যকর্ম যদি পাঠকপ্রিয়তা না পায় তবে তার মনোবল ভেঙে যেতে পারে এবং তাতে করে তার ভেতরে লুকায়িত সম্ভাবনাও বিনষ্ট হতে পারে। ফলে তার পক্ষে আর কোনোদিনই স্বাভাবিক সাহিত্য চর্চাটুকুও সম্ভব হয় না। তাই এ জগতে কখনোই উচ্চাশা নিয়ে প্রবেশ করা উচিত নয়।

গ) লেখক প্রমথ চৌধুরী তাঁর ‘সাহিত্যে খেলা’ প্রবন্ধে দুশ্রেণির সাহিত্যিকের কথা বলেছেন। এক শ্রেণির সাহিত্যিক আছেন যারা অনেক উচ্চাশা নিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। এদের কেউ কেউ সফল হলেও অনেকেই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। আবার আরেক ধরনের সাহিত্যিক আছেন, যারা কোনোরূপ উচ্চাশা না নিয়ে অনেকটা খেলার ছলেই সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। কালক্রমে দেখা যায়, এদেরই কেউ কেউ এক সময় বিখ্যাত সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন। প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অপু রায়হান হচ্ছে শেষোক্তদের দলে। অপু রায়হান যখন স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য গল্প জমা দেন তখন কিন্তু বিখ্যাত কোনো সাহিত্যিক হওয়ার জন্য তিনি তা করেননি। আবার অনেকের লেখা ছাপা হলেও নিজের লেখা ছাপা না হওয়ায় তিনি কোনো হতাশাতেও ভোগেননি। বরং নিয়মিত তিনি তার সাহিত্য চর্চা চালিয়ে গেছেন এবং এভাবেই এক সময় এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। লেখকের ভাষায় তিনি রাজরাজড়াদের দলে মিশে গেছেন।

ঘ) এমন একদিন ছিল যখন অপু রায়হানের লেখা তার স্কুল ম্যাগাজিনেই ছাপা হতো না। অথচ দীর্ঘ সাধনার পর তিনি এমন একজন জনপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য লেখক হয়ে ওঠেছেন যে, তার লেখা না হলে পত্র-পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদকরা তাদের বিশেষ সংখ্যার পত্রিকাগুলোকে অনেকটাই অপূর্ণ মনে করেন।

‘সাহিত্যে খেলা’ প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী অপু রায়হানের মতো লেখকদের প্রসঙ্গেই বলেছেন, কোনোরূপ উচ্চ আশা নিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ না করে মনের আনন্দে অনেকটা খেলার ছলে এ জগতে প্রবেশ করলে এক সময় খ্যাতিমান হয়ে ওঠা সম্ভব। আর এটা যে সম্ভব অপু রায়হান হচ্ছেন তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এদিক থেকে আমরা বলতে পারি প্রমথ চৌধুরী তাঁর ‘সাহিত্যে খেলা’ প্রবন্ধে সাহিত্য চর্চার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও সুচিন্তিত কিছু বিষয় তুল ধরেছেন।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কবি মুনিরুজ্জামান কেবল লেখালেখি নয়, ব্যক্তিজীবনেও খুব কাব্যপ্রিয়। তিনি যখন তার বন্ধু-বান্ধব বা সহকর্মীদের সাথে কথা বলেন, তখন প্রায়ই তাতে ছন্দ জুড়ে দেন। অনেক সাধারণ কথাই কবিতার ভঙ্গিমায় বলা তার একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এ জন্য অনেকেই তাকে স্বভাব কবি বলে ডাকেন।

ক. রোদ্যাঁ কে ?

খ. ‘সাহিত্যে খেলা’ প্রবন্ধে রোদ্যাঁর প্রসঙ্গ টানা হয়েছে কেন?

গ. রোদ্যাঁর সাথে মুনিরুজ্জামানের কী ধরনের মিল রয়েছে?– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘অনেক সাধারণ কথাই কবিতার ভঙ্গিমায় বলা তার একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে’– ‘সাহিত্যে খেলা’ প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) রোদ্যাঁ জগদ্বিখ্যাত একজন ফরাসি ভাস্কর।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

খ) যারা সত্যিকারের সাহিত্যিক তারা সাহিত্যে শিল্পের খেলা খেলে থাকেন। এর জন্য বিশেষ কোনো সময়-সুযোগের দরকার হয় না। যখন তখন মনের আনন্দেই তারা এ কাজটি করেন। জগদ্বিখ্যাত ফরাসি ভাস্বর রোদ্যাঁও ছিলেন একজন জাতশিল্পী। যখন তখন হাতের কাছে কাদা পেলেই তা দিয়ে তিনি মাটির পুতুল তৈরি করে ফেলতেন। এটা ছিল তার এক ধরনের খেলা। এ খেলা খেলতে খেলতেই তিনি অনেক বিখ্যাত ভাস্কর্য নির্মাণ করে জগদ্বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। এ জন্যেই 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে তাঁর প্রসঙ্গটি টেনে প্রকৃত সাহিত্যিকদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে।

গ) রোদ্যাঁ যেমন যখন তখন হাতে কাদা নিয়ে পুতুল তৈরি করে ফেলতেন মুনিরুজ্জামানও তার বন্ধু-বান্ধব বা সহকর্মীদের সাথে কথা বলার সময় যখন তখন ছন্দ ব্যবহার করে এক ধরনের কাব্যময়তা সৃষ্টি করতেন। রোদ্যাঁ ছিলেন একজন জগদ্বিখ্যাত ভাস্কর আর মুনিরুজ্জামান হচ্ছেন একজন কবি। দুজন শিল্পের দুটি আলাদা শাখায় বিচরণ করলেও স্বভাবগতভাবে তাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। মনের আনন্দে অনেকটা খেলার ছলেই তারা তাদের শিল্পকর্মগুলো সৃষ্টি করেন।

ঘ) কবি মুনিরুজ্জামান ও ফরাসি ভাস্কর রোদ্যাঁর মতো যারা সত্যিকারের শিল্পী তারা মনের আনন্দে অনেকটা খেলার ছলেই তাদের শিল্পকর্মগুলো নির্মাণ করেন। এ জন্যে তাদের বিশেষ কোনো সময় বা সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। তাদের শিল্প সৃষ্টির পেছনে বিখ্যাত হওয়ার কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না; বরং কাজ করতে করতেই এক সময় তারা বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। শিল্প সৃষ্টি তাদের একটি সহজাত স্বভাবগত বিষয়। আর এ সহজাত স্বভাবগত বিষয়টিই তাদের শিল্পবোধ হিসেবে কাজ করে। আর এই শিল্পবোধই এক সময় তাদের মহৎ শিল্পের স্রষ্টা করে তোলে। তারা সার্থক শিল্পী হিসেবে জগতে অমর হয়ে থাকেন। রোঁদ্যার মতো অনেকেই এভাবে অমর হয়ে আছেন। উদ্দীপকের কবি মুনিরুজ্জামান অমর হয়ে থাকবেন।
প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে যথার্থভাবেই শিল্পীদের শিল্প নির্মাণের সহজাত ও স্বভাবগত বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আজ শুক্রবার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। জসিম সাহেব এদিন সাধারণত বাসায়ই থাকেন। জ্যৈষ্ঠের দুপুরে প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে একটু প্রশান্তির জন্য তিনি বারান্দায় এসে বসলেন। সামনেই একটি খোলা জায়গা। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা করে সেখানে একদল ছেলে ক্রিকেট খেলছে। তবে এ খেলার মধ্যে প্রচলিত য়িম-কানুনের কোনো বালাই নেই। মাঠেরও নেই কোনো সীমারেখো। খেলায় ছক্কা ও আউট করারও কোনো প্রতিযোগিতা নেই। কিন্তু, তারপরও ছেলেগুলো এতেই যে কী আনন্দ পাচ্ছে তা বলে বোঝানো যায় না। এসব দেখতে দেখতেই জসিম সাহেব কল্পনার পাখায় ভর করে তার ছেলেবেলায় হারিয়ে গেলেন।

ক. পৃথিবীতে একমাত্র কোথায় ব্রাহ্মণ-শূদ্রের পার্থক্য নেই?
খ. মানুষের দেহমনের সকল ক্রিয়ার মধ্যে ক্রীড়া শ্রেষ্ঠ কেন?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ছেলেদের ক্রিকেট খেলার বিষয়টি 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ?
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর অভিমত বিশ্লেষণ করো।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) পৃথবীতে একমাত্র খেলার মাঠে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের পার্থক্য নেই।

খ) মানুষের দেহের যত প্রকার ক্রিয়া রয়েছে তার মধ্যে ক্রীড়াই শ্রেষ্ঠ। কেননা ক্রীড়া উদ্দেশ্যবিহীন। খেলাধুলায় আনন্দ ব্যতীত অন্য কোনো ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ক্রীড়া ব্যতীত অন্য যেকোনো কর্মে কোনো না কোনো ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য থাকলেও মানুষ শুধু নিজের মনের আনন্দের জন্যই খেলাধুলা করে। এ খেলায় একমাত্র আনন্দ লাভ ছাড়া অপরের মনোরঞ্জন করা অথবা কোনো বৈষয়িক প্রত্যাশা থাকে না। তাই সকল প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে প্রাবন্ধিক ক্রীড়াকেই শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

গ) প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে নিজস্ব কিছু মতামত তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, সাহিত্য একটি বিশুদ্ধ শিল্পকর্ম। যে শিল্পকর্মের মূলে থাকে নিরর্থক আনন্দ। এর পেছনে ফল লাভের মতো কোনো সংকীর্ণ উদ্দেশ্য থাকে না। মানুষ তার মনের আনন্দে অন্তরাত্মার স্ফূর্তি থেকে এটা সৃষ্টি করেন এবং পাঠক স্বেচ্ছায় ও সানন্দে এটি পাঠ করেন। এর পেছনে আনন্দ ব্যতীত অন্য কোনো ফল লাভের আশা থাকে না। যদি থাকে তবে তা সাহিত্য হয় না; তা হয় অপসাহিত্য।

উদ্দীপকের ছেলেগুলো কোনো ধরনের নিয়ম-কানুন অনুসরণ না করে ক্রিকেট খেলে যে আনন্দ পাচ্ছে, জয়-পরাজয় বা ছক্কা-চারের প্রতিযোগিতা হলে তারা কিন্তু এতোটা আনন্দ পেতো না। এ কারণেই প্রমথ চৌধুরী তার প্রবন্ধে সাহিত্যকে খেলার মাঠের সাথে তুলনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্পষ্টতই তিনি বলেছেন, যেখানে ফল লাভের আশা থাকে সেখানে কখনো নির্মল আনন্দ থাকে না। তাই লেখনি ধারণ করে যারা কোনো ধরনের ফল চাষে ব্রতী হন, তারা কখনো প্রকৃত সাহিত্যের স্রষ্টা হতে পারেন না। তারা হন খেলনা নির্মাতা।

ঘ) আধুনিক বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী। 'সাহিত্যে খেলা' তাঁর একটি বহুল আলোচিত প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে সাহিত্য চর্চার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি তাঁর মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

প্রত্যেক শিল্পের যেমন একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে তেমনি সাহিত্যেরও তা রয়েছে। লেখকের মতে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে আনন্দ দেয়া; কারও মনোরঞ্জন করা নয়। মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সাহিত্য সৃষ্টির বিষয়টিকে তিনি সমর্থন করেন না। কারণ মনোরঞ্জনের জন্য সাহিত্যের নামে যা সৃষ্টি হয়, তা প্রকৃত সাহিত্য নয়। তা এক ধরনের খেলনা। এ খেলনা দিয়ে অন্যকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হলেও যিনি এটা গড়েন, তিনি কখনো সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

এ কারণেই প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যকে খেলনার বিপরীতে খেলার মাঠের সাথে তুলনা করেছেন। যেখানে উঁচু-নীচু ও ধর্ম-বর্ণের বিভেদ ঘুচিয়ে মানুষ কেবল নির্মল আনন্দের জন্য খেলা করেন। তাদের এ খেলা হয় উদ্দেশ্যহীন। ফলে এতে কোনো বাড়তি চাপ থাকে না। থাকে শুধু নির্মল ও নির্ভেজাল আনন্দ। উদ্দীপকের ছেলেগুলো কোনো ধরনের জয়-পরাজয় বা স্কোরের তোয়াক্কা না করে ক্রিকেট খেলে যে আনন্দ পাচ্ছে তা জয়-পরাজয় নির্ধারণী কোনো খেলায় কল্পনাও করা যায় না। একইভাবে যে সাহিত্যের মাধ্যমে ফল লাভের প্রত্যাশা থাকে, সেখানেও জয়-পরাজয়ের আশঙ্কা থাকে। আর যেখানে জয়-পরাজয়ের আশঙ্কা থাকে, সেখানে সবাই মিলে এক সাথে নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। এ কারণেই তিনি সাহিত্যকে উদ্দেশ্যহীন খেলার সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, যিনি লেখনি ধারণা করে সাহিত্যের মধ্যে নিজে খেলা না করে অপরের জন্য খেলনা তৈরি করেন, তিনি কখনোই প্রকৃত সাহিত্যিক হতে পারেন না।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নঈম মোস্তফা একজন পাঠকপ্রিয় সৃজনশীল লেখক। আর্থিকভাবে তিনি কিছুটা অসচ্ছল হলেও এ নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। একবার এক প্রভাবশালী প্রকাশনা সংস্থা থেকে তার কাছে নবম শ্রেণির বাংলা গাইড বই লেখার প্রস্তাব আসে। সংসারের আর্থিক দুরবস্থা লাঘবের একটি সম্ভাবনা দেখে তার স্ত্রী এতে খুশি হলেও বিনয়ের সাথে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

ক. সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের কী হতে পারে?

খ. সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে কেন ?

গ. নঈম মোস্তফার মতো লেখকদের বিষয়টি 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে কীভাবে আলোচিত হয়েছে ?

ঘ. লেখালেখির ব্যাপারে নঈম মোস্তফার দৃষ্টিভঙ্গিটি 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে।

 Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

খ) সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলেই সাহিত্য স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে। কেননা, সাহিত্য হচ্ছে অন্তরাত্মার স্ফূর্তি। তার একমাত্র ফল হলো আনন্দ। তাই নিজের মনের আনন্দে খেলার ছলে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, তা প্রকৃত সাহিত্য নয়। তা এক ধরনের খেলনা মাত্র। এ খেলনা পেয়ে পাঠক তৃপ্ত হতে পারেন। কিন্তু এটা গড়ে কোনো লেখক তৃপ্ত হতে পারেন না। লেখক যদি স্বাধীনভাবে তার মনের কথাগুলো তার সাহিত্যকর্মে তুলে ধরতে না পারেন তবে সেটা কোনো অবস্থাতেই সত্যিকারের কোনো সাহিত্য নয়।

গ) লেখক প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে দুশ্রেণির সাহিত্যিকের কথা বলেছেন। এক শ্রেণির সাহিত্যিক আছেন যারা সমাজের মনোরঞ্জনের জন্য বা বিশেষ কোনো ফল লাভের আশায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন। অপর শ্রেণি সাহিত্য সৃষ্টি করেন মনের আনন্দে। অন্তরাত্মার স্ফূর্তিই তাদের সাহিত্য সৃষ্টির মূল প্রেরণা।

নঈম মোস্তফা হচ্ছেন এই শেষোক্তদের দলে। তিনি তার মনের আনন্দে সৃজনশীল সাহিত্য রচনা করেন। তাই প্রকাশনা সংস্থা থেকে তার কাছে যখন গাইড বই লেখার প্রস্তাব আসে তখন আর্থিকভাবে যথেষ্ট লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকার পরও বিনয়ের সাথে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

ঘ) লেখালেখির ব্যাপারে নঈম মোস্তফার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে একজন প্রকৃত সাহিত্যিকের মতো। 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের লেখক প্রমথ চৌধুরীর মতে তারাই প্রকৃত সাহিত্যিক যারা কোনোরূপ ফলের আশায় কিংবা কারো মনোরঞ্জনের জন্য লেখনি ধারণ করেন না। তারা লেখনি ধারণ করেন মনের আনন্দে অনেকটা খেলার ছলে।

তাদের সাহিত্যকর্ম সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত হয় না। তাদের সাহিত্য ব্যবহৃত হয় মানুষের মনে অপার আনন্দ দানের জন্য। এ ধরনের সাহিত্যিকরা অর্থের পেছনে ছুটেন না। নিজের স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়ে কারো বিশেষ চাহিদা পূরণের জন্যেও লেখনি ধারণ করেন না। এদিক থেকে নঈম মোস্তফা নিঃসন্দেহে একজন সার্থক, সফল ও প্রকৃত সাহিত্যিক।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ছাত্রজীবনে রাজনীতি করার সুবাদে পাস করার সাথে সাথেই বশির আহমেদের একটি ভালো চাকরি হয়ে যায়। জীবনে লেখালেখি করার অভ্যাস না থাকলেও সরকারকে খুশি করার জন্য সরকার প্রধানের উপর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা সংগ্রহ করে নিজের সম্পাদনায় সে একটি বই প্রকাশ করে। অনেকেই নিজের নেতৃভক্তি প্রমাণ করার জন্য এ বইটি কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বশির আহমেদ রাতারাতি হিরো বনে যায়। কিন্তু কয়েক বছর পর দেশের সরকার পরিবর্তন হলে তার এ বইটি আর বাজারে বিক্রি হয় না।

ক. কোনোরূপ কার্য উদ্ধারের অভিপ্রায়ে যারা লেখনি ধারণ করেন তারা কিসের মর্ম বোঝেন না ?

খ. কারো মনোরঞ্জন করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয় কেন?

গ. বশির আহমেদ সম্পাদিত বইয়ের ব্যাপারে লেখক প্রমথ চৌধুরী তার 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে কী ধরনের মনোভাব প্রকাশ করেছেন?

ঘ. 'এ বইটি আর বাজারে বিক্রি হয় না' – 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কোনোরূপ কার্য উদ্ধারের অভিপ্রায়ে যারা লেখনি ধারণ করেন তারা গীতের মর্ম বোঝেন না।

খ) একজন সাহিত্যিক কোনোরকম অভাববোধ থেকে সাহিত্য সৃষ্টি করেন না। তিনি তার মনের পূর্ণতা থেকেই সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তাই কেউ যদি কারো মনোরঞ্জন করার জন্য কোনো সাহিত্য সৃষ্টি করেন তবে তা সাহিত্য না হয়ে এক ধরনের খেলনা হয়ে ওঠে। এসব অপসাহিত্য দীর্ঘদিন পাঠক সমাজে টিকে থাকতে পারে না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এক সময় তা কালের আবর্তে হারিয়ে যায়। তাই কখনোই কারো মনোরঞ্জন করা কোনো প্রকৃত সাহিত্যের উদ্দেশ্য হতে পারে না।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

গ) সাহিত্য হচ্ছে মানবাত্মার খেলা। মানুষ তার মনের আনন্দে খেলার ছলেই এ সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকেন। সাহিত্যিকরা জাগৈতিক কোনো অভাববোধ থেকে সাহিত্য সৃষ্টি করেন না। নিজের মনের পূর্ণতা থেকেই তাদের সাহিত্য সৃষ্টি হয়। যারা কোনো বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমাজের মনোরঞ্জন করার জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করেন তাদের সে সৃষ্টি সাহিত্য না হয়ে খেলনা হয়ে ওঠে। শিশুরা যেমন দুদিন পর পুরনো খেলনা ভেঙে নতুন খেলনা নিয়ে মেতে ওঠে এ ধরনের অপসাহিত্যের ভাগ্যেও ঠিক একই ঘটনা ঘটে।

বশির আহমেদ সম্পাদিত বইটির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে লেখক প্রমথ চৌধুরী অত্যন্ত চমৎকারভাবে এ বিষয়টিই তুলে ধরেছেন।

ঘ) সাহিত্য হচ্ছে অপার রসের আধার। সাহিত্য মানুষের মনকে জাগিয়ে তোলে তাকে আনন্দে ভরে দেয়। যে সাহিত্য এ কাজ করতে পারে না তা প্রকৃত সাহিত্য নয়। যে সাহিত্য মানুষকে নির্মল আনন্দ দানের পরিবর্তে বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মনোরঞ্জন করে তাকে আর যাই হোক সাহিত্য বলা যায় না। যিনি কোনো বিশেষ ফল লাভের আশায় কাউকে খুশি করার জন্য লেখনি ধারণ করেন, তার হাত দিয়ে যা সৃষ্টি হয় তা সাহিত্য নয়; খেলনা। এসব খেলনা কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। প্রয়োজন ফুরালে দুদিন পর পাঠক তা ছুঁড়ে ফেলে।

বশির আহমেদ সম্পাদিত বইটির ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। যাকে তোষামোদ করার জন্য বইটি প্রকাশ করা হয় তার ক্ষমতা থাকাকালে বইটি প্রচুর বিক্রি হলেও ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর বইটির আর কোনো ক্রেতা পাওয়া যায় না। তবে এ বইটির যদি সাহিত্যমূল্য থাকতো তবে এর ভাগ্যে এ ধরনের পরিণতি ঘটতো না। কে ক্ষমতায় থাকলো বা না থাকলো তা দিয়ে নির্ধারিত হতো না তার পাঠকপ্রিয়তা বা বিক্রির সংখ্যা। পাঠক স্বেচ্ছায় এর সাহিত্য রস পান করার জন্য সব সময়ই এ বইটি কেনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতো। তাই আমরা বলতে পারি, এ সম্পর্কে লেখক প্রমথ চৌধুরী যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা সর্বাংশেই সত্য।

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জাহিদ হাসান একজন ঔপন্যাসিক। একটি বিশেষ শ্রেণি ও বয়সের পাঠকদের কথা চিন্তা করে তিনি তার উপন্যাসগুলো লেখেন। ফলে তার উপন্যাসগুলো সব শ্রেণির পাঠকদের আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু তারপরও বাজারে তা প্রচুর বিক্রি হয়। এক শ্রেণির পাঠকদের মনোরঞ্জন করে অর্থ উপার্জন করাই তাঁর সাহিত্য রচনার মূল উদ্দেশ্য। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি তার সাহিত্যের শিল্পমান নিয়ে কখনো চিন্তা করেন না।

ক. সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য কী?

খ. মন উঁচুতেও উঠতে চায়, নীচুতেও নামতে চায়– কেন?

গ. জাহিদ হাসান এর সাহিত্য রচনার বিষয়টি 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'তিনি তার সাহিত্যের শিল্পমান নিয়ে কখনো চিন্তা করেন না'- উক্তিটি 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে আনন্দ দেয়া।

খ) 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে মানুষের মন সম্পর্কে লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত মানুষের মন বড় বিচিত্র। অনেক চিন্তাবিদ মানুষের মনকে একটা অন্ধকার ঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অন্ধকার ঘর যেমন রহস্যজনক, তার কোথায় কী আছে তা বলা মুশকিল, তেমনি মানুষের মনও বড় রহস্যময়। এ মন কখন কী চায়, কী বলে তা বোঝা খুব কঠিন। তবে সাধারণ মানুষের মন বাস্তবে এমন নয়; অনেকটা গতিহীন। তারা যেখানে আছে সেখানেই থাকতে চায়। তারা সামনেও এগুতে চায় না, আবার পেছনেও যেতে চায় না। তবে মাঝে-মধ্যে কল্পনার পাখায় ভর করে তারা সব জায়গায় ঘুরে আসে। এজন্যই লেখক বলেছেন, মানুষের মন উঁচুতেও উঠতে চায় আবার নীচুতেও নামতে চায়।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

গ) প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে সাহিত্য চর্চার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, সে অনুযায়ী উদ্দীপকের জাহিদ হাসানের সাহিত্য চর্চার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

প্রমথ চৌধুরী এর মতে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে সবাইকে আনন্দ দান করা, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। একমাত্র আনন্দের জন্যই সাহিত্য রচনা করা উচিত। যারা জাগৈতিক কোনো উদ্দেশ্য সাধনের আশায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন তারা প্রকৃত সাহিত্যিক নন। তাদের হাতে সৃষ্ট সাহিত্য স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে। সেসব সাহিত্য সাহিত্যের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে পথভ্রষ্ট হয়। ফলে তাদের তৈরি সাহিত্য হয়ে যায় ছেলের হাতের খেলনা। যে খেলনা তৈরি কখনো সাহিত্যের উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ খেলনার আবেদন ক্ষণকালীন। পক্ষান্তরে সাহিত্যের আবেদন চিরস্থায়ী। এ কালের পাঠক সাধারণ জনগণ। তাই সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করতে হলে সাহিত্যের নামে সস্তা খেলনা তৈরি করতে হয়। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কোনো লেখক যদি সে খেলনা তৈরি করেন, তবে তিনি বিশুদ্ধ সাহিত্যের উদ্দেশ্য হতে বিচ্যুত হবেন। উদ্দীপকের জাহিদ হাসান সাহিত্যের নামে এসব খেলনাই তৈরি করছেন। প্রমথ চৌধুরী তার 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে অত্যন্ত চমৎকারভাবে এ বিষয়টিই ফুটিয়ে তুলেছেন।

জাহিদ হাসান একজন ঔপন্যাসিক। অর্থ প্রাপ্তির আশায় প্রতিবছর বই মেলার জন্য তিনি উপন্যাস লেখেন। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এক শ্রেণির পাঠকের মনোরঞ্জন করা। ফলে সাহিত্যের নামে সস্তা খেলনা তৈরি করে তিনি একটি বিশেষ শ্রেণির পাঠকের মন আকর্ষণ করেন, যা কখনোই সাহিত্যের উদ্দেশ্য হতে পারে না। যার ফলে উদ্দীপকের জাহিদ হাসানের সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যের সাথে প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে আদর্শ সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তার সাথে কেবল বৈসাদৃশ্য নয়, এক ধরনের বৈপরীত্যও লক্ষ করা যায়। তাই এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, যে লেখক সাহিত্য ক্ষেত্রে ফলের চাষ করতে ব্রতী হন, তিনি যেমন গীতের মর্ম বোঝেন না, তেমনি গীতার ধর্মও বোঝেন না।

ঘ) উদ্দীপকের জাহিদ হাসান একজন ঔপন্যাসিক। অর্থ প্রাপ্তির আশায় এক শ্রেণির পাঠকের মনোরঞ্জন এর জন্য তিনি সাহিত্য রচনা করেন। যার কারণে তাঁর উপন্যাস সব শ্রেণির পাঠকদের আকর্ষণ করতে না পারলেও এক শ্রেণির পাঠকের কাছে প্রচুর বিক্রি হয় এবং তিনি তার প্রত্যাশা অনুযায়ী অর্থ লাভ করেন। এসব উদ্দেশ্যমূলক লেখায় শিল্পমানের ঘাটতি থাকলেও এ নিয়ে জাহিদ হাসানের কোনো মাথাব্যাথা নেই। এক শ্রেণির পাঠকদের মনতুষ্টির জন্যই তিনি লেখেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে এ ধরনের সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন।

প্রমথ চৌধুরী মনে করেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দান করা, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। কোনো রকম ফললাভের প্রত্যাশা ছাড়া নিছক আনন্দের জন্যই সাহিত্য চর্চা করা উচিত। প্রাপ্তির প্রত্যাশা সাহিত্য চর্চার আদর্শকে সঙ্কুচিত ও কলঙ্কিত করে। তিনি মনে করেন, কবির কাব্য সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার বিশ্ব সৃষ্টির একটি সাদৃশ্য রয়েছে। সৃষ্টিকর্তার কোনো অভাব না থাকলেও তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন কেবল খেলার জন্য। অর্থাৎ সৃষ্টি তার লীলামাত্র। কবির সৃষ্টিও অনুরূপ। তাঁর কাব্য সৃষ্টির মূলেও কোনো অভাব দূর করা কিংবা জাগৈতিক প্রাপ্তির প্রত্যাশা থাকে না। অন্তরাত্মার স্ফূর্তি থেকেই সাহিত্য কিংবা কাব্যের সৃষ্টি এবং তার ফলস্বরূপই লাভ হয় আনন্দ।

কারও মনোরঞ্জন করা কিংবা শিক্ষাদান সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। কারণ ব্যক্তি বা সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য হয়ে পড়ে স্বধর্মচ্যুত। হাততালি বা বাহবা পাওয়া সাহিত্যের উদ্দেশ্য হতে পারে না। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না। কারণ পাঠক সমাজ যে খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে ভেঙে ফেলে। একারণেই যেসব সস্তা সাহিত্য আজ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে কাল তা আবার হারিয়ে যাচ্ছে। এসব সাহিত্যের মধ্যে সাহিত্যের মৌলিক উপাদান না থাকাতেই এমনটি হয়।

প্রবন্ধকার তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে এ ধরনের সাহিত্যিক সম্পর্কে বলেছেন, সাহিত্যে আর যা-ই করো মনোরঞ্জনের চেষ্টা করো না। উদ্দীপকের জাহিদ হাসান মনোরঞ্জনের সামগ্রী তৈরি করে এক শ্রেণির পাঠকের মনস্তুষ্টি করেছেন, সাহিত্যের শিল্পমান সম্পর্কে চিন্তা করেন নি। ফলে তার সাহিত্যে চিরস্থায়ী আবেদন সৃষ্টি হয়নি। তাই কালের গর্ভে এক সময় তা হারিয়ে যাবে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৭. নিচের সারণিটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

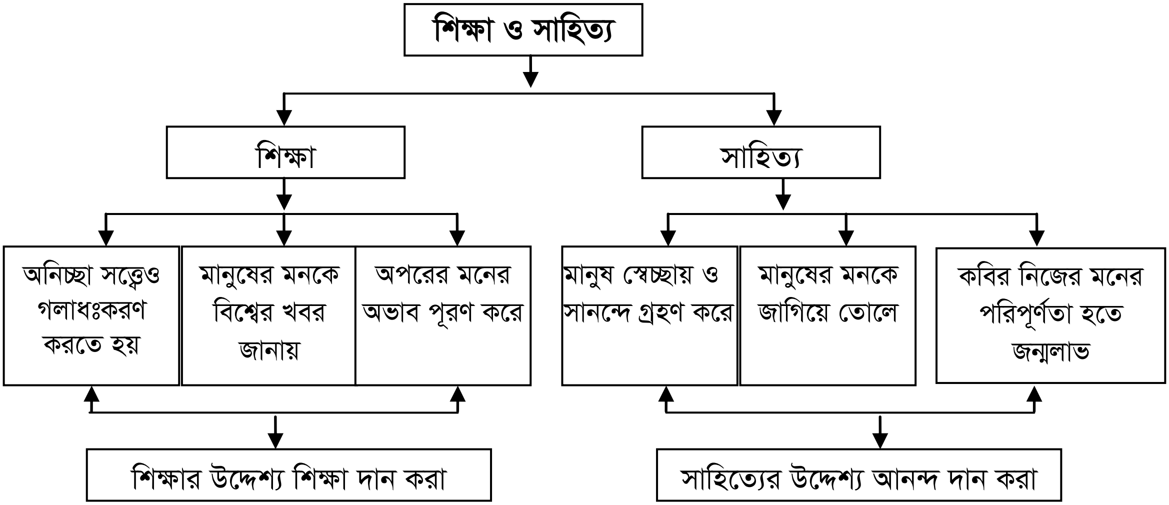

ক. কবির কাজ কী?

খ. শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্ম-কর্ম এক নয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।

গ. সারণিটি 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ বলে তুমি মনে কর?– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা, শিক্ষা দান করা নয়।'– উদ্দীপক ও 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কবির কাজ কাব্য সৃষ্টি করা।

খ) 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী শিক্ষা ও সাহিত্যকে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন। শিক্ষাকে মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে, অমৃতের মতো সাহিত্য বা কাব্যরস সকলে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পান করে। এছাড়া শিক্ষা মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানালেও সাহিত্য মানুষের মনকে জাগায়। অপরের মনের অভাব পূরণ করার জন্যে শিক্ষকের হাতে শিক্ষা জন্মলাভ করলেও কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের জন্ম। তাই ধর্ম-কর্মের দিক থেকে শিক্ষা ও সাহিত্য কখনোই এক নয়।

গ) প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের চলিত গদ্য রীতির অগ্রপথিক। 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে তিনি বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে মন্তব্য করেছেন।

সারণিটি 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর আলোকে তৈরি করা হয়েছে। সারণিটিতে শিক্ষা ও সাহিত্যকে পাশাপাশি প্রতিস্থাপন করে তার একটি তুলনামূলক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এখানে শিক্ষা ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য বর্ণনার পাশাপাশি এদের পার্থক্যও নির্দেশ করা হয়েছে। লোকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিক্ষা গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হলেও কাব্যরস সানন্দে পান করে। শিক্ষা মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানালেও সাহিত্য মানুষের মনকে জাগিয়ে তোলে। অপরের মনের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে শিক্ষার জন্ম হলেও কবির মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। এর একটি অর্থাৎ শিক্ষা জ্ঞানদান করলেও অপরটি অর্থাৎ সাহিত্য আনন্দ দান করে।

শিক্ষা ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং এদের প্রকৃতি বর্ণনার দিক দিয়ে সারণিটি 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ঘ) 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামত প্রদান করেছেন। যে কোনো তত্ত্ব ও নির্দেশনাকে গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি আনন্দ দান করাই যে সাহিত্যের প্রধান কাজ এ সম্পর্কেও তিনি সুস্পষ্ট মন্তব্য প্রদান করেছেন।
প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে দিক-নির্দেশমূলক মতামত প্রকাশ করছেন। কোনো রূপ উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করা উচিত নয় বলেও তিনি মত প্রকাশ করেছেন। তিনি এমনও মন্তব্য করেছেন যে, সাহিত্যে যিনি ফল লাভের আশায় অংশগ্রহণ করেন, তিনি যেমন গীতার ধর্ম বোঝেন না তেমনি গীতের মর্মও বোঝেন না। কেননা, সাহিত্য হচ্ছে এমনই নিষ্কাম কর্ম যার মধ্য দিয়ে জাগৈতিক সব ধরনের মোহ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। সঙ্গতকারণেই সাহিত্যের উদ্দেশ্যও হবে সকলকে আনন্দ দান করা; শিক্ষা দান করা নয়। যদিও আলোচনা, সমালোচনা, সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য উপলব্ধির মধ্য দিয়ে জ্ঞান লাভ সম্ভব। তথাপিও সরাসরি শিক্ষাদান করা সাহিত্যের রীতি বিরুদ্ধ কাজ। সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দ দান করা; শিক্ষাদান করা নয়। সারণির এ বিষয়টি সম্পর্কে 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীর সুস্পষ্ট মন্তব্য– 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়।' সঙ্গত কারণেই মন্তব্যটি সাহিত্যে খেলা প্রবন্ধের আলোকে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে।

● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. প্রমথ চৌধুরী কত সালে জন্মগ্রহণ করেন ?
ক ১৮৬৭ সালে　**খ ১৮৬৮ সালে**
গ ১৮৬৯ সালে　ঘ ১৮৭০ সালে

২. প্রমথ চৌধুরী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?
ক কলকাতায়　খ ঢাকায়
গ যশোরে　ঘ পাবনায়

৩. প্রমথ চৌধুরীর পৈতৃক নিবাস–
ক ঢাকায়　**খ পাবনায়**
গ বরিশালে　ঘ রংপুরে

৪. প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম –
ক কালকুট　**খ বীরবল**
গ বনফুল　ঘ নীললোহিত

৫. প্রমথ চৌধুরীকে বলা হয় -
ক সাহিত্য সম্রাট　খ উপন্যাসের জনক
গ চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক　ঘ সাধুরীতির প্রবর্তক

৬. 'সবুজপত্র' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় -
ক ১৯১০ সালে　খ ১২১২ সালে
গ ১৯১৪ সালে　ঘ ১৯১৬ সালে

৭. প্রমথ চৌধুরী কোন মাসিক পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন ?
ক ভারতী　**খ সবুজপত্র**
গ দিকদর্শন　ঘ বঙ্গদর্শন

৮. 'সাহিত্যে খেলা' কোন ধরনের রচনা ?
ক ছোটগল্প　**খ প্রবন্ধ**
গ উপন্যাস　ঘ রম্যরচনা

৯. 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধটি সবুজপত্র পত্রিকার কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ?
ক শ্রাবণ সংখ্যায়　খ ভাদ্র সংখ্যায়
গ আশ্বিন সংখ্যায়　ঘ বৈশাখ সংখ্যায়

১০. প্রমথ চৌধুরীকে সনেটকার হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে-
ক সবুজপত্র　খ রায়তের কথা
গ সনেট পঞ্চাশৎ　ঘ চার ইয়ারি কথা

১১. আমরা সাহিত্যে কাচকে হীরা এবং হীরাকে কাচ বলে-
ক নিত্য ভুল করি　খ সঠিক কাজ করি
গ সংশয় প্রকাশ করি　ঘ দ্বিধা প্রকাশ করি

১২. মনোজগতে কবির কাজের ঠিক উল্টো কাজ করে কে ?
ক ছাত্ররা　**খ স্কুল মাস্টার**
গ রাজনীতিবিদ　ঘ মুনি-ঋষি

১৩. প্রমথ চৌধুরী কত সালে মৃত্যুবরণ করেন ?
ক ১৯৪২ সালে　খ ১৯৪৪ সালে
গ ১৯৪৬ সালে　ঘ ১৯৪৮ সালে

১৪. 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে উল্লিখিত 'রোদ্যাঁ' একজন -
ক কবি　**খ ভাস্কর**
গ সাহিত্যিক　ঘ সাংবাদিক

১৫. 'বাল্মীকি আদিতে রামায়ণ' রচনা করেছিলেন কাদের জন্য ?
ক মুনি-ঋষিদের জন্য　খ সাধারণ মানুষের জন্য
গ শিক্ষকদের জন্য　ঘ ছাত্রদের জন্য

১৬. 'পরার্থ' শব্দের অর্থ কী ?
ক পরের অর্থ　খ স্বার্থপরতা
গ নীচতা　**ঘ পরোপকার**

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

সাহিত্যে খেলা

১৭. 'কুশীলব ' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) নাম (খ) চরিত্র **(গ) অভিনেতা** (ঘ) দর্শক

১৮. শাস্ত্রমতে 'কাব্যরস' কী?
(ক) ফলের রস **(খ) অমৃত** (গ) গরল (ঘ) নেশা

১৯. প্রমথ চৌধুরীর মতে কারা সামাজিক জীব ?
(ক) লেখকেরা (খ) পাঠকেরা (গ) শিক্ষকেরা (ঘ) সাংবাদিকেরা

২০. লেখকেরা দশের কাছে কী আশা করেন ?
(ক) টাকা **(খ) হাততালি** (গ) চিঠি (ঘ) সম্মান

২১. পৃথিবীতে একমাত্র কোথায় ব্রাহ্মণ-শূদ্রের প্রভেদ নেই ?
(ক) সভায় (খ) নিমন্ত্রণে (গ) স্কুলে **(ঘ) খেলার মাঠে**

২২. ভাস্কর রোদ্যা কোন দেশের নাগরিক ?
(ক) ভারতের **(খ) ফ্রান্সের** (গ) আমেরিকার (ঘ) ইতালির

২৩. যৌবনে বাল্মীকি কী করতেন ?
(ক) লেখালেখি (খ) চাকরি (গ) কৃষিকাজ **(ঘ) দস্যুবৃত্তি**

২৪. শিক্ষার উদ্দেশ্য কী ?
(ক) চাকরি লাভ (খ) সার্টিফিকেট অর্জন (গ) আনন্দ লাভ **(ঘ) বিশ্বের খবর জানানো**

২৫. 'মন উঁচুতেও উঠতে চায়, নিচুতেও নামতে চায়'– এই সুভাষিত উক্তিটি কোন প্রবন্ধের?
(ক) বই পড়া **(খ) সাহিত্যে খেলা** (গ) বীরবলের হাল খাতা (ঘ) রায়তের কথা

২৬. 'সাহিত্য হচ্ছে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন' - কথাটি বলেছেন -
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **(গ) প্রমথ চৌধুরী** (ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৭. মানুষের দেহ-মনের সকল ক্রিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ -
(ক) ক্রীড়া (খ) ঘুমানো (গ) খাওয়া (ঘ) দর্শন শাস্ত্র পাঠ

২৮. কোথায় বসলে দর্শকমণ্ডলির নয়ন-মন আকর্ষণ করা যায়?
(ক) চেয়ার (খ) বেদীতে **(গ) একটু উঁচুতে** (ঘ) রঙ্গমঞ্চে

২৯. আর্য সমাজের চারটি বর্ণের মধ্যে নিম্নতম স্তর -
(ক) ব্রাহ্মণ **(খ) শূদ্র** (গ) ক্ষত্রিয় (ঘ) বৈশ্য

৩০. সব শুনে লেখকের বন্ধু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন ?
(ক) সাহিত্য চাকরি দেয়
(খ) সাহিত্য আনন্দ দেয়
(গ) সাহিত্য অর্থ জোগায়
(ঘ) সাহিত্য খেলাচ্ছলে শিক্ষা দেয়

৩১. রামচন্দ্রের প্রতি বশিষ্ঠ মুনির উপদেশ সংবলিত সংস্কৃত রামায়ণ হলো-
(ক) বাল্মীকি রামায়ণ (খ) কৃত্তিবাস রামায়ণ **(গ) যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ** (ঘ) চন্দ্রবতী রামায়ণ

৩২. 'এই পুতুল গড়া হচ্ছে তাঁর খেলা' – এই উক্তিতে কার কথা বলা হয়েছে?
(ক) প্রমথ চৌধুরীর **(খ) রোদ্যাঁর** (গ) বাল্মীকির (ঘ) শিবের

৩৩. 'কৌপীন' অর্থ কী ?
(ক) কার্পণ্য (খ) দারিদ্র্য **(গ) ল্যাঙট** (ঘ) কৌমার্য

৩৪. প্রাচীন আর্য সমাজে কৃষিকাজ করত -
(ক) ব্রাহ্মণরা **(খ) শূদ্ররা** (গ) বৈশ্যরা (ঘ) ক্ষত্রিয়

৩৫. জীবজগতে একমাত্র নিষ্কাম কর্ম -
(ক) শিক্ষা (খ) চাকরি করা **(গ) খেলা** (ঘ) অর্থ উপার্জন

৩৬. পৃথিবীর শিল্পী মাত্রেই শিল্পের খেলা খেলেন কেন ?
(ক) দুঃখ ভুলে থাকার জন্য
(খ) আনন্দ লাভের জন্য
(গ) সুনাম অর্জনের জন্য
(ঘ) বড় হওয়ার জন্য

৩৭. লেখকেরা অবশ্য দশের কাছে হাততালির প্রত্যাশা রাখেন- এখানে 'হাততালি'র অর্থ কী ?
(ক) নিজেকে প্রকাশ করা (খ) প্রেরণা দেয়া **(গ) স্বীকৃতি লাভ করা** (ঘ) নিজেকে বড় করা

৩৮. অর্থশূন্য ও উদ্দেশ্যহীন হলো–
(ক) খেলা (খ) জুয়াখেলা (গ) বক্তৃতা (ঘ) ধর্মচর্চা

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৩৯. ভগবানের বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো -
ক নিজের প্রভাব জারি করা
খ নিজেকে বড় করে তোলা
● গ আনন্দ উপভোগ করা
ঘ নিজের অভাব পূরণ করা

৪০. আনন্দ ও মনোরঞ্জন শব্দ দুটি -
ক একই জিনিস
● খ এক কথা নয়
গ একে অন্যের পরিপূরক
ঘ উদ্দেশ্য এক

৪১. শিক্ষা ও সাহিত্য পরস্পর -
ক সমান
● খ বিপরীত
গ বন্ধু
ঘ সমান্তরাল

৪২. যে সাহিত্য শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশে রচিত হয়েছে তা-
ক সার্থক
খ অসুন্দর
● গ ব্যর্থ
ঘ অব্যর্থ

৪৩. স্কুল মাস্টারেরা সাহিত্যের ভার নেয়ায় সাহিত্য হয়ে উঠেছে -
ক সফল
খ অসুন্দর
গ সুন্দর
● ঘ নিরর্থক

৪৪. প্রমথ চৌধুরীর মতে সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো-
ক আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা
খ বই পড়ার মাধ্যমে শিক্ষা
● গ সকলকে আনন্দ দান করা
ঘ মানুষকে জ্ঞান দেয়া

৪৫. কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির বিপরীত বলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপরীত হবে -
ক হাসপাতাল
● খ লাইব্রেরি
গ শিক্ষা পদ্ধতি
ঘ নাট্যকার

৪৬. আমাদের শিশুরা খেলতে চায় কিন্তু -
● ক পড়তে চায় না
খ হাঁটতে চায় না
গ খেতে চায় না
ঘ শিখতে চায় না

৪৭. কবির সঙ্গে শিক্ষকের যে সম্পর্ক তেমনি কবিতার সঙ্গে -
ক পাঠ্যসূচির
খ উপকরণের
গ ছন্দের
● ঘ শিক্ষার

৪৮. 'সাহিত্য খেলাচ্ছলে শিক্ষা দেয়' উক্তিটির তাৎপর্য হলো –
● ক খেলতে খেলতে শিক্ষা গ্রহণ
খ আনন্দের সাথে শিক্ষা গ্রহণ
গ শিক্ষার সঙ্গে খেলা করা
ঘ খেলার ছলনায় শিক্ষাগ্রহণ

৪৯. 'সাহিত্যে খেলা' নামকরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে -
ক সাহিত্যের প্রকৃত রূপ
● খ সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য
গ সাহিত্য ও খেলাধুলার গুরুত্ব
ঘ সাহিত্যে খেলার প্রাধান্য

৫০. 'পৃথিবীর শিল্পী মাত্রই এই শিল্পের খেলা খেলে থাকেন' কারণ -
i. আনন্দ উপভোগের জন্যে
ii. সুনাম অর্জনের জন্যে
iii. অমর হয়ে থাকার জন্যে
নিচের কোনটি সঠিক ?
● ক i
খ ii
গ iii
ঘ i ও ii

৫১. 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে-
i . সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য
ii. সাহিত্যের প্রকৃত গুরুত্ব
iii. সাহিত্যের প্রকৃত রূপ
নিচের কোনটি সঠিক ?
● ক i
খ ii
গ iii
ঘ i ও ii

৫২. পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্যে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তা হয়ে থাকে -
i. ক্ষণকালের চাহিদাসম্পন্ন
ii. সস্তাদরের সাহিত্য কর্ম
iii. অতি সমৃদ্ধ সাহিত্য কর্ম
নিচের কোনটি সঠিক ?
● ক i ও ii
খ ii ও iii
গ i ওiii
ঘ i, ii ও iii

৫৩. নিচের কোন বিষয়ে আনন্দ নেই ?
i. যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ পাঠে
ii. সাহিত্য পাঠে
iii. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i
খ ii ও iii
গ ii
● ঘ i ও iii

৫৪. শিক্ষার্থীদের কাব্যে অরুচি সৃষ্টির দায় থেকে স্কুল মাস্টারদের মুক্তি দেয়ার জন্য প্রয়োজন -
i. শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছায় বই পড়ায় আগ্রহী করে তোলা
ii. পাঠ্যবহির্ভূত বই পাঠের জন্য লাইব্রেরি স্থাপন করা
iii. পাঠ্যসূচিতে কবিতার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i
খ ii ও iii
গ i ও iii
● ঘ i ও ii

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৫৫. 'কাব্য জগতে যার নাম আনন্দ তারই নাম বেদনা' বাক্যটি নিচের যে কাব্যরস সমর্থন করে তা হলো -

i. হাস্যরস
ii. শান্তরস
iii. করুণরস

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i ও ii

৫৬. 'সাহিত্যে খেলা' নামকরণে নিহিত রয়েছে -

i. সাহিত্যের উদ্দেশ্য
ii. সাহিত্যের বিষয়বস্তু
iii.সাহিত্যের উপাদান

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i খ ii গ iii ঘ iii ও i

৫৭. 'পাঠক সমাজ যে খেলনা আজ আদর করে , কাল সেটিকে ভেঙে ফেলে' উক্তিটির তাৎপর্য হলো -

i. পাঠকের রুচির ওপর সাহিত্যকর্ম গড়ে উঠেছে
ii. লেখকের রুচির ওপর সাহিত্যকর্ম গড়ে উঠেছে
iii. সাহিত্য পাঠক সমাজের হাতের খেলনা নয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫৮, ৫৯ ও ৬০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে সে অবশ্য আমাদের দোষ নয়, আমাদের শিক্ষার দোষ। যার আনন্দ নেই সেই নির্জীব এ কথা যেমন সত্য, যে নির্জীব তারও যে আনন্দ নেই, এ কথাও তেমন সত্য ।

৫৮. উদ্দীপকটিতে বর্ণিত 'কাব্যামৃতে অরুচি' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক সাহিত্যে অনীহা খ বিদ্যালয়ে অনীহা
গ বিজ্ঞানে অনীহা ঘ দর্শনে অনীহা

৫৯. উদ্দীপকে যাকে নির্জীব বলা হয়েছে 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে তাহলো-

ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খ শিক্ষা
গ শিক্ষক ঘ কবিতা

৬০. প্রাবন্ধিকের মতে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণ কী?

i. বিদ্যালয়গুলোতে প্রকৃত সাহিত্য পাঠ না দেয়া
ii. বিদ্যালয়গুলোতে সাহিত্যের আদর্শ না জানানো
iii. সাহিত্যের তাৎপর্য সম্পর্কে শিক্ষকগণের উদাসীনতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i ও ii খ ii গ ii ও iii ঘ iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬১, ৬২ ও ৬৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

স্কুল-কলেজের শিক্ষা অনেকাংশে ব্যর্থ নয়, অনেক স্থলে মারাত্মক। কেননা আমাদের স্কুল কলেজ যে ছেলে-মেয়েদের স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ দেয় না শুধু তাই নয়, স্বশিক্ষিত হবার শক্তি পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়।

৬১. 'সাহিত্যে খেলা ' প্রবন্ধের আলোকে স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ না দেয়ার জন্যে দায়ী–

ক শিক্ষা ব্যবস্থা খ স্কুল মাস্টাররা
গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘ ছাত্রছাত্রীরা

৬২. 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের কোন উদ্ধৃতির সঙ্গে উদ্দীপকটির ভাবগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে ?

i. সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয় , গুরুর হাতের বেতও নয়
ii. শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো
iii. মন উঁচুতেও উঠতে চায় , নিচুতেও নামতে চায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i খ ii গ i ও iii ঘ iii

৬৩. উদ্দীপকে 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের কোন বিষয় প্রকাশ পেয়েছে ?

i. সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে সাধন করা
ii. সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করা
iii. সাহিত্যের সুফল ভোগ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

বিলাসী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

▣ লেখক পরিচিতি

রবীন্দ্রযুগের অত্যন্ত জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি চব্বিশ বছর বয়সে মনের ঝোঁকে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে জীবিকার তাগিদে অনেকটা সময় বার্মা বা মিয়ানমারে অবস্থান করেন। শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র সব মানুষের চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সৃষ্টিতে। এই দক্ষ ঔপন্যাসিক মূলত সমাজের নীচু তলার মানুষকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট চরিত্রে অপূর্ব মহিমা দান করেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা 'মন্দির' নামক একটি গল্প– যা কুন্তলীন পুরস্কারে ভূষিত হয়। চিরন্তন নারী প্রতিকৃতির সার্থক রূপকার শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাস ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস বিদেশি ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রি প্রদান করে।

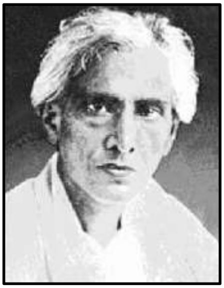

জন্ম : ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে।
মৃত্যু: ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায়।

▣ রচনাবলি

দেবদাস, পল্লীসমাজ, গৃহদাহ, শ্রীকান্ত, দেনা-পাওনা, চরিত্রহীন প্রভৃতি।

▣ উৎস ও পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিলাসী' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ভারতী পত্রিকায় ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে। ন্যাড়া নামের এক যুবকের জবানিতে বিবৃত 'বিলাসী' গল্পে লেখকের ছেলেবেলার ছায়াপাত ঘটেছে। এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলাসীর জীবন প্রবাহের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে আমাদের গ্রাম-বাংলার অযৌক্তিক ধর্মান্ধ সমাজ ব্যবস্থার নিয়ম-নীতির যাঁতাকলে পিষ্ট অজস্র নিরুপায় নারীর ভাঙা বুকের আর্তনাদ। পল্লীর মৃত্তিকা সংলগ্ন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর 'কাশীনাথ' গ্রন্থের অন্তর্গত এই গল্পে দেখিয়েছেন, দুই ব্যতিক্রমধর্মী মানব-মানবীর অসাধারণ প্রেমের মহিমা; যা ছাপিয়ে উঠেছে জাতিগত বিভেদের সংকীর্ণ সীমাকে।
অনন্যসাধারণ মনোবলের অধিকারী, কর্মনিপুণ, গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলাসীর আত্মিক শক্তি ও ধৈর্য অপরিমেয়। প্রেমের কারণে স্বেচ্ছা– মৃত্যু বরণকারী এ নারী তাঁর চারিত্রিক মহিমার আলোয় প্রতিবাদ করেছে সমাজের অনুদারতা ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে। অতঃপর নিক্ষিপ্ত হয়েছে বিষাদ ও নিঃসঙ্গতার গভীরে।

▣ শব্দার্থ ও টীকা

কৃতবিদ্য	: বিদ্যা অর্জন করেছে এমন পণ্ডিত অথবা বিদ্বান।
প্রত্নতাত্ত্বিক	: পুরাতত্ত্ববিদ, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ।
মালো	: সাপের ওঝা।
সত্যযুগ	: হিন্দু পুরাণে বর্ণিত চার যুগের প্রথম যুগ; যখন সমাজে অসত্য-অন্যায় বলে কিছু ছিল না।
কলি	: হিন্দু পুরাণে বর্ণিত চার যুগের শেষ যুগ। পুরাণ মতে, এ যুগে অন্যায়, অসত্য ও অধর্মের বাড়াবাড়ি ঘটবে।
ম্লেচ্ছদেশ	: যেসব ইউরোপীয় দেশসমূহে আচার ধর্মের কোনো বালাই নেই।
বারওয়ারী	: অনেকের সমবেত চেষ্টায় যা করা হয়, সর্বজনীন।
মন্ত্রের দ্রষ্টা	: যিনি প্রথম মন্ত্র লাভ করেন।
ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু	: মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করে ব্রাহ্মণকে ভোজ্য উৎসর্গ করা ।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

বানান সতর্কতা

সরস্বতী, কামস্কাট্‌কা, প্রত্নতাত্ত্বিক, যমরাজ, উৎকণ্ঠিত, তিলার্ধ, অকালকুষ্মাণ্ড, নিকা, দগ্ধ, শ্রাব্য-অশ্রাব্য, প্রাতঃস্মরণীয়, বারওয়ারি, এন্ট্রান্স, পঞ্চমুখ, মানস, কামাখ্যা, পিণ্ডি, ভুজ্যি, উচ্ছুগ্যু, বহুদর্শী।

নমুনা প্রশ্নাবলি

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘ঘন জঙ্গলের পথ, একটু দেখে পা ফেলে যেয়ো’- উক্তিটি কার?
ক. মৃত্যুঞ্জয়ের খ. বিলাসীর
গ. ন্যাড়ার ঘ. খুড়ার

২. ন্যাড়াকে সাপ ধরার বিদ্যা শেখাতে বিলাসীর আপত্তি ছিল, কারণ কাজটি-
i. বিলাসীর অপছন্দের
ii. শক্ত ও ভীতিকর
iii. প্রতারণামূলক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. খুড়া গ্রামবাসীকে নিয়ে বিলাসীর ওপর হামলা করেছিল কেন?
ক. জাত রক্ষা জরুরি হয়ে পড়েছিলো
খ. মিত্তির বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য
গ. মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানের প্রতি তার লোভ ছিলো
ঘ. সাপুড়ে বিলাসীকে ঘৃণা করতো

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
কল্পদ্রং জরুরি কাজে শহরে এসেছে। সকাল থেকে ঘোরাঘুরি করে ক্ষুধার্ত হয়ে খাবার চাইলে হোটেল মালিক বলল, ‘আদিবাসীদের জন্য দুনম্বর বাসন আমার হোটেলে রাখি না’।

৪. কল্পদ্রং এর সঙ্গে ‘বিলাসী’ গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?
ক. খুড়া খ. ন্যাড়া
গ. বিলাসী ঘ. মৃত্যুঞ্জয়

৫. কল্পদ্রং এর প্রতি হোটেল মালিকের মনোভাব ‘বিলাসী’ গল্পের যে প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তা হল-
i. অস্পৃশ্যতা
ii. অজ্ঞতা
iii. ব্রাহ্মণ্যবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii

৬. বিলাসী লোক ঠকানো অপছন্দ করত, কেননা-
i. তাদের ঘরে পর্যাপ্ত খাবার ছিল
ii. এ পেশাটি ছিল ভয়ংকর ও ঝুঁকিপূর্ণ
iii. তার ছিল সৎভাবে বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সৌদামিনী মালো স্বামীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে ধানী জমি, বসতবাড়ি, পুকুরসহ কয়েক একর সম্পত্তির মালিক হয়। এই সম্পত্তির ওপর নজর পড়ে সৌদামিনীর জ্ঞাতি দেওর মনোরঞ্জনের। সৌদামিনীর সম্পত্তি দখলের জন্য সে নানা কৌশল অবলম্বন করে। একবার সৌদামিনী দুর্ভিক্ষের সময় ধান ক্ষেতের পাশে একটি মানব শিশু খুঁজে পায়। অসহায়, অসুস্থ শিশুটিকে সে তুলে এনে পরম যত্নে আপন সন্তানের মতো লালন পালন করে। মনোরঞ্জন সৌদামিনীকে সমাজচ্যুত করতে প্রচার করে যে, নমশূদ্রের ঘরে ব্রাহ্মণ সন্তান পালিত হচ্ছে। এ যে মহাপাপ, হিন্দু সমাজের জাত ধর্ম শেষ হয়ে গেল।

ক. ‘বিলাসী’ গল্পের বর্ণনাকারী কে?
খ. মৃত্যুঞ্জয়ের ‘জাত বিসর্জনের’ কারণ বর্ণনা কর।
গ. সৌদামিনী চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যটি বিলাসীর চরিত্রের সঙ্গে মিলে যায়?– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ‘মনোরঞ্জন যেন বিলাসী গল্পের খুড়ারই প্রতিচ্ছবি’- বিষয়টি মূল্যায়ন কর।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

২. সুধীর রায় কুলীন বংশের লোক। তার বাগান বাড়িতে কেশব নামের এক মালি কাজ করে। নীচু বংশের বলে তিনি মালিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের চোখে দেখেন। একদিন তিনি বাগান বাড়িতে তার বসার চেয়ারে মালিকে বসতে দেখে রাগান্বিত হন। তিনি তাৎক্ষণাত চেয়ারটি ভেঙে ফেলেন এবং তার রক্ষিকে দিয়ে মালিকে বেদম প্রহার করান। এর কিছুদিন পর এ বাগান বাড়িতে তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁকে দ্রুত চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার কোনো যানবাহন পাওয়া গেল না। এ অবস্থায় কেশব অস্থির হয়ে পড়ে। সে সময়ক্ষেপণ না করে সুধীর রায়ের অজ্ঞান দেহটাকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে প্রাণপণে ছুটতে থাকে। দীর্ঘপথ পার হয়ে অবশেষে চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছায়। চিকিৎসা-সেবা পেয়ে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

ক. বিলাসীর পারিবারিক পদবি কী?

খ. কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে খুড়া মৃত্যুঞ্জয়ের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে?— ব্যাখ্যা কর।

গ. সুধীর রায়ের আচরণে সমাজের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? 'বিলাসী' গল্প অবলম্বনে উত্তর দাও।

ঘ. কেশবের চারিত্রিক গুণাবলির আলোকে 'বিলাসী' গল্পে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নীচুতলার মানুষগুলোকে যে মানব-মহিমা দিয়ে চিত্রিত করেছেন তা প্রমাণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বশির আহমেদ ঢাকা শহরের উপকণ্ঠের একটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ ডিগ্রি গ্রহণ করে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগ দিয়েছেন। তার গ্রাম অনুন্নত, অর্থাৎ রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ নেই বললেই চলে। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ঢাকা শহরে আয়েশী জীবনের হাতছানি থাকলেও তিনি গ্রামেই বাস করেন। গ্রামের উন্নয়নে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাই গ্রামের মানুষ তাকে 'গ্রামের মিতা' বলে ডাকে।

ক. মৃত্যুঞ্জয় পাকা কয় ক্রোশ পথ হেঁটে স্কুলে বিদ্যা অর্জন করতে যেতো?

খ. সরস্বতী বর না দিয়ে লুকাতে চাইবেন কেন?

গ. উদ্দীপকের বশির আহমেদ সাহেবের গ্রামের প্রতি ভালোবাসার সাথে বিলাসী গল্পের তথাকথিত শিক্ষিতদের বৈসাদৃশ্য দেখাও।

ঘ. 'শিক্ষিত সমাজ গ্রাম উন্নয়নে কতটা ভূমিকা পালন করে'- উদ্দীপক ও বিলাসী গল্প অনুসারে বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মৃত্যুঞ্জয় পাকা দুই ক্রোশ পথ হেঁটে স্কুলে বিদ্যা অর্জন করতে যেতো।

খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিলাসী' ছোটগল্পের শুরুতেই তৎকালীন পল্লীর একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তখন গ্রামে গ্রামে স্কুল ছিল না। তাই ন্যাড়ার মতো অনেককেই মাইলের পর মাইল পথ পাড়ি দিয়ে স্কুলে যেতে হতো। বর্ষার দিনে এক হাঁটু কাদা আর মাথার উপর বৃষ্টি এবং গ্রীষ্মের দিনে বৃষ্টির বদলে কড়া সূর্য ও ধুলার সাগর পাড়ি দিয়ে যে কষ্ট করে তারা স্কুলে যেতো— সে দুরবস্থাকে বুঝানোর জন্যই লেখক ব্যঙ্গ করে বলেছেন, এসব দুর্ভাগা বালকদের কষ্ট দেখে মা সরস্বতী খুশি হয়ে বর দেবেন কি, তিনি যে কোথায় লুকাবেন তাই তো ভেবে পাবেন না।

গ) কালজয়ী 'বিলাসী' গল্পে বিপরীত অবস্থানে থাকা দুজন সাধারণ মানব-মানবীর অসাধারণ ভালোবাসার সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে লেখক তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থানও বর্ণনা করেছেন। তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শিক্ষা লাভ করে শহরে চাকরি করেন। তারা শহরেই বসবাস করেন। গ্রামের সাথে তাদের আর কোনো সম্পর্ক থাকে না। ফলে গ্রামে ভালো রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ কিছুই গড়ে ওঠে না। তাই মৃত্যুঞ্জয়দের মতো গ্রামের ছেলেদের জলে-কাদায় ভিজে বহুদূর পথ পাড়ি দিয়ে স্কুল করতে হয়। উদ্দীপকে বশির আহমেদ গ্রামের ছেলে। অনেক কষ্টে লেখাপড়া শেষ করে তিনি চাকরি নিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকে। তিনি শহরে থাকার সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও গ্রামে থাকেন। কারণ তার গ্রামকে তিনি অনেক ভালোবাসেন। গ্রামের উন্নয়নে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

আত্মনিয়োগ করে তিনি তৃপ্ত হন। গ্রামের রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সবার আগে তিনিই এগিয়ে আসেন। এদিক থেকে 'বিলাসী' গল্পে বর্ণিত তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের সাথে উদ্দীপকের বশির আহমেদ সাহেবের যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

(ঘ) কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিলাসী' একটি অসাধারণ প্রেমের গল্প। উক্ত গল্প ও উদ্দীপকে সময়ের বিবর্তনে শিক্ষিত মানুষের গ্রামোন্নয়নে মানসিকতার বৈপরীত্য প্রকাশ পেয়েছে।

'বিলাসী' গল্পের সমাজে শিক্ষার্থীদের বিদ্যার্জন করার জন্য অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হতো। বিদ্যার্জনের জন্য তাদের অনেককেই তখন প্রতিদিন চারক্রোশ পথ পাড়ি দিতে হতো। অধিকন্তু বর্ষার দিনে মাথার ওপর মেঘের জল, পায়ের নিচে হাঁটু পরিমাণ কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য ও কাদার বদলে ধুলোর সাগর পাড়ি দিতে হতো। এভাবে কষ্ট করে বিদ্যা অর্জনের পর অনেকেই চাকরি নিয়ে শহরে পাড়ি জমাতো। আবার অনেকেই গ্রামের বিরূপ পরিবেশে অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও ছেলে-মেয়েদের দীর্ঘপথ হেঁটে বিদ্যার্জনের জ্বালায় গ্রাম ছেড়ে শহরে পলায়ন করতো। অথচ গ্রামোন্নয়নের জন্য তারা কেউই কিছু করতো না। যে গ্রামের দুর্যোগময় পরিবেশের সাথে তারা সংগ্রাম করে মানুষ হয়েছে সেই গ্রামের উন্নয়নের কোনো প্রয়াস তাদের কারোরই ছিল না।

উদ্দীপকের চিত্রটি বিলাসী গল্পের ঠিক উল্টোরূপ। এখানে গ্রামের ছেলে বশির আহমেদ লেখাপড়া করে বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরি পান। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে শহরে থাকার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি গ্রামে থাকেন। গ্রামের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। এজন্য তাকে গ্রামের মানুষ 'গ্রামের মিতা' বলে সম্বোধন করে।

সুতরাং তৎকালীন পশ্চাদপদ সমাজের শিক্ষিত লোকেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গেলেও এখনকার অনেক শিক্ষিত লোকই গ্রামে থেকে গ্রামের উন্নয়ন ঘটাতে সচেষ্ট হন। সময়ের বিবর্তনেই মানুষের মধ্যে এই মানসিক পরিবর্তন এসেছে।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ডাক্তারি পাশ করার পর বাবার আপত্তি অগ্রাহ্য করে লিটন তার গ্রামের বাড়ি রসুলপুর ফিরে যায়। সেখানে গিয়ে সে একটি ডিসপেনসারি খুলে বসে। গ্রামের সাধারণ রোগীরা এতে খুবই উপকৃত হয়। লিটনের এ উদ্যোগের ফলে এ গাঁয়ের কাউকে এখন আর চিকিৎসার অভাবে কষ্ট করতে হয় না।

ক. স্কুলে যেতে-আসতে ন্যাড়াকে প্রতিদিন কয় ক্রোশ পথ পাড়ি দিতে হতো?

খ. গ্রাম থেকে শহরে যাওয়া লোকগুলো আর গ্রামে ফিরে আসতে চাইতো না কেন?

গ. লিটনের গ্রামের সাথে 'বিলাসী' গল্পে বর্ণিত গ্রামের পার্থক্যগুলো তুলে ধরো।

ঘ. 'তারা বাস করিতে থাকিলে তো পল্লীর এত দুর্দশা হয় না'– উক্তিটির আলোকে লিটনের গ্রামে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি মূল্যায়ন কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) স্কুলে যেতে-আসতে ন্যাড়াকে প্রতিদিন প্রায় চার ক্রোশ পথ পাড়ি দিতে হতো।

খ) শহরে যেসব নাগরিক সুবিধা থাকে গ্রামে তা না থাকার কারণেই গ্রাম থেকে শহরে যাওয়া লোকগুলো আর গ্রামে ফিরে আসতে চাইতো না। তৎকালীন সময়ে যোগাযোগের জন্য ভালো রাস্তা-ঘাট, লেখাপড়ার জন্য ভালো স্কুল-কলেজ, চিকিৎসার জন্য ভালো হাসপাতাল, বাজারঘাট করার জন্য ভালো দোকানপাট ও বিদ্যুৎসহ যে সামাজিক সুবিধাগুলো শহরে ছিল গ্রামে তার কোনোকিছুই ছিলো না বলে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো।

গ) 'বিলাসী' গল্পে বর্ণিত সামাজিক ব্যবস্থায় মশার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে বা সন্তানদের লেখাপড়া করানোর জন্য গ্রাম থেকে যারা শহরে যেতেন তারা অনেকেই আর গ্রামে ফিরে আসতেন না। ফলে গ্রামে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এ কারণে সেখানে অশিক্ষা ও কুসংস্কার শক্তভাবে বাসা বেঁধেছিল। ধর্মের নামে সেখানে চলতো মানবতার

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

অপমান আর চিকিৎসার নামে চলতো অপচিকিৎসা। সামাজিক বিচারের নামে সেখানে বিরাজ করতো অন্যায়-অবিচার। কিন্তু লিটনের গ্রামে সে ধরনের কোনো সমস্যা ছিল না। আর তা ছিল না বলেই সে ডাক্তারি পাশ করে গ্রামে ফিরে আসার মতো পরিবেশ পেয়েছে। তার মতো অনেক শিক্ষিত মানুষই হয়তো সে গ্রামে বাস করে। গ্রামের সাধারণ মানুষরা লিটনের মতো তাদের কাছ থেকেও অনেক সুবিধা পায়। তাই লিটনের গ্রামটি অনেকাংশেই অশিক্ষা, কুসংস্কার, অবিচার ও অপচিকিৎসামুক্ত একটি আধুনিক গ্রাম হয়ে ওঠে। ফলে এ গ্রামের পরিবেশ হয়ে ওঠে বিলাসী গল্পের গ্রাম্য পরিবেশ থেকে অনেকাংশেই উন্নত ও আধুনিক।

ঘ) বিলাসী গল্পে বর্ণিত গ্রামের মানুষগুলোর মধ্যে মশার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে বা সন্তানদের লেখাপড়া করানোর জন্য গ্রাম থেকে যারা শহরে যেতেন তারা সন্তানদের লেখাপড়া শেষে অনেকেই আর গ্রামে ফিরে আসতেন না। তাদের শিক্ষিত সন্তানরাও চাকরি নিয়ে অন্যত্র চলে যেতো। এ কারণে তাদের গ্রামে অশিক্ষা ও কুসংস্কার শক্তভাবে বাসা বাঁধতো। সেখানে ধর্মের নামে চলতো মানবতার অধর্ম আর চিকিৎসার নামে চলতো অপচিকিৎসা। সামাজিক বিচারের নামে সেখানে বিরাজ করতো অন্যায়-অবিচার। কিন্তু লিটনের গ্রামের অবস্থা ছিল ভিন্ন। 'বিলাসী' গল্পে বর্ণিত সমাজব্যবস্থা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ অনেকটাই বদলে গেছে। এখন গ্রামের রাস্তাঘাট উন্নত হয়েছে। এতে যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো হয়েছে। শিক্ষিত হওয়ার পর অনেকেই এখন গ্রামে বাস করছে। এতে কুসংস্কার হ্রাস পেয়েছে; বিচারের নামে অবিচারও কমে গেছে। এছাড়া গ্রামের মানুষ এখন চিকিৎসা ও বিদ্যুৎ সেবাসহ অনেক নাগরিক সুবিধাই ভোগ করছে। এতে গ্রামের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টে গেছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের ধারায় গ্রামের এই যে উন্নতি তার মূলে কিন্তু রয়েছে শিক্ষিত মানুষের উপস্থিতি। আর ডা. লিটন হচ্ছেন গ্রামে বাস করা এসব শিক্ষিত মানুষেরই একজন সার্থক প্রতিনিধি।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

প্রতিদিন দীর্ঘ যানজট পার হয়ে আসার ফলে আবির তার প্রথম ক্লাসটিতে মোটেও মনোযাগী হতে পারে না। তাই অন্যান্য বিষয়ে পাশ করলেও বাংলায় সে ফেল করেছে। তার এ ফল দেখে সবাই ক্ষুব্ধ হলেও কেউ এর প্রকৃত কারণ খোঁজার চেষ্টা করেনি।

ক. রম্ভা শব্দটির অর্থ কী ?

খ. প্রমোশনের দিন মুখ ভার করে বাড়ি এসে ন্যাড়া তার মাস্টারকে ঠ্যাঙানোর মতলব করতো কেন?

গ. ন্যাড়ার সাথে আবিরের কোন কোন ক্ষেত্রে মিল রয়েছে?

ঘ. 'দীর্ঘ যানজট পার হয়ে আসার ফলে আবির তার প্রথম ক্লাসটিতে মোটেও মনোযাগী হতে পারে না' –'বিলাসী' গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) রম্ভা শব্দটির অর্থ হচ্ছে কলা।

খ) সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বের হয়ে ন্যাড়া যখন তার অন্যান্য সহপাঠীর সাথে দুই ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে স্কুলে যেতো তখন রাস্তায় অনেক দুষ্টুমি করতো। এ দীর্ঘপথ হাঁটার ক্লান্তি আর দুষ্টুমির নানা ফন্দি-ফিকিরের কারণে ক্লাসে সে মনোযোগী হতে পারতো না বলে পরীক্ষার খাতায় ভুল উত্তর লিখতো। আর এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে প্রমোশনের দিন তাকে মুখ ভার করে বাড়ি ফিরতে হতো। আর সেদিনই অন্যান্য বন্ধুদের সাথে মিলে সে মাস্টারকে ঠ্যাঙানো বা অমন বিশ্রী স্কুল ছেড়ে দেয়ার চিন্তা করতো।

গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় ছোটগল্প 'বিলাসী'র অন্যতম চরিত্র ন্যাড়া যেমন সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বের হয়ে দুই ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে স্কুলে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়তো, আবিরও তেমনি দীর্ঘ যানজটের কারণে স্কুলে যাওয়ার পথে ক্লান্তি অনুভব

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

করতো। এ কারণে ন্যাড়া যেমন পড়ায় মনোযোগী হতে পারতো না, তেমনি আবিরও তার প্রথম ক্লাসটিতে মনোযোগী হতে পারতো না। এর ফলে প্রমোশনের দিন ন্যাড়াকে যেমন মুখ ভার করে বাড়ি ফিরতে হতো; তেমনি আবিরকেও মাত্র একটি বিষয়ে ফেল করার জন্য পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন মন খারাপ করে বাড়ি ফিরতে হতো। এদিক থেকে তাদের দুজনের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে।

ঘ) লেখাপড়ায় ভালো ফলাফলের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করা দরকার। আর এ জন্য দরকার একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ। অনেকেই বিরূপ পরিবেশের কারণে লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে পারে না। ভালো মেধা থাকার পরও পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারে না। 'বিলাসী' গল্পের কথক ন্যাড়া ও উদ্দীপকের আবির এ ধরনেরই অব্যবস্থাপনার শিকার। এদের দুজনের ক্ষেত্রেই আমরা একই ধরনের বাস্তবতা লক্ষ করি। সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বের হয়ে দুই ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে স্কুলে গিয়ে ন্যাড়া যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তো তখন পড়ায় তার মন বসতো না। ঠিক একইভাবে দীর্ঘ যানজট অতিক্রম করে আবির যখন ক্লান্ত হয়ে স্কুলে যায় তখন সে তার প্রথম ক্লাসটিতে মনোযোগী হতে পারে না। ফলে দুজনের পরীক্ষার ফলই খারাপ হয়। ন্যাড়া ও আবিরের মতো যারা বিরূপ পরিবেশের কারণে তাদের মেধা অনুযায়ী ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয় তাদের জন্য সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা একান্ত দরকার। আর এ পরিবেশ নির্মাণের জন্য ব্যক্তি ও পরিবারের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রেরও এগিয়ে আসা উচিত।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হরিহর চক্রবর্তী নিতাইগঞ্জের অবস্থাসম্পন্ন লোক। তাঁর একমাত্র ছেলে বিমল চক্রবর্তী মুচির মেয়ে লতাকে বিয়ে করে বাড়িতে আনে। কিন্তু তাঁর বাবা সমাজের ভয়ে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেন। বিমল ও লতা নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রমাণ করে, 'মানব ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।'

ক. বিলাসীকে কে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ি থেকে বের করে দেন ?
খ. 'তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না'– কেন, ব্যাখ্যা কর।
গ. মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীর মতো বিমল এবং লতাও বর্ণপ্রথার শিকার– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'মানব ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম'– 'বিলাসী' গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞাতি খুড়া বিলাসীকে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ি থেকে বের করে দেন।

খ) মৃত্যুঞ্জয়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে গল্পকথক ন্যাড়া একদিন তাকে দেখতে যায়। বাড়ির ভেতরে ঢুকে প্রদীপের আলোয় সে দেখতে পায়, একটি তক্তপোষের উপর কঙ্কালসার মৃত্যুঞ্জয় শুয়ে আছে। মৃত্যুঞ্জয়ের শিয়রের পাশে পাখা হাতে বসে আছে বিলাসী। দিন-রাত জেগে মৃত্যুঞ্জয়কে সেবা-শুশ্রূষা করে সে এতোটাই ক্লান্ত-বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলো যে, তাকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না তার প্রকৃত বয়স কতো। তাই বিলাসীর বয়স আঠারো না আটাশ ন্যাড়া তা ঠাহর বা আন্দাজ করতে পারেনি।

গ) হাজার বছরের বর্ণপ্রথা ও হৃদয়হীন সামাজিক বিধি ব্যবস্থার পেষণে পিষ্ট ক্রন্দনরত মানবাত্মার কথা ধ্বনিত হয়েছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' গল্পে।
উদ্দীপকের হরিহর চক্রবর্তীর একমাত্র ছেলে বিমল চক্রবর্তী বাবা-মার অমতে মুচির মেয়ে লতাকে বিয়ে করে বাড়িতে আনে। কিন্তু তার বাবা সমাজের ভয়ে এ বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। তার পরিবার তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এতে করে তারা চরম সমস্যায় পড়ে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা জীবনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় নিচু জাতের মেয়ে বিলাসীকে বিয়ে করলে সমাজ তা মেনে নেয় না। তার খুড়া এ কাজকে অত্যন্ত গর্হিত মনে করে 'অন্নপাপ' আখ্যা

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

দিয়ে তাকে সস্ত্রিক বাড়ি থেকে বের করে দেয়। কিন্তু এতে মৃত্যুঞ্জয় দমে যায়নি। সে বিলাসীকে নিয়ে নতুন সংসার শুরু করেছে। নিজ ধর্ম ত্যাগ করে হয়েছে সাপুড়ে। শত কষ্ট সহ্য করেও বিলাসীকে সে ছেড়ে যায়নি। উদ্দীপকের বিমল ও লতার মধ্যেও ঠিক এমনটিই দেখা যায়। বর্ণপ্রথার কারণে তাদেরও বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়ের মতো কঠিন পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ঘ) শরৎচন্দ্র চিরকালই অসুন্দরের মাঝে সুন্দরকে খুঁজেছেন। তাই তো তাঁর সাহিত্যে ঠাঁই নিয়েছে সমাজের চির অবহেলিত, পতিত এবং অপাংক্তেয়রা। যাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না, যাদের বিচারের বাণী নিরবে–নিভৃতে কাঁদে– তারাই তাঁর সাহিত্যে স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর অমর ছোটগল্প 'বিলাসী'তেও এ বিষয়গুলো চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীকে ভালোবেসে বিয়ে করে নিজের জাত-ধর্মকে বিসর্জন দিয়েছে। সমাজের চোখে মৃত্যুঞ্জয় 'অন্নপাপী' হলেও মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে তার স্থান অনেক উপরে। কারণ বিলাসীকে সে মানুষ হিসেবে ভালোবেসেছে। সেখানে জাত-ধর্ম-বর্ণ কিছুই প্রাধান্য পায়নি।
উদ্দীপকের বিমল চক্রবর্তী মা-বাবার অমতে মুচির মেয়ে লতাকে বিয়ে করে ঘরে আনে। বিয়ের পর রক্ষণশীল সমাজের ভয়ে তার মা-বাবা তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়। লতাকে বিয়ে করার ব্যাপারে বিমল কোনো জাতি বা বর্ণের কথা ভাবে নি। সে লতাকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছে। তাদের হৃদয়-জাত ভালোবাসা ও মনুষ্যত্বের কাছে জাত-ধর্ম সবকিছু ম্লান হয়ে গেছে। সেখানে মানবিক বোধ সর্বোচ্চ মর্যাদা পেয়েছে । মানব ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মনুষ্যত্ব ব্যতীত মানুষ পশুর সমান।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শ্যামলালের একটি গরুর খামার আছে। সাতটি গাভী থেকে সে প্রতিদিন বিশ কেজি দুধ পায়। বিশ কেজি দুধের সাথে পাঁচ কেজি পানি মিশিয়ে বিক্রি করে। এ কথা জানতে পেরে তার স্ত্রী সরলা তাকে এ কাজ করতে মানা করে। সরলা বলে 'সৃষ্টিকর্তা আমাদের তো ভালোই রেখেছেন- তাহলে ওসব করে লাভ কী?'

ক. সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা কী?
খ. বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়কে শিকড় বিক্রি করতে নিষেধ করতো কেন?
গ. উদ্দীপকের বক্তব্য 'বিলাসী' গল্পের কোন অংশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ- ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'সৃষ্টিকর্তা আমাদের তো ভালোই রেখেছেন- তাহলে ওসব করে লাভ কী?' 'বিলাসী' গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা শিকড় বিক্রি করা।

খ) সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা শিকড় বিক্রি করা। তাই সাপুড়ে হওয়ার পর মৃত্যুঞ্জয়ও এটা করতো। কিন্তু বিলাসী এটা পছন্দ করতো না। কারণ এটা ছিল একটি জঘন্য প্রতারণা। এই শিকড় দেখে সাপ পালায় – এ ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক নিরীহ লোক এ শিকড় কিনতো। অথচ এ শিকড়ের মধ্যে এমন কোনো শক্তি ছিল না যা দেখে সাপ পালাতে পারে। এর ভেতরে ছিল অন্য এক রহস্য। যে সাপটি শিকড় দেখে পালায় সে সাপটি ধরার পর তার মুখে বার কয়েক লোহার শিক দিয়ে ছ্যাকা দেয়া হয়। এরপর তার সামনে লোহার শিকের মতো কোনো কিছু ধরলেই পালানোর চেষ্টা করে। তাই শিকড় দেখে সে পালাতে চায়। আর এটা দেখেই লোকজন শিকড় কিনে প্রতারিত হয়। নিজেদের যেহেতু খাওয়া-পরার কোনো অভাব ছিল না, তাই মৃত্যুঞ্জয়কে শিকড় বিক্রি করে লোক ঠকাতে বিলাসী নিষেধ করতো।

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত চরিত্র শ্যামলাল মোটামুটি সচ্ছল জীবন-যাপন করে। তার একটি গরুর খামার আছে। সেখানে সাতটি গাভী প্রতিদিন বিশ কেজি দুধ দেয়। এ বিশ কেজি দুধের সাথে আরও পাঁচ কেজি পানি মেশালে মানুষ তা বুঝতে পারে না। শ্যামলাল প্রতিদিন এ অতিরিক্ত আয়ের লোভ ত্যাগ করতে পারে না। তাই দুধে পানি মিশিয়ে সে মানুষকে ঠকায়। তার স্ত্রী সরলা বিষয়টি

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

জানতে পেরে ব্যথিত হয়। সে তার স্বামীকে এ ধরনের লোক ঠকানো ব্যবসা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানায়। সরলা তার স্বামীকে তাদের সচ্ছলতার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

'বিলাসী' গল্পে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত নিপুণভাবে মানুষ ঠকানোর এ ধরনের একটি ব্যবসার কথা উল্লেখ করেছেন। আর এ ব্যবসাটি হলো গাছের শিকড় বিক্রি করা। সাপুড়েদের এটি জাত ব্যবসা। মৃত্যুঞ্জয়ও এ ব্যবসা রপ্ত করেছে। কিন্তু বিলাসী এ ধরনের ব্যবসা পছন্দ করে না। তাই সে মৃত্যুঞ্জয়কে এসব ব্যবসা না করার জন্য অনুরোধ করে। কেননা, বিলাসী-মৃত্যুঞ্জয়ের খাবারের তো ভাবনা নেই। তাহলে কেন এই লোক ঠকানো!

বিলাসী গল্পের এই অংশটির সাথে উদ্দীকের দুধ বিক্রির বিষয়টির যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ) অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিলাসী' গল্পে মানুষ ঠকানোর ব্যবসার কথা বলতে গিয়ে বিলাসী তাদের সচ্ছলতার প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছে।

এ গল্পে সাপ ধরা, পোষ মানানো এবং তাকে নিয়ে খেলা করার কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। সাপকে ধরে দু-চারদিন হাঁড়িতে রেখে দিলে তার বিষদাঁত ভাঙ্গা হোক আর নাই হোক সে কামড়াতে চায় না। ফণা তুলে কামড়াবার ভান করে কিন্তু কামড়ায় না। তার উপর তার মুখে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে দিলে তারপর তাকে লোহার শিকই দেখানো হোক আর শিকড়ই দেখানো হোক এতে সে পালাবার পথ খোঁজে পায় না। এ কৌশলকে পুঁজি করে সাপুড়ে মৃত্যুঞ্জয় শিকড়ের ব্যবসা করে। বিলাসী এ রকম মানুষ ঠকানোর পক্ষে নয়। তাই সে মৃত্যুঞ্জয়কে এ ব্যবসা না করার জন্য অনুরোধ করে। সব সাপুড়ে এ ব্যবসা করলেও বিলাসী এর পক্ষে নয়। কারণ, বিলাসী-মৃত্যুঞ্জয়ের তো খাওয়ার ভাবনা নেই। তারা মোটামুটি সচ্ছল। তাই মিছামিছি লোক ঠকানো তাদের উচিত নয়।

উদ্দীপকে শ্যামলাল ও সরলা মোটামুটি সচ্ছল জীবন-যাপন করে। তারপরও শ্যামলাল দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করে। এ কথা জানতে পেরে সরলা শ্যামলালকে এ থেকে বিরত রাখার জন্য আলোচ্য উক্তিটি করে।

সরলা ও বিলাসী দুজনেই মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ দুটি পৃথক চরিত্র। তবে তারা উভয়েই তাদের স্বামীকে অসৎ পথ পরিহার করে সৎভাবে জীবিকা নির্বাহের আহ্বান জানিয়েছে।

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

যাত্রাদলের অভিনেত্রী তমালিকার একমাত্র মেয়ে সূচনা। মেয়েকে নিয়ে সে দেশময় ঘুরে বেড়ায়। বাঞ্ছারামপুরে অবস্থানকালে সূচনার মন দেয়া-নেয়া হয় মনির নামে এক মুসলিম যুবকের সাথে। মনির সূচনাকে বিয়ে করলে গ্রামে তোলপাড় শুরু হয়। মনিরের পরিবারকে একঘরে করা হয়। তাই পরিবারকে বাঁচাতে সূচনাকে নিয়ে একদিন সে নিজেও যাত্রা দলে মিশে যায়।

ক. মৃত্যুঞ্জয় কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেছিল?
খ. মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ে জীবন বেছে নিয়েছিল কেন?
গ. মনির ও সূচনার সাথে মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীর অন্তর্গত সাদৃশ্য তুলে ধর।
ঘ. মনিরের সমাজত্যাগের বিষয়টি 'বিলাসী' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মৃত্যুঞ্জয় কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিল?

খ) শরৎচন্দ্রের অমর সৃষ্টি 'বিলাসী'র অন্যতম প্রধান চরিত্র মৃত্যুঞ্জয় অসুস্থ হয়ে পড়লে মালো কন্যা বিলাসী তাকে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সেবা করে সুস্থ করে তোলে। সে তার মায়া-মমতা ও নারী হৃদয়ের মাধুর্য দিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুঞ্জয়ের মন জয় করে। তার এ মমতা মিশ্রিত ভালোবাসায় মৃত্যুঞ্জয়ের জাতিজ্ঞান মুছে যায়। মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়া এ কারণে বিলাসীকে ঘর থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে দেয়। এরপর মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীকে নিয়ে মালোপাড়ায় ওঠে যায় এবং জীবিকার তাগিদেই এক সময় সাপুড়ে জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

গ) ‘বিলাসী’ গল্পে অসম প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উক্ত গল্পে জাতিগত বিভেদের সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে মানব-মানবীর প্রেমের মহিমা উপস্থাপিত হয়েছে। আলোচ্য উদ্দীপকেও ‘বিলাসী’ গল্পের ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে।

হিন্দু সমাজের রীতিতে বিলাসী-মৃত্যুঞ্জয় ছিল ব্যতিক্রমধর্মী মানব-মানবী। মৃত্যুঞ্জয় ছিল মিত্তির বংশের ছেলে অর্থাৎ উচ্চবংশীয়। অপরদিকে বিলাসী ছিল সাপুড়ে কন্যা অর্থাৎ নিম্নবর্ণের মানুষ। মৃত্যুঞ্জয়ের সাথে প্রেম ও বিয়ের ফলে তার জীবনবোধ, সেবাপরায়ণতা, সাহসিকতা ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু প্রচলিত রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাদের এ সম্পর্ক মেনে নেয়নি। তাই মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীকে নিয়ে মালোপাড়ায় বসবাস শুরু করে। উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচনা ও মনির, বিলাসী-মৃত্যুঞ্জয়ের মতো ব্যতিক্রমী মানুষ। তারা দুজন পরস্পরকে ভালোবাসে বিয়ে করে। কিন্তু হিন্দুর মেয়েকে বিয়ে করার অপরাধে মুসলিম সমাজ মনিরকে একঘরে করে রাখে। সমাজের এ ধরনের আচরণে মনির সূচনাকে নিয়ে যাত্রা দলে মিশে যেতে বাধ্য হয়। সুতরাং বিলাসী-মৃত্যুঞ্জয়ের সাথে মনির-সূচনার জীবনের এ পরিস্থিতির বেশ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ) বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘বিলাসী’ একটি কালজয়ী ছোটগল্প। উক্ত গল্পে বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়ের অসাধারণ প্রেমের মহিমা ফুটে উঠেছে।

মৃত্যুঞ্জয় মিত্তির বংশের অর্থাৎ উচ্চবর্ণের সন্তান হয়েও নিম্নবর্ণের মালো কন্যা বিলাসীকে বিয়ে করে। নিজ গ্রাম ছেড়ে সে চলে যায় মালোপাড়ায়। জাতপাত বিসর্জন দিয়ে সে সাপুড়ে বৃত্তি গ্রহণ করে। কারণ মৃত্যুঞ্জয় তার সমাজে উপেক্ষিত। তার কাছে অনেকেই আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করলেও দুঃসময়ে কেউ এগিয়ে আসেনি। এ সময় বৃদ্ধ মালো ও তার কন্যা বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। বিলাসীর প্রাণপণ চেষ্টায় সে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসে। বাস্তবতার অভিঘাতে বংশ, বর্ণ- সর্বোপরি ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতা তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিলাসীর অকৃত্রিম প্রেমে মনুষ্যত্বই বড় হয়ে ওঠে। তাই মানবিকতাকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাকে গ্রাম ছাড়তে হয়, বংশ বিসর্জন দিতে হয় এবং পেশা পরিবর্তন করতে হয়।

উদ্দীপকে মৃত্যুঞ্জয়ের মতো একই কারণে মনিরকে তার স্ত্রী সূচনাসহ গ্রাম ছাড়তে হয়। মুসলমান মনির ও হিন্দুর মেয়ে সূচনা পরস্পরকে ভালোবেসে বিয়ে করলে ধর্মান্ধ, রক্ষণশীল সমাজ তাদেরকে মেনে নেয়নি। তারা মনিরের পরিবারকে সামাজিক সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে একঘরে করে রাখে। তাই পরিবারকে এ সামাজিক অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য এবং ভালোবাসার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য মনির সূচনাকে নিয়ে যাত্রাদলে মিশে গিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। এভাবেই তারা সমাজ ধর্মের চেয়ে মানব ধর্মের মহিমাকে বড় করে তোলে।

৭. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নীচু জাতের মানুষ কেশব পেশায় একজন কুমার। মাটির হাড়ি পাতিল তৈরি করে সে জীবিকা নির্বাহ করে। ষোড়শী কন্যা রত্না তাকে তার কাজে সাহায্য করে। বাবার সাথে শহরে গিয়ে হাড়ি-পাতিলও বিক্রি করে সে। একই গ্রামের ব্রাহ্মণের ছেলে সুভাষের ভালো লাগে রত্নাকে। রত্না কর্মঠ, সদালাপী, সুন্দরী বলেই হয়তো তার এ ভালো লাগা। রত্না সুভাষের চোখের ভাষা বুঝে। রত্না চায় সুভাষ সমাজের নিয়ম ভেঙে তাকে অধিকার করুক। অবশেষে সুভাষ-রত্না এক দিন পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। বিয়ের পর চাকরি নিয়ে সুভাষ শহরে চলে যায়। সেখানে গিয়ে তারা এক সুখের নীড় বাঁধে।

ক. জাত বিসর্জন দেয়া কায়স্থের ছেলেটি কে?

খ. মৃত্যুঞ্জয়কে অন্নপাপের জন্য দায়ী করা হয়েছিলো কেন?

গ. সুভাষ-রত্নার পরিণয়ের সাথে মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীর পরিণয়ের তুলনামূলক আলোচনা কর।

ঘ. ‘রত্নার রূপ, গুণ সুভাষকে মুগ্ধ করে’- মৃত্যুজ্ঞয় বিলাসীর কোন দিকটিতে মুগ্ধ হয়েছে?– বিশ্লেষণ কর।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) জাত বিসর্জন দেয়া কায়স্থের ছেলেটি হলো মৃত্যুঞ্জয়।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

খ) রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের রীতি অনুযায়ী নিম্ন বর্ণের কারও হাতে উচ্চ বর্ণের কারও ভাত খাওয়াকে অন্নপাপ বলা হয়। বিলাসী গল্পে কায়স্থ বংশের ছেলে মৃত্যুঞ্জয় অসুস্থ অবস্থায় মালোকন্যা বিলাসীর হাতে ভাত খেয়েছিলো বলে তৎকালীন হিন্দু সমাজ তাকে অন্নপাপের জন্য দায়ী করেছিলো।

গ) বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজে উচ্চশ্রেণির কোনো মানুষ নিম্নশ্রেণির কারও হাতে অন্ন বা ভাত খেলে সমাজের দৃষ্টিতে তা যে গর্হিত পাপ বলে বিবেচিত হতো এটাই অন্নপাপ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিলাসী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলাসীকে অনেক কষ্টের পথ পাড়ি দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে জয় করতে হয়েছিলো। পক্ষান্তরে উদ্দীপকের সুভাষকে পেতে রত্নার তেমন কষ্ট করতে হয়নি।

উদ্দীপকে উল্লিখিত চরিত্র রত্না তার রূপ ও গুণ দিয়ে সুভাষকে মুগ্ধ করেছিল। শিক্ষিত সুভাষ ভালোবাসার মর্যাদা দিয়ে রত্নাকে বিয়ে করে। এতে নিজেদের সমাজ-সংসার ত্যাগ করতে হলেও তারা আরও অভিজাত এলাকায় বসবাসের সুযোগ পায়। অপরদিকে মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীকে এর সম্পূর্ণ উল্টো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। মৃত্যুঞ্জয়কে দিন রাত সেবা করে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনে বিলাসী যে ত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলো রত্নাকে তা দিতে হয়নি। তবে সমাজের ভয়ে তাকে পালিয়ে বিয়ে করার জন্য ঠিকই ঘর ছাড়তে হয়েছিলো। নীচু জাতের সাপুড়ে কন্যা বিলাসীর ভালোবাসার স্পর্ধা সমাজ যেমন মেনে নেয়নি, তেমনি রত্নার ভালোবাসাও সমাজে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত চরিত্র শিক্ষিত যুবক সুভাষ নীচু জাতের মেয়ে রত্নার প্রেমে পড়েছিল। রূপে ও গুণে অনন্যা রত্নার হাত ধরে সুভাষ পালিয়ে যায় শহরে। সেখানে গিয়ে বিয়ে করে তারা সুখের সংসার গড়ে তোলে।

অপরদিকে 'বিলাসী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলাসী আহামরি সুন্দরী না হলেও হৃদয়ের ঐশ্বর্যে সে ছিল সমৃদ্ধ। মৃত্যুপথযাত্রী মৃত্যুঞ্জয়কে যখন আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাই ভুলে গিয়েছিল, তখন সেবাব্রতী বিলাসী তার পিতার নির্দেশে সমাজের রক্তচক্ষুকে উপক্ষা করে প্রাণপণে তার সেবা করে মৃত্যুর দুয়ার থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছে। বিলাসী তার ভালোবাসার শক্তিবলেই বিজন বনের মধ্যে সকল ভয়কে জয় করে মৃতকল্প মৃত্যুঞ্জয়ের সেবা করতে পেরেছিল। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মৃত্যুঞ্জয় যখন মৃত্যুকে জয় করে সুস্থ হয়ে ওঠছিল, তখন হৃদয়ের সৌন্দর্যবলে সে নিজেও তিলে তিলে বিলাসীর হৃদয়কে জয় করে। যে নারী এমন সেবাপরায়ন তাকে ভালো না বেসে মৃত্যুঞ্জয়ের উপায় ছিল না।

মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীর মতো রত্না ও সুভাষ জাত-ধর্মের চেয়ে মানব ধর্মকেই বড় করে দেখেছে বলে তাদের পক্ষে এমন ত্যাগ ও সাহসিকতা দেখানো সম্ভব হয়েছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. 'বিলাসী' গল্পে কী বর্ণিত হয়েছে?
- **(ক) জাতিগত বিভেদ** ✓
- (খ) প্রেমের চিত্র
- (গ) হিন্দুসমাজের চিত্র
- (ঘ) পল্লীসমাজের চিত্র

২. কত সালে 'বিলাসী' গল্পটি প্রকাশিত হয়?
- (ক) ১৯১৯ সালে
- (খ) ১৯২০ সালে
- (গ) ১৯২১ সালে
- **(ঘ) ১৯১৮ সালে** ✓

৩. 'বিলাসী' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়–
- (ক) সবুজপত্র পত্রিকায়
- (খ) বঙ্গদর্শন পত্রিকায়
- **(গ) ভারতী পত্রিকায়** ✓
- (ঘ) বিচিত্রা পত্রিকায়

৪. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
- **(ক) ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে** ✓
- (খ) ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে
- (গ) ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে
- (ঘ) ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে

৫. শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয়-
- (ক) নাট্যকার
- **(খ) ঔপন্যাসিক** ✓
- (গ) কবি
- (ঘ) ছোটগল্পকার

৬. 'মন্দির' গল্পের জন্যে শরৎচন্দ্র কোন পুরস্কার লাভ করেন?
- (ক) জগত্তারিনী স্বর্ণপদক
- (খ) একুশে পদক
- **(গ) কুন্তলীন পুরস্কার** ✓
- (ঘ) বাংলা একাডেমী পুরস্কার

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৭. নিচের কোনটি শরৎচন্দ্রের প্রকাশিত প্রথম গল্প?
ক) বিলাসী খ) ছবি
গ) বিন্দুর ছেলে ঘ) মন্দির

৮. পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার কোন গ্রামে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন?
ক) হরিশপুর গ্রামে খ) দেবানন্দপুর গ্রামে
গ) লাহিনীপাড়া গ্রামে ঘ) কাঁঠালপাড়া গ্রামে

৯. কত বছর বয়সে শরৎচন্দ্র মনের ঝোঁকে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন?
ক) চব্বিশ বছর বয়সে খ) পঁচিশ বছর বয়সে
গ) ছাব্বিশ বছর বয়সে ঘ) সাতাশ বছর বয়সে

১০. শরৎচন্দ্র জীবিকার তাগিদে দেশ ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন?
ক) ভারতে খ) নেপালে
গ) পাকিস্তানে ঘ) বার্মায়

১১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন -
ক) কলকাতায় খ) হুগলীতে
গ) আসামে ঘ) জলপাইগুড়িতে

১২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
ক) ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে খ) ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে
গ) ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ঘ) ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে

১৩. কোন দিকটি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে রূপায়িত হয়েছে?
ক) সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি
খ) নিচুতলার মানুষের প্রতিচ্ছবি
গ) বাংলার মানুষের প্রতিচ্ছবি
ঘ) বাঙালি জীবনের প্রতিচ্ছবি

১৪. 'বিলাসী' গল্পে উল্লিখিত কামস্কাটকা হলো–
ক) দ্বীপ খ) উপদ্বীপ
গ) সাগর ঘ) মহাসাগর

১৫. 'বিলাসী' গল্পে উল্লিখিত 'মনসা' কিসের দেবী?
ক) ধনের দেবী খ) সাপের দেবী
গ) বিদ্যার দেবী ঘ) সম্পদের দেবী

১৬. মৃত্যুঞ্জয় কত মাস থেকে শয্যাগত?
ক) এক মাস থেকে খ) দেড় মাস থেকে
গ) আড়াই মাস থেকে ঘ) দুই মাস থেকে

১৭. 'বিলাসী' গল্পে 'বিষহরির দোহাই' ব্যবহৃত হয়েছে-
ক) সাপের শক্তি অর্থে খ) দেহের শক্তি অর্থে
গ) মন্ত্রশক্তি অর্থে ঘ) স্রষ্টার শক্তি অর্থে

১৮. 'বিলাসী' গল্পে উল্লিখিত 'কামাখ্যা' কোথায় অবস্থিত?
ক) আসামে খ) মিয়ানমারে
গ) ত্রিপুরায় ঘ) মিজোরামে

১৯. 'বিলাসী' গল্পে বাঙালির বিষ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) বাঙালির আনন্দ খ) বাঙালির ক্রোধ
গ) বাঙালির দুঃখ ঘ) বাঙালির কষ্ট

২০. 'বিলাসী' গল্পে কে মৃত্যুঞ্জয়কে চিকিৎসা করে?
ক) বিলাসী খ) খুড়া
গ) বুড়া মালো ঘ) ন্যাড়া

২১. কত সালে সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করেন?
ক) ১৯৩৩ সালে খ) ১৯৩৪ সালে
গ) ১৯৩৫ সালে ঘ) ১৯৩৬ সালে

২২. 'ভারতী' পত্রিকার কোন সংখ্যায় 'বিলাসী' গল্পটি প্রকাশিত হয়?
ক) বৈশাখ সংখ্যায় খ) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়
গ) আষাঢ় সংখ্যায় ঘ) শ্রাবণ সংখ্যায়

২৩. 'বিলাসী' গল্পের 'ন্যাড়া' চরিত্রটির সঙ্গে কার সাদৃশ্য পাওয়া যায়?
ক) এক যুবকের খ) শরৎচন্দ্রের
গ) এক বৃদ্ধের ঘ) বিলাসীর

২৪. 'বিষহরির দোহাই বুঝি বা আর খাটে না'- 'বিলাসী' গল্পে কখন তা বোঝা গেল?
ক) মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর
খ) মৃত্যুঞ্জয় বমি করলে
গ) মৃত্যুঞ্জয়কে সাপে কামড়ালে
ঘ) মৃত্যুঞ্জয় নিঃশ্বাস ফেললে

২৫. কী নামে কামস্কাট্কা পরিচিত?
ক) স্যামন মাছের দেশ খ) সিল মাছের দেশ
গ) ডলফিনের দেশ ঘ) পেঙ্গুইনের দেশ

২৬. 'বিলাসী' গল্পে উল্লিখিত সময়কালে দশম শ্রেণি ছিল-

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

(ক) ফোর্থ ক্লাস **(খ) ফার্স্ট ক্লাস**
(গ) সেকেন্ড ক্লাস (ঘ) থার্ড ক্লাস

২৭. বিষকণ্ঠ মহেশ্বরের অন্য নাম কী?
(ক) ধনঞ্জয় **(খ) মৃত্যুঞ্জয়**
(গ) নিরঞ্জয় (ঘ) সঞ্জয়

২৮. মৃত্যুঞ্জয়ের কতটুকু বাগান ছিল?
(ক) আঠারো-বিশ বিঘা (খ) কুড়ি-বাইশ বিঘা
(গ) কুড়ি-পঁচিশ বিঘা (ঘ) পঁচিশ-ছাব্বিশ বিঘা

২৯. কার গোখরা সাপ ধরে পোষার সখ ছিল?
(ক) মৃত্যুঞ্জয়ের **(খ) ন্যাড়ার**
(গ) বিলাসীর (ঘ) খুড়োর

৩০. 'একলা যেতে ভয় করবে না তো? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?'- উক্তিটি কার?
(ক) ন্যাড়ার (খ) খুড়ার
(গ) বিলাসীর (ঘ) মালোর

৩১. কোনটি সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা?
(ক) সাপ বিক্রি করা (খ) সাপের বিষ ঝাড়া
(খ) শিকড় বিক্রি করা (ঘ) মাদুলি বিক্রি করা

৩২. 'বিলাসী' গল্পে বর্ণিত মৃত্যুঞ্জয়ের অমার্জনীয় অপরাধ ছিল-
(ক) লুচি খাওয়া
(খ) সন্দেশ খাওয়া
(গ) পাঠার মাংস খাওয়া
(ঘ) বিলাসীর হাতের ভাত খাওয়া

৩৩. মৃত্যুঞ্জয় কোন বংশের ছেলে?
(ক) ব্রাহ্মণ **(খ) কায়স্থ**
(গ) বৈশ্য (ঘ) শূদ্র

৩৪. মৃত্যুঞ্জয় কী সাপ মিনিট দশেকের মধ্যে ধরল?
(ক) গোখরা (খ) পদ্ম গোখরা
(গ) খরিশ গোখরা (ঘ) জাত গোখরা

৩৫. কোনটি সাপ ধরার মন্ত্রের শেষ লাইন?
(ক) মনসা দেবী আমার মা
(খ) ওলট-পালট পাতাল ফোঁড়
(গ) কার আজ্ঞা-বিষ হরির আজ্ঞা
(ঘ) দুধরাজ, মণিরাজ

৩৬. 'ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মতো'-উক্তিটি কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
(ক) মৃত্যুঞ্জয় **(খ) বিলাসী**
(গ) ন্যাড়া (ঘ) খুড়া

৩৭. 'বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়ার কাজ ছিল -
(ক) ভাইপোর সুনাম করা
(খ) ভাইপোর দুর্নাম করা
(গ) ভাইপোর সঙ্গে ঝগড়া করা
(ঘ) ভাইপোর সেবা করা

৩৮. নিচু জাতের মেয়েকে বিয়ে করা -
(ক) গুরু অপরাধ
(খ) লঘু অপরাধ
(গ) ক্ষমার যোগ্য অপরাধ
(ঘ) ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ

৩৯. মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর বিলাসী কতদিন বেঁচেছিল?
(ক) ৭ দিন (খ) ৮ দিন
(গ) ৯ দিন (ঘ) ১০ দিন

৪০. কীভাবে বিলাসীর মৃত্যু হয়?
(ক) গলায় দড়ি দিয়ে (খ) নদীতে ডুবে
(গ) বিষ খেয়ে (ঘ) ছাদ থেকে লাফিয়ে

৪১. মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর বিলাসী কী করেছিল?
(ক) আত্মহত্যা (খ) নিকা
(গ) সমাজ ত্যাগ (ঘ) দেশ ত্যাগ

৪২. কোন দিন সাপ ধরতে যাওয়া বারণ?
(ক) মঙ্গলবার (খ) বুধবার
(গ) বৃহস্পতিবার (ঘ) রবিবার

৪৩. 'বিলাসী' গল্পে কে নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল?
(ক) মৃত্যুঞ্জয় (খ) বিলাসী
(গ) ন্যাড়া (ঘ) বিলাসীর বাবা

৪৪. 'আমি একলা থাকতে পারব না'- এখানে 'আমি' কে?
(ক) ন্যাড়া
(খ) মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়া
(গ) ন্যাড়ার আত্মীয়ের বিধবা স্ত্রী
(ঘ) বিলাসী

৪৫. মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুতে কার মাথা হেট হয়ে গেল?
(ক) বিলাসীর (খ) ন্যাড়ার
(গ) বিলাসীর বাপের **(ঘ) খুড়ার**

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

বিলাসী

৪৬. মৃত্যুঞ্জয়ের অমার্জনীয় অপরাধটি কী ছিল?
(ক) বিলাসীকে ভালোবাসা
(খ) বিলাসীর সেবা গ্রহণ করা
(গ) বিলাসীকে বিয়ে করা
(ঘ) বিলাসীর হাতে ভাত খাওয়া

৪৭. 'সরস্বতী' কিসের দেবী?
(ক) ধনের **(খ) বিদ্যার**
(গ) সাপের (ঘ) অন্নের

৪৮. বিলাসী গল্পের পটভূমি কী?
(ক) পল্লীগ্রামের মালো সমাজ
(খ) পল্লীগ্রামের হিন্দু সমাজ
(গ) পল্লীগ্রামের নিচু জাতি
(ঘ) পল্লীগ্রামের উঁচু জাতি

৪৯. কত পথ অতিক্রম করে ন্যাড়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করতে যায়?
(ক) দু ক্রোশ পথ হেঁটে (খ) চার ক্রোশ পথ হেঁটে
(গ) পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে (ঘ) ছয় ক্রোশ পথ হেঁটে

৫০. 'বিলাসী' গল্পে গ্রামের বারোয়ারি পূজাবাবদ ছোটবাবু তাঁর স্বাভাবিক ঔদার্যে কত টাকা দান করেন?
(ক) চারশ টাকা (খ) তিনশ টাকা
(গ) দুইশ টাকা (ঘ) একশ টাকা

৫১. মৃত্যুঞ্জয়ের কোন ধরনের পরিবর্তন দেখে ন্যাড়া অবাক হয়েছিল?
(ক) বেশভূষার পরিবর্তন (খ) চালচলনের পরিবর্তন
(গ) জাত বিসর্জন (ঘ) কথাবার্তায় পরিবর্তন

৫২. ছেলেবেলা থেকেই ন্যাড়ার দুটো জিনিসের প্রতি প্রবল সখ ছিল; যার একটি হলো সাপ ধরে পোষা, আর অন্যটি হচ্ছে-
(ক) বাগান করা (খ) গান করা
(গ) মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া (ঘ) সন্ন্যাসী হওয়া

৫৩. 'শ্রীকান্ত' কোন জাতীয় উপন্যাস?
(ক) সামাজিক উপন্যাস (খ) রাজনৈতিক উপন্যাস
(গ) রহস্য উপন্যাস **(ঘ) আত্মজৈবনিক উপন্যাস**

৫৪. 'বিলাসী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনটি?
(ক) ন্যাড়া (খ) খুড়া
(গ) বিলাসী (ঘ) মৃত্যুঞ্জয়

৫৫. খুড়া কেমন প্রকৃতির মানুষ ছিল?
(ক) নির্বোধ ও নির্লোভ
(খ) লোভী ও স্বার্থপর
(গ) আত্মকেন্দ্রিক ও নির্ভেজাল
(ঘ) উদার ও বিনয়ী

৫৬. তৎকালীন সময়ে শিশুদের বিদ্যার্জনের পরিবেশ কেমন ছিল?
(ক) অনুকূল **(খ) প্রতিকূল**
(গ) স্বাভাবিক (ঘ) অনেকটা অনুকূল

৫৭. বিলাসীর আপত্তি সত্ত্বেও মৃত্যুঞ্জয় সাপ ধরতে যেত কেন?
(ক) ন্যাড়ার অনুরোধে (খ) জীবিকার তাগিদে
(গ) নগদ টাকার লোভে (ঘ) সাপ ধরার নেশায়

৫৮. কোন কাজটি মৃত্যুঞ্জয়ের বড় অপরাধ?
(ক) অন্নপাপ (খ) বিয়ে
(গ) সাপধরা (ঘ) জাত বিসর্জন

৫৯. বিলাসীকে ন্যাড়া কিসের সাথে তুলনা করেছিল?
(ক) জুঁই ফুল (খ) ভাট ফুল
(গ) বাসি ফুল (ঘ) জবা ফুল

৬০. 'মা-সরস্বতী খুশি হইয়া বর দিবেন কি'-উক্তিটির অবতারণা করা হয়েছে কেন?
(ক) দেবী সরস্বতীর ক্ষমতা বুঝাতে
(খ) দেবী সরস্বতীর দয়া বুঝাতে
(গ) শিক্ষা গ্রহণে শিশুদের আগ্রহ বুঝাতে
(ঘ) শিক্ষা গ্রহণে শিশুদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ বুঝাতে

৬১. 'বিলাসী' গল্পে সমাজের কোন ধরনের মানুষের জীবনচিত্র বর্ণিত হয়েছে?
(ক) নিম্ন শ্রেণির (খ) মধ্য শ্রেণির
(গ) উচ্চ শ্রেণির (ঘ) নিম্ন-মধ্য শ্রেণির

৬২. মৃত্যুঞ্জয়ের বিরুদ্ধে খুড়ার অহেতুক দুর্নাম রটনা করার কারণ কী ছিল?
(ক) মৃত্যুঞ্জয়কে বিপদে ফেলা
(খ) মৃত্যুঞ্জয়কে গ্রাম ছাড়া করা
(গ) মৃত্যুঞ্জয়ের জমি দখল করা
(ঘ) মৃত্যুঞ্জয়ের বাগান বাড়ি দখল করা

৬৩. ঔপন্যাসিক ও গল্পকার ছাড়াও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন?
(ক) সংগীতজ্ঞ (খ) সুরকার
(গ) গীতিকার (ঘ) গবেষক

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৬৪. 'বিলাসী' কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম?
ক প্রবন্ধ   খ উপন্যাস
● গ ছোটগল্প   ঘ অনুবাদ সাহিত্য

৬৫. মৃত্যুঞ্জয়ের নাম কীভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো?
● ক মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর ফলে
খ মৃত্যুঞ্জয়ের অসুস্থতা থেকে বাঁচার ফলে
গ মৃত্যুঞ্জয়কে সাপে কাটার ফলে
ঘ বিলাসীকে বিয়ে করার ফলে

৬৬. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে কিসের পরিচয় পাওয়া যায়?
ক ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধ
● খ সমাজ সচেতনতা ও প্রগতিশীলতা
গ গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতি
ঘ নাগরিক জীবনের আশা ও নিরাশা

৬৭. 'বিলাসী' আত্মহত্যা করে তার প্রেমকে-
ক তিরস্কার করে গেল   ● খ অমর করে গেল
গ সমাধি দিয়ে গেল   ঘ অভিশপ্ত করে গেল

৬৮. বর্তমান সমাজে 'বিলাসী' গল্পের মতো জাত বিসর্জনের বিষয়টি লক্ষ করা যায়-
ক ধর্ম বিশ্বাসের কারণে   ● খ অনবদ্য প্রেমের কারণে
গ সম্পদের কারণে   ঘ চাকরি লাভের আশায়

৬৯. বর্তমানে সাপুড়েরা সাপের খেলা দেখিয়ে শেকড়ের পরিবর্তে বিক্রি করে-
ক খেলনা সামগ্রী   ● খ ওষুধ, আংটি
গ সস্তা কাপড়   ঘ গৃহ সরঞ্জাম

৭০. 'বিলাসী' গল্পের সাথে 'হৈমন্তী' গল্পের সাদৃশ্য হলো-
● ক নামকরণে   খ প্রেক্ষাপটে
গ বিষয়বস্তুতে   ঘ চরিত্র অঙ্কনে

৭১. 'বিলাসী' গল্পের 'ন্যাড়া' চরিত্রের সঙ্গে 'হৈমন্তী' গল্পের 'অপু' চরিত্রের প্রধান সাদৃশ্য হলো-
ক উভয় চরিত্র পুরুষ   ● খ উভয় চরিত্র বর্ণনাকারী
গ উভয় চরিত্র কেন্দ্রীয়   ঘ উভয় চরিত্র নায়ক

৭২. 'আমি তার গায়ে হাত দিতে পারি নাই'-কারণ-
ক শক্তি নেই বলে   খ মৃত্যুঞ্জয়ের নিষেধ বলে
গ পাপ কাজ বলে   ● ঘ পূর্ব পরিচয়ের কারণে

৭৩. 'বিলাসী' গল্পটি কোন পুরুষে বর্ণিত হয়েছে?
● ক উত্তম পুরুষ   খ মধ্যম পুরুষ
গ নাম পুরুষ   ঘ প্রথম পুরুষ

৭৪. 'দোহাই মানা' বাগধারাটির প্রায়োগিক অর্থ-
● ক নজির দেখানো   খ কথা রাখা
গ শর্তারোপ করা   ঘ দিব্যি দেয়া

৭৫. 'সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না'। এই উক্তিটি-
ক উপহাসসূচক   খ শ্লেষাত্মক
গ বিদ্রুপাত্মক   ● ঘ ব্যঙ্গাত্মক

৭৬. 'বিলাসী' গল্পে 'সুনাম' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক শুভ   ● খ দুর্নাম
গ অন্যায়   ঘ খ্যাতি

৭৭. 'বিলাসী' গল্পের ভাষারীতি কী?
● ক সাধু ভাষা   খ চলিত ভাষা
গ কথ্য ভাষা   ঘ আঞ্চলিক ভাষা

৭৮. লেখক কোন উক্তিটির মাধ্যমে সনাতন হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন?
ক অন্নপাপ। বাপ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে
খ সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না
গ স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম
● ঘ অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে

৭৯. বিলাসীর ওপর গ্রামবাসীদের ঘৃণ্য হামলার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের কোন রূপটি ফুটে উঠেছে?
ক কূপমণ্ডুকতা   ● খ নিষ্ঠুরতা
গ স্বার্থপরতা   ঘ হীনতা

৮০. 'ওরে বাপরে আমি একলা থাকতে পারব না'- এ উক্তির প্রেক্ষাপট প্রমাণ দেয়-
ক মানবপ্রেমের   খ পতিভক্তির
গ জাত গৌরবের   ● ঘ আত্মপ্রেমের

৮১. 'বিলাসী' গল্পের নামকরণ করা হয়-
ক বিষয়বস্তুর আলোকে
খ পটভূমির আলোকে
গ অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ভিত্তিতে
● ঘ নায়িকা চরিত্রের আলোকে

৮২. 'বিলাসী' গল্পের নামকরণের সার্থকতা মূলত-
● ক মূল চরিত্র অঙ্কনে
খ পার্শ্ব চরিত্র অঙ্কনে
গ বিলাসীর আত্মবিসর্জনে
ঘ বিলাসীর প্রেমের পরিপূর্ণতায়

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৮৩. 'বিলাসী' গল্পে অঙ্কিত হয়েছে-
ক সমাজ সংস্কারের চিত্র
খ জাত-গৌরবের চিত্র
গ পশ্চাদপদ সমাজের চিত্র
ঘ সাপুড়ে জীবনের চিত্র

৮৪. মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়া কর্তৃক মৃত্যুঞ্জয়ের গ্লানি অধিক হারে প্রচারের উদ্দেশ্য হলো-
ক মৃত্যুঞ্জয়কে সৎপথে ফিরিয়ে আনা
খ ধর্মীয় বিধি-বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত করা
গ খুড়া কর্তৃক মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পত্তি লাভ
ঘ চৌদ্দ পুরুষের জাত রক্ষা করা

৮৫. খুড়ার দৃষ্টিতে মৃত্যুঞ্জয়ের বড় পাপ হলো-
ক বিলাসীকে বিয়ে করা
খ বিলাসীর হাতে ভাত খাওয়া
গ জাত বিসর্জন দেয়া
ঘ বিলাসীর সঙ্গে বাস করা

৮৬. মৃত্যুঞ্জয়ের জন্যে বিলাসীর ভালোবাসার বড় প্রমাণ হলো-
i. সাপ ধরার বায়না ফিরিয়ে দেয়া
ii. মৃত্যুঞ্জয়ের শোকে আত্মহত্যা করা
iii. মৃত্যুঞ্জয়কে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

৮৭. 'ঠাকুর আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনও করো না'- বিলাসীর এ নিষেধের বিষয় ছিল-
i. শিকড় বিক্রি করা ii. জাত বির্সজন দেয়া
iii. সাপ ধরা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ঘ iii

৮৮. মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুতে সুবিধা হলো-
i. খুড়ার ii. হরিপুর সমাজের
iii. বিলাসীর বাবার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৯. বিলাসীর সৎ মানসিকতার পরিচয় মেলে-
i. মৃত্যুঞ্জয়ের সেবা করার মাধ্যমে
ii. শিকড় বিক্রিতে নিষেধ করার মাধ্যমে
iii. সাপ ধরার বায়না প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

৯০. বর্তমান সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কদাচিৎ জাত বিসর্জনের বিষয়টি আসে-
i. বিয়ে বন্ধনে ii. প্রেম বন্ধনে
iii. ধর্ম-বিশ্বাসে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯১. ভূদেববাবুর প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা করা যায়-
i. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কিছু প্রবন্ধের
ii. রাজা রামমোহন রায়ের কিছু প্রবন্ধের
iii. ঈশ্বরগুপ্তের অধিকাংশ কবিতার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i গ ii ঘ iii

৯২. বর্তমানে সামাজিক প্রেক্ষাপটে মৃত্যুঞ্জয়ের জাত বিসর্জন হলে দৃশ্যমান হতো-
i. 'বিলাসী' গল্পের হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার অনুরূপ
ii. মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়ার মতো সমাজপতিদের দৌরাত্ম্য
iii. হরিপুরের সমাজব্যবস্থার মতো নিন্দা জ্ঞাপন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৩. 'বিলাসী'র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে-
i. সমাজের অশুভ চেহারা ii. ভালোবাসার অমরত্ব
iii. ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৪. মৃত্যুঞ্জয়ের অন্নপাপের মধ্যে খুড়া খুঁজে পেয়েছে-
i. বিশাল সম্ভাবনা ii. বিলাসীর মৃত্যু
iii. ধর্মীয় বিধান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

৯৫. মৃত্যুঞ্জয়ের অন্নপাপের অন্যতম কারণ হলো-
i. নিচুজাতের নারীর হাতে অন্নগ্রহণ
ii. বিলাসীর প্রেমে পুনর্জন্ম
iii. সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৬ থেকে ৯৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

প্রেমের জন্যে জাত বিসর্জন দেয়া যায়, কিন্তু খাঁটি প্রেম বিসর্জন দেয়া যায় না। সিনেমা, নাটক, গল্প- এমন কী সমাজবাস্তবতায়ও তার অনেক প্রমাণ মেলে।

৯৬. জাত বিসর্জনের চেয়েও বড় বিসর্জন হলো-
i. বিলাসীর আত্মবিসর্জন
ii. মৃত্যুঞ্জয়ের আত্মবিসর্জন
iii. মৃত্যুঞ্জয়ের অন্নপাপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ iii

৯৭. উদ্দীপকের জন্যে একটি দৃষ্টান্ত হলো-
i. মৃত্যুঞ্জয়
ii. বিলাসী
iii. ন্যাড়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

৯৮. 'বিলাসী' গল্পের সমাজবাস্তবতার তাৎপর্য কী ?
i. জাতিভেদ প্রথার চিত্র তুলে ধরা
ii. প্রথাগত সমাজের পরিবর্তন
iii. হিন্দু সমাজের গোঁড়ামির চিত্র তুলে ধরা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও iii ঘ iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৯ ও ১০০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মহুয়া পালার হোমরা বেদে যখন নদের চাঁদকে মারার জন্যে মহুয়ার হাতে বিষলক্ষের ছুরি তুলে দেয়, মহুয়া তখন সে ছুরি নিজের বুকে চালিয়ে দিয়ে তার প্রেমকে চির অমর করে রাখে।

৯৯. 'বিলাসী' গল্পের ন্যাড়ার বর্ণনা অনুযায়ী শাস্ত্রমতে উদ্দীপকের মহুয়ার স্থান কোথায়?
i. স্বর্গে
ii. নরকে
iii. অমরত্বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ ii ও iii

১০০. মহুয়ার সঙ্গে তুলনা চলে–
i. মৃত্যুঞ্জয়ের
ii. হৈমন্তীর
iii. বিলাসীর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

অর্ধাঙ্গী

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

◘ লেখক পরিচিতি

বাঙালি মুসলিম নারী–জাগরণের পথিকৃৎ রোকেয়া একাধারে ছিলেন বুদ্ধিজীবী, লেখিকা ও সমাজকর্মী। এই তিন রূপেই তিনি

তাঁর নিজেকে বিকশিত করেছিলেন। বাঙালি, বাঙালি-মুসলমান, বাঙালি-মুসলমান নারী সমাজ, নারীশিক্ষা, নারীজাগরণ – এসবকে কেন্দ্র করেই তাঁর চিন্তা-ভাবনা আবর্তিত হয়েছে। স্কুল, নারীকল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা ; এসব ছিল তাঁর কর্মের পরিধি। লেখিকা হিসেবে যেসব গল্প-কবিতা-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন– সেসবের মধ্য দিয়েও নারীজাগরণ তথা সমাজহিত-এর আকাঙ্ক্ষাই তীব্র হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। মূলত তিনি প্রাবন্ধিক; গদ্যই তাঁর চিন্তার প্রধান বাহন। তাঁর বিকাশ ও কর্মক্ষেত্র মূলত তিন জায়গায়–রংপুর (বাংলাদেশ), ভাগলপুর (বিহার) ও কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)। অবশ্য কলকাতাতেই তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছিল।

জন্ম : ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে।

মৃত্যু : ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে।

◘ রচনাবলি

মতিচূর (১ম ও ২য় খণ্ড), পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী, সুলতানার স্বপ্ন (Sultana's Dream).

◘ উৎস ও পরিচিতি

'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে লেখিকা উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ায় ভারতবর্ষে পুরুষশাসিত সমাজ জীবনের সবক্ষেত্রে নারী, বিশেষ করে মুসলমান নারীসমাজের পশ্চাদপদতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, অধিকারহীনতা ও দুর্বিষহ জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। পাশাপাশি এই প্রবন্ধে পুরুষের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, স্বার্থপরতা ও আধিপত্যকামী মানসিকতার পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি এই রচনায় অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে নারী সমাজকে জ্ঞানচর্চা ও কর্মব্রত, অধিকার সচেতনতা ও মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন, সমাজ যে পূর্ণ ও স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হতে পারছে না তার কারণ পরিবার ও সমাজ জীবনের অপরিহার্য অর্ধেক শক্তি নারী সমাজের দুর্বল ও অবনত অবস্থা। এজন্য তিনি পুরুষ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও সংকীর্ণতাকে দায়ী করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, সমাজ জীবনের অগ্রগতি ও কল্যাণ সাধনের জন্য নারীজাগরণ এবং সেই সঙ্গে পুরুষ সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কোনো বিকল্প নেই।

◘ শব্দার্থ ও টীকা

বাতুল	: পাগল, উন্মাদ।
রাসভকর্ণ	: গাধার কান।
পার্সি	: পারস্য দেশের অর্থাৎ ইরানি।
নাকের দড়ি	: নাকাল ও বাধ্য করার অস্ত্র।
অবলা জাতি	: বলহীনা। এখানে নারী সমাজ অর্থে ব্যবহৃত।
শুক্লকেশ	: শুভ্র বা সাদা চুলবিশিষ্ট, পক্ককেশ।
রামচন্দ্র	: রামায়ণে বর্ণিত দশরথ ও কৌশল্যার পুত্র এবং সীতার স্বামী।
সীতা	: রামায়ণে বর্ণিত মিথিলারাজ জনকের কন্যা ও রামচন্দ্রের পত্নী।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

কলম্বাস : ক্রিস্টোফার কলম্বাস (১৪৪৭-১৫০৬) প্রসিদ্ধ ইতালীয় নাবিক এবং আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কর্তা।
বোধোদয় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'শিশুশিক্ষা' তৃতীয় ভাগ বইয়ের নাম 'বোধোদয়'। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে।
এফ. এ : First Arts. বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়।
এনট্রান্স : প্রবেশিকা, বর্তমান মাধ্যমিক বা এস.এস.সি।
নজম্-উল-ওলামা : জ্ঞানীদের মধ্যে নক্ষত্র।
শমস-উল-ওলামা : জ্ঞানীদের মধ্যে সূর্য।

▣ বানান সতর্কতা

বাষ্পীভূত, নিরীক্ষণ, ক্ষীণ, সূক্ষ্ম, দিঙনির্ণয়, বন্দিনী, অধিকারিণী, প্রণয়িনী, অর্ধাঙ্গী, দর্পণ, গোঁড়া, স্বত্ব-স্বামিত্ব, অন্তঃপুর, জ্যোতির্বেত্তা, আবিষ্কার, শীর্ষক, গৃহিণী, ব্যক্ত, বিদ্বেষ, ধ্বংস।

❒ নমুনা প্রশ্নাবলি ❒

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ সাগরের পানি বাষ্প হয়ে মেঘে পরিণত হয়। আবার সেই মেঘ বৃষ্টিকণা হয়ে সাগরে পতিত হয়।
উপরের বাক্যগুলো দ্বারা বোঝানো হয়েছে-
ক. একে অপরের অনুসারী
খ. প্রত্যেকে আমরা পরের তরে
গ. একের কর্তব্য অন্যের অধিকার
ঘ. প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট ঋণী

২. নারীদের শুধু রান্নাঘরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। কারণ এটা তাদের-
i. অকর্মণ্য করে তোলে
ii. মানসিক দাসত্ব প্রকাশ করে
iii. স্বামীদের আরামপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৩. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে বর্ণিত 'নাকের দড়ি' শব্দের অর্থ কী?
ক. অধিকার ও মালিকানার বস্তু
খ. মেয়েদের আটক রাখার কৌশল
গ. তন্তু বয়ন করে তৈরিকৃত রশি
ঘ. নতজানু ও বাধ্য করার অস্ত্র

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

৪. উপরের কবিতাংশের মর্মানুসারে নারীর সার্থক পরিচয় কোনটি?
ক. প্রণয়িনী খ. সহচরী
গ. অর্ধাঙ্গী ঘ. সমভাগিনী

৫. সামাজিক কল্যাণ সাধনে বেগম রোকেয়ার কোন আহ্বানটির সঙ্গে উপরের কবিতাংশের মিল আছে?
ক. নারীর মানসিক দাসত্ব মোচন
খ. নারীর যথাযথ সম্মান প্রতিষ্ঠা
গ. নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করা
ঘ. নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রেণু ও রাজু একই পিতা-মাতার সন্তান। কিন্তু তাদের পিতা-মাতা রাজুকে রেণু অপেক্ষা বেশি আদর যত্ন করে। দুই ভাইবোন খেতে বসলে বড় ভাগটা রাজু পায়। রাজু কোনো অপরাধ করলে তাদের পিতা-মাতা বেটা-ছেলে বলে তা আমলে নেয় না। রাজুর জন্য গৃহশিক্ষক থাকলেও রেণুর জন্য তা রাখা হয়নি। রেণু যতোই বয়ঃপ্রাপ্ত হচ্ছে পিতা-মাতা তার বিয়ে দেয়ার জন্য ততোই ব্যাকুল হয়ে উঠছে। রেণু বিয়ের ব্যাপারে আপত্তি করলে তার মা বলেন, মেয়েদের এতো লেখাপড়া শিখে কাজ নেই, বরং ঘর-দোর গোছানো, সুয়েটার বুনন এবং রান্না করাটা শিখে নিলেই চলবে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ক. 'শমস-উল-ওলামা' অর্থ কী?
খ. 'স্বামীর' স্থলে 'অর্ধাঙ্গ' শব্দটি প্রচলিত হওয়ার সুবিধা বর্ণনা কর।
গ. রেণুর পরিবারে নারীর যে অবস্থাটি ফুটে উঠেছে তা 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. রেণুর মায়ের মনোভাবের মধ্যে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তা বিশ্লেষণ কর।

২. শিরিন এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। বালিকা বয়সে তার স্কুলে যাওয়ার খুব শখ থাকলেও সে পারিবারিক শাসন ডিঙিয়ে স্কুলে যেতে পারে নি। মায়ের কাছে সে আরবি বর্ণমালা শিখেছে। এরপর কায়দা শিখে যখনই আমপারা শিখতে শুরু করে তখনই তার বিয়ের প্রস্তাব আসে। তার পিতা-মাতা কালবিলম্ব না করে মেয়ের বিয়ে দেয়। ভাগ্যগুণে শিরিন ভালো স্বামী পেয়ে যায়। সে স্বামীর সংসারে থেকে নিজের প্রচেষ্টা ও স্বামীর উৎসাহে বিদ্যা অর্জন করে। তাতে সে সমাজে নারীর হীন অবস্থা বুঝতে পারে। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সে নারীশিক্ষা কেন্দ্র করে তার এলাকার নারীদের শিক্ষিত করে তোলে।

ক. অবরোধ প্রথা কী?
খ. নারীর প্রতি পুরুষের কোন দৃষ্টিভঙ্গি 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে প্রবন্ধকার সমালোচনা করেন?– বর্ণনা কর।
গ. শিরিন পিতৃ-পরিবারে নারীর প্রতি মনোভাব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. শিরিনের কাজের মধ্যে 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের ইচ্ছার কি কেনো প্রতিফলন ঘটেছে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পাখি পোষা অপুর একটি প্রিয় শখ। এ জন্য সুন্দর করে সে একটি খাঁচা বানিয়েছে। অনেক দিন ধরে এ খাঁচায় সে একটি ঘুঘু পুষতো। ফরিদ নামে অপুর এক বন্ধু ছিল। সে ছিল একজন পাখি বিশারদ। একদিন অপুদের বাড়ি বেড়াতে এসে পাখির এ বন্দিদশা দেখে সে খুব কষ্ট পায়। অপুকে অনুরোধ করে পাখিটি সে খাঁচা থেকে মুক্ত করে দেয়। কিন্তু কী আশ্চর্য, পরদিন সকালে ঘর থেকে বেরিয়েই সে দেখতে পায়, পাখিটি তার খাঁচার পাশেই বসে আছে।

ক. 'স্ত্রীজাতির অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখিকা নারীদের যে রোগটির কথা জানিয়েছেন সেটা কী ?
খ. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে লেখিকা অবলাদের অবনতির চিত্র দেখাতে চেয়েছেন কেন ?
গ. খাঁচামুক্ত পাখিটির সাথে 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের কোন দিকটির মিল রয়েছে?
ঘ. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের আলোকে মুক্ত পাখিটি খাঁচার পাশে বসে থাকার কারণটি বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'স্ত্রীজাতির অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখিকা নারীদের যে রোগটির কথা জানিয়েছেন সেটা হলো দাসত্ব।

খ) 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে লেখিকা অবলা তথা নারী জাতির উন্নতির পথ আবিষ্কারের জন্যই তাদের অবনতির চিত্র দেখাতে চেয়েছেন। কেননা, কোনো রোগীর চিকিৎসার জন্য সবার আগে যেমন সঠিকভাবে তার রোগ নির্ণয় করা দরকার তেমনি কোনো জাতির উন্নতির জন্য সবার আগে দরকার সঠিকভাবে তার অবনতির চিত্রটি প্রত্যক্ষ করা। তা না হলে তাদের অবনত অবস্থাকে কিছুতেই উন্নত করা সম্ভব হবে না।

গ) খাঁচামুক্ত পাখিটির সাথে 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের যে দিকটির মিল রয়েছে তাহলো নারীদের মানসিক দাসত্ব। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী স্বাধীনতা সব সময় পুরুষ মুখাপেক্ষী। পুরুষদের ইচ্ছায় নারীরা যেমন এক প্রকার গৃহবন্দি থাকে, তেমনি ঘরের বাইরে এলেও পুরুষদের ইচ্ছাতেই তা আসতে হয়। এখানে নারীদের কোনো জীবনীশক্তি বা চেতনাবোধের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। তাই যুগ যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় নারীরা মনে করে, তারা জন্মগতভাবেই পুরুষদের দাসী। তাই অপুর পাখিটিকে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

মুক্ত করে দেয়ার মতো কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা বিশেষ কোনো সমাজের পুরুষরা যদি নারীদের স্বাধীন করে দিতে চায় তবু তারা সেটাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারে না। সেক্ষেত্রেও তারা পাখিটির মতোই ঘুরেফিরে এসে পুরুষেরই মুখাপেক্ষী হয়ে ওঠে। লেখিকা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে এটাকেই নারীদের মানসিক দাসত্ব বলে অভিহিত করেছেন। আর এ দাসত্ব থেকে তাদের মুক্ত করার লক্ষ্যেই তিনি তাদের অবনতির চিত্র দেখাতে চেয়েছেন।

ঘ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে নারীজাতির যে বিশেষ রোগটির প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন তা হলো দাসত্ব। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যুগ যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় নারীরা সব সময় নিজেদের পুরুষের মুখাপেক্ষী করে রাখে। কোথাও কখনো তাদের স্বাধীনতা দেয়া হলেও তারা এ পুরুষনির্ভরশীলতার বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। রোকেয়া এটাকে মানসিক দাসত্ব বলে অভিহিত করেছেন। উদ্দীপকের পাখিটি যেমন দীর্ঘদিন খাঁচায় বন্দি থাকার পর মুক্ত হয়েও আবার খাঁচার কাছে ফিরে এসেছে, নারী জাতির ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটিই ঘটে। এটা আসলে দীর্ঘদিনের অভ্যাসজনিত একটি মানসিক সমস্যা। একটানা দীর্ঘদিন একটি পরিবেশে থাকলে তার প্রতি মানুষের যে ধরনের একটি আলাদা টান ও নির্ভরশীলতা তৈরি হয়, খাঁচামুক্ত পাখি ও স্বাধীনতা পাওয়া নারী সমাজের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। লেখিকা তাঁর 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে এ বিষয়টিই অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দুসন্তানের জনক রাশেদ একটি বেসরকারি সাহায্য সংস্থার জনসংযোগ কর্মকর্তা। তার স্ত্রী রিনা একটি বেসরকারি কলেজের শিক্ষক। তাদের একমাত্র ছেলে জাহিদ ঢাকার একটি নামী স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে এবং একমাত্র মেয়ে অনিমা পড়ে ক্লাস থ্রিতে। তারা দুজনে মিলে প্রতি মাসে যা উপার্জন করে তাতে সংসার চালিয়েও বেশ কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। রিনার সহকর্মী জামানও দুসন্তানের জনক। তার স্ত্রী একজন গৃহিণী। তাই একজনের উপার্জনে তার সংসার চালাতে খুব কষ্ট হয়। ছেলেমেয়েরা পাড়ার একটি সাধারণ স্কুলে লেখাপড়া করলেও তাদের অনেক চাহিদাই পূরণ করা সম্ভব হয় না। সংসার খরচ মিটিয়ে মাস শেষে হাতে কোনো টাকাও অবশিষ্ট থাকে না।

ক. সংসার জীবনকে কারা দ্বিচক্র শকটের ন্যায় বলে অভিহিত করেন?
খ. সংসার জীবনকে একটি দ্বিচক্র শকট বলা হয়েছে কেন?
গ. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে রাশেদের সংসার সম্পর্কে লেখিকার যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তা তুলে ধর।
ঘ. সংসার চালাতে জামানের কষ্টের বিষয়টি 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) শুক্লকেশ বুদ্ধিমানগণ সংসার জীবনকে দ্বিচক্র শকটের ন্যায় বলে অভিহিত করেন।

খ) দুজন মানুষের মিলিত প্রয়াসেই একটি সংসার গড়ে ওঠে বলে সংসার জীবনকে একটি দ্বিচক্র শকট বলা হয়েছে। এ দ্বিচক্র শকটের একটি শকট হচ্ছে পতি এবং অপরটি পত্নী। কোনো শকট বা গাড়ির দুটি চক্র বা চাকা যদি সমান না হয়, তবে সেই শকট বা গাড়ির পক্ষে অধিক দূরে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। ঠিক একইভাবে একটি সংসারের পতি এবং পত্নী যদি সমান না হন কিংবা তারা যদি সমান তালে চলতে না পারেন তবে সেই সংসার উন্নতির পথে অধিক দূর অগ্রসর হতে পারে না বলে শুক্লকেশ বুদ্ধিমান বা জ্ঞানী বৃদ্ধগণ সংসার জীবনকে একটি দ্বিচক্র শকটের ন্যায় বলে অভিহিত করেছেন।

গ) 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে লেখিকা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের মনোভাব অনুযায়ী রাশেদের সংসারটি তুলনামূলকভাবে একটি আদর্শ সংসার। লেখিকা তার প্রবন্ধে বলেছেন শুক্লকেশ বুদ্ধিমানগণ মনে করেন, সংসারের বৈশিষ্ট্য একটি দ্বিচক্র শকটের মতো। এর একটি চক্র বা চাকা পতি আর অপরটি হচ্ছে পত্নী। একটি শকট বা গাড়ির দুটি চক্র বা চাকা সমান না হলে তা যেমন অধিক দূরে অগ্রসর হতে পারে না, তেমনি একটি সংসারে পতি এবং পত্নী যদি সমান না হয় তবে সে সংসারের চাকাটিও উন্নতির পথে খুব একটা অগ্রসর হতে পারে না। সেদিক থেকে রাশেদ এবং তার স্ত্রী রিনা দুজনেই সমান সমান। তারা দুজনেই

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সংসারের জন্য পরিশ্রম করে এবং অর্থ উপার্জন করে। ফলে তাদের সংসারে তেমন কোনো অভাব-অনটন নেই। এ জন্যেই লেখিকা তার প্রবন্ধে নারী ও পুরুষের সমতার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কেননা, তিনি মনে করেন, নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই একটি সংসার সুষমভাবে তার উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারে।

ঘ) 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে একটি সংসারকে দ্বিচক্র শকট বা দুচাকার গাড়ি বলে অভিহিত করা হয়েছে। শুক্লকেশ বুদ্ধিমানদের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রাবন্ধিক রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন, সংসারের এই দুটি চাকার একটি হচ্ছে পতি এবং অপরটি পত্নী। একটি গাড়ির দুটি চাকা সমান না হলে তা যেমন সামনে অগ্রসর না হয়ে একই স্থানে ঘুরপাক খায়, তেমনি একটি সংসারের পতি ও পত্নী সমান তালে কাজ করতে না পারলে সেই সংসারেরও উন্নতি হয় না। উদ্দীপকে বর্ণিত জামানের সাংসারিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার সংসার হচ্ছে এমন একটি শকট বা গাড়ির মতো যার দুটি চাকা অসমান। কেননা, জামান নিজে চাকুরি করে সংসারের জন্য অর্থ উপার্জন করলেও শুধু গৃহিণী হওয়ার কারণে তার স্ত্রী তা করতে পারে না। তাই এ অসমান চাকা নিয়ে তার পক্ষে সংসার নামক শকট বা গাড়ি নিয়ে অধিক দূরে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। আর এ কারণেই একক উপার্জনে সংসার চালাতে গিয়ে তাকে হিমশিম খেতে হয়। এক্ষেত্রে তার স্ত্রীও যদি তার সমান হতো অর্থাৎ রাশেদের স্ত্রীর মতো সংসারের অর্থ উপার্জনে সহযোগী হতে পারতো তবে তাদের সংসারের এ দুরবস্থা হতো না।
লেখিকা অত্যন্ত যৌক্তিক ও বাস্তবতার সাথে জামানের সংসারিক দুরবস্থার প্রকৃত কারণটি তার প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আব্দুল কাদের হোসেনপুর গ্রামের একজন সাধারণ কৃষক। তিন মেয়ে ও দুই ছেলেসহ তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা সাত জন। স্ত্রী গ্রামের সালাম শেখের বাড়িতে কাজ করে। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে মেয়েরা বাড়ির কাজ করে। মেয়েদের পড়ানোর ব্যাপারে কোনো আগ্রহ না থাকলেও ছেলেদের শিক্ষিত করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি মনে করেন, মেয়েদের বিয়ে দিলেই তার দায়িত্ব শেষ। ওদের পড়িয়ে কী লাভ!

ক. কে কন্যাকূলের রক্ষকস্বরূপ দণ্ডায়মান হয়েছিলেন?
খ. 'স্ত্রীদের বিদ্যার দৌড় সচরাচর বোধোদয় পর্যন্ত।'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
গ. 'ওদের পড়িয়ে কী লাভ!'– উক্তিটির সঙ্গে 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের সাদৃশ্য আলোচনা কর।
ঘ. ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে আব্দুল কাদেরের ভূমিকাটি 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) হযরত মুহাম্মদ (স) কন্যাকূলের রক্ষকস্বরূপ দণ্ডায়মান হয়েছিলেন।

খ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের এ উক্তির মাধ্যমে নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, পুরুষরা যেখানে বিদ্যাচর্চার সর্বোচ্চ সুযোগ পায়, স্ত্রীদের বিদ্যার দৌড় সেখানে কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত শিশু শিক্ষার তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ 'বোধোদয়' পর্যন্ত। পুরুষ যখন বাইরের জগতের জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণ করে, নারীরা তখন কেবল সুচিকর্ম ও নানা প্রকার রান্নার কৌশল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষেরা নারী শিক্ষার প্রতি খুব একটা নজর দেয় না। তারা মনে করে, নারীরা শিক্ষিত হলেও সমাজের তেমন কোনো লাভ হবে না।

গ) 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারী শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন নারী শিক্ষার বেহাল অবস্থা দেখে। উদ্দীপকের আব্দুল কাদেরের মধ্যেও নারী শিক্ষার প্রতি অনীহা দেখা যায়।
আমাদের সমাজে নারী শিক্ষার পশ্চাদপদতার মূল কারণ তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগের স্বল্পতা। পুরুষ শাসিত সমাজ নারীদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চায়নি। তারা মনে করত নারীরা শিক্ষিত হলে সমাজ কলুষিত হবে। তাই অভিভাবকরা কন্যাদের শিক্ষাগ্রহণের বিষয়টিকে নিরুৎসাহিত করতেন। তারা মনে করতেন, মেয়েরা কোনো মতে লিখতে-পড়তে জানলেই তো চলে।

 Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদ্দীপকের আব্দুল কাদের একজন কৃষক। তার স্ত্রী পরের বাসায় ঝিয়ের কাজ করে। তার ধারণা কন্যারাও বড় হয়ে মায়ের মতো কাজ করবে। তাদের পড়িয়ে লাভ নেই। নারী শিক্ষায় অনীহার স্বরূপ উন্মোচনে উদ্দীপকটি প্রবন্ধের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

ঘ) 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে নারী জাগরণের পথিকৃৎ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারী-পুরুষের শিক্ষার মধ্যে যে বৈষম্য তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকে কৃষক আব্দুল কাদেরের মধ্যেও এ ধরনের মানসিকতা দেখা যায়।
পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের কর্তৃত্ব এবং নারীর মানসিক দাসত্বের কারণে নারীরা পিছিয়ে আছে। আমাদের এ সমাজে নারীরা পুরুষের হাতের পুতুল। অন্যদিকে পুরুষের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে চলার কারণে নারীর মধ্যে মানসিক দাসত্ব তৈরি হয়। আর এর কারণ হিসেবে দায়ী শিক্ষার বৈষম্য, সামাজিকভাবে নারীর অধিকার হরণ, সচেতনতার অভাব, নারীদের পরনির্ভরশীলতা এবং তাদের আত্মপ্রত্যয়হীন মনোভাব। নারীরা সম অধিকারের দাবিদার হলেও তারা পুরুষের তুলনায় সুযোগ-সুবিধা পায় খুবই কম। একজন পিতা ছেলেদের লেখাপড়া করাতে যতোটা আগ্রহ দেখান, মেয়েদের বেলায় ততোটা দেখান না। উদ্দীপকের কৃষক আব্দুল কাদের ছেলে দুটিকে শিক্ষিত করার ব্যাপারে গুরুত্ব দিলেও মেয়েদের ব্যাপারে ঠিকই উদাসীনতা দেখিয়েছেন।
উদ্দীপকের এ বাস্তবতাই 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে চমৎকারভাবে আলোচিত হয়েছে।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
সবুজ ও নীলিমা দশ বছর ধরে সংসার করছে। কিন্তু কোনোদিন সবুজ সংসারের উন্নয়নে নীলিমার সঙ্গে পরামর্শ করেনি। সে মনে করে মেয়েরা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। নীলিমাও এ নিয়ে তাঁর স্বামীকে কিছু বলে না। মানবাধিকার কর্মী রাবেয়া মনে করেন, 'সমাজে নারীর অবমূল্যায়নের জন্য নীলিমার মতো নারীরাই দায়ী। নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় বলেই পুরুষরা তাদের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব করে।'
ক. কাদের পর্দা মোচন হয়েছে?
খ. 'মানসিক দাসত্ব' বলতে লেখিকা কী বুঝিয়েছেন?– ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের নীলিমার মনোভাব 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় বলেই পুরুষরা তাদের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব করে।'– উক্তিটি অর্ধাঙ্গী প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) পার্সি মহিলাদের পর্দা মোচন হয়েছে।

খ) নারী জাগরণের পথিকৃৎ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে নারী জাতিকে মানসিক দাসত্বের শিকার বলে অভিহিত করেছেন। যুগ যুগ ধরে পুরুষশাসিত সমাজে বাস করার জন্য নারীরা ভেতর-বাহির সব দিক থেকেই পুরুষের দাসী হয়ে পড়েছে। মূলত শিক্ষার অভাবেই তারা পুরুষের তুলনায় সবক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। তারা ভালো-মন্দ বিবেচনা না করে পুরুষের সব নির্দেশ মেনে নিয়ে ব্যক্তিত্বহীন ও অসাড় জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। শিক্ষিত নারীরাও পর্দানশীন জীবন-যাপন করায় নিজেদের ক্ষমতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তাই 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে মানসিক দাসত্বকে নারীদের মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'মানসিক দাসত্ব' বলতে মূলত নারীর ব্যক্তিত্বহীনতা ও মুক্তচিন্তার অক্ষমতাকেই বুঝানো হয়েছে।

গ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে নারীদের উদাসীনতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উদ্দীপকেও দেখা যায়, নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় বলে পুরুষরা কারণে-অকারণে তাদের উপর কর্তৃত্ব করে।
অনেক আগে থেকেই আমাদের দেশের নারীরা সবদিক থেকে বঞ্চিত ছিল। উনিশ শতকের শুরুতে তাদের এ বঞ্চনা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। পুরুষশাসিত এ সমাজে আগে থেকেই তাদের বাস্তবিক শিক্ষা-দীক্ষা, বাইরের আলোবাতাস ও জ্ঞানের অনুশীলন থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। আর এ জন্যই উদ্দীপকের নীলিমা দশ বছর ধরে সবুজের সংসার করলেও সবুজ

সংসারের উন্নয়নে নীলিমার কোনো মতামত গ্রহণ করেনি। আর নীলিমাও এ নিয়ে স্বামীকে কিছু বলেনি। এর মূল কারণ নীলিমা তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। আর এ অসচেতনতার কারণেই স্বামী তার উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব করতে পারে।

ঘ) বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে সমাজ উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণের গুরুত্বের বিষয়টিকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নারী জাতিকে জেগে ওঠারও আহ্বান জানিয়েছেন। নীলিমার মতো নারীদের মানসিকতাই যে সমাজে নারীদের অবমূল্যায়নের অন্যতম কারণ– প্রবন্ধে তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন।

'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন দেখিয়েছেন যে, আমাদের দেশে নারীরা যুগ যুগ ধরে শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও অবহেলিত। মুসলিম নারীরা সমাজের এক অদৃশ্য শেকলে বন্দি। পুরুষশাষিত সমাজে অনেকটা গায়ের জোরেই তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তাদের মেধা ও ইচ্ছা শক্তিকে কাজে না লাগানোর ফলে তারা আজ সমাজের সম্পদ না হয়ে বোঝায় পরিণত হয়েছে। এর ফলে তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে এক ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত মানসিক দাসত্ব।

উদ্দীপকের নীলিমাও এ মানসিক দাসত্বের শিকার। সে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। দশ বছর আগে সবুজের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু সংসারের উন্নয়নে তার স্বামী কোনোদিনই তার সঙ্গে কোনো পরামর্শ করেনি। নীলিমা যদি নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতো তবে সবুজের মতো পুরুষরা তার উপর এভাবে একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠ করতে পারতো না। তাই নারীদের এ মানসিক দাসত্বের খোলস ছেড়ে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। আর সেই সাথে দরকার পরিবার ও সমাজের উন্নয়মূলক কাজে নিজেদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বিয়ের ৪ বছরের মাথায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় রাবেয়ার স্বামী মারা যায়। এ জন্য দুই বছরের একটি সন্তান নিয়ে তাকে তার বাবার বাড়িতে চলে যেতে হয়। বাবার বাড়িতে গিয়ে তাকে নানা গঞ্জনার শিকার হতে হয়। তার মাও তাকে কখনো কখনো গাল-মন্দ করে। এসব সহ্য করতে না পেরে রাবেয়া এক সময় ভাইদের কাছে তার বাবার সম্পত্তির অংশ দাবী করে। সবাই বিস্মিত, এমন কথা সে কী করে বলতে পারলো! এতে করে তার বিড়ম্বনা আরো বেড়ে যায়।

ক. মহম্মদীয় আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের কত ভাগ পায়?

খ. 'মাতৃহৃদয়ে পক্ষপাতিতা নাই'– বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাবেয়ার বিষয়টি অর্ধাঙ্গী প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাবেয়া সামাজিক বৈষম্যের শিকার– 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মহম্মদীয় আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পায়।

খ) 'মহম্মদীয়' আইনে 'পৈত্রিক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাইবে, এ নিয়ম থাকলেও মাতৃস্নেহে পুত্র-কন্যার মধ্যে কোনো ব্যবধান বা পক্ষপাতিত্ব নেই। মায়ের নিকট পুত্র-কন্যা সবাই সমান স্নেহলাভের অধিকারী। কিন্তু আমাদের সমাজে পিতাকে কিছুটা ব্যবধান করতে দেখি। পিতা পুত্রের জন্য যতোটা সুযোগ-সুবিধা করে দেন, কন্যার জন্য ততোটা দেন না। এমনকি সন্তানদের সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা তো দূরের কথা মহম্মদীয় আইনও তারা মানেন না। মেয়েদের প্রতি তাদের এ বৈষম্যমূলক আচরণ সমাজ স্বাভাবিক বলেই মেনে নেয়। আসলে পুরুষদের এ দৃষ্টিভঙ্গি সমাজেরই এক অপসৃষ্টি। অথচ মাতৃহৃদয় কিন্তু সব কিছুতেই নিরপেক্ষ। পার্থিব বা অপার্থিব কোনো ক্ষেত্রেই তারা বৈষম্য করতে চান না। তার কাছ থেকে পুত্র-কন্যা সব সময় সমান স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়ে থাকে। 'মাতৃহৃদয়ে পক্ষপাতিতা নাই'– কথাটি দিয়ে মূলত এ কথাই বুঝানো হয়েছে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

গ) নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তার 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে খ্রিস্টান ও মুসলমান সমাজে নারীদের অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে সমাজে সমগ্র নারীজাতির অবস্থান স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত রাবেয়া চরিত্রটি পারিবারিক ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার। স্বামী মারা যাওয়ার পর রাবেয়া নানামুখী সংকটে পড়ে। বাবার বাড়িতেও সে এ সংকট থেকে মুক্তি পাচ্ছিলো না। নিজের ন্যায্য অধিকার থেকেও সে বঞ্চিত হচ্ছিলো। এ সমাজে নারীরা যেন সর্বত্রই বঞ্চিত। লেখিকা তাঁর 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে বলেছেন– মুসলমানদের মতে আমরা পুরুষের অর্ধেক অর্থাৎ দুজন নারী একজন নরের সমতুল্য। অথবা দুইজন ভ্রাতা ও একজন ভগিনী একত্র হইলে আমরা আড়াইজন হই।

মহম্মদীয় আইনে বলা হয়েছে যে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাবে। এই নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবে এ অবস্থা আরও করুণ। উদ্দীপকের রাবেয়া এই নির্মম সমাজ বাস্তবতারই এক সাধারন শিকার।

ঘ) বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত বাঙালি মুসলিম নারী সমাজের শৃঙ্খলিত জীবন-যাপনে বেদনার্ত হয়েছেন। তিনি তার 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে এদেশের নারী সমাজকে তার আপন শক্তিতে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত রাবেয়া চরিত্রটি পারিবারিক ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার। স্বামী মারা যাওয়ার পর একটি মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে থাকার অধিকার ক্ষীণ হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে মেয়েরা অসহায় অবস্থায় পতিত হয়। রাবেয়াকে দেখেছি শ্বশুর বাড়ি থেকে সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে আসতে। কিন্তু সেখানেও সে ভালো অবস্থায় থাকতে পারেনি। এক্ষেত্রে একটি মেয়ে পুরুষের উপর কতটুকু নির্ভরশীল সে দিকটি ফুটে উঠেছে। সমাজের অর্ধেক অংশ নারীসমাজকে সীমাহীন বৈষম্যমূলক আচরণের মাঝে রেখে কখনোই সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। পুরুষের যেমন উচ্চ হৃদয়বৃত্তি আছে, তেমনি নারীদেরও তা আছে। সেই হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে সমাজে বহু কল্যাণ হওয়া সম্ভব। অথচ রাবেয়া স্বামী ছাড়া সামাজিক ও মানসিকভাবে অসহায় হয়ে পড়ে। লেখিকা তাঁর 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের নিদারুণ স্বার্থপরতা, আধিপত্যকামী মানসিকতার প্রেক্ষাপটে নারী সমাজ বিশেষ করে মুসলমান নারী সমাজের পশ্চাদপদতা, দুর্বিষহ জীবন ও অধিকারহীনতার বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। রাবেয়া তার অসহায় অবস্থায় বাবার সম্পত্তি দাবি করাকে পরিবারের সবাই অপরাধমূলক কাজ হিসেবে ধরে নিয়েছে এবং তার ওপর সবার অসন্তুষ্টি এতে আরো বেড়ে গেছে। যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত ছিলো না। বরং সবার কাছ থেকেই তার আরও অতিরিক্ত সহযোগিতা ও সহানুভূতি পাওয়ার কথা ছিলো। এ প্রসঙ্গে রোকেয়া তার অর্ধাঙ্গী প্রবন্ধে স্পষ্ট করে বলেছেন, আমরা পুরুষের অর্ধেক অর্থাৎ দুজন নারী একজন পুরুষের সমান। মুহম্মদীয় আইনে বলা আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা-পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাবে। তবে এ নিয়মটি শুধু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবে এর অবস্থা আরও করুণ। সমাজ ব্যবস্থার এ বৈষম্যমূলক নীতি নারী জীবনকে দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলেছে। নারীর প্রতি পুরুষ, পরিবার তথা সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণই উদ্দীপক ও অর্ধাঙ্গী প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে। সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রপতির স্বার্থে এর একটি সহজ ও যৌক্তিক সমাধান হওয়া উচিত।

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

পরিবারের অমতে শিমুল তার পছন্দের পাত্রী মিনুকে বিয়ে করে। মিনু মেধাবী ছাত্রী। সে তার মেধা দিয়ে সমাজ উন্নয়নের পাশাপাশি নিজেকেও স্বাবলম্বী করতে চায়, কিন্তু শিমুল তাতে রাজি হয় না। ফলে শিক্ষিত নারী হয়েও মিনু ঘরে বসে থাকে। সেখানেও তার মতামতের কোনো মূল্য নেই। স্বামীর সকল সিদ্ধান্তই তাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।

ক. কে স্বামিত্বের ষোল আনা পরিচয় দিয়েছেন?

খ. 'তাই বলিয়া পুরুষ 'প্রভু' হইতে পারে না'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. শিমুল 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের কোন চরিত্রটির প্রতিনিধিত্ব করছে- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি কীরূপ- উদ্দীপক ও অর্ধাঙ্গী প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) রামচন্দ্র স্বামিত্বের ষোল আনা পরিচয় দিয়েছেন।

খ) উদ্ধৃত উক্তিটির মাধ্যমে লেখিকা পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের ধরন কেমন হওয়া উচিত তা বুঝাতে চেয়েছেন। শারীরিক দুর্বলতাবশত নারীজাতি পুরুষের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। নারীর প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণ তাদের কোণঠাসা করে রেখেছে। শিক্ষার অভাবে তারা মানসিকভাবে সবল হতে পারছে না। কিন্তু তাই বলে পুরুষের উচিত নয় তাদের ওপর প্রভুত্ব খাটানো। জগৎজুড়ে প্রতিটি জীবই কোনো না কোনোভাবে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হলেও ওরা কেউ কারও স্বামী বা প্রভু নয়। অথচ পুরুষ নারীর স্বামী হয়ে তার ওপর প্রভুত্ব করে। অথচ নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। মূলত এই বিষয়টি বোঝাতে লেখিকা তাঁর প্রবন্ধে উদ্ধৃত উক্তিটি করেছেন।

গ) উদ্দীপকের শিমুল 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে উল্লিখিত রাজা রামচন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করছে। রোকেয়া স্বামীদের প্রভুত্বের বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য রামায়ণের রাম ও সীতার ঘটনাটি উপস্থাপন করেছেন। রাম ও সীতার মধ্যে ভালোবাসার কমতি ছিল না। কিন্তু তারপরও রাম-সীতাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে পারেনি। উদ্দীপকে উল্লিখিত শিমুল এর মধ্যেও আমরা রামের ছাপ লক্ষ করি। শিমুল পরিবারের অমতে ভালোবেসে মিনুকে বিয়ে করে। তাদের মধ্যেও ভালোবাসার কমতি ছিল না। কিন্তু তারপরও শিমুল তার স্ত্রীকে স্বাধীনভাবে চলতে দেয়নি। স্ত্রীর প্রতি শিমুল তার স্বামিত্বের ষোলআনা অধিকার বজায় রাখতে চেয়েছে। রাজা রামচন্দ্রও ইচ্ছার বিরুদ্ধে সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে তার স্বামিত্বের ষোলআনা পরিচয় দিয়েছেন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন, রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে অপমানিত করে স্বামিত্বের ষোলআনা পরিচয় দিয়েছেন। তা না হলে রাম-সীতার অমন পবিত্র হৃদয়কে অবিশ্বাসের পদাঘাতে চূর্ণ করতে পারতেন না। সীতার সঙ্গে রাম যেন পুতুলের মতোই আচরণ করেছেন। শিক্ষিত নারী মিনুর সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করে উদ্দীপকের শিমুলও স্বামিত্বের ষোল আনা পরিচয় দিয়েছে এবং তার সাথে পুতুলের মতোই আচরণ করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শিমুলের সঙ্গে প্রবন্ধের রামচন্দ্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ) নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, নারী সমাজের 'অর্ধাঙ্গী'। নারীকে বাদ দিয়ে সমাজের সার্বিক কল্যাণ বা অগ্রগতি সম্ভব নয়। নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টাতেই সমাজের কল্যাণ সাধন হতে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের রয়েছে সীমাহীন বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি– যা উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে। নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি হলো যথেষ্ট সংকীর্ণ, স্বার্থপর ও আধিপত্যকামী। রোকেয়া 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে পুরুষ রামচন্দ্রের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করে পুরুষের স্বার্থপরতা ও স্বামিত্বের গর্বের বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। রামচন্দ্র সীতার পবিত্র হৃদয়খানি অবিশ্বাসের আঘাতে চূর্ণ করে স্বামিত্বের ষোলআনা পরিচয় দিয়েছিলেন। অথচ রাম যদি সীতার প্রতি উদার মানসিকতার পরিচয় দিতে পারতেন, তাহলে সীতা তাঁর সমতুল্য সহচর হতে পারতেন। উদ্দীপকে উল্লিখিত শিমুল এর মধ্যেও আমরা রামচন্দ্রের সাদৃশ্য দেখতে পাই। শিমুল তার স্ত্রী মিনুর স্বাবলম্বী হওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় সর্বক্ষেত্রে নারীরা বিশেষ করে মুসলিম নারীরা ছিল পুরুষের আধিপত্যকামিতার শিকার। পুরুষরা একচেটিয়াভাবে নারীদের ন্যায্য শিক্ষা-দীক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তারা মনে করেছে নারীরা শিক্ষিত হয়ে উঠলে সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

পুরুষের সংকীর্ণ মানসিকতার কারণে নারীরা তাদের পিতার পার্থিব ও অপার্থিব সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। এই সমাজ ব্যবস্থার কারণেই রামচন্দ্র তার স্ত্রী সীতাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। উদ্দীপকের শিমুলও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে মিনুকে স্বাবলম্বী হতে দেয়নি। এমনকি সংসারের কোনো সিদ্ধান্তেও তাকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়নি।

সময়ের পরিবর্তন হলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অধিকারের বিষয়টি এখনও দারুণভাবে উপেক্ষিত। সমাজ উন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থেই এ পিরিস্থিতির দ্রুত অবসান হওয়া দরকার।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
ক ১৭১০ খ্রিস্টাব্দ ● খ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ
গ ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ ঘ ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ

২. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
● ক রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে
খ বগুড়া জেলার ধুনট গ্রামে
গ ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ গ্রামে
ঘ সিরাজগঞ্জ জেলার দত্তবাড়ি গ্রামে

৩. বাংলার মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ কে?
ক কুসুমকুমারী দেবী
খ সেলিনা হোসেন
গ বেনজীর ভুট্টো
● ঘ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

৪. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কোনটি?
ক নন্দিত নরকে খ মায়া কাজল
● গ মতিচূর ঘ একমুঠো

৫. 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক খালেদ হোসাইন
● খ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
গ সুফিয়া কামাল
ঘ জাহানারা ইমাম

৬. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত ইংরেজি গ্রন্থ কোনটি?
● ক Sultana's Dream খ Captive Ladie
গ King Lear ঘ Rajmohan's Wife

৭. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কী নামে লেখা প্রকাশ করতেন?
ক মিসেস হোসেন ● খ মিসেস আর.এস. হোসেন
গ মিসেস আর.এস.এইচ ঘ বেগম রোকেয়া

৮. 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধটির লেখক কে?
● ক রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
খ সুফিয়া কামাল
গ মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা
ঘ রাজিয়া মাহবুব

৯. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
● ক ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ খ ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ
গ ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ ঘ ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

১০. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের রচয়িতা কে?
ক রাজিয়া সুলতানা খ রাবেয়া খাতুন
গ মাহমুদা সিদ্দিকা ● ঘ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

১১. নিচের কোন গ্রন্থটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত?
● ক পদ্মরাগ খ পারাপার
গ ব্রজাঙ্গনা ঘ কেয়ার কাঁটা

১২. নারী সমাজের উন্নতির উপায় উল্লেখ করার পূর্বে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাদের কোন বিষয়টি বর্ণনা করতে চেয়েছেন?
ক শিক্ষার পরিবেশ ● খ অবনতির চিত্র
গ পারিবারিক অবস্থান ঘ সামাজিক অবস্থান

১৩. কোনো একটি নতুন কাজ করতে গেলে কে প্রথমে গোলযোগ সৃষ্টি করে?
ক পরিবার খ ব্যক্তি
● গ সমাজ ঘ রাষ্ট্র

১৪. 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে গোঁড়া পর্দাপ্রিয় নারীরা কী খুঁজে পায়?
● ক পর্দা-বিদ্বেষ খ দাসত্ব
গ শিক্ষার গুরুত্ব ঘ কুসংস্কার

১৫. পার্সি মহিলাদের পর্দামুক্তি ঘটলেও কোনটি থেকে তারা মুক্ত হতে পারেনি?
ক পরিবার গঠন খ সামাজিক রীতিনীতি
● গ মানসিক দাসত্ব ঘ ধর্মান্ধতা

১৬. কোন সভ্যতাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করতে গিয়ে পার্সি পুরুষগণ স্ত্রীদের পর্দার বাইরে এনেছেন?
ক রোমান সভ্যতাকে খ সিন্ধু সভ্যতাকে
গ মিসরীয় সভ্যতাকে ● ঘ বিলেতি সভ্যতাকে

১৭. কলম্বস কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?
● ক ইতালি খ আয়ারল্যান্ড
গ পর্তুগীজ ঘ ইংল্যান্ড

১৮. কলম্বস কোন দেশ আবিষ্কার করেছেন?
ক স্পেন খ জর্দান
● গ আমেরিকা ঘ বাহরাইন

১৯. আমেরিকা মহাদেশ কে আবিষ্কার করেছিলেন?
ক ভাস্কো-দা- গামা খ হিউয়েন সাঙ
গ ইবনে বতুতা ● ঘ কলম্বস

২০. 'নবদম্পতির প্রেমালাপ' কবিতাটি কে লিখেছেন?
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ সুফিয়া কামাল
● গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

২১. কলম্বস আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করার সংকল্প করলে লোকে তাকে কী বলত?
(ক) বুদ্ধিমান (খ) জ্ঞানী
(গ) পাগল (ঘ) যোদ্ধা

২২. নারীকে শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ সমাজ কাকে আদর্শ হিসেবে দেখিয়ে থাকেন?
(ক) বেহুলাকে **(খ) সীতাকে**
(গ) মহুয়াকে (ঘ) বিলাসীকে

২৩. স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতি ব্যাখ্যায় লেখিকা কোন কবিতার প্রসঙ্গ টেনেছেন?
(ক) নবদম্পতির প্রেমালাপ (খ) নারী
(গ) দুই বিঘা জমি (ঘ) নিরুদ্দেশ যাত্রা

২৪. কাদের বিদ্যা অর্জনের কোনো সীমা নেই?
(ক) রাজাদের (খ) প্রজাদের
(গ) পুরুষদের (ঘ) নারীদের

২৫. 'দুজন নারী একজন পুরুষের সমান'- এই মতটি কোন আইনে উল্লেখ আছে?
(ক) খ্রিস্টান আইনে (খ) বৌদ্ধ আইনে
(গ) হিন্দু আইনে **(ঘ) মুসলিম আইনে**

২৬. 'শমস্-উল-ওলামা' কারা?
(ক) জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যাঁরা সূর্য
(খ) জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যিনি গ্রহ
(গ) জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যিনি চন্দ্র
(ঘ) জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যিনি উপগ্রহ

২৭ জ্ঞানীদের মধ্যে যে নক্ষত্র তাকে কী বলে?
(ক) বিদ্যাবাগীস (খ) মহাজ্ঞানী
(গ) শমস-উল-ওলামা **(ঘ) নজম-উল- ওলামা**

২৮. সাহিত্যগগনে লেখিকা কী দেখাতে চেয়েছিলেন?
(ক) নজমন্নেসা (খ) শাম্‌সন্নেসা
(গ) শমস-উল ওলামা **(ঘ) নজম-উল-ওলামা**

২৯. কন্যাকুলের রক্ষকস্বরূপ আবির্ভূত হয়েছিলেন কে?
(ক) হযরত মুহম্মদ (স) (খ) হযরত দাউদ (আ)
(গ) স্বামী বিবেকানন্দ (ঘ) গৌতম বুদ্ধ

৩০. কে কন্যা পালনে আদর্শ হয়ে আছেন?
(ক) মহানবী (স) (খ) ইব্রাহীম (আ)
(গ) ঈসমাইল (আ) (ঘ) দাউদ (আ)

৩১. 'ছত্র' কথাটির মানে কী?
(ক) ছত্রাক (খ) পাগলামি
(গ) শৈবাল **(ঘ) ছাতা**

৩২. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এর স্বামীর নাম কী?
(ক) হেলাল হাফিজ **(খ) সাখাওয়াত হোসেন**
(গ) হোসেন সোহরাওয়ার্দী (ঘ) সাফায়েত হোসেন

৩৩. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রংপুর জেলার কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) পায়রাবন্দ (খ) কালিগঞ্জ
(গ) মাঝআইল (ঘ) মজুপুর

৩৪. কারা স্ত্রীদের অংশিনী বা Partner বলে থাকে?
(ক) ওলন্দাজরা (খ) ফরাসিরা
(গ) পর্তুগিজরা **(ঘ) ইংরেজরা**

৩৫. 'বোধোদয়' কার রচিত গ্রন্থ?
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) রাজা রামমোহন রায়
(গ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে উল্লিখিত এফ.এ. এর পূর্ণাঙ্গ অর্থ কী?
(ক) Fine Arts **(খ) First Arts**
(গ) Final Arts (ঘ) Fast Art

৩৭. 'পয়জার' শব্দের অর্থ কী?
(ক) পাদুকা (খ) পাজামা
(গ) কামিজ (ঘ) মাফলার

৩৮. 'কাদম্বিনী' অর্থ কী?
(ক) কাঁদুনে মেয়ে **(খ) মেঘমালা**
(গ) নদী (ঘ) সমুদ্র তরঙ্গ

৩৯. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্বামীর স্থলে কী শব্দ ব্যবহার করতে ইচ্ছুক?
(ক) প্রভু (খ) প্রাণনাথ
(গ) অর্ধাঙ্গ (ঘ) প্রাণেশ্বর

৪০. মুসলিম আইনে 'একজন নর' সমান কয়জন নারী?
(ক) একজন **(খ) দুইজন**
(গ) আড়াইজন (ঘ) তিনজন

৪১. স্ত্রী জাতির শিক্ষার দৌড় সচরাচর কোন পর্যন্ত?
(ক) F.A পর্যন্ত (খ) B.A পর্যন্ত
(গ) M.A পর্যন্ত **(ঘ) 'বোধোদয়' পর্যন্ত**

৪২. সীতার সঙ্গে রাম কেমন ব্যবহার করত?
(ক) স্ত্রীসুলভ (খ) দেবির মতো
(গ) বাচ্চার মতো **(ঘ) পুতুলের মতো**

৪৩. রামচন্দ্র কে?
(ক) রাধার স্বামী **(খ) সীতার স্বামী**
(গ) সীতার শিক্ষক (ঘ) কৃষ্ণের ভাই

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

অর্ধাঙ্গী

৪৪. তরুলতা যেমন বৃষ্টির সাহায্য প্রার্থী মেঘও তেমনি কার সাহায্য প্রার্থী-
ক বৃষ্টির
খ তরুলতার (সঠিক)
গ নদীর
ঘ মরুভূমির

৪৫. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে দক্ষিণ বাহুর দৈর্ঘ্য কত বলেছেন?
ক পঁচিশ ইঞ্চি
খ সাতাশ ইঞ্চি
গ ত্রিশ ইঞ্চি (সঠিক)
ঘ চব্বিশ ইঞ্চি

৪৬. 'শকট' শব্দের অর্থ কী?
ক গাড়ি (সঠিক)
খ বাড়ি
গ পুতুল
ঘ স্তম্ভ

৪৭. 'তুলাদণ্ড' শব্দের অর্থ কী?
ক তুলার তৈরি দণ্ড
খ দাঁড়িপাল্লা (সঠিক)
গ তুলাগাছ
ঘ তুলার তৈরি বালিশ

৪৮. 'রাসভকর্ণ' কী?
ক গাধার কান (সঠিক)
খ হাতির কান
গ বিড়ালের কান
ঘ ছোট ছোট কান

৪৯. 'শুক্লকেশ' অর্থ কী?
ক পাকা চুল (সঠিক)
খ শুক্রবার
গ কাঁচা চুল
ঘ কালো চুল

৫০. 'মানসিক দাসত্ব' বলতে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কী বুঝিয়েছেন?
ক নারীর অচেতন অবস্থা
খ নারীর ব্যক্তিত্বহীনতা (সঠিক)
গ নারীর আরামপ্রিয়তা
ঘ নারীর পরাধীনতা

৫১. পার্সি মহিলাদের মানসিক দাসত্ব মোচন হয়নি কেন?
ক তাদের পর্দার জন্য
খ তাদের পরাধীনতার জন্য
গ তাদের অসচেতনতার জন্য (সঠিক)
ঘ সাংসারিক কাজকর্মের জন্য

৫২. 'বাতুল' বলতে কী বোঝায়?
ক মত্ততা
খ বুদ্ধিহীনতা
গ পাগল (সঠিক)
ঘ বিচারহীন

৫৩. পুরুষগণ স্ত্রী জাতির ওপর উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন না কেন?
ক পুরুষরা শক্তিশালী বলে
খ পুরুষদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য (সঠিক)
গ পুরুষরা স্ত্রীদের খাওয়ায় বলে
ঘ নারীরা পরাধীন বলে

৫৪. 'নাকের দড়ি' বলতে কী বোঝায়?
ক দড়ি বিশেষকে
খ পরাস্ত হওয়াকে
গ বাধ্য করার অস্ত্র (সঠিক)
ঘ নাকে পরার অলঙ্কার

৫৫. রামচন্দ্র সীতার সাথে পুতুলের মতো ব্যবহার করতো কেন?
ক স্বামী বলে (সঠিক)
খ ভাই বলে
গ প্রিয়তম বলে
ঘ রক্ষক বলে

৫৬. কলম্বসকে মানুষ বাতুল বলেছিল কেন?
ক অবিশ্বাস্য কাজে হাত দিয়েছিল বলে (সঠিক)
খ মহাকাশ যাত্রা করেছিল বলে
গ পাগলামি করেছিল বলে
ঘ আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল বলে

৫৭. 'পুতুল' বালকের কিছুই করতে পারে না কেন?
ক পুতুল মাটির তৈরি বলে
খ পুতুল অচেতন বলে (সঠিক)
গ পুতুল ছোট পদার্থ বলে
ঘ পুতুল কথা বলতে পারে না বলে

৫৮. 'বোধোদয়' কী জাতীয় রচনা?
ক শিশু শিক্ষা (সঠিক)
খ বয়স্ক শিক্ষা
গ সমালোচনামূলক বই
ঘ সহজপাঠ্য

৫৯. 'মাৎ মারো' শব্দটি দিয়ে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কী বুঝিয়েছেন?
ক পালিও না
খ মেরো না (সঠিক)
গ মাছ ধরো না
ঘ দোয়া করো

৬০. খ্রিস্টিয়ান সমাজে রমণী আপন স্বত্ব ষোলআনা ভোগ করতে পারে না কেন?
ক পুরুষতান্ত্রিকতার কারণে (সঠিক)
খ স্বাধীনতার অভাবে
গ আরামপ্রিয়তার জন্য
ঘ সংকীর্ণতার জন্য

৬১. অপার্থিব সম্পত্তি বলতে বুঝায়-
ক অবস্তুগত সম্পত্তি (সঠিক)
খ বস্তুগত সম্পত্তি
গ পবিত্র সম্পত্তি
ঘ অপবিত্র সম্পত্তি

৬২. স্ত্রীলোকদের জীবনটা শুধু রান্নাঘরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয় কেন?
ক তাদের মধ্যে রয়েছে বিস্তর সম্ভাবনা (সঠিক)
খ তারা শিক্ষা অর্জন করতে পারে বলে
গ তারা রান্না করার জন্যই পৃথিবীতে আসেনি
ঘ রান্না করা ভালো কাজ নয়

৬৩. 'হাফেজ' বলতে কী বোঝায়?
ক সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ যাঁর মুখস্থ (সঠিক)
খ হরফ জ্ঞান আছে যার
গ মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে যে
ঘ নামায পড়ান যিনি

www.facebook.com/tanbir.ebooks

 Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৬৪. 'সূত্রধর' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
(ক) যারা জাল তৈরি করে **(খ) যে কাঠের কাজ করে**
(গ) যে জাহাজ তৈরি করে (ঘ) যে দড়ির কাজ করে

৬৫. নারীরা হস্তপদের সদ্ব্যবহার করে না কেন?
(ক) নারীরা অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে বলে
(খ) সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী বলে
(গ) তারা অলস বলে
(ঘ) রান্না করার কাজে ব্যস্ত থাকে বলে

৬৬. 'তন্তুবায়' কারা?
(ক) যে কাঠের কাজ করে (খ) যে মাঝিগিরি করে
(গ) যে কাপড় বোনে (ঘ) যে কাঁথা সেলাই করে

৬৭. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে 'অবলা' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) দুর্বল সমাজ **(খ) নারী সমাজ**
(গ) প্রতিবন্ধী (ঘ) বলহীন শিশু

৬৮. ইংরেজরা উত্তমার্ধ বলতে কাদের বুঝিয়ে থাকে?
(ক) স্ত্রীদের (খ) পুরুষদের
(গ) মৌলভীদের (ঘ) শিশুদের

৬৯. রোকেয়া সাখাওয়াত নিম্নের কোনটিকে সুকঠিন বলেছেন?
(ক) কৃষি (খ) ভূগোল
(গ) অর্থনীতি **(ঘ) গার্হস্থ্য**

৭০. গার্হস্থ্য জীবনে রাজ্য শাসনের ভার কীভাবে রয়েছে?
(ক) সূক্ষ্মভাবে (খ) স্থূলভাবে
(গ) স্পষ্টভাবে (ঘ) অস্পষ্টভাবে

৭১. হিতৈষণার মাত্রা বৃদ্ধি পেলে পিতা দুহিতাকে কী করতে চেষ্টা করেন?
(ক) ডাক্তার (খ) শিক্ষক
(গ) হাফেজা (ঘ) সেবিকা

৭২. মেয়েদের জীবনটাকে কিসে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়?
(ক) রান্নাঘরে (খ) বিদ্যালয়ে
(গ) কৃষিক্ষেত্রে (ঘ) অফিস-আদালতে

৭৩. পশ্চাদপদতার জন্য কারা অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে?
(ক) শিশুরা **(খ) নারীরা**
(গ) টোকাইরা (ঘ) শ্রমিকরা

৭৪. মেয়েরা স্বামীর নিন্দা বা প্রশংসা করে কী দেখায়?
(ক) দেমাগ (খ) বিদ্বেষ
(গ) বিরাগ **(ঘ) বাকপটুতা**

৭৫. 'অর্ধাঙ্গী' কোন ধরনের সাহিত্য কর্ম?
(ক) ছোট গল্প **(খ) প্রবন্ধ**
(গ) উপন্যাস (ঘ) নাটক

৭৬. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কলম ধরেছিলেন কেন?
(ক) লেখক হওয়ার জন্য
(খ) অভিনেত্রী হওয়ার জন্য
(গ) নারী সমাজকে জাগানোর জন্য
(ঘ) খ্যাতি অর্জনের জন্য

৭৭. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আমাদের সাংসারিক জীবনকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?
(ক) যন্ত্র (খ) কারখানা
(গ) রেললাইন **(ঘ) দ্বিচক্র যান**

৭৮. নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন?
(ক) পক্ষপাতমূলক (খ) উদার
(গ) সংকীর্ণ (ঘ) ইতিবাচক

৭৯. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের মতে মাতৃহৃদয় কেমন?
(ক) ঈর্ষাকাতর **(খ) পক্ষপাতহীন**
(গ) পক্ষপাতমূলক (ঘ) কঠোর

৮০. 'বিলাতী-সভ্যতা' বলতে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কী বুঝাতে চেয়েছেন?
(ক) প্রাচ্য সভ্যতা **(খ) পাশ্চাত্য সভ্যতা**
(গ) প্রাচীন সভ্যতা (ঘ) উন্নত সভ্যতা

৮১. 'তাহারা যে জড় পদার্থ সেই জড় পদার্থই আছেন';- উক্তিটি কাদের সম্পর্কে করা হয়েছে?
(ক) বাঙালি নারীদের সম্পর্কে
(খ) পার্সি নারীদের সম্পর্কে
(গ) খ্রিস্টান নারীদের সম্পর্কে
(ঘ) হিন্দু নারীদের সম্পর্কে

৮২. কীভাবে রামচন্দ্র সীতার ওপর স্বামিত্বের ষোলআনা প্রদর্শন করেছিলেন?
(ক) সীতাকে বনবাস দিয়ে
(খ) সীতাকে অপমান করে
(গ) সীতার অনুভব শক্তির মূল্য দিয়ে
(ঘ) সীতার ইচ্ছাশক্তির মূল্য দিয়ে

৮৩. নারীমনের দাসত্ব মোচনের জন্য প্রয়োজন-
(ক) পর্দামোচন (খ) কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ
(গ) শিক্ষাগ্রহণ (ঘ) গৃহে অবস্থান করা

৮৪. নারীরা কীভাবে পুরুষের যোগ্য সহচরী হয়ে উঠতে পারে?
(ক) পরিশ্রমের মাধ্যমে
(খ) বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে
(গ) শিক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে
(ঘ) আর্থিকভাবে সাহায্য করে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৮৫. সমাজ রাষ্ট্র ও সভ্যতার উন্নয়নের জন্য জরুরি−
ক নারীর চেয়ে পুরুষের বেশি অগ্রগতি
খ পুরুষের চেয়ে নারীর বেশি অগ্রগতি
গ নারী-পুরুষের মিশ্র অগ্রগতি
ঘ নারী পুরুষের সমান অগ্রগতি

৮৬. নারী সমাজকে বিস্তৃত কর্মপরিধিতে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রবন্ধে কোন উক্তিটি করা হয়েছে?
ক প্রভুদের ভীরুতা কিংবা তেজস্ক্রিয়তা জননীর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে
খ তাই বলিয়া জীবনটাকে শুধু রান্নাঘরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নহে
গ করিম ববখ্‌শা এ বরহালে মা
ঘ অবলার হাতেও সমাজের জীবন-মরণের কাঠি আছে

৮৭. নারীদের ওপর পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতন কমাতে আমাদের করণীয় কোনটি?
ক নারীর ক্ষমতায়ন করা
খ নারী শিক্ষা বৃদ্ধি করা
গ ধর্মীয় কুসংস্কার বন্ধ করা
ঘ সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করা

৮৮. আমাদের সমাজে নারীদের উন্নতিকল্পে নিচের কোনটিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে না?
ক শিক্ষার উন্নতি　খ ক্ষমতায়ন
গ কাজের সুযোগ সৃষ্টি　ঘ পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি

৮৯. আমাদের সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি কারণ রয়েছে যেটি নারীদের প্রতি অবহেলার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নিচের কোন বক্তব্যটি এ সত্যকে ধারণ করে-
ক জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না নেয়া
খ বহুবিবাহ প্রথা
গ ছেলে সন্তানের আশায় অনেক সন্তান জন্ম দেয়া
ঘ বাল্যবিবাহ প্রথা

৯০. 'আবিষ্কার' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত?
ক সন্ধিযোগে　খ উপসর্গযোগে
গ সমাসযোগে　ঘ প্রত্যয়যোগে

৯১. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধটিকে কীরূপ রচনা বলে স্বীকার করা যায়?
ক শিক্ষামূলক　খ উদ্দেশ্যমূলক
গ ব্যঙ্গমূলক　ঘ গবেষণামূলক

৯২. 'বিকৃত' শব্দটির 'বি' কোন শ্রেণির উপসর্গ?
ক ফারসি　খ তৎসম
গ বাংলা　ঘ আরবি

৯৩. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধটির মূল বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক যুক্তি প্রদর্শন　খ নিষ্ঠা প্রদর্শন
গ শিক্ষার আলো　ঘ মূল্যবোধের অভাব

৯৪. 'পুত্তলিকা' কী জাতীয় শব্দ?
ক তদ্ভব　খ তৎসম
গ দেশি　ঘ বিদেশি

৯৫. 'সমভাগিনী' শব্দটিতে কোন প্রত্যয় যোগ হয়েছে?
ক নি　খ ইনী
গ আনি　ঘ আনী

৯৬. 'নারাজ' শব্দটির 'না' কোন শ্রেণির উপসর্গ?
ক ফারসি　খ আরবি
গ বাংলা　ঘ তৎসম

৯৭. 'পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না'- এ বাক্যটির প্রশ্নসূচক বাক্য কী হবে?
ক পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় কি?
খ পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় কী?
গ পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় কীভাবে?
ঘ পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় কেন?

৯৮. 'প্রণয়িনী' শব্দটির সঙ্গে কোন প্রত্যয় যোগ হয়েছে?
ক আনী　খ ইনী
গ আনি　ঘ নী

৯৯. 'ইনী' প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ কোনটি?
ক অধিকারিণী　খ দোকানি
গ জেলেনী　ঘ পাণিনি

১০০. 'পরিবর্তিত' শব্দটির সঙ্গে কোন প্রত্যয় যোগ হয়েছে?
ক ত　খ ইত
গ ঈত　ঘ ত্ব

১০১. 'Better half' শব্দটির পরিভাষা কোনটি?
ক পরমার্ধ　খ পরমার্থ
গ নিকৃষ্টার্থ　ঘ উত্তমার্ধ

১০২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক অন্তপুর　খ অন্তঃপুর
গ অনন্তপুর　ঘ অন্তঃপূর

১০৩. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে একটি স্থানে নারীকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
ক পুরুষের সঙ্গে　খ দর্পণের সঙ্গে
গ পরাজয়ের সঙ্গে　ঘ পুতুলের সঙ্গে

১০৪. 'একে তো আ-কার ই-কার নাই,- 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে এ বাক্যে কিসের কথা বলা হয়েছে?
ক উর্দু　খ হিন্দি
গ বাংলা　ঘ ইংরেজি

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

অর্ধাঙ্গী

১০৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নবদম্পতির প্রেমালাপ' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে–
(ক) স্বামীর প্রিয়ভাজন হবার শিক্ষা
(খ) স্বামীর উপযুক্ত সহচরী হবার শিক্ষা
(গ) স্বামী-স্ত্রীর সাংসারিক শিক্ষা
(ঘ) স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যের শিক্ষা

১০৬. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে বালকদের মন রান্নাঘরে ঘোরার কারণ হল-
(ক) আধুনিক শিক্ষার অভাব
(খ) ধর্মীয় শিক্ষার অভাব
(গ) মাতার উপযুক্ত শিক্ষার অভাব
(ঘ) ঘরোয়া পদ্ধতির শিক্ষা গ্রহণ

১০৭. 'যাহা হোক, পড়া হইতে রক্ষা পাওয়া গেল' কীভাবে?
(ক) সামাজিক বাধার কারণে
(খ) দ্রুত বিয়ের কারণে
(গ) চাকুরির সুযোগ না থাকার কারণে
(ঘ) অশিক্ষার কারণে

১০৮. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে বলা হয়েছে, টিয়া পাখির মতো আবৃত্তি করানো হয়-
(ক) কুরআন
(খ) কবিতা
(গ) উর্দুভাষা
(ঘ) বর্ণমালা

১০৯. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে লেখিকা শকটের চাকার ছোট-বড়র মাধ্যমে দেখিয়েছেন-
(ক) গতিশীলতার উদাহরণ
(খ) সামাজিক অবস্থা
(গ) সামাজিক নৈতিকতা
(ঘ) নারী-পুরুষের বৈষম্য

১১০. বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী শিক্ষার অবস্থান-
(ক) অত্যন্ত নিম্নমানের
(খ) পূর্বের চেয়ে উন্নত
(গ) পুরুষের তুলনায় সামান্য
(ঘ) পুরুষের চেয়ে অনেক উন্নত

১১১. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে নারী জাগরণের কোনটিকে প্রধান অন্তরায় মনে করা হয়–
(ক) পর্দা
(খ) শিক্ষা
(গ) স্বামীর প্রভুত্ব
(ঘ) ধর্ম

১১২. এফ.এ বা First Arts বর্তমানে কোন শিক্ষার সমতুল্য?
(ক) মাধ্যমিক
(খ) নিম্ন মাধ্যমিক
(গ) উচ্চ মাধ্যমিক
(ঘ) স্নাতকোত্তর

১১৩. ভারতীয় উপমহাদেশে স্ত্রী জাতির অবনতির মূলে কোনটি বেশি দায়ী?
(ক) মানসিক দাসত্ব
(খ) আর্থিক দৈন্য
(গ) সামাজিক সমস্যা
(ঘ) পারিবারিক সঙ্কট

১১৪. হিন্দুদের দেবিপূজায় প্রকৃত অর্থে কে ভয় ও পূজা পায়?
(ক) রাক্ষসী
(খ) নাগিনী
(গ) নৃমুণ্ডমালিনী
(ঘ) রমণী

১১৫. ভারতবর্ষের নারী-পুরুষদের সুখ-দুঃখের মধ্যে নিম্নের কোন বিষয়টি পার্থক্য সৃষ্টি করেছে?
(ক) পারিবারিক শিক্ষা
(খ) ধর্মীয় কুসংস্কার
(গ) আর্থিক অনটন
(ঘ) সামাজিক বিধিব্যবস্থা

১১৬.শারীরিক বলের দোহাই দিয়ে কারা নিজেদেরকে নারীর থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন?
(ক) রাখাল বালকেরা
(খ) অদূরদর্শী ব্যক্তিরা
(গ) জাহাজের শ্রমিকরা
(ঘ) কলের শ্রমিকরা

১১৭. তন্তুবয়নকারীদের কাছ থেকে আমরা কী পাই?
(ক) আঁশ
(খ) টুপি
(গ) কাপড়
(ঘ) পা-জামা

১১৮. আশৈশব কারা আত্মনিন্দা শুনে এসেছে?
(ক) পথশিশুরা
(খ) পুরহিতরা
(গ) নারীরা
(ঘ) শ্রমিকরা

১১৯. মেঘমালা কার নিকট ঋণী?
(ক) তৃণ
(খ) তরু
(গ) গুল্ম
(ঘ) নদী

১২০.'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে লেখক নারীদের অনগ্রসরতার জন্য নিম্নের কোনটিকে বেশি দায়ী করেছেন?
(ক) পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে
(খ) নারীদের প্রত্যাশাকে
(গ) পুরুষদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে
(ঘ) নারীদের দৈহিক ক্ষমতাকে

১২১.নারীদেরকে সুশিক্ষা হতে পশ্চাৎপদ রাখার পেছনে দায়ী কারা?
(ক) পুরহিতরা
(খ) পুরুষরা
(গ) পণ্ডিতরা
(ঘ) নারীরা

১২২.রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নিজেকে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন?
(ক) বিদ্রোহী লেখিকা হিসেবে
(খ) বিনয়ী হিসেবে
(গ) সমাজ সচেতন সাহসী সাহিত্যিক হিসেবে
(ঘ) শিক্ষিত নারী লেখক হিসেবে

১২৩. 'অধার্ঙ্গী' প্রবন্ধে নারীর পিছিয়ে পড়ার পেছনে কয়টি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে?
(ক) একটি
(খ) দুইটি
(গ) তিনটি
(ঘ) চারটি

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

অর্ধাঙ্গী

১২৪. শিক্ষা ও কর্মজীবনে নারীর পশ্চাৎপদতার সমস্যা রোকেয়া কীভাবে তুলে ধরেছেন?
ক যুক্তিনিষ্ঠভাবে খ বস্তুনিষ্ঠভাবে
গ স্বাধীনভাবে ঘ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে

১২৫. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে নারী সমস্যার স্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে-
ক অশিক্ষা ও কুসংস্কারকে খ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে
গ ধর্মীয় গোঁড়ামীকে ঘ পুরুষের উদার দৃষ্টিভঙ্গিকে

১২৬. কোন শতকের প্রেক্ষাপটে বেগম রোকেয়া নারীর সমস্যাকে তুলে ধরেছেন?
ক উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের শুরুর
খ বিশ শতকের
গ আঠারো শতকের
ঘ একুশ শতকের

১২৭. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে লেখিকা নারী জাতি সম্পর্কে হযরত মুহম্মদ (স) এর কোন ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন?
ক কন্যা সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা
খ কন্যা সন্তানের সুশিক্ষার ব্যবস্থা
গ কন্যা সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীলতা
ঘ কন্যাসন্তানের প্রতি দায়িত্বহীনতা

১২৮. স্ত্রীজাতির অবনতির প্রধান কারণ কোনটি?
ক অশিক্ষা খ কুসংস্কার
গ মানসিক দাসত্ব ঘ মূর্খতা

১২৯. 'নারী আপন স্বত্ব-স্বামিত্ব বুঝিয়া আপনাকে নরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে চাহে, উহাও বাতুলতা বই আর কী?- এ বাক্যে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কী প্রকাশ করেছেন?'
ক উপহাস খ আক্ষেপ
গ করুণা ঘ সমবেদনা

১৩০. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত গ্রন্থ-
i. পদ্মরাগ ii. সুলতানার স্বপ্ন iii. রুদ্র মঙ্গল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii

১৩১. 'মানসিক দাসত্ব' বলতে লেখিকা বুঝিয়েছেন-
i. নারীর ব্যক্তিত্বহীনতাকে ii. আধুনিকতাকে
iii. মুক্তবুদ্ধির চর্চার অক্ষমতাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i, iii গ i, ii ঘ iii

১৩২. ইংরেজিতে স্ত্রীকে বলা হয়-
i. অংশিনী ii. উত্তমার্ধ iii. নিকৃষ্টার্থ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i, iii গ i, ii ঘ i, ii, iii

১৩৩. লেখিকার নারীমুক্তি আন্দোলনকে ভুল ব্যাখ্যাকারীরা কী মনে করতে পারে?
i. পর্দা বিদ্বেষ ii. নারীর ভুল পথে গমন
iii. পত্নী বিদ্রোহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i, iii ঘ i, ii

১৩৪. অপার্থিব বা অবস্তুগত সম্পদের উদাহরণ হচ্ছে-
i. পিতামাতার স্নেহ ii. পিতামাতার যত্ন
iii. পিতামাতার সম্পত্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i, ii খ i, iii গ ii, iii ঘ i, ii ও iii

১৩৫. মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করতে লেখিকা কী করেছেন?
i. সাহিত্য রচনা করেছেন
ii. বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন
iii. উপবৃত্তি প্রদান করেছেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i, iii খ i, ii গ iii ঘ কোনোটিই নয়

১৩৬. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে লেখিকা নারীসমাজকে অনুপ্রাণিত করেছেন-
i. জ্ঞানচর্চায়
ii. অধিকার সচেতনতায়
iii. মুক্ত বুদ্ধি চর্চায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii, iii

১৩৭. বাঘিনী, নাগিনী, সিংহী প্রভৃতি দেবদেবী লাভ করে-
i. ভয় ও পূজা
ii. ঘৃণা ও পূজা
iii. অনুরাগ ও প্রেম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ ii, iii

১৩৮. স্বামী যখন তুলাদণ্ডে ধূমকেতুর গতি মাপেন স্ত্রী তখন–
i. তাকে সহযোগিতা করেন
ii. রন্ধনশালায় বিচরণ করেন
iii. স্ত্রী সুখনিদ্রায় সময় পার করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i, ii গ iii ঘ ii

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

১৩৯. নারী মুক্তির আসল কথা হচ্ছে-
i. নারীর মানসিক দাসত্ব মোচন
ii. নারীকে বেপর্দা করা
iii. নারীকে মনের দিক দিয়ে সচেতন হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i, iii খ ii, iii গ i ঘ iii

১৪০. কন্যাদের শিক্ষা পদ্ধতি হলো-
i. আরবি বর্ণমালা ii. কুরআন পাঠ
iii. ইংরেজি ভাষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i, ii গ iii ঘ i, iii

১৪১. 'তাহারা যে জড় পদার্থ সেই জড় পদার্থই আছেন'- তাহারা কারা?
i. পার্সি মহিলারা ii. ইংরেজ মহিলারা
iii. বঙ্গ বালিকারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i, ii ঘ iii

১৪২. দ্বি-চক্র শকটের গতিহীনতার কারণ-
i. চক্র সমান ii. চক্র বাঁকা iii. চক্র ছোট-বড়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i, ii ঘ iii

১৪৩. 'অধিকাংশ লোকে স্ত্রীকে বিবাহ করে মাত্র'- 'হৈমন্তী' গল্পে বর্ণিত এ উক্তিটির সামঞ্জস্য মেলে-
i. বিলাসী গল্পে ii. অর্ধাঙ্গী প্রবন্ধে
ii. যৌবনের গান প্রবন্ধে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ কোনোটিই নয়

১৪৪. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে যে দেবীর কথা বলা হয়েছে-
i. শীতলা ii. কালী iii. শ্যামা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii

১৪৫. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে দুজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের রচনার নাম আছে, তারা হলেন-
i. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ii. কাজী নজরুল ইসলাম
iii. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i, iii খ ii, iii গ i, ii ঘ কোনটিই নয়

১৪৬. 'ইনী' প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ 'অর্ধাঙ্গী' অর্থ প্রকাশ করেছে-
i. অনুগামিনী ii. সমভাগিনী iii. গৃহিনী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii, iii

১৪৭.রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে বলেছেন-
i. নারীরা অন্ধভাবে পুরুষকে শ্রেষ্ঠ মনে করে
ii. নারীরা নিজেকে তুচ্ছ মনে করে
iii. নারীরা নিজেরা কাজে, কর্মে, শিক্ষায় অত্যাধুনিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii, iii ঘ i, ii

১৪৮. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে মূলত যে বিষয়টির প্রকাশ ঘটেছে-
i. ধনীর মানসিকতা
ii. মধ্যবিত্তের কর্মজীবন
iii. স্ত্রীর মানসিক দাসত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i, ii খ ii, iii গ iii ঘ i, iii

১৪৯. হিতৈষিতা শব্দটির অর্থ হচ্ছে-
i. হিত কামনা
ii. কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা
iii. সাহসী কাজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i, ii গ iii ঘ ii, iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫০, ১৫১ ও ১৫২ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধটির রচয়িতা মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। নারী শিক্ষার বিষয়টি উনিশ শতকের সমাজ ভাবনায় প্রায় অকল্পনীয় ছিল। ফলে নারী সমাজ হয়ে পড়ে অসহায় ও অকর্মণ্য। তাদের পশ্চাদপদতার জন্য লেখিকা পুরুষ সমাজের পাশাপাশি নারীর নিজের মানসিক দাসত্বকে দায়ী করেছেন।

১৫০. 'অর্ধাঙ্গী' মূলত কী জাতীয় প্রবন্ধ?
ক উদ্দেশ্যমূলক খ বিনোদনমূলক
গ গবেষণামূলক ঘ বিচারমূলক

১৫১. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের সময়ে নারীদের অবস্থান কেমন ছিল?
ক পুরুষের সহচরী হিসেবে
খ সেবাদাসী হিসেবে
গ নেত্রী হিসেবে
ঘ পুরুষের প্রেমিকা হিসেবে

১৫২. নারীর অসহায় অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে লেখিকা পরামর্শ দিয়েছেন-
i. নারীকে শিক্ষিত হতে
ii. নারীকে মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে
iii. পুরুষের প্রতি অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল হতে
নিচের কোনটি সঠিক?

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ক i খ ii গ i, ii ঘ ii, iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫৩, ১৫৪ ও ১৫৪ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

হাসান সাহেবের এক পুত্র ও এক কন্যা। তিনি পুত্রের প্রতি যতোটা স্নেহ-মায়া প্রদর্শন করেন, কন্যার প্রতি ততোটা করেন না। পুত্রের লেখাপড়া খাবার-দাবারের প্রতি যতোটা মনোযোগী কন্যার ব্যাপারে ততোটা নন।

১৫৩. হাসান সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গিকে লেখিকা চিহ্নিত করেছেন কোন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে?
ক পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আলোকে
খ আধুনিক সমাজব্যবস্থার আলোকে
গ মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আলোকে
ঘ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে

১৫৪. স্নেহ-মমতার ব্যাপারটাকে 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে কোন ধরনের সম্পদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে?
ক পার্থিব খ অপার্থিব
গ বস্তুগত ঘ বিক্রয়যোগ্য

১৫৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈষম্য হলো–
i. লেখাপড়ার বৈষম্য
ii. অপার্থিব সম্পত্তির বৈষম্য
iii. পার্থিব সম্পত্তির বৈষম্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

যৌবনের গান
কাজী নজরুল ইসলাম

▣ লেখক পরিচিতি

ছেলেবেলায় লেটো গানের দলে যোগ দেয়ার মাধ্যমেই কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সূচনা করেন। গ্রামের

মক্তবে পড়ার পর তিনি বর্ধমান ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাই স্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৭ সালে তিনি সেনাবাহিনীর বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি যান। সেখানেই তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা ঘটে। তাঁর লেখায় তিনি সামাজিক অবিচার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এ জন্য তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয়। বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে প্রাবন্ধিক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর অসুস্থ কবিকে ঢাকায় আনা হয় এবং পরে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। তাঁকে স্বাধীন বাংলাদেশের 'জাতীয় কবি'র মর্যাদায় ভূষিত করা হয়।

জন্ম : ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে, ১৩০৬ সনের ১১ জ্যৈষ্ঠ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে।

মৃত্যু : ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে তাঁকে পরিপূর্ণ সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

▣ রচনাবলি

কাব্যগ্রন্থ : অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, ছায়ানট, প্রলয়-শিখা, চক্রবাক, সিন্ধু-হিন্দোল ইত্যাদি।

প্রবন্ধগ্রন্থ : যুগ-বাণী, দুর্দিনের যাত্রী, রুদ্র-মঙ্গল, রাজবন্দীর জবানবন্দী ইত্যাদি।

গল্প গ্রন্থ : ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা।

উপন্যাস : মৃত্যু-ক্ষুধা, কুহেলিকা, বাঁধনহারা ইত্যাদি।

নাটক : আলেয়া, ঝিলিমিলি, পুতুলের বিয়ে।

▣ উৎস ও পাঠ পরিচিতি

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সিরাজগঞ্জে মুসলিম যুব সমাজের অভিনন্দনের উত্তরে তাদের উদ্দেশে কাজী নজরুল ইসলাম যে প্রাণোচ্ছল ভাষণ দিয়েছিলেন 'যৌবনের গান' রচনাটি তারই পরিমার্জিত লিখিত রূপ।

এই অভিভাষণে তিনি দুরন্ত-দুর্বার যৌবনের প্রশস্তি উচ্চারণ করেছেন। যৌবন হচ্ছে অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার। তা মানুষের জীবনকে করে গতিশীল ও প্রত্যাশাময়। দুর্বার উদ্দীপনা, ক্লান্তিহীন উদ্যম, অপরিসীম ঔদার্য, অফুরন্ত প্রাণচঞ্চলতা ও অটল সাধনার প্রতীক যৌবন মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সংস্কারের বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করে সকল বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যায় সমাজ-প্রগতি ও নতুন স্বপ্নময় মুক্তজীবনের পথে। আর বিপন্ন মানবতার পাশেও সে দাঁড়ায় সেবাব্রতীর ভূমিকায়।

পক্ষান্তরে রক্ষণশীলতা, জড়তা, সংস্কারাচ্ছন্নতা ও পশ্চাদপদতাময় বার্ধক্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় জীবনের প্রাণবন্ত অগ্রগতির পথে। তাই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যে যৌবন দেশ-জাতি-কাল ও ধর্মের বাঁধন মানে না, সেই যৌবন-শক্তিকে লেখক উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন সমস্ত জীর্ণ-পুরোনো সংস্কারকে ধ্বংস করে মনের মতো নতুন জগৎ রচনার সাধনায় অগ্রসর হতে।

▣ শব্দার্থ ও টীকা

বায়স	: কাক।	রুধির ধারা	: রক্ত প্রবাহ।
চঞ্চু	: ঠোঁট।	তন্দ্রা	: ঘুমের ভাব, নিদ্রা।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

দৈব	: আকস্মিক।
মার্তণ্ড	: সূর্য।
মুরিদ	: শিষ্য।
দ্বিধা	: সংকোচ, সংশয়, কুণ্ঠা।
অলক্ষে	: আড়ালে, দৃষ্টির অগোচরে।
পরিক্রমণ	: প্রদক্ষিণ, পরিভ্রমণ।
না-ওয়াকিফ	: অনভিজ্ঞ, অজ্ঞাত।
জবাকুসুমসঙ্কাশ	: জবা ফুলের মতো।
তিমিরকুন্তলা	: অন্ধকার যার চুল, রাত্রি।
লীলাভূমি	: বিচরণস্থান, ক্রীড়াক্ষেত্র।
নাভিশ্বাস	: মরণাপন্ন অবস্থা।
অগ্নিমান্দ্য	: অজীর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য।
উর্দি	: কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক বিশেষ।
জীর্ণাবরণ	: জরাজীর্ণ বা ক্ষয়প্রাপ্ত মলিন পোশাক।
নেয়ামত	: ধন-সম্পদ, অনুগ্রহ।

▣ বানান সতর্কতা

তারুণ্য, বাণী, তরুণ, মৃণাল, পাষাণ, জীর্ণ, অপরিসীম, নিশীথিনী, যৌবনসূর্য, তিমির-কুন্তলা, ধ্যানী, ঝরনা, দুর্ভিক্ষ, দ্বিধা।

❒ নমুনা প্রশ্নাবলি ❒

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে লেখক কী হয়ে তরুণদের মহাদান গ্রহণ করতে চান?
ক. মধ্যমণি খ. দলপতি
গ. সহযাত্রী ঘ. পূজারী

২. 'আমি কবি, বনের পাখির মতো স্বভাব আমার গান করার'- উক্তিটিতে বুঝিয়েছেন-
ক. যৌবনের উচ্ছলতা
খ. মানব কল্যাণে ব্রত হওয়া
গ. তারুণ্যের প্রতি অকুণ্ঠ পক্ষপাত
ঘ. গানের পাখির সাথে কবিতার তুলনা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

পূর্বকালে ইউরোপে আইন দ্বারা কুষ্ঠরোগীদের নির্বাসন দেওয়া হতো। মানবপ্রেমিক দানিয়েল যৌবনের ভোগ-লালসা ত্যাগ করে মালাকো দ্বীপে কুষ্ঠরোগীদের সেবায় ব্রতী হলেন, ঈশ্বরকে বললেন প্রভু! আজ আমার প্রেম সকল পূর্ণতায় সফল ও সার্থক হলো।

৩. অনুচ্ছেদে যৌবনের কোন বৈশিষ্ট্যের সর্বাধিক প্রতিফলন ঘটেছে?
ক. উদ্যম খ. ঔদার্য
গ. মাতৃরূপ ঘ. সাধনা

৪. কোন বাক্যে অনুচ্ছেদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আছে?
ক. ইহারা থাকে শক্তির পিছনে
খ. রং ছড়াইতে ছড়াইতে অস্ত
গ. যখন দুর্বলের পাশে বল হইয়া দাঁড়ায়
ঘ. তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

'বার্ধক্য কিছু কাড়তে পারে না বলে কিছু ছাড়তেও পারে না- দুটি কালো চোখের জন্যও নয়, বিশ কোটি কালো লোকের জন্যও নয়।

৫. এখানে ' যৌবনের গান' প্রবন্ধে বৃদ্ধের যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল-
i. পশ্চাদপদতা
ii. রক্ষণশীলতা
iii. স্থবিরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. অনুচ্ছেদে বর্ণিত বার্ধক্যের বিপরীত ভাষা কোনটি?
ক. শক্তির পেছনে রুধির ধারার মতো গোপন
খ. সে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া পরিচর্যা করে
গ. তরুণ অরুণের মতোই যে তারুণ্য তিমির বিদারী
ঘ. অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অবসরপ্রাপ্ত ফারুক সাহেবের কাঁচা পাকা চুল, মুখে বয়সের ছাপ। তবে রাস্তার দুই ধারে গাছ লাগানো, রাস্তার গর্ত ভরাট করা ইত্যাদি কাজে তার কোনো ক্লান্তি নেই। এছাড়াও পাড়ার ছেলেদের নিয়ে বাল্যবিবাহ রোধ, মেয়েদের স্কুলে পাঠানো, অসুস্থ রোগিকে হসপিটালে পাঠানো এ সমস্ত কাজেও তার উৎসাহের সীমা নেই।

ক. গানের পাখিকে তাড়া করে কে?

খ. 'আমি আজ তাহাদের দলে, যাহারা কর্মী নন- ধ্যানী'-এখানে 'ধ্যানী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?– ব্যাখ্যা কর।

গ. ফারুক সাহেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে যৌবনের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে-ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মত করে গড়িয়া লইব"- উক্তিটি ফারুক সাহেবের চরিত্রে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা 'যৌবনের গান' প্রবন্ধ অনুসারে আলোচনা কর।

২. যুবকেরা পাগল, বারুদের মতো সহজেই যুবকপ্রাণে আগুন ধরে। তরবারি দেখে, কারাগারে ফাঁসিতে কিছুতেই তার দর্পিত প্রাণ কাবু হয় না। এদের মধ্যে স্থিরতা, বীরতা, গাম্ভীর্য, ধর্মভয়, বিনয় জ্ঞান বলতে কিছু নেই। ওরা সত্যিই পাগল, বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবদ্ধ শক্তি বলা যায়।

ক. বনের পাখির মতো গান করা কার স্বভাব?

খ. কবি তরুণদের দলভুক্ত হতে চেয়েছেন কেন?

গ. অনুচ্ছেদে 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের যুবকের কোন রূপটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদে 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আংশিক বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে-মন্তব্যের যৌক্তিক মূল্যায়ন কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল। সারাদেশে যুদ্ধের দামামা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তুহিন ও তার বন্ধুরা হানাদার বাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে দেশকে স্বাধীন করতে প্রাণ দেয় তুহিন। তুহিনের মতো লক্ষ তরুণের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয় 'বাংলাদেশ'। তুহিন মরেনি। স্বাধীন বাংলাদেশের লাখো দামাল ছেলেরে মাঝে আজও বেঁচে আছে তুহিন।

ক. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন?

খ. 'তরুণ-অরুণের মতোই যে তারুণ্য তিমির বিদারী, সে যে আলোর দেবতা'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তুহিনের সাথে 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের তরুণদের মনোভাবের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'তুহিনের মত লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এ দেশ 'বাংলাদেশ'- উদ্দীপকের এই চরণটি 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কাজী নজরুল ইসলাম ১৯১৭ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।

খ) যৌবনই হচ্ছে মানব জীবনের চালিকা শক্তি। সমাজ, জাতি ও দেশের প্রগতির জন্য প্রয়োজন যৌবন শক্তি। প্রভাতে সূর্যোদয় এর সঙ্গে সঙ্গে যেমন পৃথিবী আলোকিত হয়ে ওঠে, তেমনি একমাত্র যৌবন শক্তিই পারে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল জরাজীর্ণতাকে মুছে দিতে। প্রাবন্ধিক তাই যৌবন শক্তিকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ জন্য যৌবন শক্তিকে তিনি আলোর দেবতা বলে অভিহিত করেছেন।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

গ) কাজী নজরুল ইসলাম ' যৌবনের গান' প্রবন্ধে যৌবন তথা তারুণ্যের জয়গান গেয়েছেন। উদ্দীপকে উল্লিখিত তুহিনের সাথে প্রবন্ধের তরুণদের কার্যোদ্দীপনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে যৌবন বা তারুণ্য। কবি মনে করেন দেশের প্রতিটি তরুণ যদি দেশসেবায় কিছু সময় ব্যয় করে তাহলে দেশের ব্যাপক কল্যাণ হতে পারে। তরুণরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তরুণরাই পারে তাদের মেধা ও মনন দিয়ে সমাজকে তাদের নিজের মত করে গড়ে তুলতে। উদ্দীপকের তুহিন তরুণ যুবক। যুদ্ধের দামামা তার অন্তরকে নাড়া দেয়। তাইতো সে ঝাঁপিয়ে পড়ে হানাদার বাহিনীদের পরাস্ত করতে যুদ্ধে প্রাণ হারায় তুহিন। তুহিনের মতো লক্ষ তরুণদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের তরুণদের মধ্যেও আমরা দেখেছি তারা নির্ভীক, সাহসী। তারা দুর্দশাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ায় বল হয়ে। শব বহন করে নিয়ে যায় শ্মশান ঘাটে। বন্ধুহীন রোগীর শয্যাপাশে রাত্রির পর রাত্রি জেগে সেবা করে।
উদ্দীপকের তুহিন যেমন দেশকে স্বাধীন করার মন্ত্রে নিজেকে উৎসর্গ করেছে তেমনি প্রবন্ধের তরুণরাও দেশের মঙ্গলে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে।

ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে যৌবন তথা তারুণ্য শক্তির জয়গান করেছেন। উদ্দীপকে উল্লিখিত তুহিনের মধ্যেও সেই তারুণ্যের উদ্দামতা লক্ষ্য করা যায়। উদ্দীপকের তুহিন তারুণ্য শক্তির অধিকারী যুবক। তাইতো সে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় ঝাপিয়ে পড়ে যুদ্ধে। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে দুরন্ত-দুর্বার যৌবনের বন্দনা করেছেন। যৌবন হচ্ছে অফুরন্ত প্রাণ শক্তির আধার। তা মানুষের জীবনকে করে গতিশীল ও প্রত্যাশাময়। দুর্বার উদ্দীপনা, ক্লান্তিহীন উদ্যম, অপরিসীম ঔদার্য, অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্য ও অব্যর্থ সাধনার প্রতীক যৌবন মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে সকল বাধা ছিন্ন করে এগিয়ে যাবে সামনে। উদ্দীপকের তুহিনের মতো 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের তরুণরাও সমাজ তথা দেশের মঙ্গলে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে সর্বদা। তারা শব বহন করে নিয়ে যায় শ্মশান ঘাটে। বন্যার্তদের ত্রাণ বিতরণ করে। বন্ধুহীন রোগীকে সেবা করবে– এটাই তাদের বৈশিষ্ট্য। তরুণদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা তুহিনের মধ্যে পাই। তুহিন এক তারুণ্যদীপ্ত যুবক। তারুণ্যের উন্মাদনায় উদ্দীপ্ত হয়ে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে নিজের জীবনকে সে বাজী রেখেছে এবং প্রাণের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে সেই স্বাধীনতা। একমাত্র তারুণ্য শক্তির কারণেই আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেতে সক্ষম হয়েছি।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সত্তরের কাছাকাছি বয়স কলি মিয়ার। তার চিত্তচাঞ্চল্য নাতি সবুজ আলীকে চিন্তিত করে তোলে। দাদার কারণে এ সতেরো বছর বয়সে সে বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। সে ভেবে পায় না যে একটু দেরিতে ঘুম থেকে জাগলে কী হয়? পত্রিকাপাঠে দেশের সংবাদ জেনে কে কতটা লাভবান হয়েছে? মানবজীবনে বিজ্ঞানের এত বাড়াবাড়ি কেন? ছোট ভাইয়ের চিৎকার-চেচামেচিতে তার প্রাণটাও যেন ওষ্ঠাগত। দাদাভাই সিডরে আক্রান্তদের স্বচক্ষে দেখতে যাবার প্রস্তাব করলে সবুজ আলী সকাল থেকেই জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার ভান করে।

ক. বহু বৃদ্ধের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যের মতো কী থাকে?
খ. 'বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না'- ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের চরিত্র সবুজ আলীকে কী তারুণ্য শক্তির অধিকারী বলা যায়? 'যৌবনের গান' প্রবন্ধ অনুসারে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আলোকে কলি মিয়া ও সবুজ আলীর তারুণ্য ও বার্ধক্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বহু বৃদ্ধের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন থাকে।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

খ) কাজী নজরুল ইসলাম 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে তরুণদের জয়গান করতে গিয়ে বার্ধক্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তাঁর মতে, তারুণ্য ও বার্ধক্য সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। তিনি বার্ধক্যকে কোনো বয়সের মাপকাঠিতে বিচার করেননি। তিনি মনে করেন, বৃদ্ধ তারাই যারা কুসংস্কারকে, মিথ্যাকে আঁকড়ে পড়ে থাকে এবং নবজীবনের আবির্ভাবকে স্বাগত জানাতে পারে না। যুগ পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। এ কারণেই তিনি 'বার্ধক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না' বলে মন্তব্য করেছেন।

গ) 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম দুরন্ত, দুর্বার ও দুঃসাহসী তারুণ্যের জয়গান করেছে। প্রাবন্ধিকের মতে, তরুণ নামের জয়মুকুট শুধু তার জন্যে যার শক্তি অপরিমেয়, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, বিপুল যার আশা, ক্লান্তিহীন যার উৎসাহ, বিরাট যার ঔদার্য, অফুরন্ত যার প্রাণ, অটল যার সাধনা এবং মৃত্যু যার মুঠিতলে। 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আলোকে উদ্দীপকের সবুজ আলীকে তারুণ্যশক্তির অধিকারী বলা চলে না। বয়সে তরুণ হলেও নাতি সবুজ আলী উদ্দামহীন। দাদার কৌতূহল ও চিত্তচাঞ্চল্য তাকে অস্থির করে তোলে। দেশ ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সংবাদে সে আগ্রহী নয়। শিশুর কোলাহলে সে বিরক্তিবোধ করে। সূর্যোদয় দেখতেও সে প্রত্যাশী নয়। এভাবে বার্ধক্যের বৈশিষ্ট্যগুলো তার মাঝে দেখা যায়।
ফলে 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের বিচারে উদ্দীপকের চরিত্র সবুজ আলীকে তারুণ্যশক্তির অধিকারী বলা যায় না।

ঘ) প্রাবন্ধিক কাজী নজরুল ইসলাম 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে তারুণ্য ও বার্ধক্যের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর মতে, তারুণ্য ও বার্ধক্যের অবস্থান মানব দেহে নয়; মানুষের মনে। মানসিক চিত্ত চাঞ্চল্যের জন্যে, অগ্রসরবর্তী চিন্তার জন্যে, অনুসন্ধিৎসু মনের জন্যে, সাহসের কারণে ও দায়িত্বশীলতার পরিচয়ে বয়স্ক ব্যক্তিও তারুণ্যের প্রতীক হিসেবে গণ্য হতে পারেন। উদ্দীপকের চরিত্র সবুজ আলীর দাদা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি পশ্চাদপদ নন; বরং বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত হয়ে দুঃস্থদের কষ্ট লাঘবে সহমর্মী হন এবং বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় আনন্দ লিপ্সু হয়ে ওঠেন। তিনি জীবনকে উপভোগ করে নিজের মতো করে দেখতে চান। আবার বয়সে তরুণ হয়েও কেউ যদি বর্তমান সময়ের সঙ্গে একীভূত হতে না পারে, নতুনকে গ্রহণে অসমর্থ হয়, নিজেকে বিজ্ঞানের সহযাত্রী ভাবতে পিছিয়ে থাকে কিংবা নৈরাশ্যবাদী বা সংশয়পরায়ণ হয় তবে বয়সে তরুণ হলেও তাকে যৌবন শক্তির অধিকারী বলা যাবে না। উদ্দীপকের সবুজ আলীর মাঝে এ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বয়সের দিক থেকে তরুণ হলেও চেতনার দিক থেকে তাকে যৌবন শক্তির অধিকারী বলা চলে না।
কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের এ বিশ্বাসে উদ্দীপকের উপরিউক্ত মন্তব্যটি যথার্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
মুসা ইব্রাহীমের নামটি আমাদের সবার জানা। প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছেন মুসা ইব্রাহীম। তারুণ্যদীপ্ত মুসার এ গৌরবে দেশবাসীও গৌরবান্বিত। অথচ এভারেস্টের পথে তাঁর অভিযাত্রা সহজ ছিল না। অনেকেই তাঁকে নিরুৎসাহিত করেছেন। অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাও ছিল। কিন্তু কোনো কিছুই তাঁকে পিছু হটাতে পারেনি। তিনি এখন বাংলাদেশের তরুণদের কাছে অদম্য তারুণ্যের প্রতীক।

ক. কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকার করতে গিয়ে যারা তুষার ঢাকা পড়ে তাদের মধ্যে নজরুল কী দেখেছেন?
খ. কাজী নজরুল ইসলাম যৌবনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন কেন?
গ. কোনো কিছুই তাঁকে পিছু হটাতে পারেনি– উক্তিটি 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের মুসা ইব্রাহীম আগামী প্রজন্মের প্রেরণার উৎস– 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকার করতে গিয়ে যারা তুষার ঢাকা পড়ে নজরুল তাদের মধ্যে যৌবনদেখেছেন।
খ) প্রাণপ্রাচুর্যের অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম যৌবনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। কারণ যৌবন প্রগতির ধারক ও বাহক। যৌবনের বলে বলীয়ান হয়ে যৌবনের অধিকারীরা নব নব সৃষ্টি সম্ভারে পৃথিবীকে সজ্জিত করে এবং পুরাতন জীর্ণ সমাজকে ভেঙে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

নতুন করে গড়ে তোলে। সমাজ ও দেশের উন্নতির পেছনে যৌবনশক্তি অনুঘটকের কাজ করে। তাই কাজী নজরুল ইসলাম যৌবনের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

গ) উদ্দীপকের মুসা ইব্রাহীম অফুরন্ত প্রাণশক্তির কারণেই এভারেস্ট জয় করতে সক্ষম হয়েছে। এভারেস্টের পথ ছিল বন্ধুর। বর্ণনাতীত কষ্ট স্বীকার করে তাকে এভারেস্টের পথে পা বাড়াতে হয়েছে। এখানকার সবচেয়ে ভয়ানক বিষয় হচ্ছে তুষার ধস। একবার তুষার ধস শুরু হলে তার নিচে চাপা পড়ে অনেক পর্বতারোহীরই জীবনাবসান হয়। এ জন্য অনেকে তাকে নিরুৎসাহিত করেছে। কিন্তু কোনো কিছুর ভয় না করে মুসা ইব্রাহীম তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার পথ বেছে নিয়েছেন। পথের সকল বাধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে লক্ষ্যে পৌঁছানোর টানে সামনে এগিয়ে গিয়েছেন তিনি এবং প্রমাণ করেছেন যে, তারুণ্যের শক্তিতে বলীয়ান হলে মানুষ অবশ্যই অজেয়কে জয় করতে পারে।

কাজী নজরুল ইসলামের মতে, যারা যৌবনের অধিকারী তারা কখনো বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ থাকতে চায় না, জগতটাকে তারা ভালো করে দেখতে চায়। যৌবন এক অফুরন্ত শক্তির আধার। তাই তো তরুণরা অকুতোভয়। তাদের শক্তি অপরিমেয়। তাদের গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ অমিত। তারা দুপায়ে পথের বাধা মাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যায়। কোনো অপশক্তিই তাদের গতিরোধ করতে পারে না। সামনের দিকে এগিয়ে চলাই তাদের ধর্ম। তুষারচাপা পড়ার ভয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকার করার অভিযান থেকেও তারা পিছিয়ে থাকে না। নজরুলের এ অভিজ্ঞতাকেই বাস্তবে রূপদান করেছে বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী মুসা ইব্রাহীম। যৌবন শক্তিতে বলীয়ান ছিল বলেই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্র থেকে কোনো কিছুই তাঁকে পিছু হটাতে পারেনি।

ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে মানসিকতার মাপকাঠিতে তারুণ্য ও বার্ধ্যকের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম তারুণ্য বলতে বুঝিয়েছেন মানুষের চেতনাবোধ ও প্রাণশক্তিকে। যৌবনের ধর্ম হলো নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশায় নিজেকে মত্ত রাখা। যার মধ্যে যৌবন আছে তার শক্তি অপরিমেয়; গতি ঝঞ্ঝার ন্যায়; তার আশা বিপুল; উৎসাহ ক্লান্তিহীন; ঔদার্য বিরাট; অফুরন্ত তার প্রাণশক্তি; মৃত্যু তার মুঠিতলে। এই ধর্ম যাদের তারাই যৌবনের অধিকারী। উদ্দীপকের মুসা ইব্রাহীমের মধ্যে তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তিনি প্রাণধর্মে বলীয়ান হয়ে কোটি কোটি আহ্বানের সাড়া নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার স্পৃহা থেকেই এভারেস্ট বিজয়ে সক্ষম হয়েছেন। ভীরু, কাপুরুষেরা তাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হতে পারেনি। শুধু মানুষের প্ররোচনাকেই তিনি উপেক্ষা করেন নি; দারিদ্র্যের কষাঘাতকেও উপেক্ষা করেছেন। সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। তাঁর এ সফলতা আগামী প্রজন্মের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। মুসা ইব্রাহীম যে কষ্ট স্বীকার করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছেছেন আগামী প্রজন্ম তা অনুসরণ করলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। যৌবন শক্তি এভাবেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। জাতিকে দিতে পারে নতুন নতুন পথের ঠিকানা। তাই আমাদের সবারই উচিত যৌবনের পূজা করা।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মিতুল একাদশ শ্রেণির ছাত্র। লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজেও সে জড়িত। অসহায় ও দুঃস্থ মানুষদের সে যেমন সাহায্য করে, তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়ও সে নিরলসভাবে কাজ করে। শুধু তাই নয় এলাকার আরও কিছু উদ্যমী যুবককে সাথে নিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পুরো গ্রামকেই সে সবুজ করে তোলে।

ক. যৌবনের সেবাপরায়ণ দিকটিকে নজরুল কী বলে আখ্যায়িত করেছেন?

খ. 'যৌবনের মাতৃরূপ' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে লেখক যাদের জয়গান গেয়েছেন, মিতুলকে কি তাদের একজন হিসেবে ভাবা যায়? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

ঘ. মিতুলের মধ্য দিয়ে যৌবনের মাতৃরূপ বিকাশ লাভ করেছে– 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

 Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) যৌবনের সেবাপরায়ণ দিকটিকে নজরুল 'যৌবনের মাতৃরূপ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

খ) 'যৌবনের মাতৃরূপ' বলতে আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিত তারুণ্যশক্তিকেই বুঝানো হয়েছে। তরুণরা যখন শব বহন করে শ্মশানঘাট বা গোরস্থানে যায়, অনাহারে থেকে তারা যখন দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িতদের মুখে খাবার তুলে দেয়, তারা যখন বন্ধুহীন রোগীর শয্যাপার্শ্বে বিনিদ্র রজনী যাপন করে, দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করে কিংবা দুর্বলের পাশে বল হয়ে দাঁড়ায় তখন তাদের মধ্যে যৌবনের মাতৃরূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'যৌবনের মাতৃরূপ' বলতে মূলত যুবকদের এই সেবাপরায়ণ রূপটিই বুঝানো হয়েছে।

গ) 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে লেখক যাদের জয়গান গেয়েছেন মিতুলকে নিঃসন্দেহে তাদের একজন হিসেবে ভাবা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম তাদেরকেই তরুণ হিসেবে অভিহিত করেছেন– যারা সব বাধা, কুসংস্কার, মিথ্যা, মৃত্যুকে ডিঙিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। যারা নিজের জীবনকে বিপন্ন করে অন্যকে সহায়তা করে। উদ্দীপকের মিতুলের মধ্যেও আমরা এই গুণগুলো লক্ষ করি। মিতুল পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজেও আত্মনিয়োগ করে।

ঘ) যৌবন মানবজীবনের এমন একটি উত্তাল সময়, যখন মানুষ শুভ ও অশুভ যে কোনো দিকেই ধাবিত হতে পারে। যৌবন মানুষকে দেয় শক্তি, সাহস ও অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রেরণা। 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে লেখক যৌবনের যে মাতৃরূপের কথা বলেছেন, তা আমরা মিতুলের মধ্যে লক্ষ করি। তরুণরা যখন শব বহন করে শ্মশানঘাট বা গোরস্থানে যায়, অনাহারে থেকে তারা যখন দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িতদের মুখে খাবার তুলে দেয়, তারা যখন বন্ধুহীন রোগীর শয্যাপার্শ্বে বিনিদ্র রজনী যাপন করে, দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করে কিংবা দুর্বলের পাশে বল হয়ে দাঁড়ায় তখন তাদের মধ্যে যৌবনের মাতৃরূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মিতুলও যৌবনের এই মাতৃরূপের ধারক। সেও সব সময় অসহায় ও দুঃস্থ মানুষদের সহায়তায় এগিয়ে যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়ও নিরলসভাবে কাজ করে সে। অন্যদিকে সমাজকে বদলে দেয়ার প্রত্যয়েও সে আত্মনিয়োগ করে। এলাকার বেশ কিছু উদ্যমী যুবককে সঙ্গে নিয়ে মিতুল যে বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু করে তাতেও যৌবনের মাতৃরূপ প্রকাশ পায়। ফলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মিতুলের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণভাবেই যৌবনের মাতৃরূপ বিকাশ লাভ করেছে।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

'আঠারো বছর বয়সের নাই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়-
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

ক. যে তারুণ্য তরুণ অরুণের মতোই তিমির বিদারী সে কে?
খ. 'যৌবন-সূর্য যথায় অস্তমিত, দুঃখের তিমির-কুন্তলা নিশীথিনীর সেই তো লীলাভূমি' ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?– আলোচনা কর।
ঘ. 'এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়'– 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) যে তারুণ্য তরুণ অরুণের মতোই তিমির বিদারী সে আলোর দেবতা।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

খ) যৌবন বা তারুণ্যই হচ্ছে মানব সমাজের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। একটি সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে যায় যে শক্তি তাই যৌবন। যৌবন তরুণ অরুণের মতোই প্রদীপ্ত। যেখানে সূর্য নেই, সেখানে আলোও নেই। সেখানে শুধু রাত্রির সীমাহীন অন্ধকার। অনুরূপভাবে যে সমাজ থেকে যৌবনশক্তি লুপ্ত হয়ে যায়, সে সমাজে অন্ধকার রাতের মতোই দুঃখ-কষ্ট বিরাজ করে। সে সমাজের উন্নয়ন-অগ্রগতি বলতে কিছু থাকে না। আলোচ্য উক্তির মাধমে মানব সমাজের এই চিরন্তন বাস্তবতাটিই তুলে ধরা হয়েছে।

গ) আঠারো বছর বয়স মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়-পরিসর। এ সময়ে যৌবন বা তারুণ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়। 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন- তরুণ নামের জয়-মুকুট শুধু তাহারই, যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় মধ্যাহ্নের প্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে। উদ্দীপকেও প্রবন্ধের এ দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। যৌবন সব বাধাকে ভেঙে দিয়ে, সব প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেয়। এ বয়সে কারো কাছে মাথা নত করার বা পরাজিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

ঘ) যৌবন মানুষকে প্রেরণা দেয়, দেয় সীমাহীন উদ্দীপনা। যে কোনো বাধা অতিক্রম বা অসম্ভবকে সম্ভব করার মন্ত্রণা এই যৌবনই দেয়। 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম যৌবনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আত্মবোধ, অত্মচেতনা ও এক ধরনের ঔদ্ধত্য যা দুর্জেয়কে জয় করার প্রেরণা যোগায়। উদ্দীপকের পংক্তিটির মধ্য দিয়েও একই বোধ প্রকাশিত হয়েছে। যৌবন বা তারুণ্য কোনো বন্ধন মানে না, কারো কাছে মাথা নত করে না, এমনকি পরাজয়ও স্বীকার করে না। বার বার ব্যর্থ হলেও যৌবনশক্তির অধিকারীরা কখনো কাঁদতে বা ভেঙে পড়তে জানে না। ব্যর্থতার ভাঙা স্তূপের উপর দৃঢ় প্রত্যয়ে তারা সাফল্যের বিজয় পতাকা উড়ায়। তাই অচল প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান দিয়ে একমাত্র তরুণরাই পারে নষ্ট হয়ে যাওয়া পুরনো সমাজকে বদলে দিতে।

● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. কাজী নজরুল ইসলাম কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?
- **ক** ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে
- খ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন
- গ ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর
- ঘ ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ অক্টোবর

২. কাজী নজরুল ইসলাম কোন তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
- ক ১৮৭৫ সালের ২৬ শে মে
- খ ১৯৭৩ সালের ২৯ শে আগস্ট
- **গ** ১৯৭৬ সালের ২৯ শে আগস্ট
- ঘ ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট

৩. কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
- ক টাঙ্গাইল জেলায়
- **খ** বর্ধমান জেলায়
- গ নদীয়া জেলায়
- ঘ মুর্শিদাবাদ জেলায়

৪. কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের কোন সংগীতের রচয়িতা?
- ক জাতীয় সংগীত
- **খ** রণ সংগীত
- গ ক্রীড়া সংগীত
- ঘ আধুনিক সংগীত

৫. কত বছর বয়সে কাজী নজরুল ইসলাম সেনাবাহিনীতে যোগ দেন?
- ক ২২ বছর
- খ ২৩ বছর
- **গ** ১৭ বছর
- ঘ ১৬ বছর

৬. সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় যান?
- ক কলকাতায়
- খ পুনে
- গ মুর্শিদাবাদে
- **ঘ** করাচিতে

৭. কত বছর বয়সে কাজী নজরুল ইসলাম দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন?
- ক ৪২ বছর বয়সে
- খ ৪১ বছর বয়সে
- **গ** ৪৩ বছর বয়সে
- ঘ ৪০ বছর বয়সে

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

যৌবনের গান

৮. দুরারোগ্য রোগে কাজী নজরুল হারিয়ে ফেলেন-
ⓚ দৃষ্টিশক্তি ⓚ শ্রবণ শক্তি
● বাকশক্তি ⓖ মানসিক শক্তি

৯. বাংলাদেশের পক্ষে কাজী নজরুল ইসলামকে দেয়া সব চেয়ে বড় সম্মান হলো-
● জাতীয় কবির মর্যাদা ⓚ ডি. লিট ডিগ্রি
ⓖ বিদ্রোহী কবি খ্যাতি ⓖ নাগরিকত্ব প্রদান

১০. কাজী নজরুল ইসলামকে কোথায় সমাহিত করা হয়?
● ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে
ⓚ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের কাছে
ⓖ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে
ⓖ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

১১. কাজী নজরুল ইসলামকে বিদ্রোহী কবি বলা হয় কেন?
ⓚ গল্প-উপন্যাস লিখতেন বলে
ⓚ বিদ্রোহ করতেন বলে
ⓖ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন বলে
● বিদ্রোহের কবিতা লিখতেন বলে

১২. নিচের কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম-এর গল্প?
ⓚ রাজবন্দীর জবানবন্দী ⓚ ছায়ানট
● ব্যথার দান ⓖ প্রলয় শিখা

১৩. নিচের কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম -এর প্রবন্ধ?
ⓚ বিষের বাঁশি ⓚ শিউলি মালা
● রুদ্র মঙ্গল ⓖ অগ্নি-বীণা

১৪. নজরুল রচনার বড় বৈশিষ্ট্য হলো-
ⓚ দেশপ্রেম ● বিদ্রোহ
ⓖ সাম্যবাদ ⓖ মানবপ্রেম

১৫. কতজন সৈন্য নিয়ে বখতিয়ার খিলজি বাংলা আক্রমণ করেন-
ⓚ ১৫ জন ● ১৭ জন
ⓖ ১৯ জন ⓖ ২১ জন

১৬. পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোনটি?
● রাশিয়া ⓚ ইতালি
ⓖ ইংল্যান্ড ⓖ আমেরিকা

১৭. 'চঞ্চু' শব্দের অর্থ -
ⓚ চোখ ⓚ মুখ
ⓖ নাম ● ঠোঁট

১৮. 'না ওয়াকিফ' অর্থ-
● অজ্ঞাত ⓚ জ্ঞাত
ⓖ অলক্ষ্যে ⓖ আকস্মিক

১৯. 'তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান-'যৌবনের গান' প্রবন্ধের এ বাক্যে 'তাহার' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
ⓚ শিশু ● পাখি
ⓖ কিশোর ⓖ তরুণ

২০. 'উর্দি' শব্দের অর্থ-
ⓚ এক প্রকার জাতি ⓚ এক প্রকার ধর্ম
● এক প্রকার পোশাক ⓖ এক প্রকার ভাষা

২১. 'বখতিয়ার খিলজি' সেনানায়ক ছিলেন-
ⓚ ভারতের ⓚ পাকিস্তানের
ⓖ ইরাকের ● আফগানিস্তানের

২২. বাংলার সেন বংশের শেষ রাজা কে ছিলেন?
● লক্ষ্মণ সেন ⓚ বিজয় সেন
ⓖ হেমন্ত সেন ⓖ অমর্ত্য সেন

২৩. সিনর বেনিতো মুসোলিনি কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?
ⓚ রাশিয়ার ● ইতালির
ⓖ জাপানের ⓖ ইংল্যান্ডের

২৪. 'রুশ বিপ্লব' কত সালে ঘটে?
ⓚ ১৭১৭ সালে ⓚ ১৭৬১ সালে
ⓖ ১৮১৭ সালে ● ১৯১৭ সালে

২৫. 'তিমির কুন্তলা' বলতে বোঝায়-
ⓚ ঊষা ⓚ দুপুর
ⓖ গোধূলি ● রাত্রি

২৬. 'আমি কমবক্তার দলে'-এখানে কমবক্তা কে?
ⓚ বখতিয়ার খিলজি ⓚ মুসোলিনি
● কাজী নজরুল ইসলাম ⓖ লক্ষ্মণ সেন

২৭. 'আমি যৌবনের পুজারি'-কারণ-
● যৌবন অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার
ⓚ যৌবনকে সবাই ভালোবাসে
ⓖ যৌবন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ গান
ⓖ যৌবন যুদ্ধে যাওয়ার উপযুক্ত সময়

২৮. ভিখারির মতো হাত তুলে ভিক্ষা করা হলো-
ⓚ যৌবনের কাজ ● বার্ধক্যের কাজ
ⓖ তারুণ্যের কাজ ⓖ সাহসের কাজ

২৯. দুর্দশাগ্রস্তদের জন্যে ভিক্ষা করা যৌবনের কেমন রূপ?
ⓚ পিতৃরূপ ⓚ করুণ রূপ
● মাতৃরূপ ⓖ সাহসী রূপ

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৩০. গৌরীশৃঙ্গ ও কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকারের অর্থ হলো-
ক সাহসিকতার পরিচয় দেয়া
খ প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করা
গ অজানাকে জানা
ঘ অসাধ্যকে সাধন করা

৩১. কবিদের বাণীকে ঝরনাধারার উপমা প্রয়োগের সার্থকতা হলো-
ক গানের তালে ঝরনার ছুটে চলা
খ ঝরনার দুরন্তপনা
গ ঝরনার খরস্রোত
ঘ ঝরনার পাহাড়ি রূপ

৩২. মোস্তফা কামাল পাশা কোন দেশের জনক?
ক কুয়েত খ ইরাক
গ তুরস্ক ঘ ইরান

৩৩. 'যৌবনের গান' রচনায় কোন কোন নদীর নাম আছে?
ক পদ্মা ও ভাগীরথী খ কর্ণফুলী ও যমুনা
গ বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা ঘ মেঘনা ও সুরমা

৩৪. 'বায়স' শব্দের অর্থ-
ক বক খ কাক
গ চিল ঘ কোকিল

৩৫. 'তিমির বিদারী' কে?
ক চন্দ্র খ শুকতারা
গ সূর্য ঘ সন্ধ্যাতারা

৩৬. 'আমি কবি, বনের পাখির মতো স্বভাব আমার গান করার'- এখানে কবি কে?
ক গানের পাখি খ প্রাবন্ধিক
গ বায়সফিঙে ঘ বনের পাখি

৩৭. যৌবন ও বার্ধক্যের পার্থক্য প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন?
ক উদ্যম ও প্রাণশক্তির মাধ্যমে
খ বয়সের দিক থেকে
গ সৎ জীবনযাপনের মাধ্যমে
ঘ শারীরিক শক্তির দিক থেকে

৩৮. দুর্দশাগ্রস্তদের জন্যে ভিক্ষে করা যৌবনের কোন রূপ?
ক পিতৃরূপ খ মাতৃরূপ
গ সাহসী রূপ ঘ করুণ রূপ

৩৯. প্রাবন্ধিক যুবকের মধ্যে যেমন বার্ধক্য দেখেছেন, তেমনই বৃদ্ধের মধ্যে দেখেছেন?
ক সূর্যের আলো খ তারুণ্যের প্রকাশ
গ যুদ্ধের ডামাডোল ঘ যৌবনের আবাস

৪০. বক্তৃতায় পটুতার জন্যে বখতিয়ার খিলজির উপমা মূলত ব্যবহার হয়েছে-
ক ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে
খ গতিশীলতা বোঝানোর জন্যে
গ কৌতুক ভরে বক্তৃতা দান করার জন্য
ঘ বখতিয়ারের অভিমান বোঝাতে

৪১. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হলো-
ক যৌবনের দুরন্তপনা
খ অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
গ যৌবনের প্রশান্তি
ঘ বার্ধক্যের স্বরূপ

৪২. কাদের দেশ নাই, জাতি নাই, অন্য ধর্ম নাই?
ক শিশুদের খ তরুণদের
গ বৃদ্ধদের ঘ কিশোরদের

৪৩. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কালাপাহাড়কে কোন বিষয়ের প্রতীকী হিসেবে ব্যবহার করেছেন?
ক মহাপরাক্রমশালী খ প্রলয়ংকারী ধ্বংস
গ বৈশাখী তাণ্ডব ঘ বিখ্যাত যোদ্ধা

৪৪. বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না কাকে?
ক তারুণ্যকে খ বার্ধক্যকে
গ কৈশোরকে ঘ শৈশবকে

৪৫. 'অগ্নিমান্দ্য' শব্দটির অর্থ কী?
ক অগ্নির মতো খ অজীর্ণতা
গ অনভিজ্ঞ ঘ শরণাপন্ন

৪৬. আধুনিক তুরস্কের জনক বলা হয় কাকে?
ক কামালপাশাকে খ আব্দুল্লাহকে
গ লেনিনকে ঘ কালাপাহাড়কে

৪৭. জীর্ণ অট্টালিকার মাধ্যমে সম্ভাবনা রয়েছে-
ক নতুন ভবন নির্মাণের
খ পুরাতনকে উপড়ে ফেলার
গ ঐতিহ্যকে প্রমাণ করার
ঘ মানবাত্মার মৃত্যুর

৪৮. ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর কে প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষী হন?
ক কামাল পাশা খ লেনিন
গ সান-ইয়াত-সেন ঘ কালাপাহাড়

৪৯. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধটি মূলত কী?
ক ভাষণ খ প্রবন্ধ
গ অভিভাষণ ঘ গল্প

www.facebook.com/tanbir.ebooks

যৌবনের গান

৫০. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম কার পক্ষাবলম্বন করেছেন?
ক বার্ধক্যের **খ যৌবনের**
গ প্রাচীনদের ঘ খুড়াদের

৫১. প্রাবন্ধিক যুবকের মধ্যে যেমন বার্ধক্য দেখেছেন, তেমনই বৃদ্ধের মধ্যে দেখেছেন-
ক তারুণ্য খ সূর্যের আলো
গ যৌবনের আভাস ঘ যুদ্ধের ডামাডোল

৫২. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল রয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের-
ক মানব প্রেমের খ সাম্যবাদের
গ বিদ্রোহী কবিসত্তার ঘ সুর ও সংগীতের

৫৩. 'যৌবনের গান' রচনাটির সাথে তোমার পঠিত কোন কবিতার মিল রয়েছে?
ক বঙ্গভাষা খ পাঞ্জেরি
গ আঠারো বছর বয়স ঘ একটি ফটোগ্রাফ

৫৪. 'নীচ' শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ কোনটি?
ক নিচু **খ হীন**
গ নিচে ঘ উৎকৃষ্ট

৫৫. 'পরিক্রমণ' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?
ক উপসর্গযোগে খ সন্ধিযোগে
গ সমাসযোগে ঘ প্রত্যয়যোগে

৫৬. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের অন্যতম সাফল্যের পরিচয় মেলে-
ক যৌবনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে
খ নামকরণের মধ্যে
গ বার্ধক্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে
ঘ ভাষাশৈলী ও উপমা প্রয়োগে

৫৭. 'আমরা মুরিদ যৌবনের'-এখানে 'আমরা' বলতে প্রাবন্ধিক বুঝিয়েছেন-
ক সিরাজগঞ্জের যুব সমাজকে
খ আজকের যুব সমাজকে
গ তৎকালীন মুসলিম সমাজকে
ঘ তৎকালীন ছাত্র সমাজকে

৫৮. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের নাম 'তারুণ্যের গান' রাখা হলে-
ক নামকরণ হতো তাৎপর্যবিহীন
খ বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যময় হতো
গ নামকরণে তেমন ব্যতিক্রম ঘটতো না
ঘ বিষয়বস্তুর সঙ্গে অসংগতি দেখা দিতো

৫৯. বক্তৃতায় পটুতার জন্যে বখতিয়ার খিলজির উপমা ব্যবহার হয়েছে মূলত–
ক কৌতুক ভরে বক্তৃতা দান করার জন্যে
খ বখতিয়ারের অভিযান বোঝাতে
গ গতিশীলতা বোঝানোর জন্য
ঘ ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে

৬০. কালাপাহাড় ভয়ংকর ও প্রলয়ংকর ধ্বংসের প্রতীক হয়ে আছেন কেন?
ক আক্রমণাত্মক ভূমিকার জন্য
খ মারমুখী ভূমিকার জন্য
গ বীভৎস চেহারার জন্য
ঘ ভয়ঙ্কর মূর্তির জন্য

৬১. নিচের কোনটি যৌবনের মাতৃরূপ?
ক দুর্নীতির বিরুদ্ধে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়া
খ মঙ্গলগ্রহে বসবাসের জন্যে অভিযান চালানো
গ ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকার রাস্তাঘাট মেরামত করা
ঘ সমুদ্রের তলদেশ হতে মুক্তা আহরণ করা

৬২. নিচের কোন শ্রেণির মানুষের জন্য কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্তুতি সংগীত রচনা করেন নি?
ক যারা রাজনীতি করে
খ যে ছেলেরা বৈমানিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে
গ যে ছেলেরা রাজনীতির নামে সন্ত্রাস করে
ঘ যারা আবিষ্কারের নেশায় মত্ত

৬৩. মানবমুক্তির জন্য বর্তমানে কোন জিনিসটি বেশি প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর?
ক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি
খ উঁচু-নিচুর প্রভেদ ঘোচানো
গ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
ঘ সুশিক্ষা

৬৪. বার্ধক্য বলতে প্রাবন্ধিক বুঝিয়েছেন-
i) পুরাতনকে ii) মৃত্যুকে iii) মিথ্যাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii **গ i, ii ও iii** ঘ ii ও iii

৬৫. 'ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য, তারা হলো-
i) নব অরুণোদয় দেখে যারা ভয় পায়
ii) জ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যারা কঙ্কালসার
iii) শব বহন করে যারা শ্মশানে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i,ii ও iii গ i ও iii ঘ ii ও iii

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৬৬. শক্তির পিছনে রুধির ধারার মতো গোপন থাকেন-
i) যারা জাতির কল্যাণ করেন
ii) যারা ধ্যানী
iii) যারা যৌবনের গান করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i,ii ও iii

৬৭. কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কয়েকটি গ্রন্থ হলো-
i) ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা
ii) যুগ-বাণী, দুর্দিনের যাত্রী, রুদ্র-মঙ্গল
iii) ছায়ানট, প্রলয়শিখা, চক্রবাক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i,ii ও iii

৬৮. কবিদের বাণী বয়ে চলে-
i) পদ্মা-ভাগীরথীর মতো
ii) ভীরু ঝরনাধারার মতো
iii) দু'কূল বয়ে গানের সুরে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i,ii ও iii

৬৯. মুক্তিযুদ্ধের সময় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের কয়েকজন যুবক যুদ্ধ না করে ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়। 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আলোকে এরা প্রকৃতপক্ষে-
i) যুবক নয় ii) বৃদ্ধ iii) যুবক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ i ও iii ঘ i,ii ও iii

৭০. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক যৌবনের প্রশস্তি গেয়েছেন, তার কারণ হলো-
i) যৌবন অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার
ii) তার গতিময় উদ্দীপনা প্রত্যাশাময়
iii) বিশ্বমানবতার সেবায় তার অবাধ পথচলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i,ii ও iii

৭১. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে লেখকের-
i) ইসলামি চেতনার আভাস
ii) সাম্যবাদী কবিসত্তার আভাস
iii) বিদ্রোহী কবিসত্তার ঝংকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৭২. ষাটোর্ধ্ব বয়সের রফিক মিয়া যুদ্ধে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি। যৌবনের গান' প্রবন্ধের আলোকে রফিক মিয়া হলেন—
i) প্রকৃত বন্ধু ii) প্রকৃত যুবক iii) দেশ প্রেমিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ঘ iii

৭৩. 'বর্তমান প্রজন্মের দুঃসাহসী তরুণরাই পারে এ দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে'- উক্তিটি প্রবন্ধের কোন বিষয়ের শিখন ফল?
i) নতুন করিয়া গড়িবার দুঃসাহস আছে একা তরুণেরই
ii) ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য
iii) ইহাই জীবন, এই ধর্ম যাহাদের তাহারাই তরুণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ঘ ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৪, ৭৫ ও ৭৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

পথিক বুকভরা গৌরবের তৃপ্তি তাহার কণ্ঠে ফুটাইয়া হাঁকিয়া উঠিল, এ পথে সে মরণের ভয় আছে। বিক্ষুব্ধ তরুণ কণ্ঠে প্রদীপ্ত বাণী বাজিয়া উঠিল- 'কুছ পরওয়া নেই। ও তো মরণ নয়, জীবনের আরম্ভ।'

৭৪. উদ্দীপকটি নির্দেশ করে-
ক 'একুশের গল্প' গল্পকে
খ 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধকে
গ 'যৌবনের গান' প্রবন্ধকে
ঘ 'অপরাহ্ণের গল্প' রচনাকে

৭৫. উদ্দীপকে বর্ণিত পথিক 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের কিসের প্রতীক?
i) বার্ধক্য ii) তারুণ্য iii) যৌবন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

৭৬. উদ্দীপকের সঙ্গে 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের ভাবগত সাদৃশ্য-
i) বার্ধক্যকে জয় করায়
ii) সমাজে নতুনত্ব আনয়ন করায়
iii) সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে তারুণ্যের জয়গান করায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii ও iii ঘ iii

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

কলিমদ্দি দফাদার

আবু জাফর শামসুদ্দীন

▣ লেখক পরিচিতি

বাংলাদেশের অগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দীন পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও অনুবাদক। সাংবাদিক হিসেবেও তিনি বেশ সুপরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গনে তিনি বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন তাঁর বহুল আলোচিত 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' লিখে।

সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জীবদ্দশায় তিনি 'বাংলা একাডেমী', 'মুক্তধারা' ইত্যাদি সাহিত্য পুরস্কারসহ 'একুশে পদক' লাভ করেন।

জন্ম : ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলার কালিগঞ্জে।

মৃত্যু : ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায়।

▣ রচনাবলি

উপন্যাস : ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান, পদ্মা মেঘনা যমুনা, সংকর সংকীর্তন, প্রপঞ্চ, দেয়াল।

গল্পগ্রন্থ : আবু জাফর শামসুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ গল্প, শেষ রাত্রির তারা, এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য, রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা ইত্যাদি। 'আত্মস্মৃতি' তাঁর একটি অসামান্য গ্রন্থ।

▣ উৎস ও পরিচিতি

আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পটি সংকলিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্প-সংকলন 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প' থেকে। এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর বর্বরতার ছবি। দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ছবি এই গল্পে বর্ণিত না হলেও তাদের দুর্বার প্রতিরোধ-তৎপরতা স্পষ্টতই কাহিনীতে অনুভব করা যায়। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে গ্রাম বাংলার আনসার, চৌকিদারেরাও যে কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো বা পরোক্ষভাবে কৌশলে অত্যন্ত পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহায়তা করেছিল সেই বাস্তবতাই শিল্প-সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে।

▣ শব্দার্থ ও টীকা

নাও	: নৌকা
পুলসেরাত	: পরকালের বিপজ্জনক সাঁকো বিশেষ
গন্ধবণিক	: গন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ী
ভাঙ্গুনতি	: নদীর পাড়ের ভাঙনশীল অংশ
খতরনাক	: বিপজ্জনক, মারাত্মক
বাড় বাড়া	: ঔদ্ধত্য, স্পর্ধা
চুপরাও	: চুপ থাক
টুয়া	: ঘরের চালের শীর্ষ
বাড়ই	: ঘরের চাল ছাওয়া মিস্ত্রি
চলিয়ে	: চলুন

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

আভি : এখন
ধরনি : ধরার অবলম্বন
নাওদাঁড়া : নৌকা চলার ছোট খালের মতো পথ
মুক্তি! মুক্তি! : মুক্তিযোদ্ধা! মুক্তিযোদ্ধা!
রাজাকার : স্বেচ্ছাসেবক (মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর সহায়তাকারী দালাল)
সালে : শালা
'আগুইনা' চিতা : ভেষজ উদ্ভিদ বিশেষ
মুক্তি আ গিয়া : মুক্তিবাহিনী এসে পড়েছে
কাফেরকা বাচ্চা কাফের : কাফেরের বাচ্চা, কাফের
বরগার কানা জায়গা : আড়াআড়ি লাগানো কাঠের ভাঙা মুখ

▣ বানান সতর্কতা

চন্দ্রবিন্দু : বাংলায় অনেক শব্দের চন্দ্রবিন্দু আসলে তৎসম শব্দের আনুনাসিক ধ্বনির (ঙ, ন, ম, ং) পরিবর্তিত রূপ। যেমন : বাঁশ < বংশ, পাঁচ < পঞ্চ, সাঁকো < সংক্রম, দাঁত < দন্ত, হাঁস < হংস, কাঁপন < কম্পন, বাঁধন < বন্ধন।

✸ নিচের শব্দগুলোর বানানে চন্দ্রবিন্দু না দিলে ভুল হবে:

খুঁড়ি, দাঁড়ি, উঁচিয়ে, আঁকাবাঁকা, এঁকেবেঁকে, ঢেঁকি, কাঁধ, ছুঁচো, ইঁদুর, উঁচু, সাঁতার।

❒ নমুনা প্রশ্নাবলি ❒

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আগুইনা চিতা কী?
ক. হিংস্র প্রাণী বিশেষ　খ. ভেষজ উদ্ভিদ
গ. জ্বলন্ত শ্মশান　ঘ. ক্ষিপ্র যোদ্ধা

২. কলিমদ্দি দফাদারের বোর্ড অফিসটি কোথায়?
ক. সদর রাস্তা সংলগ্ন　খ. শীতলক্ষ্যার তীরে
গ. রেলস্টেশনের পাশে　ঘ. হাইস্কুলের পাশে

৩. কলিমদ্দি দফাদার তার কাজকে মর্যাদাপূর্ণ মনে করার কারণ-
i. মেম্বাররা আপনি বলে সম্বোধন করতেন
ii. থানার দারোগা সম্মান করতেন
iii. দফাদারের কাজটি অনেক সম্মানের

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

৪. খানসেনারা খতরনাক অবস্থার মধ্যে পড়ত কেন?
ক. এ দেশের রাস্তাঘাট সম্পর্কে ধারণার অভাব।
খ. মুক্তিসেনার এলোপাথাড়ি আক্রমণের কারণে।
গ. তাদের সাঁতার জানা ছিলো না।
ঘ. তাদের গেরিলা ট্রেনিং ছিলো না।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

খালের ওপারে কাজলডাঙ্গা গ্রাম। সকালে গিয়ে দেখা গেল গ্রামটি লণ্ডভণ্ড। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ভিটেগুলো খাঁ খাঁ করছে। পাশেই একটি খালের পাড়ে কিছু লাশ পড়ে আছে। রক্তের ধরা গিয়ে মিশেছে খালের পানিতে।

৫. বর্ণিত চিত্রকল্পটি 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের যে ঘটনার প্রতিনিধিত্ব করে তা হলো-
i. খানসেনাদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ
ii. মুক্তিযুদ্ধে শত্রু বাহিনীর অত্যাচার
iii. খানসেনাদের যুদ্ধের দক্ষতা

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　খ. i ও iii　গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৬. উল্লিখিত ঘটনার কাব্যিক দিক নিচের কোন কবিতাংশে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারে খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক

খ. তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো, রিকয়েল্‌লেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।

গ. স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়

ঘ. স্বাধীনতা তুমি
পতাকা শোভিত শ্লোগানমুখর ঝাঁঝালো মিছিল

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. "তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।"

ক. দফাদার পদটি কী?
খ. খানসেনারা কলিমদ্দি দফাদারকে তাদের অভিযানের সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় কেন?
গ. কবিতাংশটির ২য় ও ৩য় চরণ 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের কোন দিককে নির্দেশ করে?
ঘ. কবিতাংশটি যেন "কলিমদ্দি দফাদার গল্পে কাব্যরূপ"-মূল্যায়ন কর।

২. বাংলার বর্ষা। ভিটেগুলো ছাড়া সমস্ত গ্রাম পানির নিচে। কালু মাঝি দেশপ্রীতিতে বিশ্বস্ত। খানসেনাদের অপারেশনে নিয়ে যায় সে নৌকা বেয়ে। নদীর ওপারে মুক্তিবাহিনী আস্তানা গেড়েছে। সেটা গুঁড়িয়ে দিতে হবে। খানসেনারা প্রস্তুত। অপারেশন হবে আজ রাতেই। কালু মাঝির ডাক পড়লো। ভরা জোয়ারের নদী। মাঝ নদীতে নৌকা। অস্ত্র আর খানসেনা বোঝাই নৌকাটি হঠাৎ দুলে উঠে কাত হয়ে গেল। আর্তনাদ করে নদীতে পড়ে গেল খানসেনারা। সাঁতরে কূলে উঠলো কালু মাঝি। ক্লান্ত মুখে তার বিজয়ীর হাসি।

ক. চরম দুর্দিনেও কলিমদ্দি দফাদার কেমন মানুষ?
খ. 'দফাদার ভাই আপনেও?'-কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
গ. কালু মাঝি এবং কলিমদ্দি দফাদার এর পেশাগত পার্থক্য গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'কালু মাঝি কলিমদ্দি দফাদার এর প্রতিচ্ছবি'- কলিমদ্দি দফাদার' গল্প অবলম্বনে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

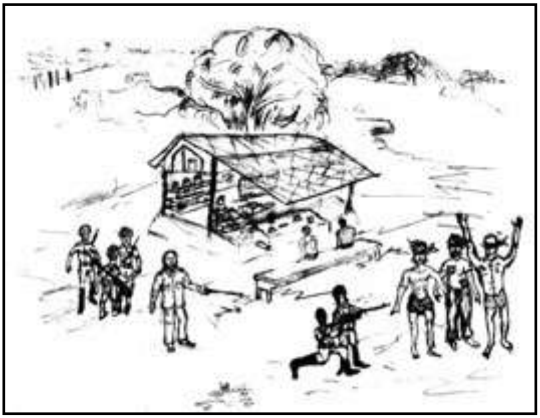

ক. 'হল্ট! এক, দো' বলে কে নির্দেশ দিয়েছিলো?

খ. কাঠের পুল খট খট করে নড়ে কেন?

গ. উপরে অঙ্কিত চিত্রটির আলোকে 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের গ্রামের পরিবেশ বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকে মুক্তি নিধন অভিযানের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের আলোকে এর স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'হল্ট! এক, দো' বলে নির্দেশ দিয়েছিলো কমান্ডার।

খ) গ্রামের সাঁকোগুলোর মতো কাঠের পুলের অবস্থাও বড় নড়বড়ে। গরু-ছাগল পারাপার হওয়ার ফলে এক বছরের মধ্যেই পুলের বারোটা বাজে। এতে করে পায়ের নিচের চার তক্তা ভেঙে দুতক্তা এমনকি এক তক্তাও হয়ে যায়। আবার কোথাও তক্তা অদৃশ্য হয়ে যায়। পাশাপাশি দুখণ্ড বাঁশ স্থাপন করে এখানে সংযোগ স্থাপন করা হয়। ফলে দুর্বল খুঁটির ওপর স্থাপিত এসব কাঠের পুলে চড়ামাত্র বুড়ো মানুষের দাঁতের মতো খট খট করে নড়তে থাকে।

গ) উদ্দীপকে '৭১-এর পাকবাহিনী আক্রান্ত একটি গ্রামের চিত্রময় অবস্থান লক্ষণীয়। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার এ গ্রামটি। গ্রামের বাজারে বিশাল গাছের নিচে একটি চায়ের দোকান। চা বিক্রেতা দোকানে বসা এবং চায়ের দোকানের সামনের বেঞ্চে চা পানরত অবস্থায় লোকজন বসে রয়েছে। বাজারের ভেতর দিয়ে একজন মানুষ পাকবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অতি নিকটেই গ্রামের তরুণদের চোখ বেঁধে পাকবাহিনী ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছে। এ চিত্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের কোনো এক গ্রামের শাশ্বত চিত্র। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পটির কাহিনী সংঘটিত হয়েছে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী একটি গ্রামে। বাজারের চা দোকানে বসে কলিমদ্দি সকলের মতো রসিকতা করে এবং বাজারে অবস্থানরত মিলিটারিদের আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। মুক্তি নিধন অভিযান এগিয়ে চলে। এই হচ্ছে গল্পকার আবু জাফর শামসুদ্দীন রচিত 'কলিমদ্দি দফদার' গল্পের গ্রামের অবস্থা। একে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকবাহিনী আক্রান্ত গ্রামের ছবিটিকে 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের বর্ণিত গ্রামটিরই অনুরূপ বলা চলে।

ঘ) ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকবাহিনী আক্রান্ত একটি গ্রামের দৃশ্য উদ্দীপক হিসেবে অঙ্কিত হয়েছে। ছোট ক্যানভাসে একটি ভীতিপ্রদ গ্রামীণ জনপদ ও বাজারের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। পাক বাহিনীর আক্রমণে এখানকার জনজীবনে এক ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ছবিটিতে দৃশ্যমান গ্রামীণ বাজারটি প্রায় জনশূন্য, নদীতে নৌকা নেই। দেখা যাচ্ছে যে, একটি মানুষ যে এ দেশেরই সন্তান সে পাকবাহিনীকে পথ দেখিয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং হানাদার বাহিনী এ দেশের মানুষদের কাউকে চোখ বেঁধে, কাউকে হাত বেঁধে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। উদ্দীপকটি হানাদার আক্রান্ত হাজার হাজার ভয়ার্ত গ্রাম্য সমাজের একটি সাধারণ প্রতিচ্ছবি মাত্র।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অঙ্কিত উদ্দীপকটির সম্প্রসারিত এবং সার্বিক রূপ হিসেবে 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পটিকে পাই। যেখানে মুক্তি নিধনের বিষয়টি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। গল্পে হরিমতি ও সুমতির সম্ভ্রমহানির পর থেকে হানাদার বাহিনী মুক্তি ফৌজ নিধনের কাজ শুরু করে। এ কাজে সহযোগিতার জন্য খানসেনারা কলিমদ্দি দফাদারকে সঙ্গী করে নেয়। খান সেনাদের পশ্চিমমুখী অভিযানের সংবাদ শুনে লোকজন ঘর-বাড়ি ফেলে যে যেখানে পারে পালাতে শুরু করে। এক পর্যায়ে কাঠের পুলের ওপর হানাদার বাহিনী উঠতে চাইলে সেখানে মুক্তিবাহিনীর সফল আক্রমণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

কাজেই উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উদ্দীপকে মুক্তি নিধনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে-তারই একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত রূপ বর্ণিত হয়েছে 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মুক্তিযুদ্ধ চালকালীন পাকবাহিনী তাবু ফেলে গাজীপুর জেলার মির্জাপুরে– তুরাগ নদীর তীরে। নদীতে তখন ভরা জোয়ার। প্রায় রাতেই মুক্তিবাহিনী তাবুতে হামলা চালায় এবং দ্রুত নৌকায় করে নদীতে অদৃশ্য হয়ে যায়। এ হামলা প্রতিরোধে পাকবাহিনী স্পিডবোট ও সার্চলাইট এনে রাখে। এক রাতে মুক্তিবাহিনী এলে, মুক্তি বাহিনীকে ধাওয়া করতে গিয়ে স্পিডবোট ডুবে সাত পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়।

ক. নদীর ওপারে মিলের রেস্ট হাউসে আরেকটি কী ছিল ?

খ. 'বাঁধন খুবই শক্ত' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধাদের কৌশলের সাথে কলিমদ্দি দফাদার গল্পের মুক্তিযোদ্ধাদের কৌশলের সাদৃশ্য নির্ণয় কর।

ঘ. "কলিমদ্দি দফাদার' গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের সাবলীল চিত্র" – উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) নদীর ওপারে মিলের রেস্ট হাউসে আরেকটি ছাউনি ছিল।

খ) 'বাঁধন খুবই শক্ত' বলতে পাক হানাদার বাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা বুঝানো হয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নের অব্যবহিত পরে ভাওয়াল পরগণার শীতলক্ষ্যার তীরবর্তী একটি অঞ্চলে পাক হানাদার বাহিনী অবস্থান নেয়। যুদ্ধের প্রথম দিকেই তারা থানা সদর দখল করে থানার কাছাকাছি ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনের পাশে শীতলক্ষ্যার তীরে কোনো এক বাজার সংলগ্ন হাইস্কুলে ছাউনি ফেলে। নদীর ওপারে মিলের রেস্ট হাউসেও তারা আরও একটি ছাউনি স্থাপন করে। সব মিলিয়ে ভালো রকমের প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করেছিল তারা। তারা আশ্বস্ত হয়েছিল এই ভেবে যে, দুদিক থেকে টহল চললে তাদের ধারে-কাছে মুক্তি সেনারা ভিড়তে পারবে না। কিন্তু দেশ মাতৃকার মুক্তির দৃঢ় শপথে বলীয়ান মুক্তি সেনারা এ শক্ত বাঁধনের ছাউনি উপেক্ষা করে প্রায়ই অতর্কিত হামলা চালায় এবং তাদের চোখে ধুলো দিয়ে দ্রুততার সাথে নিরাপদ স্থানে চলেও যায়। খানসেনারা এ রহস্য ভেদ করতে পারে না। যদিও এ ঘাঁটির বাঁধন খুবই শক্ত তবুও প্রায় রাতেই মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে গুলি বিনিময় হয়। আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে মূলত এ বিষয়টিই বুঝানো হয়েছে।

গ) উদ্দীপকে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের নিজস্ব কৌশল অবলম্বন করে পাকবাহিনীর উপর হামলা চালায়। ভূ-অবস্থানগত কারণে মুক্তিবাহিনী সুবিধা লাভ করে। পাকবাহিনীর মধ্যে পানিভীতি ছিল এ খবরটি মুক্তিবাহিনী টের পেয়ে গিয়েছিল। তার উপর বর্ষাকাল হওয়াতে আরও বেশি সুবিধা হয়েছে। হঠাৎ আক্রমণ করে উধাও হয়ে যাওয়া মুক্তি বাহিনীর জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল। পাকবাহিনী তাই মুক্তিবাহিনীকে শায়েস্তা করার কৌশল খুঁজতে থাকে। তারা স্পীডবোট ও সার্চলাইট এনে রাখে। মুক্তিবাহিনীকে ধাওয়া করতে গিয়ে তারা আরও বিপদে পড়ে। বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে ওঠা নদীতে স্পীড বোট ডুবে ৭ জন নিহত হয়।
'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে আমরা একই ধরনের কৌশল দেখতে পাই। মুক্তিবাহিনী রাতের অন্ধকারে হঠাৎ করে গুলিবর্ষণ করে। পাকবাহিনী বুঝার আগেই তারা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। বর্ষাকালের উত্তাল নদী ও ভূ-অবস্থানগত কারণে পাকবাহিনী সর্বদা অস্থির থাকতো।

ঘ) ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি তাৎপর্যময় ঘটনা। এ যুদ্ধে বাঙালি জাতি তাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অসীম বীরত্ব ও অসামান্য আত্মত্যাগের পরিচয় দেয়। 'কলিমদ্দি দফাদার' শীর্ষক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ছোটগল্পে এ দেশের সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের সাবলীল বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে।
গল্পের মূলকাহিনী শুরুর আগেই ঐ এলাকার ভূমিরূপ, পুল, কালভার্টের অবস্থা, চলাচলের বাহন ও সর্বোপরি কলিমদ্দির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর পাকবাহিনীর অবস্থান গ্রহণ ও তাদের দৈনন্দিন কার্যসূচি প্রকাশ করা হয়েছে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাক বাহিনীর সংঘর্ষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনসহ বিভিন্ন বিষয় এখানে সাবলীলভাবেই এসেছে। পাকিস্তানী প্রশিক্ষিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে হলে কৌশলী হতে হবে একথা অনুধাবন করেই মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা হামলা চালিয়েছে। গল্পের কাহিনী আরও সাবলীল হয়ে উঠেছে চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে। খান সেনাদের চরিত্রগুলো যেন বর্বর পাকসেনাদের প্রতিরূপ আর সুমতি, হরিমতি, সাইজদ্দি খলিফার পুত্রের মতো পার্শ্ব চরিত্রগুলোর করুণ পরিণতি যেন পাকসেনাদের নিষ্ঠুর বর্বরতাকেই ফুটিয়ে তুলেছে।

উদ্দীপকটিতে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণের বিষয়টি যথাযথভাবে ফুটে উঠেছে। অপরপক্ষে ‘কলিমদ্দি দফাদার’ গল্পে অন্যান্য বিষয়ের সাথে এ বিষয়টির পাশাপাশি একটি অঞ্চলের পুরো চিত্র উঠে এসেছে যা উদ্দীপকে আসেনি। ফলে আমরা বলতে পারি, ‘কলিমদ্দি দফাদার’ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি অনন্য ছোট গল্প।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে শীতলবাবু সপরিবার দেশ ছেড়ে পালাতে উদ্যত হয়। পথিমধ্যে পাকবাহিনী তাদেরকে ধরে ফেলে। শীতল বাবুসহ পরিবারের সবাইকে হত্যা করলেও পাকবাহিনী শীতলবাবুর বিশ বৎসর বয়সী কন্যা রিনাকে হত্যা করে না। তারা তাকে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের পরে রিনাকে ক্যাম্প থেকে উদ্ধার করা হলেও সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

ক. হরিমতি ও সুমতির পারস্পরিক সম্পর্ক কী?
খ. ‘খতরনাক’ ঘটনা বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের রিনার মধ্য দিয়ে ‘কলিমদ্দি দফাদার’ গল্পের যে বিশেষ দিক আভাসিত হয়েছে তার বিবরণ দাও।
ঘ. ‘দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা।’ উক্তিটি উদ্দীপক ও কলিমদ্দি দফাদার গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) হরিমতি ও সুমতির পারস্পরিক সম্পর্ক হলো মা ও মেয়ে।

খ) ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়া হৃদয়বিদারক একটি পাশবিক ঘটনার প্রেক্ষিতে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক পাকহানাদার বাহিনীর উপর সফল আক্রমণকে ‘খতরনাক’ ঘটনা বলা হয়েছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পাক হানাদার বাহিনী এ দেশে যে নির্মম পাশবিকতা চালায় তারই অংশ হিসেবে তারা এ দেশের প্রায় দুলক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি ঘটায়। ‘কলিমদ্দি দফাদার’ গল্পেও এ ধরনের এক পাশবিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। বাজারের পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত গন্ধবণিক বাড়ুই জাতীয় এক হিন্দু পরিবারের গরিব বিধবা হরিমতি ও তার যুবতী মেয়ে সুমতি একদিন দুপুরে নদীর ঘাটে ান করতে যায়। ান শেষে ভেজা কাপড়ে কলসি কাঁখে তারা বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। এ সময় মা-মেয়ে দুজনেই তারা যমদূতরূপী পাঁচজন পাক সেনার নজরে পড়ে। পাকসেনাদের দেখামাত্রই কাঁখ থেকে কলসি ফেলে ছায়াঘন আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে তারা পশ্চিম দিকে দৌড় দেয়। বন্দুক কাঁধে নিয়ে পাক সেনারাও তাদের পেছনে পেছনে দৌড়াতে থাকে। আশপাশের লোকজন এ দৃশ্য দেখে ঝোপে–জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। প্রায় মাইল খানেক দৌড়াবার পর হরিমতি ও সুমতি নিকটস্থ একটি প্রাইমারি স্কুলে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয় না। পাক হানাদাররা তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। মুক্তিবাহিনী এ খবর পেয়ে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাদের উপর মরণপণ আক্রমণ চালায় এবং এতে একজন পাকসেনা নিহত এবং একজন আহত হয়। বাকিরা কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে ছাউনিতে ফিরে যায়। এ ভয়ানক ঘটনাটিকেই গল্পে খতরনাক ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

গ) উদ্দীপকের রিনা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সম্ভ্রম হারানো দুই লক্ষ মা-বোনের প্রতিচ্ছবি। পাকিস্তানি নরপশুরা আদিম কামনা চরিতার্থ করার জন্য শীতলবাবুর পরিবারের সবাইকে হত্যা করলেও তার বিশ বছর বয়সী কন্যা রিনাকে বাঁচিয়ে রাখে। ক্যাম্পে আটকে রেখে দিনের পর দিন পাশবিক নির্যাতন-নিপীড়ন চালায়। মুক্তিযুদ্ধের পর রিনাকে উদ্ধার করা হলেও পরিবার হারানো ও সম্ভ্রম হারানোর যন্ত্রণা সইতে না পেরে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

উদ্দীপকের ঘটনার মধ্য দিয়ে 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের একটি বিশেষ দিক আভাসিত হয়েছে। গল্পে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দ্বারা দুই অসহায় নারী হরিমতি ও তার মেয়ে সুমতির পাশবিক নির্যাতনের মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিধবা হরিমতি ও তার মেয়ে সুমতি স্নান সেরে ফেরার পথে হানাদার বাহিনীর নজরে পড়ে। মা-মেয়ে বিপদ বুঝে দৌড়ও দেয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। কেননা ভেজা কাপড়ে মাইল খানেক দৌড়ানোর পর শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে তাদের । ফলে তারা রাস্তার ডানদিকে একটি স্কুল ঘরে আশ্রয় নেয়। স্কুলে ঢুকে অসহায় নারী দুটির ওপর বীভৎস নির্যাতন চালায় পাকসেনারা। নরপশুরা তাদের হিংস্রতা চরিতার্থ করার পর মা-মেয়েকে অজ্ঞান ও রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে যায়। সুতরাং দেখা যায়, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে যে অসংখ্য নারী সম্ভ্রম হারিয়েছিল উদ্দীপক ও গল্পে সেই নৃশংস বর্বরতার চিত্রই ফুটে উঠেছে।

ঘ) জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দীন রচিত 'কলিমদ্দি দফাদার' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি কালোত্তীর্ণ ছোটগল্প। উক্ত গল্পে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পাশবিক ও নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। আলোচ্য উদ্দীপকেও নরপশুদের সেই পাশবিকতাই ফুটে উঠেছে। পাকবাহিনীর এই পাশবিকতার শিকার হয়েছে লাখো বাঙালি নারী।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালোরাত থেকে শুরু হয় পাকবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ। ঘর-বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, নরহত্যা ও নারী নির্যাতন প্রভৃতি জঘন্য কর্মে তারা মেতে ওঠে। তারা মা-বোনদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায় এবং চরিতার্থ করে তাদের আদিম কামনা। উদ্দীপকে রিনা এবং গল্পে বর্ণিত হরিমতি ও সুমতি সেইসব নির্যাতিত মা-বোনদেরই প্রতিচ্ছবি। মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোতে এদেরকে মৃত্যুর চেয়েও বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। মুক্তিযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর এই ঘৃণ্য অপকর্মে প্রায় দুই লক্ষ মা-বোন ইজ্জত হারায়। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে সম্ভ্রম হারানো এ বীরাঙ্গনাদের বাংলাদেশ আজীবন মনে রাখবে।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

গাঁয়ের ছোট খালটি পার হওয়ার জন্য গত বছর হক সাহেব একটি বাঁশের সাঁকো তৈরি করে দিয়েছেন। সাঁকোর নিচ দিয়ে বয়ে গেছে জি. কে. সেচ প্রকল্পের বড় একটি খাল। বর্ষা মৌসুমে এই খালটিকেই মনে হয় ছোট খাটো একটা নদী, একবার একদল ডাকাত গ্রামে হানা দেয়। গ্রামের লোকজন এক হয়ে তাদের ধাওয়া করে। ডাকাতদের কেউ কেউ জঙ্গলে লুকায় আবার কেউ কেউ ঐ বাঁশের সাঁকো পার হয়ে পালাতে চেয়েছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্য, সাঁকো ভেঙে সবাই পড়ল খালে। বাকিরা জনগণের হাতে ধরা পড়ে গণধোলাই খেয়ে মৃত্যুবরণ করল।

ক. স্থানীয় লোকদের কাছে উঁচু টিলাগুলো কী নামে পরিচিত?
খ. 'দফাদার ভাই আপনেও' কথাটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের আলোকে 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে আবহমান গ্রাম বাংলার বর্ণনা দাও।
ঘ. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্প অবলম্বনে উদ্দীপকটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) স্থানীয় লোকদের কাছে উঁচু টিলাগুলো 'টেক' নামে পরিচিত।

খ) 'দফাদার ভাই আপনেও' কথাটি দিয়ে খান-সেনাদের সাথে কলিমদ্দি দফাদারের সম্পৃক্ততার কথা বলা হয়েছে। গ্রাম এলাকায় পাকসেনারা এলে কলিমদ্দি দফাদার তাদের হুকুম পালন করে। তাদেরকে হাসিমুখে পথ দেখিয়ে দেয়। পাকসেনাদের সাথে কলিমদ্দি দফাদারের এ ধরনের সখ্য দেখে গ্রামবাসী সংশয় প্রকাশ করে অনুযোগের সুরে তাকে আলোচ্য উক্তিটি করে।

গ) স্বনামখ্যাত কথাসাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দীন রচিত রাজনৈতিক গল্প 'কলিমদ্দি দফাদার'। এ গল্পে নদীমাতৃক বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থার চিত্র ফুটে ওঠেছে।
উদ্দীপকে উল্লিখিত এলাকাটি নদীবেষ্টিত। বর্ষার পানিতে চারদিক প্লাবিত হয়ে গ্রাম বাংলার স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। নদী-নালা, খাল, ডোবা পার হওয়ার জন্য দরকার সেতু। কিন্তু এ এলাকার মানুষের জন্য উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে বাঁশের সাঁকো। আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় নিয়মিত সংস্কারের অভাবে বাঁশের তৈরি এসব পুরাতন সাঁকো অনেক ক্ষেত্রেই মরণফাঁদে পরিণত হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে গ্রাম বাংলার অনুন্নত পথঘাটের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ষাকালে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলো দ্বীপের মতো মনে হয়। ছোট খাটো খাল পার হওয়ার জন্য বাঁশ কিংবা কাঠের তৈরি পুল এবং সাঁকো গুলোই গ্রামবাসীর একমাত্র ভরসা। বুড়ো মানুষের দাঁত যেমন নড়বড়ে, বাঁশের সাঁকো এবং কাঠের পুলগুলোর অবস্থাও প্রায় সে রকম। গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থাও অনেকটা ঐ সাঁকোর মতো নড়বড়ে।
বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার রাস্তাঘাট তথা যোগাযোগ ব্যবস্থা যে কতটা অনুন্নত ও দুর্বল কলিমদ্দি দফাদার গল্পটি তার পরিচয় বহন করে।

ঘ) সময়সচেতন লেখক আবু জাফর শামসুদ্দীন রচিত 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা। এ গল্পে নদীমাতৃক বাংলাদেশে পাক হানাদারবাহিনীর দুর্ভোগের চিত্র ফুটে উঠেছে।
আলোচ্য গল্পে শীতলক্ষ্যা তীরবর্তী গ্রামে বর্ষাকালের চিত্র তুলে ধরতে লেখক চেষ্টা করেছেন। পাকবাহিনী এমনই এক বর্ষা মৌসুমে গ্রাম-বাংলায় এসে বিপদে পড়ে যায়। জলপথ পরিহার করে স্থলপথে পাকবাহিনী যুদ্ধ করতে চেয়েছিল কিন্তু তা পারে নি। বর্ষা মৌসুমে গ্রামগুলো প্রায় দ্বীপ হয়ে যায়। পাক সেনারা পানিকে একটু ভয় করে। যে কারণে তারা পানির রাস্তা পরিহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে সুযোগ তারা পায় নি বিধায় বিপদে পড়তে হয়েছে। দরিদ্র গ্রামবাসীর পারাপারের সাঁকো ও কাঠের পুল পাকবাহিনীর জন্য এক সময় ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ফলে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হিমসিম খেয়ে যায়। মুক্তিবাহিনী নিধন অভিযানে বের হয়ে তাই তারা বিপদে পড়ে। উদ্দীপকে উল্লিখিত ডাকাতদের ধাওয়া খাওয়া এবং প্রাণে বাঁচার আশায় জঙ্গলে স্থান নেয়ার সাথে 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের খানসেনাদের সাদৃশ্য রয়েছে। সংস্কারের অভাবে নড়বড়ে কাঠের পুল বা সাঁকো পার হওয়ার সময় পাক সেনারা পানিতে পড়ে যায়। অন্যদিক থেকে মুক্তি বাহিনী তাদের গুলি করে ঘায়েল করে। উদ্দীপকের উল্লিখিত ডাকাতদের পরাজয় এবং 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে পাকবাহিনীর পরাজয়ের কারণ প্রায় একই।
প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে পাকসেনাদের পর্যুদস্ত করার যে চিত্র 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে পাওয়া যায় প্রায় সেই একই চিত্র পাওয়া যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত ডাকাতদের পরাজয়ের ক্ষেত্রেও। নদীপ্রধান বাংলাদেশে বর্ষা ঋতু যে মানুষের জীবনে কখনো কখনো ভোগান্তি বয়ে আনে 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে তা প্রতিফলিত হয়েছে।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

রহমত আলী খুবই শান্তি প্রিয় মানুষ। বয়স ষাটের কোঠায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় একদিন খান সেনারা এসে তারই বাসায় আস্তানা গাড়ে। বাধ্য হয়েই তাকে খান সেনাদের তদারকি করতে হয়। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। তাই গোপনে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পরামর্শ করেন কী করে শত্রুদের খতম করা যায়।

ক. কার ওপর বোর্ড অফিস খোলার ভার পড়ে?
খ. কলিমদ্দি দফাদারের পদযুগল নিপুণ অভিনেতার মতো ঠক ঠক করে কাঁপছিল কেন?
গ. উদ্দীপকের রহমত আলীর সঙ্গে কলিমদ্দি দফাদারের সাদৃশ্য নির্ণয় কর।
ঘ. মুক্তিযুদ্ধে রহমত আলীদের মতো সাধারণ মানুষের অবদান 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্প অনুসারে মূল্যায়ন কর।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কলিমদ্দি দফাদারের ওপর বোর্ড অফিস খোলার ভার পড়ে।

খ) কলিমদ্দি দফাদার ইউনিয়ন পরিষদে চাকরি করে বলেই তাকে সরকারের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। সে জন্য পাকবাহিনীকে পথঘাট দেখিয়ে দেয়ার দায়িত্ব পড়ে তার ওপর। দায়িত্ব পালনকালে পাক বাহিনীকে সে পথ-ঘাট দেখিয়ে বিভিন্ন অভিযানে নিয়ে গেলেও মনে মনে কিন্তু ঠিকই দেশের স্বাধীনতা কামনা করতো। এ কারণেই একবার এক গ্রামে অভিযানের সময় একটি খাল পেরোতে গিয়ে কলিমদ্দির পা দুটি নিপুণ অভিনেতার মতো কাঁপতে থাকে। এ সময় নিজের পায়ের দিকে পাক বাহিনীর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সে 'মুক্তি মুক্তি' বলে চিৎকার করে পানিতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচিত মুক্তিযোদ্ধারা বিপরীত দিক থেকে পাকবাহিনীর উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। কলিমদ্দি দফাদারের কৌশলের কাছে পরাজিত হয় পাক সেনারা। মুক্তিবাহিনী এসে পাকবাহিনীকে ধরাশায়ী করে। মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করার এ কৌশলের জন্যই কলিমদ্দি দফাদারের পদযুগল নিপুণ অভিনেতার মতো ঠকঠক করে কাঁপছিল।

গ) বাংলা সাহিত্যের অগ্রগণ্য কথা সাহিত্যিক আবুজাফর শামসুদ্দীন এর এক অনবদ্য সৃষ্টি 'কলিমদ্দি দফাদার'। এ গল্পে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গাথা সুনিপুণভাবে ফুটে উঠেছে।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কলিমদ্দি দফাদার ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা মুক্তিকামী মানুষ। সরকারি চাকুরি করার কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে পাক সরকারের নির্দেশ পালন করতে হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় তাকে পাক-হানাদার বাহিনীর নির্দেশনা অনুযায়ী মুক্তিনিধনে পথ প্রদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। কিন্তু কলিমদ্দি মনে মনে তা মেনে নিতে পারেনি। গল্পের শেষে আমরা বুঝতে পারি সে গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছে এবং কলিমদ্দির কৌশলের কারণে পাক-বাহিনীর অনেক সদস্য নিহত হয়েছে।

উদ্দীপকের রহমত আলীও একজন স্বাধীনচেতা ও মুক্তিকামী মানুষ। সে পাক-হানাদার বাহিনীকে ঘৃণা করলেও বাধ্য হয়ে তাদের আশ্রয় দিয়েছে। পরবর্তী সময় কলিমদ্দি দফাদারের মতো সেও গোপনে মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে পাকিস্তানি বাহিনীকে খতম করার পরিকল্পনা করেছে। উপরিউক্ত দুইটি চরিত্র কলিমদ্দি দফাদার ও রহমত আলীর মধ্যে পেশাগত পার্থক্য থাকলেও উভয়েই পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে পাক-বাহিনীকে সহায়তা করে। আবার চেতনাগত সাদৃশ্য থাকায় উভয়েই পাক-বাহিনী নিধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ) 'কলিমদ্দি দফাদার' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি অসাধারণ ছোটগল্প। এ গল্পে কলিমদ্দি দফাদারের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে পরোক্ষ ভূমিকা রাখা অসংখ্য মানুষের প্রতিনিধিত্ব ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের রহমত আলীও তাদেরই একজন। ঢাকা জেলার শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী এক দুর্গম অঞ্চলের বাসিন্দা কলিমদ্দি দফাদার। সহজ, সরল, নির্লোভ ও আমোদপ্রিয় একজন মুক্তকামী মানুষ কলিমদ্দি দফাদার। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঐ অঞ্চলেও পাক-বাহিনী আস্তানা গাড়ে। সরকারি চাকরির সুবাদে বাধ্য হয়ে তাকে পাক-বাহিনীর সকল নির্দেশ মান্য করতে হয়। প্রকাশ্যে সে পাক-বাহিনীর হত্যা ও লুণ্ঠনে পথ-প্রদর্শকের কাজ করলেও গোপনে মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতো। সে পাক-বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কিত সংবাদ মুক্তিবাহিনীকে অবহিত করতো। মুক্তিবাহিনী সে সংবাদের ভিত্তিতে গেরিলা আক্রমণে পাক-বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে তুলতো। এমনকি সুকৌশলে সে পাক-বাহিনীকে হত্যা করার প্রক্রিয়ায় মুক্তিবাহিনীর মুখোমুখিও করেছে। উদ্দীপকের রহমত আলীও গ্রামের এক শান্তিপ্রিয় মানুষ। সে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে পাক-বাহিনী নিধনে তার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। অন্য অনেকের মতো বাধ্য হয়ে তাকেও পাক-বাহিনীকে আশ্রয় দিতে হয়েছে এবং তাদের নির্দেশও মানতে হয়েছে। কিন্তু পাক-বাহিনীর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও দেশাত্মবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সার্বিক আলোচনায় দেখা যায়, কলিমদ্দি দফাদারের মতো রহমত আলীও একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। উভয়েই মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও পরোক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এদেশে তাদের মতো এমন অনেকেই ছিলো যারা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেই কাজ করেছে। তাদের এ অবদানকে আমাদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা উচিত।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. আবু জাফর শামসুদ্দীনের জন্ম সাল কোনটি?
(ক) ১৮৯৯ (**খ**) ১৯১৯
(গ) ১৯২২ (ঘ) ১৯৪১

২. আবু জাফর শামসুদ্দীনের মৃত্যুর সাল কোনটি?
(ক) ১৯৭১ (খ) ১৯৭২
(গ) ১৯৭৬ (**ঘ**) ১৯৮৮

৩. আবু জাফর শামসুদ্দীন কত বছরের বেশি সময় সাহিত্য সাধনা করেন?
(ক) সাতচল্লিশ বছর (খ) একুশ বছর
(**গ**) পঞ্চাশ বছর (ঘ) আটত্রিশ বছর

৪. আবু জাফর শামসুদ্দীনের লেখক পরিচিতি ছাড়াও আরও কী পরিচিতি ছিল?
(ক) বুদ্ধিজীবী হিসেবে (**খ**) সাংবাদিক হিসেবে
(গ) আড্ডাবাজ হিসেবে (ঘ) কবি হিসেবে

৫. 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(গ) জহির রায়হান (**ঘ**) আবু জাফর শামসুদ্দীন

৬. আবু জাফর শামসুদ্দীন ঢাকা জেলার কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) সাভার (খ) গাজীপুর
(গ) উত্তরা (**ঘ**) কালীগঞ্জ

৭. কলিমদ্দি দফাদার গল্পে বর্ণিত কাহিনীতে দু মাইল যেতে কত মাইল ঘুরতে হয়?
(ক) এক মাইল (খ) তিন মাইল
(**গ**) পাঁচ মাইল (ঘ) চার মাইল

৮. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে উল্লিখিত নদীর নাম কী?
(ক) বুড়িগঙ্গা (**খ**) শীতলক্ষ্যা
(গ) কপোতাক্ষ (ঘ) মেঘনা

৯. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে উল্লিখিত সাঁকো কীভাবে নড়তে থাকে?
(**ক**) ডিঙ্গি নৌকার মতো (খ) ভেলার মতো
(গ) ভাসমান ড্রামের মতো (ঘ) স্বপ্নের মতো

১০. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে উল্লিখিত বর্ষায় প্লাবিত কোনো কোনো গ্রাম রীতিমতো কেমন হয়ে ওঠে ?
(**ক**) দ্বীপ (খ) উপদ্বীপ
(গ) ভাসমান নৌকার মতো (ঘ) অস্বস্তিকর

১১. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে বর্ণিত পুলের বারোটা বাজে কেন?
(ক) মানুষের কারণে (খ) বর্ষার কারণে
(**গ**) গরু-ছাগলের কারণে (ঘ) যুদ্ধের কারণে

১২. কলিমদ্দি কত বছর বয়সে ইউনিয়ন বোর্ডের দফাদারিতে ঢুকেছিল?
(ক) সতের-আঠার বছর (খ) ষোল-সতের বছর
(গ) বিশ-একুশ বছর (**ঘ**) বিশ-বাইশ বছর

১৩. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে উল্লিখিত কলিমদ্দির বয়স কত?
(ক) পঞ্চাশ (খ) সত্তর
(**গ**) ষাট (ঘ) আটাশ

১৪. কলিমদ্দি কেন বাবরি চুল রাখে?
(ক) স্বভাবজাতভাবে (খ) দফাদার বলে
(**গ**) ঐতিহ্যরূপে (ঘ) বাধ্য হয়ে

১৫. দফাদার পদটি কোন এলাকার জন্য মর্যাদাবান?
(ক) উপশহর (খ) শহর
(**গ**) গ্রামাঞ্চল (ঘ) থানা

১৬. কলিমদ্দি কোন বয়সে রাত জেগে পুঁথি পড়ত।
(ক) কৈশোরে (**খ**) যৌবনে
(গ) বার্ধক্যে (ঘ) বর্তমান বয়সে

১৭. কলিমদ্দি দফাদারকে সপ্তাহে কত দিন থানায় হাজিরা দিতে হত?
(ক) দুই দিন (খ) প্রতিদিন
(গ) দুই-তিন দিন (**ঘ**) একদিন

১৮. কলিমদ্দি দফাদারের বাড়ির সামনে কতটুকু জায়গা রয়েছে?
(ক) তিন কাঠা (**খ**) পাঁচ কাঠা
(গ) দুই কাঠা (ঘ) তিন-চার কাঠা

১৯. কলিমদ্দি দফাদারের জমিতে কত দিনের খোরাকি হয়?
(ক) ছয় মাসের (খ) পুরো বছরের
(**গ**) দু মাসের (ঘ) তিন-চার মাসের

২০. কলিমদ্দি দফাদারের কত জন সদস্যের সংসার?
(**ক**) পাঁচ জনের (খ) সাত জনের
(গ) আট জনের (ঘ) নয় জনের

২১. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে উল্লিখিত গাভীটি কতটুকু দুধ দেয় ?
(ক) দু সের (খ) আড়াই সের
(**গ**) দেড়-দু সের (ঘ) একসের

২২. কলিমদ্দি দফাদার নিজ পরিবারের জন্য কতটুকু পরিমাণ দুধ রাখেন?
(**ক**) আধাসের (খ) একসের
(গ) দেড়সের (ঘ) সবটুকু

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

কলিমদ্দি দফাদার

২৩. কার মস্তিষ্ক রসিকতার জাহাজ?
ক ন্যাড়ার খ কলিমদ্দি দফাদারের
গ তপুর ঘ কমলাকান্তের

২৪. কোন লতার মূল কবিরাজি ওষুধের উপাদান?
ক ঘৃত কুমারি খ আগুইনা চিতা
গ স্বর্ণ লতা ঘ লজ্জাবতী

২৫. দফাদার কাদের সর্দার?
ক চৌকিদারের খ চোরের
গ লাঠিয়ালের ঘ মেম্বারদের

২৬. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে বর্ণিত গ্রামের লোকেরা কোথায় স্নান করে?
ক পুকুর পাড়ে খ কল তলে
গ নদীর ঘাটে ঘ ছাউনি দিয়ে ঘেরা কলতলে

২৭. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে উল্লিখিত খান সেনারা কোথায় অবস্থান নিয়েছে?
ক কলেজ ঘরে খ উত্তরে স্কুল ঘরে
গ বোর্ড অফিসে ঘ বাজারের দক্ষিণে

২৮. খান সেনাদের গতিবিধি ও অবস্থার খোঁজ খবর নিয়ে কারা ঘাটে আসে?
ক উঠতি বয়সের মেয়েরা খ ছেলেরা
গ বউ-ঝিরা ঘ মুক্তিবাহিনী

২৯. হরিমতি ও সুমতি কতজন যমদূতের মুখে পড়ে?
ক তিন জন খ দুই জন
গ পাঁচজন ঘ সাতজন

৩০. হরিমতি ও সুমতি কোন দিকে দৌড় দেয়?
ক পশ্চিম খ উত্তর
গ পূর্ব ঘ উত্তর ও দক্ষিণ

৩১. হরিমতি ও সুমতির দৌড় দেখে আশপাশের লোকজন আত্মগোপন করে–
ক ঝোপে-জঙ্গলে খ মাচার নিচে
গ পুকুর পাড়ে ঘ দীঘির পাড়ে

৩২. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে উল্লিখিত প্রাইমারি স্কুলটি কোন দিকে?
ক বাম দিকে খ পাশে
গ ডান দিকে ঘ বিপরীত দিকে

৩৩. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে উল্লিখিত স্কুল ঘরের দরজা কয়টি?
ক চারটি খ দুইটি
গ তিনটি ঘ সাতটি

৩৪. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে নিহত সঙ্গীকে পশ্চাতে ফেলে কয়জন পাকবাহিনী ছাউনিতে ফিরে আসে?
ক তিন জন খ পাঁচ জন
গ চার জন ঘ দুইজন

৩৫. কলিমদ্দি দফাদার খাওয়ার জন্য রোজ কত টাকা পায়?
ক দুই টাকা খ তিন টাকা
গ পাঁচ টাকা ঘ আড়াই টাকা

৩৬. কখন কলিমদ্দি দফাদারের ডিউটি পড়ে?
ক আটটায় খ ভোরে
গ দশটায় ঘ দুপুর আড়াইটায়

৩৭. গ্রামবাসীর চাঁদায় তৈরি পুলের তক্তা কয়টি?
ক দুটি খ একটি
গ চারটি ঘ তিনটি

৩৮. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে এক পা দু পা করে অতি সাবধানে কে এগিয়ে যায়?
ক মুক্তি বাহিনী খ কলিমদ্দি
গ পাকবাহিনী ঘ রাজাকার

৩৯. অভিনেতার পদযুগলের মতো ঠক ঠক করে কার পা কাঁপে?
ক কলিমদ্দির খ হরিমতির
গ সাইজদ্দি খলিফার ছেলের ঘ সাইজদ্দি খলিফার

৪০. 'কোন্দা' শব্দটির অর্থ কী?
ক খাল খ সাঁকো
গ সরু নৌপথ ঘ তাল গাছ দিয়ে তৈরি নৌকা

৪১. 'আভি' শব্দটির অর্থ কী?
ক অভিনব খ অবশ্যম্ভাবী
গ পুনরায় ঘ এখন

৪২. 'টুয়া' শব্দটির অর্থ কী?
ক উঁচু ঘর খ টিলা বিশেষ
গ ঘরের চালের শীর্ষ ঘ উঁচু পথ

৪৩. 'এলোপাথাড়ি' শব্দটির অর্থ কী?
ক পর পর খ উঁচু-নিচু
গ পর্যায়ক্রমে ঘ বিশৃঙ্খলভাবে

৪৪. কলিমদ্দি দফাদারের কয়টি ছনের ঘর রয়েছে?
ক তিনটি খ একটি
গ দুইটি ঘ একটিও নয়

৪৫. 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' কী ধরনের গ্রন্থ?
ক গল্প খ উপন্যাস
গ নাটক ঘ প্রবন্ধ

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কলিমদ্দি দফাদার

৪৬. 'রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা' কী ধরনের গ্রন্থ?
ক ছোটগল্প খ উপন্যাস
গ প্রবন্ধ ঘ নাটক

৪৭. কলিমদ্দি দফাদার কোথায় বসে রসিকতা করে?
ক ঘরের মাচায় খ চায়ের দোকানে
গ পাকবাহিনীর সাথে ঘ নদীর ঘাটে

৪৮. 'ভাঙ্গুনতি' অর্থ কী?
ক নদীর পাড়ের ভাঙ্গনশীল অংশ খ ভাঙ্গা দুর্বল সাঁকো
গ পিছিয়ে পড়া মুক্তিযোদ্ধা ঘ ভাঙ্গা কাঠের পুল

৪৯. আবু জাফর শামসুদ্দীন রচিত 'এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য' কী ধরনের গ্রন্থ?
ক নাটক খ কাব্যগ্রন্থ
গ ভ্রমণ কাহিনী ঘ ছোট গল্প

৫০. আবু জাফর শামসুদ্দীন রচিত 'শেষ রাত্রির তারা' কী ধরনের গ্রন্থ?
ক ছোটগল্প খ উপন্যাস
গ নাটক ঘ ভ্রামণ কাহিনী

৫১. 'পুলসেরাত' বলতে কী বোঝ?
ক গ্রাম বাংলার ভাঙাপুল
খ গ্রাম বাংলার তক্তার পুল
গ নাও-কোন্দা যেতে পারে এমন পুল
ঘ পরকালের বিপজ্জনক সাঁকো বিশেষ

৫২. 'দফাদার' বলতে কী বোঝ?
ক লাঠিয়াল খ সাপুড়ে
গ ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ঘ চৌকিদারদের সরদার

৫৩. 'বাড়ুই' বলতে কী বোঝ?
ক বেড়ে উঠছে এমন খ কর্তা বিশেষ
গ ঘরের চাল ছাওয়া মিস্ত্রি ঘ বাড়বাড়া

৫৪. 'খতরনাক' বলতে কী বোঝ?
ক হত্যা ব্যবসায়ী খ নড়বড়ে
গ পাকবিরোধী সংঘাত ঘ বিপজ্জনক

৫৫. 'দফাদার ভাই আপনেও' বলতে কী বুঝ?
ক মুক্তিযোদ্ধা দফাদার
খ হানাদার বাহিনী বিরোধী দফাদার
গ বিশ্বাস ভঙ্গকারী দফাদার
ঘ দফাদার ভাই, আপনিও শেষ পর্যন্ত দালালি শুরু করলেন?

৫৬. আবু জাফর শামসুদ্দীন কোন ধরনের লেখক ?
ক ইতিহাস ও রাজনীতি সচেতন
খ জীবনমুখী
গ আত্মকেন্দ্রিক
ঘ পরিশীলিত গদ্যরীতির

৫৭. 'কাঠের পুলের অবস্থা ওরকম' কোন রকম অবস্থার কথা বলা হয়েছে?
ক অভিনব অবস্থা খ নড়বড়ে অবস্থা
গ সংস্কারের অনুপযুক্ত ঘ ভঙুর

৫৮. পুলটা না পেরিয়ে ও গ্রামে প্রবেশ করার উপায় নেই কেন?
ক পাহারারত খানসেনা খ রাজাকারের তৎপরতা
গ কলিমদ্দির নজরদারি ঘ বর্ষাপ্লাবিত গ্রাম

৫৯. কলিমদ্দি দফাদারের ওপর বোর্ড অফিস খোলার দায়িত্ব পড়েছে কেন?
ক কলিমদ্দি দফাদার বলে
খ রাজাকার বলে
গ মেম্বার-প্রেসিডেন্টরা মিলিটারির ভয়ে পালিয়েছে বলে
ঘ পাকবাহিনীর হুকুমে বাধ্য হয়ে

৬০. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে 'মুক্তিবিরোধী অভিযান' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক পাকবাহিনীর তৎপরতা
খ মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা বিরোধী
গ মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা
ঘ রাজাকার বিরোধী অভিযান

৬১. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে 'নাওদাড়া' শব্দটি কোন অর্থ প্রকাশ করেছে?
ক সরু পথ খ ভাঙ্গাসাঁকো
গ নড়বড়ে সাঁকো ঘ নৌকা চলার সরু পথ

৬২. 'এক ফিস্ট হু জায়েগা' বলতে 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে কী বোঝানো হয়েছে?
ক নিশানা ঠিক করা অর্থে
খ আলোচনার সময় ঠিক করা
গ একটি ভালো ভোজ হয়ে যাওয়া অর্থে
ঘ আলোচনার স্থান অর্থে

৬৩. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে 'বাড়বাড়া' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক বেড়ে ওঠা খ স্পর্ধা
গ ক্রমবর্ধমান ঘ বাড়াবাড়ি

৬৪. মাথার ওপরে কচুরিপানা চাপিয়ে নাক জাগিয়ে ডুবে থাকে কারা?
ক পাকবাহিনী
খ মুক্তিবাহিনী
গ খান সেনাদের ভয়ে পালানো মানুষ
ঘ সাইজদ্দির ষোল বছরের ছেলে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

কলিমদ্দি দফাদার

৬৫. 'বাঁধন খুবই শক্ত'- বাক্যটি নিচের কোন রচনার অংশ?
ক একটি তুলসী গাছের কাহিনী
খ কলিমদ্দি দফাদার
গ সাহিত্যে খেলা
ঘ দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ

৬৬. 'মুক্তি কিধার হ্যায় বলো?'- নিম্নে উল্লিখিত কোন রচনার অংশ?
ক একযুগের গল্প
খ দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ
গ কলিমদ্দি দফাদার
ঘ কমলাকান্তের জবানবন্দি

৬৭. 'অভাগা যেখানে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়'- কোন রচনার অংশ?
ক কলিমদ্দি দফাদার খ অপরাহ্নের গল্প
গ বিলাসী ঘ সাহিত্যে খেলা

৬৮. 'আমি ভাই সরকারি লোক যখনকার সরকার তখনকার হুকুম পালন করি'- বাক্যটি নিচের কোন রচনার অংশ?
ক যৌবনের গান খ কলিমদ্দি দফাদার
গ বিলাসী ঘ অর্ধাঙ্গী

৬৯. হরিমতি ও সুমতির মতো দরিদ্র মেয়েরা সাধারণত আর কী কাজ করে থাকে?
ক পাটি বুনে, পিঠা বানায়, কাঁথা সেলাই করে
খ ট্যাক্সি চালায়
গ মাটির জিনিস বানায়
ঘ নির্মাণ কাজ করে

৭০. 'কলিমদ্দি দফাদার' গ্রন্থটির পৃথক নামকরণ কী হতে পারে?
ক মুক্তিযুদ্ধের কথা খ স্বাধীনতার সংগ্রাম
গ চেতনায় ৭১ ঘ বীর বাঙালি

৭১. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পটির প্রেক্ষাপট কী?
ক ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ
খ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ
গ ১৭৬১ সালের পানিপথের যুদ্ধ
ঘ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ

৭২. এখন সে লাঠি খেলে না, কিন্তু ঐতিহ্যরূপে বাবরি চুল রাখে- বাবরি চুলের ঐতিহ্য কেমন?
ক লাঠি খেলোয়াড়রা বাবরি চুল রাখতো
খ বাবরি চুল রাখা চৌকিদারের রীতি
খ বাবরি চুল সে এলাকার বৈশিষ্ট্য
ঘ এলাকার সন্ত্রাসীদের দমন করতে বাবরি চুল রাখা হতো

৭৩. 'শেষোক্তদের কেউ কেউ আপনি বলেও সম্বোধন করেন'- 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের আলোকে উক্তিটির মর্মার্থ কী?
ক গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তি
খ মেম্বার- চেয়ারম্যানদের স্নেহভাজন
গ পাকবাহিনীর সহযোগিতাকারী
ঘ চৌকিদারদের সর্দার বলে

৭৪. ভাওয়াল পরগনার ভূমি বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য কী?
ক ফল, পাখি ও বৃক্ষের সমারোহ
খ কৃষিজীবী মানুষের পদচারণা
গ ঘন গাছপালা বেষ্টিত দু-পাশের গ্রাম বেশ উঁচুতে
ঘ বনজসম্পদের সমারোহ

৭৫. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধের মর্মার্থ কী?
ক পাকবাহিনীর বর্বরতার কথা
খ মহান ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যময় ঘটনা
গ মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামের কথা
ঘ স্বাধীনতার কথা

৭৬. লেখক আবু জাফর শামসুদ্দীনের বৈশিষ্ট্য কী?
ক মানব হৃদয়ের গভীরতম সত্তাকে ফুটিয়ে তোলা
খ নাগরিক জীবনের কথা বলা
গ প্রকৃতি ও সৌন্দর্য সচেতনতা
ঘ আঞ্চলিক ভাষা সাহিত্যের মর্যাদা দান করা

৭৭. কলিমদ্দি দফাদারের সংসারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি কী?
i) একটি ছনের ঘর, একটি একচালা পাকঘর, একটি উঠান
ii) স্ত্রী ও পুত্র কন্যা নিয়ে পাঁচজনের সংসার
iii) একটি গাভি, একটি ছাগল ও দু চারটি হাঁস-মোরগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৮. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে বন্দুকের নল উচিয়ে খান সেনারা কাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে?
i) হাট-বাজারের লোকজন ও মিল ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের
ii) দোকানদারদের
iii) স্কুল মাস্টার ও ছাত্রদের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ও iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৭৯. কলিমদ্দি দফাদারকে রসিকতার জাহাজ বলার কারণ কী?
i) চরম দুর্দিনেও সে স্ফূর্তিবাজ মানুষ
ii) সে কৌতুক শোনায়
iii) চা দোকানে বসে সে রসিকতা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i ও iii

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কলিমদ্দি দফাদার

৮০. খান সেনাদের কখনও কখনও খতরনাক অবস্থায় পড়তে হয় কেন?
i) কোনো কোনো রাত্রে গুলি বিনিময় হয়
ii) মুক্তিফৌজ এসে আক্রমণ করে আবার হাওয়া হয়ে যায়
iii) খান সেনারা মুক্তি আক্রমণের রহস্যভেদ করতে পারে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i   খ ii   গ i ও iii   ঘ i, ii ও iii

৮১. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের আলোকে 'যখনকার সরকার তখনকার হুকুম পালন করি' কথাটির তাৎপর্য কী?
i) সরকারি কাজে নিজের ইচ্ছা চলে না
ii) দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতা
iii) কলিমদ্দির কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii   খ i ও ii   গ i ও ii   ঘ i, ii ও iii

৮২. 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়' কলিমদ্দি দফাদার গল্পের আলোকে উক্তিটির মর্মার্থ কী?
i) হরিমতি ও সুমতির দুর্ভাগ্য
ii) হরিমতি ও সুমতি কেবল ভরা কলস কাঁখে ভেজা কাপড়ে উপরে উঠেছে।
iii) পাঁচজন যমদূতের চোখ পড়ে হরিমতি ও সুমতির ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ ii ও iii   গ i   ঘ i, ii ও iii

৮৩. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে উল্লিখিত ভাওয়াল পরগনার ভূমি বৈশিষ্ট্য নিম্নের কোন এলাকায় চোখে পড়ে?
i) সিলেট   ii) পার্বত্য চট্টগ্রাম
iii) রাঙামাটি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i   খ ii   গ i ও ii   ঘ i, ii ও iii

৮৪. মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনীকে রাজাকারদের ন্যায় নিম্নে উল্লিখিত কোন দলটি সহায়তা করেছে?
i) আল কায়দা   ii) এল টি টি আই
iii) আলবদর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i   খ iii   গ i ও ii   ঘ i, ii ও iii

৮৫. আবু জাফর শামসুদ্দীন রচিত গল্পগ্রন্থ কোনটি?
i) সংকর সংকীর্তন
ii) শেষ রাত্রির তারা
iii) আত্মস্মৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii   খ ii ও iii   গ ii   ঘ i ও ii

৮৬. 'শতকরা আশিজন গ্রামবাসির আর্থিক স্থিতির মতো সাঁকোর স্থিতিও বড় নড়বড়ে' 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে উল্লিখিত মন্তব্যটি মর্মার্থ কী?
i) গ্রামবাসীর আর্থিক স্থিতির মতো সাঁকোর স্থিতিও বড় নড়বড়ে
ii) গল্পের প্রয়োজনে লেখক এরূপ মন্তব্য করেছেন
iii) মন্তব্যটি গল্পের ভাষাশৈলীতে তাৎপর্য এনেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i   খ ii   গ iii   ঘ i, ii ও ii

৮৭. নিম্নের কোনটি 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে উল্লিখিত 'আগুইনা চিতার' অনুরূপ ভেষজ উদ্ভিদ?
i) ঘৃতকুমারি   ii) বহেরা   iii) হরিতকি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i   খ ii   গ iii   ঘ i, ii ও iii

৮৮. নিচের কোনটি আবু জাফর শামসুদ্দীন রচিত উপন্যাস?
i) এক জোড়া প্যান্ট   ii) প্রপঞ্চ   iii) আত্মস্মৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i   খ ii ও iii   গ ii   ঘ i ও ii

৮৯. আবু জাফর শামসুদ্দীন রচিত ত্রয়ী উপন্যাস কোনটি?
i) সংকর সংকীর্তন, পদ্মা মেঘনা যমুনা, ও দেয়াল
ii) ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান, প্রপঞ্চ ও দেয়াল
iii) ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান, পদ্মা মেঘনা যমুনা ও সংকর সংকীর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i   খ iii   গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii

৯০. আবু জাফর শামসুদ্দীন নিম্নে উল্লিখিত কোন পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন?
i) ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার   ii) গল্পকার ও অনুবাদক
iii) সাংবাদিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i   খ ii   গ i ও iii   ঘ i, ii ও iii

৯১. সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে আবু জাফর শামসুদ্দীন নিম্নে উল্লিখিত কোন সম্মাননা গ্রহণ করেন ?
i) বাংলা একাডেমী   ii) মুক্ত ধারা
iii) একুশে পদক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i   খ ii   গ iii   ঘ i, ii ও iii

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯২, ৯৩ ও ৯৪ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

চারিদিকে কান্নার রোল। ঘরবাড়ি, ধানের গোলা পুড়ে ছাই। উঠানে স্বামীর ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের লাশের মাঝখানে রক্তাক্ত মালেকা অশ্রুহীন দৃষ্টিতে নির্বাক চেয়ে আছে।

৯২. উদ্দীপকে বর্ণিত মালেকা 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের কোন চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয় ?

ⓚ সাইজদি খলিফার ছেলে
ⓚ কলিমদ্দি দফাদার
● সুমতি
ⓚ কলিমদ্দি দফাদারের বন্ধু

৯৩. উদ্দীপকটি 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের যে ঘটনাগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে তা হলো-

i) পাকিস্তানি সেনাদের হত্যাযজ্ঞ
ii) খান সেনাদের ধর্ষণ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড
iii) খান সেনাদের সহযোগী মনোভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ⓚ ii ⓚ iii ● i ও ii

৯৪. উদ্দীপকের আলোকে 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের প্রেক্ষাপট চিহ্নিত কর।

ⓚ ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ
ⓚ ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন
ⓚ ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলন
● ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৫, ৯৬ এবং ৯৭ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বীর মুক্তিযোদ্ধা বাকি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে পাকহানাদার বাহিনীর হাতে নিহত হন। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশ ও এদেশের মানুষ আজও তাকে ভুলতে পারে নি। স্বাধীনতা মানে মাথা নত না করা-এ কথাই শহীদ বাকি আমাদের শিখিয়ে গেছেন।

৯৫. শহীদ বাকি 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করছে?

● মুক্তিযোদ্ধাদের
ⓚ সাইজদ্দি খলিফার ছেলের
ⓚ কলিমদ্দি দফাদারের
ⓚ আমজনতার

৯৬. উদ্দীপকটির সংগে নিম্নের কোন রচনার সাদৃশ্য রয়েছে ?

● কলিমদ্দি দফাদার
ⓚ একুশের গল্প
ⓚ বাংলাদেশ
ⓚ সোনার তরী

৯৭. স্বাধীনতা মানে মাথা নত না করা- মন্তব্যটি কী প্রমাণ করে?

i) অধিকার সচেতন হওয়া
ii) আদর্শ নাগরিক হয়ে ওঠা
iii) দেশ গঠনে সহায়তা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ⓚ ii ⓚ iii ● i, ii ও iii

www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

একটি তুলসী গাছের কাহিনী

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

◘ লেখক পরিচিতি

বাংলা কথা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত সমাজ সচেতন একজন সাহিত্য শিল্পী। জীবনসন্ধানী এ

শিল্পী ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক সমস্যাকে তাঁর সৃজনকর্মের প্রধান উপজীব্য করে তুলেছিলেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কলকাতার একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এর পর চাকরি করেন ঢাকা ও করাচি বেতার কেন্দ্রের বার্তা বিভাগে। পরে পাকিস্তান সরকারের বৈদেশিক বিভাগে। কর্মসূত্রে নয়াদিল্লি, সিডনি, জাকার্তা ও লন্ডনে দায়িত্ব পালন শেষে দীর্ঘদিন প্যারিসে কর্মরত ছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

জন্ম : ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট, চট্টগ্রামে।

মৃত্যু : ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর, প্যারিসে।

◘ রচনাবলি

উপন্যাস : 'লালসালু' (১৯৪৮) ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। এ উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮)।

গল্প : 'নয়নচারা' (১৯৫১) 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫)।

নাটক : 'বহিপীর' (১৯৬৫), 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৯৬৬) ও 'সুড়ঙ্গ' (১৯৬৪)।

◘ উৎস ও পরিচিতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পটি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' নামক গল্পগ্রন্থ থেকে সংকলিত। গল্পের সীমিত পরিসরে জীবনের গভীর কোনো তাৎপর্যকে ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ করে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মুন্সিয়ানা রয়েছে। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'তেও এ গুণটি লক্ষ করা যায়।

দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই ঢাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করে কলকাতা থেকে আগত কয়েকজন উদ্বাস্তু কর্মচারী। কলকাতার ঘিঞ্জি এলাকায় কোনো রকমে মাথা গুঁজে দুর্বিষহ জীবনযাপন করলেও নিরাশ্রয় অবস্থায় উদ্বাস্তু জীবনের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা তাদের গ্রাস করে ফেলছিল; ফলে কলকাতার তুলনায় অনেক খোলামেলা বাড়ি পেয়ে তারা কেবল যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল তা নয়, বরং বাড়িখানাকে তাদের কাছে মনে হলো বেহেশ্‌ত। অচিরেই বাড়ির উঠানে আগাছার মধ্যে তারা আবিষ্কার করল একটি তুলসী গাছ। অন্য আর কোনো চিহ্ন না থাকলেও এই একটি নির্দশন থেকেই সবাই বুঝল, এ বাড়িটি আসলে একটি পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়ি। সবাই প্রথমে গাছটাকে উপড়ে ফেলার জন্য হৈচৈ করলেও পরক্ষণেই তাদের মাঝে কিছুটা দ্বিধা জাগে এবং শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায় তুলসী গাছটা। দেখা গেল, সকলের অজান্তে কেউ একজন তার পরিচর্যা করতে শুরু করেছে। তারপর একদিন সরকারি নির্দেশে বেআইনি দখল থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হলো। শূন্য বাড়িটাতে রইল কেবল ছড়ানো-ছিটানো পরিত্যক্ত আবর্জনা আর সেই তুলসী গাছটা। পানির অভাবে তুলসী গাছটা অচিরেই আবার শুষ্কপ্রায় হয়ে উঠল। এ থেকে বুঝা যায়, অসংখ্য মানুষের শান্ত জীবন যেভাবে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের শিকার হয়েছে তুলসী গাছটাও তা থেকে মুক্ত নয়।

◘ শব্দার্থ ও টীকা

ক্যানভাস : মজবুত মোটা কাপড় বিশেষ।

গুড়গুড়ি : আলবোলা, ফরাশ।

মদির : মত্ততা জাগায় বা সৃষ্টি করে এমন।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ডেরা : অস্থায়ী বাসস্থান, আস্তানা।
পরাহত : পরাস্ত, বাধাগ্রস্ত, ব্যাহত।
ফিকির : ফন্দি, মতলব।
রিপোর্ট : প্রতিবেদন।
জৌলুস : চাকচিক্য, ঔজ্জ্বল্য,জেল্লা, জাঁকজমক।
বামপন্থী : সাম্যবাদী, প্রগতিবাদী, বিপ্লবী, রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী।
কড়িকাঠ : ছাদের তলায় দেয়া আড়াআড়ি লম্বা কাঠ।
ইয়ার্ড : স্টেশন সংলগ্ন চত্বর।
রিকুইজিশন : কোনো কিছু চেয়ে লিখিত ফরমাশ, তলব করা।
কচ্ছদেশীয় : গুজরাটের উত্তরে অবস্থিত সমুদ্র তীরবর্তী স্থানের।
সাম্প্রদায়িকতা : সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মানসিকতা ও ক্রিয়াকলাপ।

◘ বানান সতর্কতা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, কড়িকাঠ, বামপন্থী, জৌলুস, অধিকারস্বত্ব , বেআইনি ।

❒ নমুনা প্রশ্নাবলি ❒

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. তুলসী গাছটি কোথায়?
ক. উঠোনের মাঝখানে খ. দেয়ালের পাশে
গ. রান্নাঘরের পেছনে ঘ. ফটকের বাইরে

২. 'হয়ত তার যাত্রা এখনো শেষ হয় নাই'-কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
ক. মোদাব্বের খ. গৃহকর্ত্রী
গ. মকসুদ ঘ. ইনস্পেক্টর

৩. 'তুলসী গাছটি অক্ষত দেহেই থাকে' কারণ-
i. তার তলার আগাছা অদৃশ্য হয়ে গেছে
ii. পাতাগুলি কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে
iii. তার গোড়ায় কেউ পানি দিচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'- গল্পে তুলসী গাছটি কিসের প্রতীক?
ক. প্রাকৃতিক দুর্যোগের খ. অর্থনৈতিক অচলাবস্থার
গ. সামাজিক অস্থিরতার ঘ. রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের

৫. কলকাতা থেকে কিছু লোক এ দেশে চলে এসেছিল কেন?
ক. চাকরির সন্ধানে খ. দেশভাগের কারণে
গ. দেশ ভ্রমণের লক্ষ্যে ঘ. দেশপ্রেমের টানে

৬. পুলিশ আশ্রিতদের বাড়িছাড়া করেছে কেন?
ক. বাড়িওয়ালা আবার ফিরে আসায়
খ. বাড়িটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত হওয়ায়
গ. সরকার বাড়ি ছাড়ার হুকুম দেয়ায়
ঘ. বাড়ির মালিকানা হাতবদল হওয়ায়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বানের পানিতে ডুবতে ডুবতে রমিজ একটি গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরল। কিন্তু স্রোতের তীব্র টানে গুঁড়িটি তার হাতছাড়া হয়ে যায়। রমিজ ভেসে যায় বানের টানে ।

৭. গুঁড়িটি রমিজের হাতছাড়া হওয়ার সাথে গল্পে বর্ণিত কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়?
ক. সদলবলে বাড়ি ত্যাগ করার
খ. তুলসী গাছটি উপড়ে ফেলার নির্দেশের
গ. মতিনের বাগান করতে না পারার
ঘ. গৃহকর্ত্রীর কথা কারও মনে না পড়ার

৮. গাছের গুঁড়ির সাথে গল্পের কোন বস্তুটি তুল্য?
ক. তুলসী গাছের খ. পরিত্যক্ত বাড়ির
গ নিমের ডালের ঘ. কড়ি কাঠের

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পদ্মার বুকে চর জেগেছে। সেখানে নদীভাঙা অনেক মানুষ এসে আশ্রয় নিয়েছে। তারা ঘর তুলেছে, গাছ লাগিয়েছে, চাষাবাদ করেছে। নিঃস্ব মানুষগুলো বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে। অভাব-দারিদ্র্যের মাঝেও চর জীবনে একটা প্রশান্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ঠিক এমনি সময়ে একদিন মহাজনের লাঠিয়ালরা চরে এসে হাজির হলো। মহাজনের নির্দেশে তারা নিরীহ চরবাসীদের উচ্ছেদ করলো। মুখর চর আবার নিথর হয়ে পড়ল।

ক. তুলসী গাছটি প্রথম কে দেখতে পায়?

খ. 'ভাবছ কী অত? উপড়ে ফেলো বলছি'। এ কথা কেন বলা হয়েছে?– ব্যাখ্যা কর।

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত নদীভাঙা মানুষগুলোর সাথে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের চরিত্রগুলোর যে মিল পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মুখর চর আবার নিথর হয়ে পড়ল' অনুচ্ছেদে বর্ণিত এ ঘটনাটি 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে কীভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে বিশ্লেষণ কর।

২. খাঁচায় বন্দি টিয়া পাখিটির মুমূর্ষু দশা। কদিন ধরে দানাপানি নেই। এ বাড়িতে যারা থাকত, যুদ্ধের ডামাডোলে তারা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। একদিন নতুন এক পরিবার এসে উঠল সে বাড়িতে। তাদের যত্নে টিয়া পাখিটি প্রাণ ফিরে পেল। কিন্তু কিছুদিন পর এ পরিবারটিকেও বাড়ি ছাড়তে হলো। আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়ল টিয়া পাখির জীবন।

ক. বাড়ি ছাড়ার মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে কতদিন হয়েছিল?

খ. 'হিন্দুয়ানির চিহ্ন' বলতে গল্পে কী বোঝানো হয়েছে?– ব্যাখ্যা কর।

গ. অনুচ্ছেদের ঘটনা অনুসরণে গল্পের আশ্রিত মানুষদের বাড়ি ছাড়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মুমূর্ষু টিয়া পাখি, বিবর্ণ তুলসী গাছ এবং মানুষের অস্থির জীবন যেন একই সূত্রে গাঁথা'- মন্তব্যটি একটি তুলসী গাছের কাহিনী' এর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর যতীন সরকার তার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে ভারতে চলে যান। কিন্তু জন্মভূমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার ফলে তাঁর হৃদয়ে সব সময় স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ও বিরহের করুণ সুর বাজে। স্বদেশের খোলামেলা জায়গা আর সুন্দর পরিবেশ ছেড়ে তিনি আজ সপরিবারে একটি ঘিঞ্জি এলাকায় ছোট বাড়িতে উঠেছেন। যে ঘর দিয়ে কখনও আলো-বাতাস প্রবেশ করে না, চারপাশে শুধু নোংরা আবর্জনার গন্ধ। আজ তার বার বার মনে পড়ছে, 'কেন আমি শেকড় ছেড়ে চলে এলাম।'

ক. হিন্দু বাড়িতে প্রতি দিনান্তে কে তুলসী গাছের তলে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাতো?

খ. মোদাব্বের তুলসী গাছটি উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল কেন?

গ. উদ্দীপকের যতীন সরকারের সঙ্গে একটি 'তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'কেন আমি শেকড় ছেড়ে চলে এলাম'– যতীন সরকারের এ পিছুটানের বিষয়টি 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) হিন্দু বাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসী গাছের তলে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাতো।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

খ) ছুটির দিন রোববার সকালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' ছোটগল্পের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বিশেষ চরিত্র মোদাব্বের যখন নিমের ডাল দিয়ে মেছওয়াক করতে করতে উঠোনের প্রান্তে রান্নাঘরের পিছনে যায়, তখন আধ হাত উঁচু চৌকোণা মঞ্চের উপর একটি তুলসী গাছ দেখতে পায়। এতোদিন মালিকহীন প্রকাণ্ড বাড়িটিকে নিছক পরিত্যক্ত সম্পত্তি বলে মনে হলেও তুলসী গাছ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে যেন তার মালিকানা প্রকাশ হয়ে যায়। গাছটিকে হিন্দুয়ানির চিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করে মোদাব্বের তার অন্যান্য সঙ্গীদের গাছটি দ্রুত উপড়ে ফেলতে বলে। কিন্তু তার এ আহ্বানে কেউ সাড়া দেয় না। এতে সে নিজেও দমে যায় এবং তুলসী গাছটি তোলা থেকে বিরত থাকে। মূলত সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির কারণেই মোদাব্বের তুলসী গাছটি উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল ।

গ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' ছোটগল্পে সীমিত পরিসরে জীবনের গভীর তাৎপর্যকে ব্যঞ্জনাময় করা হয়েছে। এরই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের যতীন সরকারের চরিত্রের মধ্যে।

সমাজ সচেতন সাহিত্য শিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের উদ্বাস্তু মতিনের কল্পিত গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে উদ্দীপকের যতীন সরকারের চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে যতীন সরকার বাংলাদেশের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে ভারতে চলে যান। ঠিক তেমনই দেশভঙ্গের হুজুগে নিজের বাসস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে হয়তো ওপার বাংলায় উদ্বাস্তু জীবন যাপন করছেন গৃহকর্ত্রী। যে গৃহকর্ত্রী প্রতি দিনান্তে রান্নাঘরের পাশে তুলসী গাছের নিচে প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা করতেন, গৃহের মঙ্গল কামনা করতেন। যতীন সরকারের মতো হয়তো গৃহকর্ত্রীরও নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ছে ক্ষণে ক্ষণে। মতিন ভাবে গৃহকর্ত্রী হয়তো অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়েছে অথবা কোনো চলতি ট্রেনের জানালার পাশে যেন বসে আছেন। যখন আকাশে দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন প্রতিদিন তুলসী তলার কথা মনে পড়ে আর চোখ ছল ছল করে ওঠে। নিজ জন্মভূমি ছেড়ে আসার কষ্ট যতীন সরকারের হৃদয়কে জর্জরিত করে।

এদিক থেকে উদ্দীপকের যতীন সরকারের সাথে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের গৃহকর্ত্রীর যথেষ্ট মিল রয়েছে।

ঘ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে জন্মভূমির প্রতি মানুষের নির্ভরশীলতার পাশাপাশি সুগভীর মমতা ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

মাতৃসম জন্মভূমি প্রত্যেক মানুষের কাছে পরম শ্রদ্ধার স্থান। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে জন্মভূমি ত্যাগ করলেও জন্মভূমির প্রতি মানুষের থাকে সুগভীর মমত্ববোধ। কিন্তু ভাগ্যের করুণ পরিণতিতে মানুষ যখন জন্মভূমি ছেড়ে অন্যত্র চলে আসে তখন তার জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। এ করুণ বিষাদময়তার শিকার উদ্দীপকের যতীন সরকার আর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের উদ্বাস্তু তরুণ দল।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের হুজুগে পড়ে বহু মানুষ নিজের জন্মস্থান ত্যাগ করে বাধ্য হয়েছে উদ্বাস্তু জীবন বেছে নিতে। অনিচ্ছায় জন্মভূমি ত্যাগী মানুষ পৃথিবীতে নিজেকে নিয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিত থাকে। পরবাসে আশ্রিত জীবনের গ্লানি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে সবসময়। মায়ের কাছ থেকে সন্তানকে কেড়ে নিলে সন্তানের যে দুর্ভোগ হয়; জন্মভূমি ত্যাগী মানুষও সে রকম দুর্ভোগ আর নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। উদ্দীপকের যতীন সরকারেরও পিছুটান থাকে স্বদেশের প্রতি। তিনি ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে ভারতে চলে আসলেও শিকড়ের টান তার হৃদয়ে বার বার অনুরণিত হয়। স্বদেশের খোলামেলা পরিবেশ তার এ দুর্বিষহ জীবন-যাপনে আজ শুধু স্মৃতি হয়েই পেছনে পড়ে থাকে। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের মতো রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের শিকার হয়ে অসংখ্য মানুষ জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। তাই তো উদ্দীপকের যতীন সরকারের আজ যখনই স্বদেশের কথা মনে পড়ে, তখনই মনে জেগে উঠে, কেন আমি শেকড় ছেড়ে চলে এলাম– এমন একটি আক্ষেপ।

সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি আর রাজনৈতিক অস্থিরতা মানুষের জীবনকে যে কতোটা বিপন্ন করে তোলে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে সে কথাই ফুটে উঠেছে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দ্বিতীয় বারের মতো নদী ভাঙনের শিকার হয়েছে জোৎস্না বেগম। বছর পাঁচেক আগেও নদীর ভাঙনে তার সুন্দর গোছানো সংসার পদ্মার বুকে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এবারের আশ্রয়টুকু জৌলুসপূর্ণ না হলেও এর প্রতিও এক তীব্র ভালোবাসা জন্মে গিয়েছিল তার। নদীর বুকে বার বার সব হারিয়ে নিঃস্ব জোৎস্না আজ উদয়াস্ত শহরের বুকে ঘুরছে একটু আশ্রয়ের আশায়। সপ্তাহ জুড়ে ঘুরে ঘুরে অবশেষে জোৎস্নার আশ্রয় হয় স্টেশনের পাশের এক ছাপড়া বস্তিতে। এখন এটাই তার কাছে স্বর্গের মতো মনে হচ্ছে। অবশ্য তার মধ্যে একটা চাপা আতঙ্কও কাজ করছে। না জানি কখন এ বস্তিটিও সরকার ভেঙে দেয়!

ক. মতিনদের কত ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ছাড়তে বলা হয়েছিলো?

খ. সর্বত্র গভীর ছায়া নেমে আসে কেন?

গ. জোৎস্নার চাপা আতঙ্কের বিষয়টি 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আশ্রয়হীনতা মানুষের জীবনে গভীরতর অস্তিত্ব-সংকট তৈরি করে– উদ্দীপক ও 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের আলোকে উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মতিনদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ছাড়তে বলা হয়েছিলো।

খ) ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের ডামাডোলে কিছু উদ্বাস্তু যুবক মাথা গোঁজার ঠাঁই হিসেবে একটি পরিত্যক্ত পুরাতন হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় নেয়ার পর পুলিশ যখন তাদের বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দেয়, তখনই তাদের মনে বিষাদের গভীর ছায়া নেমে আসে। পেয়ে হারানোর বিষাদে আক্রান্ত যুবকরা এতোবড় একটি বাড়িতে যেখানে কিনা পর্যাপ্ত আলো-বাতাস ছিল তা ছেড়ে যাওয়ার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। তবু তাদের চলে যেতে হবে। তাই দুঃখের একটি শীতল ছায়া মুহূর্তেই তাদের সমস্ত মনের আকাশ ঢেকে দেয়। তারা ভাবে এখন আবার কোথায় যাবে, কোথায় ঠাঁই পাবে? এসব ভাবতে গিয়ে তাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হয়। এতে তুলসী গাছের তলায় পানি দেয়াও বন্ধ হয়ে যায়। মূলত সরকার বাড়ি রিকুইজিশন করায় এবং এই রিকুইজিশনের কারণে মতিন ও তার সঙ্গীদের আশ্রয়হীন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় সর্বত্র একটা গভীর ছায়া নেমে আসে।

গ) ১৯৪৭ সালের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল সে সময় সবার মধ্যে দেখা দেয় অস্তিত্বের সংকট। যে সংকটের ফলে সবাই হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন। সে অস্তিত্ব সংকটের গল্পই হচ্ছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'।
'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে মতিন, ইউনুস, মোদাব্বের, এনায়েত, মকসুদসহ বেশ ক'জন যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়– যারা দেশ বিভাগের ফলে ভারত ছেড়ে বাংলাদেশে আসে। উদ্বাস্তু এ তরুণ দল উদয়াস্ত ঘোরাঘুরির পর একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রয় লাভ করে। বাড়িটির মালিকও দেশ-পলাতক। ফলে তারা সহজেই বাড়িটিতে আশ্রয় পেয়ে যায়। কিন্তু সপ্তাহ খানেক যেতে না যেতেই বিষয়টি তদন্ত করার জন্য সে বাড়িতে পুলিশ আসে। পুলিশ এসে চলেও যায়। এর কিছুদিন পর আবার পুলিশ আসে এবং জানায় বাড়িটি সরকার রিকুইজিশন করেছে। তাদের প্রথমে চব্বিশ ঘণ্টা এবং পরে সাত দিন সময় দেয়া হয় বাড়িটি ছাড়ার জন্য। এ সময় তাদের মধ্যে আশ্রয়হীন হওয়ার যে আতঙ্ক তৈরি হয় উদ্দীপকের জোৎস্না বেগমের মধ্যেও সে ধরনের একটি আশঙ্কা দেখা যায়। দেশ বিভাগের কারণে মতিন ও তার সঙ্গীরা যেভাবে বাস্তুহারা হয়েছে নদী ভাঙনের কারণে জোৎস্নাও সেভাবে বাস্তু হারিয়েছে। মতিনরা যেভাবে দিনের পর দিন উদয়াস্ত আশ্রয় খোঁজার পর একটি পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলো জোৎস্না বেগমও তেমনি অনেক খোঁজার পর স্টেশনের পাশে ছাপড়া বস্তিতে আশ্রয় পায়। তবে মতিনরা বাড়ি ছেড়ে দেয়ার সরকারি নির্দেশ পেলেও জোৎস্না বেগম বস্তি ছাড়ার কোনো নির্দেশ পায়নি। কিন্তু তারপরও যে কোনো সময় এ ধরনের উচ্ছেদের শিকার হওয়ার একটি আশঙ্কা তার মধ্যে রয়েছে। এদিক থেকে জ্যো্স্না বেগমের মধ্যে বিরাজমান চাপা আতঙ্ক মতিনদের মধ্যে বাস্তবেই রূপলাভ করেছে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ঘ) আধুনিক জীবনবোধ ও সমাজ সচেতন সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আশ্রয়হীন মানবজীবনের অস্তিত্ব সংকটের চিত্র এঁকেছেন।

মানবজীবনের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে বাসস্থান একটি। মানুষ যখন আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে তখন তার জীবনের সবটুকু সতেজতা ম্লান হয়ে যায়। সবুজ সতেজ প্রাণময় জীবন হয়ে পড়ে বিবর্ণ। ব্যক্তিগত, সামাজিক, প্রাকৃতিক বা রাজনৈতিক যে কোনো কারণেই মানুষ তার আশ্রয় হারাতে পারে। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে লেখক ১৯৪৭ সালের দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে মানবজীবনে যে চরমতম সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তা তুলে ধরেছেন। মতিন, ইউনুস, মোদাব্বের, বদরুদ্দিন, মকসুদ, এনায়েত প্রমুখ তাদের জন্মভূমি ভারত থেকে বাংলাদেশে চলে আসে, তাদের দীর্ঘদিনের আশ্রয় তারা ত্যাগ করে এ দেশে আসে উদ্বাস্তু হয়ে। অনেক চেষ্টার পর তারা একটি বাড়ির সন্ধান পায়। যে বাড়ির মালিক দেশ-পলাতক। বাড়ির তালা ভেঙে হৈ হৈ রবে তারা বাড়িটি দখল করে, আশ্রয়হীন বিচ্ছিন্ন এই তরুণদের ঐ মুহূর্তে বাড়ি দখলের ব্যাপারটি অপরাধ বলে মনে হয় না। মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে তারা যেন স্বর্গ হাতে পায়, নতুনভাবে স্বপ্ন দেখে। বাঁচবার আনন্দে তারা বিভোর। কিন্তু এ আনন্দ তাদের স্থায়ী হয় না। পুলিশ এসে বাড়িটি সরকার রিকুইজিশন করে এবং সপ্তাহ খানেকের মধ্যে তাদের বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দেয় তখন এ যুবকগুলো আবার আশ্রয়হীনতায় ভোগে। তাদের অস্তিত্ব আবার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। উদ্দীপকের জোৎস্না বেগমও আশ্রয়হীনতার দরুন বিপর্যস্ত। জোৎস্না বেগম কোনো রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের শিকার নয়। প্রাকৃতিক কারণে সে তার ভিটে মাটি হারায়। নিজ জন্মস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জোৎস্না বেগম শহরে চলে আসতে বাধ্য হয়। একটু আশ্রয়ের জন্য সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। অবশেষে স্টেশনের পাশের বস্তিতে তার আশ্রয় মিলে। এই ক্ষুদ্র নোংরা বাসস্থানটিকেই তার স্বর্গ মনে হয়। কিন্তু যদি বস্তিটি ভেঙে দেয়া হয় তবে সে আবার আশ্রয়হীন হয়ে পড়বে এই চিন্তা তাকে সব সময় আতঙ্কের মধ্যে রাখে।

মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে মাথা গোঁজার ঠাঁই বা আশ্রয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আশ্রয়হীনতা মানুষের জীবনে সব সময় একটি গভীরতর অস্তিত্ব সংকট তৈরি করে– উদ্দীপকের কাহিনী আর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের প্রেক্ষাপট ভিন্ন ভিন্ন হলেও দুটো ঘটনাতেই মানুষের এই অস্তিত্ব সংকটের বিষয়টি মুখ্য হয়ে উঠেছে।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দীর্ঘদিন ধরে আনোয়ার শ্বাসকষ্টে ভুগছে। দাদী বলেছিল, অর্জুন গাছ জড়িয়ে ধরে শ্বাস নিলে তার এই রোগ ভালো হয়ে যাবে। এ জন্য সে তার বাসার কাছের অর্জুন গাছটির কাছে অসংখ্যবার গিয়েছে। বিশ্রী গন্ধযুক্ত ময়লা-আবর্জনার স্তূপের পাশের এ গাছটি জড়িয়ে ধরে নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসও নিয়েছে সে। কিন্তু এতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এখন সে ডাক্তার দেখাতে ঢাকায় এসেছে।

ক. ইউনুস কোথায় থাকতো?

খ. পাশের বাড়ির দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ইউনুস বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতো কেন?

গ. উদ্দীপকের আনোয়ারের সাথে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের ইউনুসের সাদৃশ্য তুলে ধর।

ঘ. কুসংস্কার নয়, সুস্বাস্থ্যের জন্য দরকার ভালো পরিবেশ ও সুচিকিৎসা– উদ্দীপক ও 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ইউনুস থাকতো ম্যাকলিওড স্ট্রিটে।

খ) ইউনুস ছিল খুবই রোগাপটকা। সব সময় তার জ্বরজ্বারি লেগেই থাকতো। দেশবিভাগের আগে কোলকাতার ম্যাকলিওড স্ট্রিটের নড়বড়ে একটি কাঠের দোতলা বাড়িতে থাকতো সে। তার ঘরটি ছিল খুবই নোংরা ও স্যাঁৎস্যাঁতে। চামড়ার উৎকট গন্ধে

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

জায়গাটি সব সময় দুর্গন্ধযুক্ত থাকতো। কেউ একজন বলেছিলো, চামড়ার গন্ধ যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংস করে। তাই প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে সে তার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতো। সেখানে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতো সে। তার ধারণা ছিল, এ দুর্গন্ধ তাকে একদিন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান করে তুলবে। আর এ কারণেই সে পাশের বাড়ির দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতো। যদিও এতে তার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হয়নি।

গ) ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর উদ্বাস্তু হিসেবে যারা এ দেশে চলে এসেছিলো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে তাদের একটি বাস্তব জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। এসব উদ্বাস্তুদের একজন হচ্ছে রোগাপটকা ইউনুস। ইউনুস পূর্বে কোলকাতার ম্যাকলিওড স্ট্রিটে থাকত। গলিটি ছিল ময়লা-আবর্জনায় ভরা। সে গলিতেই নড়বড়ে ধরনের একটি কাঠের দোতলা বাড়ির স্যাঁৎস্যাঁতে একটি কক্ষে কচ্ছদেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের সাথে সে চার বছর বসবাস করেছে। অর্জুন গাছটির অবস্থান থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকের আনোয়ারও তার মতো একটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতো। ইউনুসের পাড়াটি চামড়ার উৎকট গন্ধে সর্বক্ষণ ভরপুর থাকলেও সে সেটাকেই অম্লান বদনে সহ্য করতো এ কারণে যে, চামড়ার গন্ধ নাকি যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংস করে। উদ্দীপকের আনোয়ারও শ্বাসকষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দাদির কথায় ময়লা আবর্জনার পাশের অর্জুন গাছটিকে জড়িয়ে ধরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতো। অবশ্য এতে দুজনের কারোরই স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়নি। বরং অসুস্থতা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। এ বিষয়টি বুঝতে পেরে আনোয়ার শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। অপরদিকে ইউনুস এ দেশে এসে খোলামেলা একটি প্রকাণ্ড বাড়িতে বসবাস করার পর নিজের স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি দেখতে পায়।

ঘ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে দেখা যায় দেশ বিভাগের আগে ইউনুস ম্যাকলিওড স্ট্রিটের মতো ময়লা-আবর্জনাযুক্ত একটি দুর্গন্ধময় পরিবেশে বসবাস করতো।
উদ্দীপকের আনোয়ারও ঠিক তাই করেছে। ইউনুস যেমন বিশ্বাস করতো চামড়ার উৎকট দুর্গন্ধ তার অসুস্থতা দূর করবে তেমনি আনোয়ারও বিশ্বাস করতো ময়লা-আবর্জনার পাশের অর্জুন গাছটি তাকে সুস্থ করে তুলবে। তাদের এ বিশ্বাসের পেছনে ছিল অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কার। তাই এক পর্যায়ে তাদের এ বিশ্বাস ভেঙে যায়। আনোয়ার তার ভুল বুঝতে পেরে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় এবং ইউনুস নোংরা পরিবেশের পরিবর্তে ভালো পরিবেশে বসবাস করার পর নিজের স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখতে পায়। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, কুসংস্কার নয়, সুস্বাস্থ্যের জন্য দরকার ভালো পরিবেশ ও সুচিকিৎসা। ভালো পরিবেশ ও সুচিকিৎসা পেলে মানুষের অসুস্থতা যেমন দূর হয়, তেমনি স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

৪৭-এর দেশবিভাগের পর আজিজ সাহেব ঢাকায় আসতে বাধ্য হলেন। সাতচল্লিশ সালের আগস্ট মাসের দাঙ্গার কথা মনে হলে আজও তার গা শিউরে ওঠে। তাই স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় ঢাকায় এসে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন পুরান ঢাকার ঘিঞ্জি এলাকার একটি পুরনো ও স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে। আজিজ সাহেব প্রায়ই উদাস হয়ে ভাবেন, কেন এরকম হলো?

ক. পুলটির পরের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়িটা কোত্থেকে থেকে সরাসরি দণ্ডয়মান ছিল?
খ. 'এখানে কোন হিন্দুয়ানির চিহ্ন সহ্য করা হবে না'- কে এবং কেন এ উক্তিটি করেছিলো?
গ. উদ্দীপকের সাথে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের সাদৃশ্য দেখাও।
ঘ. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক সিদ্ধান্ত মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে – 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' ও উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) পুলটির পরের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়িটা রাস্তা থেকেই সরাসরি দণ্ডায়মান ছিল।

খ) 'এখানে কোন হিন্দুয়ানির চিহ্ন সহ্য করা হবে না'-উক্তিটি ভারত থেকে আসা উদ্বাস্তু তরুণ দলের সদস্য মোদাব্বের করেছিল। মোদাব্বের ও তার সঙ্গীরা যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সে বাড়ির আঙ্গিনাতেই এক রোববার মোদাব্বের তুলসী

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

গাছের উপস্থিতি আবিষ্কার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে ডেকে হুঙ্কার ছেড়ে গাছটি উপড়ে ফেলতে বলে। বাড়িতে মোদাব্বের কোনো হিন্দুয়ানির চিহ্ন রাখবে না। মূলত মোদাব্বের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন এক হুজুগে মানুষ। তাই সে হিন্দু ধর্মের চিহ্ন হিসেবে এই তুলসী গাছটি উপড়ে ফেলতে চায়। এটির উপস্থিতি সে সহ্য করতে পারে না। মূলত সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির কারণেই সে এ উক্তিটি করে।

গ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর একদল উদ্বাস্তু কর্মচারীর একটি পরিত্যক্ত বাড়ি দখলের ঘটনা উপস্থাপন করেছেন। দেশ বিভাগের কারণে বিপুলসংখ্যক মানুষের দেশত্যাগ ও উদ্বাস্তুদের আগমনে সমাজজীবনে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে ভারত থেকে আগত উদ্বাস্তু মতিন ও তার অন্যান্য সঙ্গীরা দেশ বিভাগের হুজুগে ঢাকায় চলে আসে। অনাশ্রিত মানুষের এ দলটি মাথা গুঁজবার একটা ঠিকানার সন্ধানে দিনের পর দিন এদিক-সেদিক ঘুরাঘুরি করেছে। অবশেষে তারা একদিন সদর রাস্তার পাশে একটি মস্ত বড় দোতলা বাড়ি দেখতে পায়। বাড়িটির সদর দরজায় একটি মস্ত বড় তালা ঝুলছিল। ফলে তাদের আর বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, সেটি একটি পরিত্যক্ত বাড়ি। তাই সেদিন সন্ধ্যায় মতিন ও তার দলবল এসে কোনো প্রকার সংঘর্ষ, বাধা-বিপত্তি ছাড়াই দরজার তালা ভেঙে হৈ হৈ রৈ রৈ আওয়াজ তুলে বাড়িটা দখল করে নেয়।

ঘ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে দেশবিভাগোত্তর উদ্বাস্তুদের অস্তিত্ব সংকটের মধ্য দিয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে যে মানবিক বিপর্যয় ঘটে তার একটি খণ্ডচিত্র অঙ্কন করেছেন।

রাষ্ট্রের চারটি মৌলিক উপাদান হলো – নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনগণ, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। ধর্ম রাষ্ট্রের কোনো উপাদান নয়। এটি প্রত্যেক ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব বিশ্বাস ও চর্চার বিষয়। অথচ ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রের এই মৌলিক উপাদানগুলোকে উপেক্ষা করে শুধু ধর্মকে ভিত্তি করে ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশকে দুটি আলাদা রাষ্ট্রে বিভক্ত করে যায়। এর ফলে অনেক হিন্দু পরিবার এ দেশে তাদের সবকিছু ফেলে ভারতে চলে যায় এবং ভারত থেকেও হাজার হাজার মুসলমান এ দেশে চলে আসে। এতে উদ্বাস্তু অবস্থায় এখানে-সেখানে তারা অসহায়ের মতো ঘুরতে থাকে। যাদের এক সময় অর্থ-বিত্ত ও সুখের সংসার ছিলো তারা সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়। উদ্দীপকের আজিজ সাহেব ও গল্পের গৃহকর্ত্রী এসব অসহায় উদ্বাস্তু মানুষেরই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। মতিন ও তার সঙ্গীরা এসব অসহায় উদ্বাস্তুদের মিছিলকে আরও দীর্ঘ করেছে। বাস্তবে এ ধরনের অসহায় উদ্বাস্তুদের পরিমাণ ছিল ব্যাপক এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণাবোধ ছিল বিচিত্র। মূলত রাষ্ট্র গঠনের মতো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ধর্মকে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়েই এমন একটি মানবিক বিপর্যয় ঘটেছিলো– যা কখনোই সুস্থ বোধসম্পন্ন কোনো মানুষের কাম্য হতে পারে না।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

পদ্মার বুকে চর জেগেছে। নদী ভাঙা অনেক মানুষ সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। জীবিকার তাগিদে তারা গাছ লাগিয়েছে, চাষাবাদ শুরু করেছে। নিঃস্ব, অসহায় মানুষগুলো বেঁচে থাকার অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে। অভাব-অনটনের মাঝেও চরজীবনের মানুষগুলোর মধ্যে প্রশান্তির হাওয়া বইছে। ঠিক তখনই মহাজনের লাঠিয়ালরা তার নির্দেশে নিরীহ চরবাসীদের উচ্ছেদ করে। এতে মুখর চর আবার নিরব হয়ে পড়ে।

ক. কত দিনে তারা সদলবলে বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়?

খ. মতিন ও তার সঙ্গীদের শেষ পর্যন্ত বাড়ি ছাড়তে হলো কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নদীভাঙা মানুষের সাথে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের উদ্বাস্তুদের সাদৃশ্য তুলে ধর।

ঘ. 'মুখর চর আবার নিরব হয়ে পড়ে'– 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'-গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) দশম দিনে তারা সদলবলে বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

খ) ১৯৪৭-এ দেশবিভাগের পর মতিন ও তার সঙ্গীরা ঢাকায় চলে আসে। একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে তারা আশ্রয় নেয়। কিন্তু সরকার এ বাড়িটি রিকুইজিশন করে। আশ্রিতদের দখলমুক্ত করার জন্য সরকার পুলিশ পাঠায়। পুলিশ মতিন ও তার সঙ্গীদের জানায়, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাড়িটি ছেড়ে দিতে হবে। এ কথা শুনে সকলের মধ্যে হতাশা নেমে আসে। এরপর চব্বিশ ঘণ্টার পরিবর্তে সাত দিন সময় দেয়া হলেও দশম দিনের মাথায় তারা বাড়িটি ছেড়ে যায়। মূলত সরকারের পক্ষ থেকে বাড়িটি রিকুইজিশন করাতেই তাদের তা ছাড়তে হয়।

গ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও অস্তিত্ব সংকটের কথা বর্ণিত হয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত নদীভাঙা মানুষের সাথে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের উদ্বাস্তু চরিত্রগুলোর সাদৃশ্য পাওয়া যায়। উদ্দীপকে বর্ণিত নদীভাঙা মানুষগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নিজেদের বাসস্থান ছাড়তে বাধ্য হয়। অপরদিকে ভারত থেকে আগত উদ্বাস্তুদের দখলকৃত বাড়িটি ছাড়তে হয় সরকারি রিকুইজিশন এর কারণে। সাতচল্লিশের দেশবিভাগের ফলে উদ্বাস্তুদের মধ্যে বাসস্থান সংকট তীব্র হয়ে ওঠে। অপরদিকে উদ্দীপকে নদীভাঙা মানুষগুলো পদ্মার বুকে অনেক আশায় ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস শুরু করে। কিন্তু মহাজনদের তোপের মুখে পড়ে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত সেই চর ছেড়ে দিতে হয়।
উদ্দীপকের দরিদ্র, অসহায় মানুষগুলোর সাথে গল্পের উদ্বাস্তু, অসহায় মানুষগুলোর যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও অস্তিত্ব-সংকটের কথা বর্ণিত হয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত নদীভাঙা মানুষগুলো আশ্রয়ের জন্য পদ্মার বুকে জেগে ওঠা চরে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করলে নিরব-নিস্তব্ধ চর মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু মহাজনদের তোপের মুখে অসহায় মানুষগুলো চর থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেলে সেই মুখর চর আবার নিরব হয়ে পড়ে। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের ফলে ভারত থেকে আগত উদ্বাস্তুরা মাথা গুঁজে থাকার জন্য উদয়াস্ত ঘুরতে থাকে। অবশেষে তারা একটি পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তাদের সেই আশ্রয় দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। সরকারি রিকুইজিশনে তারা দশম দিনে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়। উদ্দীপকে পদ্মার অসহায় মানুষগুলো পদ্মার চরে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে, জীবিকার তাগিদে গাছপালা লাগায়। কিন্তু মহাজনের হুকুমে তাদেরকে চর ছেড়ে দিতে হয়। উদ্দীপকে অসহায় মানুষগুলো যখন পদ্মার পাড়ে বাড়ি ঘর ছেড়ে দিলে মুখর চর নিথর হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি উদ্বাস্তু মানুষগুলো সদলবলে বাড়িটি দখলের পর ছেড়ে দিলে ঐ বাড়িটিও নিরব, নিস্তব্ধ হয়ে যায়।
উদ্দীপকের মুখর চর নিরব হয়ে পড়া এবং দখলকৃত বাড়িটি ছেড়ে দেয়ার ফলে সৃষ্ট নিরবতা যেন একই সুরে বাঁধা।

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়া মাত্রই মিতুল এক মাসের ছুটিতে মামা বাড়ি বেড়াতে যায়। মিতুলের শখ বাগান করা। কিন্তু মামাবাড়ি যাওয়ার আনন্দে সে তার বাগানের যত্ন নেয়ার দায়িত্ব কাউকে দেয়ার কথা ভুলে যায়। একমাস পর ফিরে এসে দেখে তার বাগানের গাছগুলো পানির অভাবে শুকিয়ে গেছে। এতে মিতুলের মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়।

ক. বাগান করার শখ ছিল কার?
খ. তুলসী গাছটি অক্ষত দেহে বিরাজ করতে থাকে কেন?– ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের সাদৃশ্য নিরূপণ কর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে সমকালীন সমাজবাস্তবতার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দাও।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বাগান করার শখ ছিল মতিনের।

খ) তুলসী গাছটি প্রথমে মোদাব্বেরের নজরে পড়লে সে গাছটি উপড়ে ফেলার জন্য হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। কিন্তু হিন্দু রীতিনীতি সকলের ভালো জানা না থাকায় কেউ স্পষ্টভাবে মোদাব্বেরের কথায় সায় দেয় না। তবে প্রতি দিনান্তে হিন্দু বাড়িতে তুলসী

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

গাছের তলায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণামের যে রীতি রয়েছে এ বিষয়ে তারা কিছুটা হলেও অবগত রয়েছে। তারা ভাবে ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারো জীবন প্রদীপ নিভেও গেছে, আবার সুখের সময় হাসি-আনন্দের ফোয়ারাও ছুটেছে, কিন্তু এ প্রদীপ দেয়া অনুষ্ঠান একদিনের জন্যও বন্ধ থাকেনি। মোদাব্বের ছাড়া সকলেই গাছটির প্রতি মমতা অনুভব করে। অন্যদিকে সর্দি লেগে থাকা ইউনুসও গাছটির উপকারের কথা বলে। সকলেরই যেন এমনই মত। এনায়েত মৌলভি ধরনের মানুষ সে পর্যন্ত চুপ করে থাকে। গৃহকর্ত্রীর সজল চোখের দৃশ্যটি তার মনেও হয়তো জাগে। ফলে গাছটিতে কেউ হাত দেয়নি। অন্যদের এ মনোভাব দেখে মোদাব্বেরও শেষ পর্যন্ত তার অবস্থান থেকে পিছিয়ে আসে। এ কারণেই গাছটি যেখানে ছিল, সেখানেই অক্ষতদেহে অবস্থান করতে থাকে।

গ) হিন্দুদের পরিত্যক্ত এক বাড়িতে বসবাস করার সময় উদ্বাস্তুদের মধ্যে মোদাব্বের মিয়া দেখতে পায় তুলসী গাছটি। পরিচর্যার অভাবে গাছটি কেমন যেন শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। কেননা, দেশবিভাগের ফলে এ তুলসী গাছের পরিচর্যাকারিণী দেশ ত্যাগ করে চলে গেছে। তাই এ গাছটির পরিচর্যা করার মতো কোনো লোক ছিল না। ফলে পানির অভাবে গাছটির পাতা খয়েরি বর্ণ ধারণ করেছিল এবং গাছটির তলায় ঘাস গজিয়ে উঠেছিল। কিন্তু মতিনদের আগমনে হঠাৎ যেন শূন্যদেহে প্রাণের সঞ্চার হলো। কেননা, উদ্বাস্তুদের মধ্যে কে যেন গোপনে গাছটির গোড়ায় পানি দিতো। এতে গাছটি সজীব হয়ে উঠেছিল। উদ্বাস্তুদের ভাগ্যে হঠাৎ আবার বিপর্যয় নেমে আসে। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে পুলিশ তাদের চলে যেতে বলে। এর ফলে কেউ আর তুলসী গাছটির যত্ন নেয়নি। তাই পরিচর্যার অভাবে গাছটি আবার শুকিয়ে যায় এবং এর পাতা খয়েরি রং ধারণ করে। উদ্দীপকে মিতুল যখন মামাবাড়িতে বেড়াতে যায় তখন মামাবাড়িতে তখন তার বাগানের গাছগুলোর কেউ যত্ন নেয় না। ফলে গাছগুলো পানির অভাবে শুকিয়ে যায়। তাই একমাস পর ফিরে এসে গাছগুলোর করুণ অবস্থা দেখে সে খুব কষ্ট পায়। এখানে মিতুলের বাগানের গাছগুলোর সাথে একটি 'তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের তুলসী গাছটির যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ) ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের পর মানুষের মধ্যে কর্মস্থল ও বাসস্থান পরিবর্তনের এক ধরনের হুজুগ শুরু হয়। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেক মানুষ ভারতে আর ভারত থেকে অনেক মানুষ পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসে। এতে ব্যাপক উদ্বাস্তু সংকট তৈরি হয়। এই সংকটের শিকার হয়ে হাজার হাজার মানুষ কোলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসে। এখানে এসে উদয়াস্ত তারা হন্যে হয়ে আশ্রয় খুঁজতে থাকে। এরপর কেউ কেউ আশ্রয় পেলেও অনেকে তা পায় না। ফলে এটি একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই সমকালীন সমাজবাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে তিনি একটি পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়িকে আশ্রয় করে মতিন, ইউনুস, মকসুদ ও মোদাব্বেরের মতো বেশ কিছু উদ্বাস্তু মানুষের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। আর সব কিছুর কেন্দ্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক হিসেবে তিনি প্রতিস্থাপন করেছেন একটি তুলসী গাছ। তুলসী গাছটির বাঁচা-মরার ভেতর দিয়ে তিনি তার সমকালীন সমাজবাস্তবতাকে অত্যন্ত তির্যকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। উদ্দীপকে মিতুলের গাছগুলো যখন পানির অভাবে শুকিয়ে যায়, তখন তার মধ্যে যে কষ্টবোধ কাজ করে, তুলসী গাছটির জন্যেও নিশ্চয় কারও মধ্যে সেই একই কষ্টবোধ কাজ করে। অথচ এই গাছগুলোর মতোই যে মানুষগুলো তার রাষ্ট্রপরিচালনাকারীর মতো মালিদের পরিচর্যার অভাবে এমন বিপর্যস্ত অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তারা এটার জন্য কোনো ধরনের কষ্টবোধ করেন কিনা সেটাই প্রশ্ন। তাই লেখক তাদের উদ্দেশে অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় এ প্রশ্নটিই ছুঁড়ে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, তুলসী গাছের এ বাঁচা-মরার পেছনে কিছু মানুষের অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তই দায়ী। তাই এর কারণ তুলসী গাছ নয়, বরং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন সেসব অবিবেচক মানুষদেরই জানার কথা।

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দেশবিভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গের বেলগাছিয়া থেকে শাহেদারা বাংলাদেশের রাজশাহীতে এসে বসবাস শুরু করে। নিজের দেশ, ভিটেবাড়ি, জমিজমা সব ছেড়ে এখানে এক নতুন পরিবেশে এসে নিদারুণ কষ্টে তাদের দিন কাটতে থাকে। সে দেশে তার বাবার কাপড়ের ব্যবসা ছিল। এখানে আসার পর কীভাবে সংসার চালাবেন তার কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না তার বাবা। শাহেদা নবম শ্রেণিতে পড়ত, এখন তার লেখাপড়াটাও বন্ধ। দেশবিভাগ শাহেদার গোটা জীবনটাকেই যেন পাল্টে দিয়েছে।

ক. ইউনুস কোথায় থাকত?
খ. 'তখন গভীর ছায়া নেমে আসে সর্বত্র। কোথায় যাবে তারা?'-ব্যাখ্যা কর।
গ. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে শাহেদার জীবনচিত্র কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?– ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'দেশবিভাগ শাহেদার গোটা জীবনটাকেই যেন পাল্টে দিয়েছে।'– 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ কর।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ইউনুস থাকত ম্যাকলিওড স্ট্রিটে ।

খ) ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের ডামাডোলে কিছু উদভ্রান্ত উদ্বাস্তু মাথা গোঁজার ঠাঁই হিসেবে একটি পরিত্যক্ত পুরাতন হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় নেয়ার পর পুলিশ বাড়ি ছাড়ার তাগিদ দেয়। এরপরই তাদের মনের উপর হতাশা ভর করে এবং পেয়ে হারানোর ভয় তাড়া করে, তাতে এতোবড় একটি বাড়িতে যেখানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের খেলা ছিল তা কিনা ছেড়ে চলে যেতে হবে। দুঃখের একটি শীতল ছায়া তাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গ্রাস করে। তারা ভাবে আবার কোথায় যাবে, কোথায় ঠাঁই পাবে।

গ) ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভঙ্গের হুজুগে এপার বাংলায় আসা উদ্বাস্তু মানুষের জীবন-যন্ত্রণাকে উপজীব্য করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একটি তুলসী গাছের কাহিনী' শীর্ষক গল্পটি রচনা করেছেন। এ গল্পের কল্পিত গৃহকর্ত্রী আর উদ্বাস্তু মানুষের জীবনগুলো উদ্দীপকের শাহেদার মতোই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চয়তায় ভরা।
দেশবিভাগের ফলে অসংখ্য মানুষের জীবন হয় বিপর্যস্ত। হুজুগে পড়ে উদ্দীপকের শাহেদাদের মতো অসংখ্য মানুষ ওপার থেকে এপারে এসে উদ্বাস্তু জীবনে পতিত হয়েছে। শাহেদারা রাজশাহীতে বসবাস শুরু করে। নিজের দেশ, ভিটেমাটি, জমি-জমা সব ছেড়ে রাজশাহীতে এসে জুলেখারা যেমন নিদারুণ কষ্টে দিন কাচাচ্ছে, তেমনই নিদারুণ কষ্টে পড়েছে কলকাতা থেকে আসা ঢাকার রাজপথে ঘোরা উদ্বাস্তু মতিন-মোদাব্বেররা। তাই অবস্থানের দিক থেকে শাহেদাদের সঙ্গে গল্পের বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। মতিন মোদাব্বেররা একটা পরিত্যক্ত হিন্দুবাড়িতে আশ্রয় নেয়। সাময়িক নিরাপত্তা জুটলেও পুলিশের নোটিশে আবার তারা আশ্রয়হীন হয়। এদিক থেকে উদ্দীপকের শাহেদাদের সঙ্গে গল্পের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তবে শাহেদাদের সমস্যা আরও প্রকট, তার বাবা নতুন জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারছেন না। ফলে শাহেদার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে দেশবিভাগ যেন শাহেদার জীবনটাই পাল্টে দিয়েছে। আবার শাহেদাদের মতো গল্পের মতিনের কল্পিত গৃহকর্ত্রীও হয়তো ওপার বাংলার কোনো এক বস্তি কিংবা আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। শাহেদাদের সঙ্গে গল্পের এই গৃহকর্ত্রী কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। কিছু কিছু বিষয়ে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের সঙ্গে উদ্দীপকের শাহেদাদের অবস্থার সাদৃশ্য থাকলেও চেতনাগত দিক থেকে কিছুটা বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ) ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমানের পৃথক পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারত বিভক্ত হয়। ভারত প্রত্যাগত এমনই একদল মুসলমানের জীবনচিত্রের কাহিনী মূর্ত হয়ে উঠেছে সমাজসচেতন কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে। উদ্দীপকের শাহেদাদের বাংলাদেশে আসার কারণও এই দেশবিভাগ।
দেশবিভাগের কারণে শাহেদাদের পরিবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ থেকে বাংলাদেশে চলে আসে। পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের বাড়ি-ঘরে তারা নিরাপদেই ছিল। তার বাবার ব্যবসা ছিল। স্বাভাবিক নিরাপদ জীবনযাপন ফেলে রাজশাহীতে এসে তাদের নিদারুণ কষ্টে দিন কাটাতে হচ্ছে। জুলেখার বাবার কোনো জীবিকা নেই, আবার তার পড়ালেখাও বন্ধ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে জুলেখাদের জীবন।
উদ্দীপকের শাহেদাদের মতো তখন অসংখ্য মানুষ উৎকণ্ঠিতচিত্তে মাতৃভূমি ত্যাগ করে। বাংলাদেশ থেকে দলে দলে হিন্দুরা, ঘর-বাড়ি, সহায়-সম্পত্তি রেখে আশ্রয়ের সন্ধানে চলে যায় ভারতে। আবার ভারত থেকেও মুসলমানরা সর্বস্ব ফেলে প্রত্যাবর্তন করে বাংলাদেশ। এমনই একটি ভারত প্রত্যাগত দলে ছিল মতিন, ইউনুস, এনায়েত, কাদের আমজাদ, মোদাব্বেরের মতো নাম না জানা অনেক উদ্বাস্তু। তারা পূর্ববাংলায় একটি পরিত্যক্ত হিন্দুবাড়ি তারা দখল করে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। কলকাতায় যে তারা সবাই খুব আরাম-আয়েশে ছিল ব্যাপারটা তা নয়। সাময়িকভাবে নিরাপদ আশ্রয় পেলেও পুলিশের নোটিশে তারা সে বাড়ি ছেড়ে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

দেয়। আবার ফিরে যায় অনিশ্চিত উদ্বাস্তু জীবনে। এভাবে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগ অসংখ্য মানুষের শান্ত-সংহত, স্বাভাবিক ও নিরাপদ জীবন তছনছ করে দেয়। পাল্টে দেয় তাদের গোটা জীবন ব্যবস্থা। অসংখ্য মানুষের দীর্ঘদিনের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিময় সুন্দর জীবনাচরণ বিপন্ন করে দেয় এই দেশবিভাগ। উদ্দীপকের শাহেদার জীবন আর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের গৃহকর্ত্রী বা ভারত প্রত্যাগত মতিন-মোদাব্বেরদের অনিশ্চিত জীবনে পদার্পণ তারই পরিচয় বহন করে।

৮. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

পাঁচ বছরের শান্তর সমবয়সী অর্ঘ্য। পাশাপাশি বাড়ি ওদের। সখের বশেই শান্ত অর্ঘ্যদের বাড়ি থেকে একটা তুলসী গাছের চারা এনে তাদের গাঁদা ফুলের টবে লাগায়। শান্তর সেবাযত্নে গাছটা দ্রুত বাড়তে থাকে। একদিন শান্তর মা তাঁর ছোট বাচ্চার সর্দি-জ্বরের কারণে তুলসী পাতা আনার জন্য শান্তকে অর্ঘ্যদের বাড়ি পাঠান। কিন্তু অর্ঘ্যের মা গাছ ছোট বলে পাতা দেননি। এমন সময় শান্তর মনে পড়ে টবে লাগানো তুলসী গাছটির কথা। সে ঐ গাছ থেকে কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে মায়ের কাছে নিয়ে যায়। মা পাতা দেখে খুশি হন। পরে যখন শান্ত টবের গাছটা দেখায় মা তখন বলেন, 'মুসলমানদের বাড়িতে তুলসী গাছ থাকতে নেই। গাছটি তুলে ফেলতে হবে।' শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'আমি গাছটি উপড়ে ফেলতে দেব না।'

ক. তুলসী গাছটি প্রথমে কার চোখে পড়েছিলো?
খ. মোদাব্বের তুলসী গাছটি উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল কেন?
গ. 'আমি গাছটি উপড়ে ফেলতে দেব না'-উক্তিটি 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধের পরিচয় দাও।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) তুলসী গাছটি প্রথমে মোদাব্বেরের চোখে পড়েছিলো।

খ) ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ফলে বাঙালি হিন্দুরা তাদের সবকিছু ছেড়ে ভারতে যেতে বাধ্য হয়। আর মুসলমানরা পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসে। কলকাতা থেকে আগত মুসলমান যুবকদের কয়েকজন ঢাকার একটি পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তাদের মধ্যে রক্ষণশীল মোদাব্বের একদিন সকালে ঐ বাড়িতে একটি তুলসী গাছ দেখে হৈচৈ শুরু করে দেয়। গাছটি হিন্দুদের পূজনীয় বলে সে তা উপড়ে ফেলতে চায়।

গ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে একটি তুলসী গাছকে কেন্দ্র করে আবর্তিত বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ লক্ষ করা যায়। গল্পের আলোকে উপস্থাপিত উক্ত উদ্দীপকেও তুলসী গাছ কেন্দ্রিক ঘটনার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকের শান্ত অনেক যত্ন করে তাদের গাঁদা ফুলের টবে একটি তুলসী গাছ লাগায়। কিন্তু মুসলমানদের বাড়িতে তুলসী গাছ থাকতে নেই বলে শান্তর মা যখন তুলসী গাছটি তুলে ফেলতে বলেন তখন সে দৃঢ়কণ্ঠে এর প্রতিবাদ করে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে এমনই একটি ঘটনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মোদাব্বের তাদের দখলকৃত বাড়িটিতে একটি তুলসী গাছ আবিষ্কার করে এবং হিন্দুয়ানির চিহ্ন বলে সেটাকে উপড়ে ফেলতে চায়। কিন্তু কারও হাতই গাছটিকে উপড়ে ফেলার জন্যে এগিয়ে আসে না। ইউনুস তার সর্দি-জ্বরের অজুহাত দেখিয়ে গাছটিকে রেখে দেয়ার পরামর্শ দেয়। শুধু তাই নয়, গোপনে কেউ গাছটার যত্নও নেয়। লক্ষণীয় যে, উদ্দীপকের শান্তর সঙ্গে আলোচ্য গল্পের ইউনুস ও অন্যান্য চরিত্রের মিল রয়েছে। মোদাব্বেরের কাথামতো তারা যেমন গাছটি তুলে ফেলেনি তেমনই উদ্দীপকের শান্তও তার মায়ের কথা মেনে নিয়ে গাছটি উপড়ে ফেলেনি।

ঘ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি অসাম্প্রাদায়িক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্দীপকের শান্তর মধ্যেও আমরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিষয়টি লক্ষ করি।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের কাহিনী দেশবিভাগ ও সাম্প্রদায়িক চেতনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হলেও তাতে অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের মোদাব্বের যে দৃষ্টিকোণ থেকে তুলসী গাছটি উপড়ে ফেলতে চেয়েছে তাতে তার সাম্প্রদায়িক জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে শেষ পর্যন্ত সে নিজেও গাছটি উপড়ে ফেলতে পারেনি। যখন সে তুলসী গাছটি তুলে ফেলতে বলে, তখন কারও হাত এগিয়ে আসেনি। গাছটির জন্যে হয়তো তার অবচেতন মনেও করুণার সৃষ্টি হয়েছিলো।

উদ্দীপকের শান্তর মধ্যেও আমরা অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধের পরিচয় পাই। মুসলমানদের বাড়িতে তুলসী গাছ থাকতে নেই বলে মা যখন তার লাগানো যত্নের তুলসী গাছটি তুলে ফেলতে বলেন, তখন সে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলে, 'আমি গাছটি উপড়ে ফেলতে দেব না।' শান্তর শিশুমনে নিজের অগোচরেই হয়তো জন্ম নিয়েছে অসাম্প্রদায়িক চেতনা– যার পূর্ণ প্রতিফলন লক্ষ করা যায় 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে। ইউনুস তার সর্দি-জ্বরের অজুহাতে দেখিয়ে গাছটি রেখে দেয়ার পরামর্শ দেয়। এমনকী পরবর্তীকালে গোপনে তাদের মধ্যে কেউ গাছটির যত্নও নেয়। অথচ তা বুঝতে পেরেও মোদাব্বের কাউকে কিছু বলেনি।

অসাম্প্রদায়িক চেতনা মানুষের মনকে বিস্তৃত করে এবং জীবন ও জগৎ নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। তাই সবার ভেতরই অসাম্প্রদায়িক চেতনা জাগ্রত হওয়া উচিত।

● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন?
ক ১৯২০ সালে — খ ১৯২২ সালে (✓) — গ ১৯২৫ সালে — ঘ ১৯২৯ সালে

২. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে বর্ণিত কোন চরিত্রের বাগানের শখ ছিল?
ক মতিন (✓) — খ আমজাদ — গ বদরুদ্দিন — ঘ কাদের

৩. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত 'লাল সালু' উপন্যাস কবে প্রকাশিত হয়?
ক ১৯৫০ — খ ১৯৪০ — গ ১৯৪৮ (✓) — ঘ ১৯৫৬

৪. 'কাঁদো নদী কাঁদো' কোন জাতীয় গ্রন্থ?
ক প্রবন্ধ — খ কাব্যগ্রন্থ — গ উপন্যাস (✓) — ঘ ছোট গল্প

৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ চাকরিসূত্রে কোন কোন বেতার কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করেন?
ক ঢাকা, করাচি (✓) — খ ঢাকা, ভারত — গ ভারত, করাচি — ঘ ঢাকা, মালয়েশিয়া

৬. নিচের কোন গ্রন্থটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত গল্পগ্রন্থ?
ক চাঁদের অমাবস্যা — খ নয়নচারা (✓) — গ বহিপীর — ঘ চাঁদের অমাবস্যা

৭. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'তরঙ্গভঙ্গ' কোন জাতীয় গ্রন্থ?
ক নাটক (✓) — খ উপন্যাস — গ গল্প গ্রন্থ — ঘ প্রবন্ধ

৮. কে রেলওয়েতে কাজ করত?
ক কাদের — খ ইউনুস — গ মকসুদ — ঘ মতিন (✓)

৯. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের কাদের চরিত্রের কী বৈশিষ্ট্য ছিল?
ক হুকার অভ্যাস ছিল — খ হুজুগে মানুষ ছিল — গ বাগান করার শখ ছিল — ঘ গল্প-প্রেমিক ছিল (✓)

১০. এনায়েত কোন ধরনের মানুষ ছিল?
ক গল্প প্রেমিক — খ রোগা পটকা — গ মৌলভী ধরনের (✓) — ঘ হুজুগে ধরনের

১১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত কোন গ্রন্থটি ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়?
ক তরঙ্গভঙ্গ — খ সুরঙ্গ — গ লাল সালু (✓) — ঘ চাঁদের অমাবস্যা

১২. ইউনুস কোলকাতার কোথায় বাস করতো?
ক স্টেশন রোডে — খ কলেজ স্ট্রিটে — গ ম্যাকলিওড স্ট্রিটে (✓) — ঘ র‍্যাংকিন স্ট্রিটে

১৩. তুলসী গাছটি প্রথমে কার নজরে আসে?
ক মকসুদ — খ এনায়েত — গ ইউনুস — ঘ মোদাব্বের (✓)

১৪. মোদাব্বের কবে তুলসী গাছটি আবিষ্কার করে?
ক রোববার (✓) — খ সোমবার

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ⓖ শুক্রবার ⓖ শনিবার

১৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোন পেশার মধ্যদিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন?
ⓚ কথা সাহিত্যিক ● সাংবাদিক
ⓖ শিক্ষকতা ⓖ ব্যবসায়ী

১৬. নিচের কোন রচনার মধ্যে দিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন ?
● লাল সালু ⓖ সুড়ঙ্গ
ⓖ বহিপীর ⓖ নয়নচারা

১৭. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কয়টি উপন্যাস রচনা করেন?
● ৩টি ⓖ ৫টি
ⓖ ৪টি ⓖ ২টি

১৮. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পটি কোন গল্পগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে ?
ⓚ কাঁদো নদী কাঁদো ⓖ সুড়ঙ্গ
● দুই তীর ও অন্যান্য গল্প ⓖ নয়নচারা

১৯. 'গুড়গুড়ি' শব্দের অর্থ কী ?
● ফরাশ ⓖ সুড়সুড়ি
ⓖ মেঘের ডাক ⓖ মতলব

২০. 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থটি কত খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়?
● ১৯৬০ খ্রিঃ ⓖ ১৯৬৮ খ্রিঃ
ⓖ ১৯৬৯ খ্রিঃ ⓖ ১৯৭০ খ্রিঃ

২১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জন্ম কোন জেলায়?
ⓚ টাঙ্গাইলে ⓖ রাজশাহীতে
ⓖ নওগায় ● চট্টগ্রামে

২২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ⓚ ঢাকায় ● চট্টগ্রামে
ⓖ রাজশাহীতে ⓖ খুলনায়

২৩. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কবে জন্মগ্রহণ করেন?
ⓚ ১৯২২ সালের ১ আগস্ট
ⓖ ১৯২০ সালের ১৫ আগস্ট
● ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট
ⓖ ১৯২৩ সালের ২০ আগস্ট

২৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কবে মৃত্যুবরণ করেন ?
ⓚ ১৯৭১ সালের ১০ আগস্ট
● ১৯৭১ সালের ১০অক্টোবর
ⓖ১৯৭২ সালের ১০অক্টোবর
ⓖ ১৯৭১ সালের১০ ডিসেম্বর

২৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোথায় মৃত্যুবরণ করেন ?
ⓚ ঢাকায় ⓖ লন্ডনে
● প্যারিসে ⓖ জাকার্তা

২৬. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে এ্যাকাউন্টস অফিসে কাজ করতো কে?
● বদরুদ্দিন ⓖ মতিন
ⓖ মোদাব্বের ⓖ মকসুদ

২৭. মোদাব্বেরের হাতে কী ছিল ?
ⓚ বেত ● কঞ্চি
ⓖ মোটা লাঠি ⓖ ব্রাশ

২৮. ইউনুস কাদের সাথে বসবাস করত ?
● চামড়া ব্যবসায়ীর সঙ্গে ⓖ কুমোরদের সঙ্গে
ⓖ কাপড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে ⓖ পালদের সঙ্গে

২৯. কে একটি বেসুরো হারমোনিয়াম নিয়ে এসে গান করে ?
ⓚ বদরুদ্দিন ⓖ মতিন
● হাবিবুল্লাহ ⓖ এনায়েত

৩০. বাড়ির পেছনের উঠানে কী কী গাছ ছিল ?
ⓚ আম-জাম-নারকেল গাছ
ⓖ আম-কাঁঠাল-বেল গাছ
ⓖ আম-জাম-লিচু গাছ
● আম-জাম-কাঁঠাল গাছ

৩১. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' কার লেখা?
ⓚ সৈয়দ শামসুল হক
ⓖ রোকেয়া সাখাওয়া হোসেন
● সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
ⓖ আবু জাফর শামসুদ্দীন

৩২. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
● দুই তীর ও অন্যান্য গল্প ⓖ নয়ন চারা
ⓖ রহিপীর ⓖ সুড়ঙ্গ

৩৩. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' কত সালে প্রকাশিত হয়?
ⓚ ১৯৪১ সালে ⓖ ১৯৫২ সালে
● ১৯৬৫ সালে ⓖ ১৯৭১ সালে

৩৪. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে কে বামপন্থী ছিল ?
ⓚ মোদাব্বের ⓖ মতিন
ⓖ কাদের ● মকসুদ

৩৫. মতিনের শখ কী?
● বাগান করা ⓖ বেড়ানো
ⓖ গল্প করা ⓖ ছবি আঁকা

৩৬. হুকার অভ্যাস কার?

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

(ক) কাদেরের **(খ) আমজাদের**
(গ) মতিনের (ঘ) এনায়েতের

৩৭. বেআইনি বাড়ি দখলের ব্যাপারটা তদারক করার জন্য কে আসে?
(ক) মুক্তিবাহিনী **(খ) পুলিশ**
(গ) পাকিস্তানী সেনা (ঘ) বাড়ির মালিক

৩৮. গল্পপ্রেমিক কে?
(ক) আমজাদ (খ) মকসুদ
(গ) মতিন **(ঘ) কাদের**

৩৯. আশ্রিত রোগাপটকা লোকটির নাম কী?
(ক) ইউনুস (খ) কাদের
(গ) মকসুদ (ঘ) মতিন

৪০. 'তুলসী গাছটি প্রথম কে দেখতে পায়?
(ক) ইউনুস **(খ) মোদাব্বের**
(গ) মতিন (ঘ) পুলিশ

৪১. কোনদিন, কখন তুলসী গাছটি দেখা যায়?
(ক) শুক্রবার দুপুরে
(খ) শনিবার বিকেল বেলা
(গ) মঙ্গলবার সকালে
(ঘ) রবিবার সকালে

৪২. পরিত্যক্ত বাড়িটি কয় তলাবিশিষ্ট?
(ক) দোতলা (খ) পাঁচতলা
(গ) একতলা (ঘ) তিনতলা

৪৩. পুলটির আকৃতি কেমন?
(ক) লম্বা (খ) স্বল্পদৈর্ঘ্য
(গ) ধনুকের মতো বাঁকা (ঘ) উঁচু-নিচু

৪৪. পরিত্যক্ত বাড়িটির মালিক কোথায়?
(ক) প্যারিসে (খ) দেশপলাতক
(গ) মারা গেছেন (ঘ) জেলে

৪৫. মতিনের কল্পনায় গৃহকর্ত্রীর শাড়ির রঙ কী ছিল?
(ক) লাল পাড়ে সাদা শাড়ি
(খ) লাল পাড়ের কালো শাড়ি
(গ) সাদা শাড়ি
(ঘ) লাল পাড়ের সবুজ শাড়ি

৪৬. মোদাব্বের কী উপড়ে ফেলতে বলে?
(ক) তুলসী গাছ (খ) উঠানের আগাছা
(গ) ফুল গাছ (ঘ) হাসনাহেনা গাছ

৪৭. কে একজোড়া কবুতর দেখতে পায়?
(ক) এনায়েত (খ) হাবিবুল্লাহ
(গ) কনস্টেবলদ্বয় (ঘ) মতিন

৪৮. উদ্বাস্তুদের পরিত্যক্ত বাড়িটি দখলের খবর পুলিশকে কে দেয়?
(ক) উদ্বাস্তুরাই
(খ) পাড়ার লোকজন
(গ) যেসব উদ্বাস্তু বাড়িটিতে আশ্রয় পায়নি
(ঘ) রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ

৪৯. পরিত্যক্ত বাড়িটির জানালাগুলো কেমন?
(ক) অত্যন্ত ছোট
(খ) জমিদার বাড়ির মতো
(গ) নীলকুঠি দালানের ফ্যাশানের মতো মস্ত মস্ত
(ঘ) গোলাকৃতির

৫০. পুলিশ কেন বাড়িটা ছাড়তে বলে?
(ক) বাড়ির মালিক ফিরে এসেছে বলে
(খ) গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে বলে
(গ) প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বাড়িটা কিনে নিয়েছে বলে
(ঘ) পুলিশরা বসবাস করবে বলে

৫১. মোদাব্বের কী দিয়ে মেছোয়াক করছিল?
(ক) ব্রাশ দিয়ে **(খ) নিমের ডাল দিয়ে**
(গ) আমের ডাল দিয়ে (ঘ) কয়লা দিয়ে

৫২. মতিন কোথায় কাজ করতো?
(ক) ডাক বিভাগে (খ) বেতার কেন্দ্রে
(গ) রেলওয়েতে (ঘ) বইয়ের দোকানে

৫৩. কে নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করে?
(ক) মোদাব্বের (খ) ইউনুস
(গ) হাবিবুল্লাহ **(ঘ) এনায়েত**

৫৪. তুলসী গাছটির পাতাগুলো কোন রঙের ছিল?
(ক) গাঢ় সবুজ রঙের (খ) হালকা সবুজ রঙের
(গ) খয়েরি রঙের (ঘ) বাদামি রঙের

৫৫. মোদাব্বের কী দিয়ে সাঁ করে কচুকাটার কায়দায় তুলসী গাছটির উপর চালিয়ে দেয়?
(ক) ছুরি দিয়ে (খ) লাঠি দিয়ে
(গ) কঞ্চি দিয়ে (ঘ) হাত দিয়ে

৫৬. পরিত্যক্ত বাড়ির ছোট ঘরটিতে উদ্বাস্তুদের কয়টি বিছানা পাতা হয়?
(ক) ১টি (খ) ২টি
(গ) ৩টি **(ঘ) ৪টি**

৫৭. এ্যাকাউন্টস অফিসে কে কাজ করত?

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ক বদরুদ্দিন খ মোদাব্বের
গ ইউনুস ঘ মতিন

৫৮. 'ম্যাকলিওড স্ট্রিটে' কে থাকতো?
ক মতিন খ এনায়েত
গ মকসুদ ঘ ইউনুস

৫৯. 'আমরা কি গভর্নমেন্টের লোক নই?'– উক্তিটি কার?
ক মকসুদের খ মতিনের
গ ইউনুসের ঘ মোদাব্বেরের

৬০. পুলিশি নির্দেশ প্রাপ্তির কততম দিনে তারা বাড়িটি ত্যাগ করে চলে যায়?
ক ৭ম দিনে খ অষ্টম দিনে
গ নবম দিনে ঘ দশম দিনে

৬১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোন ধরনের লেখক ছিলেন ?
ক রোমান্টিক ভাবধারার
খ জীবন সন্ধানী ও সমাজ সচেতন
গ ইতিহাস আশ্রিত
ঘ ধর্মীয় মনোভাব

৬২. 'পৃষ্ঠ প্রদর্শন' বলতে কী বোঝায় ?
ক পিঠ দেখানো খ দাঁড়িয়ে থাকা
গ পালিয়ে যাওয়া ঘ অরাজক পরিস্থিতি

৬৩. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে হিন্দু বিদ্বেষী বলা যায় কাকে?
ক কাদেরকে খ মকসুদকে
গ মোদাব্বেরকে ঘ এনায়েতকে

৬৪. তুলসী গাছটির বিবর্ণ হয়ে পড়ার কারণ কী ?
ক প্রচণ্ড গরম খ অতিবৃষ্টি
গ যত্নের অভাব ঘ অনাবৃষ্টি

৬৫. 'মদির' বলতে কী বুঝায় ?
ক মদদ দেয়া খ পাগলামি করা
গ মত্ততা জাগায় এমন কিছু ঘ মতলব করা

৬৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভের কারণ হলো–
ক বিদেশি সাহিত্য চর্চা
খ ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় লাল সালু অনুবাদের জন্য
গ জীবন সন্ধানী লেখার জন্য
ঘ বিদেশে বসবাসের জন্য

৬৭. 'তবে নালিশটাও যথাযথ নয়'– কারণ–
ক প্রকৃত মালিক নালিশ করেন নি
খ বাড়িওয়ালা নালিশ করেছে
গ পুলিশ নালিশ করেছে
ঘ কেউ নালিশ করেনি

৬৮. আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে শুষ্কপ্রায় মৃত প্রায় তুলসী গাছটি কী প্রকাশ করে?
ক তুলসী গাছের অস্তিত্বের কথা
খ দেশভঙ্গের কথা
গ রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা
ঘ সেই বাড়ির অন্দরের কথা

৬৯. মকসুদ কোন ধরনের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল?
ক সরকারি দলের সঙ্গে
খ বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে
গ বৃটিশপন্থী রাজনীতির সঙ্গে
ঘ মানবতাবাদী রাজনীতির সঙ্গে

৭০. 'তাদের নীচতা হীনতা গোড়ামির জন্যই দেশটা ভাগ হল', মোদাব্বের কাদের কথা বলেছে?
ক ইংরেজদের খ হিন্দুদে
গ রাজনীতিবিদদের ঘ মুসলমানদের

৭১. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের পটভূমি হলো–
ক ১৯৪৭ সালের হিন্দু-মুসলিম বিভেদ
খ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ
গ বৃটিশ শাসনকাল
ঘ স্বদেশি আন্দোলন

৭২. 'এবার হাসি জাগে না' কেন ?
ক গৃহকর্ত্রীর কথা মনে পড়ে
খ গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে বলে
গ তুলসী গাছটি আবঙ্কার হওয়ায়
ঘ বাড়ির মালিক দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে বলে

৭৩. তুলসী গাছটি কিসের পরিচয় বহন করে?
ক বাগানের সৌন্দর্য
খ বাড়ির মালিকানার পরিচয়
গ পরিত্যক্ত বাড়ির
ঘ দেশ ভঙ্গের

৭৪. 'বামপন্থী' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে ?
ক সরকারি দলের লোকদের
খ বিরোধী দলের নেতাদের
গ সাম্যবাদী বিপ্লবী রাজনীতিকদের
ঘ ধর্মীয় ভাবাদর্শে বিশ্বাসীদের

৭৫. 'কংক্রিকেটর পুল' বলতে বোঝায়–
ক বাঁশের তৈরি সাঁকো খ কাঠের তৈরি সাঁকো
গ চুন-বালি-সিমেন্ট ও চুনা ঘ লোহার তৈরি পুল

৭৬. 'ফিকির' বলতে বোঝায়–
ক বন্দি খ ফন্দি
গ সন্ধি ঘ ভিক্ষুক

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

একটি তুলসী গাছের কাহিনী

৭৭. উদ্বাস্তু যুবকরা কীভাবে বাড়ি দখল করে?
ক দরজার তালা ভেঙ্গে রৈ রৈ আওয়াজ তুলে
খ নিরবে-নিভৃতে
গ পুলিশের সহযোগিতায়
ঘ চুক্তি অনুসারে

৭৮. 'মাথার ওপর একটা ছাদ পাবার আশায় তারা দলে দলে আসে'- এখানে 'ছাদ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?
ক আশ্রয় খ সামিয়ানা
গ ছাতা ঘ রাত্রিফল

৭৯. 'ইয়ার্ড' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?
ক আশ্রয়
খ স্টেশন সংলগ্ন চত্বর
গ বাসস্থান
ঘ বাড়ির সামনের খোলা অংশ

৮০. 'বাড়িটারও একটু জমি ছাড়ার ভদ্রতার বালাই নেই'। এখানে'ভদ্রতার বালাই' কী অর্থ প্রকাশ করেছে ?
ক সৌজন্যবোধের অভাব খ গায়ের জোর
গ মূর্খতা ঘ হুজুগে পানা ।

৮১. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' কোন ধরনের রচনা?
ক গল্প খ ছোট গল্প
গ নাটক ঘ কবিতা

৮২. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' কাহিনীর প্রেক্ষাপট কী?
ক ১৯৪৭ এর দেশবিভাগ
খ ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন
গ ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ
ঘ গ্রাম বাংলার জীবন

৮৩. মোদাব্বের তারস্বীর আর্তনাদ করে ওঠে কেন?
ক সাপ দেখে খ পড়ে গিয়ে
গ তুলসী গাছ দেখে ঘ পুলিশ দেখে

৮৪. কে বাড়ির অন্দরের কথা প্রকাশ করে?
ক মতিন খ পুলিশ
গ ইউনুস ঘ তুলসী গাছটি

৮৫. মতিনরা কীভাবে এসে কীভাবে চলে যায়?
ক বীরের মতো এসে চোরের মতো চলে যায়
খ ঝড়ের মতো এসে ঝড়ের মতো চলে যায়
গ মালিকের মতো এসে আসামীর মতো চলে যায়
ঘ বীরের মতো এসে বীরের মতো চলে যায়

৮৬. তুলসী গাছটির পরিণতি কী?
ক গাঢ় সবুজ শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়ে শোভা দেয়
খ উপড়ে ফেলা হয়
গ গাঢ় সবুজ পাতা শুকিয়ে আবার খয়েরি রং ধরে
ঘ গাছটি মরে যায়

৮৭. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন-
ক তুলসী গাছের কথা
খ বাড়ি দখলের কথা
গ ১৯৪৭ এর সাম্প্রদায়িকতার নির্মম চিত্র
ঘ সাধারণ মানুষের জীবন চিত্র

৮৮. কোন উক্তিটির মধ্য দিয়ে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে ?
ক নিরীহ মানুষেরও দৃষ্টি পড়ে পশু-পক্ষীর দিকে
খ অন্যের অপমান দেখার নেশা বড় নেশা
গ কোনো হিন্দুয়ানির চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না
ঘ মন্দ ভাগ্যের কথা মানা যায় কিন্তু সহ্য করা যায় না

৮৯. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে লেখক কিসের মাধ্যমে কাহিনীতে ছোট গল্পের আবহ সৃষ্টি করেছেন ?
ক বিচিত্র চরিত্র সংযোজন করে
খ কাহিনীর পর কাহিনী সাজিয়ে
গ কথোপকথন রীতি উপস্থাপন করে
ঘ বাস্তব সত্য তুলে ধরে

৯০. ১৯৪৭ সালে কিসের উপর ভিত্তি করে ভারত বিভক্ত হয়েছিল ?
ক জনসংখ্যার ভিত্তিতে
খ ধর্মের ওপর
গ ভৌগোলিক আয়তনের ভিত্তিতে
ঘ বৃটিশ শাসনের কারণে

৯১. 'ফিকির' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত ?
ক ফরাসি খ গুজরাটি
গ আরবি ঘ উর্দু

৯২. নিচের কোনটি সমাসযোগ গঠিত শব্দ?
ক গল্পপ্রেমিক খ মন্দির
গ উদ্বাস্তু ঘ ইয়ার্ড

৯৩. 'জ্যোৎস্নারাত' শব্দটির ব্যাসবাক্য কী ?
ক জ্যোৎস্না ও রাত খ জ্যোৎস্নার রাত
গ জ্যোৎস্না শোভিত রাত ঘ জ্যোৎস্নার জন্য রাত

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

একটি তুলসী গাছের কাহিনী

৯৪. মতিনদের মাঝে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আলোচনার বদলে কোনটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে?
ক শিক্ষা খ সংস্কৃতি
গ সাম্প্রদায়িকতা ঘ ক্রীড়া

৯৫. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' তে পরিত্যক্ত বাড়িটির মালিক দেশত্যাগী হয়েছিল কেন?
ক বাড়িটি বাসের অযোগ্য ছিল বলে
খ দেশভঙ্গের ডামাডোলে
গ বৃটিশদের দৌরাত্ম্যে
ঘ মাস্তানদের ভয়ে

৯৬. 'জনমানব' কোন সমাসের উদাহরণ?
ক কর্মধারয় খ তৎপুরুষ
গ বহুব্রীহি ঘ দ্বন্দ্ব

৯৭. 'বেওয়ারিশ' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ?
ক বহুব্রীহি খ নঞ বহুব্রীহি
গ তৎপুরুষ ঘ রূপক কর্মধারয়

৯৮. 'বেআইনি' শব্দের 'বে' উপসর্গটি কোন ভাষা থেকে আগত?
ক আরবি খ বাংলা
গ উর্দু ঘ ফরাসি

৯৯. 'প্রশান্ত' শব্দের 'প্র' উপসর্গটি কোন জাতীয়?
ক ফরাসি খ ইংরেজি
গ তৎসম ঘ উর্দু

১০০. 'দেশভঙ্গ' শব্দটি কোন জাতীয় সমাসের উদাহরণ ?
ক বহুব্রীহি খ রূপক কর্মধারয়
গ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ ঘ অব্যয়ীভাব

১০১. 'অক্ষত' শব্দটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি ?
ক নয় ক্ষত যা খ নয় ক্ষত
গ ক্ষত হয়েছে এমন ঘ অধিক ক্ষত

১০২. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে ব্যবহৃত বাগধারা কোনটি?
ক কলা দেখানো খ আকাশ কুসুম
গ ঢাকের বায়া ঘ ঈদের চাঁদ

১০৩. 'বাকবিতণ্ডা' শব্দের শুদ্ধ ব্যাসবাক্য কোনটি ?
ক বাকসহ বিতণ্ডা খ বাক ছাড়া বিতণ্ডা
গ বাক ও বিতণ্ডা ঘ বাক দ্বারা বিতণ্ডা

১০৪. ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ?
ক যুবকরা খ হিন্দু নিম্নবিত্তরা
গ মুসলিম উচ্চবিত্তরা ঘ সাধারণ মানুষ

১০৫. গভর্নর বা অনুরূপ ব্যক্তি বোঝাতে কোন শব্দটি যুক্তিযুক্ত?
ক লাট বেলাট খ খান বাহাদুর
গ রায় বাহাদুর ঘ কমরেড

১০৬. 'আবির্ভাব' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে ?
ক সন্ধিযোগে খ প্রত্যয়যোগে
গ উপসর্গযোগে ঘ সমাসযোগে

১০৭. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পটির প্রেক্ষাপট কী ?
ক ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগ খ ভাষা আন্দোলন
গ ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ঘ অসহযোগ আন্দোলন

১০৮. দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে?
ক লর্ড কর্নওয়ালিস খ মহাত্মা গান্ধী
গ জিন্নাহ ঘ ইয়াহিয়া খান

১০৯. গল্পের শেষে তুলসী গাছটির করুণ অবস্থার মধ্য দিয়ে লেখক কী তুলে ধরেছেন?
ক গাছের জীবন চক্র খ অস্তিত্ব সংকট
গ বৃটিশদের জয় ঘ রোমান্টিকতা

১১০. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনটি ?
ক তুলসী গাছ খ মতিন
গ মোদব্বের ঘ ইউনূস

১১১. হিন্দু বাড়িতে তুলসী গাছ লাগানো এবং সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানো বিষয়ে নিচের কোন উক্তিটি করা যায় ?
ক এটি একটি ধর্মীয় কুসংস্কার
খ এটি সামাজিক রীতি
গ এটি একটি ধর্মীয় অনুশাসন
ঘ এটি চিকিৎসা শাস্ত্রের রীতি

১১২. 'একটি তুলসী গাছের কহিনী' গল্পে ফুটে ওঠা অস্তিত্ব সংকট দ্বারা বোঝা যায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একজন-
ক মানব মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিষয়ক লেখক
খ ইসলামি ভাবাদর্শের লেখক
গ রোমান্টিক ভাবাদর্শের লেখক
ঘ নবজাগরণের লেখক

১১৩. 'হাতে বন্দুক থাকলে নিরীহ মানুষের দৃষ্টি পড়ে পশুপাখির দিকে'-এখানে কী বুঝানো হয়েছে?
ক পশুপাখির অসহায়ত্ব খ মানুষের আচারসর্বস্বতা
গ শক্তির মদমত্ততা ঘ অস্ত্রের প্রতি দুর্বলতা

www.facebook.com/tanbir.ebooks

১১৪. পরাহত বাড়ি সন্ধানীদের কানে কোনটি বিষবৎ মনে হয়?
ⓚ নতুন বাড়ির সন্ধান
ⓚ হাত ছাড়া বাড়িটির সুযোগ সুবিধা
ⓖ দখলদারদের আনন্দ উপভোগ
● ঘ উদ্বাস্তুদের পক্ষ থেকে দেয়া সান্ত্বনা

১১৫. তুলসী গাছটির কথা কারও মনে পড়েনি কেন?
● ক রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের কারণে
খ আনন্দের কারণে
গ ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে
ঘ দেশ ত্যাগের কারণে

১১৬. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের চরিত্রগুলোর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে-
● ক উদ্বাস্তু মানুষের সংকট
খ যুবকদের হতাশা
গ আহত মানুষের চিত্র
ঘ বন্যাপীড়িত মানুষের চিত্র

১১৭. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত উপন্যাসগুলো হলো -
i. চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো, লাল সালু
ii. নয়ন চারা, বহিপীর, সুড়ঙ্গ
iii. দুই তীর, তরঙ্গভঙ্গ, লাল সালু
নিচের কোনটি সঠিক ?
● ক i. খ ii গ iii ঘ i, iii

১১৮. নিচের কোনগুলো সমাসযুক্ত শব্দ ?
i. গল্পপ্রেমিক
ii. আবিষ্কার
iii. দেশভঙ্গ
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i খ ii গ iii ● ঘ i ও iii

১১৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লাল সালু' উপন্যাসটি অনূদিত হয়–
i. ফরাসি ভাষায়
ii. উর্দু ভাষায়
iii. ইংরেজি ভাষায়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i খ ii ● গ i ও iii ঘ ii ও iii

১২০. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কর্মসূত্রে যেসব দেশে দায়িত্ব পালন করেন তা হচ্ছে -
i. ভারত ও ইন্দোনেশিয়া
ii. চীন ও জাপান
iii. ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i খ ii গ iii ● ঘ ii ও iii

১২১. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে ব্যবহৃত বাগধারা হচ্ছে–
i. ভদ্রতার বালাই
ii. কড়িকাঠ গোনা
iii. পৃষ্ঠপ্রদর্শন
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i খ ii ● গ i, ii ও iii ঘ ii ও iii

১২২. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে বর্ণিত চরিত্রসমূহ হচ্ছে -
i. মতিন, ইউসুফ, জলিল
ii. মতিন, কাদের, আমজাদ
ii. মকসুদ, হাবিবুল্লাহ, এনায়েত
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i খ ii গ i ও ii ● ঘ ii ও iii

১২৩. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত নাটকসমূহ হচ্ছে -
i. নয়নচারা, সুড়ঙ্গ
ii.বহিপীর, তরঙ্গভঙ্গ
iii. বহিপীর, লাল সালু
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ● খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

১২৪. মতিনের চোখের সামনে বিভিন্ন রেলওয়ে পট্টির ছবি ভেসে ওঠে। রেলওয়ে পট্টিগুলো হচ্ছে-
i. কমলাপুর
ii. বৈদ্যবটি
iii. আসানসোল
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ● খ ii ও iii গ ii ঘ iii

১২৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র রচনায় উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে-
i. মানব মনের ভাবনা
ii. মূল্যবোধের অবক্ষয়
iii. সামাজিক কুসংস্কার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ iii ● গ i, ii ও iii ঘ ii ও iii

১২৬. বামপন্থী কারা?
i. যারা সাম্যবাদী চেতনায় বিশ্বাসী
ii. যারা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চেতনায় বিশ্বাসী
iii. যারা বিপ্লবী রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ii খ i ও iii ● গ i ও iii ঘ ii ও iii

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২৭-১২৯ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জয়, শুভ্র, রানা ও উৎপল রাজনৈতিক দাঙ্গার শিকার হয়ে এলাকা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসে। এখানে তেমন কোনো আত্মীয় স্বজন না থাকায় তারা কোথায় থাকবে কী করবে– কিছুই ঠিক করতে পারছে না। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে নিজেদের আশ্রয় হারিয়ে আজ তারা উদ্বাস্তু। তাদের কাজ নেই, খাবার নেই, এমনকি থাকার জায়গাও নেই।

১২৭. উদ্দীপকটির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়–
ক 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে
খ 'লাল সালু' উপন্যাসে
গ 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে
ঘ 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে

১২৮. উদ্দীপকের তরুণরা–
i. রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার
ii. অপরাজনীতির শিকার
iii. সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শিকার
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i খ ii গ i, ii ও iii ঘ i ও iii

১২৯. উদ্দীপকের তরুণদের সঙ্গে তুলনা করা যায় -
i. মতিনের
ii. পুলিশের
iii. মকসুদের
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i খ ii গ i, ii ও iii ঘ i ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে নিচের ১৩০ ও ১৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বিশ্ববিদ্যালয় মাঝে কয়েকজন বন্ধু তুখোড় আড্ডায় মত্ত। রাজনীতি বিষয়ে তাদের ভিন্নমত। অমূল্য মনে করে, ধর্ম মানুষের অন্তর্গত বিশ্বাস। এজন্য ভূখণ্ডের বিভাজন বা সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতা কাম্য নয়। কিন্তু আরিফের মতে ধর্মীয় মূল্যবোধ একটি জাতিগঠনের একমাত্র হাতিয়ার। সাম্প্রদায়িকতার তর্কে নাফিস, রিয়াজসহ অন্যরা কিছুটা বিব্রতবোধ করে।

১৩০. 'অসাম্প্রদায়িক চেতনা' কোনগুলো?
ক ধর্ম, বর্ণ, জাতিভেদ করা
খ ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সম্প্রীতির বন্ধন
গ ভূ-খণ্ডের ভিন্নতা ও মানবগোত্রীকরণ
ঘ ধর্মীয়ভাবে মানুষে মানুষে প্রভেদ সৃষ্টি করা

১৩১. উদ্ধৃত অংশটি বাঙালি জাতির কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে ইঙ্গিত করে-
ক ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ
খ ১৯৪৭ এর দেশবিভাগ
গ ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন
ঘ ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ

উদ্দীপকটি পড়ে নিচের ১৩২, ১৩৩ ও ১৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

খোলা-মেলা ঝরঝরে তকতকে এ বাড়ি তাদের মধ্যে একটা নতুন জীবন সঞ্চার করেছে যেন। এদের অনেকেই কলকাতায় ব্লকম্যান লেন-এ খালাসি পট্টিতে, বৈঠকখানায় দফতরিদের পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেন-এ তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বা কমরু খানসামা লেন-এ অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন।

১৩২. উদ্ধৃতাংশটি–
ক গল্পের অংশ খ ছোট গল্পের অংশ
গ উপন্যাসের অংশ ঘ প্রবন্ধের অংশ

১৩৩. বাড়িটিতে তারা আশ্রয় নিয়েছে–
ক রাজনৈতিক সংকটের কারণে
খ অবৈধ দখলদার হিসেবে
গ আত্মগোপন করার জন্য
ঘ আগের চেয়ে এ বাড়িটি বড় বলে

১৩৪. 'নতুন জীবন সঞ্চার করেছে'– কথাটির তাৎপর্য কী?
ক বড় বাড়ি পেয়ে আয়-রোজগার বৃদ্ধি
খ অনিশ্চিত, উদ্বাস্তু জীবনে সাময়িক স্থিতিশীলতা
গ বাড়ির খোলামেলা পরিবেশে সুস্থ হয়ে ওঠা
ঘ বাংলাদেশে থাকতে পারা

www.facebook.com/tanbir.ebooks